সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র।

১১ সংখ্যা।

বিষ্ণু পুরাণ।

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন বৎস! অগ্রে কহিয়াছি স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুইটী ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রদ্বয়। সেই দুই পুত্রের মধ্যে উত্তানপাদ সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই দার পরিগ্রহ করেন। সুরুচি অতিপ্রেয়সী ছিলেন তাঁহার উত্তানপাদের উত্তম নামে এক পুত্র হয়। সুনীতির প্রতি উত্তান পাদের তাদৃশী প্রীতি ছিল না, তাহার গর্ভে ধ্রুব জন্ম গ্রহণ করেন।

উত্তানপাদ রাজা হইয়া আপন প্রেয়সী-নন্দন উত্তমকে লইয়াই আহ্লাদ আমোদ করিতেন একদা রাজাসনে বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে উত্তম তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া উপবেশন করিল তদ্দর্শনে বালকস্বভাব বশতঃ ধ্রুবের ইচ্ছা হইল তিনিও পিতার উৎসঙ্গে উপবেশন করেন। পিতার ক্রোড়ে আরোহণ নিমিত্ত পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। সে সময় রাজার প্রেয়সী মহিষী সুরুচি তথায় দণ্ডায়মানা ছিল তাহার সমক্ষে ধ্রুবের বাক্যে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেও রাজার সাহস হইল না।

অনন্তর ধ্রুব আপনিই প্রণয় দ্বারা পিতৃক্রোড়ে আরোহণ করিতে গেলেন। তদ্দর্শনে সুরুচি ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল অরে বাছা! আমার গর্ভে কেন জন্ম গ্রহণ কর নাই, অন্য স্ত্রীর উদরে জন্মিয়া বৃথা কেন এরূপ মনোরথ করিতেছ, তুমি বালক, তোমার বিবেচনা মাত্র নাই, যে অঙ্কে আমার তনয় উপবেশন করিয়াছে তাহাতে কি তুমি বসিতে পাইবে? তুমিও রাজার সন্তান সত্য, কিন্তু আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই এই নিমিত্ত তোমার উহাতে অধিকার নাই। এই রাজ্য, রাজাসন এবং রাজসদন এ সকলেতেই আমার পুত্র অধিকারী, তুমি কেন অনর্থ আপনাকে ক্লেশ দিতেছ? বৎস! তুমি কি রূপে আমার পুত্রের তুল্য উচ্চ মনোরথ করিতেছ? সুনীতির গর্ভে তোমার যে জন্ম হইয়াছে তাহা কি জান না?

পরাশর কহিলেন বিমাতার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব পিতৃসন্নিধান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুপিত হইয়া জননীর নিকট গমন করিলেন। ক্রোধে তাঁহার অধর ঈষৎ কাঁপিতেছিল। সুনীতি স্বীয় তনয়কে তদ্রূপ দেখিয়া স্নেহ প্রকাশ করত ক্রোড়ে লইলেন এবং সান্ত্বনা করিতে২ জিজ্ঞাসা করিলেন বাছা! কেন ক্রোধ করিয়াছ? কোপের কারণ কি! কে তোমাকে লইয়া আহ্লাদ করে নাই। তোমার অপরাধ করিলে যে তোমার পিতার অবজ্ঞা করা হইবে ইহা কি সে অবগত নয়।

পরাশর কহিলেন জননী এই প্রকার কহিলে ধ্রুব বিষণ্নবদনে সেই সকল কথা কহিয়া শুনাইলেন যাহা সুরুচি রাজার সমক্ষে গর্ব্ব প্রকাশ করত কহিয়াছিল।

পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সপত্নীর কথা কহিলে সুনীতির মনোমধ্যে সাতিশয় বিষাদ জন্মিল এবং দুঃখাবেগ বশতঃ তাঁহারও ঘন২ নিশ্বাস বহিতে লাগিল, নিতান্ত খিন্ন হইয়া সন্তানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি সত্য কথাই বলিয়াছে তোমার ভাগ্য ভাল নয়। যাহারা পুণ্যবান ও শুভাদৃষ্টশালী, তাহাদিগকে কি সপত্নীগণ এমন কহিতে পারে? অতএব এ বিষয়ে মনে মধ্যে দুঃখ করিও না, পূর্ব্ব জন্মে যাহা করিয়াছ তাহার অন্যথা করিতে কে পারিবে? এবং তুমি পূর্ব্বজন্মে যাহা কর নাই তাহার ফল দিতে কাহারই বা ক্ষমতা আছে? বৎস! রাজাসন,

প্রধান অশ্ব, প্রধান হস্তী এ সকল, যাহার পুণ্য থাকে, সেই ব্যক্তিই ভোগ করিতে পায়, ইহা মনে করিয়া শান্ত হও। তোমার বিমাতা সুরুচি অন্য জন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিল তাহাতেই তাহার প্রতি রাজা সাতিশয় প্রীতিমান্, এবং তাহাকেই তিনি ভার্য্যা বলিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন পুণ্য করি নাই তাহাতেই দুর্ভগা হইয়া জন্মিয়াছি। বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি যেমন পুণ্যবতী তাহার তনয় উত্তমও তদ্রূপ পুণ্যবান্, তাহাতেই সে তাহার গর্ব্ভে জন্মিয়াছে। তোমার পুণ্য নাই ইহাতেই তুমি আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু বৎস! তথাপি এ বিষয়ে তোমার খেদ করা উচিত হয় না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যাহার যেমন কর্ম্ম তাহার তেমন ফল ইহা নিশ্চয় করিয়া সকলেতেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আর যদি সুরুচির বাক্যে তোমার মনোমধ্যে নিতান্তই দুঃখ হইয়া থাকে তবে পুণ্য সঞ্চয়ে যত্ন কর পুণ্যদ্বারাই সকল ফল পাওয়া যায়। পরন্তু তদর্থ সুশীল, ধর্ম্মাত্মা এবং সর্ব্ব প্রাণিহিতানুরাগী হইতে হইবে। বৎস! যেমন জল নিম্ন দিকেই স্বয়ং গমনোন্মুখ হয় তেমনি সকল সম্পদ স্বয়ং গিয়া সৎ পাত্রকে আশ্রয় করে।

ধ্রুব কহিলেন মা! তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যাহা কহিলে এ সকল আমার অন্তঃকরণে স্থান পাইতেছে না কারণ বিমাতার বাক্যে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়াছে। আমি এখনই এমত যত্ন করিব যাহাতে জগতের পূজিত সর্ব্বোত্তম স্থান পাইতে পারি। তুমি বলিলে সুরুচি রাজার প্রিয়া ভার্য্যা, আমি তাহার গর্ব্ভে জন্মি নাই বলিয়া দুর্ভাগ্য হইয়াছি, কিন্তু তোমার গর্ব্ভে জন্মিয়াই আমার প্রভাব দেখ। আমার ভ্রাতা উত্তম, যাহাকে তুমি গর্ব্ভে ধারণ কর নাই, সে রাজাসন পাউক, পিতা তাহাকে দিবেন, তাহা তাহারই হউক, অন্যের দত্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আপন কর্ম্ম দ্বারা এমত স্থান উপার্জ্জন করিব আমার পিতাও যাহা প্রাপ্ত হন নাই।

পরাশর কহিলেন এই প্রকার কহিয়া ধ্রুব মাতার পুরী হইতে তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলেন। পরে পুরের বাহিরে গিয়া বহির্ভাগে যে অরণ্য ছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সপ্ত জন ঋষি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ তৎপূর্ব্বে আগমন করিয়া উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কুশাসনোপরি কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া বসিয়া ছিলেন। দর্শন পথবর্ত্তী হইবামাত্র ধ্রুব তাহাদের নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন এবং সবিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন হে মুনিগণ! আমি উত্তানপাদ রাজার তনয় কিন্তু সুনীতির গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব দুঃখিত হইয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি।

ঋষিগণ এতৎশ্রবণে কহিলেন হে রাজকুমার! তোমাকে চারি বা পঞ্চ বৎসর মাত্র বয়স্ক দেখিতেছি, এখন তুমি বালক, তোমার দুঃখের কারণ কি? আমরা তো কিছুই দেখিতে পাই নাই, আর তোমার পিতা জীবিত রহিয়াছেন ইহাতে তোমার কোন ভাবনার সম্ভাবনা বোধ হয় না। ইষ্ট বিয়োগ হইয়াছে তাহাও তো দৃষ্ট হয় না। তোমার শরীরও সুস্থ দেখিতেছি ইহাতে কোন ব্যাধি দ্বারা আর্ত্ত হইয়া ঔদাস্য বশতঃ এখানে আসিয়াছ এমত অনুমান হয় না, তোমার নির্ব্বেদের কারণ কি যদি কিছু থাকে বল দেখি শুনি।

পরাশর কহিলেন ঋষিদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুনীতি যে সকল কথা কহিয়াছিল ধ্রুব তৎসমুদায় পুনরুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। তৎশ্রবণে মুনিদিগের মনে বিস্ময় ও বিষাদ উপস্থিত হইল, তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন অহো ক্ষত্রিয় জাতির কি আশ্চর্য্য তেজঃ! ইনি বালক, ইহাঁরও বিমাতার দুর্ব্বাক্য সহ্য হয় নাই, সপত্নীমাতা যে সকল কুবচন বলিয়াছে এখনও ইহাঁর অন্তর হইতে তাহা অন্তর হইতেছে না। অনন্তর ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন অহে ক্ষত্রিয় তনয়! এই নির্ব্বেদ বশতঃ তুমি কি করিতে মানস করিয়াছ, যাহা ইচ্ছা করিয়াছ আমাদিগকে বল। তোমার অভিলষিত সাধনে আমাদের যদি কোন আনুকূল্য আবশ্যক হয় আমরা অবশ্য করিব, তোমার আকৃতি অবলোকনে আমাদের বোধ হইতেছে তুমি যেন কিছু বলিতে বাসনা করিতেছ, আর বিলম্ব কর কেন। বল না।

ধ্রুব কহিলেন হে দ্বিজপুঙ্গববর্গ! ধন কিম্বা রাজ্য লাভ করিব আমার এতাদৃশী বাঞ্ছা নাই আমি সেই এক স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা করি যাহা অন্য কোন ব্যক্তি কখন ভোগ করে নাই এই বিষয়ে আপনারা আমার সহায়তা করুন এবং যাহাতে তাহা প্রাপ্ত হই তাহার উপায় বলিয়া দেউন। হে মুনিবরগণ! আমি সকল স্থান হইতে প্রধান যে স্থান তাহা উপার্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি।

ধ্রুবের এই বাক্যশ্রবণ করিয়া সেই ঋষি মণ্ডল মধ্য হইতে মহর্ষি মরীচি তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন হে রাজকুমার! ভগবান্ গোবিন্দের পদারবিন্দের আরাধনা ব্যতীত কদাপি প্রধান স্থান লভ্য হইতে পারে না, যদি তোমার তদ্রূপ স্থান লাভার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া থাকে তবে আদৌ ভগবানের আরাধনা কর।

অত্রি কহিলেন বৎস! পরাৎপর ভগবান্ জনার্দ্দন যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন সেই ব্যক্তিই অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে আমি তোমাকে একথা সত্য কহিতেছি।

অঙ্গিরা বলিলেন বৎস! অব্যয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর মধ্যে সকলই আছে অতএব যদি তুমি প্রধান স্থান লাভেচ্ছা করিতেছ তাঁহারই আরাধনা কর।

পুলস্ত্য কহিলেন ভগবান্ হরি, পর ব্রহ্ম এবং পরম ধাম, তাঁহার আরাধনা করিলে উত্তম স্থান কি, দুর্লভ মুক্তিও লভ্য হয়।

ক্রতু কহিলেন বৎস! যে ভগবান্ যজ্ঞ স্বয়ং যজ্ঞ পুরুষ, এবং যোগে পর ব্রহ্ম, তিনি তুষ্ট হইলে কি অপ্রাপ্য থাকে!

পুলহ কহিলেন বৎস! দেবরাজ ইন্দ্র যে জগৎপতির আরাধনা করিয়া ইন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা কর

বশিষ্ঠ কহিলেন বৎস! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনোবাঞ্ছিত বস্তু সকলও প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাতে উত্তমোত্তম স্থান প্রাপ্ত হইবে তাহা আর বক্তব্য কি!

ধ্রুব কহিলেন আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আরাধ্য দেবের সন্ধান কহিয়া দিলেন তাঁহার পরিতোষার্থ আমি কি জপ করিব বলিতে আজ্ঞা হউক। অপর যে প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হয় আপনারা প্রসন্ন হইয়া তাহাও উপদেশ করিতে যোগ্য হয়েন।

ঋষিগণ কহিলেন হে রাজনন্দন! মানবদের যে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্ত্তব্য, আমাদের নিকট শ্রবণ কর, বলিতেছি। বিষ্ণুর উপাসনার্থ প্রথমতঃ সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে অন্তর করিতে হইবে তাহার পরে জগন্নিবাস ভগবানে চিত্ত সংযোগ করত তাহা নিশ্চল করিয়া রাখিবে। এই প্রকারে একাগ্র চিত্ত হইয়া যাহা জপ করিতে হইবে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। "পরম পুরুষ হিরণ্য গর্ভ, বিষ্ণু এবং শিব এতত্ত্রয়ের নিরন্তা ও মায়া শক্তির কারণ তথা শুদ্ধ জ্ঞান স্বভাব যে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে নমস্কার" এই মন্ত্র তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু স্বয়ং জপ করিয়াছিলেন তাহাতে ভগবান্ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিভুবনের দুর্লভ সম্পত্তি প্রদান করেন। অতএব তুমিও অবহিত হইয়া সর্ব্বদা ঐ মন্ত্র জপ কর অবশ্য তোমার প্রতি ভগবানের কৃপা হইবেক।

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে একাদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

একাদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন পিতঃ! স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে যখন পুরুষ সংসর্গ দ্বারা শোণিতের সহ শুক্র সংযুক্ত হয়, সেই সময় জীব নরক হইতে মুক্ত হইয়া অথবা স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে। জীব প্রবিষ্ট হইলে সেই শুক্র শোণিত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে কললত্ব ও বুদ্বুদত্ব পায়, তাহার পর তাহা পেশীর আকারে পরিণত হয়। সেই পেশীতে ঐ জন্তু, যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে তাহার ন্যায়, ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ হইয়া পরিণাম পাইতে থাকে। প্রথমতঃ পাঁচটী প্রধান অঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার পরে অঙ্গুলি চক্ষু নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি উপাঙ্গ উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই সকল অঙ্গ হইতে আবার নখাদি উৎপন্ন হয়। তদনন্তর ত্বকে রোম জন্মে ও মস্তকে কেশ উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে।

হে পিতঃ! এইরূপে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইয়া, যেমন নারিকেলের ফল ক্রমে বৃদ্ধি যুক্ত হইয়া পরিণত হয় তাহার ন্যায়, গর্ব্ভের জন্তু জরায়ু মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সে সময় জন্তুর মুখ অধোভাগে থাকে। সে জানুর পার্শ্বদ্বয়ে দুই কর ও পার্ষ্ণিদ্বয়ে চিবুকদ্বয় স্থাপন করিয়া বিশ্রামকারীর ন্যায় সুখে অবস্থিতি করে।

জননীর গর্ব্ভে যে অগ্নি আছে তাহাতেই ঐ সময়ে উদর মধ্যে ক্রমশ কাঠিন্য পায়।

হে পিতঃ এই প্রকারে গর্ব্ভমধ্যে যে অবস্থিতি, তাহা অতি পুণ্যাহ ও পুণ্যাশ্রম স্বরূপা ঐ কালেই জন্তুর নাভিদেশে আয়তী নামে একনাড়ী নিবদ্ধ হয় তাহার সহিত জননীর অন্ত্র ও নাড়ী সকলের সংযোগ আছে। অত-

এব জননী যে সকল অন্ন পান গ্রহণ করেন ঐ সকলের যোগে তাহার দ্বারা গর্ভস্থ জন্তুর দেহ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তৎকালে জন্তুর বহুং জন্ম বিষয়ক সংসার স্মৃতি গোচর হয়। তদবধি গর্ভযন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে। তখন আপনা আপনি অনুতাপ করত কহিতে থাকে এবার এই গর্ভ হইতে মুক্ত হই, আর কখন এমত কর্ম্ম করিব না যাহাতে পুনরায় এ রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। হায়! আমি কত বার এই রূপ জন্মিয়া দুঃখ ভোগ করিয়াছি। তৎকালে অতীত সকল জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে তত্তৎ জন্মের দুঃখ রাশিই অনুভূত হয়।

তদনন্তর ক্রমে গর্ভনাশ পরিপূর্ণ হইলে জন্তু অধোমুখ হইয়াই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয় তাহার পরে নবম অথবা দশম মাসে গর্ভ হইতে নিঃসরণ করে। হে পিতঃ! যখন জন্তু গর্ভ হইতে নির্গত হয় তখন প্রাজাপত্য নামে যে এক বায়ু আছে তাহার দ্বারা নিপীড়িত হয় অতএব উদর হইতে নির্গত হইবামাত্র অসহ্য মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে পার্থিব বায়ুর সংস্পর্শ হইলে তাহার চৈতন্য হয় তৎপরেই মোহকারিণী বৈষ্ণবী মায়া তাহাকে আশ্রয় করে। ঐ প্রকারে বৈষ্ণবী মায়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিমোহিত হইলেই জন্তুর জ্ঞান ভ্রংশ হয়, অতএব সে ভ্রষ্টজ্ঞান হইয়া প্রথমে বালক ভাব প্রাপ্তহয়, তাহার পরে কৌমারাবস্থা, তদনন্তর যৌবন, তৎপশ্চাৎ বার্দ্ধক্য, শেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। তৎপরে পুনরায় আবার জননী জঠরে জন্ম গ্রহণ করে। এই প্রকারে ঘটী যন্ত্রের ন্যায় এই সংসার চক্রে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কখন স্বর্গভোগ করে কখন নরক যাতনা অনুভব করিতে বাধ্য হয়। কখন বা মৃত্যুর পরে ক্রমে স্বর্গ নরক উভয়ই ভোগ করিয়া থাকে। কখন বা এই সংসারেই পুনর্ব্বার জন্মিয়া আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কখন বা সংসার মধ্যেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া মরণানন্তর অত্যল্প ভোগ নিমিত্ত স্বর্গে বা নরকে যায়।

পিতঃ! নরকে যেমন মহৎ দুঃখ আছে স্বর্গবাসিদেরও তদ্রূপ দুঃখ অনুভব করিতে হয়। যখন জন্তুগণ নরকে পতিত হয় তখনই তাহাদের দুঃখ দৃশ্য হয় কিন্তু স্বর্গে আরোহণ কালাবধি সাতিশয় ভীত হইয়া থাকে। পুণ্যক্ষয় হইলেই এ স্থান হইতে পতিত হইতে হইবে মনোমধ্যে এই যে ভাবনা হয়, তাহাই গুরুতর ক্লেশ। অপর স্বর্গ হইতে নরক বাসি দিগকে দেখিতে পায়, তাহাদিগকে দেখিয়া মনোমধ্যে এ রূপ আশঙ্কা করে আমারও এই রূপ গতি হইবে, অতএব অহর্নিশ অসুস্থই থাকে। সে যাহা হউক। হে পিতঃ! উক্ত প্রকারে গর্ভ বাসে যে মহৎ দুঃখ হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, আমার সকলই বিলক্ষণ রূপ স্মরণ হইতেছে। তাহার পরে গর্ভ হইতে জন্মিয়া বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই তিন অবস্থায় অনেকবার অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি। বাল্যকালে পিত্রাদির শাসন ও বুদ্ধির জড়তা এবং শরীরের অপাটবজন্য নানা ক্লেশ, যৌবনে কামক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য নিমিত্ত বহু কষ্ট, আর বৃদ্ধাবস্থা তো কেবল দুঃখেরই আকর। তদনন্তর যখন মৃত্যু হয় তখন যদ্রূপ দুঃখ অনুভব হয়, বোধ করি তদ্রূপ দুঃখ আর নাই, যম কিঙ্করের দেহ পঞ্জর হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া কখন স্বর্গে প্রেরণ করে কখন বা নরকে ফেলে। তাহার পর পুনর্ব্বার গর্ভ সম্বন্ধ হয় ও আবার জন্ম মরণ জন্য ক্লেশ ভোগ করে।

হে তাত! এই প্রকারে এই সংসার চক্রে স্বকর্ম্ম সূত্রে বদ্ধ হইয়া সকল জীবই ঘটী যন্ত্রের ন্যায় বারম্বার ভ্রমণ করিতেছে। অতএব, হে পিতঃ! এই সংসার শতং দুঃখের আকর, ইহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই, আমি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কেবল মুক্তির নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করি, কি প্রকারে বেদ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব!

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে পিতাপুত্র সংবাদে একাদশ অধ্যায়।

মৎস্য পুরাণ।

নবম অধ্যায়।

সূত কহিলেন ভগবানের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মনু পুনর্ব্বার মৎস্য রূপি পরম কারুণিক সেই হরিকে সম্বোধিয়া সবিনয় বচনে কহিলেন ভগবন্! পূর্ব্বতন মনু সকলের চরিত্র কি রূপ ছিল? বলিতে আজ্ঞা হউক।

মৎস্য কহিলেন রাজন্! মন্বন্তর সকল এবং মনুদিগের চরিত্র ও মন্বন্তর কালের পরিমাণ তথা মনুদিগের সৃষ্টি এ সমুদয়েরই বিবরণ বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি, এক চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে দেবগণ তথা মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষি হয়েন। অপর ঐ মনুর দশটী বংশকর সন্তান জন্মে যথা—অগ্নীধ, বাহু, কৃপ, প্রবল, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান

হব্য, মেধা, মেধাতিথি এবং বসু। ঐ সকল তনয় পিতৃনিদেশে প্রতিসর্গ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন্। হে রাজন্! স্বায়ম্ভুব মনুর এই বিবরণ বর্ণন করিলাম অতঃপর স্বারোচিষ মন্বন্তরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

স্বারোচিষ মনুর চারিটী তনয় হয়। তাঁহাদের সকলের দেবতুল্য প্রভাব ছিল। তাঁহাদের নাম নভ, নভস্য, প্রভৃতি। অপর ঐ মন্বন্তরে দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ, অর্ব এবং বৃহস্পতি এই সপ্ত ঋষি ও তুষিত নামক দেবগণ হইয়াছিলেন। আর ঐ মন্বন্তরে হবীধ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতিঃ, ইত্যাদি মুনি পুত্র হন।

হে রাজন্! দ্বিতীয় মন্বন্তরের এই বিবরণ। অতঃপর তৃতীয় ঔত্তমেয় মন্বন্তরের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মনুর নাম ঔত্তমি। তাঁহার দশটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ইষ, ঊর্জ্জ, তনূজ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য, নভ, এবং কনিষ্ঠের নাম সহ, তিনি পরমোদার চরিত্র, মহাসত্ত্ব, অতিশয় যশস্বী। ঐ মন্বন্তরে ভানুগণ দেবতা, এবং কৌকুণ্ডি, কুরাণ্ড, সুদামা, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিত, সংমিত, এই সপ্ত ঋষি হন, ইহাঁরা সাত জনেই মহা২ যোগী ছিলেন।

হে রাজন্! অতঃপর চতুর্থ মন্বন্তরের কথা শুন, ঐ মন্বন্তর অত্যন্ত বিখ্যাত, তাহাতে কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প, এবং ধীমান্ এই সপ্ত ঋষি তথা সাধ্যগণ দেবতা হন। ঐ মন্বন্তরের নাম তামস, তাঁহার এই২ পুত্র হয় যথা—অকল্মষ, তন্বু, ধন্বী, তপোনল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, উপভোগী, এবং উপোযোগী। ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মাচারে রত থাকিতেন এবং সকলেই বংশ বৃদ্ধি করেন।

রাজন্! তদনন্তর পঞ্চম মন্বন্তর হয়, তাহাতে দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোম, হিরণ্য, রোচি এবং সপ্তাশ্ব, এই সপ্ত ঋষি হইয়াছিলেন। ঐ মন্বন্তরে যে সকল দেবগণ হন এবং যে সমস্ত রাজ্যাঙ্গ হয় তাঁহারা সকলেই শুভ ও শুভদর্শন। ঐ মনুর এই সকল পুত্র হয় যথা—অরুণ, হব্যপ, কবি, ব্যক্ত, নিরুৎসুক, সত্ত্ব, নির্মোহ এবং সুপ্রকাশ। ইহারা সকলেই ধর্ম্ম বীর্য্য ও বল যুক্ত ছিলেন। আর ঐ মন্বন্তরে ভৃগু, সুধর্ম্মা, বিরজাঃ, সহিষ্ণু, নারদ, বিবস্বান্ অভিমানী, এই সকল ঋষি এবং ঋভ নামে দেবগণ হইয়াছিলেন।

তদনন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তর, তাহাতে পঞ্চ বিধ দেবগণ এবং বৎস প্রভৃতি দশটী মনুপুত্র হইয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাহা২ হয় তৎসমুদয় জানিবে।

অতঃপর সপ্তম মন্বন্তরের বিবরণ বলিতেছি শুন, এই মনুর নাম বৈবস্বত। এই মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, এবং জমদগ্নি, এই সপ্ত মহর্ষি হয়েন। অপর সাধ্যগণ, বিশ্বে দেবগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, এই সকল দেবতা হইয়াছিলেন। ঐ মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি দশটী পুত্র হয়।

হে রাজন্! প্রত্যেক মন্বন্তরে যে সাতটী করিয়া ঋষি হন তাঁহারাই ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন। সে যাহা হউক, এখন সাবর্ণ্য মনুর বিবরণ শুন। অশ্বত্থামা, শরদ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ, রাম, এই সকল ঋষি এবং ধৃতি, বরীয়ান, যবর্থ, সুবর্ণ, বৃষ্টি, বরিষ্ণু, ঈড্য, সুমতি, বসু, ও শুক্র, এই দশ মনুপুত্র।

হে রাজন্! রৌচ্য প্রভৃতি আরো অনেক মনু হইবেন। রুচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ্য মনু। এই রূপ ভূতির পুত্র ভৌত্য নামে মনু হইবেন। তদনন্তর ব্রহ্মার পুত্র মেরুসাবর্ণি, ঋত, ঋতধাম, বিষ্বক্‌সেন নামে মনুও হইবেন।

রাজন্! এই সমস্ত অতীত ও অনাগত মনুর বিবরণ বলিলাম। এই সকল মনুতে ছয় সহস্র যুগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনু স্ব২ সময়ে এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন করেন পরে কল্পক্ষয় কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার সহিত ত্যাগ করিয়া যান। পরন্তু তাঁহারা যুগ সহস্রের অবসানে বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইতি মৎস্য পুরাণে মন্বন্তরাদি কথন নামে নবম অধ্যায়।

অগ্নি পুরাণ।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন রামচন্দ্র পম্পা সরোবরে গমন পূর্ব্বক শবরী সহ সাক্ষাৎ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সমর করিলেন, এবং আপনার অত্যুৎকট বল প্রখ্যাপনার্থ প্রথমতঃ এক শর দ্বারা সপ্ততাল ভেদ ও এক পদাঘাতে দুন্দুভির দেহ দশ যোজনান্তরে নিক্ষেপ করিলেন পরে সুগ্রীবশত্রু কপিরাজ বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। কপীন্দ্র সুগ্রীব পুনর্ব্বার স্বপদ লাভে

সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন আমি তোমার সীতা প্রাপ্তি বিষয়ে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিব। রামচন্দ্র তচ্ছ্রবণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তত্রস্থ মাল্যবৎপর্ব্বতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।

এইরূপে চারি মাস বর্ষা অতীত হইল কিন্তু সুগ্রীব রাজ্য লাভে মোহিত হইয়া তৎপরে একবারও রামচন্দ্রের অন্বেষণে গমন করিল না। রামচন্দ্র সীতা বিয়োগে উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তাহাতে আবার সুগ্রীবের গুরুতর অকৃতজ্ঞতা দেখিলেন অতএব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মণকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লক্ষ্মণ সুগ্রীব সকাশে আসিয়া বলিলেন অহে নূতন কপীশ্বর! তুমি ঐশ্বর্য্য মদান্ধ হইয়াছ না কি? মনে করিও না যে যে পথে বালি রাজা পদার্পণ করিয়াছে সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে, সাবধান হও, এমত হইওনা, দেখিও যেন অগ্রজের অনু গমন করিতে হয় না। ইহা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব লজ্জিত ও শশব্যস্ত হইয়া রামচন্দ্র নিকটে তৎক্ষণাৎ গমন করিল এবং নানা বিনয় বচনে রাম ও লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিল। অনন্তর বহুসংখ্যক বানর সৈন্য আনাইয়া সীতা দেবীর অন্বেষণার্থ পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দিকে পাঠাইয়া দিল, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারিল না।

অনন্তর হনুমান রামাজ্ঞানুসারে তদীয় অঙ্গুরী গ্রহণ পূর্ব্বক কতিপয় বানর সহ দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। বানরেরা মাসাবধি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও জানকীর অনুসন্ধান না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল আমরা বৃথা পরিশ্রম করিলাম, এখন আমাদিগের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, যাহারা প্রভুকার্য্য করিতে অক্ষম, তাহাদিগের জীবন মরণের সমান, বরং জটায়ুই ধন্য, কারণ সে সীতার রক্ষার্থে রাবণ কর্ত্তৃক হত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তত্রস্থ সম্পাতি নামা জটায়ুর অগ্রজ তাহাদিগের কথোপকথন শুনিয়া ভ্রাতৃ বিয়োগ দুঃখে দুঃখিত হইয়া নানা বিলাপ করিয়া সীতার বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তাহারা আহ্লাদিত হইয়া রাম নিকটে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিল প্রভো আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে এই সমাচার সম্পাতি প্রমুখাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি যে দশানন এক পরম-সুন্দরী রমণীকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণার্ণব পারে গমন করিয়াছে, অতএব বোধ করি সেই রমণীই আপনকার সীতা হইবেন।

ইতি অগ্নিপুরাণ অষ্টম অধ্যায়।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন ভগবন্! কুলস্ত্রীদিগের পতি সহ যে প্রকারে সুন্দর সম্বন্ধ ও পরস্পর সাতিশয় প্রীতি হয়, তদ্রূপ ফলদায়ক কোন ব্রত যদি থাকে বলিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন মহারাজ! শ্রবণ করুন, যমুনার তটে মথুরা নামে একটী শোভনা পুরী আছে। সেই পুরীতে শত্রুঘ্ন নামে এক জন প্রতিষ্ঠিত রাজা হইয়াছিলেন। সেই নরপতির মহিষীর নাম কীর্ত্তিমালা, তিনিও সৎকীর্ত্তি নিমিত্ত জগতী মধ্যে সাতিশয় বিখ্যাতা হয়েন। সেই রাজমহিষী একদা ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে মুনিবর! কি ব্রত করিলে সৌভাগ্য উদিত হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

রাজমহিষী কীর্ত্তিমালা ভক্তি শ্রদ্ধাতিশয় সহকারে প্রণাম পূর্ব্বক এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তদীয় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানার্থ ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ হইলেন। তাহার পরে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজমহিষীকে সম্বোধন করত কহিলেন বৎসে! কোকিলা ব্রত নামে এক অত্যুত্তম ব্রত আছে তাহার অনুষ্ঠান করিলে নরই বা হউক নারীই বা হউক, অক্ষয় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। হে রাজমহিষি! ঐ ব্রত কোন সময় কি প্রকারে করিতে হয় বর্ণন করি শ্রবণ কর। আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে সন্ধ্যার সময় এই বলিয়া সংকল্প করিবে কল্যাবধি নিয়ত স্নান পরায়ণা হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাচরণ পুরঃসর রজনী যোগে আহার এবং ব্রত সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভূমি শয্যা করিব। এই প্রকার সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে।

তদনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে প্রতিপদ তিথি অবধি দন্তধাবন পূর্ব্বক নদী অথবা দীর্ঘিকায় গমন করিয়া স্নান করিবে। তাহার পর দ্বিতীয়া অবধি অষ্টাহ আমলকী ও তিল দিয়া স্নান করিবে। তৎপশ্চাৎ আট দিন সর্ব্বৌষধি দিয়া, তাহার পর অষ্টাহ যব দিয়া স্নান করিবে। হে রাজ্ঞি! স্নান কালে ঐ সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কেশ মার্জ্জন করিতে হইবে। ঐ প্রকারে স্নান সাঙ্গ হইলে সন্ধ্যা বন্দন ও তর্পণাদি সমাপন পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া পিষ্ট তণ্ডুলাদি দ্বারা পক্ষি রূপিণী কোকিলার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। তদনন্তর উত্তম চম্পক কুসুম ও শুভ্রপত্রপুষ্প আহরণ পুরঃসর তদ্দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ধূপ দীপ নৈবেদ্য যত আহরণ হইতে পারে সাধ্যানুসারে আহরণ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক দান করিবে। অর্চ্চনা সমাপন হইলে প্রতিমা

বিসর্জ্জন দিবে। কিন্তু বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে হে কোকিলে আমাকে স্নেহ সৌখ্য এবং সৌভাগ্য প্রদান কর।

হে রাজ্ঞি! এই প্রকার অর্চ্চনা সায়ং কালে করিতে হইবে যখন উক্তরূপ পূজা সমাপন হইবে তখন স্বয়ং আহার করিয়া শয়ন করিবে। যাবৎ মাস পূর্ণ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঐ রূপ অর্চ্চনা পূর্ব্বক ব্রত করিবেক।

নিয়ত স্নান পরা হইয়া এই প্রকার ব্রত করিতে২ যখন মাসপূর্ণ হইবে তখন সেই কোকিলা মূর্ত্তি একটী তাম্র পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবেক। হে রাজমহিষি, যে ব্যক্তি এক চিত্ত হইয়া এই প্রকারে কোকিলা ব্রত করে, জন্মে জন্মে তাহার স্থির সৌভাগ্য হয় সংশয় নাই। নারীজনে এই ব্রত করিলে নিঃসপত্ন ও স্নেহবান পতি প্রাপ্ত হইয়া শচীর তুল্য পরম সৌভাগ্য সম্পন্ন হইবে। আর যে সকল পুরুষ এই ব্রত করিয়া কোকিলার মূর্ত্তি ধাতুপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন তাঁহারা চির সৌভাগ্যান্বিত হইয়া নন্দন বনে নিরন্তর বিবিধ সুখ ভোগ করিতে পাইবেন।

ইতি ভবিষ্যোত্তর পুরাণে কোকিলা ব্রত নামে নবম অধ্যায়।

পদ্ম পুরাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন হে মুনিবর! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রক্ষোগণের উৎপত্তি বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন হে কৌরবেন্দ্র! পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতি যে রূপে সৃষ্টি বাহুল্য করিয়াছিলেন তদ্বিবরণ বলি, শ্রবণ কর। যখন দেব ঋষি পন্নগ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেও লোক বৃদ্ধি হইল না, তখন প্রজাপতি দক্ষ মৈথুনযোগে সহস্র পুত্র ও পঞ্চ কন্যা সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ঐ সহস্র পুত্রও সৃষ্টি বিষয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকটে গিয়া কহিলেন অহে তোমরা পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া কি রূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরম্ভ করিতেছ

তাঁহারা দেবর্ষির ঐ বচন শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব দিকে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সমুদ্রে নদী পড়িলে যেমন আর প্রত্যাগমন করে না সেই রূপ অদ্যাপি সমাগত হইলেন না। পরে প্রজেশ্বর দক্ষ ঐ পুত্র সহস্র নষ্ট হইয়াছে বোধ করিয়া পুনরায় বীরণীতে সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সেই সকল পুত্রও মিলিত হইয়া নারদ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, নারদ তাঁহাদিগকে ও পূর্ব্ববৎ উপদেশ দিলেন। তাঁহারাও পূর্ব্বজ ভ্রাতৃগণের ন্যায়, ইতস্ততো গমন করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইলেন না। সেই অবধি কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ সোদরের অন্বেষণে যায় না, গমন করিলে পুনরায় প্রত্যাগত হয় না, এই জনরব প্রসিদ্ধ আছে।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ঐ সকল পুত্রেরা ও নাশ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া বীরিণীতে ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপন্ন করিয়া ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি, ভৃগুপুত্রকে দুইটী, অগ্নিকে দুইটী এবং অঙ্গিরাকে দুইটী দান করিলেন। ইহাঁদিগের নাম ও কে কাহার পত্নী তাহা বিশেষ করিয়া বলি শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, ও বিশ্বা, এই দশটী ধর্ম্মপত্নী। তন্মধ্যে বিশ্বাতে বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যাতে সাধ্যগণ, মরুত্বতীতে মরুদ্গণে, বসুতে অষ্ট বসু, ভানুতে ভানু সকল, মুহূর্ত্তাতে মুহূর্ত্তিগণ, লম্বাতে নাগগণ, সংকল্পাতে সংকল্প সঞ্জা উৎপন্ন হয়েন। সম্প্রতি বসুগণের নাম বলি শ্রবণ কর, আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল প্রত্যূষ, প্রভাস, এই অষ্টবসু। তন্মধ্যে আপের পুত্র, শান্ত, শান্ত, মুনি, চত্র, এই চারি জন যজ্ঞ জ্ঞানে সম্যক অধিকারী। ধ্রুবের পুত্র কাল। সোমের পুত্র দ্রবিণ ও হব্যবাহ। বসুর তনয় কল্যাণ, প্রাণ রমণ, শিশির, অনিলপুত্র শিব, মনোজব, অবিজ্ঞাতগতি। অনলসুত শাখ, বিশাখ, কার্ত্তিকেয়, প্রত্যূষ, অজ, দেবল। প্রভাসপুত্র বিশ্বকর্ম্মা, যিনি শিল্প কর্ম্মে বিলক্ষণ নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তথা অজ, একপাদ, ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্রী, মোদস্থল, পিনাকী, এই একাদশ রুদ্র, ইহাদিগের মানসপুত্র ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি দেবযোনিগণ দিঙ্মণ্ডল রক্ষা করিতেছে।

কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী, এবং পুত্র পৌত্রাদি সন্ততির বিবরণ বিস্তার করিয়া ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। অদিতি, দিতি, অরিষ্টা, সুরসা,

সুরভি, বিনতা, তাম্রা, দক্ষ, ক্রোধ, রশা, ইরা, কদ্রু এবং খশা, এই ত্রয়োদশ কশ্যপ পত্নী। তন্মধ্যে অদিতির পুত্র ইন্দ্র, ধাতা, ভব, ত্বষ্টা, মিত্র বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান, সবিতা, পূষা, অংশুমান, বিষ্ণু, এই দ্বাদশ। হে কৌরবরাজ, এই দ্বাদশকেই দ্বাদশ আদিত্য বলে, ইহারা প্রতি মন্বন্তরে ও প্রতি কল্পে উৎপন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হন্। দিতির দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য কশিপু। হিরণ্য কশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্রাদ। প্রহ্লাদের তনয় আয়ুষ্মান, শিবি, বাস্কলি ও বিরোচন। বিরোচনের সুত বলি। বলির শত পুত্র হয় বাণ, ধৃতরাষ্ট্র, মূর্চ্য প্রভৃতি, তন্মধ্যে [illegible] গুণসম্পন্ন, [illegible] সহস্রবাহু এবং সর্ব্ব শাস্ত্রে নিপুণ হন। তাঁহার গৃহে পিনাকী তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নিয়ত বাস করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের পুত্র অশঙ্ক, ভূত সন্তাপন ও মহানাদ। ইহাদিগের মহাবল পরাক্রান্ত সপ্ত সপ্ততি কোটি সন্তান জন্মিয়াছে। দনু কশ্যপ হইতে শত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিপ্রচিত্তি দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্কু, শিরোধর, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরী, মগধ, ইরা, গন্ধশিরা, দিব্যাবল, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, শতজিৎ, বজ্রনাভ, একবক্ত্র, মহাবাহু, ব্রহ্মাক্ষ, তারক, অগ্নিলোমা, পুলোমা, বিদ্রূপাণ, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, ইহারা প্রধান। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা, পুলমাত্মজা শচী, বৃষপর্ব্বতনুজা শর্ম্মিষ্ঠা, সুন্দরী ও বজ্রা। বিপ্রচিত্তি সিংহিকাতেরাহু নামে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিল।

হিরণ্যকশিপুর যে ত্রয়োদশ ভাগিনেয় তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর, বংশ, শল্য, নল, বাত্রাপি, ইক্ষণ, নমুচি, খসৃম, অঞ্জন, নরক, কালনাভ, সরমান, ও কল্পবীর্য্য ইহারা দনুবংশজ।

সম্প্রতি বিনতার পুত্রাদি সন্তাত বিবরণ বলি শ্রোত্র বিবরে স্থানদান কর, বিনতার গরুড় ও অরুণ দুই পুত্র ও সৌদামিনী। গরুড়ের দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ু। জটায়ু হইতে কর্ণিকার প্রভৃতি মহাবলশালি পক্ষিগণ সমুদ্ভূত হয়। কদ্রুর সন্তান সর্পগণ, তন্মধ্যে প্রধান এই ষড় বিংশতি, যথা—শেষ, বাসুকি, কর্কোট, শঙ্খ, ঐরাবত, কম্বল, ধনঞ্জয়, মহানীল, পদ্মাশ্বতর, তক্ষক, এলাপত্র, মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, শঙ্খপাল, মহাশঙ্খ, পুষ্পদন্ত, শুভানন, শঙ্খরোমা, নকুল, বামন, পালন, কপিল, দুর্ম্মুখ, শতাঞ্জলি, ইহাদিগের অনন্তকুল, পূর্ব্বকালে জনমেজয় রাজার যজ্ঞে প্রায় দগ্ধ হইয়াছে।

ক্রোধবশা হইতে রাক্ষসগণের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে যে রুদ্রগণের কথা কহিয়াছি, তাম্রা হইতে তাঁহাদিগের উদ্ভব হয়, সুরভি হইতে বারাঙ্গনা গণের উৎপত্তি হয়, মুনি হইতে মুনিগণ জন্মে। আর অরিষ্টা অপসর, বিশ্বদেব ও গন্ধর্ব্বগণকে উৎপাদন করেন। ইরা হইতে তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষ প্রভৃতি জন্মে। খসা হইতে বৃক্ষ গণের প্রভব, হে ভীষ্ম এই সৃষ্টি প্রকরণ বিস্তার করিয়া বলিলাম।

ইতি পদ্ম পুরাণে ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্ম পুরাণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন হে বিপ্রগণ! দাক্ষায়ণীর গর্ভ্ভে কশ্যপের ঔরসে আদিত্য উৎপন্ন হন্। তাঁহার ভার্য্যা সংজ্ঞা। সেই ভাবিনী পরম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যবতী ছিলেন এবং ত্রিভুবন মধ্যে সুরেশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত হন। অতএব মহাত্মা ভগবান্ আদিত্যের ভার্য্যা হইয়াও ভর্ত্তৃ রূপ তাহার পরিতোষ জন্মে নাই। সে যাহা হউক, ঐ অবলা সুদীপ্ত তপস্যা সমন্বিত ছিলেন। আদিত্যের রূপ যে তদ্রূপ স্বরূপ ছিল না, তাহার কারণ এই তিনি যখন গর্ব্ভস্থ, তখন সূর্য্যের তেজে তদীয় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ প্রায় হইয়াছিল তাহাতেই তাঁহার আকার অতিশয় সুন্দর হইতে পারে নাই, ফলতঃ সূর্য্যের তেজে তিনি যে সে সময় গতাসু হন নাই ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহার পিতা কশ্যপ গর্ব্ভ মধ্যে তাঁহাকে সূর্য্য কি করণে পরিদগ্ধ হইতে দেখিয়া স্নেহ বশতঃ সকরুণ বচনে বলিয়াছিলেন গর্ব্ভস্থ বালক কি মারা পড়িল? হে দ্বিজপুঙ্গব বর্গ! ভগবান্ আদিত্য গর্ব্ভস্থাবস্থায় ঐ রূপে সূর্য্য প্রতাপ সহিষ্ণুতা করাতে তাঁহার পিতা কশ্যপ তাহার নাম মার্ত্তণ্ড রাখেন এবং তিনিও বস্তুতঃ মার্ত্তণ্ডের তুল্য তেজঃ সর্ব্বদা ধারণ করিতেন তাহার তেজে ত্রিভুবন সন্তাপিত হইত।

হে মহর্ষিগণ! ঐ আদিত্য আপন পত্নী সংজ্ঞাতে এক কন্যা ও দুই পুত্র এই তিনটী অপত্য উৎপন্ন করেন। যথা বৈবস্বত মনু এবং যম এই দুইটী পুত্র, এবং যমুনা কন্যা।

সংজ্ঞা আপন স্বামির [illegible] দর্শনে ও সূর্য্যবৎ অত্যুগ্র তেজঃ সহনে অসমর্থা হইয়া একটী মায়াময়ী সবর্ণা নামে ছায়া নির্ম্মাণ করিলেন। সেই ছায়া উৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাহার অগ্রে দণ্ডায়মানা হইল এবং কি করিতে হইবে, বলিয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

সংজ্ঞা তাহার প্রার্থনায় কহিলেন আমি আপনার পিত্রালয়ে গমন করি তুমি আমার এই গৃহে অবস্থিতি কর। আমার এই দুই বালক ও এই কন্যাটী রহিল ইহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক লালন পালন করিও, কিন্তু আমি যে এখান হইতে প্রস্থান করিলাম ইহা কদাপি আমার স্বামি ভগবান্ আদিত্যের নিকট প্রকাশ করিও না।

সংজ্ঞার ছায়া সবর্ণা বিনয় পূর্ব্বক কহিল দেবি! আপনি যাহা বলিতেছেন প্রতিপালন করিব কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত তোমার স্বামী আমার কেশ গ্রহণ না করেন ও আমাকে কোন প্রকার অভিশাপ না দেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিব না, ঐরূপ করিলে, বলিয়া দিব।

লোমহর্ষণ কহিলেন সংজ্ঞা আপনার সবর্ণা নাম্নী ছায়ার এই বাক্যে তাহাই করিও ইহা কহিয়া পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার অতিশয় লজ্জা বোধ হইল।

তাঁহার পিতা দেখিলেন কন্যা একাকিনী আসিল ইহাতে অন্যথা আশঙ্কা হওয়াতে রোষ পরবশ হইলেন, অতএব তিরস্কার করিয়া কহিলেন এখনই স্বামিসমীপে ফিরিয়া যাও। পিতা ভর্ৎসনা পূর্ব্বক দূর করিয়া দেওয়াতে সংজ্ঞার অন্তঃকরণে অতিশয় ঘৃণা জন্মিল, নিজরূপে পুনর্যাত্রা করিলে বড় অপমান হইবে বিবেচনা করিয়া আপনার রূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ঘোটকী হইয়া যাত্রা করিলেন এবং উত্তর কুরুদেশে গিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিলেন।

এ দিকে আদিত্যের গৃহে ছায়া রূপা সবর্ণা নাম্নী যে সংজ্ঞা ছিল তাহার সহিত সহবাসে আদিত্যের যম নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই সন্তান আদিত্য তুল্য গুণবান্ এবং পূর্ব্ব পুরুষদের সদৃশ হওয়াতে একদা সাবর্ণি মনু বলিয়া বিখ্যাত হন। উক্ত ছায়া রূপিণী সংজ্ঞার তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় এক পুত্র হয় তাহার নাম শনৈশ্চর। ছায়া রূপিণী সংজ্ঞা এই পুত্রের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, পূর্ব্বজাত সন্তানে তাঁহার তত যত্ন ছিল না।

ছায়ার এই রূপ বিষম ব্যবহার দেখিয়া ভগবান্ আদিত্য কেবল খেদ করিতেন, কিন্তু যম তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বালকত্ব অথবা রোষান্ধতা হেতু এক দিন ছায়াকে পদাঘাত করিলেন।

পুত্র ঐ প্রকারে অপমান করাতে সবর্ণা নাম্নী ছায়ারূপিণী সংজ্ঞার বিজাতীয় দুঃখ হইল জননীর উপর এই রূপ নৃশংস ব্যবহার করিল বলিয়া তিনি যমকে এই অভিশাপ দিলেন তোর এই পা খসিয়া পড়িবে। যম এই রূপ শাপ গ্রস্ত হইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন পিতঃ! এই শাপ নিবৃত্ত করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক, মাতার কর্ত্তব্য সকল পুত্রে সমান রূপ স্নেহ করেন কিন্তু আমার মাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কনিষ্ঠকেই স্নেহ করিয়া থাকেন, অদ্য আমার ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার উপরে পদোদ্যম করিয়াছিলাম, আঘাত করি নাই, তাহাতেই মাতা এই শাপ দিলেন। হে পিতঃ! বাল্য অথবা মোহ বশতঃ আমা হইতে এই কুকর্ম্ম হইয়াছে আপনি ক্ষমা করিতে যোগ্য হয়েন। আমার জননী শাপ দিলেন আমার চরণ খসিয়া পড়িবে কিন্তু আপনি প্রসন্ন হইয়ে আপনকার প্রসাদে আমার পদ কখন বিকল হইবেক না।

তনয়ের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আদিত্য কহিলেন বৎস! তুমি অতি ধর্ম্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী, তোমাকে যে ঐ রূপ ক্রোধ আশ্রয় করিয়াছিল ইহাতে অবশ্য কোন কারণ থাকিবে। যাহা হউক, তোমার জননীর বাক্য মিথ্যা করিতে আমার ক্ষমতা নাই, আমি যদি অন্যথা করি কৃমি সকল আমার জীবন্ত শরীরের মাংস লইয়া যাইবে, তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইবে কিন্তু পরে তুমি ঐ শাপ হইতে নিস্তার পাইবে, ভাবনা নাই।

তনয়কে এই কথা বলিয়া ভগবান্ আদিত্য সংজ্ঞার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন সন্তান সকলই সমান, সকলের প্রতিই সমান স্নেহ করিতে হয়, তুমি তাহা না করিয়া এক জনের প্রতি অধিক স্নেহ কর, কারণ কি?

আদিত্য পত্নী শাপ ব্যাপার সমুদায় অস্বীকার করিলেন, কিছুই কহিলেন না। আদিত্যের ঐ বিষয়ে তথ্য জানিবার নিমিত্ত অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল অতএব তিনি সমাধি করিয়া ধ্যান যোগে তথ্য অবগত হইলেন। ধ্যান ভঙ্গের পর ছায়া রূপা পত্নীর বিনাশার্থ যখন তাহাকে

অভিশাপ দিতে উদ্যত হন তখন ছায়াময়ী সবর্ণা পূর্ব্বে যাহা২ হইয়াছিল সমুদায় বর্ণনা করিয়া শুনাইল।

যমিতার বিবরণ অবগত হইয়া আদিত্যের অতিশয় ক্রোধ হইল, তৎক্ষণাৎ আপনার শ্বশুর ত্বষ্টার নিকটে গমন করিয়া রোষানলদ্বারা তাহাকে নির্দ্দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। জামাতাকে তদ্রূপ দেখিয়া ত্বষ্টার মনে মহতী শঙ্কা হইল, যথোচিত সৎকার করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। তদনন্তর কন্যার বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন বৎস ! আমার তনয়া সংজ্ঞা তোমার তেজঃ সমন্বিত এই রূপ সহিষ্ণুতা করিতে অসমর্থা হইয়া আপনার ছায়াকে তোমার সদনে স্থাপন পূর্ব্বক বনে তৃণ মধ্যে চরিয়া কালক্ষেপ করিতেছে। অদ্য তুমি যোগবলে তাহাকে অশ্বরূপিণী দেখিতে পাইবে, কিন্তু সংপ্রতি এ রূপের পরিবর্ত্তন করিয়া কমনীয় কোমল কলেবর ধারণ কর। অনন্তর আদিত্য আপন রূপ পরিবর্ত্তনে স্বীকৃত হইলে ত্বষ্টা আপনিই তাঁহার ঐ রূপকে ভ্রমিযন্ত্র উপরে আরোপণ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহার তেজঃ সংহৃত হইল সুতরাং শরীর অতিশয় কোমল ও কমনীয় রূপ ধারণ করিল।

অনন্তর আদিত্য যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার পত্নীকে দেখিতে লাগিলেন তাহাতে দৃষ্টিগোচর হইল সংজ্ঞা বড়বা রূপিণী হইয়া অকুতোভয়ে বনমধ্যে চরিতেছে কিন্তু আপনার নিয়ম ও তপস্যার প্রভাবে সকলেরই অধৃষ্যা হইয়া আছে। এতদবলোকনে আদিত্য তৎক্ষণাৎ আপনি অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইলেন। ঐ বড়বা যদিও ঘোটক দর্শনে মৈথুনার্থ উৎসুকা হইয়া তাহার সহিত বিহার আরম্ভ করিল তথাচ পরপুরুষ কি না আশঙ্কা হওয়াতে তাহার শুক্র যোনিমধ্যে ধারণ না করিয়া নাসিকা রন্ধ্র দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল তাহাতেই দুই অশ্বিনীকুমার জন্মিলেন, যাঁহারা নাসত্য ও দস্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়া দেবতাদের ভিষক্ হইয়াছেন। অনন্তর আদিত্য সংজ্ঞাকে আপনার পূর্ব্ব রূপ দেখাইতে লাগিলেন তাহাতে বড়বা স্বামিকে শোভনাকার দেখিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইল এবং বিবিধ প্রিয় বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল।

এ দিকে যম আপনার কর্ম্ম দ্বারা অতিশয় দুঃখিত হইয়াও ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতেছিলেন অতএব তিনি আপনার সৎকর্ম্ম ফলে পিতৃলোকের আধিপত্য ও লোকপালত্ব লাভ করিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি হইয়া সাবর্ণি মনু হইলেন। সেই সাবর্ণি মনু অদ্যাপি সুমেরু পৃষ্ঠে বসিয়া তপস্যাচরণ করিতেছেন। যমের ভ্রাতা শনৈশ্চর গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়া অন্তরিক্ষে বর্ত্তমান আছেন।

আদিত্যের শ্বশুর ত্বষ্টা জামাতার যে তেজঃ উৎসন্ন করেন সেই তেজে দানব দলন বাসনায় একটী চক্র নির্ম্মিত হয়, সেই চক্র কোন যুদ্ধে কদাপি প্রতিহত হয় নাই।

আদিত্যের ঔরসে যে কন্যা হয়, তিনি যমের কনিষ্ঠা, লোক পাবনী যমুনা হইয়া আছেন।

হে মুনিগণ ! এই দেবজন্ম বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ বা ধারণ করিবেন তাঁহার উপস্থিত আপদ হইতে পরিত্রাণ এবং মহৎ যশঃ প্রাপ্তি হইবেক।

ইতি ব্রহ্মপুরাণে আদিত্যোৎপত্তি পঞ্চম অধ্যায়।

কল্কি পুরাণ।

একাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন। কল্কিরূপ সেই পুরুষোত্তম নিজ ভক্ত নৃপালদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং অনুরক্ত ও বিরক্তদিগের যে সকল বেদোদিত ধর্ম্ম, তাহা তাহাদিগের নিকটে কহিলেন। কল্কিভাষিত ভারতী শ্রবণে ভূপতিগণ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া তচ্চরণোপান্তে প্রণিপাত করিলেন ও কহিলেন প্রভো ! কি কর্ম্ম ফলে লোক স্ত্রী ও পুরুষ হয়, বৃদ্ধাবস্থা যৌবনাবস্থা এবং বাল্যাবস্থাতে প্রাণিদিগের যে সকল সুখ দুঃখ, তাহা কেন হয়, কে করে, তাহার স্বরূপই বা কি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় বর্ণন করুন।

কমললোচন কল্কি নৃপগণের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ নিজ সেবক অনন্ত নামক মুনিবরকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্রে অনন্তমুনি, কল্কিদর্শন করিয়া মুক্ত হইব, ইহা ভাবিয়া সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কল্কি নিকটে বিনীতভাবে কহিলেন মহাশয় ! কি করিব, কোথায় যাইব, আজ্ঞা করুন। কল্কি ইহা শ্রবণে সহাস্য বদনে তাঁহাকে কহিলেন মুনিবর ! আমি যাহা করিয়াছি ও যাহা করিব তাহা তুমি সকলই অবগত আছ। এতাবন্মাত্র কহিয়া সে স্থান হইতে গমনোদ্যত হইলেন। রাজারা তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি আপনাদের উভয়ের কি কথা বার্ত্তা হইল আমরা যে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কল্কি কহিলেন এই অনন্ত মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। নৃপগণ তচ্ছ্রবণে অনন্ত মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! ধর্ম্মাত্মা কল্কি কি কহিলেন আমাদিগকে কহুন।

মুনি কহিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে পুরিকা নামে কোন নগরীতে পরোপকার পরায়ণ অতি বিখ্যাত ধার্ম্মিক বিদ্রুম নামে এক মহাত্মা ছিলেন, তিনি আমার পিতা। সোমা নাম্নী পতিব্রতা তাঁহার পত্নী, তিনি আমার মাতা। তাঁহাদিগের প্রাচীনাবস্থাতে আমি বিকৃতাকৃতি ক্লীব রূপে জন্ম পরিগ্রহ করি। আমাকে ক্লীব ও কুৎসিত দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পরিত্যাগ করিয়া শিব বনে গমন পূর্ব্বক নানা উপচারে শঙ্করের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজার পর এই বলিয়া স্তব করিতেন শম্ভো! তুমি মঙ্গলদায়ক, তুমি সর্ব্বলোকনাথ, তুমি প্রাণিদিগের আশ্রয়, বাসুকি তোমার কণ্ঠভূষা, তুমি জটাজূটে গঙ্গাতরঙ্গ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তুমি পরমানন্দ স্বরূপ, আমি তোমাকে বন্দনা করি, ইত্যাদি নানা প্রকার স্তব করিলে আশুতোষ পরিতুষ্ট হইয়া বৃষবাহনে পার্ব্বতীসহ তথায় আবির্ভূত হইলেন পরে বর প্রার্থনা করিতে কহিলে আমার পিতা বিদ্রুম কহিলেন হে দয়াময়! আমার একটী ক্লীব সন্তান হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে পুরুষ করিয়া দেউন। কাতরভাবে পিতা এই বর প্রার্থনা করিলে মহাদেব পার্ব্বতীর বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

পিতা বর প্রাপ্ত হইয়া গৃহাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন আমার ক্লীবত্ব দূরীভূত হইয়াছে, আমি পুরুষ হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। পিতা মাতা দুই জনে যত্ন পূর্ব্বক আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইলে মহা সমারোহে যজ্ঞরাতের কন্যা মালিনীর সহিত আমার বিবাহ নির্ব্বাহ করিলেন। আমি অনুরূপা স্বরূপা কামিনী পাইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিলাম ও স্ত্রীর বশতাপন্ন হইলাম। পরে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে আমার পিতা মাতা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে আমি বন্ধু বান্ধব গণ ও ব্রাহ্মণ বৃন্দের সহিত তাঁহারদিগের ঊর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইলাম কিন্তু পিতা মাতার শোকে নিতান্ত ব্যাকুল, অতএব বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলাম। আমার জপ পূজা ধ্যান ধারণাদি বিবিধ কার্য্যে ভগবান বিষ্ণু পরিতুষ্ট হইয়া একদিন স্বপ্নে আমাকে কহিলেন বৎস! কেন কাতর হইয়াছ, এ কেবল মায়া সংসার, কেহ কাহার নহে, কেবল স্নেহ ও মোহের এই সকল কার্য্য; কল্পিত মোহ পাশের বশীভূত হইয়া প্রাণিরা এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, এই আমার পুত্র, এই আমার কলত্র, ইত্যাদি জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহাতে শোক দুঃখ ভয় উদ্বেগ জরা মৃত্যু প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নাবস্থাতে বিষ্ণুর বদন কমল হইতে এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমি উত্তর করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি অন্তর্হিত হইলেন আমিও জাগরিত হইয়া উঠিলাম। পরে স্ত্রীকে তাহা কহিয়া উভয়ে সবিস্ময় চিত্তে সেই পুরিকা নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলাম। তদনন্তর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পত্নী সহ হরির আরাধনা করিতে লাগিলাম মনে, করিলাম হরির বিশ্ববিমোহিনী মায়া কেমন, তাহা জানিতে হইবে।

ইহা ভাবিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি যোগ সহকারে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ধ্যান ধারণাদি করিতে লাগিলাম। এই রূপে দ্বাদশ বর্ষ অতিপাতিত হইলে একদা দ্বাদশীর পারণ দিবসে পরিচিত বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রে স্নান করিতে গমন করিলাম। জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান নিমিত্ত নিমগ্ন হইবামাত্র সমুদ্রজল কল্লোলে ব্যাকুলীকৃত হইয়া অচেতন হইলাম। এই সময়ে ঝটিকা উপস্থিত হইল তাহাতে প্রবল তরঙ্গ হইয়া আমাকে সমুদ্রের দক্ষিণ পারে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। আমি জল মধ্যে অধিককাল ছিলাম তাহাতে শ্বাসরোধ হইবাতে মৃতপ্রায় হইয়া তটে পড়িয়া রহিলাম। তৎকালে বৃদ্ধ শর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বন্দন করিতে সমুদ্রতীরে আসিয়াছিলেন, আমাকে তদবস্থ দেখিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক স্বালয়ে লইয়া গেলেন। তিনি অতি ধর্ম্মাত্মা পুত্র পৌত্র ও ধন ধান্যাদি যুক্ত ছিলেন দয়া পূর্ব্বক আমাকে চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য করিলেন এবং পুত্রবৎ বাৎসল্য ভাবে প্রতি পালন করিতে লাগিলেন। আমি সে স্থানে দিদেশাদি সকল অনভিজ্ঞ, কি করি, দুঃখিতান্তঃ-

করণে তথাতেই রহিলাম, বৃদ্ধ শর্ম্মাকে ও তাঁহার পত্নীকে পিতা মাতা জ্ঞান করিয়া দিনযাপন করিতাম। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহারা আমাকে ধর্ম্মিষ্ঠ ও বেদবিৎ জানিয়া স্বর্ণ বর্ণা গুণবতী অরুন্ধতী নাম্নী আপন দুহিতার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। আমি সেই অনুরূপ রূপ গুণ ও কুলশীল শালিনী কামিনী প্রাপ্ত হইয়া মালিনীকে বিস্মৃত হইলাম এবং ঐ মনোরমা বনিতা সহ নানা বৈষয়িক সুখে আসক্ত হইলাম।

কিয়ৎকাল মধ্যে উহার গর্ভে জয় বিজয় কমল বিমল ও বুধ নামে বিখ্যাত পাঁচটী পুত্র জন্মিল, এবং পুত্র মিত্রাদিতে সংসার জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। ক্রমে বিষয় বিভবের বিলক্ষণ উন্নতি হওয়াতে তৎপ্রদেশে আমাকে লোকে ইন্দ্র তুল্য সম্মান করিতে লাগিল। আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ের বিবাহার্থ উদ্যুক্ত হইলাম পরে ধর্ম্ম সার নামক ব্রাহ্মণ আত্ম দুহিতা প্রদানে সম্মত হওয়াতে বিবিধ মাঙ্গলিক ব্যাপার উভয় পক্ষেই হইতে লাগিল, নানা বিধ বাদ্যোদ্যমে নগর পরিপূর্ণ হইল, পুরবাসিনীরা নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নৃত্য গীতাদি করিতে লাগিল। আমি পুত্রের বিবাহাভ্যুদয়িকে পিতৃ দেব মহর্ষিগণের তর্পণ কারণ সমুদ্রতীরে কমিলাম পরে স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জল হইতে উঠিয়া দেখিলাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, ত্রীলোক সকল দ্বাদশীর পারণার্থ সত্বর হইয়াছে, জগন্নাথের পূজার আয়োজন করিতেছে, দেখিয়া আমি অত্যন্ত উন্মনা হইলাম। আমার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থ সঙ্গিগণ পূর্ব্বে আমি তথায় যে রূপ বয়স রূপ গুণ যুক্ত ছিলাম আমাকে তদ্রূপ অথচ বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিতে লাগিল ওহে অনন্ত তুমি বৈষ্ণব চূড়ামণি, কেন হঠাৎ চঞ্চল চিত্ত হইলে, জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ, কেন ব্যাকুল হইয়েছ, ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থির হও, আমি তাহাদিগকে কহিলাম, না, আমি জলে বা স্থলে কিছুই দেখি নাই এবং কিছুই শুনিও নাই, কেবল হরির বিশ্ব বিমোহিনী মায়া কর্ত্তৃক ব্যাকুলীকৃত হইয়াছি, আমি কিছুই ভাল দেখিতেছি না, স্নেহ ও মোহে আমার অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইতেছে, আত্মবিস্মৃত হইয়াছি, কোন্ ব্যক্তি মহামায়ার মায়া বুঝিতে পারে? আমি সেই মায়া পাশের বশীভূত হইয়া নবীন কামিনী প্রচুর ধনাগার অতুল সম্পদ স্বপ্নবৎ লাভ করিলাম এই সমস্ত কথা বলিতেছি এমত সময়ে মালিনী আসিয়া আমাকে মুগ্ধ ও ব্যাকুল দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং এ কি কেন নাথ তুমি এমন ক্ষিপ্তপ্রায় হইলে আমি কখন তোমাকে এমন দেখি নাই ইত্যাদি বিবিধ প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল, এই সময়ে একটি হংস আমাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি অতি ধার্ম্মিক ও পরম বেদবিৎ। আমার পরিজন আত্মীয়গণ সেই সূর্য্য স্বরূপ তেজস্বি মহাসত্ব শান্ত শুদ্ধ প্রকৃতি মায়াশূন্য হংসকে আমার অগ্রে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্যদ্বারা পূজা করিয়া আমার মন চঞ্চল কেন হইল তাহাই জিজ্ঞাসা করিল।

এই কল্কি পুরাণ অনুভাগবত ভবিষ্য কথন অনন্তের মায়া বর্ণন নামে একাদশ অধ্যায়

রামায়ণ।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন মহারাজ তোমার পুত্রকামনা করিয়া অদ্যই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করি। রাজার হিতান্বেষী বিভাণ্ডক ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ ইহা কহিয়া ঐ যাগের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞভাগ গ্রহণ নিমিত্ত সগন্ধর্ব্ব দেবগণ ও মুনিসহ সিদ্ধ গণ পূর্ব্বেই সমাগত হইয়া ছিলেন। অপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দিক্পাল লোকপাল মাতৃগণ এবং দেবগণে আবৃত হইয়া ইন্দ্র আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন অতএব যজ্ঞ ভাগার্থি সেই সমস্ত দেবগণের নিকট ঋষ্যশৃঙ্গ নিবেদন করিলেন এই রাজা দশরথ পুত্রার্থী হইয়া বহুং তপস্যা করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া এই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন এক্ষণে পুত্র কামনা করিয়া অন্য একটী পুত্রেষ্টি করিতে উদ্যম করিতেছেন অতএব পুত্রকাম এই রাজার প্রতি আপনারা প্রসন্ন হউন, আমি এই রাজার নিমিত্ত আপনাদের সকলের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া এই ভিক্ষা করি আপনারা করুন এই রাজার যেন লোক বিশ্রুত চারিটী পুত্র হয়। দেবগণ ঋষি তনয়কে বদ্ধাঞ্জলি দেখিয়া তথাস্তু বলিয়া কহিলেন হে বিপ্র! তুমি আমাদের অত্যন্ত মাননীয় এবং এই রাজাও বিশেষ মান্য অতএব এই রাজা যজ্ঞ দ্বারা অবশ্য আপনার অভীষ্ট পুত্র প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ যথাবিধি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ

তাহা দেখিয়া লোক কর্ত্তা প্রজাপতির নিকট গমন পূর্ব্বক প্রাঞ্জলি হইয়া এই বাক্য কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ রাবণ নামা রাক্ষস তোমার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া বল দর্পে আমাদের সকলকে এবং তপস্যা রত ঋষিদিগকে সাতিশয় পীড়া দিতেছে। ভগবন্! তুমি পূর্ব্বে প্রীত হইয়া তাহাকে বর দিয়াছ যে দেব দানব যক্ষ রাক্ষসের অবধ্য হইবে। তোমার বাক্য মান্য করত আমরা তৎকৃত সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। সে রাক্ষসেশ্বর হইয়া ত্রিভুবনের হিংসা করিতেছে, সকলকেই পীড়া দিতেছে। অপর তোমার নিকট বর লাভে দর্পিত হইয়া দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর মানব সকলকে নিপীড়িত করিতেছে। তাহার এমত প্রতাপ, যেখানে থাকে সূর্য্য তাপ দিতে পারেন না, এবং বায়ু যথেচ্ছ বহিতে পারেন না আর অগ্নিরও যথেচ্ছ জ্বলিবার সাধ্য নাই। অপর জলোর্ম্মিমালী সাগর তাহাকে দেখিয়া ভয়ে জল কল্লোল সংহৃত করে। বৈশ্রবণ তাহার বীর্য্যে সন্তাপিত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিয়াছেন নির্ণয় হইতেছে না। অতএব লোক সংহারক সেই রাবণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং তাহার বধ নিমিত্ত কোন উপায় কর।

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন সেই দুরাত্মার বধোপায় বিহিত আছে। সে পূর্ব্বে আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে "আমি দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস পন্নগ কাহারো যেন বধ্য না হই" আমি তাহাতে তথাস্তু কহিয়াছিলাম। কিন্তু সে দুরাত্মা অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য হইতে অবধ্য হইবার বর প্রার্থনা করে নাই ইহাতে সে অবশ্যই মনুষ্য কর্ত্তৃক বধ্য হইবেক। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তোষান্বিত হইলেন।

এই অবসরে জগৎপতি বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গদাধারী হইয়া গরুড়োপরি আরোহণ পুরঃসর তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন, যেমন দিবাকর মেঘের সহিত মিলিত হন তদ্বৎ দেবগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া বন্দনা করিলেন। ব্রহ্মা তখন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন অতএব দেবতারাই সকলে মিলিয়া স্তব করিতে করিতে কহিলেন। হে মধুসূদন! তুমি আর্ত্ত জনের আর্ত্তি নাশকারী, আমরা আর্ত্ত হইয়া তোমার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি, আমাদিগকে রক্ষা কর। বিষ্ণু উত্তর করিলেন তোমাদের কি করিব বল। দেবগণ তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন দশরথ রাজা অনেক তপস্যা করিয়াছে, সে ব্যক্তি নিঃসন্তান, এপ্রযুক্ত পুত্র কামনা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞও করিয়াছে, ঐ রাজা অতিশয় ধর্ম্মশীল গুণবান্ শ্লাঘ্য সত্যবাদী এবং দৃঢ়ব্রত। অতএব তুমি আমাদের নিয়োগে সেই রাজার পুত্রত্ব স্বীকার কর। হে বিষ্ণো! আমরা লোকের হিতকামনায় তোমাকে এই নিয়োগ করিতেছি। প্রভো! রাজা দশরথ অযোধ্যার অধিপতি, অতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ, মহাবদান্য এবং অপরিমিত তেজস্বী, তাঁহার তিনটী বনিতা সাক্ষাৎ লজ্জা লক্ষ্মী ও কীর্ত্তিরূপা। অতএব তুমি আপনাকে চতুর্বিধ করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার কর। হে ভগবন্! মনুষ্য রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত লোকের কণ্টক ও দেবতাদের অবধ্য দুরাত্মা রাবণকে সমরে বিনাশ করিবে। সেই মূর্খ রাক্ষস আপন বল দর্পে দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ঋষি সকলকেই সাতিশয় ক্লেশ দিতেছে। হে প্রভো! নন্দন বনে কত শত গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ ক্রীড়া করিতেছিল ঐ দুরাত্মার ঘোরতর রবে নিপাতিত হইয়াছে। আমরা সেই দুরাত্মার বধ নিমিত্ত মুনি ও সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষগণ সহিত আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে তুমিই আমাদের গতি, দেবতাদের শত্রু বধে মনোযোগ কর।

দেবাধিদেব এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ব্রহ্মাদি সকলকে কহিলেন তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমাদের হিতার্থ যুদ্ধে পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব অমাত্য মন্ত্রি সহিত রাবণকে নিহত করিয়া এই পৃথিবীর পালন পুরঃসর মনুষ্য লোকে দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর বাস করিব।

বিষ্ণু দেবগণকে এই প্রবোধ বাক্য কহিয়া মনুষ্য লোকে আপনার জন্ম ভূমির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন পরে আপনাকে চতুর্বিধ করিয়া দশরথ রাজাকে পিতৃত্বে স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে রুদ্র ও অপসরাগণ সহ দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বেরা দিব্যরূপ বিবিধ স্তুতি বাক্য দ্বারা মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাধিপ রাবণ অতিশয় উদ্ধত উগ্রতেজাঃ ও দর্পান্বিত বিশেষতঃ সাধু ও তপস্বি জনের কণ্টক স্বরূপ ছিল, বিষ্ণু সেই দুরাত্মাকে বন্ধু বান্ধব সহিত নিপাত করিয়া স্বর্গ লোকের দোষ ও কল্মষ

শোধন পুরঃসর বিগত সন্তাপ হইয়া সুরেন্দ্র সহিত স্বর্গে প্রত্যাগমন করিবেন।

ইতি ঋষিপ্রণীত রামায়ণে আদিকাণ্ডে রাবণের বধোপায় নামে ১৩ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু যদিও দেবতাদের মানস অবগত ছিলেন তথাচ তাঁহাদিগের প্রার্থনায় এই মধুর বচন কহিলেন, হে দেবতাসকল সেই রাক্ষসাধিপতির বধ বিষয়ে কি উপায় আছে বল, আমি তাহা অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত লোকের কণ্টক সেই দুরাত্মাকে নিহত করিতেছি। দেবতা সকল এই রূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ নারায়ণকে উত্তর করিলেন আপনি মানব কলেবর ধারণ করিয়া সমরে রাবণ বধ করুন। অরিন্দম রাবণ দীর্ঘ কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল লোক পিতামহ ও লোককর্ত্তা ব্রহ্মা তাহার সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিয়াছিলেন মনুষ্য ব্যতীত কোন প্রকার প্রাণি হইতে তোমার ভয় হইবেক না। সে ব্যক্তিও অবজ্ঞাপূর্ব্বক তৎকালে মানবদিগকে ধর্ত্তব্য করে নাই। সে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় গর্ব্বিত হওত ত্রিভুবন উৎসন্ন করিতেছে, অত্যাচারের কা কথা স্ত্রীলোকদিগকেও বলে আকর্ষণ করে। অতএব হে শক্রতাপন! মনুষ্য হইতেই তাহার বধ হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে।

বিষ্ণু দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথ রাজাকে পিতৃত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। ঐ রাজা ঐ সময়ে অপুত্রতা হেতু পুত্র কামনা করিয়া পুত্রেষ্টি করিতেছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করা নিশ্চয় করণানন্তর ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হওত অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তৎপরে দশরথ রাজার যজ্ঞ স্থলে হূয়মান যজ্ঞাগ্নি হইতে মহাবীর্য্য, মহাবল, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাম্বরধারী, রক্তমুখ, দুন্দুভির ন্যায় শব্দকারী, স্নিগ্ধ লোম শ্মশ্রু ও কেশবিশিষ্ট, দিব্যাভরণ ভূষিত, শুভলক্ষণান্বিত, শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, দৃপ্ত সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত, দিবাকরের তুল্য আকার, দীপ্ত অগ্নিশিখার তুল্য তেজস্বী, মহাবাহু, অঙ্গদদ্বয় শোভিত, বক্ষস্থলে তারাবিকৃতি তুল্য হার দ্বারা সুসজ্জিত, চন্দ্র তুল্য নির্ম্মল দন্তপংক্তিতে শোভিত, তেজঃ দ্বারা প্রজ্বলিত এবং শ্রী দ্বারা ভুবন প্রকাশক এক অদ্ভুত ভূত উৎপন্ন হইল। সেই অদ্ভুত ভূত উভয় হস্তে কাঞ্চনময়ী বিপুলা পাত্রী মায়াময়ী পত্নীর ন্যায় ধারণ করিয়াছিল। সে উৎপন্ন হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে কহিল হে দ্বিজ, আমাকে প্রাজাপত্য ভূত জান। এই পাত্রী তোমাকে দান করিতেছি তুমি ইহা লইয়া রাজাকে দাও। পরে বুদ্ধিমান ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি সেই ভূতকে কহিলেন তুমি আপনিই এই অদ্ভুত পাত্রী রাজাকে প্রদান কর। প্রাজাপত্য ভূত ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজাকে উৎকৃষ্ট স্বরে কহিলেন হে মহারাজ, আমি তোমার সম্বন্ধে অতিশয় প্রীত হইয়া এই পাত্রী দান করিতেছি গ্রহণ কর। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আমি ইহাতে কি করিব। তাহাতে প্রাজাপত্য ভূত তাঁহাকে কহিল মহারাজ, তোমার যজ্ঞের এই সৎপরিণাম হইল, হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহা দেব নির্ম্মিত পায়স, এতদ্দ্বারা সন্তান, ধর্ম্ম, ও আরোগ্য বৃদ্ধি হয়, ইহা লইয়া আপনার অনুরূপ ভার্য্যাদিগকে ভোজন করিতে দাও। হে রাজন্! তাহারা ভোজন করিলে তুমি যদর্থ যজ্ঞ করিতেছ সেই পুত্র লাভ করিবে। রাজা এতৎশ্রবণে যথাজ্ঞা বলিয়া মস্তক দ্বারা দেবান্নসম্পূর্ণ হিরণ্ময়ী সেই পাত্রী গ্রহণ করিলেন এবং সেই অদ্ভুত ভূতকে অভিবাদন করিয়া পরম হর্ষে পুলকিত শরীরে প্রদক্ষিণ করিলেন।

দশরথ রাজা দেব নির্ম্মিত পায়স প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত হইলেন এবং যেমন অধন ব্যক্তি ধন লাভে আনন্দিত হয় তাহার ন্যায় আহ্লাদিত হইয়া সেই ভূতকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে সেই ভূত সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলে রাজার অন্তঃপুরচারিগণ হর্ষে যেমন শরৎকালের চন্দ্রের কিরণ দ্বারা আকাশ মণ্ডল শোভিত হয় তদ্রূপ শোভান্বিত হইতে লাগিল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যাকে কহিলেন পুত্রীয় এই পায়স গ্রহণ কর ইহা বলিয়া সেই পায়সের অর্দ্ধ তাহাকে দিলেন পরে তিনি অর্দ্ধ পায়সের অর্দ্ধ সুমিত্রাকে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধ কেকয়ীকে পুত্রার্থ দান করিলেন। কেকয়ীও চিন্তা করিয়া পায়সের অর্দ্ধভাগের অর্দ্ধ সুমিত্রাকে দিলেন। এই রূপে রাজা পত্নীদিগকে পৃথক্ ২ পায়স দান করিলে তাহারা হর্ষে পুলকিত হওত আপনাদের মহা সম্মান বোধ করিতে লাগিল। যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে উদ্ভূত পায়স রাজসকাশাৎ প্রাপ্ত হইয়া আহার করিলে ক্রমে সকলেরই শুভ গর্ভ

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

দেবগণের বচন শ্রবণ করিয়া গরুড় স্বকীয় দেহে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন পরে আত্মশরীর প্রতিসংহার করিতেং কহিলেন আমার কলেবর অবলোকন করিয়া প্রাণি সকলের উদ্বেগ ও ভয় না হউক, এই আমি দেহ হইতে তেজঃ প্রতিসংহৃত করিলাম।

সৌতি কহিলেন তদনন্তর যথেচ্ছগামী যথেষ্ট বীর্য্য সেই বিহঙ্গম জ্যেষ্ঠ সহোদর অরুণকে আপনার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে মাতৃ নিকটে আগমন করিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ সূর্য্যের ক্রোধোদয় হওয়াতে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যদি কিরণ দ্বারা লোক সকলকে দগ্ধ করিব গরুড় তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রজ অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করেন।

রুরু জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্ ভাস্কর কি নিমিত্ত ঐ সময় লোক সকলকে দগ্ধ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন দেবতাদের হইতে তাঁহার কি অপকার হইয়াছিল যে তাঁহার রোষোদয় হইল।

প্রমিতি কহিলেন হে অনঘ, চন্দ্র এবং সূর্য্য ইহারা দুই জনে যখন রাহুর ছদ্মবেশে অমৃত পানের কথা বলিয়াছেন সেই সময় হইতে তাঁহাদের দুই জনের সহিত রাহুর শত্রুতা হয়। যখন রাহু বধ করিতে উদ্যত হয় তখন সূর্য্য মনে করিতেছিলেন দেবতাদের নিমিত্ত আমি রাহুর দ্বেষ্য হইলাম তাহার দ্বেষ দ্বারা আমাকে ভূরিং ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে দেবতারা কেহই ঐ বিষয়ে আমার সহায়তা করেন না, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখেন রাহু আমাকে গ্রাস করে তাহা হইতে পরিত্রাণার্থ কাহারও যত্ন দেখি না অতএব আমি খরতর কিরণ দ্বারা সকল ভুবন বিনষ্ট করিয়া ফেলি। সূর্য্য এই প্রকারে রোষান্বিত হইয়া সে দিন অস্ত গেলেন কিন্তু অর্দ্ধরাত্র সময়েই লোক বিনাশার্থ প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন তাহাতে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া বিনষ্ট প্রায় হইল।

অনন্তর ঋষি গণ দেবতাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন অদ্য অর্দ্ধরাত্র সময়ে সর্ব্বলোকের ভয়ঙ্কর মহান্ দাহ হইতেছে ইহাতে বোধ হয় ত্রৈলোক্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে অতএব এখন কি উপায় কর্ত্তব্য।

দেবগণ এই বচন শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগকে সঙ্গে লইয়াই ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো অদ্য এ কি মহৎ বিপদ উপস্থিত, সূর্য্য দৃশ্য হন নাই অথচ তদীয় অসহ্য উত্তাপে সমস্ত জগৎ বিশীর্ণ হইতেছে, তাঁহার উদয় হইলে কি হইবে বলিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মা কহিলেন সত্য বটে ভগবান্ ভাস্কর লোক বিনাশার্থ উদিত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন উদিত হইলে সকল লোককে ভস্মসাৎ করিবেন কিন্তু তিনি ঐ রূপ করিতে পারিবেন না এবিষয়ের প্রতিকার আমি পূর্ব্বেই বিধান করিয়া রাখিয়াছি, মহর্ষি কশ্যপের অরুণনামে যে একটী বিখ্যাত পুত্র আছেন তিনি মহাকায় মহাতেজস্বী, সর্ব্বদা দিবাকরের অগ্রে থাকিয়া তাঁহার সারথ্য করিবেন, তাহাতে ভাস্করের তেজঃ সংহৃত হইবেক। হে দেবগণ, এই প্রকার হইলেই সূর্য্যের অসহ্য কিরণে লোক ক্ষয় হইতে পারিবেক না সুতরাং দেব-ঋষি মানব কাহারো অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। প্রমিতি কহিলেন তদনন্তর ব্রহ্মা অরুণের প্রতি আজ্ঞা করাতে অরুণ আদেশানুরূপ করিলেন এবং দিবাকরও অরুণকে অগ্রে করিয়া উদিত হইতে লাগিলেন সুতরাং তাঁহার তেজঃ আর অসহ্য হইল না।

ভগবান্ ভাস্করের যে কারণে ক্রোধ জন্মিয়াছিল এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারথ্য স্বীকার করেন তদ্বিষয়ের এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, পূর্ব্বে অপর যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহাও বলিতেছি শুন।

ইতি আদিপর্ব্বণি সৌপর্ণে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন তদনন্তর সেই কামগামী বিহঙ্গম সমুদ্র পারে যেখানে আপনার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা হইয়া ছিলেন সেইস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন জননী দুঃখে অতিশয় সন্তপ্তা, বিমাতার দাস্য বৃত্তি করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। যদিও এতদবলোকনে গরুড়ের মনে ক্রোধোদয় হইল তথাচ কারণ জ্ঞাত না থাকাতে কিছু কহিলেন না, মাতার নিকটেই রহিলেন। অনন্তর একদিন বিনতাকে ডাকিয়া কদ্রু কহিল সমুদ্র কুক্ষিতে নাগদের সুরম্য আলয় আছে সেখানে আমাকে লইয়া চল।

গরুড়ের মাতা বিনতা দাসী হইয়াছিল কদ্রু ঐ বাক্য কহিবামাত্র তাহাকে বহিয়া লইয়া চলিল এবং বিনতার কথায় গরুড়ও কদ্রু পুত্র সর্পদিগকে পৃষ্ঠোপরি আরোপণ করিয়া গমনারম্ভ করিলেন, কিন্তু সূর্য্যের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন তাহাতে দিনকরের প্রখর কিরণে সর্প সকল সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল।

কদ্রু আপনার তনয় নিচয়ের ঐ রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিতে লাগিল হে দেবরাজ, হে বল সূদন, হে নমুচিনাশিন্, হে সহস্রাক্ষ, শচীপতে, তোমাকে সহস্র নমস্কার করি। আমার তনয় এই নাগ গণ তপন তাপে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে বারি বর্ষণ দ্বারা ইহাদিগকে সুস্থ কর। হে দেবরাজ! তুমিই আমাদের রক্ষা কর্ত্তা, এবং তুমিই বারি সৃজনে প্রভু। অপর হে পুরন্দর, তুমিই পবন, তুমিই

মেঘ, তুমি সকল লোকের সৃষ্টি কারী এবং তোমা হইতেই সকলের সংহার হয়। নাথ, তুমিই সকল প্রাণির জ্যোতিঃ, তুমিই আদিত্য, তুমিই অগ্নি, তুমিই মহৎ ভূত, তুমিই রাজা, তুমিই সকলের মধ্যে উত্তম। তুমিই বিষ্ণু, তুমিই সহস্রাক্ষ, তুমিই অমৃতস্বরূপ, তুমিই কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত তিথি ইত্যাদি স্বরূপ, অপর তুমিই শুক্লপক্ষ, তুমিই কৃষ্ণপক্ষ, তুমিই মাস, তুমিই বৎসর, তুমিই দিন। হে দেব, এই যে সকল পর্ব্বত নদী বন ইত্যাদি দেখিতে পাই, এ সকল তোমারই স্বরূপ। তুমিই অবনী, তুমিই আকাশ, তুমিই সূর্য্য, তুমিই সমুদ্র, তুমিই তিমি তিমিঙ্গিল ইত্যাদি মৎস্যস্বরূপ। প্রভো, তোমারই দেহ ঋষি মানব সকলে পূজা করিয়া থাকেন, তুমিই যজ্ঞস্থলে বেদমন্ত্র দ্বারা [illegible] হইয়া সোমপান ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণেরা [illegible] কামনায় যাগ যজ্ঞাদি করিয়া তোমারই আরাধনা করেন এবং তোমারই মাহাত্ম্য তাঁহারা [illegible] বেদ মধ্যে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

ইতি আদিপর্ব্বণি সৌপর্ণে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

তখন এই প্রকার স্তবে ভগবান হরিবাহন ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া [illegible] নীলবর্ণ মেঘ সমূহ দ্বারা গগণ [illegible] করিলেন এবং মেঘ সকলকে ডাকিয়া [illegible] বর্ষণ কর।

মেঘগণ ইন্দ্রের নিদেশানুসারে প্রচুর রূপে [illegible] প্রলয়কালের [illegible] প্রবৃত্ত হইল। [illegible] আকাশমণ্ডল যেন [illegible] হইল [illegible] গর্জ্জন বিদ্যুৎ ও [illegible] আকাশমণ্ডল যেন [illegible] হইল। [illegible] সকলের [illegible] পৃথিবী সুশীতলা ও জলে পরিপূর্ণা হইল, সুতরাং সর্পগণ মাতার সহিত পরম আনন্দ অনুভব করিতে থাকিল।

ইতি আদিপর্ব্বণি সৌপর্ণে ষড়্বিংশ অধ্যায়।

হরিবংশ।

অষ্টম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন মুনে! মন্বন্তর এবং [illegible] সকলের সংখ্যা, তথা ব্রহ্মার দিন পরিমাণ বলিতে আজ্ঞা হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! বলিতেছি শ্রবণ কর। দিবাকর মনুষ্যদিগের দিবারাত্রি বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। হে অরিন্দম! ঐ বিভাগ লইয়াই সময়ের পরিমাণ করা যায়। পঞ্চদশ নিমেষ পরিমিত কালকে কাষ্ঠা কহে। সেই কাষ্ঠার নামই কলা। ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, ত্রিশ অহোরাত্রে এক দিন হয়। চন্দ্র সূর্য্যের গতিক্রমে তাহা চান্দ্র ও সৌর হইয়া থাকে।

সৌর পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ হয়, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। যে দুই অয়নে বৎসর হয় তাহার একের নাম দক্ষিণায়ন, দ্বিতীয়ের নাম উত্তরায়ণ।

হে রাজন্! উক্ত প্রকার পরিমাণে দুই পক্ষে যে মাস হয় তাহা পিতৃলোকদের অহোরাত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ পিতৃলোকদের দিন এবং শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃলোকদের দিন, এই নিমিত্ত তাহাতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে মনুষ্যদিগের যে এক বৎসর, তাহা দেবতাদের অহোরাত্র, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দেবলোকের দিবস, এবং দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাত্রি।

হে রাজন্! ঐ প্রকার দেবদিগের তিন শত ষষ্টি সংখ্যায় যে বৎসর হয় তাহা দশ গুণিত হইয়া সপ্তর্ষি এক অহোরাত্র হয়, সপ্তর্ষির অহোরাত্রে এক মানব পক্ষ, দুই পক্ষে মানব এক মাস, দ্বাদশ মাসে মানব এক ঋতু, ঐ প্রকার তিন ঋতুতে মানব অয়ন, দুই অয়নে মানব বৎসর হয়।

মহারাজ! চারি সহস্র মানব বৎসরে সত্য যুগ হয়, সেই সত্যযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও চারি২ শত পরিমাণ। যুগের অগ্রবর্ত্তি সময়ের নাম সন্ধ্যা, পশ্চাদ্বর্ত্তি কালের নাম সন্ধ্যাংশ। এইরূপ তিন সহস্র মানব বৎসরে ত্রেতা যুগ, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন২ শত। দুই সহস্র মানব বৎসর দ্বাপর যুগের পরিমাণ, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই২ শত। এক সহস্র মানব বৎসরে কলি যুগ, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক২ শত বৎসর। হে রাজন! এই প্রকার দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চারি যুগ হয়। অতঃপর দিব্য মানব যুগ সংখ্যা বলি, শ্রবণ কর।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ, এক সপ্ততি দ্বারা গুণিত হইলে দৈব এক যুগ হয়, গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাকে মন্বন্তরও বলিয়া থাকেন, এবং তাহা অযুত বলিয়াও উক্ত হয়।

ঐ অয়ন দুই, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। একং অয়ন সমাপ্ত হইলে একং মন্বর লয় হয় তাহার পরে তাবৎ কালে আবার অন্য মনু হইয়া থাকেন।

মহারাজ! উক্ত প্রকার সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়, তাঁহার রাত্রির পরিমাণও সহস্র যুগ। ব্রহ্মার যে দিন, তাহাকে কল্প বলে। ব্রহ্মার দিবস সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে বন পর্ব্বত সহিত সমস্ত পৃথিবী জলে নিমগ্ন হয় এবং রাত্রি পরিমিত কাল যাবৎ ঐরূপ অবস্থায় থাকে। ব্রহ্মার দিবস শেষ হইয়া গেলেই কল্প নিঃশেষ হয়।

হে রাজন্! যে সম্প্রতি যুগে সত্য ত্রেতা দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ হয় বলিলাম, সেই চারি যুগেই এক মন্বন্তর। মহারাজ! একং মন্বর সংখ্যা চতুর্যুগ, তাঁহারা বেদে ও পুরাণে অতিশয় কীর্ত্তিমান্ ও প্রভাবশালী বলিয়া বর্ণিত আছেন, অপর তাঁহারা প্রজাদের পতি, অতএব তাহাদের কীর্ত্তন অতিশয় পুণ্যজনক। একং মন্বন্তরের পর সংহার হয় এবং সংহারের অন্তে পুনরায় সৃষ্টি হয়, অতএব সৃষ্টি সংহারের অন্ত নাই। পরন্তু সেই সৃষ্টি সময়ে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, এই সকল দ্বারা দেব ঋষি ইত্যাদি বিশিষ্ট হইয়া থাকেন।

যে সময়ে স্বহস্র যুগ সহস্র পূর্ণ হইয়া যখন কল্প নিঃশেষ হয় তখন আদিত্যের তেজে সকল ভূত দগ্ধ হইয়া যায়, সেই সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া আদিত্য গণের সহিত দেবর্ষিদের ভগবান্ নারায়ণের নিকট যান, কারণ তিনিই কল্পান্তে সর্ব্ব ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অব্যক্ত ও নিত্য, এবং তাঁহারাই এই জগৎ। কিন্তু যে সময় রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে সকল একার্ণব হইয়া যায়, সেই একার্ণবে ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত নিদ্রা যান। সে সময় ব্রহ্মার রাত্রি হওয়াতে তিনিও নিদ্রা যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হেরাজন্! ব্রহ্মার সেই রাত্রি, যাহার পরিমাণ সহস্র যুগ, যখন অতীত হয় তখন তিনি জাগরিত হয়েন এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টি করণের বাসনা হওয়াতে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন। তাঁহার স্মৃতি শক্তি প্রভৃতি সকল পদার্থ পূর্ব্ববৎ অবিকল থাকে অতএব পূর্ব্বের ন্যায় স্বয়ং সমুদায় সৃষ্টি করেন। তাহাতে পূর্ব্বে কল্পান্ত কালীন প্রখর দিনকর কিরণে যে সকল ভূত দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল তৎসমুদায় এবং দেব ঋষি যক্ষ গন্ধর্ব্ব পিশাচ উরগ রাক্ষস পুনরায় উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা ক্রমেং সহস্র যুগ সংখ্যক দীর্ঘ দিবসের মধ্যে ঐ সকল সৃষ্টি করিয়া পরে তাবৎ সংখ্যকযুগ পরিমিত রাত্রির প্রারম্ভে পুনর্ব্বার ঐ সকল সংহার করেন। এই রূপ সৃষ্টি ও সংহার পুনঃ২ হইতেছে।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি বৃষ্ণি বংশ প্রসঙ্গ করিয়া তোমাকে বৈবস্বত মনুর সৃষ্টির বিষয় বলিব শ্রবণ কর। ঐ বৃষ্ণিকুলে ভগবান্ নারায়ণ হরি সকল অসুর বিনাশ এবং সকল লোকের হিত বাসনায় স্বয়ং উৎপন্ন হন্।

ইতি হরিবংশে অষ্টম অধ্যায়।

যোগবাশিষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন হে রামচন্দ্র! দৃশ্য দোষ শান্তির নিমিত্ত আমি তোমার নিকটে লীলার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম, তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এই জগতের সত্যতা ত্যাগ কর। এই জগৎ অসৎ ও অবস্তু, পরব্রহ্ম হইতেই ইহা কল্পিত হইয়া সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই পরব্রহ্ম সত্যানন্দ চিন্মাত্র স্বরূপ, তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন। হে রামচন্দ্র! ঐ ব্রহ্ম ঐ প্রকারে নির্ব্বাত সমুদ্র ও নিষ্পবন প্রদীপের তুল্য স্থির হইলেও গুণ ক্ষোভ বশতঃ তাঁহার যে স্ফুরণ, তাহাই জীব যেমন অগ্নিকে কোন স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া তন্মধ্যে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহার প্রকাশকত্ব হয় তাহার ন্যায় জীবে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হইয়া অহংভাবতা প্রাপ্ত হন। ঐ অহংভাব সংকল্প করণে প্রবৃত্ত হইয়া অহঙ্কার হয়, সেই অহঙ্কার হইতে চিত্ত জন্মে। ঐ চিত্ত তেজঃ মনঃ মায়া প্রকৃতি, ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন হইয়া নানা হয়।

উল্লিখিত মনে "আমি বহু হই" এই প্রকার সঙ্কল্প হইলে আকাশাদি ভূতাত্মক জগৎ প্রকাশমান হয়। ফলতঃ এই জগৎ বস্তুতঃ কিছুই নহে, যেমন ভ্রম বশতঃ শাখাপল্লবাদি রহিত বৃক্ষে পুরুষ বোধ হয় সেইরূপ মনের সঙ্কল্পবশতঃ এই জগৎ উদ্ভূত হইয়া আছে। পরন্তু যেমন চিৎস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীব হওয়াতে চিৎ ও জীব পরস্পর অভিন্ন, সেই রূপ মনঃ হইতে এই জগৎ হওয়াতে মনঃ ও জগতের পরস্পর ভেদ নাই।

হে রামচন্দ্র! এস্থলে রাক্ষসীর উক্ত ভূরিং গুরুতর প্রশ্ন যুক্ত একটী পুরাতন উপন্যাস

বলিতেছি, অবধান কর। হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী কর্ণাটী নামে একটা রাক্ষসী আছে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় যেন স্থির বিদ্যুল্লতা, দুইটা জানু খর্জ্জুর বৃক্ষের তুল্য, নখ সর্পফণার সদৃশ, সর্ব্ব শরীর স্নায়ুর গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ, দেখিবামাত্র ভয়ে হৃৎকম্প হয়। কিন্তু তাহার যেমন অতিবিপুল কলেবর তদুপযুক্ত আহার সুলভ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না ইহাতে জঠরানল নিরন্তর জ্বলিত। সে একদিন অতিশয় বুভুক্ষু হইয়া চিন্তা করিল সাগর যেমন সতত জলরাশি গ্রাস করে তাহার ন্যায় আমি নিরন্তর জম্বুদ্বীপস্থ পুঞ্জ২ লোককে ভোজন করিতেছি তথাপি আমার ক্ষুধা শান্তি হয় না কর্ত্তব্য কি? বোধ করি আমার উদর দুষ্পূর, কিছুতেই পূর্ণ হইবেক না। যাহা হউক, ক্ষুধার যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না, যেমন মেঘোদয়ে মৃগতৃষ্ণার শান্তি হয় তাহার ন্যায় তপস্যা দ্বারা কি আমার এই ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে না, কিছু কাল খেদশূন্য চিত্ত হইয়া তপস্যা করি দেখি। রাক্ষসী এইরূপ পরামর্শ করিয়া তপস্যা নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিল এবং তথায় কৃতস্নান হইয়া তপস্যার্থ আপনার চক্ষুর্দ্বয় চন্দ্র সূর্য্যের প্রতি অর্পণ করিয়া এক পদে দণ্ডায়মান রহিল। শীত আতপ বাত বৃষ্টি শরীরের উপর দিয়া যাইতে লাগিল কিছুতেই দৃকপাত নাই, এক চিত্তে তপোনিষ্ঠ হইয়া থাকিল।

এই রূপ তপস্যায় ক্রমে পক্ষ মাস বৎসর গত হইতে লাগিল। অনন্তর যখন সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইল তখন তাহার তপস্যায় ব্রহ্মার সন্তোষ জন্মিল, অতএব প্রসন্ন হইয়া তাহার নিকট আগমন করিলেন। হে রাম! তপস্যার অসাধ্য কি আছে? একচিত্তে কঠিন তপস্যা করাতে রাক্ষসীর প্রতিও ব্রহ্মার প্রসন্নতা হইল।

ব্রহ্মা সম্মুখে আবির্ভূত হইলে রাক্ষসী তাঁহার প্রতি নেত্র পাত করিয়া প্রণাম করিল এবং মনে২ এই চিন্তা করিতে লাগিল কোন্ বর প্রার্থনা করি, কিসে আমার ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে। তাহার পরে স্মরণ হওয়াতে আপনাআপনিই বলিল আঃ এখন স্মরণ হইল এই দেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করি আমি যেন সকল জীবের সংহারিকা ব্যাধি হইতে পারি।

রাক্ষসীকে চিন্তান্বিত দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন পুত্রি! কি চিন্তা করিতেছ, গাত্রোত্থান কর, তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া আমি তোমাকে অভিলষিত বর দিতে আসিয়াছি, কি বর বাঞ্ছিত, প্রার্থনা কর।

রাক্ষসী কহিল ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করেন এই বর দেউন আমি অলৌহময়ী হইয়াও লৌহময়ী শলাকার ন্যায় যেন জীবসূচিকা হইতে পারি। প্রভো! আমি ক্ষুধার নিমিত্ত অতিশয় কাতরা, যদি আমার ঐ রূপ শক্তি হয় তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে সকল প্রাণি সংহার করিয়া আহার করিতে পারিব। ক্ষুধা শান্তিই পরম সুখ, তাহাই আমার পরম ইষ্ট।

বশিষ্ঠ কহিলেন রাক্ষসীর এইরূপ প্রার্থনায় ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন তুমি নানা উপসর্গ যুক্তা বিসূচিকা নামে ব্যাধি হইবে, যে সকল ব্যক্তি অপথ্য ভোজী, দুষ্কর্ম্মান্বিত এবং দুর্দ্দেশবাসী হইবেক তাহাদিগকে সতত আক্রমণ করিবে। অপর প্রাণ বায়ু যোগে জীব সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে তোমার শক্তি হইবে, কি সগুণ কি নির্গুণ কোন লোক তোমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেক না। পরন্তু সগুণ লোকের প্রতি দয়া করিয়া আমি একটী মন্ত্র প্রকাশ করিব তাহা দ্বারা তাহারা কখন২ পরিত্রাণ পাইতে পারিবেক। পীড়িত ব্যক্তি বামহস্তে সেই মন্ত্র রাখিয়া সেই হাত উদরে দিয়া মর্দ্দন করিলে ঐ ব্যাধির শান্তি হইতে পারিবে।

ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া তাহার সম্মুখেই অন্তর্ধান হইলেন।

তদনন্তর রাক্ষসী প্রথমতঃ প্রাদেশমাত্র প্রমাণা তৎপরে অঙ্গুলি পরিমাণা হইয়া শেষে কৃষ্ণবর্ণ মাষ স্বরূপ হইয়া সূচী হইল। ঐ রূপে সে প্রাণি সকলের উদরে যখন প্রবেশ করে তখন তাহার নাম অন্তর্বিসূচিকা হয়। যাহা হউক, সকল প্রাণির সংহার করিয়া সে সদাই আমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

বহুকাল ঐরূপে অতীত হইয়া গেলে এক দিন মনোমধ্যে চিন্তা করিল আমাকে ধিক্, আমি তপস্যা করিয়া এ কি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার তদ্রূপ স্থূল শরীর ছিল এখন আমি ক্ষুদ্র সূচী স্বরূপা হইয়া রহিয়াছি। আমি পূর্ব্ব কলেবরে কত মাংস রক্ত আহার পান করিতাম এখন সূচী হইয়া কি খাই, সূচীমুখে কত রক্ত ধরিতে পারে? অতএব আমি অতি দুর্ব্বুদ্ধি, আমার আত্মবুদ্ধিই আমাকে নষ্ট করিয়াছে। আহা! আমার সেই সকল প্রকাণ্ড অঙ্গ কো

খায় গেল, কত কাল প্রচুর পরিমাণে খাদ্য মাংস আহার করিতে পাই নাই।

রাক্ষসী এই প্রকার চিন্তা করিয়া আপনার পূর্ব্ব অভিপ্রায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিল। সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে তাহার পাপক্ষয় হইল তদনন্তর নির্ম্মলা হইয়া শুদ্ধভাবে সমাধিস্থ হওত বহু বৎসর যাবৎ পর ব্রহ্মের ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিল।

ব্রহ্মা রাক্ষসীর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন পুত্রি! তোমার তপঃসিদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্তি নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছ, তাহাই হউক, সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া যথেচ্ছাক্রমে পৃথিবী মধ্যে পর্য্যটন কর। বৎসে! তোমার তপস্যায় অধিক ফল হইয়াছে, তুমি জীবন্মুক্তা হইয়াছ, যত কাল জীবিত থাকিবে পূর্ব্ব বাসনানুসারে আত্ম শরীর রক্ষার্থ অজ্ঞান দুরাচার দুঃস্থিত ও নিন্দিত লোকদিগকে ভক্ষণ করিতে পারিবে।

ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। রাক্ষসী তদ্রূপে সমাধিস্থা হইয়াই অনেক কাল রহিল। কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত দেহ থাকে তাবৎ স্বভাব পরিত্যাগ হয় না, অতএব কিয়ৎকাল পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হইল তাহাতে ধ্যানভঙ্গ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল ব্রহ্মা আমার ভক্ষণার্থে নিন্দিত লোকদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ক্ষুধাও হইয়াছে বহির্গত হইয়া তদ্রূপ লোক অন্বেষণ করি।

রাক্ষসী এই প্রকার চিন্তা করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবরোহণ পুরঃসর শৈলতলে যে স্থানে ব্যাধ মণ্ডলী বাস করিত তথায় গমন করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই সূর্য্য অস্ত গত হইলেন রাত্রি কালীন ঘোরতর অন্ধকার সকল দিক্ আচ্ছন্ন করিল।

সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে মহাবল পরাক্রম এক ভূপাল আপনার বল বীর্য্য পরীক্ষা নিমিত্ত মন্ত্রির সহিত বন প্রবেশ করিলেন। রাক্ষসী দূর হইতে মনুষ্য গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অধৈর্য্য হইল তাহার মনোমধ্যে অতিশয় হর্ষ হওয়াতে বদন হইতে এই বাক্য বিনির্গত হইতে লাগিল আঃ কি সুখের বিষয়! একেবারে দুইটী ভক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হইল! অনন্তর অমাত্য সহিত নরপতি নয়ন গোচর হইলে সে তাঁহাদের আকার প্রকার দেখিয়া কহিল এ দুইটীকে ভদ্র দেখিতেছি ইহাদের কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, এমত সময় কি প্রকারে অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে? ইহাদের আত্মদেহে বুঝি ভার বোধ হইয়াছে, অথবা ইহারা মূর্খ, এ বিষয়ে সংশয় নাই, মূঢ়দের জীবন কেবল আত্ম বিনাশার্থ এবং পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগার্থ। যাহা হউক, এখন আমি এই দুই ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করি। ইহারা যখন এমত অবিবেক হইয়া এখানে আসিয়াছে তখন নিঃসন্দেহ অতি মূঢ়, ব্রহ্মাতো নিয়মই করিয়া দিয়াছেন মূঢ় নরেরা রাক্ষসদের ভক্ষ্য হইবেক। অতএব আর কাল বিলম্ব করা উচিত হয় না, উপস্থিত সীকার শীঘ্র স্বীকার করি।

রাক্ষসী এই রূপে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া সামাত্য রাজার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় ইতি মধ্যে মনে হইল ব্রহ্মা মূঢ় ও নিন্দিত ব্যক্তিদিগকে আমার ভক্ষ্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন এই দুই ব্যক্তি মূর্খ রূপে প্রকাশ পাইতেছে সত্য, কিন্তু একবার পরীক্ষা করা উচিত যদি ইহারা সগুণ হয় তাহা হইলে পরে অনুতাপ পাইতে হইবেক। গুণবান্ মানব আমার নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য নয় এবং তাহাদিগকে হিংসা করা উচিতও হয় না যেহেতু গুণী লোক পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ, তাহার সংসর্গে অন্য লোকের শ্রেয়ঃ হয়। অতএব ইহাদের প্রতি কোন প্রশ্ন করি তাহা হইলেই ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধি গুণ অগুণ সকলি প্রকাশ পাইবে।

রাক্ষসী এই রূপ নিশ্চয় করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক চীৎকার স্বরে কহিল অহে তোমাদিগের দুই জনকে এই ভয়ঙ্কর অরণ্যানী রূপ আকাশের চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ দেখিতেছি, তোমরা কে? হত বুদ্ধির ন্যায় হইয়া কেন এমন সময়ে এই বিপিনে আগমন করিতেছ।

রাজা বলদর্পিত ছিলেন, রাক্ষসীর ঐ রূপ সাহঙ্কার বাক্যে রোষ পরবশ হইয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন তুই কে? তোর ক্ষুদ্র শরীর কোথায়? আমাদিগকে দেখা, ভ্রমরীর ধ্বনির ন্যায় তোর গর্জ্জনে আমরা কি ভয় করিব?

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসীর বোধ হইল ঐ ব্যক্তিরা মহাসত্ত্ব হইবে অতএব ত্বরায় তাঁহাদের দর্শন লাভ মানসে সকল দিক ব্যাপিয়া হাস্য ও কলরব আরম্ভ করিল।

রাজা চতুর্দ্দিকে শব্দ শুনিয়া এবং রাক্ষসীর হাস্যে দিক্ প্রকাশ হওয়াতে তদীয় শরীর দূর হইতে দেখিতে পাইয়া নিশ্চয় করিলেন এটা নিশাচরী। কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভয় হইল না। অক্ষুব্ধ চিত্তে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বিফল আড়ম্বর কেন করিতেছিস্? ইহাতে কি লভ্য হইবে? ক্ষুদ্রান্তঃকরণ অসাহসি জনেই তোর সদৃশ ব্যক্তির গর্জ্জনে ভয় পায়, যা, আমাদের সমক্ষে তোর আড়ম্বর শোভা পাইবেক না? তুই একাকিনী আসিতেছিস্, তোকে কি ভয় করিব, তোর তুল্য যদি সহস্র রাক্ষসী মিলিয়া আইসে তাহাদিগকেও আমরা দুই বীরে পরাস্ত করিতে পারি। অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর, রোষান্বিতা হইয়া আসিতেছিস্ কেন? রোষে কি কখন স্বার্থলাভ হয়? তোর যদি কিছু প্রার্থনা থাকে বল এখনি তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছি, আমার নিকট কোন ভিক্ষুক নিরাশ হইয়া যায় না।

রাজার এই, সমস্ত মহাসত্ব ও মহানুভব যুক্ত বাক্য শুনিয়া রাক্ষসী মনে২ কহিতে লাগিল অনুমান হয় এই দুই ব্যক্তি সামান্য পুরুষ না হইবে, বাক্যদ্বারা মহাতেজঃ ও মহাপ্রতাপ প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হউক, আমি ইহাদের অন্তঃকরণের ভাব জানিতে পারিয়াছি, ইহারাও আমার মনের ভাব বুঝিয়াছে, অতএব এখন আর ইহারা আমার বধ্য হইতে পারে না, ইহাদিগকে গুণবান ও বিজ্ঞ দেখিতেছি, আমার অনেক বিষয়ে সন্দেহ আছে, জিজ্ঞাসা করিয়া সকল সন্দেহ ভঞ্জন করি।

রাক্ষসী এই প্রকার চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত প্রলয়কালীন জলদের তুল্য নিনাদ ও হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিল ওহে মহাবীরদ্বয়! তোমাদিগকে নিষ্পাপ ও মহানুভব দেখিতেছি, পরিচয় জানিতে বাঞ্ছা করি, পরিচয় দিয়া বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

মন্ত্রী তাহার এই বাক্যে কহিতে লাগিলেন ইনি কিরাতরাজ, আমি ইহাঁর মন্ত্রী, তোমার সদৃশ দুষ্ট প্রাণির নিগ্রহার্থ রাত্রিকালে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, অহোরাত্র সকল সময়ে দুষ্ট দমনই রাজধর্ম্ম।

রাক্ষসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল মহাশয় তুমি অতি সাধু এবং তোমার মন্ত্রীও অতিশয় সাধু, তুমি এই সুমন্ত্রি সহিত মিলিত হওয়াতে যশস্বী হইবে। কিন্তু রাজনীতিই রাজশ্রীর মূল, তাহাতে তো তোমার পারদর্শিতা আছে? তোমাকে কএকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, সদুত্তর দাও দেখি, যদি উপযুক্ত উত্তর দিতে পার তাহা হইলে আমার নিকট তোমাদের কোন বিপদ্ সম্ভাবনা নাই, অনায়াসে অক্ষত শরীরে স্বস্থানে পুনর্যাত্রা করিতে পারিবে।

রাজা একথায় প্রত্যুত্তর করিলেন তোমার প্রশ্ন কি বল শ্রবণ করি।

রাক্ষসী কহিল এক হইয়া অনেক হয় এমত কোন্ সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে, সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায়, লক্ষ২ ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয়? কোন্ আকাশ আকাশ ভিন্ন? কোন্ অকিঞ্চিৎবস্তু কিঞ্চিৎ হয়? কোন্ বস্তু গমন করিয়াও গমন করে না? কোন্ বস্তু অবস্থিত হইয়াও স্থিত হয় না? কোন্ ব্যক্তি আকাশে নানা আশ্চর্য্য বস্তু চিত্রিত করে? কোন্ সূক্ষ্ম বস্তুতে ত্রিজগৎ অবস্থিত হয়? এবং কোন্ বস্তু হইতে পৃথক্ বস্তুন্তর নাই। হে রাজন্! আমার এই কএকটী প্রশ্নের উত্তর যদি ত্বরায় দিতে না পার তোমাদের দুই জনকেই ধরিয়া ভক্ষণ করিব।

রাক্ষসীর ঐ সকল প্রশ্ন শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন তোমার অভিপ্রায় বুঝিলাম আমাদের তত্ত্বজ্ঞান আছে কি না অবগত হইবার নিমিত্ত ভঙ্গিক্রমে পর ব্রহ্মের প্রস্তাব করিতেছ। যাহা হউক, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই শ্রবণ কর। চিন্মাত্ররূপা আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর অতএব তিনি অতি সূক্ষ্ম বস্তু সেই সূক্ষ্ম বস্তু হইতে কোটি২ ব্রহ্মাণ্ড মায়াশক্তি দ্বারা উদ্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে পরে মায়াশক্তির বিলোপ হইলে তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব চিন্মাত্র রূপা ব্রহ্মই পরম আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম বস্তু।

অতঃপর দ্বিতীয়াদি প্রশ্নের উত্তর বলি শ্রবণ কর। দৃশ্য বস্তুর শূন্যত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মই আকাশ এবং চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত তিনিই আকাশ ভিন্ন, আর নির্দ্দিশ্য হন না এপ্রযুক্ত তিনি অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বস্তু ভিন্ন, এবং সদ্বস্তু হওয়াতে তিনি কিঞ্চিৎ স্বরূপও হইয়া থাকেন। অপিচ ব্রহ্মই অবিদ্যা শক্তিযোগে সর্ব্বত্রগামী, গতি শক্তির অভাবে তিনিই নিশ্চল হয়েন, তাঁহারই মায়াশক্তিদ্বারা আকাশে জগৎ রচনা রূপ চিত্র হয়। অপর ব্রহ্মেতে ত্রিজগৎ অবস্থিত আছে অর্থাৎ এই বিশ্ব চিদাত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ থাকে তাহার ন্যায় চিদাত্মাতে

অবস্থিতি করিতেছে। অপর তিনি যাবতীয় বস্তু আশ্রয় করিয়া আছেন এই জন্যে তাঁহা হইতে পৃথক্ বস্তু নাই এমত বলা যায়।

মন্ত্রির এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া রাক্ষসী কহিল, আহা কি আশ্চর্য্য সুধাময় বাক্য বর্ষণ করিলে! মন্ত্রিন্! তোমার ক্ষমতার ও গুণজ্ঞতার প্রমাণ পাইলাম এক্ষণে রাজা কিঞ্চিৎ কহুন।

রাক্ষসীর এই কথায় রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন সর্ব্ব সংকল্পশূন্য চিত্ত দ্বারা যাঁহার গ্রহণ হয় তিনিই পর ব্রহ্ম, অপর যাঁহাতে বেদান্ত বাক্যের পর্য্যবসান হয় এবং যিনি বাক্যের অবিষয়, তিনিই পরব্রহ্ম, আর যে বস্তু নানা স্বরূপ হইলেও বস্তুতঃ এক স্বরূপ হয় তাহাই ব্রহ্ম, তিনি সত্য এবং অদ্বিতীয়, এই সমস্ত জগৎ তাঁহার বিলাস মাত্র।

বশিষ্ঠ কহিলেন বৎস রামচন্দ্র! রাজমুখ হইতে ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষসীর দিব্য জ্ঞানোদয় হইল, অতএব পূর্ব্বতন চাঞ্চল্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্কটীর ন্যায় বনমধ্যে নিশ্চলা হইয়া রহিল। সে কর্কটী তুল্য হইয়া অবস্থান করিয়াছিল এই কারণে তাহার নাম কর্কটী হয়।

দিব্যজ্ঞান দ্বারা অন্তস্তাপ মোচন হওয়াতে রাক্ষসী অতিশয় সুস্থ হইয়া কহিতে লাগিল অহো! তোমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞানসূর্য্য দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াছে তোমাদের ন্যায় বিবেকী মানব সকল লোকপূজ্য অতএব তোমাদের সংসর্গ প্রার্থনীয়, আমি এই বিজন বন মধ্যে তোমাদিগকে পাইয়াছি এ সুযোগ বিফল করিব না, তোমাদিগের পূজা করিব, তোমাদের কি অভিলাষ বল।

রাজা কহিলেন তুমি রাক্ষস কুলরূপ বনের ময়ূরী স্বরূপা, তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি পুনরায় আর কাহারো প্রাণ সংহার করিও না।

রাক্ষসী সম্রস্তচিত্তে কহিল রাজন্ যদি তোমার এই বর প্রার্থনীয় হয়, অদ্যাবধি আমি হিংসা পরিত্যাগ করিলাম আর কখন কোন প্রাণির দ্বেষও করিব না।

রাজা কহিলেন তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া হিংসা পরিত্যাগ করিলে, অতঃপর কি রূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে? রাক্ষসী কহিল আমি অনেক কাল সমাধিস্থা ছিলাম তাহাতেই ভোজনেচ্ছা হইয়াছিল এখন আর ঐ ইচ্ছাকে গণ্য করিব না, পর্ব্বত শিখরে গিয়া পুনরায় সমাধিস্থা হই তাহাতে ভোজনপানজন্য সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ অনুভূত হইবেক। যত কাল জীবন থাকে ব্রহ্ম চিন্তা করত নিশ্চল হইয়া থাকিব পরে দেহপাত হইলে তাঁহাতে লীন হইব।

রাক্ষসী এই প্রকার কহিয়া অমাত্যসহ রাজার অভ্যর্থনা করণানন্তর তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল এবং ত্বরায় তপস্যার স্থানে গমনোদ্যত হইল। রাজা তদ্দর্শনে কহিলেন আমাদের সহিত তোমার এই সৌহার্দ জন্মিল কিছু কাল প্রণয় রস সম্ভোগ না করিয়া এখনই পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। অতএব প্রার্থনা করি তুমি এই কলেবরকে সৌম্যরূপ করিয়া আমার সঙ্গে চল, মদীয় সদনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া আহ্লাদ আমোদ করিবে।

রাক্ষসী কহিল আমি তোমার গৃহে সামান্য নারী হইয়া থাকিলেই তুমি আমাকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিবে কিন্তু যদি আমি রাক্ষসী হইয়া এই শরীরে থাকি তাহা হইলে আমার তৃপ্তিকর কোন সামগ্রী দিতে তোমার সামর্থ্য হইবে এমত বোধ হয় না, আমার এ শরীর এক্ষণে পরিত্যাগও হইতে পারে না, যেহেতু ইহা কর্ম্ম জন্য, ফলভোগ ব্যতিরেকে কদাপি ইহার নাশ হইবেক না, যাবৎ ইহা থাকিবে তাবৎ রাক্ষসদের ভোজ্য মাংসাদিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে।

রাজা কহিলেন তোমার সকল ক্ষমতা আছে কিয়দ্দিন সৌম্যরূপধারিণী হইয়া আমার গৃহে থাকিবে চল, যদি তোমার স্বজাতীয় ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণার্থ অধিক প্রয়াস হয় আমার রাজ্যে শত সহস্র পাপী চোর বধ্য লোক আছে তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে ধরিয়া দিব। তুমি সেই সকল খাদ্য লইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গে গিয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, নির্জ্জনে ভোজন করা মহা সুখের বিষয়, কারণ তাহাতে অতিশয় তৃপ্তি হয়, পর্ব্বতে বসিয়া আহার করিলে যখন সুস্থ হইবে তখন সমাধি করিও।

রাক্ষসী কহিল রাজন্! তুমি অতি মহানুভব ব্যক্তি, তোমার সঙ্গে সৌহৃদ্য হইল, অনুরোধ করিতেছ, ভাল, কিয়ৎ দিন তোমার আগারে গিয়া থাকিব।

রাক্ষসীর এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রিসহ আপন মন্দিরে গমন করি-

লেন। রাজসম্মান প্রাপ্ত হইলে পর রাক্ষসী নারী রূপিণী হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া রহিল। রাজা ও মন্ত্রী স্বহ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর ছয় দিন মধ্যে ছয় সহস্র চৌরাদি বধ্য লোক ধৃত হইয়া আনীত হইল। রাজা তাহাদিগকে সেই রাক্ষসীর সম্মুখে উপহার দিলে রাক্ষসী রাত্রিমধ্যে তিন সহস্র লোক ভক্ষণ করিল অবশিষ্ট তিন সহস্র লইয়া হিমালয় শৃঙ্গে সমাধি স্থানে গমন করিল।

হে রামচন্দ্র! ঐ রাক্ষসী তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত হিমালয়ে সমাধিস্থা হইয়া আছে যখনং সমাধি ভঙ্গ হয় একং বার কিরাত মণ্ডলে আগমন করিয়া বধ্য লোক গ্রহণ করিয়া যায়।

ইতি যোগবাশিষ্ঠে সূচ্যুপাখ্যান সপ্তম সর্গ।

গরুড় পুরাণ।

দশম অধ্যায়।

হরি কহিলেন এক্ষণে নবগ্রহ পূজার প্রকরণ কহি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ প্রাণায়াম নিমিত্ত "যং" এই মন্ত্র বীজ দ্বারা জীবকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক পঞ্চভূতাত্মক দেহ দগ্ধ করিবে। তদনন্তর "রং" বীজ দ্বারা সমুদায় বিনষ্ট করিয়া "লং" বীজ দ্বারা সমুদায় প্লাবিত করিবে। তাহার পরে "বং" বীজ দ্বারা অমৃত চিন্তা করিয়া চতুর্ব্বাহু ভগবানের ধ্যান করিবে।

অনন্তর করদ্বয়ে এবং দেহে মন্ত্রন্যাস করিবে। তাহার পর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেক। তৎপশ্চাৎ মস্তক মুখ কণ্ঠ হৃদয় নাভি জানুদ্বয় পাদদ্বয় এই সকল স্থানে ক্রমেং ন্যাস করিয়া শেষে অঙ্গুষ্ঠ অবধি কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত ক্রমে বীজন্যাস করিবে। তদনন্তর পীঠন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করত পাদ্য অর্ঘাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিবেক।

ইতি গরুড় পুরাণ দশম অধ্যায়।

কুমার সম্ভব।

ষষ্ঠ সর্গ।

দেবদেব মহাদেব তপস্যায় তুষ্ট হইয়া পাণিগ্রহণ দ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশার্থ সম্মুখীন হইলে পার্ব্বতী প্রসন্নচিত্তা হইয়া সখীদ্বারা এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন আমার পিতার নিকট গিয়া প্রার্থনা করুন আমার বাসনা এই যে তিনি দান করিলে আপনি গ্রহণ করেন।

পার্ব্বতীর এই প্রার্থনায় স্বীকার করিয়া দেবদেব অতি কষ্টে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যাইতেং এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন স্বয়ং গিয়া হিমালয়ের নিকট তদীয় কন্যা প্রার্থনা করা ভাল দেখায় না, অন্যদ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা উচিত। অতএব সপ্তর্ষিদিগকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্রে অরুন্ধতী সহিত সপ্তর্ষির আগমন হইল। তাঁহাদের প্রভামণ্ডল দ্বারা গগণ মণ্ডল উদ্দীপিত হইল, তাঁহারা আকাশ গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন গলদেশে মুক্তার যজ্ঞোপবীত, পরিধান বল্কময় বল্কল, হস্তে রত্নের জপমালা। দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন কল্পবৃক্ষগুলি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারদিগকে ঊর্দ্ধ হইতে আগমন করিতে দেখি। সূর্য্য আপনার রথের ধ্বজা আকুঞ্চিত করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক দর্শন করিতেং অশ্বগণকে অধো ভাগে প্রেরণ করিলেন। ঐ সপ্তঋষি অল্প দিনের নহেন, প্রলয় কালে ভগবান মহাবরাহ হইয়া যখন অবনীকে উদ্ধৃত করেন তখন তাঁহার দন্তের অন্তরালে তাঁহারা অবনী র সহিত বিশ্রাম করেন। অপর তাঁহারা বিশ্বযোনি ব্রহ্মার পরে অবশিষ্ট সৃষ্টি কর্ম্ম ভার রাখিলেন, অতএব পুরাতত্ত্ব বেত্তা পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে পুরাতন বিধাতা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে এই এক আশ্চর্য্য দর্শন হইতেছিল তপস্যায় বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রাক্তন পরিপাক প্রাপ্ত তপঃ সকলের ফল ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে থাকিয়া অরুন্ধতীর, সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধির ন্যায় পরম শোভা হইয়াছিল।

ঐ সপ্ত ঋষি অরুন্ধতী সহিত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভগবান্ শঙ্কর সকলেরই সমান রূপে অভ্যর্থনা করিলেন। স্ত্রী বলিয়া অরুন্ধতীর প্রতি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অযত্ন হইল না। মহৎ লোকের চরিত্র অতি উদার, তাঁহারা এ স্ত্রী এ পুরুষ এ বিষয়ে আস্থা করেন না। বশিষ্ঠসহ অরুন্ধতীকে দেখিয়া মহাদেবের দারপরিগ্রহ বাসনা প্রবল হইল, বিবেচনা করিলেন সপত্নীক হওয়াই ধর্ম্ম্য ক্রিয়া সকলের মূল কারণ। অতএব কামদেব যদিও পূর্ব্বাপরাধে ভীত

ছিলেন তথাচ তাঁহার মনে আশা হইবে আমি পুনরায় উজ্জীবিত হইতে পারিব।

সে যাহা হউক, মুনিগণ দেবদেব দর্শনে কৃতার্থম্মন্য হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন প্রভো! আমরা যে সম্যক্‌রূপে বেদ অধ্যয়ন এবং বিধি পূর্ব্বক হোম ও তপস্যা করিয়াছিলাম অদ্য তাহার সুপক্ক ফল প্রাপ্ত হইলাম যেহেতু আপনি জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর, আমরা আপনকার স্মরণ গোচর হইয়াছি। ব্রহ্মন্! আপনি যাহার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকেন লোকে তাহাকে কৃতিশ্রেষ্ঠ বলে যে ব্যক্তি আপনার চিত্তে বর্ত্তমান সে কি বলিয়া প্রশংসিত হইবে অনুসন্ধান করিয়া কোন শব্দ পাইতেছি না। প্রভো! আমরা চন্দ্র সূর্য্য লোক হইতেও উচ্চ স্থানে বাস করি সত্য কিন্তু অদ্য আপনকার অনুগ্রহে তদপেক্ষাও উচ্চতর স্থান লব্ধ হইল। আপনি স্মরণ করিয়া আমাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন অদ্য আমরা আপনাদের আত্মাকে বহু করিয়া মানিব, কারণ উত্তম পুরুষে সমাদর করিলেই আপনার যে গুণ আছে তাহাতে বিশ্বাস হয়।

হে বিরূপাক্ষ! আপনকার স্মরণদ্বারা আমাদের কি পর্য্যন্ত প্রীতি জন্মিল আপনাকে কি নিবেদন করিব, আপনি দেহি মাত্রের অন্তরাত্মা সকলই জানিতেছেন। হে দেব, আমরা আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি বটে কিন্তু এখনও আপনার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই। অতএব প্রসন্ন হউন।

প্রভো; এটী আপনকার কোন মূর্ত্তি? যাহাদ্বারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর সৃষ্টি করিতেছেন ইহা কি সেই মূর্ত্তি, অথবা যাহা হইতে পালন করেন সেই দেহ, কিম্বা যাহার দ্বারা সংহার করিয়া থাকেন সেই শরীর। অনন্তর স্মরণ কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন প্রভো! আমাদের ঐ সকল প্রার্থনা অতি গুরুতর, এখন ঐ সব বিষয় থাকুক, কি নিমিত্ত স্মরণ করিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক।

মহাদেব ঋষিগণের এই বচনে সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন অহে ঋষিগণ! তোমাদের জ্ঞাতই আছে আমার কোন ব্যাপার স্বার্থের নিমিত্ত নহে। ইহার প্রমাণ আমার এই অষ্ট মূর্ত্তিতেই প্রকাশ আছে। তোমাদিগকে স্মরণ করিলাম কেন, শ্রবণ কর দেবতা সকল শক্র কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন আমি একটী সন্তান উৎপন্ন করিয়া দিলে তাঁহারা নিরুপদ্রব হইতে পারেন, অতএব সুস্তানার্থ হিমালয় দুহিতা পার্ব্বতীর পাণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তোমরা হিমালয় নিকটে গিয়া আমার নিমিত্ত তাঁহার কন্যা যাচ্ঞা কর। হিমালয় অতিশয় উন্নত এবং মর্য্যাদা শালী, পৃথিবীর ভার ধারণ করিতেছেন, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ হইলে আমি ব্যামোহিত হইব না। তোমরা সেখানে গিয়া কি বলিয়া যাচ্ঞা করিবে ইহা আর আমি তোমাদিগকে কি শিখাইয়া দিব, লোকে তোমাদের প্রণীত উপদেশকেই শাস্ত্র ও আচার বলিয়া থাকে। তোমাদের সঙ্গে এই অরুন্ধতী দেবী আসিয়াছেন, ইনিও এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, যেহেতু এবম্বিধ কার্য্যে গৃহিণীরাই প্রধান হইয়া থাকেন। অতএব তোমরা হিমালয় পুরে গমন কর, আর বিলম্ব করিও না, আমি কোষি প্রপাতে গিয়া তোমাদের অপেক্ষায় থাকি, ঐ স্থানে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। দেবদেব মহাদেব জিতেন্দ্রিয় গণের প্রধান তিনি এই প্রকারে দার পরিগ্রহোৎসুক্য প্রকাশ করিলে ব্রহ্মপুত্র তপস্বি সকলও বিবাহ লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ মহাদেবের দেখিয়া সকলেরই বিবাহ করিতে মানস হইল, স্ব২ বিবাহ নিমিত্ত পরস্পর কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে যাহাহউক, মুনিগণ মহাদেবের ঐ বাক্যে "তাহাই করিতেছি" কহিয়া প্রস্থান করিলেন, ভগবান্ শঙ্করও নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তাঁহারদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ঋষিগণ আকাশ মার্গে গমন পূর্ব্বক হিমালয়ের ওষধি প্রস্থ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেই স্থান ধন সম্পত্তির আকর, যেন কুবের পুরী সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন করিয়া আনিয়া স্থাপিত করিয়াছে, স্বর্গের অতিরিক্ত লোকদিগকে যেন ঐ স্থানে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছে ঐ স্থানের চারিদিগে গঙ্গা স্রোতঃ, প্রাচীর সকলের মধ্যে নানা ওষধি জ্বলিতেছে। পশু সকল পরস্পর হিংসা রহিত, হস্তিরা সিংহ ভয় বিহীন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; কিন্নরগণ সেখানকার পুরবাসি পুরুষ, বন দেবতা সকল পুরবাসিনী স্ত্রী। তথাকার গৃহ সকলের শিখরে মেঘ সংলগ্ন স্ফটিকময় হর্ম্ম্যে জ্যোতির্গণের প্রতিবিম্ব দেদীপ্যমান ছিল।

তথায় ওষধি সকল রজনীতে প্রকাশিত ও রাত্রি-কালে বস্ত্র সকল প্রকাশিত হয় সুতরাং মেঘাচ্ছন্ন দিনেও অভিসারিকা নায়িকাদিগকে অন্ধকার অনুভব করিতে হয় না।

সে স্থানের সকল ব্যক্তি জরা রহিত, তথায় কন্দর্প ব্যতীত অন্য কৃতান্ত নাই, অপর তথায় রতিশ্রম জন্য নিদ্রাই চেতন্যাপগম অর্থাৎ সুপ্তি ব্যতীত সংজ্ঞা হীন হইবার অন্য কারণ নাই, আর সেখানে কামিনী গণের কোপেই পুরুষ দিগকে প্রসাদ পর্য্যন্ত যাচক হইতে হয় তদ্ব্যতীত শত্রু কোপের সম্পর্ক মাত্র নাই। ঐ পুরের বহিস্থ উপবন অতি চমৎকার, তথায় সন্তানক বৃক্ষের ছায়াতে বিদ্যাধর রূপ পান্থগণ শয়ন করিয়া থাকেন।

মুনিরা উক্ত প্রকার পুরী নিরীক্ষণ করিয়া প্রশংসা করিতেং কহিলেন বেদে পুণ্যের ফল স্বর্গ বলিয়া আমাদিগকে প্রতারণা করিয়াছেন, আমরা স্বর্গ নিমিত্ত পুণ্য করি কেন, এ স্থান যে স্বর্গ অপেক্ষাও অধিক রমণীয়' এইরূপ প্রশংসা করিয়া হিমালয়ের ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বারবানেরা ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিল।

হিমালয় সেই মুনিগণকে আপনার আলয়ে অবতীর্ণ হইতে অবলোকন করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তাঁহার পদন্যাসে পৃথিবী অঙ্ক কম্পমান হইল। অনন্তর অর্চ্চনা করিয়া আপনি পথদর্শক হইয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে বেত্রাসনে বসাইয়া স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করত করপুটে কহিতে লাগিলেন, বিনা মেঘে বর্ষণ ও বিনা পুষ্পে ফলোদ্গমের ন্যায় আপনাদের এই অতর্কিত দর্শন লব্ধ হইল, আপনাদের এই অনুগ্রহে আমার আত্মা যেন মূঢ় থাকিয়া হঠাৎ প্রবুদ্ধবৎ হইতেছে। আমি যেন লৌহময় থাকিয়া স্বর্ণময় হইলাম। ভূমি হইতে যেন স্বর্গে আরূঢ় হইতেছি। হে মুনিগণ! আপনাদের যখন এখানে আগমন হইল তখন অন্য প্রাণিরা পবিত্র হইবার নিমিত্ত অদ্য অবধি এ স্থানে আগমন করিবেক কারণ মহতেরা যে স্থানে অধিষ্ঠান করেন তাহাই তীর্থ হয়। হে বিপ্রবর্য্য বর্গ! আমার মস্তকে গঙ্গা প্রপাত আছে এবং এখানে আপনাদের চরণ প্রক্ষালনের জল পতিত হইল এতদ্দ্বয় দ্বারা অদ্য আমি আপনার আত্মাকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করিতেছি। আমার শরীর দুই প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম, আপনারা বিভাগ করিয়া দুই প্রকার শরীরেই অনুগ্রহ করিলেন। স্থাবর শরীর আপনাদের চরণদ্বারা অঙ্কিত হইল, জঙ্গম দেহ প্রেষ্য ভাবে বর্ত্তমান রহিল।

হে মুনিগণ! আপনাদের অনুগ্রহ হেতু আমার এমত বৃদ্ধিশীল হর্ষ জন্মিল যে আমার সুমহৎ গাত্রেতেও তাহার পরিমাণ হইতেছে না। আপনাদের দর্শন দ্বারা আমার কেবল গহ্বরস্থ অন্ধকার অপগত হইতেছে এমত নহে রজোগুণের পর যে আমার অন্তর্গত তমঃ ছিল তাহাও দূরীভূত হইল।

পরন্তু আপনাদের আগমন কেন হইল? কার্য্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, থাকিলে কি বোধ হইত না? অথবা কার্য্য কিছুই নাই, কেবল আমাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও আমার প্রতি কোন আজ্ঞা করা উচিত হয় যেহেতু প্রভুরা নিয়োগ করিলেই ভৃত্যেরদের মনে হয় স্বামী প্রসন্ন আছেন। হে মুনিগণ! আমি, আমার বনিতা, এবং এই কন্যা, সকলেই উপস্থিত আছি, যাহাতে আপনাদের কার্য্য থাকে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

মুনিগণ হিমালয়ের এই সকল বিনয়যুক্ত বচন শ্রবণ করিয়া আঙ্গিরস ঋষিকে প্রতিবচন দানে নিয়োগ করিলেন তাহাতে ঐ ঋষি হিমালয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন তুমি যে শেষ কথাগুলি বলিলে ইহার পরে যাহা আবশ্যক তাহাও তোমাতে উপপন্ন হইবে, যাহা হউক, পণ্ডিতেরা তোমাকে যে স্থাবর রূপি বিষ্ণু বলিয়া থাকেন তাহা যুক্ত বটে। অহে হিমালয়! তুমিই চরাচর সকল ভূতের আধার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছ, অনন্তের ফণা মৃণাল তুল্য কোমল তুমি যদি আপন পদদ্বারা পৃথিবীকে অবলম্বন না করিতে তাহা হইলে অনন্তের কি সাধ্য ঐ রূপ ফণা দিয়া পৃথিবী ধারণ করেন। অহে! তোমার কীর্ত্তি ও সরিৎ সকল অপরিচ্ছিন্ন ও অমল, সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া সকল লোককে পবিত্র করিতেছে। গঙ্গা হরিচরণ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে যেমন শ্লাঘনীয়া হন দ্বিতীয় জনক যে তুমি, তোমা দ্বারাও তদ্রূপ শ্লাঘ্যা হইতেছেন। ভগবান্ হরি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন দিকে গমনোদ্যত হইলে তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপী হইয়াছিল তোমার মহিমা স্বভাবতই সর্ব্বত্র ব্যাপী হইয়াছে। তুমি যজ্ঞ ভাগভোগি দেবগণের মধ্যে গণ্য হওয়াতে তোমা হইতে সুমেরুর হিরণ্ময় শৃঙ্গও বিফল হইয়াছে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের আবেদন বাক্য বলি, শ্রবণ কর, সে কার্য্য তোমারই, আমরা উপদেশপ্রদান করিয়া কেবল তাহাতে কিঞ্চিৎ অংশ ভাগী হইব মাত্র। অণিমাদি গুণসম্পন্ন যে পুরুষকে ঈশ্বর বলা গিয়া থাকে, যিনি পৃথিব্যাদি অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্ব ধারণ করিতেছেন, যাঁহাকে যোগিগণ নিরন্তর অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, যাঁহার পদ দ্বয় পুনরায় সংসার, বৃত্তির ভয় শূন্য, সেই পুরুষ স্বয়ং তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। অতএব তুমি সম্প্রদান পূর্ব্বক আপন দুহিতাকে তাঁহার সহিত মিলাইয়া দিতে যোগ্য হও। হিমালয়! সৎপাত্রে কন্যা দান করিলে পিতাকে কখন তজ্জন্য শোক করিতে হয় না। অহে! তুমি ভগবান শিবকে কন্যা দান করিলে এই যত স্থাবর জঙ্গম ভূত দেখিতেছ সকলেই তোমার কন্যাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে যেহেতু ভগবান্ শিব জগতের পিতা, তোমার কন্যা তাঁহার বনিতা হইলে সুতরাং সকলের মাতা হইবেন। দেখ, দেবতারা মহাদেবের নিকট গিয়া প্রণতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেবদেবে কৃতপ্রণাম হইয়া স্ব২ চূড়ামণির কিরণ দ্বারা তোমার কন্যারও চরণদ্বয় রঞ্জিত করিবেন।

অহে হিমালয়! উমা কন্যা, মহাদেব বর, তুমি দাতা, আমরা যাচক, এ সকলই তোমার কুলের উন্নতি কারক। ভগবান্ শিব বিশ্বগুরু, তিনি কখন কাহারো স্তব করেন না, তাঁহার স্তবই সকলে করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং বন্দনা জানেন না ত্রিজগৎ তাঁহারই বন্দনা করে। তুমি কন্যা সংপ্রদান করিয়া শ্বশুরত্ব সম্বন্ধে তাঁহারও গুরু হও।

দেবর্ষি আঙ্গিরস যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন তখন পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অন্যমনস্কতা প্রকাশার্থ লীলাকমল পত্র গণিতেছিলেন। সে যাহা হউক। যদিও হিমালয়ের সম্পূর্ণ মত হইল ঋষিদের প্রার্থনানুসারে মহাদেবে কন্যা সম্প্রদান করেন তথাপি আপন পত্নী মেনকার অভিপ্রায় জ্ঞানার্থ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কারণ কন্যা নিমিত্ত পরিবারি পুরুষকে প্রায়ই গৃহিণী পরতন্ত্র হইতে হয়। মেনা পতিব্রতা স্ত্রী, তৎক্ষণাৎ স্বামির মতেই সম্মতা হইলেন।

অনন্তর হিমালয় "ঋষিদিগের বাক্যে এই প্রত্যুত্তর প্রদান ন্যায্য" বিবেচনা করিয়া কথাবসানে আপনার অলঙ্কৃতা কন্যার হাত ধরিয়া [illegible] কন্যে! আমি [illegible] বিশ্বাত্মা মহাদেবের নিমিত্ত তোমাকে ভিক্ষা করিতেছেন, তোমাকে দান করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মের ফল লাভ করি। হিমালয় তনয়াকে এই কথা বলিয়া তদনন্তর ঋষিদিগকে বলিলেন হে মহাশয় গণ! এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদের সকলকে প্রণাম করিতেছেন, আশীর্ব্বাদ করুন।

ঋষিগণ হিমালয়ের ঐ বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পার্ব্বতীর প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর পার্ব্বতী প্রণাম করিলে অরুন্ধতী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং তাঁহার মাতাকে কন্যা স্নেহে অশ্রুমুখী দেখিয়া বরের গুণ বর্ণন করত তাঁহার শোক নিবারণ করিয়া দিলেন।

অনন্তর ঋষিগণ দিবসত্রয়ের পর বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া হিমালয়কে সম্ভাষণ পূর্ব্বক পুনরায় মহাদেবের নিকট গমন করিলেন এবং কার্য্য সিদ্ধির বিবরণ নিবেদন করিয়া আজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাদেব গিরিজা সমাগমনোৎসুক হওয়াতে অতি কষ্টে তাঁহাকে ঐ কএক দিন যাপন করিতে হইল। অহো! ঔৎসুক্যাদি ভাব সকল যখন বিভুকেও স্পর্শ করিল তখন আর কোন্ ব্যক্তিকে তাহারা বিপ্রকৃত করিতে সমর্থ না হইবে?

ইতি কুমার সম্ভবে ষষ্ঠ সর্গ।

বৈরাগ্য শতক।

আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরসা যাত্যুত্তমং যৌবনং, সন্তোষো ধনলিপ্সয়া শমসুখং প্রৌঢাঙ্গনাবিভ্রমৈঃ। লোকৈর্ম্মৎসরিভি র্গুণা বনভুবো ব্যালৈ র্নৃপা দুর্জ্জনৈ, রস্থৈর্য্যেণ বিভূতয়োহপ্যপহতা গ্রস্তং ন কিং কেন বা। ২৮।

মৃত্যুকর্ত্তৃক জন্ম আক্রান্ত হইয়া থাকে, বার্দ্ধক দশা যৌবনকে গ্রাস করে, ধনলালসায় সন্তোষ এবং প্রৌঢা রমণীদের শৃঙ্গারচেষ্টায় শমসুখ বিনষ্ট হয়, অপর মৎসরী যে সকল পরশ্রীকাতর লোক আছে তাহারা গুণ রূপ অরণ্য ভূমি আক্রমণ করিয়া থাকে। অপিচ নৃপগণ দুর্জ্জন দ্বারা প্রায় উপহত হন এবং অস্থিরতা দ্বারা ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি উৎসন্ন হইয়া যায়, অতএব অন্যদ্বারা অভিভূত না হয় এমত বস্তু অবনীমণ্ডলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ২৮।

আধি ব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে লক্ষ্মীর্যত্র পতন্তি তত্র বিবৃত দ্বারা ইব হ্যাপদঃ। জাতং জাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মসাৎ তৎকিং কেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্ম্মিতং সুস্থিরম্। ২৯।

শতং আধি ও ব্যাধি দ্বারা আরোগ্য উন্মূলিত হইতেছে, যেখানে লক্ষ্মী, সেখানেই প্রায় আপদ্ বিবৃত দ্বার হইয়া পড়িতেছে, যে কোন ব্যক্তি হউক, জন্ম গ্রহণ করিলে পরেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু তাহাকে গিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক আত্মসাৎ করে, অতএব পৃথিবীমধ্যে এমত কি বস্তু আছে যে নিরঙ্কুশ বিধাতা তাহাকে সুস্থির করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২৯।

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গতুল্যতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ, স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখং স্ফূর্ত্তিঃ ক্রিয়াসু স্থিতা। তৎ সংসারমসারমেব নিখিলং বুদ্ধ্বা বুধা বোধকা লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্।৩০।

সংসার মধ্যে স্তনসম্পর্কি ভোগ তুঙ্গ তরঙ্গের তুল্য তরল, প্রাণ ক্ষণধ্বংসী, যৌবনসুখ অত্যল্প কালস্থায়ি, অতএব হে বুধগণ! অখিল সংসারই অসার, ইহা বিবেচনা করিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহ বিধানার্থ যত্নবান্ হও, তাহাতে পরমার্থ লাভ করিতে পারিবে। ৩০।

ভোগা মেঘ বিতান মধ্য বিলসৎসৌদামিনী-চঞ্চলা, আয়ু র্বায়ু বিঘট্টিতাভ্রপটলীচ্ছিন্না-ম্বুবদ্ভঙ্গুরম্। লীলা যৌবন লালসা তনুভৃতা মিত্যাকলয্য দ্রুতং যোগে ধৈর্য্য সমাধি-সিদ্ধি সুলভে বুদ্ধিং বিদধ্বং বুধাঃ। ৩১।

হে বুধগণ, ভোগ সকল মেঘ মধ্যস্থ বিদ্যুত্তুল্য চপল, পরমায়ু বায়ু বিঘট্টিত মেঘ সমুদায় হইতে পতিত জল কণার তুল্য অকিঞ্চিৎ, শরীরিদিগের যে যৌবন লালসা, তাহা কেবল লীলামাত্র, এই সকল বিচার করিয়া আশু যোগ বিষয়ে বুদ্ধি যোগ কর। যোগ ও সমাধি দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি সুলভ্য হয়। তদনন্তর তাহার দ্বারা যত্ন করিলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। ৩১।

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয় দিবস স্থায়িনী যৌবনশ্রী রর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘন সময় তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপূগাঃ। কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ প্রণীতং ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভব ভয়াম্ভোধি পারং তরন্তঃ। ৩২।

পরমায়ুঃ তরঙ্গতুল্য চঞ্চল, যৌবনশ্রী কতিপয় দিন মাত্র স্থায়িনী, ধন সকল সঙ্কল্পের তুল্য ক্ষণ নশ্বর, ভোগরাশি বর্ষাকালীন বিদ্যুতের সদৃশ অস্থির, প্রিয়া সহ আলিঙ্গন সুখও বহুক্ষণ স্থায়ি নহে, অতএব ঐ সকলে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেতেই আসক্তচিত্ত হও, তাহা হইলে অপার ভব সাগর পার হইতে পারিবে। ৩২।

কৃচ্ছ্রেণামেধ্যমধ্যে নিয়মিততনুভিঃ স্থীয়তে গর্ব্ভবাসে কান্তাবিশ্লেষ দুঃখ ব্যতিকর বিষমে যৌবনে চোপভোগঃ। বামাক্ষীণামবজ্ঞাবিহসিতবসতি র্বৃদ্ধভাবোঽপ্যসাধুঃ সংসারে রে মনুষ্যা বদত যদি সুখং স্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ। ৩৩॥

অহে মনুষ্যগণ! সংসারে কি সুখ আছে বল দেখি। প্রথমতঃ গর্ব্ভবাসে হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া অপবিত্র গর্ব্ভ মধ্যে কষ্টে থাকিতে হয়, যৌবন কাল কান্তা বিরহ দুঃখ যোগে অতি বিষম, বৃদ্ধ ভাবও ভাল নহে, তাহা কামিনীদের অবজ্ঞা ও অবহাসের স্থান, অতএব সুখ কোথায়? ৩৩।

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জ্জয়ন্তী রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহে। আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো লোকস্তথাপ্যহিত মাচরতীতি চিত্রম্॥ ৩৪॥

বৃদ্ধাবস্থা ব্যাঘ্রীর তুল্য তর্জ্জন করিতেছে, রোগ সকল শত্রুর ন্যায় সদা দেহে প্রহার করিতেছে, ভগ্ন ঘট হইতে যেমন জল ক্ষরণ হয় তাহার ন্যায় আয়ুঃ দিন২ বিচলিত হইতেছে, কি আশ্চর্য্য লোকেরা তথাপি অহিত আচরণে ক্ষান্ত নহে। ৩৪

ভোগা ভঙ্গুর বৃত্তয়ো বহুবিধা স্তৈরেব চায়ং ভব স্তৎ কস্যেহ কৃতে পরিভ্রমত হে লোকাঃ কৃতং চেষ্টিতং। আশাপাশশতোপশান্তি বিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং শ্রেয়োরাশিময়ে স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ॥ ৩৫॥

ভোগ সকলের বৃত্তি অতি ভঙ্গুর, তদ্দ্বারা এই সংসার হওয়াতে ইহাও অস্থির, অতএব কাহার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, আর চেষ্টার আবশ্যক নাই, যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা হয়, পরমশ্রেয়োময় পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত কর। ৩৫।

ব্রহ্মেন্দ্রাদি মরুদ্গণাংস্তৃণগণান্ যত্র স্থিতো মন্যতে যত্রাগ্র্যা বিরসা ভবন্তি বিভবা স্ত্রৈলোক্য রাজ্যাদয়ঃ। বোধঃ কোপি স এক এব পরমো নিত্যোদিতো জৃম্ভতে ভোঃ সাধো ক্ষণভঙ্গুরে তদিতরে ভোগে রতিং মা কৃথাঃ। ৩৬॥

যাহাতে অবস্থিত হইলে ব্রহ্ম ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণকেও তুচ্ছ বোধ হয়, যাহার ছায়াতে ত্রৈলোক্য রাজ্যাদি বিভবও বিরস হয়, সেই এক নিত্য উদিত পরম বোধই বৃদ্ধি শীল হউক। হে সাধো, তদিতর ভোগ সকল ক্ষণ ভঙ্গুর, তাহাতে রতি করিও না। ৩৬।

কালমহিমা।

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্ত চক্রঞ্চ তৎ, পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধ পরিষত্তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ। উন্মত্তঃ স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ, সর্ব্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩৭॥

সেই রম্যা নগরী, সেই মহান্ রাজা, সেই সামন্ত চক্র, তাহার পার্শ্বে সেই বিদগ্ধ জনগণের সমাজ, সেই সকল চন্দ্রাননা অঙ্গনা, সেই মত্ত রাজ পুত্র সমূহ, সেই সমস্ত বন্দী, সেই সকল কথা, যাহার বশে সমুদায়ই স্মৃতিপথগামী হইয়াছে, সেই মহা প্রভাবশালি কালকে নমস্কার করি। ৩৭।

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি চ গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যথৈকো যত্রাপ্যেক স্তদনু বহবস্তত্র নৈকোপি চান্তে। ইত্থঞ্চেমৌ রজনিদিবসৌ দোলয়ন্ দ্বাবিবাক্ষৌ কালঃ কাল্যা ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিসারৈঃ। ৩৮

যে গৃহে অনেক লোক, তথায় কখন একমাত্র ব্যক্তি থাকে, যাহাতে এক জন পুরুষ, তাহাতে পরে বহু ব্যক্তি হয়, শেষে আবার এক জনও থাকে না। এই রূপে এই কাল ভুবন রূপ ফলকে দিবা রাত্রি রূপ দুইটা অক্ষ সঞ্চালন করত প্রাণি সকলের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতেছেন। ৩৮।

আদিত্যস্য গতাগতৈ রহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং, ব্যাপারৈ র্বহুকার্য্যভারগুরুভিঃ কালো ন বিজ্ঞায়তে। দৃষ্ট্বা জন্ম জরা বিপত্তি মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ মদিরা মুন্মত্তভূতং জগৎ॥ ৩৯।

দিবাকরের গমনাগমন দ্বারা অহরহ সকলের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, এবং বহু শত ব্যাপার দ্বারা কিছুতেই লক্ষ্য হয় না, দ্রুত গতি কালও গমন করিতেছে, অপর জন্ম জরা বিপদ মরণ এ সকল তাবৎ লোকেরই প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে তথাচ কাহার ত্রাস দৃষ্ট হয় না, এ কি, মোহময়ী প্রমোদ রূপ মদিরা পানে সমস্ত জগৎ উন্মত্ত হইয়াছে না কি? ৩৯।

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ স এব দিবসো মত্বা মুধা জন্তবো ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতং প্রারব্ধ তত্তৎক্রিয়াঃ। ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূত বিষয়ৈ রিত্থংবিধেনামুনা সংসারেণ কদর্থিতা বয়মহো মোহং ন জানীমহে।* ৪০।

সেই রাত্রি, সেই দিবস, জন্তুগণ মিথ্যা মত্ত হইয়া উদ্যম পূর্ব্বক তত্তৎ ক্রিয়া আরম্ভ করত ধাবমান হইতেছে। এই সংসারে যে সকল ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা কতবার হইয়া গিয়াছে। অতএব সংসার কর্ত্তৃক আমরা সকলেই কদর্থিত হইয়াছি কিন্তু কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ৪০

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসার বিচ্ছিত্তয়ে স্বর্গদ্বার কপাট পাটন পটুর্ধর্ম্মোপি নোপার্জ্জিতঃ। নারী পীন পয়োধরোরুযুগলং স্বপ্নেপি নালিঙ্গিতং মাতুঃ কেবল মেব যৌবন বনচ্ছেদে কুঠারা বয়ং। ৪১।

আমরা সংসার ছেদনার্থ কখন বিধি পূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিলাম না, এবং স্বর্গ দ্বারের কপাট পাটনে পটু, তাহাও উপার্জ্জিত হইল না। অপর যুবতীদের পীন পয়োধর স্বপ্নেও আলিঙ্গন করিতে পাইলাম না। আহা, আমরা কি কেবল জননীর যৌবন রূপ বনচ্ছেদে কুঠার হইবার নিমিত্তই জন্মিয়াছিলাম। ৪১।

নাভ্যস্তা ভুবি বাদিবৃন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিতা খড়্গাগ্রৈঃ করিকুম্ভপীঠদলনৈর্নাকং ন নীতং যশঃ। কান্তা কোমল পল্লবাধররসঃ পীতো ন চন্দ্রোদয়ে তারুণ্যং গতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ। ৪২।

লোকে যাহাতে বাদি বৃন্দের দমন হয় এতাদৃশী বিদ্যা কখন অভ্যাস করিলাম না, করি কুম্ভ দলন কারি খড়্গাগ্র দ্বারা আপনার যশও কখন স্বর্গে লইলাম না, এবং রজনীতে চন্দ্রোদয় সময়ে কামিনীর কোমল অধর পল্লবের রসও কখন পান করিতে পাইলাম না, আহা শূন্য গৃহে দীপ যেমন নিষ্ফল হয় তাহার ন্যায় আমাদের যৌবন বিফলে গত হইল। ৪২।

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তঞ্চ নোপার্জ্জিতং শুশ্রূষাপি সমাহিতেন মনসা পিত্রো র্ন সংপাদিতা। আলোলায়তলোচনা যুবতয়ঃ স্বপ্নেপি নালিঙ্গিতাঃ কালোহয়ং পরপিণ্ডলোলুপতয়া কাকৈরিব ক্ষেপিতঃ। ৪৩

আহা, আমরা নিষ্কলঙ্ক বিদ্যা উপার্জ্জন করিলাম না, ধন সঞ্চয়ও হইল না, সমাহিত মনা হইয়া পিতা মাতার সেবাও করিলাম না, এবং যে সকল যুবতীর লোচন আয়ত ও চঞ্চল, তাহাদিগকে স্বপ্নেও আলিঙ্গন করিতে পাইলাম না। নিরন্তর

কেবল পরপিণ্ড ভোজনে লোলুপ হইয়া এই কাল যাপিত হইল। ৪৩।

বয়ং যেভ্যো জাতাশ্চিরপরিগতা এব খলু তে সমা যেষাং বৃদ্ধাঃ স্মৃতিবিষয়তাং তেপি গমিতাঃ। ইদানীমেতে স্মঃ প্রতিদিবস মাপন্নপতনা গতা স্তুল্যাবস্থাং সিকতিনি নদীতীরতরুভিঃ। ৪৪।

আমরা যাহাদের হইতে উৎপন্ন হইয়াছি তাঁহারা অনেক কাল গত হইয়াছেন যাঁহাদের সমান ছিলাম তাঁহারাও বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতি পথ বর্ত্তী হইলেন এক্ষণে প্রতিদিনই আমাদের পতন সম্ভাবনা অতএব আমরা বালুকাময় নদীর তীরস্থ তরুর সমান অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়াছি। ৪৪।

আয়ুর্ব্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং গতং তস্যার্দ্ধস্য পরস্য চার্দ্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ। শেষং ব্যাধিবিয়োগ দুঃখ সহিতং সেবাদিভি নীয়তে জীবে বারিতরঙ্গ চঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্॥ ৪৫॥

মনুষ্যের আয়ুঃ পরিমাণ একশত বৎসর মাত্র, তাহার অর্দ্ধেক তো রাত্রিকালে নিদ্রাতেই গত হয়। অপর অর্দ্ধের অর্দ্ধ বাল্য ও বার্দ্ধক্য দশায় যায়, অবশিষ্ট আয়ু আধি ব্যাধি বিয়োগ ইত্যাদি জন্য দুঃখের সহিত সেবাদি দ্বারা যাপিত হয়। অতএব জীবন আবার জল তরঙ্গ তুল্য চঞ্চল, ইহাতে প্রাণিদের সুখ কোথায়? ৪৫।

ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ ক্ষণং বিত্তৈ হীনঃ ক্ষণমপি চ সংপূর্ণবিভবঃ। জরা জীর্ণৈরঙ্গৈ র্নটইব বলীমণ্ডিততনু র্নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানী যবনিকাং॥ ৪৬॥

এই নর নটের ন্যায় ক্ষণে বালক, ক্ষণে যুবা, ক্ষণে ধনী, ক্ষণে দরিদ্র হইয়াছিল। এক্ষণে জরায় অঙ্গ জীর্ণ ও বলী দ্বারা শরীর পূর্ণ হওয়াতে সংসারান্তে যমপুরী রূপ যবনিকায় প্রবেশ করিতেছে। ৪৬।

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ, খ্যাতস্ত্বং বিভবৈ র্যশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ। ইত্থং মানদ নাতিদূর মুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং, যদ্যস্মাসু পরাঙ্মুখোসি বয়মপ্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ॥ ৪৭

অহে রাজন, তুমি যেমন রাজা, আমরা গুরু সাসনা ও প্রজ্ঞাভিমানে তদ্রূপ উন্নত। অপর তুমি যেমন ধনসম্পত্তি দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত, কবিগণ তদ্রূপ আমাদের যশঃ বর্ণন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে আমাদের উভয়ের অন্তর অত্যন্ত অন্তর নহে তথাপি তুমি যদি আমাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হও তবে আমরাও কিছু চাহি না, আমাদিগকে নিতান্ত নিস্পৃহ জানহ। ৪৭

উত্তর রামচরিত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

অনন্তর বিমানে বিদ্যাধর বিদ্যাধরীর প্রবেশ।

বিদ্যাধর। একি ওহে এই সুন্দর শ্যাম উভয় বালক অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া নির্ভয়ে কলহ করত বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। প্রিয়ে দেখ দেখ। এই সুকুমার রাজকুমার দুই ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত জ্যা আকর্ষণ করত বাণবর্ষণ করিতেছেন, ও কি ঘোরতর যুদ্ধ! ধনুকের কিঙ্কিণী সকলের রণৎকার শব্দে জগৎ ব্যাপিতেছে। যেমন উভয় মেঘে বারিবর্ষণ করে সেই রূপ এই উভয় বালক অস্ত্র বৃষ্টি করিতেছে। ইহারা বীর চূড়ামণি, অতএব ইহাদিগের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি কর।

বিদ্যাধরী। একি হঠাৎ গগন মণ্ডল আলোকময় হইল।

বিদ্যাধর। তাইতো যেন মহাদেবের তৃতীয় লোচনের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল হঠাৎ দ্বিগুণ জ্যোতিঃ হইয়া যেন বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্রে আরোপিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। হাঁ জানা গিয়াছে সেই চন্দ্রকেতু আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে এ আলোক, ও কি আশ্চর্য্য এই যে অগ্নি ঠাকুর সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান হইলেন! উঃ কি তাপ বোধ হয়, ত্রিলোকীতল একেবারে দগ্ধই বা হয়, যাহা হউক, প্রিয়া নিকটে আছেন এ তাপ আমার শরীরে কদাচ স্পৃষ্ট হইবে না।

বিদ্যাধরী। নাথ, তুমি নিকটে আছ বলিয়া আমি এই অগ্নি তাপে রক্ষা পাইলাম।

বিদ্যাধর। হাঁ তা হইতে পারে যে যাহার প্রিয় সে তাহার নিকটে থাকিলে কোন ক্লেশেই ক্লেশ জ্ঞান হয় না এই নিমিত্ত লোকে বলে প্রিয় ব্যক্তিই অমূল্য রত্ন স্বরূপ।

বিদ্যাধরী। একি আবার গগন মণ্ডল হঠাৎ মেঘ শ্রেণীতে আচ্ছন্ন হইয়া এই যে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল।

বিদ্যাধর। হাঁ কুমার লব বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেই এই রূপ হইল।

বিদ্যাধরী। বড় ভাল হইয়াছে।

বিদ্যাধর। দেখ প্রিয়ে অত্যন্ত কোন বস্তুই ভাল নয় একেবারে যেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত মেঘান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তেমনি বৎস চন্দ্রকেতুর বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সমস্ত মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সাধু চন্দ্রকেতু সাধু, উত্তম সুশিক্ষিত হইয়াছ। দেখ যেমন তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ব্রহ্মে সমস্ত বস্তুই লয় পায় তদ্রূপ প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা নিমেষ মধ্যে সকল জলধরই কোথায় বিলয় প্রাপ্ত হইল।

বিদ্যাধরী। নাথ। ইনি কে বিমান আরোহণে সসম্ভ্রমে আসিয়া মধুর বচন দ্বারা ইহাঁদিগকে যুদ্ধ করিতে বারণ করিতেছেন।

বিদ্যাধর। ইনি যে রঘুনাথ, শম্বুক বধ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাঁর আগমনে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল, লব ও চন্দ্রকেতু শান্ত হইয়া প্রণাম করিতেছেন ভাল হইল, আজি মহারাজ শ্রীরাম পুত্র সমাগম লাভে জয়যুক্ত হউন।

বিদ্যাধর বিদ্যাধরীর প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক।

শ্রীরাম লব ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

শ্রীরাম। (পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ করিয়া) ওহে চন্দ্রকেতু, তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ, আমি অনেক দিবস তোমাকে দেখি নাই, ক্রোড়ে আইস, তোমার সুশীতল শরীর স্পর্শে আমার দেহ দাহ নিবৃত্ত হউক।

চন্দ্র। প্রণাম করি।

শ্রীরাম। (উঠিয়া আলিঙ্গন করিয়া) তোমার শরীরের মঙ্গল?

চন্দ্র। হাঁ, মহারাজ ইনি আমার প্রিয় সখা, আপনি আমাকে যে রূপ সস্নেহ দৃষ্টি করিতেছেন ইহাঁতেও নির্বিশেষে সস্নেহ দৃষ্টি দান করুন, ইনি মহাবীর।

শ্রীরাম। (লবকে দেখিয়া) বৎস তুমি অতি উত্তম বয়স্য লাভ করিয়াছ।

আহা কি অপূর্ব্ব বীর সন্তান, বোধ হয় অস্ত্রবিদ্যা নিখিল লোক রক্ষার্থ মূর্ত্তিমান হইয়াছেন, কি আশ্চর্য্য বল সমুদয় ও গুণ সমুদয় কি একত্র উদিত হইয়াছে, অথবা জগতের পুণ্য সমূহ একত্র রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

লব। (স্বগত) ইনি মহাপুরুষ, ইহাঁর দর্শনে অন্তঃকরণ পবিত্র হইল, ইনি আমার স্নেহ ও ভক্তির প্রধান স্থান, বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মই মূর্ত্তিমান্, কি আশ্চর্য্য, আমাদিগের বিরোধ নিবৃত্ত হইল, স্নেহ [illegible] উদিত হইয়া উঠিল, ক্রোধ আর প্রকাশ পায় না, বিনয় উপস্থিত হইতেছে, ইহাঁকে দেখিয়া আমি যেন আপনাকে আপনি পরাধীন বোধ করিতেছি, হইতেও পারে মহাপুরুষ দর্শনে কিছুই অসম্ভব নহে।

শ্রীরাম। একি ইহাকে দেখিয়া যেন একেবারেই সকল দুঃখ নিবৃত্ত হইল, অন্তঃকরণ স্নেহরসে অভিষিক্ত হইল, কেনইহা এমন হয়? অথবা হইতেও পারে বাহ্য কারণ না থাকিলে স্নেহ হয় না একথা মিথ্যা কোন আন্তরিক কারণ বশতঃ স্নেহ জন্মে, দেখ সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রফুল্ল হয় চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্ত মণি দ্রব হইয়া যায় ইহার কার্য্য কারণ ভাব কিছুই জানিতে পারা যায় না।

লব। ওহে চন্দ্রকেতু ইনি কে।

চন্দ্র। ইনি আমার জ্যেষ্ঠ তাত।

লব। তুমি আমার বন্ধু তবে ইনি আমার ধর্ম্ম পিতা হইলেন। তা যাহা হউক, আমি রামায়ণ কথাতে শুনিয়াছি রঘুবংশ প্রবীর চারি জন, ইনি তন্মধ্যে কে, সবিশেষ কহ।

চন্দ্র। ইনি তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

লব। (আহ্লাদিত হইয়া) কি ইনি রঘুনাথ, আজি কি সুপ্রভাত মহারাজকে দেখিলাম। (সবিনয়ে) পিতঃ! আমি বাল্মীকি শিষ্য, আপনাকে প্রণাম করি।

শ্রীরাম। (আহ্লাদিত হইয়া) চিরজীবী হও, বৎস থাকুক, প্রণামে প্রয়োজন নাই, আমার ক্রোড়ে আইস (আলিঙ্গন করিয়া) বৎস, তোমার শরীর স্পর্শে আমার শরীর শীতল হইল।

লব। (স্বগত) ইনি আমার প্রতি এমত স্নেহবান্ কিন্তু আমি কি নিষ্ঠুর ইহাঁরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। (প্রকাশ করিয়া) পিতঃ আমি অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করুন।

শ্রীরাম। বৎস কি অপরাধ করিয়াছ?

চন্দ্র। অশ্বের অনুগামি সৈন্যগণের মুখে আপনকার প্রতাপ শুনিয়া অধৈর্য্য হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।

শ্রীরাম। ইহাতো ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার, তেজস্বী ব্যক্তি কখন পরের তেজঃ সহ্য করে না, ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সূর্য্যদেব তেজো রাশি প্রকাশ করিলে আগ্নেয় প্রস্তর কখন সহ্য করিতে পারে না, সেও তেজঃ প্রকাশ করিয়া থাকে।

চন্দ্র। হাঁ বীর ব্যক্তির তাহা শোভা পায় বটে যথার্থ। আমার সৈন্যেরা ইহার জৃম্ভকাস্ত্র দ্বারা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরাম। বৎস লব জৃম্ভকাস্ত্র সংহরণ কর, চন্দ্রকেতু তুমি সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা কর গিয়া।

চন্দ্র। যে আজ্ঞা।

চন্দ্রকেতুর প্রস্থান।

লব। (ধ্যান করিয়া) হাঁ জৃম্ভকাস্ত্র সংহরণ করিলাম।

শ্রীরাম। জৃম্ভকাস্ত্র সামান্য নয় যেহেতু রক্ষার্থ ব্রহ্মাদি দেবতারা সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া

প্রথা তপোময় এই অস্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন ভগবান্ কৃশাশ্ব এই অস্ত্র প্রথমে প্রাপ্ত হন পরে তিনি কৌশিক বিশ্বামিত্রকে দিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র আমাকে দেন এইত আমার পাইবার ক্রম তুমি কোথা হইতে পাইলে।

লব।/আমাদিগের আজন্ম সিদ্ধ এই অস্ত্র।

শ্রীরাম। হাঁ তপস্যা প্রভাবে হইতে পারে, আমাদিগের বলিলে আর কার?

লব। আমরা দুই ভ্রাতা যমজ, দুই জনই প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীরাম। তোমার ভ্রাতা কোথায়?

নেপথ্যে।

ওহে ভাণ্ডায়ন কি বলিলে রাজ সৈন্যেরা আমার আয়ুষ্মান লবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে সত্য আজি পৃথিবী রাজ শব্দ শূন্য হইবে আমি আজি সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিব।

শ্রীরাম। এ কে নীলকান্ত মণি তুল্য বর্ণ কমনীয় মূর্ত্তি সজল জলধরের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করত আসিতেছে।

লব। ইনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইহাঁর নাম কুশ, ভরত মুনির আশ্রম হইতে আসিলেন।

কুশের প্রবেশ।

কুশ। (সদর্পে ধনুর্ধারণ করিয়া) সূর্য্য বংশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল তবে আমি আজি সম্যক্‌রূপে বীরতা প্রকাশ করিব। (উদ্ধত গমন)

শ্রীরাম। এ কে ক্ষত্রিয় তেজোরাশি দৃষ্টি দ্বারা জগৎকে তৃণ তুল্য বোধ করিতেছে, ইহার চরণ ভরে যেন পৃথিবী অবনত হইতেছেন, এ ব্যক্তি বালক তথাপি পর্ব্বতের ন্যায় গুরু, একি বীররস কিম্বা সাক্ষাৎ দর্প?

লব। (নিকটে গিয়া) জ্যেষ্ঠ দাদা মহাশয় আসিতে আজ্ঞা হয়।

কুশ। ভাই কি? হাঁ কিকথা যুদ্ধ হইতেছে নাকি।

লব। মহাশয় এক্ষণে দুষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ী হউন।

কুশ। কেন?

লব। এস্থানে মহারাজ রঘুনাথ উপস্থিত হইয়াছেন, ইনি আমাদিগের প্রতি নিতান্ত স্নেহবান্, আপনাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছেন।

কুশ। সেই রামায়ণ কাথার নায়ক ত্রিলোক পালক রঘুনাথ কি ইনি।

লব। হাঁ ইনিই।

কুশ। তবেতো ইনি অতি মহাত্মা পুণ্যদর্শন, ইহাঁর নিকটে কি রূপ কথা বার্ত্তা কহিব।

লব। গুরুর নিকটে যে রূপ কথা কহিতে হয়।

কুশ। সে রূপ কেন?

লব। জনক রাজার দৌহিত্র চন্দ্রকেতুর সহিত আমার সখ্য হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ইনি আমাদের ধর্ম্ম পিতা হন।

কুশ। তবে তাহাই কর্ত্তব্য।

লব। ঐ সেই মহা পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন, দর্শন করুন। আহা কিবা মনোহর মূর্ত্তি, দেখুন সৌম্য আকার দর্শন করিয়াছি, ইহাঁর অসাধারণ পরাক্রম লোকোত্তর চমৎকারি গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্যাদি গুণ অনুমিত হইতেছে।

কুশ। (দেখিয়া) সত্য বটে কি আশ্চর্য্য রূপ মাধুরী, প্রভাবও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, হইবে না কেন, রামায়ণ কবি ইহাকে কাব্যের নায়ক করিয়াছেন (নিকটে গিয়া) পিতঃ বাল্মীকি শিষ্য আমি, প্রণাম করি।

শ্রীরাম। বৎস চিরজীবী হও, মৃণাল দলের ন্যায় শ্যামল ও কোমল তোমার এই শরীর আমি ইহা আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ করি, (আলিঙ্গন করিয়া স্বগত) একি আমার সন্তান? ইহার শরীর স্পর্শে শরীর পুলকিত হইল, অন্তঃকরণ স্নেহ সাগরে নিমগ্ন হইল, নিবিড় আনন্দ লহরীতে আমি পরাধীন প্রায় হইলাম।

লব। পিতঃ সূর্য্যাতপে অধিক ক্লেশ হইবে, শাল বৃক্ষের ছায়াতে ক্ষণকাল উপবেশন করুন্।

শ্রীরাম। ভাল চল সকলে যাই (বৃক্ষতলে সকলের উপবেশন।

শ্রীরাম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য এই দুই বালক যেন রাজসন্তান, উত্তম প্রকৃতি, ইহাদিগের স্বাভাবিক শরীরকান্তি অতি কমনীয়, ইহারা গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি সকল গুণের আশ্রয়, আমার অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ করিতেছে, বোধ হয় এ দুটি রঘুবংশীয় বালক। আহা কিবা শরীর মাধুর্য্য, নীল কণ্ঠের কণ্ঠদেশের ন্যায় বর্ণ, গজস্কন্ধ, অংসদ্বয় অবনত, প্রসন্ন দৃষ্টি এবং সুমধুর গম্ভীর স্বর। (সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া) ওহে একি, কেবল আমাদিগের তুল্য রূপ এমন নহে বিলক্ষণ করিয়া দেখিলে জানকীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও সাদৃশ্য এই শিশু যুগলে বর্ত্তমান রহিয়াছে জ্ঞান হয়, আহা আমার বোধ হইতেছে প্রিয়া জানকীর বদন বিধুই যেন আবার আমার নয়ন গোচর হইল। মুক্তার ন্যায় সেই দন্তগুলি, সেই ওষ্ঠাধর দুই খানি, সেই কর্ণ দুটি, চক্ষুর্দ্বয় আরক্তবর্ণ বটে তথাপি বোধ হয় সেই দুটি চক্ষু, এ তপোবন বাল্মীকি মুনির, এই তপোবনেই প্রিয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি, এই শিশুদ্বয়ের রূপও তদ্রূপ, আবার জৃম্ভকাস্ত্র ও ইহাদিগের স্বতঃ সিদ্ধ, ইহাতে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য কি সেই পূর্ব্বে চিত্র দর্শন সময়ে আমি জৃম্ভকাস্ত্রকে জানকীর সন্তান হইলে তদনুগত হইবে যে অনুজ্ঞা দিয়াছিলাম তদনুসারেই কি ঐ অস্ত্র ইহাদিগের স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে, এ অস্ত্র বিনা অনুমতিতে [illegible]

১২ সংখ্যা।

বিষ্ণু পুরাণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন রাজনন্দন ধ্রুব ঐ সমস্ত কথা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া মুনিদিগকে প্রণাম করিলেন এবং আপনাকে কৃতকৃত্যের ন্যায় বোধ করত সেই পুরোপবন হইতে নির্গমন পূর্ব্বক যমুনাতটবর্ত্তি পুণ্য মধুবনে গমন করিলেন; বৎস মৈত্রেয়! যমুনা তটস্থ পুণ্য অরণ্য মধু নামক দানব কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল এই কারণে তাহা মধুবন বলিয়া মহী মণ্ডলে বিখ্যাত হয়। সেই স্থানে মহাবীর শত্রুঘ্ন ঐ মধু দানবের পুত্র লবণকে বধ করিয়া পরে মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করেন, দেবদেব ভগবান্ হরি যেখানে নিত্য বিরাজমান, অতএব তাহা সর্ব্ব পাপ নাশক মহাতীর্থ। রাজপুত্র ধ্রুব সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ যে প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন তদনুসারে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন অশেষ দেবতার ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু আমাতেই অবস্থিত আছেন। হে বিপ্র! রাজতনয় এই প্রকারে অনন্যচিত্ত হইয়া চিন্তা করাতে তাঁহার প্রতি ভগবান্ হরির কৃপা হইল, বিশ্বরূপে তাঁহার চিত্ত মধ্যে আসিয়া উদয় হইলেন। হে মৈত্রেয়! ভগবান্ বিশ্বাত্মা হইয়া রাজনন্দনের মনে প্রকাশমান হইলে তাঁহার ভারধারণে ধরণী অসমর্থা হইয়া পড়িল। রাজপুত্র বামপদে ভর দিলে অবনীর অর্দ্ধভাগ অবনত হয় দক্ষিণ পদে ভর দিলে দ্বিতীয় অর্দ্ধ নত হইয়া পড়ে। অনন্তর রাজপুত্র চরণের অঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন তাহাতে পর্ব্বতাদি সহিত সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইল এবং নদ নদী সমুদ্র প্রভৃতি সংক্ষুভিত হইয়া উঠিল। হে দ্বিজবর! অবনী সংক্ষুব্ধা হওয়াতে দেবতাদের মনোমধ্যে মহা ভয় জন্মিল। যাম নামে দেবগণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া রাজনন্দনের ধ্যান ভঙ্গ নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং একত্র হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কুষ্মাণ্ড নামে কতক গুলি উপদেব ইন্দ্রের সহিত মিলিয়া বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক সমাধি ভঙ্গের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ধ্রুবের জননী স্থনীতি তাঁহার অগ্রেই ছিলেন, এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মহা ত্রাস হইল, স্নেহ বশতঃ অশ্রুমুখী হইয়া "পুত্র" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন বৎস! এ তপস্যা অতিশয় তীব্র, ইহাতে তোমার শরীর ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, এ বিষয়ে নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত হও। বৎস! অনেক দুঃখে তোমাকে পাইয়াছি, আমি অতি দীনা ও অনাথা, আমার সপত্নীর বাক্যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে যোগ্য হও না, আমার অন্য গতি নাই, তুমি মাত্র এক গতি।

বৎস! তুমি পঞ্চবর্ষীয় বালক, তোমার কি এ তপস্যা সম্ভবে? আইস, এই নিষ্ফল নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। তুমি বালক, এখন তোমার খেলাইবার কাল, তাহার পরে অধ্যয়নের সময়, তদনন্তর ভোগের কাল, ঐ সকলের শেষে তপস্যা করা উচিত হয়। হে পুত্র! যে কাল তোমার ক্রীড়ার সময় তাহাতে তুমি কেন তপস্যার্থ ইচ্ছা করিতেছ, তুমি আমাকে বিনষ্ট করিবে না কি? তুমি আমার পুত্র, আমাকে সন্তুষ্ট রাখা তোমার পরম ধর্ম্ম, তাহাতেই যত্ন কর এবং যেমন বয়স্, যেমন অবস্থা, তদনুরূপ কর্ম্ম কর। মোহের পরবশ হইয়া এই দুরূহ ব্যাপারে অনুরাগী হইও না। যদি অদ্য আমার বাক্য শুনিয়া এই তপস্যা পরিত্যাগ না কর তোমার সমক্ষেই আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

কহিলেন জননী বাষ্পাকুল
হইয়া ঐরূপ বিলাপ করিতে থাকিলেও ভগবা-
নের প্রতি চিত্ত সমাহিত থাকাতে ধ্রুব তাঁহাকে
দেখিয়াও দেখিলেন না। তাহার পরেই কতক
গুলা রাক্ষস আসিয়া দেখা দিল। ধ্রুবজননী
তদ্দর্শনে ভীতা হইয়া পুত্রকে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন বৎস! ঐ দেখ, রাক্ষসগণ ভীষণাকার
হইয়া অস্ত্র উদ্যম পূর্ব্বক আসিতেছে, শীঘ্র পুরে
পলায়ন কর। এই কথা বলিতে২ ভয়াবেগ বশতঃ
স্বয়ং সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার
পরেই কতক গুলা রাক্ষস আসিয়া প্রবিষ্ট
হইল। তাহাদের হস্তে সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র উদ্দীপিত
এবং মুখ হইতে যেন অগ্নি শিখা নির্গত হইতে
ছিল। তাহারা রাজপুত্র ধ্রুবের সম্মুখে দণ্ডায়-
মান হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিল এবং স্ব২
করস্থ শস্ত্র ঘূর্ণিত করিয়া ত্যাগ করিতে লাগিল।
এতদ্ভিন্ন শত২ শিবা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া
অগ্নি শিখাময় বদন ব্যাদান পূর্ব্বক ভয়ানক শব্দ
করত ভয় দেখাইতে লাগিল। ধ্রুব তখন
পর্য্যন্ত সমাবিষ্ট হইয়া আছেন কিছুতেই
ভ্রূক্ষেপ নাই। অনন্তর রাক্ষসেরা "মার মার"
"কাট কাট" "এটাকে খাইয়া ফেল" এই প্র-
কার চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল এবং সিংহ
উষ্ট্র ইত্যাদির নানাবিধ আনন ধারণ করিয়া
বহুবিধ শব্দ করত ভয় দেখাইতে প্রবৃত্ত
হইল। ধ্রুবের চিত্ত ভগবানে মগ্ন হইয়া রহিয়া-
ছিল তাহাতে ঐ সকল রাক্ষস ও শিবা প্রভৃতির
অশিব শব্দ শ্রবণ ও বিবিধ বিকট দর্শন দ্বারা
তাঁহার ভয় হওয়া দূরে থাকুক ঐ সকল তাঁহার
ইন্দ্রিয় গোচরও হইল না। তিনি একাগ্রচিত্ত
হইয়া নিরন্তর আপক্ষ ভগবান্ বিষ্ণুকেই দর্শন
করিতেছিলেন, তদ্ভিন্ন কিছুই তাঁহার দর্শন পথে
পতিত হইল না। যখন কোন মতেই ধ্রুবের
মনে ক্ষোভ জন্মিল না তখন ঐ সকল মায়া আপ-
নারাই পরাভব মানিয়া অন্তর্হিত হইল। পরে
দেবতা সকল জগৎকারণ ভগবান্ হরির নিকট
গমন করিয়া ধ্রুবের তপস্যায় আপনাদের যে
সন্তাপ জন্মিয়াছিল তাহা নিবেদন করিয়া তাঁহার
শরণাপন্ন হইলেন।

দেবতারা স্তব করিতে২ কহিলেন হে দেব-
দেব! হে জগন্নাথ! হে পরমেশ! হে পুরুষো-
ত্তম! ধ্রুবের তপস্যায় আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত
হইয়া এক্ষণে আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। হে
দেব! দিন২ নিশাকর যেমন কলা দ্বারা পূর্ণ হন
তাহার ন্যায় উত্তানপাদতনয় ধ্রুব তীব্র তপস্যা
দ্বারা অহরহ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার
তপস্যায় আমাদের মহা সন্ত্রাস জন্মিতেছে,
আমরা ভীত হইয়া আপনকার শরণাপন্ন হই-
লাম, অনুগ্রহ করিয়া ঐ বালককে তপস্যা
হইতে নিবৃত্ত করুন। ঐ বালক ইন্দ্রত্ব, কি
সূর্য্যত্ব বাঞ্ছা করে অথবা কুবের কি চন্দ্রের পদ
প্রার্থনা করে, বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু উগ্র
তপস্যা দেখিয়া বড় ভয় হইতেছে পাছে আমা
দিগকে অধঃপাতিত করে। অতএব আপনি
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদের হৃদয়ের
এই শল্যটী উদ্ধৃত করিয়া দেউন এবং উত্তানপাদ
রাজতনয় ধ্রুবকে এই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত
করুন।

ভগবান্ কহিলেন অহে দেবগণ! তোমরা
ভয় পাইতেছ কেন, এই রাজনন্দন ইন্দ্রত্ব
অথবা সূর্য্যত্ব কিম্বা ধনাধিপতিত্ব অথবা কুবেরত্ব
প্রার্থনা করেন না, ইহাঁর যে অর্থ বাঞ্ছিত, আমি
তাহা পূর্ণ করিয়া দিব। তোমরা আপন২ স্থানে
গমন কর, তোমাদের কোন ভয় নাই। এই
বালক যদর্থ তপস্যায় আসক্ত হইয়াছে আমি
ইহাকে তাহা দিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত
করিব।

পরাশর কহিলেন দেবদেব ভগবান্ এই
প্রকার কহিলে দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
ইন্দ্রসহ স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ও
ধ্রুবের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে আ-
গমন করিলেন এবং চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দিয়া
কহিতে লাগিলেন, হে রাজনন্দন! তোমার
মঙ্গল হউক, তোমার তপস্যায় আমার মহা
সন্তোষ জন্মিয়াছে, বর দিতে আসিলাম, অভীষ্ট
বর প্রার্থনা কর। তুমি বাহ্য বিষয়ে নিরপেক্ষ
হইয়া আমার প্রতি চিত্ত সমাহিত করিয়াছিলে
তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে বর
প্রদান করিব, যাচ্ঞা কর।

পরাশর কহিলেন দেবদেব ভগবানের এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব নয়নদ্বয় উন্মীলিত করত
দেখিলেন ধ্যানে যে হরিকে দর্শন করিতেছিলাম
তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার হস্তে শঙ্খ চক্র
গদা ও শ্রেষ্ঠ ধনু, মস্তকে মণিময় মুকুট। ভগ-
বান্‌কে অবলোকন করিয়াই ধ্রুব অবনত হইয়া
প্রণাম করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ
হইল এবং ঐমত এক প্রকার ভাব জন্মিল যেন
অনির্ব্বচনীয় ভয় উপস্থিত হইল। যাহা হউক,
প্রণাম করিয়া ধ্রুবের মানস হইল ভগবানের
স্তব করি কিন্তু এই চিন্তা করিতে লাগিলেন

আমি কি স্তব জানি, কি প্রকার বাক্য বলিলেই বা ইহাঁর স্তব হইবেক। এই রূপে ব্যাকুল হইয়া মনোমধ্যে কেবল সেই দেবদেবের শরণাপন্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর বিনয় প্রকাশ করত কহিলেন ভগবন! যদি আমার তপস্যায় আপনকার সন্তোষ হইয়া থাকে তবে আমি আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি তদ্বিষয়ে যেন সামর্থ্য হয় ইহাই আমার প্রার্থনীয়, আমাকে এই বরই প্রদান করুন। হে দেব! ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার গতি অবগত হইতে পারেন নাই আপনি সেই দেব, আমি বালক, আপনাকে স্তব করিতে পারিব কোন মতেই সম্ভাব্য নহে, কিন্তু আমার মনঃ আপনকার ভক্তিতে আপনকার চরণদ্বয়ের স্তব করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছে, অতএব ঐ বিষয়ে আমার প্রজ্ঞা উদিত করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

পরাশর কহিলেন ধ্রুব এই প্রকার বিনয় করিলে তাঁহার প্রতি ভগবানের সাতিশয় প্রীতি জন্মিল, প্রসন্ন হইয়া শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রান্তভাগ দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। ভগবানের শঙ্খ করণক সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র ধ্রুবের চিত্ত প্রসন্ন হইল, প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব আরম্ভ করিলেন।

ধ্রুব কহিলেন ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, স্থূল সূক্ষ্মরূপে এই দশ প্রকার ভূত এবং মনঃ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব তথা আদি প্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যাঁহার রূপ, সেই পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। যিনি শুদ্ধ অথচ সূক্ষ্ম, এবং অখিলরূপী, আর প্রধান হইতে পর পুরুষ, সেই গুণ সাক্ষি পরম দেবকে নমস্কার করি। যিনি পৃথ্ব্যাদি পঞ্চভূত এবং গন্ধাদি বিষয় হইতে ভিন্ন তথা প্রধান হইতেও প্রধান, সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ অশেষ জগতের কারণ ঈশ্বরের নিকট আমি শরণাপন্ন হইলাম। যাঁহার রূপ সর্ব্বগতত্ব এবং সম্বর্দ্ধকত্ব হেতু ব্রহ্ম সংজ্ঞিত হয়, হে যোগিচিন্ত্য! হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি তৎস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনকার বিশ্ব রূপের অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য চরণ, আপনি নিরবধি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। হে পুরুষোত্তম! যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে, সকলই আপনি, আপনা হইতেই বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড) স্বরাট্ (ব্রহ্মা) সম্রাট্ (মনু) এবং ঐ সকলের অধিষ্ঠাতা পুরুষ উৎপন্ন হন।

প্রভো! আপনা হইতে ঐ সকল উৎপন্ন হওয়াতে আপনি পৃথিবীর অধঃ ঊর্দ্ধ এবং সর্ব্ব দিকে বর্ত্তমান হইয়াছেন, আপনা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, আবার ভূত সকল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইবে।

প্রভো! এই ব্রহ্মাণ্ড, কারণ স্বরূপ যে তুমি, তোমারই রূপ ধারণ করে, সমস্ত চরাচর যখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, তখন সে সকল তোমারই অন্তর্গত, ইহা অবশ্যই কহিতে হয়। প্রভো! তোমা হইতেই যজ্ঞ, যজ্ঞাগ্নি, যজ্ঞীয় হবি, যজ্ঞীয় পশু ইত্যাদি সকল হয়। অপর তোমা হইতেই ঋক্, যজু, সাম, এবং গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ জন্মে। তোমা হইতেই গো অশ্ব ছাগ মেষ মহিষ হরিণ উৎপন্ন হয়। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। সূর্য্য তোমার চক্ষুঃ হইতে জন্মেন, বায়ু তোমার কর্ণদ্বয় হইতে উৎপন্ন হন, চন্দ্র তোমার মন হইতে জাত। এইরূপে তোমার মুখ হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, কর্ণ হইতে দিক্, পাদ হইতে পৃথ্বী হইয়াছে। ভগবন্! যেমন প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ ক্ষুদ্র বীজ মধ্যে অবস্থিত থাকে তেমনি প্রলয় কালে এই অখিল বিশ্ব বীজ স্বরূপ তোমাতে অবস্থিত হয়, পরে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর হইয়া ক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষাকারে বিস্তীর্ণ হয় তাহার ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রথমে তোমা হইতে ক্রমেং আবির্ভূত হয়। হে ঈশ্বর! যেমন ত্বক্ ও পত্র হইতে ভিন্ন কদলী দৃষ্ট হয় না, তেমনি এই বিশ্ব তোমা হইতে ভিন্ন নহে।

প্রভো! জীব সকলে যে ত্রিবিধ গুণময় বিকার থাকে তাহা আপনাতে নাই। যাহা হউক, আপনি কার্য্যরূপে সকল হইতে পৃথক স্বরূপ এবং কারণ স্বরূপে এক রূপ, অপর ভূত সূক্ষ্ম স্বরূপ, আপনাকে আমি কেবল নমস্কার করি। হে দেব! আপনি মহাভূতস্বরূপ এবং চরাচর প্রাণি স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনিই প্রধান, আপনিই পুরুষ, আপনিই বিরাট্, আপনিই স্বরাট্, আপনিই সম্রাট্। অপিচ আপনি অক্ষয় পুরুষ, যোগিগণ যোগযুক্ত চিত্ত দ্বারা আপনারই চিন্তা করিয়া থাকেন। আপনি সর্ব্বভূতাত্মা, সকলেতেই আছেন এবং সকলের রূপ ধারণ করেন। আপনা হইতে সকল হইয়াছে এবং আপনি সকলের স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ! যেহেতু আপনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অতএব আপনি সর্ব্ব স্বরূপ। আমি আপনকার বিষয় কি

প্রকারে কহিতে পারিব। হে সর্ব্বাত্মন্! হে সর্ব্ব-ভূতেশ! হে সর্ব্বসত্ত্ব সমুদ্ভব! আপনাকে কেবল নমস্কার করি।

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্ব ভূত স্বরূপ, অত-এব সকলেরই মনোরথ আপনার বিদিত আছে, আমার যে মনোরথ, তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! আমি যখন আপনকার দর্শন পাইয়াছি তখন আমার তপস্যা সফল হইয়াছে।

ভগবান্ কহিলেন ধ্রুব! তুমি যখন আমা-কে দর্শন করিলে তখন তোমার তপস্যার ফল সিদ্ধ হইল। হে রাজকুমার! আমার দর্শন কখন বিফল হয় না। এক্ষণে যে বর তোমার মনের অভিমত, তাহাই প্রার্থনা কর। বৎস! আমি দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলে পুরুষের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়।

ধ্রুব কহিলেন ভগবন্! আপনি সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর, সকলের অন্তর্য্যামী, ইহাতে যদিও আমি মনে যাহা বাঞ্ছা করি তাহা আপনকার অজ্ঞাত নাই, তথাপি বলিতে আজ্ঞা করিতেছেন নিবেদন করি। প্রভো! আমার হৃদয় অতিদুর্বিনীত, দুর্লভ বস্তু অভিলাষ করিতেছে। অথবা এক্ষণে আমি আপনাকে প্রসন্ন পাইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইলে কাহারও কিছুই দুর্লভ থাকে না। প্রভো! দেবরাজ ইন্দ্রও আপনকার প্রসাদে স্বর্গে দেব গণের উপর আধিপত্য করিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন। হে ভগবন্! আমার মনোরথ শ্রবণ করুন, আমার সপত্নী মাতা আমার জনক সমক্ষে সগর্ব্ববচনে আমাকে ভৎসনা করিয়া বলিয়াছেন, আমার গর্ব্ভে তোর জন্ম হয় নাই এই কারণে তুই রাজাসনের উপযুক্ত পাত্র নহিস্। অতএব আমি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জগতের আধার স্বরূপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট স্থান প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া এই বর দেউন যেন আমার সেই স্থান লাভ হয়।

ধ্রুবের এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন বৎস! তুমি যে স্থান প্রার্থনা করিতেছ তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, কেবল ইহ জন্মে তপস্যা করিয়া তুমি আমাকে তুষ্ট করিলে এমত নহে, অন্য জন্মেও তোমা কর্ত্তৃক আমি তোষিত হইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ ছিলে, সর্ব্বদা আমার প্রতি চিত্তা-র্পণ করিয়া থাকিতে এবং নিজধর্ম্মের আচরণ পূর্ব্বক মাতা পিতার সেবা করিতে। কিয়ৎকাল পরে একটী রাজপুত্রের সহিত তোমার মিত্রতা হয়, সেই রাজকুমার অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী এবং তাহার আকৃতি অতি সুন্দর ছিল। তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা সহবাস হওয়াতে তাহার সমৃদ্ধি দেখিয়া তোমার মনে এই অভিলাষ জন্মে যে আমিও রাজপুত্র হই। বৎস! তুমি পূর্ব্ব জন্মে যেমন বাসনা করিয়াছিলে ইহ জন্মে তেমনি ফল হই-য়াছে, উত্তানপাদ রাজার কুলে জন্ম সুলভ নহে তুমি তাহার পুত্র হইয়াছ। বৎস! স্বায়ম্ভুব মনুর কুলে যে জন্ম, তাহাই অন্য ব্যক্তিদের পক্ষে বর। তুমি পূর্ব্বে তপস্যাদি দ্বারা আমার সন্তোষ জন্মাইয়াছিলে আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করিয়াছিলাম। একান্ত চিত্তে আমার আরা-ধনা করিলে নিশ্চয় মুক্তি লাভ হয়। আমার প্রতি যাহার মনঃ অর্পিত হয় তাহার আর স্বর্গাদি পদ ভাল লাগে না। যাহা হউক, তুমি সর্ব্বোত্তম স্থান অভিলাষ করিতেছ আমার প্রসাদে ত্রৈলোক্য অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে নক্ষত্র ও গ্রহগণের আশ্রয় হইয়া থাকিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধ্রুব! তোমার ঐ স্থান সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এবং শনৈশ্চর এই সকল গ্রহের স্থান অপেক্ষা উচ্চ, ফলতঃ সপ্তর্ষি ও বৈমানিক সুরগণের উপরে তোমার স্থান নিরূপিত হইল।

বৎস ধ্রুব! দেবতাদের মধ্যেও কেহ চতুর্দ্দশ কেহ বা মন্বন্তর কাল মাত্র ঐ স্থানে থাকিতে পায়, তুমি আমার প্রসাদে কল্পকাল পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে পারিবে। তোমার মাতা সুনীতি, তো-মার প্রতি অতিশয় স্নেহবতী, সর্ব্বদা তোমার নিকট থাকেন, তাঁহাকে এই বর দিতেছি, যত কাল তুমি ঐ লোকে অবস্থিতি করিবে তিনিও তাবৎ কাল তারকা হইয়া বিমানে বাস করিবেন। অপর যে সকল মানব সায়ং ও প্রাতঃকালে তোমার নাম কীর্ত্তন করিবেক তাহাদের সুমহৎ পুণ্য হইবে।

পরাশর কহিলেন বৎস মৈত্রেয়! এই প্র-কারে পূর্ব্বে ভগবানের নিকট হইতে বর লাভ করাতে ধ্রুব সর্ব্বোত্তম স্থানে এখনও অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ঐ প্রকার মান ও মহিমা অবলোকন করিয়া দেবাসুরদিগের আচার্য্য শুক্র এই শ্লোক পাঠ করিয়া ছিলেন আহা! ধ্রুবের তপস্যার বীর্য্য কি আশ্চর্য্য, ইহার তপস্যার ফল কি চমৎকার! সপ্তর্ষিরা এ ব্যক্তিকে অগ্রে করি-য়া রহিয়াছেন। আর এই ধ্রুবের জননী সুনীতিও অতিশয় পুণ্য শীলা, ইহারও মহিমা বর্ণন করি-তে কাহারো সামর্থ্য নাই। ইনিও পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈলোক্যের আশ্রয়তা প্রাপ্ত হই-য়াছেন। বৎস মৈত্রেয়! এই ধ্রুব চরিত্র

তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, ইহা অতি পুণ্যদ, যে ব্যক্তি এই চরিত্র নিত্য সংকীর্ত্তন করিবে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজ্য হইবে। অপর এতৎকীর্ত্তনে কি স্বর্গে কি মর্ত্তে কুত্রাপি স্থান ভ্রষ্ট হইবেক না, সকল সংকল্প যুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে।

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বাদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পিতা কহিলেন বৎস! সাধু! সাধু! গহন সংসার ভাল বর্ণন করিলে, ইহাতে জ্ঞান জন্মে সুতরাং মহা ফলদায়ক। হে পুত্র! যে সকল নরকের কথা কহিলে তৎসমুদায়ের বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে অতএব বাহুল্য করিয়া বল।

পুত্র কহিলেন পিতঃ! আমি আপনকার নিকট রৌরব নরকের বিবরণ প্রথমেই বিস্তার করিয়া বলিয়াছি এক্ষণে মহা রৌরব নামক নরকের বৃত্তান্ত বলি শ্রবণ করুন। চারি দিকে দ্বাদশ সহস্র যোজন পরিমিত তাম্রময়ী এক খণ্ড ভূমি আছে; তাহার নিম্নে ভয়ানক রূপে অগ্নি জ্বলিতেছে। সেই হুতাশনের তাপে ঐ ভূমি এ প্রকার সন্তপ্ত, যে তাহার উত্তাপে দিগ্ দিগন্ত পর্য্যন্ত তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই তাহা যেরূপ ভীষণ ও ক্লেশদ, বুঝিতে পারিবেন, তাহার স্পর্শ অন্তরে থাকুক, দর্শনেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ঐ ভূমির নাম মহা রৌরব নরক। যম কিঙ্করেরা পাপিদিগকে হস্ত পদে বান্ধিয়া সেই ভূমির মধ্যস্থলে রাখিয়া আইসে। পাপিরা অগ্নিসম মহোষ্ণ ঐ ভূমির উপর অবলুণ্ঠন করিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে তাহাদের জীবৎ দেহ দগ্ধ হয়, জ্বালায় যত অঙ্গ চালন করে ততই গাত্রদাহ জন্মে। ঐ প্রকারে অবলুণ্ঠিত হওয়াতে শরীরের যে মাংস খিন্ন হয় তাহা আবার কাক বক বৃক পেচক ইত্যাদি জন্তুগণ উত্তোলন করিয়া খায় এবং সহস্র২ দংশ দংশন করে। অপর শকুনিগণ জীবন থাকিতে থাকিতেই শরীরের উপর বসিয়া হস্ত অথবা পদ কিম্বা মুণ্ড চঞ্চুকরণ ছিন্ন করিতে থাকে। পাপিরা ঐ প্রকারে দহ্যমান ও কীট পক্ষি প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিকৃষ্যমাণ হইয়া কেবল "হা পিতঃ, হা মাতঃ, হা ভ্রাতঃ, এইরূপ কাতরোক্তি করিতে থাকে, কি উপায়ে আপনাদের ক্লেশ নিবারণ করিবে কিছুই দেখিতে পায় না, নৈরাশ্যে পড়িয়া একেবারে আশু প্রাণ বহির্গত হয় এ নিমিত্ত আপনাদের অঙ্গে আপনারাই আঘাত করে।

পিতঃ, পাপকারি ব্যক্তিরা ঐ নরকে অল্প দিন ঐ প্রকার যাতনা ভোগ করে না, কাহাকেও দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

হে পিতঃ, মহারৌরব নরক যেরূপ অত্যুষ্ণ ও অতিশয় দাহ জনক, সেই প্রকার তমঃ নামে অন্য একটী নিরয় আছে, তাহা স্বভাবতঃ অতিশয় শীতল। শৈত্য নিমিত্ত তাহা এমত ভয়ানক যে পাপিগণ তথায় নিক্ষিপ্ত হইলে সেখানেও যাতনার ইয়ত্তা থাকে না। শীতার্ত্ত হইয়া চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়ায়, কুত্রাপি কোন আশ্রয় পায় না। এক২ বার আপনাদের মধ্যেই পরস্পরের শরীর অবলম্বন করে তাহাতেও শীত নিবারণ হয় না। শীতজন্য পাড়ায় পীড়িত হইয়া তাহাদের দন্ত সকল ভাঙ্গিয়া যায় তাহাতেও মহা২ ক্লেশ হয়। ঐ প্রকার শীতের উপরে আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য ভূরি২ উপদ্রব আসিয়া আক্রমণ করে। আর সেখানে হিম খণ্ড বাহী এক প্রকার পবন এমত রূপে বহিতে থাকে যে তাহাতে নারকিদিগের অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যায়।

এই নরকস্থ প্রাণিগণ ক্ষুধা পিপাসার প্রাবল্যে পরস্পরের গাত্র হইতে শোণিতাদি যাহা ক্ষরিত হয় তাহাই পান ভোজন করে তাহাতেও যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। পিতঃ! তমঃ সংজ্ঞক নরক এই প্রকার ভয়ানক, দুষ্কর্ম্মি ব্যক্তিদের যাবৎ পর্য্যন্ত কৃত দুষ্কৃতের ক্ষয় না হয় তাবৎ সেখানে ঐ রূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

পিতঃ, এক্ষণে আপনাকে নিকৃন্তন নরকের বিস্তারিত বিবরণ বলি। ঐ নরকে কতকগুলা কুলাল চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। যমকিঙ্করেরা পাপিদিগকে সেই সকল চক্রের উপরে আরোপণ করিয়া ঘুরায়, তাহাতে তাহাদের আপাদ মস্তক নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু জীবন বিনষ্ট হয় না সুতরাং যাতনার ইয়ত্তা থাকে না। হস্ত পাদাদি অঙ্গ শত২ খণ্ড হইয়া ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহাতে বিজাতীয় ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। পাপকর্ম্মি দিগকে কখন২ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রূপ নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এবং

যাবৎ পর্য্যন্ত অশেষ রূপে পাপ ক্ষয় না হয় তাবৎ কোন অংশে যাতনার ন্যূনতা হয় না।

পিতঃ, অতঃপর অপ্রতিষ্ঠ নামে অন্য এক নরকের বিবরণ বলি শ্রবণ করুন। যে সকল পাপি ঐ নরকে পড়ে তাহাদিগকে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় ঐ নরকে একদিকে পূর্ব্বোক্ত কুলালচক্র সকল, অন্য দিকে কতকগুলা ঘটী যন্ত্র আছে, সেই সকল যন্ত্রই পাপকর্ম্মিদের দুঃখ স্বরূপ। যম কিঙ্করেরা ঐ সকল যন্ত্রের উপরে পাপিদিগকে উঠাইয়া ঘূর্ণায়মান করিয়া দেয়। সহস্র২ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সকল যন্ত্রে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকে তাহাতে পাপিদের গুরুতর ক্লেশ ভোগ হয়। যেমন ঘটীযন্ত্রে ঘটী রাখিয়া ভ্রমণ করাইলে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করে তাহার ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতে২ পাপিগণ কখন রক্ত বমন করে কখন বা শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া যন্ত্রের চক্রে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হয়। এই রূপে তাহাদের ঘোর তর কষ্ট হয়।

অনন্তর অসিপত্রবন নামে অপর যে এক নরক আছে তাহার বৃত্তান্ত বলি শ্রবণ করুন। সহস্র যোজন পরিমাণ এক খণ্ড ভূমির সর্ব্বস্থানে ভয়ানক রূপে অগ্নি জ্বলিতেছে। তাহার উপরে আবার প্রচণ্ড রূপে সূর্য্যের কিরণ পড়িতেছে। ঐ স্থান মধ্যে একটী বন আছে তত্রস্থ বৃক্ষ সকলের পত্র শাণিত খড়্গের ফলা। অপর সেখানে ভূরি২ ভয়ঙ্করাকৃতি কুক্কুর আছে তাহাদের মুখ অতিবিকট, দন্ত মহা ভয়ঙ্কর, কোন প্রকার জীব জন্তু দেখিতে পাইলেই দংশন করে। সেই নরকের নাম অসিপত্রবন। পাপি লোকে তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নিদাহ শমনার্থ তত্রস্থ বনের দিকে ধাবমান হয় তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র গাত্র ছিন্ন হইয়া যায়, "তাহাতে হা পিতঃ হা মাতঃ" এই রূপ চীৎকার করিতে থাকে, যেখানে যায় সেইখানেই যাতনা, কুত্রাপি শান্তির লেশ নাই। এতদ্ভিন্ন ক্ষুধা পিপাসায় সাতিশয় কাতর হয়। যখন তাহারা তত্রস্থ ভূমির উপরে দৌড়িয়া বেড়ায় তখন অগ্নির উত্তাপে চরণ দগ্ধ হইয়া যায় অপর সেখানে যে বায়ু বহিতেছে তদ্দ্বারা ক্ষণে২ পাপিগণ পড়িয়া যায় তাহাতে এক২বার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হইতে থাকে। পাপিরা যখন পতিত হয় সে সময় পূর্ব্বোক্ত কুক্কুর সকল তাহাদের উপরে আক্রমণ করিয়া দংশন পূর্ব্বক মাংস খায়। হে তাত! অসিপত্রবন নরক এই রূপ ভয়ানক। পাপিদের যাবৎ পাপ ক্ষয় না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ নরক যাতনা হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে তপ্তকুম্ভ নামক নরকের বিবরণ বলি ঐ নিরয় উক্ত নরকাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, তথায় নিরন্তর অগ্নি শিখাসকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের তুল্য লৌহ খণ্ড সকল চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে বিস্তীর্ণ আছে। যমকিঙ্করেরা ঐ সকল অগ্নি মধ্যে পাপিদিগকে অধোমুখ করিয়া ফেলিয়া দেয় তাহাতে তাহাদের গাত্র স্বিন্ন হইয়া যায়। শরীর দগ্ধ হওয়াতে কপাল চক্ষু ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশীর্ণ হইয়া পড়ে। শকুনি প্রভৃতি মাংসাশি পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণার্থ আবার উৎপাটন করিতে যায়, তাহাতে যাতনার পরিশেষ থাকে না। পাপিদের মস্তকাদি অঙ্গ অগ্নির উত্তাপে যখন স্বিন্ন হইয়া দ্রবীভূত হয় তখন যমদূতেরা যষ্টি দ্বারা সে সকল আবর্ত্তন করিতে থাকে তাহার পরে সর্ব্ব শরীর তুলিয়া লইয়া তপ্ত তৈলে ক্ষেপণ করে। এই সমস্ত ব্যাপারে ঘোরতর যাতনা হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কিছুতেই পাপাত্মাদের প্রাণ বিয়োগ হয় না।

পিতঃ! তপ্তকুম্ভ নরকের সবিস্তার বিবরণ এই আপনার নিকট কহিলাম।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে পিতাপুত্র সংবাদে মহারৌরবাদি নরকাখ্যান।

রামায়ণ।

পঞ্চদশ সর্গ।

দশরথ রাজার অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে দেবগণ যেমন আসিয়াছিলেন স্ব২ অভীষ্ট হবির্ভাগ গ্রহণানন্তর তেমনি গমন করিলেন। ঋষি সকলও পূজিত হইয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যজ্ঞোপলক্ষে যে সমস্ত ভূপতি আমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়া ছিলেন দশরথ রাজা প্রীতি যুক্ত মনে সমাদর করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে লাগিলেন, তিনি কহিলেন হে মানববরগণ, আপনারা যথেচ্ছা ক্রমে স্ব২ রাজ্যে গমন করুন, এখানে আপনাদের আগমনে আমি পরম প্রীত হইয়াছি, শুভ হউক, আর বিলম্ব করিবেন না, সকলে গিয়া স্ব২ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচন কর, ঐশ্বর্য্যেচ্ছু রাজাদের রাজ্য হইতে দূরে থাকা ভাল নয়, তাহাতে বৈরিগণ প্রবল হয় অতএব রাজার উচিত

হয় স্বস্থানে থাকিয়া বিষয় রক্ষা করেন। হে রাজগণ! প্রজা রক্ষণে যাদৃশ স্বর্গ লাভ হয় যজ্ঞ করণক তাদৃশ স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। অতএব বিবিধ উপায় দ্বারা শরীরের প্রতি যেমন যত্ন করে রাজারও রাজ্যের প্রতি তেমন যত্ন করা কর্ত্তব্য। নরপতিরা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত যদ্রূপ যত্ন করিবেন আগত বিষয় রক্ষার্থও সেই প্রকার চেষ্টা করিবেন," এই রূপে সমাগত নৃপগণকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্ব২ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

দীক্ষার নিয়ম সমাপন করিয়া পত্নীগণ সহ রাজা দশরথ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন আহূত নৃপগণ বিদায় হইলে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে করিয়া সৈন্য সামন্ত ও বাহনাদি সমভিব্যাহারে পুরী প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অনেক দিন তথায় বাস করিয়া পরে শান্তা নাম্নী পত্নী ও বহু বিপ্র সমভিব্যাহারে স্বস্থানে গমনোদ্যত হইলেন তাহাতে রাজা এবং বশিষ্ঠ মুনি ও বহু২ পৌরজন তাঁহার অনুযাত্রি হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের বনিতা কম্বলাচ্ছাদিত গোযানে আরোহণ করিলে বিবিধ মণি রত্ন এবং অশ্ব হস্ত্যাদি সঙ্গে প্রদত্ত হইল অতএব শান্তা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া পরম হর্ষে স্বামির সহিত চলিলেন। যদিও তিনি দশরথের গৃহে পরম সুখে ছিলেন যখন যাহা কামনা করিতেন তাহাই প্রাপ্ত হইতেন জ্ঞাতিগণ ও তাহাদের অঙ্গনা সকল ও সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার সম্মান করিত তথাপি তাঁহার ভর্ত্তা তাঁহাকে আপনাদের বনস্থলীয় বাস স্থান স্মরণ করিয়া দিলে আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাই উত্তম বলিয়া স্বামির সহিত যাত্রা করিলেন।

রাজা আপনার অন্তঃপুরচারিণী বর্গ সহিত মহাব্রত ঋষিপুত্র ও আত্মজা শান্তার সঙ্গে২ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। অনন্তর মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন। অতএব রাজা অন্তঃপুরচারিণীদের সহিত রোদন করিতে২ কৌশল্যা সুমিত্রা ও কেকয়ীকে এই কথা বলিলেন তোমরা সকলে শান্তাকে ভাল করিয়া দেখ যেহেতু ইহাঁর সহিত আর সাক্ষাৎ হওয়া দুর্লভ। পরে রাজমহিষীগণ শান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার ও তৎপতি ঋষ্যশৃঙ্গের কল্যাণ বাক্য কহিতে লাগিলেন। যথা—বৎসে বায়ু অগ্নি চন্দ্র পৃথিবী এবং দশ দিকপাল, ইহাঁরা বনে ভর্ত্তার সহচারিণী তোমার সতত রক্ষা করুন। বাছা, সেখানে গিয়া শ্বশুরের সেবা করিও যেহেতু তিনি বিশেষ রূপে মান্য। আর সর্ব্বাবস্থায় প্রিয় বাক্য দ্বারা স্বামির পরিতোষ জন্মাইও কেননা স্ত্রী লোকদের স্বামীই দেবতা। হে পুত্রি! কখন কোন ভাবনা করিও না, রাজা তোমার কুশল সংবাদ গ্রহণার্থ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিবেন। এই রূপে রাজমহিষীগণ শান্তাকে আশ্বাস দিয়া বারম্বার তাঁহার মস্তক চুম্বন করত রাজধানীর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সহিত বন পর্য্যন্ত গমনের নিমিত্ত কতকগুলি সৈন্য যুক্ত করিয়া দিলেন।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রাজাকে অভিবাদন করিয়া এবং "হে রাজন্ তোমার মঙ্গল হউক, ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন কর" এই কথা কহিয়া গমন করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ গমন করিতে২ যখন রাজার দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলেন তখন রাজাও নগর বাসি জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুরী প্রবেশ করিলেন এবং পুত্র জন্ম প্রতীক্ষা করত পুরী মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও ক্রমশঃ গমন করিয়া লোমপাদ রাজার রম্যা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। লোমপাদ রাজা তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে ব্রাহ্মণ ও অমাত্যবর্গ সহিত প্রত্যুদ্গমন করিয়া কহিলেন মুনে! আপনকার স্বাগত! আপনি কুশলে আছেন? কি নিমিত্ত সভার্য্য ও সপরিচ্ছদ হইয়া এখানে আসিলেন? আপনকার পিতা কুশলে আছেন? ঐ রাজা সর্ব্বদা তাঁহার কুশল সংবাদ জ্ঞানার্থ লোক প্রেরণ করিতেন। তাঁহার আগমন সংবাদে হৃষ্টচিত্তে আপন নগর সজ্জিত করিয়া বাহির হইয়াছিলেন অতএব ঋষ্যশৃঙ্গ উপস্থিত হইবা মাত্র রাজা এবং তদীয় পুরোহিত কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুর প্রবেশ করিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদ রাজার পুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে রাজা ও তদীয় অন্তঃপুরবর্গ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ মুনির আগমনে রাজা আপনার পুরোহিতকে কহিলেন এই ঋষির জনক সমীপে গমন করিয়া আমার অভিপ্রায় নিবেদন কর এবং আমার শুভার্থ তাঁহাকে প্রসন্ন করাও।

লোমপাদ রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় পুরোহিত ঋষ্যশৃঙ্গের পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন এবং প্রণাম ও প্রসন্ন করত

মধুর স্বরে রাজার অভিপ্রায়ানুসারে এই বচন কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আপনকার পুত্র তাঁহার শ্বশুর দশরথ রাজার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি দশরথ রাজার সহিত আপনকার কৃত সম্বন্ধের বিষয় বিদিত হইয়াছিলেন অতএব রাজা দশরথ যে যজ্ঞ করেন যত্নবান্ হইয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া দেন। অপর দশরথ রাজা দেব তুল্য লোক এবং তাঁহার অতি শ্লাঘনীয় কুটুম্ব, একারণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি প্রকাশ করেন। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই বিষয় অবগত হইয়া পুত্রের আনয়ন নিমিত্ত গমন করিতে মনস্থ করিলেন এবং শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পুত্র দর্শনেচ্ছায় লোমপাদ রাজার নগরী প্রস্থান করিলেন। পথে উপস্থিত হইলে প্রত্যেক গ্রামাধিকারী ও মণ্ডলাধিকারী লোক পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল এবং কিঙ্করগণ বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী সহ নিকটে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারে সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা কহিতে লাগিল মুনে! কি করিতে হইবেক আজ্ঞা করুন। বিপ্রেন্দ্র সেই সকল ব্যক্তিকে কহিলেন তোমরা কেন আমার পূজা করিতেছ ইহার কারণ জানিতে বাসনা করি। তাহাতে সমাগত ব্যক্তিরা বলিল ব্রহ্মন্! আপনকার কুটুম্ব লোমপাদ রাজার এই আজ্ঞা আমরা পালন করিতেছি, আপনকার মানস জ্বর অপগত হউক। মুনি তাহাদের এই কথায় মনোমধ্যে মহাহ্লাদিত হইয়া সামান্য রাজার প্রতি প্রীত হইলেন। অনন্তর কিঙ্করগণ মুনির প্রসাদবচন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর হইয়া রাজাকে কহিতে গেল।

লোমপাদ রাজা নিযুক্ত ব্যক্তিরদের প্রমুখাৎ আনন্দ বর্দ্ধন ঐ বচন শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বিভাণ্ডককে দর্শন ও পুনঃ২ প্রণাম করিয়া স্তব করত কহিতে লাগিলেন হে সুব্রত, অদ্য আপনকার দর্শনে আমার জন্ম সফল হইল। ইহাতে দ্বিজ সত্তম বিভাণ্ডক মুনি কহিলেন রাজন্, তাহাই হউক, কিন্তু হে রাজেন্দ্র, তুমি ভয় করিও না, আমি তোমার সম্বন্ধে সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। রাজা এতৎশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অগ্রে করত নগরী প্রবেশ করিলেন এবং সুসজ্জিত গৃহে মুনিকে প্রবেশ করাইয়া পুরোহিত সহিত গমন পূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিলেন। অপর সকলে অভিবাদন ও অর্চ্চনা করিয়া বিবিধ ভূষা প্রদান পুরঃসর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রসন্নতা নিমিত্ত উপাসনা করিতে লাগিল। অনন্তর অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীরা শান্তাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল মহাশয়! আপনকার এই বধূ। ধর্ম্মবেত্তা সেই মুনি এই কথায় শান্তাকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করণানন্তর ক্রোড়ে বসাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে শান্তা শ্বশুরের উৎসঙ্গ হইতে উত্থান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিনীতভাবে সন্নিধানে দাঁড়াইলেন। অনন্তর দ্বিজোত্তম শান্তাকে এবং আর২ স্ত্রীদিগকে অনুমতি করিয়া আপনার পুত্রের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাহার পর ঋষিবর বিভাণ্ডক রাজা লোমপাদ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পুত্রের সহিত বন প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যে২ বিষয় হইয়াছিল অশেষরূপে কহিলেন। তাঁহার পিতা যজ্ঞীয় হবির যথাবৃত্ত বৃত্তান্ত এবং লোমপাদ রাজার রাজ্য মধ্যে ঘোর অনাবৃষ্টির পর উত্তম বারিবর্ষণ ও তথায় পুত্রের প্রকৃষ্ট পূজা আর পরম রূপবতী শান্তা নাম্নী কন্যা লাভ ও লোমপাদের সহিত রাজা দশরথের সম্বন্ধ, এবং দশরথ রাজার যজ্ঞ ও তাহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি আরো শুনিলেন যে পুণ্য শীল দশরথ রাজা ধর্ম্ম আনৃশংস্য সত্য এবং পুণ্যে সদা অভিরত, অপর তিনি আপনার সুকৃতের সমস্ত ফল লাভ করিয়া জন্ম সাফল্য বোধ করিয়া থাকেন এবং ইক্ষ্বাকু বংশের রাজলক্ষ্মী সমুজ্জ্বল করত সুনীতি দ্বারা ধর্ম্মতঃ প্রজাজনের মনোরঞ্জন করেন। অপিচ সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ সেই রাজা স্বীয় যশঃদ্বারা সকলের অনুরাগ ভাজন হইয়া আছেন। তিনি জীবনের মধ্যে কেবল ধর্ম্ম ও সত্য এই দুই মাত্রকে নিত্যবস্তু জ্ঞান করেন। তাঁহার তিন মহিষী পরম রূপবতী ও গুণে তাঁহার অনুরূপা এবং অতিশয় শীল সম্পন্না। তাঁহাদের নাম কৌশল্যা, কেকয়ী এবং রামদেবের কন্যা সুমিত্রা। তাঁহাদেরই গর্ভে দেবরূপ চারি পুত্র অর্থাৎ রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন জন্ম গ্রহণ করিবেন।

এ দিকে দশরথ রাজার যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ক্রমে ছয় ঋতু অতীত হইল অনন্তর দ্বাদশমাসে চৈত্রী শুক্লা নবমী তিথিযুক্ত পুষ্যা নক্ষত্রে পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থ হইলে কর্কট লগ্নে ও বৃহস্পতি এবং

চন্দ্রের একত্র উদরে কৌশল্যা রাজমহিষী দিব্য লক্ষণান্বিত, সর্ব্ব লোক নমস্কৃত, জগন্নাথ, শ্রীরাম-চন্দ্রকে প্রসব করিলেন। সেই পুত্রটী সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ, তিনিই ইক্ষ্বাকু কুলের আনন্দ বৃদ্ধি করেন। তাঁহার নয়ন লোহিত বর্ণ, বাহু আ-জানুলম্বিত, ওষ্ঠ রক্ত বর্ণ। কৌশল্যা সেই অপ-রিমিত তেজস্বি সন্তান দ্বারা মহা শোভা পাই-তে লাগিলেন যেমন দেবমাতা দেবগণের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন। পরে কৈকেয়ীর গর্ব্ভ হইতে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর চতুর্থ ভাগ সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন ভরত উৎপন্ন হইলেন। তদনন্তর সুমিত্রা সর্ব্ব শাস্ত্র কুশল বিষ্ণুর অপর চতুর্থাংশ সমন্বিত মহাবীর লক্ষণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিলেন। প্রসন্ন বুদ্ধি ভরত মহাশয় পুষ্যা নক্ষত্রে মীনলগ্নে জন্মেন এবং সুমিত্রার দুই পুত্র সূর্য্যোদয় হইলে কর্কট লগ্নে ভূমিষ্ঠ হন।

এইরূপে দশরথ রাজার চারি পুত্র জন্মি-লেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা এবং গুণবান্। তাঁহাদের জন্ম হইলে গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল, অপ্সরারা নৃত্য আরম্ভ ক-রিল এবং দেবতাদের পুরে দুন্দুভি বাদ্য হইতে লাগিল ও আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি পড়িল।

আর অযোধ্যা পুরীতে মহা সমারোহ পূর্ব্বক উৎসব আরম্ভ হইল। পুরীর রথ্যা সকল নট নর্ত্তকগণ দ্বারা সংকুল হইল। তথায় যে সকল নট নর্ত্তক আসিল তাহারা গীত বাদ্য করিয়া সর্ব্ব রত্ন লাভে পরিতুষ্ট হইয়া গেল। রাজা দশরথ সূত মাগধ বন্দি দিগকে যথেষ্ট প্রসাদ দান করিলেন আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে সহস্র২ গোধন দিলেন।

পরে একাদশাহ অতীত হইলে বালকদিগের নামকরণ হইল। জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর গর্ব্ভজ মধ্যম বালকটীর নাম ভরত এবং সুমি-ত্রার দুই পুত্রের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হইল। বশিষ্ঠ মুনি পরম প্রীত হইয়া নাম করণ সং-স্কার করিলেন। অনন্তর রাজা পরম হর্ষে পুরস্থ এবং দেশস্থ জনগণকে ভোজন করাইলেন এবং বিপ্র নিকরকে রাশীকৃত ধন রত্ন দান করিলেন। এইরূপে চারিটী বালকেরই জাত-ক্রিয়া সংস্কার যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পিতার অতি-শয় প্রিয় পাত্র হইলেন। অন্যান্য প্রাণি-বর্গ তাঁহাকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার তুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরন্তু দশরথের সকল পুত্রই বেদবেত্তা ও শূর এবং সর্ব্ব লোকের হিতৈষী ও সর্ব্ব জ্ঞান গুণ সম্পন্ন হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে রামচন্দ্র সত্য পরাক্রম ও মহা তেজস্বী এবং নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় সকল লোকের স্পৃহণীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্ব গজারোহণে ও রথ চালনে এবং ধনু-র্বেদে সদা রত থাকিলেন। আর পিতার শুশ্রূ-ষায় সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণ বাল্য অবধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সাতিশয় স্নেহান্বিত হইলেন এবং সদা তাঁহার প্রিয় করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসিতে লাগিলেন। তিনি কখন তাঁহার সহিত একত্রে শয়ন বিনা নিদ্রা যাইতেন না ও তাঁহাকে না দিয়া কদাচিৎ কোন দ্রব্য ভোজন করিতেন না। রামচন্দ্র যখন অশ্বারোহণ করিয়া মৃগয়ায় গমন করিতেন তখন লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া তাঁহার পশ্চা-দ্গামী হইতেন। ভরতের প্রতি লক্ষ্মণানুজ শত্রু-ঘ্নও ঐ রূপ অনুরাগী হইলেন, ভরতও তাঁহাকে প্রাণ তুল্য প্রিয় বোধ করিতেন। অতএব রাজা দশরথ চারিটী মহা ভাগ্য পরস্পর প্রণয়ি পুত্র দ্বারা পরম প্রীত হইতে লাগিলেন যেমন পিতা-মহ ব্রহ্মা দেবগণ দ্বারা প্রীত হইয়াছিলেন। ঐ সকল পুত্র জ্ঞান সম্পন্ন, সর্ব্ব গুণ ভূষিত, লজ্জাবন্ত, কীর্ত্তিমন্ত, সর্ব্বজ্ঞ ও বহুদর্শি বলিয়া প্রথিত হইলে সেই সকল দীপ্ততেজা পুত্র গণের প্রতি রাজার সাতিশয় সন্তোষ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মানব শ্রেষ্ঠগণ সদা বেদা-ধ্যয়নে রত ও পিতার শুশ্রূষায় অভিনিবিষ্ট এবং ধনুর্ব্বেদে পরিনিষ্ঠিত হইয়া স্ব২ গুণ দ্বারা সমস্ত পুর ও বহু২ জনপদ বাসি জনগণের অনু রাগ ভাজন হইলেন।

ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণে আদিকাণ্ডে দশরথ রাজার পুত্র জন্ম নামে ১৫ সর্গ।

অগ্নি পুরাণ।

নবম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন সম্পাতির বচন শ্রবণ করিয়া হনুমান শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইল। পথিমধ্যে মৈনাক মহীধরের সহিত সখ্য ও সিংহিকাবিনিপাত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ ক-রিল। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দশানন কুম্ভকর্ণাদির গৃহে এবং পান ভূমিতে সীতার অন্বেষণ করি-তে লাগিল, কিন্তু কুত্রাপি সন্ধান না পাওয়াতে

তাহার অতিশয় চিন্তা হইল। অনন্তর অশোক বনে গমন করিয়ে শিংশপা তরুতলে রাক্ষসী পরিবৃতা জানকীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হনুমান্ তাঁহার নিকট আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নানা প্রকার শান্তনা ও অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়া সেই শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করিল।

বৃক্ষারূঢ় হইয়া নানা প্রকার চিন্তার পরে মধু-বন ভঙ্গ, তৎপালক গণের বিনাশ ও রাবণাত্মজ অক্ষয়কুমারের বধ করিল। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধান্ধ হইয়া নাগপাশ করিয়া হনুমানকে বন্ধন পূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করিল। রাবণ তাহাকে “ কে তুমি ” জিজ্ঞাসা করিলে হনুমান বলিল আমি রামদূত, সীতান্বেষণার্থ লঙ্কায় আগ-মন করিয়াছি, অশোক বনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে পরামর্শ দি সীতা দান কর, নচেৎ সবংশে ধ্বংস হইবে। রাবণ হনুমানের ঐ কথায় ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার লাঙ্গুল বস্ত্রাবৃত করাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করাইল তাহাতে পবনাত্মজ সর্ব্বত্র উল্লম্ফন করিয়া সমস্ত লঙ্কা দাহ করিল। অনন্তর সীতা সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রত্যভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় রাম সমীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল।

সীতার অন্বেষণ করিয়া হনুমানকে প্রত্যা-গত দেখিয়া রামচন্দ্র পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং বিস্তারিত করিয়া সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞা-সিতে লাগিলেন। তাহাতে হনুমান পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রামচন্দ্রকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক সমুদ্রতটে গমন করিল।

সেই সময় বিভীষণ রাবণ কর্ত্তৃক তির-স্কৃত হইয়া রাম সমীপে আগমন পূর্ব্বক শরণ প্রার্থনা করিল। রামচন্দ্র, “ আমি রাবণ বধ করিয়া তোমাকে লঙ্কা রাজ্য প্রদান করিব ” প্র-তিজ্ঞা করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিলেন। অনন্তর নল নীল প্রভৃতি কপিগণ সাহায্যে সমুদ্রে সেতু বন্ধন পূর্ব্বক কপিসেনা সমভিব্যা-হারে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন।

ইতি আগ্নেয় পুরাণ নবমাধ্যায়।

কল্কি পুরাণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন হংস যথাবিধি ভিক্ষা করিয়া তথায় উপস্থিতি পূর্ব্বক অবস্থিত হইলে আমার [illegible] আমার এতাদৃশী দশা কেন হইল ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে হংস আমাকে উ-দ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন ওহে অনন্ত, চারু-মতী নাম্নী ভার্য্যা বুধ প্রভৃতি পঞ্চ তনয় এবং প্রচুর ধান্যাদি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন সেই অট্টালিকা, এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অদ্য পুত্রের বিবাহ দিনে তুমি কোথায় আসিয়াছ। এস্থান সমুদ্রের উত্তর তীর, এখানে আসিয়া কেন চিত্ত চাপল্য প্রকাশ করিতেছ? আর আমি তোমাকে তথায় সপ্ততি বর্ষীয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম এক্ষণে ত্রিংশদ্বর্ষীয় দেখিতেছি ইহার কারণ কি? এই তোমার স্ত্রী মানবী, ইহাঁকে পূর্ব্বে দেখি নাই, এখন কোথা হইতে আসিলেন আর আমি কোথা হইতে কি প্রকারে আসিলাম, কেবা আ-মাকে আনিল? আমি কি সেই ভিক্ষুক হংস, কি অন্যই বা কেহ হইব, এবং তুমিই কি সেই অনন্ত, না অন্য কেহ, আমি বোধ করি তুমি গৃহস্থ অনন্ত নামক ব্রাহ্মণ, আমি ভিক্ষুক পরম হংস আমাদিগের এস্থানে মিলন বালক ও উন্মত্ত সমা-গমের ন্যায় আকস্মিক হইয়াছে তবে ইহাতে এই মাত্র বোধ হইতেছে সেই ভগবান হরির ত্রিজগন্মোহকারিণী মায়াই ইহা, তাহার অন্যথা নাই।

অনন্ত কহিলেন হংস আমাকে এই সকল শ্রবণ করাইলে আমি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলাম। আরো কহিলেন প্রলয়কালে পরম পুরুষের উদর মধ্যে যে মহামায়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন তিনিই মোহকারিণী, পান্থদিগকে যেমন বেশ্যারা ভ্রান্ত চিত্ত করায় সেইরূপ সেই মহামায়া লোকদিগকে ভ্রান্তি প্রদান করিতেছেন সেই মহামায়ার মাহাত্ম্যে “ আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, এই আমার পুত্র, এই কলত্র, এই ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মিথ্যা জ্ঞান হই-তেছে। বিশ্ব সংসার লয় প্রাপ্ত হইলে এবং কেবল তন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে পরম ব্রহ্ম সি-সৃক্ষু হইয়া প্রথমতঃ আত্মাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগে পুরুষ ও অন্য ভাগে প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। পরে ঐ উভয়ের সংযোগে কালক্রমে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব তাহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শরীর উৎপন্ন হয়। ইহাঁরাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, ইহাঁ-দিগের দ্বারা প্রথমতঃ গুণ বিশিষ্ট পঞ্চ তন্মা-ত্রের সৃষ্টি হয় পরে তাহা হইতে এই সমস্ত পৃথিব্যাদি মহাভূতের উৎপত্তি এবং দেব দানব যক্ষ রাক্ষস ভূত বেতাল মনুষ্য তির্য্যক্ পশু

প্রকৃতি নিখিল প্রপঞ্চের বিস্তার হইয়াছে ও ক্ষণেঃ ঐ সকলের নানা অবস্থা ঘটিতেছে। জীব পুরুষ মায়া নাম্নী নিজ জায়ার বশীভূত হইয়া সংসারী ও লুব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। অতএব মায়াই বলবতী, ব্রহ্মাদি দেবতাও, যেমন নাসিকা বিদ্ধ গোজাতি এবং পঞ্জর রুদ্ধ বিহঙ্গজাতি তাহার ন্যায়, যে মায়ার পারতন্ত্র্যে অবস্থিতি করিতেছেন সেই মায়াকে যে ব্যক্তি জানিতে পারে সে ব্যক্তিই সুখ দুঃখাদিতে কদাচ লিপ্ত হয় না।

শৌনক কহিতেছেন মার্কণ্ডেয় বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ শুকদেবের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আর কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং রাজারাই বা অনন্তের সুধা তুল্য ঐ বাক্য শ্রবণে কি কহিলেন। হে সূত গোস্বামিন্ ; সে সকল ভবিষ্য কথা বর্ণন কর।

সূত কহিলেন সেই স্থানে রাজগণ অনন্ত মুনিকে সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন কি তপস্যা করিলে মোহ শান্তি হয়, কি করিলেই বা ইন্দ্রিয় সংযম হইতে পারে, ইহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে বলুন।

অনন্ত কহিতেছেন, তদনন্তর আমি পরম হংসের বাক্য শ্রবণে সংসারে জাতবৈরাগ্য হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলাম এবং নানাবিধ তপস্যা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও মনঃ সংযম হইল না, আমি ঘোরতর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেও ধন ধান্য পুত্র মিত্রাদি সমস্ত সাংসারিক বস্তুই আমার মনোমধ্যে নিয়ত উদ্ভাবিত হইতে লাগিল তাহাতে সর্ব্বদাই দুঃখ শোকাদি সমস্ত উদিত হইয়া আমাকে পরিতপ্ত করিত সুতরাং ধ্যান ধারণাদি সমস্ত কর্ম্মের ব্যাঘাত হইয়া উঠিল তখন আমি বিবেচনা করিলাম অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বিনষ্ট করি পরে মনের নিগ্রহ করিব মনে করিয়া ইন্দ্রিয় দমনে উদ্যত হইলাম তাহাতে হঠাৎ ইন্দ্রিয় গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ওহে অনন্ত তুমি কি কারণে আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ? আমরা দিক্ বায়ু সূর্য্য বরুণ অশ্বিনী কুমার অগ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র মিত্র ও ব্রহ্মা, আমরা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, তোমার নিকটে প্রতিষ্ঠিত আছি, কেন তুমি আমাদিগকে ক্লেশ দেও ? ক্লেশ প্রদান করিলেও তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হইবে না, আমাদিগের ছেদ ভেদ করিলে তুমি মরিবে আর বিবেচনা কর আমাদিগকেই যেন বিনাশ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়াছ মনকে কিসে সংযত করিবে ? অন্ধ বধির কিম্বা অন্যান্য বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে অবস্থান করিয়াও মনঃ সংযমন করিতে পারে নাই, অতএব ইন্দ্রিয় দমন করিলেই বা কি প্রকারে মনকে বশীভূত করিবে ? জীবাত্মা গৃহস্থ, শরীর গৃহ, মন পরিচারক, বুদ্ধি ভার্য্যা, আমরা সেই বুদ্ধিরই সেবক। জীব আপন কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া লোভাকৃষ্ট চিত্তে সংসারে প্রবৃত্ত হন, মন তাঁহাকে অনায়াসেই বন্ধ ও মোক্ষ প্রদান করিতে পারে, অতএব অগ্রে মনো দমনার্থ বিষ্ণু ভক্তিকে আশ্রয় কর, সেই ভক্তিই তোমাকে মুক্তিপ্রদান করিবেন। তিনি ভব বন্ধন মোচনে পটীয়সী, আধি ব্যাধি বিনাশিনী, পাপ পুঞ্জের নির্ম্মূলনকারিণী, সুখ মোক্ষ প্রদা এবং কর্ম্ম সূত্র চ্ছেদিনী। সেই হরিভক্তি দ্বারা নিশ্চয় তুমি পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে কল্কি দর্শনার্থ যাত্রা কর, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মসূত্রচ্ছেদ হইবে। আমি এই কথায় প্রবোধিত হইয়া কল্কি দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি, এক্ষণে সেই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ মূর্ত্তি সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

সূত কহিতেছেন অনন্ত মুনি রাজগণ সমীপে এই সমস্ত কথা কহিয়া কল্কিকে নমস্কার করিয়া স্বাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। রাজগণ অনন্ত মুনির বাক্য শ্রবণে কল্কি ও পদ্মাকে প্রণতি পূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদবী প্রাপ্ত হইলেন। সূত কহিতেছেন এই অনন্ত মুনির উপাখ্যান ইহা শ্রবণে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয় এবং ইহা পাঠ করিলে ভববন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই উপাখ্যান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনা নিবৃত্তি হয়, ধর্ম্ম পথে মতি হয়, জ্ঞানোদয় হয় এবং ইন্দ্রিয় বর্গ সংযত করিতে পারা যায়, বিষ্ণু ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিভাবে সাবধান পূর্ব্বক ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিবে।

এই কল্কিপুরাণ অনুভাগবত ভবিষ্য কথন অনন্ত মায়া বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

মৎস্য পুরাণ।

দশম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন শুনিয়াছি, ভূরিং ভূপাল এই ধরণী ভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন্ রাজার সম্বন্ধবশতঃ এই অবনী "পৃথিবী" এই সংজ্ঞা

প্রাপ্ত হইল যাহা হইতে রাজাদিগকে পার্থিব বলা গিয়া থাকে তাহা বর্ণন কর। হে সূত! ভূমির ঐ পারিভাষিক সংজ্ঞা হইবার কারণ কি? অপর এই ধরণীর "গো" এই খ্যাতিই বা কেন হয়? এ সকল বিষয়ও আমাদিগের নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বল।

সূত কহিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর দুহিতা সুনীথার পাণি গ্রহণ করেন যাহার কর্কশ তাপিত্ব ও দুর্দ্ধর্ষত্ব সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ পত্নীর গর্ব্ভে প্রজাপতি অঙ্গের বেণ নামে এক পুত্র হয়। অঙ্গরাজা যদিও সাত্বিক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন তথাচ মাতৃবংশ সম্বন্ধে তাঁহার ঐ সন্তান শৈশবাবধি অধর্ম্মে রত হইল। অনন্তর তাহার বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন জনকের নিধন হইল তখন সমস্ত রাজ্যের অধিকারী হইয়া যৌবন ধন সম্পত্তি ও প্রভুত্ব এই সকলের মাহাত্ম্যে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এমত কোন অধর্ম্ম ছিল না যে তাহা হইতে তাহার অনুষ্ঠান না হইল। লোকের অনিষ্ট করণেই তাহার আমোদ হইত। পরস্ত্রী সংগ্রহ ও পরধন হরণ করিতে পাইলে আহ্লাদের পরিসীমা হইত না। অতএব রাজ্যস্থ সমস্ত লোক সর্ব্ব প্রকারে ক্লেশ পাইয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইল।

মহর্ষিগণ দেখিলেন বেণ হইতে ধর্ম্ম একেবারে উৎসন্ন হয় অতএব ধর্ম্ম এবং সদাচার রক্ষা নিমিত্ত তাহার সন্নিধানে গমন করিয়া নানা প্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন কিন্তু বেণ অতিশয় দুর্ম্মদ, কোন প্রকারে ঋষিদের বাক্য গ্রহণ করিয়া অধর্ম্মাচরণ হইতে ক্ষান্ত হইল না।

যখন কোন প্রকারে বেণ নিবৃত্ত না হইল তখন ঋষিগণের অতিশয় রোষ জন্মিল। ক্রোধ বশতঃ তৎক্ষণাৎ অভিশাপ দিলেন তাহাতে বেণ পরিদগ্ধ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। অনন্তর ঋষিগণ দেখিলেন ধরণী নায়কাভাবে নষ্টহয়, নরপতি বিরহে প্রজাজন নানা প্রকার উপদ্রোহে পড়িতেছে। অতএব সকলে পরামর্শ করিয়া মৃত বেণের বাহু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঋষিগণ প্রথমতঃ বেণের বাম বাহু মন্থন করিলেন। বামভাগে মাতার অবয়ব অধিক, এ প্রযুক্ত তাহা হইতে মাতৃ বংশানুরূপ কতক গুলা ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল।

ঋষিরা তদবলোকনে পরে বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণাংশে পিতার অবয়ব অধিক থাকাতে তাহা হইতে ধার্ম্মিক একটী পুত্র হইল। যখন তাহার উদ্ভব হইল তৎকালেই ধনুর্ব্বাণধারী, কবচ খচিত বর্ম্মে বর্ম্মিত এবং এরূপ প্রখর তেজঃ, যে দিব্য তেজও তাহা হইতে অভিভূত হইতে লাগিল। ঐ তনয়ের প্রভাব জন্মাবধি অতিশয় পৃথু (বিস্তীর্ণ) হইল এই নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে প্রথিত হইলেন।

মুনিগণ বেণাঙ্গজাত পৃথুর ঐ প্রকার আকার অবলোকন করিয়া তাঁহার দ্বারা অবনীর রক্ষণাবেক্ষণ হইবে বিবেচনা করত তাঁহাকে ধরণী মণ্ডলে রাজা করিয়া অভিষিক্ত করিলেন।

যদিও ঋষিগণ কর্ত্তৃক পৃথুর অভিষেক হইল তথাপি তিনি তপস্যা করিয়া আপনার প্রভুত্ব সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। অনন্তর রাজকার্য্যে নিবিষ্ট হইয়া দেখিলেন অবনীমণ্ডলে বেণের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম ও সদাচার উৎসন্ন হইয়াছে, কুত্রাপি বেদাধ্যয়ন বা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কিছুই নাই অতএব রোষ পরবশ হইয়া শর দ্বারা ধরণী দোহনের উদ্যোগ করিলেন।

ধরণী দেখিলেন পৃথুর কোপ অতি ভয়ঙ্কর রোষ বশতঃ একেবারে বিনষ্ট করিতে উদ্যত অতএব আত্ম প্রাণ পরিরক্ষণার্থ গোরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন পরায়ণা হইলেন। পৃথুর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া ছিল ধরণীকে গোরূপিণী হইতে দেখিয়াও কোপ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ধনুর্ব্বাণ উদ্যম করিয়া ঐ গাভীরই পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন।

পৃথিবী অনেক ক্ষণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া বেড়াইলেন কিন্তু যেখানে যান সেই স্থানেই দেখেন মহারাজ পৃথু কোপে পরিপূর্ণ হইয়া পশ্চাৎ ধাবমান। অতএব আত্মরক্ষার্থ হতাশ হইয়া একস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক সবিনয় বচনে কহিলেন মহারাজ! রক্ষা করুন, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা হউক।

ধরণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথু কহিলেন তোমার প্রাণ বধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই তুমি সর্ব্ব জগতের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান কর, এখনি সুরক্ষিতা হইবে।

পৃথুর এই কথায় ধরণী কহিলেন তুমি উপযুক্ত বৎস আনিয়া ইচ্ছানুসারে আমা হইতে সকলের অভীষ্ট দোহন করিয়া লও, আমার কোন আপত্তি নাই। অতএব মহারাজ পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনার হস্ত

কাল পাত্রে পৃথিবী হইতে অভীষ্ট অন্ন দোহন করিয়া লইলেন।

হে ঋষিগণ! সেই অন্নেতেই অদ্যাবধি প্রজা সকলের জীবন ধারণ হইতেছে। পৃথুর দোহনানন্তর ঋষিগণ পৃথিবী হইতে তপস্যা রূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়েন। তাঁহাদের দোহন সময়ে সোম বৎস, এবং বৃহস্পতি দোগ্ধা হইয়াছিলেন, আর বেদ সকল পাত্র হইয়াছিল।

তৎপরে দেবতারা কাঞ্চন পাত্রে পৃথিবী হইতে উর্জ্জস্কর বল দোহন করিলেন। তাঁহাদের দোহনকালে মিত্র দোগ্ধা এবং ইন্দ্র বৎস হয়েন।

তাহার পরে পিতৃগণ অন্তককে দোগ্ধা ও যমকে বৎস করিয়া রজতপাত্রে স্বধারূপ রস দোহন করিলেন।

তদনন্তর নাগগণ অবনী দোহন আরম্ভ করিল তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র নাগ দোগ্ধা, তক্ষক বৎস, এবং অলাবু পাত্র হইল আর বিষ তাহাদের দুগ্ধ হইল।

হে মুনিগণ! ঐ সময়ে অসুরেরাও এই ধরণী দোহন করিয়াছিল। তাহাদের দোহনে বিরোচন বৎস, দ্বিমূর্দ্ধা দানব দোগ্ধা এবং আয়স পাত্র হইয়াছিল। তাহারা এই দোহনে শত্রু পীড়নী মায়া রূপ ক্ষীর প্রাপ্ত হয়।

ঐ রূপে গন্ধর্ব্বগণ চিত্ররথকে বৎস কল্পনা করিয়া গন্ধ সকল দোহন করেন। বসুরুচি নামে গন্ধর্ব্ব তাঁহাদের দোগ্ধা হন।

অনন্তর পর্ব্বত সকল হিমালয়কে বৎস কল্পনা করিয়া বিবধ রত্ন ও ওষধি দোহন করিয়াছিল, তাহাদের দোহনে সুমেরু দোগ্ধা হয়।

পরে বৃক্ষগণ পৃথিবী হইতে আপনাদের জন্য প্ররোহণ দোহন করিল। তাহাদের দোহনে পত্র সকল পাত্র এবং শালবৃক্ষ দোগ্ধা ও অশ্বত্থ বৎস হইল।

হে মুনিগণ! এই প্রকারে অন্যান্য ব্যক্তিরাও পৃথিবী হইতে আপন২ অভীষ্ট দোহন করিয়া লইল। অতএব পৃথুর রাজ্যে সকলেই অভীষ্ট লাভে মহা২ সুখী হইল। সকল প্রজাই আয়ুষ্মান্ ও ধনবান্ হইল। পৃথুর রাজ্যে কেহ দরিদ্র, কি রোগী, কি পাপী, হইল না। তাঁহার শাসন সময়ে কোন ব্যক্তির কোন প্রকার ভয় থাকিল না। সকল লোক সদা আমোদিত ও শোক সন্তাপ বিহীন হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

অনন্তর পৃথু দেখিলেন অবনী মণ্ডল বহুল শৈলে সঙ্কীর্ণ, তাহাতে প্রজাজনের বাসস্থল সুন্দর হইতেছে না। অতএব আপনার শৌর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক ধনুকোটি দ্বারা শৈল সকল উৎসারণ করত ভূতল সমান করিলেন। তাহার পরে ক্রমে পুর নগর দুর্গ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইল। অতএব সকলে দুঃখ শোক রহিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

হে মুনিগণ! পৃথু রাজা যে সময় পৃথিবী দোহন করেন সে সময় যাহার২ দোহনে যে২ পাত্র ও যে২ ক্ষীর ও যে দোগ্ধা হইয়াছিল আপনাদের নিকট এই সমস্ত বর্ণন করিলাম। হে দ্বিজবর্য্যবর্গ! ধরণী আত্ম রক্ষণার্থ পৃথুর নিকট ধর্ম্মতঃ দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পৃথিবী হয়।

ইতি মৎস্য পুরাণে প্রতিসর্গে পৃথুর উৎপত্তি বর্ণন দশম অধ্যায়।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন রাজন্! এক্ষণে পাপনাশন আর একটী বৃহত্তপঃ নামে ব্রতের বিষয় বলি, শ্রবণ কর, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসে রজনী যোগে গুড়সংযুক্ত পায়স একবার ভোজন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে বিল্বকাষ্ঠে দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নানাচমন করিয়া শুচি হইবে এবং মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই বাক্য উচ্চারণ করিবে হে দেব! আমি এই ব্রত করিতে ইচ্ছা করি, আজ্ঞা দেউন, যে প্রকারে ইহা নির্ব্বাহ হয় করুন।

হে রাজন! এই প্রকার নিয়ম করিয়া যো ডশ বৎসর যাবৎ ব্রত করিবেক। অনন্তর অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিপৎ তিথিতে দিবসে শুক্ল পূজা করিয়া মহাদেবের স্মরণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে এবং রজনীযোগে দীপ জ্বালিয়া নিবেদন পূর্ব্বক মহাদেবের ভক্ত বিপ্রবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা শক্ত্যনুসারে ষোড়শ অথবা অষ্ট কিম্বা চারি অথবা এক জন হইলেও হইতে পারিবেক।

ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ধরাশয়নে রাত্রি যাপন করিবে। অনন্তর প্রভাত হইয়া সূর্য্যোদয় হইলে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য লইয়া শিবালয়ে যাইবে।

প্রথমতঃ সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা শিবলিঙ্গের অভ্যঙ্গ করাইয়া পঞ্চকষায়োদকে মার্জ্জন ও স্নাপন করিবে। পরে গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত, মধু,

শর্করোদক এবং তিলাম্বু দ্বারা স্নান করাইয়া উক্তোদকে অভিষেক করিবেক। তদনন্তর কর্পূর অগুরু চন্দন ও বিবিধ পুষ্পাদি দিয়া পূজা করত হেমপদ্ম, বস্ত্রযুগ্ম, পতাকা, পঞ্চবর্ণ বিতান ইত্যাদি যথাশক্তি নিবেদন করিয়া দিবে। অবশেষে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া যথাশক্তি স্তব করিবে। পরে গৃহে গিয়া অগ্নির পূজা করিয়া ব্রতিদিগকে ভোজন করাইবে এবং যথাশক্তি বস্ত্রাদি দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিবেক। হে রাজন্! এই প্রকার বিধিক্রমে ব্রত আরম্ভ করিবে। প্রথম বৎসর এই রূপ নিয়মেই যাপন করিতে হইবেক।

দ্বিতীয় বৎসরে অমাবস্যায় নক্তব্রত করিয়া প্রতিপদাদি তিথিতে অহরহ ঐ রূপ নিয়ম করিবে। এই প্রকারে দ্বিতীয় বৎসরও প্রথম বৎসরের ন্যায় যাপন করিতে হইবে।

অনন্তর তৃতীয় বৎসরে দুইটী উপবাস করিয়া পুনরায় ঐ রূপে ব্রত আচরণ করিবে এবং যাবৎ বৎসর পূর্ণ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ রূপে পূজাদি অনুষ্ঠান করিবে।

এই প্রকারে ষোড়শ বৎসর ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠাকালে স্বর্ণ শৃঙ্গ, রৌপ্য খুর, কাংস্য ক্রোড় যুক্ত গাভী মহাদেবের উদ্দেশে দান করিবে এবং শিব ভক্ত ষোড়শ ব্রাহ্মণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়া পূজা করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও যথাশক্তি ভোজন করাইবে। আর যে সকল ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হয় তাহাদিগকে যথাশক্তি দান করিবে।

হে রাজন্! এই ব্রত করিলে মানবদিগের বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্তি হয় এবং চারি বর্ণের মধ্যে যিনি যাহা বাঞ্ছা করেন ব্রত প্রসাদে তাহা প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া মোহ বশতঃ এই ব্রত না করে তাহার ধন বৃথা, তাহার চিত্ত নষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ এই মহা ব্রত ধন বৃদ্ধিকর আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, এবং সর্ব্ব সৌভাগ্যের আকর। অতএব কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই ইহা যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ব্রত বিধবা ও সধবা উভয় প্রকার স্ত্রীলোকেই করিতে পারে তাহাতে উভয়েরই স্ব২ অভীষ্ট ফল লাভ হয়।

হে মহারাজ! উল্লিখিত ব্রত করিতে২ যদি দৈবাৎ বিঘ্ন হয় তবে যত তিথি উপবাস করা হয় তাবৎ তিথি পুনরায় উপবাস করিয়া সমাপন করিবে। হে রাজেন্দ্র! যদি কোন ব্যক্তি ঐ ব্রত শীঘ্র সমাপন করিতে ইচ্ছা করেন তিনিও ঐ প্রকার নিয়মে ব্রত করিলে সাঙ্গ ব্রতের ফল পাইতে পারিবেন।

মহারাজ! এই ব্রত আরম্ভ করিয়া যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহারও ব্রত প্রভাবে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানজন্য ফল প্রাপ্তি হইবে। হে রাজন্! এ ব্রতের এরূপ মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি ইহার নাম মুখে উচ্চারণ অথবা কর্ণে শ্রবণ করে তাহারও শিব চিন্তন প্রসঙ্গে সুমহৎ পুণ্য হয়। অতএব এই ব্রত অতিশয় পুণ্যপ্রদ এবং মহাফল জনক, যে সকল ব্যক্তি যথাবিধি আরম্ভ করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ষোড়শ বৎসর যাবৎ ইহা আচরণ করে তাহারা ব্রত প্রসাদে অচিরেই অর্কমণ্ডল ভেদ করিয়া শশিশেখর ভগবান্ মহেশ্বের নিকট স্থান প্রাপ্ত হয়।

ইতি ভবিষ্যোত্তরে বৃহত্তপো ব্রত নামে দশম অধ্যায়।

ব্রহ্ম পুরাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন বৈবস্বত মনুর নয়টী পুত্র হয়, যথা ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্ঠ, প্রাংশু, নভোরিষ্ট, করূষ এবং পৃষধ, ইহারা সাত জনেই পিতার তুল্য তেজস্বী ছিলেন। এই সকল পুত্র উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মনু পুত্র কামনা করিয়া মিত্রাবরুণের যাগ করিয়াছিলেন। যখন যজ্ঞ প্রবর্ত্তমান ছিল তখন মনু স্বয়ং মিত্রাবরুণের উদ্দেশে হুতাশনোপরি আহুতি প্রদান করেন। তাহাতে ঐ যজ্ঞে একটী দিব্যাঙ্গনা উৎপন্না হইয়াছিলেন। তাহার পরিধান দিব্য বসন, সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ ভূষণ, সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। মনু সেই অঙ্গনাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে ইলা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং কহিলেন ভদ্রে, আমার অনুগামিনী হও। ইলা মনুর এই বাক্যে পুত্রকাম সেই মনুকে ধর্ম্ম যুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন, হে বক্তৃবর! আমি তোমার এই যজ্ঞে মিত্রাবরুণের অংশে উৎপন্ন হইলাম তাঁহাদের নিকটে গমন করিতে হইবে আপনি এ প্রকার অনুরোধ করিয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করেন কেন? ধর্ম্ম নষ্ট হইলে আমি যে নষ্ট হইব।

ইলা মনুকে এই প্রকার কহিয়া তৎক্ষণাৎ মিত্রাবরুণের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন হে দেবদ্বয়, আমি আপনাদের দুই জনের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি, কি করিব আজ্ঞা করুন। মনু আমাকে তাঁহার অনুগামিনী হইতে কহিয়াছিলেন আমি তাঁহার বাক্য রাখি নাই

মিত্রাবরুণ ইলার এই কথা শুনিয়া প্রসন্নতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন ভদ্রে, তোমার এই ধর্ম্ম,

বিনয়, এবং সত্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের পরম প্রীতি জন্মিল, আমরা সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিতেছি তুমি আমাদের কন্যা বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাতা হইবে, এবং তুমিই মনুর বংশধর সন্তান হইয়া ত্রিলোক মধ্যে সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইবে আর জগতীতলে সমস্ত লোক তোমাকে ভাল বাসিবে। তুমি অতিশয় ধর্ম্মশীল হইবে এবং তোমা হইতে মনুর বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেক।

ইলা এই কথা শুনিয়া পিতার নিকট গমন করিলে পথি মধ্যে বুধের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং বুধ তাহাকে মিলনার্থ আহ্বান করিলেন। হে বিপ্রগণ, তাহাতেই ইলার গর্ব্ভে পুরুরবার জন্ম হইল। ঐ পুত্রটী প্রসব করিলে পর ইলার "সুদ্যুম্ন" এই সংজ্ঞা হয়।

তদনন্তর ঐ সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হইল যথা উৎকল, গয়, এবং বিনতাশ্ব। উৎকলের দক্ষিণ দিক বিনতাশ্বের পশ্চিম দিক, এবং গয়ের পূর্ব্ব দিক।

হে বিপ্রগণ, একদা মনু অর্ক মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলে ইক্ষ্বাকু ক্ষাত্র তেজঃ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে দশ ভাগ করেন এবং আপনি জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া মধ্যদেশ প্রাপ্ত হন।

সুদ্যুম কন্যা বলিয়া তাঁহার গুণপ্রাপ্ত হইলেন না। কিন্তু প্রতিষ্ঠান নগরে মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইল। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পুরুরবাকে দান করিলেন। আপনি স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণ যুক্ত ছিলেন এই নিমিত্ত সকলের প্রিয় ও সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন্।

হে মুনিগণ, নরিষ্যন্তের শাক নামে কতিপয় পুত্র হয়: নাভাগের তনয় অম্বরীষ, যিনি সকল রাজার প্রধান। অপর ধৃষ্টির পুত্র ধার্ষ্টক, যিনি রণে অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন।

পরন্তু স্বর্যাতির আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত মিথুন অর্থাৎ একটী বালক ও একটী বালিকা হয়। হে মুনিগণ, সেই বালিকা পরে চ্যবন ঋষির সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল। সে যাহা হউক। ঐ আনর্ত্তের সন্তান মহাদ্যুতি রেব। আনর্ত্ত দেশ যাহার বিষয় এবং যাহার পুরীর নাম কুশস্থলী।

ঐ রেবের তনয় রৈবত, তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক কুকুদ্মী নামে বিখ্যাত হন। রৈবতের ঐ পুত্র জ্যেষ্ঠ ছিলেন অতএব পিতৃনিধনানন্তর কুশস্থলী রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং শত পুত্রের পিতা হন্তেন। একদা তিনি আপন কন্যা সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন তথায় যদিও দেবদেব ব্রহ্মার মুহূর্ত্তমাত্র কাল তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, তথাচ তাঁহার বহু সংখ্যক যুগ অতীত হইল। তদনন্তর স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যাদবগণ এবং ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক বংশীয় পুরুষেরা নগর বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছেন। রাজা রৈবত এই বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার সেই কন্যা রেবতীকে বলদেবের হস্তে সংপ্রদান করিলেন। অনন্তর আপনি রাজ্য ভোগে বিরত হইয়া তপস্যার্থ সুমেরুশিখরে গমন করিলেন তদনন্তর বলদেব রেবতী নাম্নী রমণীর সহিত সুখে কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন সূত, শ্রুত আছে বহুকাল অতীত হইয়া গেলেও রেবতীর জনক রৈবতের বার্দ্ধক্যদশা হয় নাই, ইহা কি রূপে হইল? আর বহুকাল হইল স্বর্যাতি সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন তাঁহার সন্ততি অদ্য পর্য্যন্ত পৃথ্বী তলে কি প্রকারে রহিলেন? এ বিষয়ের তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সূত কহিলেন হে মুনিবরগণ! জরা কিম্বা ক্ষুধা অথবা পিপাসা কিম্বা মৃত্যু অথবা ঋতুচক্র ইহারা ব্রহ্ম লোকে কখন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারে না, পুণ্যবান রৈবত রাজা স্বীয় পুণ্য প্রভাবে স্বর্গত হইয়াছিলেন সুতরাং ব্রহ্মলোক বাসির তুল্য হওয়াতে তাঁহাকে জরা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু হে বিপ্রগণ! ঐ রাজা স্বর্গত হইলে তাঁহার রাজধানী কুশস্থলী রাক্ষস এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বিনাশিত হয়। অপর শ্রুত আছে তাঁহার যে এক শত ভ্রাতা ছিল রাক্ষসেরা তাহাদিগের উপর আক্রমণ করিয়া বধ করিবার উপক্রমণ করিয়াছিল। অতএব তাহারা ভয়ে কান্দিশীক হইয়া পলায়ন পরায়ণ হয়। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ সকল! রৈবত রাজার ভ্রাতৃশত পলায়মান হইয়া যেং দেশে গমন করে সেইং স্থানে অদ্যাবধি তাহাদের বংশ আছে। তাহারা সকলেই স্বার্যাত বলিয়া বিখ্যাত।

হে মুনিগণ, এক্ষণে অন্য কথা শ্রবণ করুন। নাভাগের দুই পুত্র ছিল, তাহারা পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। অপর করূষ নামে যে স্বর্যাতি তনয় ছিল তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব হয়। এইরূপ বৈবস্বত মনুর কতক গুলি সন্তান শাপ বশতঃ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

হে বিপ্রবর্গ, ক্ষুৎত মনুর ইক্ষ্বাকু নামে যে এক পুত্র হইয়াছিল, তাহার শত সন্তান হয়। তাহাদের মধ্যে বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ, তিনি পরম ধার্ম্মিক, অযোধ্যার অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশটী পুত্র হয়। তাহারা উত্তরাপথ দেশের রক্ষাকর্ত্তা এবং মহাবল পরাক্রান্ত। তাহাদের মধ্যে অষ্ট চত্বারিংশৎ ব্যক্তি দক্ষিণ দিকে আছেন।

হে বিপ্রগণ, ঐ সকল পুত্রের মধ্যে এক ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া একদা একটী শশক (মৃগ বিশেষ) আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধ না করিয়াই তাহা ভক্ষণ করেন। অতএব তিনি শশাদ

নামে বিখ্যাত হন। ইক্ষ্বাকু বংশীয়েরা ঐ দোষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব ইক্ষ্বাকুর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে শশাদ স্বগণভ্রষ্ট হইয়া একাকী থাকেন।

সে যাহা হউক। ঐ শশাদের এক পুত্র হয় তাহার নাম কাকুৎস্থ, তিনি অতিশয় বীর্য্যবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন। কাকুৎস্থের পুত্র অনেনা, তাহার তনয় পৃথু, পৃথুর সন্তান বিষ্টরাশ, বিষ্টরাশের পুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের তনয় যুবনাশ্ব, তাহার পুত্র কুবলাশ্ব, তাহার সন্তান ধুন্ধুমার, তিনি অতি ধার্ম্মিক। ধুন্ধুমার বধ করাতে ঐ নাম প্রাপ্ত হন।

মুনিগণ জিজ্ঞাসিলেন সূত, কি প্রকারে ও কেন ধুন্ধু বধ হয় ইহা শ্রবণ করিতে আমাদের কৌতূহল জন্মিল, অতএব বর্ণন কর, বোধ করি ঐ বিষয় আশ্চর্য্য হইবে যেহেতু তাহাতে কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন।

লোমহর্ষণ কহিলেন হে মুনিবর্য্য বর্গ, কুবলাশ্বের শত সন্তান হয়, সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যায় পারগ, সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদ, এবং মহাবল পরাক্রম। তাহাদের যদ্রূপ বিদ্যা বুদ্ধি বিক্রম ছিল ধর্ম্ম বুদ্ধিও তদ্রূপ ছিল, সকলে সর্ব্বদা ভূরিং দক্ষিণা দিয়া যাগ যজ্ঞ করিতেন।

হে মুনিগণ, বৃহদশ্ব রাজা আপনার বার্দ্ধক্য দশায় কুবলাশ্বকে রাজ্য দিয়া বন প্রস্থান করেন কিন্তু যখন তিনি অরণ্যে প্রবিষ্ট হন তখন বিপ্রর্ষি উতঙ্ক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া গমন করিতে বারণ করিলেন এবং কহিলেন মহারাজ রাজ্য রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য, তুমি স্বয়ং তাহা করিতে যোগ্য, যদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ না কর আমরা নিরুদ্বেগ হইয়া তপস্যা করিতে পারিব না। বিশেষতঃ সংপ্রতি আমার একটা মহৎ উৎপাত উপস্থিত। আমার আশ্রমের সন্নিধানে কতক স্থান আছে, তাহা মরুপ্রায় নির্জ্জল, সেখানকার সমুদ্র বালুকায় পরিপূর্ণ। তথায় উজ্জালক নামে একটা মহাবল মহাকায় রাক্ষস ভূমি মধ্যে বালুকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সে মধু নামে প্রসিদ্ধ দানবের তনয়, ধুন্ধু বলিয়া বিখ্যাত। বালুকা মধ্যে সুদারুণ তপস্যা অবলম্বন করিয়া শয়ান রহিয়াছে। সংবৎসর গত হইলে এক বার নিশ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু যখন তাহার শ্বাস বহির্গত হয় তখন সেই বায়ুতে পৃথিবী বিচলিতা হইয়া উঠে এবং এত ধূলি উদ্ধত হয় যে তাহাতে দিবাকর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া যান। ফলতঃ তাহার নিশ্বাস হইতে অগ্নিকণাসহিত অঙ্গার ও ধূম নির্গত হয় তাহাতেই ঐ রূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া থাকে। অতএব তাহার উৎপাতে আমি আপনার আশ্রমে বাস করিতে অসমর্থ হইয়াছি, এবং অন্যান্য সকল লোকও মহাভীত হইয়াছে, আপনি প্রজা পালক রাজা, প্রজাজনের হিতার্থে ঐ দুরাত্মার প্রাণ বধ করুন, তাহার বিনাশ না হইলে লোকে সুস্থ হইতে পারিবেক না। মহারাজ, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি পৃথিবীমধ্যে ঐ দানবের বধ করিতে কেবল তুমিই সমর্থ।

উতঙ্কের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া সেই রাজর্ষি আপনার তনয় কুবলাশ্বকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন বৎস। তুমি ঐ দানব সংহারার্থ যত্ন কর : পরে বিপ্রর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ভগবন, আমি অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি আর গ্রহণ করিতে পারিব না, আমার তনয় হইতেই আপনাদের শত্রু বিনাশ হইবে তাহাতে ইনি ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইবেন।

লোমহর্ষণ কহিলেন হে মুনিগণ, বৃহদশ্ব এই প্রকার বলিয়া বন প্রস্থান করিলে তাঁহার পুত্র কুবলাশ্ব স্বীয় শত পুত্র সহিত দানববর ধুন্ধুর বধার্থ উতঙ্কের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। পথিমধ্যে উতঙ্কের প্রভাবে তাঁহার শরীরে বিষ্ণুতেজের আবির্ভাব হইল। তদবলোকনে স্বর্গে দেবগণ আনন্দিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করত বলিতে লাগিলেন এই রাজকুমার অদ্য ধুন্ধু বধ করিয়া ধুন্ধুমার এই খ্যাতি লাভ করিবেন।

সে যাহা হউক, কুবলাশ্ব পুত্রগণ সহ সমুদ্র সন্নিহিত সেই মরুদেশে গমন করিয়া তাহা হইতে বালুকা সকল খনন করিতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে তাঁহার শত তনয় চারি দিক খনন করিয়া বালুকা অন্তরিত করিল তাহার পরেই সেই ধুন্ধু তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইল।

হে মুনিগণ! ঐ দানবের কলেবর এতাদৃশ প্রকাণ্ড যে একাকী পশ্চিম দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। অপর তাহার মুখ হইতে ভয়ানক অগ্নি নির্গত হইতেছিল।

সেই অনলে কুবলাশ্বের শত তনয় দগ্ধ হইয়া গেল। অনন্তর কুবলাশ্ব রাক্ষসকে ধরিয়া যোগবলে তাহার অগ্নিময় বেগ বিনষ্ট করত বারি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন এবং বল পূর্ব্বক তাহার নিধন সম্পাদন করিয়া মৃতদেহ উতঙ্ক সমীপে উপনীত করিলেন।

দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিধন দেখিয়া বিপ্রর্ষি উতঙ্কের অতিশয় আহ্লাদ হইল, কুবলাশ্বের প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন এবং সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্। তোমার অক্ষয় বিত্ত হইবে, শত্রুগণ অপরাজেয়, ধর্ম্মে রতি এবং স্বর্গে বাস হইবে। আর তোমার যে সকল পুত্র এই স্থলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের অক্ষয় লোক হইবে।

হে মুনিগণ, কুবলাশ্বের শত পুত্র মধ্যে কেবল তিনটী অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব জ্যেষ্ঠ, এবং চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই দুটী কনিষ্ঠ। ঐ দৃঢ়াশ্বের এক পুত্র হয় তাহার নাম হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, তিনি সর্ব্বদা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অনুরাগী থাকিতেন। নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব, তাহার দুই তনয়, অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব, এবং এক কন্যা হয়, তাহার নাম হৈমবতী। এই কন্যা ত্রিভুবন মধ্যে অতিশয় বিখ্যাতা হইয়াছিল, তাহার পুত্রের নাম প্রসেনজিৎ।

হে ঋষিবৃন্দ, ঐ প্রসেনজিৎ গৌরীনামে এক ভার্য্যা পরিগ্রহ করেন, যদিও ঐ স্ত্রী পতিব্রতা ছিলেন তথাচ একদা কোন কারণে স্বামির রোষ উপস্থিত করাতে তাঁহার শাপে বাহুদা নামে নদী হয়।

ঐ গৌরীর এক পুত্র হয়, তাহার নাম যুবনাশ্ব। সেই যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা যাহার সন্তানের ত্রিলোকজয়িত্ব খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। শশবিন্দু রাজার কন্যা চৈত্ররথী ঐ মান্ধাতার ধর্ম্মপত্নী হন, তিনি অতিশয় সাধ্বী ও অনুপম রূপবতী ছিলেন। হে দ্বিজগণ, মান্ধাতা ঐ পত্নীর গর্ব্ভে পুরুকুৎস ও মুচকুন্দ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। তন্মধ্যে পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু, তিনি নর্ম্মদা নদীতে উৎপন্ন হন। তাঁহার তনয়ের নাম সম্ভূত সম্ভূতের তনয় সুধন্বা।

হে ঋষিসঙ্ঘ, ঐ সুধন্বার পুত্র ত্রিধন্বা তাহার পুত্র ত্রয্যারুণ, তাহা হইতে সত্যব্রত নামে কুমার জন্ম গ্রহণ করে। হে মুনিগণ, ঐ কুমার অতিশয় কামুক ছিল, একদা এক ব্যক্তির পরিণয় হইতেছিল সেই সময় সে তথায় উপস্থিত হইয়া পাণি গ্রহণ মন্ত্রে বিঘ্ন করিতে লাগিল এবং অন্যের কৃতোদ্বাহা ভার্য্যা হরণ করিয়া লইয়া গেল। সে বালক, কামবশগ, এবং মোহ ও মাৎসর্য্যে অভিভূত ছিল এই কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া পুরবাসি অন্য পুরুষের কৃতোদ্বাহা ভার্য্যা হরণ করিল। তাহার পিতা তাহার এই দুরাচার দর্শন করিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন এবং ক্রোধবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সে পরিত্যক্ত হইয়া পিতাকে বিনয় করত কহিল আমি কোথায় গিয়া থাকিব, বল। তাহাতে তাহার পিতা বলিলেন গ্রামান্তে গিয়া চাণ্ডালদের সহিত বাস কর, তুই কুলপাংশন, তোর দ্বারা আমি পুত্রবান্ হইতে চাহি না।

পিতার এই বাক্যে সে নগর হইতে বহির্গত হইয়া গেল, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ রাজপুরোহিত, তথায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, কেহই তাহাকে বারণ করিলেন না।

হে বিপ্রগণ, সত্যব্রত পিতৃত্যক্ত হইয়া চাণ্ডালদের সহিত বাস করিতে লাগিল। পরে তাহার পিতা সংসারে বিরক্ত হইয়া বন প্রস্থান করিলেন। অতএব সেই রাজ্য অরাজক হওয়াতে অধর্ম্মে পূর্ণ হইল। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় বৃষ্টি হইল না সুতরাং সমস্ত রাজ্য দুর্ভিক্ষে বিনষ্ট হইল।

ঐ রাজ্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র কলত্র সহ বাস করিতেন। ঐ সময়ে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ ত্যাগ করিয়া সাগরান্তে ভ্রমণ করেন। দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে তাঁহার পত্নী সন্তানগণের ভরণ পোষণে অক্ষম হইলেন। পুত্রদের পোষণার্থ আপনার মধ্যম তনয়টীকে গলায় বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে গেলেন। চাণ্ডাল পল্লীতে গমন করাতে রাজকুমার সত্যব্রত দেখিতে পাইয়া বিশ্বামিত্রের তুষ্ট্যর্থ তাহাকে মোচন করিল। হে মুনিগণ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঐ সন্তান মাতৃ কর্ত্তৃক গলে বদ্ধ হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত তিনি পরে গালব নামে বিখ্যাত হন।

ইতি আদি ব্রহ্ম পুরাণে সূর্য্য বংশ বর্ণন সপ্তম অধ্যায়।

পদ্ম পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন মহাপ্রাণ কি প্রকারে দেববল্লভ হন? দেবগণের সহিত তাঁহাদের সহজ বৈরিতা ছিল, কি রূপেই বা তাহা সখ্য আকারে পরিণাম পাইল? বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র কর্ত্তৃক দিতির পুত্র পৌত্রাদি নিহত হইলে দিতি শোকার্ত্তা হইয়া নর্ম্মদা নদীর তটে উপবেশন পূর্ব্বক উগ্রতর তপস্যা আরম্ভ করেন। এক দিন দৈবাৎ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হওয়াতে দিতি তাঁহার নিকট আত্ম দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই নিবেদন করিলেন আমি পুত্রাদি শোকে দগ্ধ হইতেছি, যাহাতে এরূপ দুঃখভোগ করিতে না হয় অনুগ্রহ করিয়া এমত কোন ব্রত আমাকে উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠাদি মুনি বৃন্দ কহিলেন পৌর্ণমাসী ব্রত করিলে কদাপি পুত্র শোক অনুভব করিতে হয় না।

দিতি কহিলেন ঐ ব্রতের বিধান কি প্রকার? অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিলে কৃতার্থ হই।

পুলস্ত্য কহিলেন। হে কৌরব বর! দিতির ঐ প্রশ্নে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ যাহা কহিয়াছিলেন বলি শ্রবণ কর। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কহিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসীয় পৌর্ণমাসীতে সংযত হইয়া বিবিধ উপচারে ব্রহ্মার পূজা করিবেক

এবং তদবধি প্রতিমাসীয় পৌর্ণমাসীতে ঐ রূপ নিয়মে পূজা করিবেক। এইরূপে দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে বৎসরান্তে প্রতিষ্ঠা করিবেক। এই ব্রত ভক্তিভাবে যথা বিধি অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে উৎকৃষ্ট পুত্র প্রাপ্তি হয় এবং কদাচ শোক সন্তাপের মুখ দেখিতে হয় না, আর পরলোকে ব্রহ্ম সারূপ্য মুক্তি লাভ হয়।

বশিষ্ঠাদি মুনি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দিতি যথাবিধি ঐ ব্রত অনুষ্ঠান করিলেন, নিয়ম পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যাচরণেও ক্ষান্ত হইলেন না। অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার তপস্যা ও ব্রতদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে আগমন করিলেন তাহাতে দিতি এই প্রার্থনা করিলেন প্রভো! আমার গর্ভে ইন্দ্র নিসূদন এক পুত্র জন্মে এই বর প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক।

কশ্যপ কহিলেন প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র তোমাকে প্রদান করিব, সে ইন্দ্রের দমন করিতে পারিবে, তুমি প্রথমে আপস্তম্ব মুনিকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি কর, পরে আমি গর্ভাধান করিব, সেই গর্ভে ইন্দ্র নিসূদন পুত্র হইবে। দিতি এতৎ শ্রবণে আপস্তম্বকে আনাইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ঐ মুনি যজ্ঞে বৃত হইয়া অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক "ইন্দ্র শত্রো ভবস্ব" বলিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া কহিলেন শত সম্বৎসর এই গর্ভ ধারণ করিতে হইবেক, যাবৎ গর্ভাবস্থায় থাকিবে সন্ধ্যাকালে ভোজন ও বৃক্ষ মূলে শয়ন করিও না, মুসলোদূখলে বসিও না, শূন্যাগার সর্ব্বদা পরিবর্জ্জন করিও, উদ্বিগ্নমনা হইয়া ভূমি খনন করা পরিত্যাগ করিও, কলহাদি অতিশয় নিষিদ্ধ, কখন করিও না, সর্ব্বদা প্রসন্ন বদনা ও ভর্ত্তৃ প্রিয়হিতে রতা হইয়া থাকিবে। আর কদাচ পতিনিন্দা করিও না, এখন আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, তোমার মঙ্গল হউক। কশ্যপ এই কথা বলিয়া সর্ব্ব দেব সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দিতি পতির উপদেশানুসরণ পূর্ব্বক কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া ভয়ে দিতি নিকটে আসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু গোপনে ছিদ্রান্বেষণ করিতেন। দিতির গর্ভ হইয়া শত বৎসর পূর্ণ হইতে তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে এই সময়ে একদিন তিনি পাদ প্রক্ষালন না করিয়া অবদ্ধকেশে উত্তরশিরা হইয়া দিবসে শয়ন করিলেন। দেবরাজ এই ছিদ্র পাইয়া সাহ্লাদচিত্তে তাঁহার গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কুলিশ দ্বারা সেই গর্ভ সপ্ত খণ্ড করিলেন। সেই সপ্ত খণ্ড হইতে সপ্ত কুমার জন্মিল। তাঁহারা কুলিশাহত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র পুনরায় তাহাদের প্রত্যেককে সপ্তং খণ্ডে কর্ত্তন করিলেন। অতএব ঐ সকলে ঊনপঞ্চাশৎ কুমার হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে "মা রুদ" বলিয়া নিবারণ করিলেন তাহাতে তাহারা মরুৎ নামে খ্যাত হইল। দিতির পৌর্ণমাসী ব্রত প্রভাবে ঐ সকল বালক বজ্রাহত হইয়াও জীবিত রহিল, ইন্দ্রেরও বধ্য হইল না।

অনন্তর দেবাধিপ অনুনয় করিয়া দিতিকে প্রসন্ন করিলেন, পরে মরুদ্গণকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গে প্রত্যাগত হইলেন। এই কারণে মরুদ্গণ সুরবল্লভ হইয়া যজ্ঞ ভাগ ভোগী হইয়াছেন।

ভীষ্ম কহিলেন ব্রহ্মন্! আদিসর্গ ও প্রতিসর্গ আপনকার অনুগ্রহে শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি কে কাহাদিগের অধিপতি, সবিশেষ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

পুলস্ত্য কহিলেন ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিয়া নদী ওষধী যজ্ঞ ব্রত তপস্যা নক্ষত্র তারা বৃক্ষ গুল্ম ও লতা ইত্যাদির আধিপত্যে চন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন এবং বরুণকে জলাধিপ, কুবেরকে ধনাধিপতি, রাজাকে পৃথিবীর অধীশ্বর, বিষ্ণুকে জীবের অধিপতি, ও অগ্নিকে বসুদের অধিপতি করিলেন। অপর ব্রহ্মার নিয়মে দক্ষ প্রজাপতিগণের অধিপতি, ইন্দ্র দেবতাদের প্রভু, প্রহ্লাদ দৈত্যদানবের ঈশ্বর, যম পিতৃলোকের প্রধান, শূলপাণি পিশাচ রাক্ষস ভূত যক্ষ বেতালগণের অধিপতি, হিমালয় পর্ব্বত সকলের অধিপ, সমুদ্র নদ নদীর অধীশ্বর, চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর কিন্নরগণের ঈশ্বর, বাসুকি নাগলোকের অধিপ, তক্ষক সর্পদের রাজা, ঐরাবত দিগ্গজের স্বামী, গরুড় পক্ষিদের রাজা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বদের প্রভু, সিংহ মৃগ সকলের ইন্দ্র, বৃষভ নাগদের প্রধান, অশ্বত্থ বৃক্ষসকলের রাজা, পৃথু রাজাদের অধিপতি হইলেন।

পুলস্ত্য কহিলেন হে কৌরবনন্দন! মন্বন্তর ও মনুগণের চরিত্র এবং তাঁহাদিগের সৃষ্টি ও কাল পরিমাণ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম্য নামে দেবগণ উৎপন্ন হন। অপর ঐ মনু হইতে অগ্নিধ্র, বাহু, রিক্ত, সবল, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, ধীমান, মেধাতিথি, ও বসু উৎপন্ন হয়, ইহারা প্রতিসর্গ বশীকরণে অতিশয়সক্ষম। স্বায়ম্ভুব মনুর এই বিবরণ বলিলাম,

সম্প্রতি স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিষয় বলি, শ্রবণ কর।

স্বারোচিষ মনুর চারি পুত্র হয়, যথা—নভ, নভস্য, প্রসৃতি, ভাবন। অপর এই মন্বন্তরে দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রমাণ, কশ্যপ, ঊর্জ্জ, বৃহস্পতি, এই সপ্ত ঋষি হইয়াছিলেন।

তদনন্তর উত্তম মনু, তাঁহার যোগ বর্দ্ধন সপ্ত পুত্র হয়, যথা-হরিদ্র, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতিষ, কুরুণ্ডি, শঙ্খ, মিত।

তৎপরে চতুর্থ মন্বন্তর তামস নামে বিশ্রুত। এই মনুর পুত্র পৃথ্ব প্রভৃতি, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম পরায়ণ। এই মন্বন্তরে সাধ্য নামে দেবগণ হয়েন।

তদনন্তর রৈবত নামে পঞ্চম মনু, এই মন্বন্তরে বেদবাহু প্রভৃতি সপ্ত ঋষি হয়েন এবং দেবতারা নির্ভয়ে কাল যাপন করেন। এই মনুর বংশবর্দ্ধন দশটী পুত্র হয় যথা—সরূপ, তত্ত্বদর্শী, রীতিমান, হব্যভুক, কবি, মুক্ত, নিবৎসক, সর্দ, নির্ম্মল, প্রকাশক, ইহাঁরা পরম ধার্ম্মিক। তদনন্তর চাক্ষুস মন্বন্তর, তাহাতে ভৃগু, সুত্রামা, বিরজা, বিষ্ণু, নারদ, বিবস্বান, অভিমানী, এই সপ্ত ঋষি সমুদ্ভূত হন, এবং লেখ নামে দেবগণের উৎপত্তি হয়। রুব প্রভৃতি দশটী পুত্র ঐ মনুর বংশধর। তাহার পরে বৈবস্বত মন্বন্তর, তাহাতে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এই সপ্ত মহর্ষি ও সাধ্য, বিশ্বেদেব, রুদ্র, মরুৎ, বসু, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, আদিত্য গণ এই সকল দেবতা হন। ঐ মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি দশটী পুত্র। উল্লিখিত সকল মন্বন্তরে যে সপ্তং ঋষি কথিত হইলেন তাঁহারা ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া পরমাহ্লাদে তত্তৎ মন্বন্তরের লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তদনন্তর সাবর্ণি নামে মন্বন্তর হইবে, তদ্বিবরণ বলি শ্রবণ কর।

এই মন্বন্তরে অশ্বত্থামা, শরদ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ, রাম, এই সপ্ত ঋষি হইবেন, এবং ধৃতি প্রভৃতি ইহার সন্তান হইবেক। হে রাজন্! রৌচ্যাদি অন্যান্য মনুও কথিত আছে, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের কাল পরিমাণ যুগ সহস্র, তাঁহারা স্বং অধিকারে উৎপন্ন হইয়া চরাচর বিশ্ব সংস্থাপন করেন, এবং কল্পক্ষয়ে পরব্রহ্মে লীন হন।

ইতি পদ্মপুরাণে সপ্তম অধ্যায়।

মহাভারত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সৌতি কহিলেন তদনন্তর নাগগণ জলধারায় অভিষিক্ত হওয়াতে আহ্লাদিত হইল এবং গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার পক্ষ বলে শীঘ্রই সেই দ্বীপে গিয়া উপনীত হইল। হে ঋষিগণ! নাগগণ গরুড়োপরি আরূঢ় হইয়া যে দ্বীপে গমন করিল সে দ্বীপ ভূরিং মকরের আবাস ভূমি, বিশ্বকর্ম্মা মকরদের নিমিত্তই সে স্থান নির্ম্মাণ করেন। যাহা-হউক, নাগ সকল সেখানে উপস্থিত হইয়া গরুড়ের সহিত তত্রস্থ মনোহর কানন পর্যটন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধ প্রকার বৃক্ষ ও লতার শ্রেণী ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া সেই বিপিনের মহতী শোভা বিস্তার করিতেছিল। মধ্যেং চমৎকার কুঞ্জ নিকুঞ্জ রহিয়াছিল। আর স্থানেং সুশীতল বারিপূর্ণ সরোবর ও দীর্ঘিকা সকল বিকশিত কমলে পরম রমণীয় হইয়াছিল; অপর সেই বন দিয়া দিব্য গন্ধ সহ নানা প্রকার চমৎকার সুরভি গন্ধবহ বহিতেছিল। সেখানকার বৃক্ষ সকল এমত উচ্চ, যেন গগণ স্পর্শ করিতেছিল, সে সকল তরু হইতে বায়ু যোগে যে পুষ্প পড়িতে লাগিল তাহাতে বোধ হইল যেন নাগগণের উপর আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইল।

অতএব ঐ কানন অবলোকন করিয়া নাগগণের মহানন্দ হইল। প্রীতি প্রসন্ন হইয়া চারি দিগে বিহার করিয়া অনেক ক্ষণ পরে গরুড়কে বলিল তুমি বহু দেশ পর্যটন করিয়াছ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও রমণীয় আর এক দ্বীপে আমাদিগকে লইয়া চল।

সর্পদিগের এই কথা শুনিয়া গরুড় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনার মাতা বিনতাকে জিজ্ঞাসিলেন মা, কি কারণে আমাকে সর্পদের বাক্য রক্ষা

বিনতা কহিলেন বৎস, দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি তোমার বিমাতার দাসী হইতে বাধ্য হইয়াছি, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক শুক্ল বলিয়া সর্পদের জননী কদ্রুর সহিত পণ রাখিয়াছিলাম, সে এই সকল পুত্রগণের সহিত ছল করিয়া আমার কথা মিথ্যা করত সেই পণে জয়ী হয়, তাহাতেই আমি ইহাদের জননীর দাস্য বৃত্তি করি, দাসীর সন্তান বলিয়া তোমার প্রতিও ইহাদের এত প্রভুত্ব।

বিনতা এ বিষয়ের কারণ কহিলে পর গরুড় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সর্পদিগকে কহিলেন অহে সর্পগণ, তোমাদের কি করিয়া দিলে আমার জননীর দাস্য মোচন হইতে পারে আমাকে যথার্থ বল। আমি তাহা করিয়া মাতার দাসীভাব মোচন করি।

সৌতি কহিলেন গরুড়ের এই কথা শুনিয়া সর্পেরা কহিল, তুমি যদি আমাদের নিমিত্ত অমৃত আহরণ করিতে পার তাহা হইলে তোমার মাতার এই দাসীভাব হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে।

ইতি আদিপর্ব্ব সৌপর্ণাখ্যান সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

সৌতি কহিলেন সর্পদের এই কথা শুনিয়া গরুড় আপনার মাতা বিনতাকে বলিলেন মা, আমি অমৃত আহরণার্থ গমন করি কিন্তু কোথা হইতে ও কাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাহা আনিতে হইবে, জানিতে ইচ্ছা করি বলিয়া দাও।

বিনতা কহিলেন বৎস, সমুদ্র কুক্ষির এক প্রান্তে একটী উত্তম নিষাদালয় আছে। তথায় সহস্র২ নিষাদ বাস করে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অমৃত আনহ। কিন্তু সাবধান, ব্রাহ্মণকে বধ করিতে কখন মানস করিও না, বিপ্রজাতি অনল তুল্য, কোন প্রাণির বধ্য নহেন। ব্রাহ্মণ কোপিত হইলে অগ্নি সূর্য্য বিষ শস্ত্র সকলি হইতে পারেন। অপর তাঁহারা সকল বর্ণের গুরু, শাস্ত্রে এমত উপদেশ আছে, অতএব সাধুজন মাত্রে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করিয়া থাকেন। বৎস, এই কারণে বলিতেছি ক্রোধ উপস্থিত হইলেও কখন ব্রাহ্মণদিগের বিদ্রোহ করিও না। হে বৎস, ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অতিক্রুদ্ধ হইলে যে প্রকার ভস্ম করিতে পারেন অগ্নি কিম্বা আদিত্য তদ্রূপ করিতে সক্ষম নহেন, অতএব তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি কখন আক্রমণ করিও না। তাঁহারা সকল ভূতের অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, সকলের পিতা ও গুরু।

গরুড় জিজ্ঞাসা করিলেন মা, ব্রাহ্মণের রূপ কি প্রকার? শীল ও পরাক্রম কিরূপ? ব্রাহ্মণ অগ্নি তুল্য দুষ্প্রধৃষ্য, না সৌম্য দর্শন? আমি যে লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে জানিতে পারি দয়া করিয়া আমাকে তাহা বলিয়া দাও।

বিনতা কহিলেন যিনি নিগীর্ণ বড়িশের তুল্য তোমার কণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গারের ন্যায় দাহ করিবেন তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ জানিবে। বিনতা পুত্রের প্রতি স্নেহ হেতু পুনরায় কহিলেন বৎস, ক্রুদ্ধ হইয়াও কখন ব্রহ্ম হত্যা করিও না। অপিচ যাঁহাকে দেখিবে তোমার জঠরে জীর্ণ হইলেন না, তাঁহাকেও দ্বিজোত্তম জানিও। পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া বিনতা পুনরায় কহিলেন বৎস, ব্রাহ্মণকে কখন বধ করিও না।

যদিও পুত্রের অতুল বল বীর্য্য বিনতার বিদিত ছিল তথাপি নাগগণের অত্যাচারে অতিশয় দুঃখিত থাকাতে আপনার দুঃখ মোচনার্থ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বৎস, গমন কর, ভগবান্ মারুত তোমার দুইটী পক্ষের রক্ষা করুন চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে তোমার পৃষ্ঠ দেশের রক্ষণ হউক। অপর বহ্নি তোমার শিরঃস্থান রক্ষা করুন, বসুগণ হইতে সর্ব্ব প্রকারে তোমার শরীর সুরক্ষিত হউক। হে পুত্র, আমি এখানে তোমার শান্তি স্বস্ত্যয়ন পরায়ণা হইয়া রহিলাম, তোমার পথে মঙ্গল হউক, কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর।

সৌতি কহিলেন গরুড় মাতার ঐ সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইলেন, অনন্তর দ্বিতীয় অন্তকের তুল্য বুভুক্ষিত হইয়া নিষাদ সদনে গমন করিলেন।

গরুড় নিষাদ ভবনে উপস্থিত হইয়া যে সকল নিষাদকে দেখিতে পাইলেন, সকলেরই প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার পক্ষ বেগে ধূলি উদ্ধূত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। যখন সমুদ্র কুক্ষিতে গেলেন সাগরের সমুদায় সলিল শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন। সমীপে যে সকল বৃক্ষাদি ছিল তাঁহার বেগোদ্ধূত পবনে সে সকল বিচলিত হইল। অনন্তর তিনি নিষাদ দিগের নিগম বর্ত্ম নিরুদ্ধ করত আপনার বদন ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইলেন তাহাতে অবশিষ্ট নিষাদ যেখানে যত ছিল ভয়ে ভীত হইয়া দ্রুতগতি তাঁহার মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। অপর২ জীব জন্তুর কথা কি, খেচর পক্ষিগণও ভয়ার্দ্দিত হইয়া তাঁহার সেই বিবৃত ও অতিবিস্তীর্ণ সুমহৎ বদনে সহস্র২ আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং পতনমাত্রে সকলেই গতাসু হইল। এই প্রকারে সকল সংহার করিয়া অনেক ক্ষণ পরে গরুড় ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি আদিপর্ব্ব সৌপর্ণাখ্যান অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন হে মুনিগণ, গরুড় বুভুক্ষিত হইয়া ঐ প্রকারে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে অজ্ঞানতঃ ভার্য্যার সহিত একটী ব্রাহ্মণ তাঁহার কণ্ঠগত হইলেন কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়াই দীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় দাহ করিতে লাগিলেন। গরুড় ব্রহ্মতেজঃ জানিতে পারিয়া জননীর বচন স্মরণ করত সেই বিপ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অহে দ্বিজবর, আমার বদন যাবৎ অপাবৃত আছে তাবৎ শীঘ্র ইহার অভ্যন্তর হইতে নির্গত হও, আমি কখন ব্রহ্ম বধ করি না, যদিও ব্রাহ্মণ নিয়ত পাপে রত থাকেন তথাপি আমার বধ্য নহেন। হে ঋষিবৃন্দ, গরুড় এই প্রকার কহিলে সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই বলিয়া প্রতি বচন প্রদান করিলেন নিষাদী ভার্য্যা আমার সঙ্গে আছে তবে ইনিও আমার সহিত নির্গত হউন।

গরুড় কহিলেন ভাল নিষাদীকে সঙ্গে লইয়া নির্গত হও, শীঘ্র আইস, নচেৎ আমার তেজে এখনি ভস্ম হইয়া যাইবে।

সৌতি কহিলেন তদনন্তর সেই বিপ্র নিষাদী সহিত ক্ষিপ্র নির্গত হইলেন এবং গরুড়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনার অভীষ্ট দেশে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ ভার্য্যা সহ কণ্ঠদেশ হইতে নিঃসৃত হইলে পক্ষিরাজ গরুড় স্বীয় পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইলেন। তদনন্তর তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহাতে তাঁহার পিতা বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে সমুদায় বিবরণ তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস, তোমার ভোজনে তো কুশল, বহুল ভক্ষ্য লাভ হয় কি না? মনুষ্য লোকে কি যথেষ্ট আহার পাও?

গরুড় কহিলেন ভগবন্! আমার মাতা নিরন্তর কুশলে আছেন তথা আমার ভ্রাতা এবং আমিও কুশলে আছি. কিন্তু আমার ভোজন বিষয়ে কুশল নাই। সর্পগণ আমাকে অমৃত আহরণার্থ পাঠাইয়া দিয়াছে. আমি মাতার দাস্য বিমোচনার্থ অদ্যই তাহা আহরণ করিয়া আনিব। যখন বহির্গত হই, আমার মাতা বলিয়া দিয়াছিলেন নিষাদ সকলকে ভক্ষণ করিও। তাঁহার উপদেশে ঐ সকলকে গ্রাস করিলাম কিন্তু সহস্র ব্যক্তিকে ভোজন করিয়াও তৃপ্ত হইল না, অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার অপর ভক্ষ্য নির্দেশ করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। প্রভো, আহার পাইলে অমৃত আহরণে আমার শক্তি হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষুধা পিপাসা নিবারণার্থ ভক্ষ্য উপদেশ করুন।

কশ্যপ কহিলেন এই যে সরোবর দেখিতে পাইতেছ ইহা অতি পবিত্র, দেবলোকে অত্যন্ত বিখ্যাত। এই সরোবরে একটা হস্তী অবাঙ্মুখ হইয়া থাকিয়া একটা কচ্ছপকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করে। ঐ হস্তী এবং কূর্ম্ম উভয়ের মধ্যে জন্মান্তরে শত্রুতা ছিল, তদ্বিবরণ অশেষ রূপে তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাহাদের দুয়ের পরিমাণ কত তাহাও বলিব।

বৎস, পূর্ব্বে বসুনামে অতিশয় কোপন এক মহর্ষি ছিলেন, তাঁহার অনুজ সুপ্রতীক. তিনিও মহাতপস্বী। কিন্তু জ্যেষ্ঠের সহিত ধন একত্র রাখিতে সুপ্রতীকের ইচ্ছা ছিল না ইহাতে প্রত্যহই অগ্রজকে বলিতেন বিভাগ কর। এক দিন বিভাবসু তাঁহাকে কহিলেন ভ্রাতঃ, অনেকব্যক্তি মোহবশতঃ বিভাগ করে বটে কিন্তু বিভক্ত হইয়া পরে সর্ব্বদা পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে। যখন তাহাদের ঐ রূপ অবস্থা অন্য লোকে জানিতে পারে তখন ঐ সকল লোক বস্তুতঃ অমিত্র হইয়াও মিত্ররূপে নিকটে আসিয়া মিলিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদ করিয়া দেয়, পরস্পর ভিন্ন হইলে অন্য লোকে অচিরে আসিয়া তাহাদের উপরে আক্রমণ করে। অতএব বিভক্ত ব্যক্তিদিগের অচিরেই সুমহৎ ক্ষতি হয়। এই কারণে সাধু পুরুষেরা ভ্রাতৃগণের বিভাগ প্রশংসা করেন না।

অহে সুপ্রতীক, তুমি দুষ্ট শঠ লোকের অভিপ্রায় বুঝিতে অক্ষম, কি সাহসে ভ্রাতৃহইতে ভিন্ন হইবার নিমিত্ত ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? এই দুর্ব্বাসনা নিমিত্ত তোমাকে আমি অভিশাপ দিলাম তুমি হস্তিত্ব প্রাপ্ত হইবে।

সুপ্রতীক এই প্রকারে শাপ গ্রস্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন যেহেতু তুমি অন্যায় করিয়া আমাকে অভিশাপ দিলে এই কারণে আমি ও শাপ দিতেছি তুমিও জল মধ্যচারী কচ্ছপ হইবে।

হে মুনিগণ, এই প্রকারে সুপ্রতীক ও বিভাবসু দুই ভ্রাতায় পরস্পর অভিশপ্ত হইয়া গজকচ্ছপতা প্রাপ্ত হন, রোষ রূপ দোষের অনুষঙ্গে তাঁহাদের দুই জনেরই তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্তি হয়। ইঁহারা দুইজনে পরস্পরের দ্বেষ করণে রত হইয়া এই সরোবরে আছেন, পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া অদ্যাপি ঘোর সংগ্রাম করেন। তাঁহাদের মধ্যেই এক জন ঐ মহাহস্তী, এখানে আসিতেছে, উহার গর্জ্জন শব্দে সেই কূর্ম্ম যে জল মধ্যে ছিল সে সমুদায় সরোবর সংক্ষুভিত করত ঐ উত্থিত হইতেছে, উহাকে দেখিবামাত্র এখনি এই হস্তী শুণ্ড সঙ্কুচিত করিয়া উপরে পড়িবে। তাহার পরে দন্ত, শুণ্ডাগ্র, লাঙ্গুল, ও পদবেগের দ্বারা এই সরোবরকে ব্যাকুলিত করিবে পরে ঐ কচ্ছপও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইবে। রণ সময়ে এই হস্তী ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত হয়, আর কচ্ছপের দেহ তিনযোজন উচ্চ ও বেষ্টন দশ যোজন পরিমিত হইয়া থাকে। ইহারা দুই জনেই পরস্পরের বধ উদ্দেশ করিয়া যুদ্ধ করে।

বৎস গরুড়, এই বিষয় অবগত হইয়া এক্ষণে আপনার হিত সাধন কর, ঐ যে হস্তী মহামেঘের তুল্য শ্যামল বর্ণ এবং বৃহৎ পর্ব্বত সম ঘোর রূপী দৃষ্ট হইতেছে উহাকে বধ করিয়া অমৃত সংগ্রহ কর।

সৌতি কহিলেন মহর্ষি কশ্যপ গরুড়কে এই প্রকার উপদেশ করিয়া মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতে২ বলিলেন। বৎস তুমি দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিও, তোমার মঙ্গল হউক হে অণ্ডজ, পূর্ণকুম্ভ, বিপ্র, গাভী, এবং এতদ্ভিন্ন অন্য যে২ শুভ স্বস্ত্যয়নকর বস্তু আছে সকলই তোমার মঙ্গল দায়ক হউক। তুমি যখন সমরে সুরনিকর সহ রণ করিবে তখন ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ, পবিত্র হবিঃ, এ সকল তোমার বল বর্দ্ধিত করিবেন।

পিতা এই প্রকার কহিলে পর গরুড় সেই হ্রদে গমন করিয়া দেখিলেন তাহা অতি চমৎকার, তাহার জল অতি নির্ম্মল, নানা প্রকার জলচর ক্রীড়া করিতেছে। অনন্তর পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে গগণোপরি উৎপতিত হইলেন পরে নিপতিত হইয়া এক নখে হস্তিকে ও অন্য নখের আঘাতে কচ্ছপকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

তদনন্তর পুনরায় আকাশে উঠিলেন এবং পক্ষ দ্বয় সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করত একটী তীর্থে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ দেববৃক্ষে উপবিষ্ট হইলেন তাঁহার পক্ষ বায়ু দ্বারা তত্রস্থ তরু সকল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সে সকলের এমত আশঙ্কা হইল বুঝি আমাদিগকে ভগ্ন করে।

গরুড় দেখিলেন সেই সকল বৃক্ষ মনোরথ ফল প্রসব করে। কাঞ্চন ও রজতময় ফলে পরিপূর্ণ, তাহাদের শাখা সকল বৈদূর্য্যময়। মূল সকল সাগর সলিল দ্বারা সতত সিক্ত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। আমার উপবেশনে সে সকল বিচলিত ও কম্পিত হইল। অতএব সে সকলকে ত্যাগ করিয়া আকাশে উড্ডীন হইলেন।

কিয়দ্দূরে একটী প্রকাণ্ড রোহিণ বৃক্ষ ছিল, তাহার শাখা শতযোজন আয়ত। সেই বৃক্ষ গরুড়কে তদ্রূপ দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল আমার এই শাখা অতি বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত, তুমি ইহার উপরে বসিয়া এই গজ কচ্ছপকে ভক্ষণ কর।

তদনন্তর গরুড় পর্ব্বতের তুল্য শরীর প্রকাশ করত পতগগণে সেবিত সেই বৃক্ষে উপবেশনার্থ বেগে নিপতিত হইলেন।

ইতি আদিপর্ব্ব সৌপর্ণাখ্যান ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন রোহিণ বৃক্ষের উক্ত রূপ প্রকাণ্ড শাখা গরুড়ের পদ স্পর্শমাত্রে ভগ্ন হইয়া গেল। পক্ষিরাজ তাহা ধরিয়া রহিলেন এ কারণ পতিত হইল না। শাখাটী ভগ্ন হওয়াতে গরুড় বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখিতেছেন ইতি মধ্যে তাঁহার নয়ন গোচর হইল সেই শাখায় বালিখিল্য নামে কতক গুলি ঋষি অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। এতদবলোকনে গরুড়ের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল, কি করিলাম, এই সকল ঋষি তপোনিষ্ঠ, ইহারা আমা হইতে নিহত হইবেন। এই শাখা পতিত হইয়া যাহাতে ইহাদিগকে নিহত না করে তাহা করি। এই রূপ চিন্তা করিয়া নখদ্বারা সেই গজকচ্ছপ দুইটাকে ধরিলেন এবং বালিখিল্য ঋষিদের রক্ষণার্থ চঞ্চুদ্বারা শাখা ধারণ করিয়া আকাশ পথে উড়িতে থাকিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া ঋষিদিগের হৃদয় বিস্ময়ে উৎকম্পিত হইল। আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া২ তাঁহার এই নাম রাখিলেন যেহেতু এই বিহঙ্গম গুরু ভার গ্রহণ পূর্ব্বক উড্ডীয়মান হইয়াছে এই কারণে ইনি গরুড় বলিয়া বিখ্যাত

তদনন্তর গরুড় পক্ষবেগে পর্ব্বত সকল প্রকম্পিত করত ধীরে২ আকাশ পথেই পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। গজ কচ্ছপকে নখে ধরিয়া এবং সেই প্রকাণ্ড শাখাকে চঞ্চু পুটে গ্রহণ করিয়া অনেক দেশ ভ্রমণ হইল। বালিখিল্য মুনিগণ শাখা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন পাছে পড়িয়া বিনষ্ট হন এই ভয়ে তাঁহাদের প্রতি দয়া করিয়া কুত্রাপি বসিলেন না। অনন্তর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া উপনীত হইলে তথায় দৃষ্ট হইল পিতা তপস্যা করিতেছেন।

গরুড়ের উৎপতন শব্দে মহর্ষি কশ্যপের নেত্র দ্বয় উন্মীলিত হইল, তিনিও দেখিলেন একটী অদ্ভুত বিহঙ্গ আকাশে উড্ডীয়মান। তাহার বেগ মন ও মারুতের তুল্য, বল বীর্য্য অতুল, শৈল শৃঙ্গের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন উদ্যত ব্রহ্মদণ্ড। ফলে মহাবীর্য্যবান, অতিভয়ঙ্কর. সাক্ষাৎ যেন অগ্নি। দেব দানব রাক্ষসের অজেয় ও অধৃষ্য। কশ্যপ তাঁহাকে এই প্রকার নিরীক্ষণ করিয়াই তাঁহার সঙ্কল্প বুঝিতে পারিলেন অতএব সস্নেহ বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন পুত্র, এ রূপ সাহস কর্ত্তব্য নহে, কেন আপনার দুঃখ উপস্থিত কর, এই সকল বালিখিল্য মুনি, ইহাঁদের কোপে পড়িয়া দগ্ধ হইও না।

সৌতি কহিলেন তদনন্তর পুত্রের কারণ কশ্যপ স্বয়ং বালিখিল্য মুনিদিগকে অনুনয় করিয়া প্রসন্ন করিলেন এবং কহিলেন হে তপোধনগণ, প্রজাদের হিতার্থ গরুড় এই ব্যাপার করিয়াছে এ ব্যক্তি মহৎ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে আপনারা অনুজ্ঞা করুন।

সৌতি কহিলেন ভগবান্ কশ্যপ এই প্রকার কহিলে সেই সকল তপস্যার্থী মুনি ঐ শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন।

বালিখিল্য ঋষিগণ গমন করিলেও গরুড় সেই শাখা ফেলিয়া দিলেন না, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্ রোহিণ তরুর এই প্রকাণ্ড শাখা কোন্ স্থানে ত্যাগ করিব? কোন্ স্থানে মনুষ্যাদি জীবজন্তু নাই, বলিতে আজ্ঞা হউক। তাহাতে কশ্যপ কহিলেন অদূরে একটী পর্ব্বত আছে সেখানে জন মানব নাই, তথাকার গুহা সকল হিমে সংরুদ্ধ, অতএব কেহ মনোদ্বারাও সেখানে যাইতে পারে না, সেইখানে গিয়া এই শাখা নিক্ষেপ কর। গরুড় এতৎ শ্রবণে গজ কচ্ছপ সহিত সেই পর্ব্বতের দিকে গমন করিলেন এবং ক্ষণমাত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শাখা পরিত্যাগ করিলেন। গরু-

ত্তের পক্ষপবনে আহত হইয়া পর্ব্বত সকল কাঁপিয়া উঠিল তাহাতে তত্রস্থ বৃক্ষ সকল পতিত হওয়াতে সে সকলের পুষ্পদ্বারা তাঁহার উপরে পুষ্প বর্ষণ হইল পরে সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল বিদীর্ণ হইয়া গেল তত্রস্থ বহু২ বৃক্ষ ভগ্ন শাখ হইয়া পড়িল। তাহাদের ধাতুযুক্ত শাখা সকল পতিত হইয়া সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হওয়াতে অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

সে যাহা হউক। গরুড় আপন চঞ্চু হইতে শাখা ফেলিয়া দিয়া ঐ পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কূর্ম্ম ও হস্তী ভক্ষিত হইলে গরুড় বেগে সেই শৃঙ্গ হইতে উৎপতিত হইয়া আকাশ মার্গে গমন করিলেন।

অনন্তর দেবতাদের উৎপাত উপস্থিত হইল, দেব রাজ ইন্দ্রের কোপ হঠাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল. আকাশ হইতে ধূম ও অর্চ্চিঃ সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল, বসু রুদ্র আদিত্য সাধ্য মরুৎ এই সকল দেবগণের স্ব২ অস্ত্র পরস্পরের বধার্থ উদ্যত হইয়া উত্থিত হইল। এ প্রকার ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া উঠিল যে পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামেও তদ্রূপ হয় নাই। নির্ঘাত সহিত প্রচণ্ড পবন বহিতে লাগিল, চারিদিক্ হইতে সহস্র২ উল্কাপাত হইল, আকাশে মেঘ ছিল না তথাচ ঘোরতর গর্জ্জন হইতে থাকিল. অপর দেবতারা শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অমরগণের মাল্য ম্লান হইল, তেজঃ বিনষ্ট হইয়া গেল. বহু২ উৎপাত মেঘ রুধির বর্ষণ করিল। আর ধূলি পটল উদ্ধৃত হইয়া দেবতাদের মুকুট আচ্ছন্ন করিল।

এই সকল ভয়ঙ্কর উৎপাত অবলোকন করিয়া দেবরাজ দেবগণ সহিত উদ্বিগ্ন হইলেন পরে আপনাদের আচার্য্য বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্, এই সকল ভয়ানক উৎপাত কি নিমিত্ত উত্থিত হইল? আমরা কোন শত্রু দেখিতে পাই না তবে কি কারণে এ রূপ হইতেছে।

বৃহস্পতি কহিলেন হে দেবরাজ! তোমার অপরাধ ও প্রমাদে এবং বালিখিল্য মুনি দিগের তপস্যায় এই উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। কশ্যপ পুত্র মহাবল গরুড় সোম হরণার্থ গমন করিতেছেন। তিনি অতি তেজস্বী, সোম আহরণ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহার কিছুই অসাধ্য নাই।

সৌতি কহিলেন বৃহস্পতির এই বাক্য শুনিয়া দেবরাজ অমৃত রক্ষিদিগকে বলিলেন গরুড় পক্ষী সোম হরণার্থ আসিতেছে, সাবধান হইয়া রক্ষা কর, যেন হরণ করিতে না পারে, আমাদের অপেক্ষা তাহার বল অতুল।

ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া দেবতাদের বিস্ময় হইল, যত্ন পূর্ব্বক সকলে অমৃত রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বিচিত্র কবচ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া ছিলেন। সেই সকল অস্ত্র শস্ত্রের জ্যোতিতে এবং দিব্য আভরণের শোভায় তাঁহাদের চমৎকার শোভা হইয়াছিল, সকলেই নির্ভয় হইয়া অমৃত রক্ষণে তৎপর হইলেন। দেবতাদের বল বীর্য্য ও তেজঃ অনুপম, আর তাঁহাদের শরীরের তেজঃ অগ্নি তুল্য। সকলে একমনা হইয়া অমৃত রক্ষণে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের সহিত গরুড়কে ঘোর সংগ্রাম করিতে হইল, তাঁহাদের ঐ যুদ্ধ গলিত আকাশ খণ্ডের তুল্য দীপ্তি পাইয়াছিল।

ইতি আদিপর্ব্বে সৌপর্ণাখ্যান ত্রিংশ অধ্যায়।

হরিবংশ।

নবম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে আদিত্য উৎপন্ন হন্। তাঁহার সংজ্ঞা নামে এক ভার্য্যা ছিলেন। সেই ভামিনী রূপ লাবণ্য নিমিত্ত ত্রিভুবন মধ্যে বিখ্যাতা হয়েন। স্বয়ং রূপ যৌবন সম্পন্না থাকাতে মহাত্মা মার্ত্তণ্ডের রূপে তাঁহার সন্তোষ হইত না, সর্ব্বদা ব্রত নিয়ম ও তপস্যায় তৎপর থাকিতেন।

আদিত্য যখন ভূমিষ্ঠ হয়েন তখন অণ্ডস্থ ছিলেন এই কারণে তৎকালে পিতৃ তেজে তাঁহার শরীর উত্তপ্ত হওয়াতে রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়। সন্তান যে অণ্ড মধ্যে অবস্থিত হইয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল ইহা মহর্ষি কশ্যপের জ্ঞাত হয় নাই এইকারণ অজ্ঞানতঃ অণ্ডের প্রতি কোপ দৃষ্টি করেন তাহাতেই তাঁহার রূপ দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পরে যখন ঐ মুনি জানিতে পারিলেন ডিম্ব মধ্যে অবস্থিত অর্ভক তাঁহারই তনয়, তখন স্নেহ প্রকাশ করত খেদ করিতে২ কহিয়াছিলেন এ কি হইল এই অণ্ডস্থ বালক গতাসু হইল না কি? সে যাহা হউক, হে রাজন্! ঐ কারণে অদ্যাবধি আদিত্য প্রচুর তেজঃ ধারণ করেন তদীয় তেজে ত্রিভুবন উত্তাপিত হইয়া থাকে।

হে কৌরবনন্দন! এক্ষণে আদিত্যের বংশ বর্ণন করি শ্রবণ কর। ভগবান্ আদিত্য আপনার ভার্য্যা সংজ্ঞাতে দুইটী পুত্র এবং একটী কন্যা উৎপন্ন করেন। তাঁহার সেই দুই পুত্র পরে প্রজাপতি হন্। আদিত্যের প্রথম পুত্রের নাম শ্রাদ্ধদেব, দ্বিতীয় তনয় যম, কন্যার নাম যমুনা।

সংজ্ঞা ঐ তিন সন্তান প্রসব করিয়া এক দিন স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন

তাঁহার রূপ শ্যাম বর্ণ হইয়াছে অতএব তাঁহার সহিত সহবাসে অসহিষ্ণু হইয়া সবর্ণা নামে মায়াময়ী আপনার ছায়া সৃষ্টি করিলেন। হে রাজন্! সেই ছায়া সৃষ্ট হইয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং সবিনয় বচনে বলিতে লাগিল কি করিতে হইবে আদেশ কর।

সংজ্ঞা কহিলেন আমি আপনার পিতার ভবনে গমন করিব অতএব তুমি এইস্থানে অবস্থিতি কর। আমার এই দুইটী বালক এবং একটী কন্যা রহিল, ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিও। আমি যে এখানে নাই এ কথা আমার স্বামির নিকট কদাচ বলিও না।

ছায়া কহিল তোমার স্বামী যাবৎ আমার কেশ গ্রহণ না করিবেন কিম্বা আমাকে অভিশাপ না দিবেন আমি তাবৎ কহিব না, ইহা বিবেচনা করিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! মার্ত্তণ্ড পত্নী সংজ্ঞা ছায়ার ঐ কথায় তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত আপনার পিতা ত্বষ্টার ভবনে গমন করিলেন, কিন্তু জনক সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা ভর্ৎসনা করিলেন এবং সরোষ বচনে বারম্বার কহিতে লাগিলেন এখনই ভর্ত্তৃভবনে ফিরিয়া যাও। সংজ্ঞা পিতার বটীতে থাকিতে না পারিয়া মনেং চিন্তা করিলেন এরূপে পুনরায় স্বামির আলয়ে যাওয়া বড় লজ্জার বিষয়, অতএব আপনার রূপ সম্বরণ পূর্ব্বক ঘোটকী হইলেন এবং উত্তর কুরু দেশে গমন করিয়া তৃণ ভক্ষণ করত অরণ্যে চরিতে লাগিলেন।

এ দিকে আদিত্য ছায়াকেই সংজ্ঞা বোধ করিয়া তাহার সহিত সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহে সদা রত হইলেন। কালক্রমে ছায়ার গর্ব্ভে আদিত্যের আত্ম তুল্য এক পুত্র হইল। হে রাজন্! সেই সন্তান মনুর সমান হওয়াতে সবর্ণ মনু বলিয়া বিখ্যাত হন্। ছায়ার তদ্ভিন্ন অন্য একটী সন্তান হয় তাহার নাম শনৈশ্চর। মহারাজ! ছায়া সংজ্ঞা রূপিণী হইয়া আদিত্যের আলয়ে থাকিতেন বটে কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি যাদৃশ স্নেহ করিতেন পূর্ব্বকার বালকদের প্রতি তাঁহার তদ্রূপ স্নেহ প্রকাশ পাইত না। ছায়ার এই বিষম ব্যবহারে মনু ক্ষমা করিয়া কিছু বলিতেন না, কিন্তু যমের তাহা অসহ্য হইত। এক দিন যম রোষ পরবশ হইয়া ছায়াকে চরণ দ্বারা তাড়ন করিলেন। ইহাতে ছায়ার ক্রোধ জন্মিল, তিনি যমকে এই অভিশাপ দিলেন তোর এই চরণ খসিয়া পড়িবে।

যম এই প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন পিতঃ! মা যে শাপ দিলেন আপনি তাহা নিবর্ত্ত করিয়া দেউন। মাতার কর্ত্তব্য সকল পুত্রকে সমান রূপে অবলোকন করেন কিন্তু আমাদের জননী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কেবল কনিষ্ঠ পুত্র শনিকে অধিক ভাল বাসেন তাহাতেই আমার ক্রোধ হইয়াছিল প্রহারার্থ চরণ উঠাইয়াছিলাম আঘাত করি নাই। যাহা করিয়াছি বাল্য অথবা মোহ বশতঃ হইয়াছে আপনি ক্ষমা করুন। পিতঃ! আমার মা এই বলিয়া শাপ দিলেন "আমি তোর পূজনীয়া, তুই যেহেতু আমার অপমান করিলি এই কারণে তোর দুই চরণ খসিয়া পড়িবে। আপনি প্রসন্ন হইয়া বলুন আমার পাদ দ্বয় পতিত না হয়।

আদিত্য এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন পুত্র! এ বিষয়ে অবশ্য কোন কারণ থাকিবে নচেৎ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার ঐ রূপ ক্রোধ কেন উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, তোমার মাতার বাক্য অন্যথা করিতে আমার ক্ষমতা নাই। কৃমি সকল তোমার পদদ্বয় হইতে স্খলিত হইয়া ধরণীতলে গমন করিবে তাহা হইলে তোমার মাতারও বাক্য রক্ষা হইবে এবং তুমিও রক্ষিত হইবে।

অনন্তর আদিত্য সংজ্ঞারূপিণী সেই ছায়ার নিকট গিয়া বলিলেন সকল পুত্রই সমান, সকলেরই প্রতি সমান স্নেহ করিতে হয়, তুমি তাহা কেন কর না। ছায়া এ কথায় কিছুই উত্তর দিল না। অতএব আদিত্য তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত ধ্যান পরায়ণ হইলেন, তাহাতে যোগ বলে সকল বিবরণ সুগোচর হইল তখন ছায়ার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন এবং রোষ বশতঃ কেশ আকর্ষণ করিলেন। ছায়া দেখিল আমি সংজ্ঞার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম তাহা উপস্থিত হইল অতএব আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শুনাইল। ঐ সকল বিবরণ অবগত হইয়া শ্বশুরের প্রতি আদিত্যের ক্রোধ জন্মিল তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

ত্বষ্টা দেখিলেন জামাতার রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করেন বিলম্ব নাই, অতএব যথা বিধি পূজা করিয়া সান্ত্বনা

করত কহিতে লাগিলেন। বৎস! তোমার এবপ্রকার তেজঃসম্বলিত রূপ শোভা পায় না, আমার কন্যা সংজ্ঞা ইহা সহিতে না পারিয়াই ঘোটকী হইয়া বনচারিণী হইয়াছে। তাহাকে দেখিবে চল, ঐ অবস্থাতেও ব্রহ্মচারিণী হইয়া রহিয়াছে। বৎস! আমি যাহা বলি যদি তোমার মনোনীত হয় শীঘ্র সম্পন্ন কর তোমার এই রূপ পরিবর্ত্ত কর।

হে রাজন্। আদিত্যের রূপ পূর্ব্বে সম ছিল না, তির্য্যক ঊর্দ্ধ ছিল, তাহাতেই তিনি অগ্নি উৎপন্ন করিতে পারিতেন। ত্বষ্টা ঐ প্রকার কহিলে আদিত্য বিবেচনা করিয়া তাহার বাক্য গ্রাহ্য করিলেন এবং কহিলেন তবে তুমিই আমার সৌম্য রূপ করিয়া দেও। তাহাতে ত্বষ্টা আদিত্যের তেজকে ভ্রমিযন্ত্রে আরোপণ করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন, অতএব আদিত্যের পূর্ব্ব রূপ অন্তর্হিত হইয়া কমনীয় কান্তি হইল। কিন্তু তিনি কতক তেজঃ আপনার মুখে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এই কারণে তাঁহার মুখ লোহিত বর্ণ ছিল। তাঁহার মুখের ঐ রক্তিমা হইতে দ্বাদশ আদিত্যগণের উৎপত্তি হইল। সেই দ্বাদশ আদিত্য এই, যথা -ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, এবং বিষ্ণু। আপনার দেহ হইতে এই সকলের উদ্ভব দেখিয়া প্রজাপতি আদিত্যের মনঃ অতিশয় সানন্দ হইল। সে যাহা হউক। তদনন্তর ত্বষ্টা জামাতার পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন বৎস! এক্ষণে আপনার ভার্য্যার নিকট গমন কর, আমার বোধ হয় তিনি উত্তর কুরুদেশে চরিতেছেন।

আদিত্য শ্বশুরের এই বাক্য শ্রবণে ধ্যান যোগে দেখিলেন যথার্থই আপনার ভার্য্যা ঘোটকী হইয়া অকুতোভয়ে চরিতেছে। আদিত্য তদবলোকনে আপনিও অশ্বরূপ ধারণ করিলেন এবং নিকটে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। পরস্পর মিলিত হইয়া যখন সংসর্গ হয় তখন ঐ ঘোটকী পরপুরুষ বিবেচনা করিয়া তাহার শুক্র গর্ভে ধারণ না করিয়া নাসিকারন্ধ্র দিয়া নিঃসারিত করিলেন তাহাতে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের জন্ম হইল।

সে যাহা হউক। তদনন্তর আদিত্য যখন সংজ্ঞাকে আপনার সৌম্য রূপ দর্শন করাইলেন তখন তাহার মহাং আহ্লাদ হইল।

হে রাজন্! প্রজাপতি আদিত্যের যম নামে যে পুত্র হয় তিনি আপনার কৃত কর্ম্মে দুঃখিত হইয়া পরে ধর্ম্মতঃ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাহাতে তাঁহার পিতৃলোকের উপরে আধিপত্য এবং লোকপালত্ব প্রাপ্তি হয়। অপর আদিত্যের মনু নামে যে সন্তান হন্ তিনি প্রজাপতি হওয়াতে পরে তাঁহাকে সাবর্ণ বলা যাইত। তিনি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, সুমেরু পূর্ব্বতে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর গ্রহ হইয়া আকাশে আছেন আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্বৈদ্য হইয়া স্বর্গে রহিয়াছেন।

হে মহারাজ! অন্য কথা শ্রবণ কর। ত্বষ্টা আদিত্যের যে তেজঃ শাতন করেন তাহাতে বিষ্ণুর চক্র হইয়াছে। সেই চক্রকে কেহ যুদ্ধে প্রতিহত করিতে পারে না। অপর আদিত্যের যে কন্যা হয় তিনি নদীশ্রেষ্ঠা লোকপাবনী যমুনা হইয়াছেন।

মহারাজ! আদিত্যের প্রথম পুত্র যে মনুর কথা বলিলাম ইহাকে লোকে মনু ও সাবর্ণ বলিয়া থাকে। আদিত্যের দ্বিতীয় তনয় শনি, মনুর ভ্রাতা, তিনি গ্রহ হইয়া সকলের পূজ্য হইয়াছেন।

হে রাজন্! দেবতাদের এই জন্ম বিবরণ অতি পবিত্র ও পুণ্যদ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ বা ধারণ করেন তাঁহার আপদ হইতে পরিত্রাণ ও মহৎ যশঃলাভ হয়।

ইতি হরিবংশে বৈবস্বতোৎপত্তি কথন নবম অধ্যায়।

গরুড় পুরাণ।

একাদশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন এক্ষণে পূজার ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক পরমাত্মার স্মরণ করিয়া শোধন মন্ত্র দ্বারা দেহ শুদ্ধি করিবে তদনন্তর পুনরায় প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গন্যাসাদি করিয়া হৃদয়স্থ যোগ পীঠাদির পূজা করিবে। পরে "বাসুদেবায় ভগবতে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিয়া "হে পুণ্ডরীকাক্ষ তোমাকে নমস্কার, হে বিশ্ব ভাবন! হে সুব্রহ্মণ্য! হে মহাপুরুষ পূর্ব্বজ! তোমাকে প্রণাম করি," বলিয়া স্তব করিবে।

তদনন্তর পাদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক উপচার নিবেদনের পর ভক্তিভাবে প্রণাম করিবে।

পূজা সমাপ্ত হইলে বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির পূজা করিয়া তাহাতে যথাবিধি হোম করিবে পরে উত্থানপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণান্ত কর্ম্ম সমাপনানন্তর অগ্নি বিসর্জ্জন করিবে।

অনন্তর "পরম স্থানে গমন কর, যেখানে নিরঞ্জন দেব আছেন তথায় সকল দেবতা গমন করুন" এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবতাদিগকে বিসর্জ্জন করিবে।

হে প্রিয়! সঙ্কর্ষণ, পুরুষ, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি দেবতার নাম চক্রাঙ্কিত করিয়া ইহাঁদেরও পূজা করিবে যদি পূর্ণ মূর্ত্তি স্থাপন করিতে পারে পরম শ্রেয়ঃ হইবে।

ইতি গরুড় পুরাণে একাদশ অধ্যায়।

কুমার সম্ভব।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর গিরিরাজ হিমালয় বন্ধুবান্ধব সহিত মিলিত হইয়া শুক্লপক্ষের শুভতিথিতে কন্যার বিবাহ সংস্কার বিধি যথাবিধি নিষ্পাদনের অনুষ্ঠান করিলেন। হিমালয়ের প্রতি সকলের অনুরাগ হেতু সংপালকে পুরস্থ প্রত্যেক গৃহের গৃহিণীগণ বৈবাহিক মাঙ্গল্য কার্য্যে ব্যস্ত হইল তাহাতে সমুদায় পুর ও হিমালয়ের অন্তঃপুর যেন এক পুরীর তুল্য বোধ হইল। নগরের সমস্ত রাজবর্ত্ম সন্দার পুষ্প আকীর্ণ হইল এবং স্থানেঃ গাঢ় বসনের পতাকাশ্রেণী উড্ডীয়মানা হইতে লাগিল, আর সকল বাটীর দ্বারে স্বর্ণের তোরণ বিরচিত হওয়াতে সে সময়ের প্রভায় সকল স্থান জ্যোতির্ম্ময় হইল। অতএব হিমালয়ের পুরী স্বর্গের অন্যত্র অবস্থিত হইয়াও স্বর্গ পুরীর তুল্য শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

যদিও হিমালয়ের পুত্র ও কন্যা অনেক ছিল তথাপি গৌরীর পাণিগ্রহণ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বিবাহের পরেই শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন, এই ভাবিয়া, যেমন অনেককাল নষ্ট হইয়া পুনর্দৃষ্ট হইলে ও মরণানন্তর পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলে অধিক প্রণয়াস্পদ হয় তাহার ন্যায় উমা পিতামাতার আদরণীয়া হইলেন অর্থাৎ হিমালয় ও মেনকা আপনাদের অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা পার্ব্বতীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হিমালয়ের বন্ধুগণও প্রত্যেকে উমাকে স্বঃ অঙ্কে আরোপণ করিয়া বসন ভূষণ দিতে লাগিলেন। যদিও বন্ধুবান্ধবদিগের স্নেহ স্বঃ পুত্র পৌত্রাদি হওয়াতে তাহাদের দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল তথাচ পার্ব্বতীই তাহার এক ভাজন হইলেন অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবদিগেরও স্বঃ অপত্য অপেক্ষা পার্ব্বতীর প্রতি অধিক স্নেহ হইল।

অনন্তর আকাশে চন্দ্র শুভ নক্ষত্র সহিত মিলিত হইলে শুভ মৈত্র মুহূর্ত্তে অর্থাৎ উদয় মুহূর্ত্ত অপেক্ষা তৃতীয় মুহূর্ত্তে সধবা সপুত্রা আত্মস্ত্রীগণ উমার শরীরে শুভ প্রসাধন কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মস্তকে শ্বেত সর্ষপ সহিত দূর্ব্বা কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইল এবং নাভিদেশ অতিক্রমণ করিয়া কৌষেয় বসন পরিহিত হইল। আর উমা আপন করে একটী শর ধারণ করিলেন ইহাতে এমত শোভা হইল যেন অলঙ্কার সকলকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ শুভ বিবাহ কর্ম্মে যে মাঙ্গল্য দ্রব্য ধারণ করিতে হয় পার্ব্বতী তাহা হস্তে করিলে দিনকর কিরণে উপচীয়মান চন্দ্ররেখার ন্যায়, অবিকল তাঁহার শোভা হইল।

অনন্তর আত্মস্ত্রীগণ গোধূম চূর্ণ দ্বারা তাঁহার শরীরে উদ্বর্ত্তন ও ঈষৎ চূর্ণ গন্ধদ্রব্য দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া দিয়া স্নানশাটী পরাইয়া দিল পরে তথা হইতে চতুঃস্তম্ভযুক্ত স্নান গৃহে লইয়া গেল। ঐ স্তম্ভ চতুষ্কের মধ্যস্থলে বৈদূর্য্য শিলা বিন্যস্ত ও চতুর্দিকে মুক্তাফল আবদ্ধ ছিল তাহাতে বসাইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে স্বর্ণ কলস দ্বারা স্নান করাইতে লাগিল। মাঙ্গল্য স্নান দ্বারা শরীর নির্ম্মল হইলে পর পার্ব্বতী ধৌতবসন গ্রহণ করিলেন। সে সময় তাঁহার চমৎকার শোভা হইল অর্থাৎ জলাভিষেক করিয়া মেঘ নিবৃত্ত হইলে প্রফুল্ল কাশ কুসুম বিশিষ্টা বসুধার যেমন শোভা হয় তদ্রূপ দীপ্তি হইতে লাগিল।

সে যাহা হউক। স্নান সম্পন্ন হইলে পতিব্রতা নারী গণ সেই স্থান হইতে পার্ব্বতীকে কৌতুক বেদিমধ্যে লইয়া গেল। সেই বেদিতে চারিটী মণিময় স্তম্ভ ও উপরে চমৎকার চন্দ্রাতপ ছিল এবং নিম্নে উৎকৃষ্ট আসন আস্তৃত হইয়াছিল। নারীরা পার্ব্বতীকে তাহার মধ্যে পূর্ব্বাস্য করিয়া বসাইয়া বেশভূষা করাইতে আরম্ভ করিল, যদিও সমুদায় প্রসাধন নিকটে উপস্থিত ছিল তথাচ সম্মুখে উপবিষ্ট হওয়াতে পার্ব্বতীর শোভায় তাহাদের নয়ন আকৃষ্ট হইল অতএব প্রসাধন সাধনে বিলম্ব করিতে লাগিল। অর্থাৎ তাহারা স্তব্ধীভূত হইয়া এই চিন্তায় নিমগ্ন হইল ইনি

স্বভাবতঃ অলঙ্কৃতা, ইহাঁর আবার বেশ ভুষা কি করিয়া দিব। তদনন্তর বেশকারিণী কোন নারী ধূপ জ্বালিয়া তাহার উত্তাপ দ্বারা পার্ব্বতীর কেশ পাশ সুবাসিত করিল পরে অভ্যন্তরে পুষ্প নিক্ষেপ পূর্ব্বক মধূক পুষ্পের মালা দ্বারা মনোহরণ রূপে বন্ধন করিয়া দিল। অন্যা স্ত্রী তাঁহার গাত্রে শুক্ল অগুরু চন্দন বিলেপন ও গোরোচনা দ্বারা পত্র রচনা করিয়া দিল। অতএব গঙ্গা সৈকত চক্রবাক দ্বারা অঙ্কিত হইলে তাহার যেমন শোভা হয় তদপেক্ষাও গৌরীর উত্তম শোভা হইল। বদনের শ্রী অলক দ্বারা ভুষিতা হওয়াতে ভ্রমরান্বিত পদ্ম ও মেঘরেখাঙ্কিত চন্দ্রবিম্বের শোভাকে অভিভব করিল সুতরাং বাক্যমাত্রেও উপমা দিবার স্থল রহিল না। অপর তাঁহার গণ্ডস্থল গোরোচনা দ্বারা অরুণ বর্ণ হইয়াছিল তাহাতে যবাঙ্কুর নিক্ষিপ্ত হওয়াতে উৎকৃষ্ট বর্ণের সান্নিধ্য হেতু তাহাও উৎকৃষ্ট বর্ণ হইল, অতএব দর্শকদিগের চক্ষুর অতিশয় আকর্ষক হইল। অপর পার্ব্বতীর অধরোষ্ঠ মধ্যগতা রেখা দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং ঈষৎ মধূচ্ছিষ্ট দ্বারা তাহার রক্তিমা বিশেষরূপে নির্ম্মল হইয়াছিল বেশ ভুষা হইলে এবম্প্রকারে ঐ অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইল যে তাহাতে তাহার পরম শোভা ও ভাবি শুভ আশংসিত হইতে লাগিল। একজন সখী তাঁহার চরণদ্বয় রঞ্জিত করিয়া দিয়া পরিহাস পূর্ব্বক এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল তুমি এই চরণ দ্বারা ক্রীড়া বিশেষে পতির মস্তকস্থ চন্দ্রকলা স্পর্শ করিও। পার্ব্বতী এ কথায় কিছু প্রত্যুত্তর দিলেন না, মাল্য দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

বেশ ভুষা কারিণী নারীগণ পার্ব্বতীকে সর্ব্ব প্রকারে অলঙ্কৃত করিয়া পরে নয়নে অঞ্জন দিতে গিয়া দেখিল তদীয় নেত্রদ্বয় উৎপল পত্র তুল্য স্বভাবতঃ রমণীয়। অতএব যদিও তাহাদের বোধ হইল এ চক্ষে কৃষ্ণ কজ্জল নিরর্থক তথাপি মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎ প্রদান করিল।

প্রসাধিকা স্ত্রীগণ উপরি লিখিত প্রকারে যথাস্থানে অলঙ্কারাদি নিবদ্ধ করিয়া দিলে উৎপদ্যমান কুসুম দ্বারা লতা যেমন শোভা পায় এবং চক্রবাকাদি বিহঙ্গমের উপবেশন দ্বারা নদীর যদ্রূপ দীপ্তি হয় তাহার ন্যায় গৌরীর পরমা শোভা প্রকাশমানা হইল।

অনন্তর পার্ব্বতী নিজ আয়ত লোচন নিশ্চল করিয়া আদর পূর্ব্বক দর্পণ লইয়া স্বীয় শরীর নিরীক্ষণ করিলেন তাহাতে ভগবান্ ভবের সহিত মিলনার্থ তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় সমুৎসুক হইল।

তাহার পর মেনা শুনিলেন তনয়ার প্রসাধন বিধি সম্পন্ন হইয়াছে অতএব তিনি মাঙ্গল্য আর্দ্র হরিতাল ও মনঃশিলা লইয়া আসিলেন এবং কন্যার বদন উন্নত করত কপালে তিলক করিয়া দিলেন। তদনন্তর উমার করে কৌতুক হস্ত সূত্র নিবদ্ধ হইল। পার্ব্বতী ঐরূপে অলঙ্কৃতা এবং নব ধৌত বসন পরিধানা হইয়া পূর্ণচন্দ্রান্বিতা শারদীয়া রজনীর তুল্য পুনরায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মেনা স্নেহ বশতঃ কন্যাকে কুলদেবতাদের নিকট লইয়া গিয়া পূজা দিলেন এবং কন্যাকে প্রণাম করাইলেন, তাহার পরে ক্রমে সতী স্ত্রীদের পাদ গ্রহণ করিতে কহিলেন। পতিব্রতা নারীগণ এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন বৎসে পতির অখণ্ডিত প্রেম লাভ কর। কিন্তু তাহাদের এই আশীর্ব্বাদ অপরীকৃত হইয়াছিল যেহেতু পার্ব্বতী আপন পতির অর্দ্ধ শরীর ভাগিনী হইয়াছিলেন।

ইহার শেষ আগামি সংখ্যায় প্রকাশ হইবেক।

বৈরাগ্য শতক।

অহৌ বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা, মণৌ বা লোষ্ট্রে বা কুসুমশয়নে বা দৃশাদি বা। তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তি দিবসাঃ, কদা পুণ্যারণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ॥ ৪৮

সর্পে ও হারে, শত্রুতে ও মিত্রেতে, মণিতে ও লোষ্ট্রে, পুষ্পশয়নে ও প্রস্তরে, এবং তৃণেতে ও স্ত্রৈণেতে সমদৃষ্টি হইয়া পুণ্য অরণ্য মধ্যে "শিব শিব" এই বাক্য উচ্চারণ করত কবে আমার দিন যাপন হইবে। ৫৮।

একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ। কদা শম্ভো ভবিষ্যামি কর্ম্ম নির্মূলনক্ষমঃ॥ ৪৯

হে শম্ভো! আমি শান্ত, নিস্পৃহ, দিগম্বর এবং পাণিপাত্র হইয়া একাকী কবে কর্ম্ম সকল নির্মূলন করিতে সক্ষম হইব। ৪৯।

পাণিং পাত্রয়তাং নিসর্গ শুচিনা ভৈক্ষ্যেণ সন্তুষ্যতাং, যত্র ক্বাপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্। অত্যাগেপি তনো র খণ্ড পরমানন্দাববোধস্পৃহাং মর্ত্ত্যঃ কোপি

শিবপ্রসাদসুলভাং সংপৎস্যতে যোগি-
নাম্॥ ৫০

আপনাদের হস্তদ্বয়ই যাহাদের পাত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র সামগ্রীই যাহাদের ভক্ষ্য, যাহারা যে কোন স্থানে উপবেশন করিয়াও সুখী হন এবং এই বিশ্বকে বারম্বার বহুতৃণ করিয়া দেখেন, তাদৃশ যোগিদের যে ব্রহ্মজ্ঞান স্পৃহা, শরীর ত্যাগ না করিয়াই কোন পুরুষ বিশেষ শিব প্রসাদে সহজে তাহা লাভ করিতে পারেন। ৫০

অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপি চ গিরা মীশ্মহে যাবদর্থং শূরস্ত্বং বাদি দর্প জ্বর শমন বিধা-বক্ষয়ং পাটবং মে। সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকামাঃ ময্যপ্যাস্থা নতে চেৎ ত্বয়ি মম নিতরামেব রা-জন্ গতাসীৎ॥ ৫১

রাজন্! তুমি যেমন ধনসম্পত্তির ঈশ্বর, আমরাও তেমন বাক্যের ঈশ্বর। তুমি যেমন শূর, বাদিগণের দর্পদলনে আমাদেরও তদ্রূপ অক্ষয় পটুতা আছে। ধনাঢ্য লোকে তোমার যেমন সেবা করে অনেক ব্যক্তি মতির মল বিনাশার্থে আমারও তদ্রূপ উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব তুমিও যেমন আমিও তদ্রূপ, তুমি যদি আমাতে আস্থা না কর আমিও তোমাতে আস্থা করিব না। ৫১

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ সম ইহ পরিতোষো নির্বিশেষো বিশেষঃ। স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা মনসি চ পরিতুষ্টে কোর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥ ৫২

হে রাজন্, আমরা বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া তুষ্ট হই, তুমি পট্টবসন পরিধানে সন্তুষ্ট হইয়া থাক কিন্তু আমাদের উভয়েরই পরিতোষ সমান, কেবল বিশেষ বিরহই তাহাতে বিশেষ; ফলতঃ যাহার তৃষ্ণা প্রবলা সেই ব্যক্তিই দরিদ্র, [illegible] কেবা দরিদ্র কেবা ধনী? অর্থাৎ সকলই সমান। ৫২

ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং, শয়নমবনিপৃষ্ঠে বাসসী বল্কলে চ। ধন নব মধু-পান ভ্রান্ত সর্বেন্দ্রিয়াণা মবিনয় মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জনানাং॥ ৫৩

অহে, আমাদের অশনার্থ ফলও ভাল, পানার্থ জলও ভাল, ভূমিশয্যায় যে শয়ন করিয়া থাকি এবং গাছের ছাল যে পরিধান করি, তাহাও ভাল। যৎকিঞ্চিৎ ধনের মধপানে মত্ত যে সকল দুর্জন, তাহাদের অবিনয় সহ্য করিতে আমরা সমর্থ হইব না। ৫৩

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসামহে শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥ ৫৪

আমরা ভিক্ষা ভোজন করি, দিগ্বসন পরিধান করি, ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকি, আমারা ধনিকের সহিত কি করিব? । ৫৪

ন নটা ন বিটা ন গায়কা নচ সভ্যেতর-বাদিচঞ্চবঃ। নৃপসংসদি তেহত্র কে বয়ং স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ॥ ৫৫

রাজন্, আমরা নট নহি, বিট নহি, গায়ক নহি, সভ্য ব্যতীত যে সকল বক্তা তোমার এই সভায় আছে তাহাদের ওষ্ঠও নহি এবং স্তনভরে অবনত যুবতীও নহি, আমরা তোমার সভায় কে। । ৫৫

বিপুলহৃদয়ৈরীশৈঃ কৈশ্চিজ্জগজ্জনিতং পুরা, বিধৃত মপরৈর্দত্তং চান্যৈ বিজিত্য তৃণং যথা। ইহ হি ভুবনান্যন্যে ধীরা শ্চ-তুর্দশ ভুঞ্জতে কতিপয় পুরস্বাম্যে পুংসাং কএষ মদনজ্বরঃ॥ ৫৬

এই জগৎ বিপুল হৃদয় কোন ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বে জনিত হয়, অপর ব্যক্তিরা এই সমুদায়কে ধারণ করেন, অন্যেরা জয় করিয়া সমস্ত দান করিয়া যান। আর অনেক ব্যক্তি চতুর্দশ ভুবনই ভোগ করিতেছেন। এই সকল ব্যক্তির কএকটী পুরমাত্রে স্বামিত্ব, ইহাতে আবার গর্ব কি? ৫৬

অভুক্তায়াং যস্যাং ক্ষণমপি ন যাতং নৃপ-শতৈ ভুর্বস্তস্যা লাভে ক ইহ বহুমানঃ ক্ষিতিভৃতাং। তদংশস্যাপ্যংশে তদবয়ব-লেশেহপি পতয়ো বিষাদে কর্তব্যে বিদ-ধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্॥ ৫৭

অহো, শত২ নৃপতি যে অবনীকে ক্ষণেক ভোগ করিয়া গিয়াছে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তো গর্বই হইতে পারে না। এ ব্যক্তিদের ঐ পৃথিবীর অংশের অংশেও এবং তাহার অবয়বকণাতেও স্বামিত্ব নাই, ইহাতে ইহাদের বিষাদ করা উচিত হয়, কিন্তু কেমন জড়, ইহারা যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের স্বামী হইয়া আবার আনন্দ প্রকাশ করে। ৫৭

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবস মারাধ্য বহুধা প্রসাদং কিন্নেতুং বিশসি হৃদয় ক্লেশ মফলং। প্রসন্নে ত্বয্যন্তঃ স্বয়মুদিতচিন্তা-মণিগুণে বিবিক্তে সঙ্কল্পে কিমভিলষিতং পুষ্যতি ন তে॥ ৫৮

অরে হৃদয়, প্রতিদিন চিত্তানুবৃত্তি করিয়া অন্যকে প্রসন্ন করিতে কেন বিফল ক্লেশ ভোগ করিস্। আপনি প্রসন্ন হইলে আপনার অন্তরে চিন্তামণির গুণ উদিত হইবে ইহাতে কি তোর অভিলাষ পুষ্ট হয় না।

পরিভ্রমসি কিং বৃথা ক্কচ ন চিত্ত বিশ্রাম্যতাং স্বয়ম্ভবতি যদযথা ভবতি নান্যথা তত্তথা।

অতীতমপি ন স্মরেমপি চ ভাব্যং সঙ্কলয়ম
তর্কিতগমাগমাননুভবস্ব ভোগানিহ ॥ ৫৯

হে চিত্ত, কেন বৃথা ভ্রমণ করিতেছ ? কোথাও বিশ্রাম কর না কেন ? যে বস্তু যে প্রকার হইবার যোগ্য, তাহা স্বয়ং সেই প্রকারেই হইবে, অন্যথা হইবেক না। অতএব কি অতীত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিও না, কি হইবে তদর্থ চিন্তা করিও না, যে সকল ভোগ উপস্থিত হয় তাহার গমনাগমন বিষয়ে তর্ক না করিয়া উপস্থিত ভোগ অনুভব কর। ৫৯

এতস্মাদ্বিরমেন্দ্রিয়ার্থগহনাদায়াসকা দাশ্রয়াৎ শ্রেয়োমার্গ মশেষ দুঃখ শমন ব্যাপার দক্ষং ক্ষণাৎ। আত্মীভাব মুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং মতিং মা ভূয়ো ভজ ভঙ্গুরাং ভবরতিং চেতঃ প্রসীদাধুনা ॥ ৬০

হে চিত্ত, এই আশ্রয় বহুল আয়াসকর, ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় অতিগহন, ইহা হইতে বিরত হইয়া অশেষ দুঃখ শমন ব্যাপারে দক্ষ যে শ্রেয়ঃপথ তাহাকে আত্মীয় বোধে অবলম্বন কর, তরঙ্গ তুল্য চঞ্চলা বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দাও, সংসার অতি ভয়ঙ্কর, আর তাহার আরাধনা করিও না, এক্ষণে প্রসন্ন হও। ৬০

মোহং মার্জ্জয় তামুপাশ্রয় রতিং চন্দ্রার্দ্ধ চূড়ামণৌ চেতঃ স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবি ব্যাসঙ্গমঙ্গীকুরু। কোবা বীচিষু বুদ্বুদেষু চ তড়িল্লেখাসু চ শ্রীষু চ জ্বালাগ্রীষু চ পন্নগেষু চ সরিদ্বর্গেষু চ প্রত্যয়ঃ ॥ ৬১

হে চিত্ত, মোহ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রার্দ্ধ মৌলি মহাদেবে রতি কর এবং স্বর্গ তরঙ্গিণীর তট ভূমির সহিত আসক্ত হও। তরঙ্গ জলবুদ্বুদ বিদ্যুৎ শ্রী পন্নগ ও সরিৎ এ সকলে বিশ্বাস কি অর্থাৎ এই সংসার ঐ সকল পদার্থ তুল্য অস্থির, ইহাতে আস্থা করা কর্ত্তব্য হয় না। ৬১

চেতশ্চিন্তয় মা রমাং সকৃদিমা মস্থায়িনী মাস্থয়া ভূপাল ভ্রূকুটীকুটীরবিহরব্যাপার পণ্যাঙ্গনাং। কন্থাকঞ্চুকিতো বিহায় ভবন দ্বারাণি বারাণসী রথ্যা পংক্তিষু পাণিপাত্র পতিতাং ভিক্ষা মপেক্ষামহে ॥ ৬২

হে চিত্ত, লক্ষ্মী অস্থায়িনী, এত আস্থা করিয়া তাঁহার চিন্তা করিও না। ভবন বিসর্জ্জন করিয়া কন্থা আচ্ছাদন পূর্ব্বক বারাণসীতে গিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, চল। ৬২

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বয়োর্দাক্ষিণাত্যাঃ পশ্চাল্লীলাবলয় রণিতং চামর গ্রাহিণীনাং। যদ্যস্ত্যেবং কুরু ভব রসাস্বাদনে লম্পটত্বং নোচেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ ॥ ৬৩

হে চিত্ত, অগ্রে গীত, দুই পার্শ্বে সরস কবি, এবং পশ্চাদ্ভাগে চামর ধারিণীদের লীলাবলয় ধ্বনি, এই রূপ ঐশ্বর্য্য যদি দেখ তবে সংসারের রসাস্বাদনে লোলুপ হও নতুবা সহসা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রবিষ্ট হওয়া শ্রেয়ঃ কল্প। ৬৩

উত্তর রামচরিত।

সপ্তম অঙ্ক।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ওহে ভগবান্ বাল্মীকি মহর্ষির প্রভাবে কি মানব কি দানব কি গন্ধর্ব্ব কি দেবতা সকলে একত্র হইয়াছেন। মহারাজ আজ্ঞা করিলেন "ভাই লক্ষ্মণ মহর্ষি বাল্মীকি আপন রচিত এক নাটক অদ্য প্রকাশ করিবেন অপ্সরাগণ তাহা গান করিবে, দেখিবার জন্য আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছি, অতএব তুমি গমন করিয়া গঙ্গাতীরে সভা রচনা কর" তা আমিও তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করিয়াছি সমুদায় সমাগত লোক সভাতে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়াছেন। এই যে মহারাজ ইনি রাজ্যরূপ আশ্রম নিবাসেও মুনিদিগের ন্যায় কেবল কষ্টভোগী হইয়া সময় যাপন করিতেছেন, রঙ্গ দর্শনে ইঁহার কৌতূহল নাই তথাপি বাল্মীকি মুনির অনুরোধে আসিতেছেন।

শ্রীরামের প্রবেশ।

শ্রীরাম। ভাই লক্ষ্মণ, দর্শক সকলে উপবেশন করিয়াছে ?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরাম। বৎস কুশ লবকে চন্দ্রকেতুর তুল্য পরিচ্ছদ দিয়াছ।

লক্ষ্মণ। হাঁ আপনকার অনুমতিতে সকলি হইয়াছে, এক্ষণে আপনি উপবেশন করুন।

শ্রীরাম। হাঁ বসিলাম, তোমরা সকলে উপবেশন কর।

(সকলের উপবেশন)

শ্রীরাম। কৈ হে তোমরা নাটক আরম্ভ কর না।

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। ভগবান যথার্থ বাদী বাল্মীকি মহর্ষি সকলকে আজ্ঞা করিতেছেন আমরা জ্ঞান দৃষ্টির দ্বারা জানিতে পারিয়া এক প্রস্তাব রচনা করিয়াছি এই প্রস্তাব অতি পবিত্র এবং করুণা ও অদ্ভুত রস যুক্ত অতএব তোমরা সকলে মনোযোগী হইয়া দর্শন কর।

শ্রীরাম। হাঁ তাহার সন্দেহ কি, মহর্ষি যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই উৎকৃষ্ট হইবে।

নেপথ্যে।

হা আর্য্য পুত্র, হা কুমার লক্ষ্মণ, আমি একাকিনী

হতভাগিনী অনাথা, অরণ্যমধ্যে আমার প্রসব বেদনা উপস্থিত, হিংস্র জন্তুরা আমাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত, আমি এই ভাগীরথীতে প্রাণত্যাগ করি।

লক্ষ্মণ। (মনে২) এ কি কথা শুনি ? এ কি আর কোন বিষয় নাকি।

সূত্র। জানকী দেবী মহারাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া প্রসব বেদনাতে গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সূত্রধারের প্রস্থান।

শ্রীরাম। দেখি জানকীর কষ্ট, অর আমি নিকটে যাই। (যাইতে উদ্যত)

লক্ষ্মণ। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ, কি করেন এ যে নাটক।

শ্রীরাম। হা দেবি, দণ্ডকারণ্য বাসের প্রিয়সখি, তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল।

লক্ষ্মণ। মহারাজ দেখুন। এ নাটক।

শ্রীরাম। হা এই বজ্রতুল্য কঠিন রাম বসিয়া দেখিতেছে।

অনন্তর বালকদ্বয় ক্রোড়ে গঙ্গা ও পৃথিবী এবং সীতার প্রবেশ।

শ্রীরাম। ভাই লক্ষ্মণ আমি অচৈতন্য হইলাম আমাকে ধর।

গঙ্গা। (সীতার প্রতি) নিরাশাস হইও না, অদৃষ্টাধীন জল মধ্যেই রঘু বংশের অঙ্কুর স্বরূপ দুইটী বালক প্রসব করিয়াছ।

সীতা। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) কি দুইটী বালক প্রসব করিলাম, হা নাথ তুমি এমন সময় কোথা রহিলে। (মূর্চ্ছা প্রাপ্ত)

লক্ষ্মণ। (রামের চরণে ধরিয়া) মহারাজ দেখুনং কি শুভাদৃষ্ট রঘু বংশের অঙ্কুর দুই বালক জন্মিল। (দেখিয়া) হায় কি হইল মহারাজ চেতনা শূন্য হইলেন। (বস্ত্র দ্বারা বীজন)

গঙ্গা ও পৃথিবী। (সীতার প্রতি) বাছা উঠ।

সীতা। (উঠিয়া) আপনি কে ইনিই বা কে।

পৃথ্বী। ইনি তোমার শ্বশুর কুল দেবতা ভাগীরথী।

সীতা। ভগবতি প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

গঙ্গা। বাছা সীতা তোমার মঙ্গল হউক। ইনি তোমার জননী পৃথিবী।

সীতা। হা জননি, এই অবস্থাতে তুমি আমাকে দেখিলে।

পৃথ্বী। এস বাছা এস বাছা (সীতাকে ক্রোড়ে হইয়া রোদনারম্ভ)

লক্ষ্মণ। (আহ্লাদে) মাতা জানকীকে গঙ্গা ও পৃথিবী উভয়ে রক্ষা করিলেন।

শ্রীরাম। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ও দেখিয়া) এ কি আশ্চর্য্য সন্তানের কি স্নেহ, দেবী পৃথিবীও কাতরা হইলেন। আর হইবে নাই বা কেন জীবিমাত্রই সংসার রজ্জুতে নিয়ত নিবদ্ধ রহিয়াছে।

গঙ্গা। বাছা সীতা, দেবি পৃথিবি, রোদন করিও না, শান্ত হও।

পৃথ্বী। (চক্ষুর্জল মুছিয়া) আমি কি প্রকারে শান্ত হইয়া থাকিতে পারি সীতাকে প্রসব করিয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এত কাল আমার সীতা রাক্ষসে বেষ্টিত ছিল এক্ষণে আবার এই নিদারুণ ব্যাপার।

গঙ্গা। তা কি করিবে বল যাহা ললাটলিপি, কে তাহার অন্যথা করিতে পারে।

পৃথ্বী। আজ্ঞা আপনি যথার্থ কহিলেন অদৃষ্টই মূল বটে তথাচ শ্রীরাম এমন করিলেন না দেখুন দেখি বাল্যকালে শ্রীরাম সীতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা মানিলেন না আমার ও জনকরাজার অনুরোধ রাখিলেন না, অগ্নি পরীক্ষা অপ্রামাণ্য করিলেন তাঁহার বংশে যে কখন এমন কর্ম্ম করে নাই তাই তিনি করিলেন।

সীতা। নাথকে স্মরণ হইল।

পৃথ্বী। (সক্রোধে) কে তোমার নাথ ?

সীতা। (সলজ্জা) না না কেহই নয়।

শ্রীরাম। মাতঃ পৃথিবি আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য বটে।

গঙ্গা। দেবি পৃথিবি, তুমি সকলের আশ্রয় তবে কেন অকারণে জামাতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর। প্রজা মধ্যে তাঁহার ভয়ঙ্কর অযশঃ হইল লঙ্কাতে যে অগ্নি পরীক্ষা হয় তাহা এস্থানে কে বিশ্বাস করিবে বিশেষতঃ প্রজানুরঞ্জনই ইক্ষ্বাকুদিগের কৌলিক ধর্ম্ম, তা বাছা রাম কি করিবেন তাঁহার দোষ কি।

লক্ষ্মণ। দেবতারা স্বভাবতই অকপট বিশেষতঃ গঙ্গা দেবী, মাগো তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীরাম। মাতঃ গঙ্গে ভগীরথ কুলে তোমার কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বদাই আছে।

পৃথ্বী। (গঙ্গার প্রতি) না না আমি ক্রোধ করি নাই, আমি সকলিই জানি, তথাপি অত্যন্ত দুঃখে বলিতেছি আমি কি জানি না শ্রীরাম আমার সীতাকে কি রূপ স্নেহ করিতেন এক্ষণে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাম নিয়তই মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছেন কেবল অত্যন্ত ধৈর্য্য গুণ আর প্রজাদিগের পুণ্য ইহাতে তিনি অদ্যাবধি বেঁচে আছেন।

শ্রীরাম। আহা গুরুজন দিগের আমার প্রতি কি স্নেহ !

সীতা। (সরোদনে পৃথিবীর প্রতি) জননি আমাকে শরীরে স্থান দেও।

গঙ্গা। না না এমন কথা বলিতে নাই, বাছা তুমি চির জীবিনী হইয়া থাক।

পৃথ্বী। হাঁ যে দুঃখ ইহাতে স্থানদান করা উচিত হয় বটে কিন্তু এই দুইটি বালক হইয়াছে ইহাদিগের রক্ষা করা উচিত।

সীতা। (সজলনয়নে) আমি যে এখন অনাথা হইয়াছি।

শ্রীরাম। ওহে অন্তরাত্মা এখনও তুমি বজ্রময় হইয়া রহিয়াছ, এ কথাও তোমাকে শুনিতে হইল শুনিয়াও সহ্য করিলে।

গঙ্গা। সে কি বাছা তুমি অনাথা ?

সীতা। নয় কেন আমি অভাগিনী চির দুঃখিনী আমার আর কে আছে।

গঙ্গা ও পৃথ্বী। বাছা তুমি আপনি কে বিবেচনা কর না আপনাকে আপনি অবজ্ঞা করিতেছ তোমার সংসর্গে আমরা পবিত্র হইলাম।

লক্ষ্মণ। (রামের প্রতি) মহারাজ শুনিলেন ?

শ্রীরাম। লোকে শুনুক।

নেপথ্যে শব্দ।

শ্রীরাম। আবার বুঝি কোন আশ্চর্য্য উপস্থিত হন।

সীতা। হঠাৎ আকাশ মণ্ডল এমন হইল কেন।

গঙ্গা ও পৃথ্বী। হাঁ জানা গেল। জৃম্ভকাস্ত্র সকল উপস্থিত হইতেছে ইহা কৃশাশ্ব মুনি কৌশিককে দেন কৌশিক শ্রীরামকে প্রদান করিয়াছিলেন পরে আলেখ্য দর্শন সময়ে শ্রীরাম ইহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন সীতার সন্তান হইলে তাহাদিগের অনুগত হইও। তাহাতেই এক্ষণে তাঁহারা আসিতেছেন।

নেপথ্যে।

সীতা দেবি। তোমাকে প্রণাম করি, আমরা শ্রীরামের আজ্ঞায় তোমার সন্তানদিগের অনুগত হইলাম।

সীতা। অদৃষ্টাধীন অস্ত্র দেবতারা আসিলেন।

লক্ষ্মণ। মহারাজ অনুমতি করিয়াছিলেন বটে আমার সন্তানে এই অস্ত্র অনুগত হইবে।

গঙ্গা ও পৃথিবী। এই অস্ত্র দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া শ্রীরামের সামগ্রী এই হেতু তোমার সন্তানেরা পাইলেন—অতএব মঙ্গল হউক।

শ্রীরাম। এ কি এককালে আনন্দ বিস্ময় করুণ সকল রসই উপস্থিত হইল।

গঙ্গা ও পৃথ্বী। বাছা সীতে তোমার সন্তানেরা এই অস্ত্র লাভ করিয়া শ্রীরামের তুল্য প্রতাপশালী হইল।

সীতা। এখন আমার সন্তানদিগের ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম কে করিবে।

শ্রীরাম। হায় রঘুবংশের গুরু বশিষ্ঠদেব সত্ত্বেও সীতা সন্তানদিগের সংস্কার কে করিবে ইহা ভাবিতেছেন।

গঙ্গাওপৃথ্বী। বাছা তোমার এ চিন্তার প্রয়োজন নাই, এই সন্তান স্তন্যত্যাগ করিলেই আমরা বাল্মীকি মুনির নিকটে সমর্পণ করিব। তিনিই সকল করিবেন, তাহাতে ভাবনা কি ? বশিষ্ঠ অঙ্গিরা এবং বাল্মীকি ইহাঁরা তিনই রঘুবংশ ও জনক বংশের গুরু।

শ্রীরাম। হাঁ ইহারা উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ। মহারাজ, যথার্থ সেই দুই সন্তানই কুশলব হইবে সন্দেহ নাই আরো দেখুন ইহারা এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক মাত্র হইয়াই অসাধারণ গুণ পণ্ডিত হইয়াছে জৃম্ভকাস্ত্রও ইহাদিগের আজন্মসিদ্ধ।

শ্রীরাম। তাই জন্যইত আমার অন্তঃকরণ এত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

পৃথ্বী। বাছা সীতা এস পাতালপুরী পবিত্র কর।

রাম। হা প্রিয়ে লোকান্তরে যাইবে।

সীতা। জননি আমাকে শরীরে লয় কর আর আমি দুঃসহ দুঃখ সহিতে পারি না

শ্রীরাম। দেবি, কি বলেন।

পৃথ্বী। যে পর্য্যন্ত তোমার পুত্রেরা স্তন ত্যাগ না করে সেই পর্য্যন্ত আমার কথায় অপেক্ষা কর পরে যাহা ইচ্ছা করিও।

গঙ্গা। হাঁ তাই ভাল।

গঙ্গা পৃথ্বী ও সীতার প্রস্থান।

শ্রীরাম। এ কি সীতা লোকান্তরিত হইলেন। হা দেবি, হা দণ্ডকারণ্য বাসের প্রিয়সখি হা পতিব্রতে কোথা গেলে। (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

লক্ষ্মণ। ভগবান বাল্মীকি রক্ষা করুন। পরে কি হইল প্রকাশ করুন।

নেপথ্যে।

আর নাটক দেখাইয়া প্রয়োজন নাই ওহে স্থাবর জঙ্গম সকল ভূত প্রসন্ন হও, ওহে মানব দানব দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণিগণ সীতা অতি পবিত্রা অবগত হও।

লক্ষ্মণ। (দেখিয়া) একি এই যে সকল দেবগণ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হইলেন। এ কি আশ্চর্য্য দেবী জানকীও আবার গঙ্গা ও পৃথিবীর সহিত জল হইতে উঠিলেন।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

ওগো অরুন্ধতী তুমি জগতের বন্দনীয়, আমরা গঙ্গা ও পৃথিবী তোমার নিকটে এই রঘুকুল বধূ অতি পবিত্রা সীতাকে সমর্পণ করিলাম।

লক্ষ্মণ। কি শুভাদৃষ্ট কি আশ্চর্য্য কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন হায় এখনও মহারাজ চৈতন্য পাইলেন না

অনন্তর অরুন্ধতী ও সীতার প্রবেশ।

অরুন্ধতী। বাছা সীতে এস শীঘ্র এস এখন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার বাছা শ্রীরামচন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া চৈতন্য প্রদান কর।

সীতা। (সসম্ভ্রমে নিকটে গিয়া শ্রীরামকে স্পর্শ করিয়া) নাথ উঠ।

শ্রীরাম। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে) ওহে একি (দেখিয়া) এই যে দেবী জানকী, মাতা অরুন্ধতী, সকল ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি গুরু লোক।

অরুন্ধতী। বাছা এই ভাগীরথী পৃথ্বী দেবী গঙ্গা তোমার প্রতি সুপ্রসন্না।

নেপথ্যে।

ওহে জগৎপতি রামচন্দ্র তোমার কি স্মরণ হয় আলেখ্য দর্শন সময়ে তুমি বলিয়াছিলে "হে মাতঃ গঙ্গে তুমি অরুন্ধতীর ন্যায় সীতার শুভানুধ্যান করিও" তাই আমি সীতাকে রক্ষা করিয়া অনৃণা হইলাম।

অরুন্ধতী। এই তোমার শশ্রূ পৃথিবী।

নেপথ্যে।

আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন "মাতঃ বসুন্ধরে তোমার শ্লাঘ্যা কন্যা সীতা, ইহাকে তুমি রক্ষা করিবে," তাই আমি আপন কথানুরূপ কর্ম্ম করিয়াছি।

শ্রীরাম। এ কি ভগবতী গঙ্গা ও দেবী পৃথিবী আমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন, মাগো তোমাদিগকে প্রণাম করি।

অরুন্ধতী। ওহে পৌর লোকেরা গঙ্গা ও পৃথিবী সীতাকে অতি পবিত্রা বলিতেছেন এবং আমার নিকটে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি ও বলিতেছি ইনি অতি পবিত্রা, লঙ্কা দ্বীপে ইহাঁর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছে, আমার অনুরোধে শ্রীরাম ইহাঁকে গ্রহণ করিবেন যদি তোমাদিগের মত হয়।

লক্ষ্মণ। আর্য্য অরুন্ধতী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সকল পৌরজন সম্মতি পূর্ব্বক আর্য্যাকে নমস্কার করিতেছে এবং লোকপালেরা ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অরুন্ধতী। হে রামচন্দ্র তুমি এই পবিত্রা ধর্ম্মচারিণী সীতাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর যাঁহার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে সহচরী করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছ তাঁহাকে গ্রহণ কর।

সীতা। (স্বগত) আর্য্য পুত্র সীতার দুঃখ নিবারণ করিতে জানেন।

শ্রীরাম। যে আজ্ঞা আপনি যাহা আদেশ করিলেন তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মণ। কৃতার্থ হইলাম।

সীতা। বাঁচিলাম।

লক্ষ্মণ। মাতঃ সীতে এই নির্লজ্জ লক্ষ্মণ প্রণাম করিতেছে।

সীতা। তবু ভাল বাছা তুমি আমার বেঁচে থাক।

অরুন্ধতী। ভগবন্ বাল্মীকে গর্ব্ভ সম্ভূত কুশ লবকে রামচন্দ্রে সমর্পণ করুন। (অরুন্ধতীর প্রস্থান)

সীতা। (সজল নয়নে) কৈ আমার পুত্রেরা?

অনন্তর কুশ লবের প্রবেশ।

বাল্মীকি। বৎস কুশ লব এই রঘুনাথ তোমাদিগের পিতা, লক্ষ্মণ তোমাদিগের পিতৃব্য, এই সীতাদেবী তোমাদিগের জননী, এই রাজর্ষি জনক তোমাদিগের মাতামহ।

সীতা। (সহর্ষে দেখিয়া) এই যে পিতা।

কুশ লব। হা পিতঃ হা মাতঃ হা মাতামহ।

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ। (সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) বৎসদিগকে প্রাপ্ত হইলাম কি অদৃষ্ট।

সীতা। এস বাছা কুশ লব, ক্রোড়ে এস, আজি পুনর্জ্জীবন পাইলাম।

কুশ লব। (ক্রোড়ে আসিয়া) আমরা আজি ধন্য হইলাম।

সীতা। ভগবন্ প্রণাম করি।

বাল্মীকি। এইরূপ চির দিন থাক।

সীতা। পিতা, কুলগুরু, গুরু জনেরা, শাশু, আর্য্য পুত্র, লক্ষ্মণ এই যে সকলকেই এককালে পাইলাম।

নেপথ্যে শব্দ।

বাল্মীকি। (দেখিয়া) এই যে বৎস শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বিনাশ করিয়া আসিতেছেন।

লক্ষ্মণ। মঙ্গল যখন হইবার হয় তখন মঙ্গল পরম্পরাই হইয়া থাকে।

শ্রীরাম। কি আশ্চর্য্য সকল মঙ্গল এককালে উপস্থিত হইল কিন্তু আমার প্রত্যয় হইতেছে না, আর হইবার বা আটক কি।

বাল্মীকি। রামচন্দ্র, আর তোমার কি মঙ্গল করিব।

শ্রীরাম। ইহার পর আর কি মঙ্গল হইতে পারে তবে যদি হয় তবে এই হউক, এই কথা প্রাণিদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক এবং মঙ্গল বিধায়ক হউক। এ কথা অতি মনোহর গঙ্গার স্বরূপ পবিত্রা ও মাতার ন্যায় শুভকারিণী। পণ্ডিতগণ শব্দ ব্রহ্মবেত্তা মহর্ষি ভগবান বাল্মীকির এই পবিত্র বাণী সর্ব্বদা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। (সকলের প্রস্থান)

গর্ভ নামক সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত।

মণ্ডুরের নীতিসার।

১৬১ প্রাতঃকালে মেঘাচ্ছন্ন হইলে সায়ং কাল অবশ্য পরিষ্কার হয়।

১৬২ মদ্যপানার্থ পরামর্শ দেওয়াও বিধেয় নহে

১৬৩ চাসারাই চাসাদিগের উপযুক্ত সঙ্গী।

১৬৪ অন্যকে ঠকাইলে আপনি ঠকিতে হয়।

১৬৫ প্রফুল্লতা মনের ঔষধ।

১৬৬ প্রতারণাই ঠকের ঢাল।

১৬৭ অপরিমিত ব্যয় বন্ধ না করিলে আশু কারাবদ্ধ হইতে হয়।

১৬৮ সমকালিক বিচারে মনোযোগ করা উচিত।

১৬৯ দরিদ্রদের পরিচ্ছন্নতাই সৌন্দর্য্য।

১৭০ মানসিক দৃঢ়তা ও মাধুর্য্যে ধর্ম্মের দার্ঢ্য হয়।

১৭১ কৃপণতাই প্রতিহিংসার জনক।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদকের কীরণ পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

৭ সংখ্যা।

অগ্নি পুরাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সম্প্রতি বরাহাবতার বলি শ্রবণ কর, ইহা শুনিলে পাপ নাশ হয়। পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষ নামে অসুরেশ্বর সমুদয় দেবগণ জয় করিয়া স্বর্গে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহাতে দেবতারা একত্র হইয়া বিষ্ণু নিকটে গমন পূর্ব্বক নানা প্রকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেব গণের স্তবে করুণাময় ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই দৈত্যাধিপতি ও তাহার সহচর অন্যান্য অসুর বৃন্দ বিনাশ করেন, কিন্তু তৎপরেই তাঁহার তিরোধান হয়। তদনন্তর হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্য কশিপু সেই রূপে দেবলোক জয় করিয়া যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ ও আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে বিষ্ণু নরসিংহ রূপী হইয়া সেই দৈত্যের বংশ ধ্বংস করিয়া দেবতা সকলকে পুনর্ব্বার স্ব২ পদে স্থাপন করিলেন।

হে দ্বিজগণ! ইহার পূর্ব্বেও দেবাসুর সংগ্রামে বলি প্রভৃতি দিতিজ বৃন্দ কর্ত্তৃক দেবতারা পরাজিত ও পদচ্যুত হইয়া হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার স্তব করেন। সে সময়েও ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে অভয় দান করিয়া কশ্যপ ঔরসে অদিতির গর্ব্ভে বামন রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে২ প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া বলিরাজের যজ্ঞে গমন করেন। ভগবান্ বামন বেদপাঠ করিতে২ বলির যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলে সভাস্থ সমুদায় লোক তাঁহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল ও নানা প্রকারে বিতর্ক করিয়াছিল। বলিরাজা সেই যজ্ঞে যাচক দিগকে অভীষ্ট দান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, বামনকে দেখিয়া তাঁহাকেও কিছু দিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্য্য বামন দর্শনে সন্দিহান হইয়া বলিকে ঐ বিষয়ে বারণ করিতে লাগিলেন। বলি আপনার দানোৎসুক্য সম্বরণে অসমর্থ হইয়া আচার্য্যের নিষেধ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বামনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি প্রার্থনা কর বল তাহাই তোমাকে প্রদান করি। বলি এই কথা বলিলে বামন রূপী হরি কহিলেন আমাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর, তাহাতেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবেক। এই বাক্যে বলি তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া জলগ্রহণ করিলে বামন অবামন হইয়া এক পদ দ্বারা ভূর্লোক, দ্বিতীয় পাদ দ্বারা ভুবর্লোক, তৃতীয় পাদ দ্বারা স্বর্লোক আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলির প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পরে তাহাকে ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্ব পদে স্থাপন করেন।

হে দ্বিজবর! সম্প্রতি পরশুরামের অবতার বলি শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া ভূর্লোক সম্পীড়নে উদ্যত হইলে ভূভার হরণার্থী হরি জমদগ্নির ঔরসে রেণুকা গর্ব্ভে পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হয়েন। একদা দত্তাত্রেয় প্রসাদে প্রাপ্ত সহস্র বাহু সার্ব্বভৌম কার্ত্তবীর্য্য নামে নৃপতি মৃগয়ায় গিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া জমদগ্নিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন্ তাহাতে মুনিরাজ জমদগ্নি কামধেনু প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আতিথ্য করিয়াছিলেন। কামধেনুর প্রভাব দর্শনে কার্ত্তবীর্য্য নৃপতি সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া মুনির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলে মুনিবর জমদগ্নি সেই হোমধেনু প্রদানে অস্বীকার করেন। তাহাতে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পরশুরাম পরশুদ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের শিরশ্ছেদন করেন। তদনন্তর কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা পিতৃ নিধনে জাতবৈর হইয়া জমদগ্নিকে বিনাশ করিয়াছিল, তাহাতে ভগবান্ ভার্গব পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক পিতৃ তর্পণ ও কশ্যপ মুনিকে মহী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন।

এই কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন ও পরশুরামের অবতারের কথা শ্রবণ করিলে পাপ নাশ ও স্বর্গ লাভ হয়।

ইতি আগ্নেয় পুরাণে চতুর্থাধ্যায়।

পদ্ম পুরাণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন হে মহামুনে, অপ্রমেয় নির্ম্মল স্বরূপ পরমাত্মার কিরূপে সর্গাদি কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয়?

পুলস্ত্য কহিলেন পদার্থ সকলের সর্গাদি শক্তি সনাতন ও অচিন্ত্য স্থান স্থায়ী, পরাৎপর পুরুষের সৃষ্টিকালে সেই সকল শক্তি তত্তৎ পদার্থগত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় এবং তিনি স্বয়ং অজ হইয়াও ব্রহ্মাদি রূপে প্রকাশ পাইয়া সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া আরম্ভ করেন। হে নৃপসত্তম, সম্প্রতি কাল বিভাগ বলি শ্রবণ কর। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে অহোরাত্র, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে পক্ষদ্বয়াত্মক মাস, ছয় মাসে অয়ন [illegible] য়; অয়ন দুই, দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন, দুই অয়নে বৎসর হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি এবং উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন। দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসর সত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে দিব্য চতুঃসহস্র বর্ষ সত্য যুগের পরিমাণ ও তাহার সন্ধ্যা দিব্য চতুঃশত বর্ষ, এবং সন্ধ্যাংশও দিব্য চতুঃশত বর্ষ। শাস্ত্রকারেরা যুগের প্রথম কালকে সন্ধ্যা, এবং শেষ কালকে সন্ধ্যাংশ বলিয়া থাকেন। এইরূপে ত্রেতা যুগের পরিমাণ দিব্য ত্রিসহস্র বর্ষ, ও তাহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ দিব্য ছয় শত বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দিব্য দুই সহস্র বৎসর, এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দিব্য চতুঃশত বৎসর। কলির পরিমাণ দিব্য সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর, এইরূপ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস, এবং অন্য সহস্র চতুর্যুগে এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হয়েন। হে রাজন্, এক্ষণে তাঁহাদিগেরও কাল পরিমাণ বলি শ্রবণ কর, সপ্ততি [illegible] চতুর্যুগে এক মন্বন্তর কাল।

হে বীর! এই সকল সৃষ্টি ব্রহ্মার দিবসে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার রাত্রি উপস্থিত হইলে ভূরাদি [illegible] দগ্ধ হইয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি মহর্লোকে [illegible] তাঁহারাও তৎকালে নিতান্ত তাপার্ত্ত [illegible] প্রবেশ করেন। ফলতঃ ব্রহ্মা [illegible] একার্ণব হইয়া যায়, ব্রহ্মা তখন [illegible] অন্তরণ করেন [illegible] হইয়া যায়। তাহার পরে ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন। এইরূপে দিবারাত্রিতে যে শতবর্ষ হয় তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ুঃ।

ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ সুপ্রোত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার এই জগৎ অবলোকন করেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ জগদুদ্ধরণে তাঁহার ইচ্ছা হয়, অতএব বিষ্ণুরূপী হই- [illegible] মৎস্য কূর্ম্মাদি দেহ পরিগ্রহ করেন। প্রথমতঃ [illegible] নীকে জল রাশিতে নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া [illegible] তনু ধারণ পূর্ব্বক পাতাল তলে প্রবেশ করি- [illegible] সেখানে মেদিনী ভগবানের দর্শন পাইয়া সাতিশয় ভক্তিনম্র হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন, হে সর্ব্বভূতময় শঙ্খচক্র গদাধর, তোমাকে নমস্কার করি, পূর্ব্বকালে তুমিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে এখনও উদ্ধার কর। হে পরমাত্মন্, তোমাকে নমস্কার করি, তুমিই সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকারী তোমার যাথার্থ্য কেহই জানে না, দেবতারা তোমার আবতারিক রূপ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন কিন্তু মুমুক্ষু ব্যক্তিরাই তোমাকে প্রাপ্ত হয়েন। হে দেব, তোমার আরাধনা ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারে? এই রূপে পৃথিবী কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া পৃথিবীধর বরাহ উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করিয়া সেই জল রাশির উপরেই বৃহতী নৌকার ন্যায় তাহাকে স্থাপিত করিলেন।

অনন্তর পৃথিবীকে সমীকৃত করিয়া পূর্ব্ববৎ ভূরাদি লোক ও সপ্তদ্বীপাদি বিভাগ করিলেন এবং প্রাকৃত বৈকৃতাদি ক্রমে অষ্টধা সৃষ্টি করিলেন। হে রাজন্, এই সংক্ষেপে জগদীশ্বরের সৃষ্টি প্রক্রিয়া কহিলাম অপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর।

ভীষ্ম কহিলেন। গুরো, আপনি সৃষ্টি প্রকরণ সংক্ষেপে কহিলেন সবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র, প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম বদ্ধ বশতঃ এই পরিদৃশ্যমান জগতে বিচিত্র সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে।

সৃষ্টিকর্ত্তার মানস হইতে দেবাসুর পিত্রাদি চতুর্বিধ সৃষ্টি সম্ভূত হইলে দেব অসুর পিতৃ মনুষ্য এই চতুষ্টয় উৎপন্ন হইল তন্মধ্যে তমোগুণ প্রধান অসুরগণ তাঁহার জঘন হইতে সমুদ্ভূত হইলে তমোরূপী সৃষ্টিকর্ত্তা তমোমাত্রাত্মিকা ঐ তনু ত্যাগ করিলেন। সেই তনু প্রজাপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রজনীরূপে পরিণত হইল। অনন্তর সত্ত্বমাত্র শরীরধারী সৃষ্টি কর্ত্তার মুখ কমল হইতে সত্ত্বোদ্রিক্ত দেবগণের উৎপত্তি হইল, তাহাতে ব্রহ্মা সেই শরীর পরিত্যাগ করিলেন, সেই শরীর পূর্ব্ববৎ পরিত্যক্ত হইয়া দিবস হইল। হে রাজন্, এই নিমিত্তই অসুরগণ রাত্রিকালে এবং দেবগণ দিবাকালে বলবান্ হন। পরে ভগবান প্রজাপতি সত্ত্বমাত্রাত্মিকা অন্য তনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক পিতৃবন্মাননীয় হইয়া পিতৃগণ সৃষ্টি করিলেন। তাহার পরে সেই তনু পরিত্যক্ত হওয়াতে তাহা সন্ধ্যা স্বরূপ হইল। তদনন্তর রজোমাত্রাত্মিকা তনু ধারণ পূর্ব্বক রজঃপ্রধান মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া সেই তনু পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে সেই শরীর জ্যোৎস্না রূপে পরিণত হইল। এই নিমিত্ত জ্যোৎস্নাগমে মনুষ্যগণ ও সন্ধ্যাগমে পিতৃগণ বলশালী হয়। অনন্তর রজোগুণাবলম্বি সৃষ্টি কর্ত্তার ক্ষুধা জন্মিল। পরে স

হইতে কোপ উৎপন্ন হইল, সেই কোপ অন্ধকাররূপে পরিণাম পাইলে বিরূপ শ্মশ্রুল কতগুলি প্রাণি জন্ম গ্রহণ করিল, তন্মধ্যে যাহারা ইহাকে রক্ষা কর এই কথা কহিল তাহারা রাক্ষস হইল, যাহারা ইহাকে ভক্ষণ করি এই কথা কহিল তাহারা যক্ষ হইল। ঐ সকল প্রাণির তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মার কেশচয় কম্পমান ও ইতস্ততঃ পরিসর্পিত হওয়াতে সর্পসৃষ্টি হইল। অনন্তর ক্রোধাত্মা সৃষ্টিকর্ত্তা কপিশ বর্ণ ভূত ও গন্ধর্ব্বগণ সৃষ্টি করিলেন। এই সকল সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান স্বচ্ছন্দরূপে বয়স হইতে পক্ষিগণ, চক্ষু হইতে মেষ গণ, মুখ হইতে অজকুল, পার্শ্ব দ্বয় হইতে নদবর্গ, চরণ হইতে মাতঙ্গ রাসভ গবয় মৃগ উষ্ট্র অশ্ব গণ্ডক প্রভৃতি পশুগণ, এবং রোম হইতে ওষধি ফল মূল প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। হে রাজর্ষে, এই সকল সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি কল্পাদিতে যাহাং প্রকাশ করিয়াছিলেন [illegible] বলি শ্রবণ কর।

গো অজ নর মেষ অশ্ব অশ্বতর গর্দ্দভ এই সপ্ত গ্রাম্য পশু এবং শ্বাপদ দ্বিক্ষুর হস্তী পক্ষী স্থলচর জলচর সরীসৃপ এই সপ্ত আরণ্য পশু বলিয়া প্রকাশিত হইল, আর বিধাতার পশ্চিম মুখ হইতে গায়ত্রী [illegible] ত্রিবৃৎ সামবেদ রথন্তর অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমুৎপন্ন হইল, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ [illegible] বৃহৎ সাম ও উক্থ সৃষ্টি হইল, পূর্ব্বমুখ হইতে সাম জগতীচ্ছন্দঃ স্তোম পঞ্চদশ বৈরূপ্য [illegible] উৎপন্ন হইল, উত্তর মুখ হইতে এক বিংশ [illegible] অগ্নিষ্টোম বৈরাজ মন্ত্র প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইল, এবং গাত্র হইতে নানাবিধ জীব জন্ম গ্রহণ [illegible]।

এই রূপে স্থাবর জঙ্গমাদিক্রমে সমুদয় জাগতীয় [illegible] সৃষ্টি হইল। এই সকল সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে [illegible] যে কর্ম্ম পূর্ব্ব কল্পে নির্দিষ্ট হইয়াছে [illegible] পুনঃ সৃজ্যমান হইয়াও সেইং কর্ম্ম প্রাপ্ত [illegible]। পরে সেই প্রভু ইন্দ্রিয়ার্থ ভূত ও শরীরের [illegible] ও বায়ুবিনিয়োগ কল্পনা করিলেন ও বেদ [illegible] দেবর্ষি পিতৃ প্রভৃতির নামধেয় ও যথাযোগ্য [illegible] সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। যেমন ঋতুতে [illegible] ক্রমে নানা রূপ পূর্ব্ববৎ ঋতুচিহ্ন সকল [illegible] হয় সেই রূপ বিশ্ব কর্ত্তা সিসৃক্ষা শক্তিতে [illegible] হইয়া কল্পাদিতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন।

ভীষ্ম কহিলেন হে ব্রহ্মন্, আপনি মহত্তত্ত্ব [illegible] ও বৈকারিক এই তিন প্রকারে প্রাকৃত [illegible] আর স্থাবর, তির্য্যক্‌যোনি, দেব, মানুষ, [illegible] পঞ্চবিধ বৈকৃত সৃষ্টি এই প্রাকৃত বৈকৃতাদি [illegible] অষ্টবিধ সর্গ কহিয়াছেন, তন্মধ্যে অর্ব্বাক্‌[illegible] নামক মানুষ সর্গ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ [illegible] ইচ্ছা করি।

পুলস্ত্য কহিলেন হে কুরুশ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি যে রূপে মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা মনুষ্য লোক সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ সাধনার্থ ব্রাহ্মণাদি ক্রমে চাতুর্ব্বর্ণ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্রহ্মার মুখ হইতে যাহারা উৎপন্ন হয় তাহারা সর্ব্ব প্রধান ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইল, যাহারা বক্ষঃ স্থল হইতে হয় তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা উরুদেশ হইতে সমুদ্ভূত হয় তাহারা বৈশ্য, যাহারা চরণদ্বয় হইতে সম্ভূত হয় তাহারা শূদ্র হইল। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য দ্বারা ক্রমশঃ ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে, এই বর্ণ চতুষ্টয় যজ্ঞ সাধনদ্বারা দেব লোককে পরিতুষ্ট করে ও বাঞ্ছিত ফল স্বর্গাপ বর্গাদি প্রাপ্ত হয়। ইহারা প্রথমে সদাচারান্বিত শুদ্ধান্তঃকরণ ও সর্ব্ব বাধা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিরন্তর নির্ম্মল ব্রহ্ম পদ চিন্তা করিত। অনন্তর কাল ক্রমে ইহাদের মধ্যে অধর্ম্ম লোভ [illegible] ও রাগাদি স্থান প্রাপ্ত হইল সুতরাং ক্রমশঃ পাপস্পর্শ হইতে লাগিল। অতএব সকল প্রজা এই সিদ্ধি মার্গ পরিভ্রষ্ট হইয়া শীত বাতাদি দ্বন্দ্বাভিভব জন্য দুঃখ ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক তত্তৎ ক্লেশ নিবারণার্থ রথ দুর্গ গৃহাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমশঃ ব্রীহি যব, গোধূম, কোদ্রব, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কোবিদার, চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, কুলথ, আঢক, বল্ল, শণ এই সপ্তদশ প্রকার শস্য জন্মিল এবং ব্রীহি যবাদি ক্রমে চতুর্দ্দশ প্রকার যজ্ঞিয় ওষধি প্রস্তুত হইল। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পত্তি হয়, যজ্ঞ দ্বারা অত্যন্ত শ্রেয়স্কর পরম পদার্থ লাভ হয়। কিন্তু কালসৃষ্ট পাপ বিন্দু যাহাদিগের চিত্ত আক্রমণ করিয়াছে সেই নরাধমেরা যজ্ঞে মনঃ প্রদান করে না, যজ্ঞীয় দেব দ্বিজ কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া প্রবৃত্তি মার্গোচ্ছেদে রত হয়।

অনন্তর প্রজাপতি বর্ণাশ্রমিদিগের যথাস্থান যথাগুণ ও যথাকর্ম্ম ধর্ম্ম মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণের স্থান প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয়ের মৈত্র, বৈশ্যবর্গের মারুত, শূদ্রের গান্ধর্ব্ব, সন্ন্যাসি যোগিদিগের পরম পদার্থ আর স্বধর্ম্মত্যাগি দুরাচারদিগের তামিস্র, অন্ধ তামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন, ঘোর কালসূত্র ইত্যাদি সৃষ্ট হইল। তৎপরে অভিধ্যান কারি প্রজাপতির মানস হইতে কতকগুলি প্রজা ও গাত্র হইতে কতগুলি ক্ষেত্রজ্ঞ জন্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে তিনি সৃষ্টি বাহুল্য করণার্থ আত্ম সদৃশ ভৃগু প্রভৃতি কতকগুলি মানস পুত্র সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু লোক সৃষ্টিনিমিত্ত অগ্রে যাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন তাঁহারা বীতরাগ নির্মৎসর ও প্রজানিরপেক্ষ হইয়া অবস্থিত হইলেন, তাহাতে ব্রহ্মার

ত্রৈলোক্য দহন ক্ষম ক্রোধ জন্মিল এবং তাঁহার ভ্রুকুটি কুটিল ললাট ফলক হইতে মধ্যাহ্নার্ক সমপ্রভ অর্দ্ধনারী নরবপু ও প্রকাণ্ড শরীর প্রচণ্ড রুদ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া "তুমি শরীর বিভাগ করিয়া নারী ও নর হও" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ঐ রুদ্র আত্ম শরীর বিভাগ করিয়া নর বপু একাদশ প্রকারে এবং নারী দেহ বহু প্রকারে কল্পিত করিলেন এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে আত্ম প্রতিনিধি করিয়া প্রজা সৃষ্ট্যর্থ নিয়োগ করিলেন। মনু সেই শত রূপা নারীকে বিবাহ করিলেন এবং তাহাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র ও প্রসূতি আকূতি নামে দুই কন্যা উৎপাদন করিয়া দক্ষকে প্রসূতি, এবং রুচিকে আকূতি দান করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতিতে চতুর্বিংশতি কন্যা ও চারি পুত্র সৃষ্টি করিয়া সেই কন্যাদিগের মধ্যে শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতি পুষ্টি মেধা ক্রিয়া বুদ্ধি লজ্জা বপুঃ শান্তি সিদ্ধি কীর্ত্তি তুষ্টি এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মকে প্রদান করিলেন। খ্যাতি সতী সম্ভূতি স্মৃতি প্রীতি ক্ষমা, সন্নতি অনসূয়া উর্জ্জা স্বাহা স্বধা এই একাদশ কন্যা যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, অগ্নি, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃগণকে প্রদান করিলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা কাম উদ্যমকে, তুষ্টি বিনয়কে, তুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা শ্রুতকে, এবং ক্রিয়া দণ্ড নয় ও বিনয়কে জনন করিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলাম সম্প্রতি রুদ্র সর্গ বলি শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পাদিতে আত্ম তুল্য পুত্র অভিধ্যান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার উৎসঙ্গে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন ও আমার নাম করণ কর এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা "কি নিমিত্ত রোদন কর, তোমার নাম ও স্থান প্রদান করি" এই বলিয়া তাঁহাকে ভব সর্ব্ব ঈশান রুদ্র পশুপতি ভীম উগ্র মহাদেব এই অষ্ট নাম ও সূর্য্য জল মহী বহ্নি বায়ু আকাশ যজমান সোম এই অষ্ট স্থান প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি ভব সুবর্চ্চলা, জলমূর্ত্তি সর্ব্ব উমা, মহী মূর্ত্তি ঈশান বিকেশী, বহ্নিমূর্ত্তি রুদ্র শিবা, বায়ুমূর্ত্তি পশুপতি স্বাহা, আকাশমূর্ত্তি ভীম দিক্, যজমানমূর্ত্তি উগ্র দীক্ষা, সোমমূর্ত্তি মহাদেব রোহিণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরা শনৈশ্চর শুক্র লোহিতাঙ্গ মনোজব স্কন্দ স্বর্গ সন্তান বুধ এই অষ্ট পুত্র যথাক্রমে উৎপাদন করেন। ঐ সকল সন্তান প্রসন্তান দ্বারা জগৎ পূরিত হইয়াছে।

এতাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন রুদ্র সতী দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। সেই সতী দেবী দক্ষকোপে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় সুতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার মহাদেব তাঁহাকেই বিবাহ করেন। ইতি আদি মহাপুরাণে পাদ্মে সৃষ্টি খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়।

কল্কি পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

শুক কহিলেন বিষ্ণু পূজার বিধি যাহা মহাদেব তোমাকে বলিয়াছেন তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। পদ্মে তুমি ধন্যা, জন্ম জন্মান্তরে কতই পুণ্য করিয়াছিলে তাহাতেই শিবের শিষ্যা হইয়াছ, আমারও বড় শুভাদৃষ্ট, তাহাতেই তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি, এক্ষণে সেই পরম পবিত্র বিষ্ণুর পূজা বিধি তোমার নিকটে শুনিতে পাইব, তাহা অতি মনোহর, এবং শ্রবণ প্রিয় তচ্ছ্রবণে আমার পক্ষিজন্ম সার্থক হইবে। পদ্মা কহিলেন শুন মহাদেব আমাকে হরির যে পূজা বিধি বলিয়াছেন তাহা বলি।

যদি কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই বিধানক্রমে পূজা করে কিম্বা এই বিধান শ্রবণ করে, অথবা লোককে কহে সে ব্রহ্মঘ্ন বা হউক, গোহত্যাকারী বা হউক, ব্রহ্মঘ্ন বা হউক, সকল পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ নিষ্কৃতি পায় অতএব তুমি মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর। প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর স্নান করিয়া আসিবে, পরে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া পূর্ব্বাস্য আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিবে, তৎপরে আসন শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি অর্ঘ্য স্থাপনাদি সকল সমাপন করিয়া নানা বিধ প্রাণায়ামাদি করিবে এবং আত্মাকে তন্ময় ভাবনা করিয়া কিঞ্জল্ক দলে হৃদয়ে ধ্যান করিবে, পরে মনে তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহির করিয়া উত্তম সুখাসনে উপবেশন করাইবে অনন্তর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক স্নানীয় জল বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া পুনর্ব্বার মনে হৃদয়ে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার চরণাদি কেশ পর্য্যন্ত মনোহর মূর্ত্তি ও প্রসন্ন বদন ধ্যান করিবে। অনন্তর "ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা" এই মন্ত্র স্মরণ করিবে এবং কহিবে স্তুতি পাঠক যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র গণ যাহার চতুর্দ্দিকে হংসস্বরূপ, যাহা লক্ষ্মীর বিরাম স্থান, অঙ্গুলি দল তুলসীপত্রই যাহাতে ভৃঙ্গ স্বরূপ, অঙ্গুষ্ঠ কর্ণ নখযুক্ত অঙ্গুলিই যাহার পত্র স্বরূপ, গঙ্গাজল যাহার মধু, হরির সেই চরণ পদ্ম আমি আশ্রয় করি, অপর রাজহংস সম শব্দায়মান মণিময় নূপুরযুগ সুশোভিত পাদপদ্মের বৃন্তস্বরূপ হরির সেই গুল্ফ আমি স্মরণ করি। হরির সেই মনোহর জঙ্ঘাযুগ যাহার অপরিমিত শোভা তাহা মনেং ধ্যান করি হরির সেই জানুদ্বয় যাহা দর্শনে দর্শনবৃত্তি চরিতার্থ তাহা চিন্তা করি। হরির সেই কটিদেশ যাহা পীতাম্বর সম্পর্কে মনোহর ও কন্দর্পের অধিবাসস্থান, তাহা ধ্যান করি। হরির সেই উদর যাহা অতি ক্ষীণ ত্রিব

সুন্দাকে সাতিশয় শোভাম্বিত ও যে নাভিপদ্মে পদ্মাসন ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, সেই নাভি সংসর্গে যাহা পরম রমণীয় ও লোমরাজী বিরাজিত, তাহা মনে২ ধ্যান করি।

হরির সেই বক্ষঃস্থল যাহা লক্ষ্মীর কুচ যুগলস্থ কুঙ্কুম সঞ্চারিত হওয়াতে সাতিশয় শোভিত এবং যাহা মনোহর হার কৌস্তুভ মণির প্রভা, শ্রীবৎসের চিহ্ন, মন্দার মালা ইত্যাদি দ্বারা বিস্তর শোভা পাইতেছে তাহা আমি স্মরণ করি। হরির দক্ষিণ বাহুদ্বয় যাহা সর্ব্বমঙ্গলের আস্পদ, সুবর্ণ বলয়াদি বিবিধ ভূষায় ভূষিত, পাপ নিবারণ ও দৈত্য দমনে সমর্থ, এবং গদা আর চক্রে অতীব শোভিত, তাহা আমি মনে২ স্মরণ করি।

হরির বাম বাহুদ্বয় যাহা শঙ্খ ও পদ্মে সুশোভিত, যাহা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, রক্তবর্ণ অঙ্গুলি যুক্ত, এবং নিতান্ত মনোজ্ঞ, তাহা আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি। হরির সেই কণ্ঠদেশ যাহা তাঁহার মুখস্বরূপ পদ্মের মৃণাল তুল্য সুন্দর রেখাত্রয়যুক্ত, এবং বনমালাদি বেষ্টিত, ও মনোনীত, তাহা আমি সর্ব্বদা স্মৃতি পথে রাখি। হরির সেই মুখ পদ্ম যাহাতে দন্ত প্রভা নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, রক্তবর্ণ ওষ্ঠ ও অধর যাহার কিঞ্জল্ক, মিষ্ট কথাই যাহার মধু তুল্য, নিরন্তর চঞ্চল দৃষ্টি যাহার পত্র, সেই মুখ পদ্মে আমার মনোভৃঙ্গ বিলীন হউক। হরির সেই মনোনীত বিলাস বিশিষ্ট ভ্রূ যুগল যাহার ক্রিয়াতে ক্ষণকাল মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় যাহা কামোৎসব বিধান কর্ত্তা এবং কমলার অন্তঃকরণ প্রকাশক, তাহা আমার মানস মধ্যে পতিত হউক। হরির সেই কর্ণ যুগল যাহা লেখ্যনসারিত মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং অতি কমনীয়, তাহা আমার চিত্ত মধ্যে উদিত থাকুক।

হরির সেই ভালদেশ, যাহা গোরোচনা রচিত তিলকে ভূষিত, ও কামিনী গণের চিত্ত আকর্ষণকারি ও কিরীট যুক্ত, তাহা আমি ধ্যান করি। হরির সেই কেশ কলাপ যাহা কুটিল ভাবে নিবদ্ধ, নানা সুগন্ধি পুষ্পে নিরন্তর সুশোভিত, লক্ষ্মীর অন্তঃকরণের পাশস্বরূপ, এবং সজল জলধরের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, তাহা আমার হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হউক। হরির সেই পদ্মচক্ষু যাহা মেঘ তুল্য শ্যামল তারকাযুক্ত, সূর্য্য ও চন্দ্রের সদৃশ বিকাশমান, ইন্দ্রধনু তুল্য জলতা যুগলে লোকাতীত সৌন্দর্য্যশালী সেই আশ্চর্য্য রূপ আমার মনো মন্দিরে উপস্থিত হউক। আমি অতি দীন, সেবা বিহীন, পাপ ও তাপে আমার শরীর নিয়ত ক্লিষ্ট, আমার মনঃ লোভাদি রিপুতে আসক্ত, বিশেষ তমো রজো মোহাদিযুক্ত, অতএব ভগবান্ বাসুদেব আমাকে কৃপা দৃষ্টি দ্বারা রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি ভক্ত এই ষোড়শ শ্লোক পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুকে ভক্তিভাবে পূজা করিয়া নমস্কার করে তাহার মোক্ষ লাভ হয়। এই পদ্মার মুখ পদ্ম নির্গত শিবোক্ত স্তোত্র অতি পবিত্র কীর্ত্তিপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এবং পরম স্বস্ত্যয়ন, যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে সে মহাভাগ্যশালী, তাহার সকল পাপ ক্ষয় হয় ও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ হয়। এই কল্কি পুরাণ অনুভাগবত ভবিষ্য কথনে হরি ভক্তি বিবরণ নামে সপ্তম অধ্যায়।

রামায়ণ।

নবম সর্গ।

সুমন্ত্র এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতে লাগিলেন মন্ত্রিগণ যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করেন তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। পুরোহিতবর্গ এবং অমাত্যগণ লোমপাদ রাজাকে কহিলেন যে রাজন্! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়ন বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া এই উপায় স্থির করিলাম। সেই ঋষি বনে থাকেন, সর্ব্বদা তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে রত, নারী অথবা বিষয় সুখের অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাকে অন্য প্রকারে আনয়ন করিতে পারা যাইবেক না, মানব চিত্তাপহারক অভিমত ইন্দ্রিয়ার্থ দ্বারা ক্রমে সুলোভক্রমে লুব্ধ করিয়া আনিতে হইবে, অতএব সুবেশ ধারিণী বারাঙ্গনারা সত্বর সেখানে গমন করুক। বারবনিতারা নানা উপায় জানে এবং নৃত্যগীতাদিতে ও কামকলাতে নিপুণ, কৌশলক্রমে নির্জ্জনে তাঁহার সহিত মিলিয়া প্রলোভিত করত এস্থানে আনয়ন করিতে পারিবে।

লোমপাদ রাজা মন্ত্রি পুরোহিত দিগের এতদ্বচন শ্রবণ করিয়া বিচার পূর্ব্বক ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন এবং অমাত্যদিগের সহিত সেই প্রকার অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে তরণীতে ফলপুষ্প ও মণি বিটপান্বিত তরু সকল রোপণ করিয়া এবং নানা প্রকার সুগন্ধি সুস্বাদু ফল ও সুরভি পানীয় তাহাতে স্থাপন করিয়া সেই সকল নৌকাযোগে প্রসিদ্ধ বারনারীগণ ঐ মুনির আশ্রমে গমন করিল। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ অতি ধীর, নিত্য আশ্রমে বাস করেন, পিতার আজ্ঞাক্রমে কখন আশ্রম হইতে অন্যত্র পদার্পণ করেন নাই। বারযোষিদ্গণ আদৌ আশ্রমের দূরে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যত্ন করিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারাতে আশ্রমের অনতিদূরে গিয়া অবস্থিতি করিল এবং সেই ধীমান্ ঋষি তনয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইল, কিন্তু বিভাণ্ডক মুনির ভয় প্রযুক্ত স্পষ্ট রূপে সাক্ষাতে গমন করিতে পারিল না। তাহারা প্রথম লতাতে অন্তরিত হইয়া দর্শনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিল, পরে বিভাণ্ডক মুনি কোন কারণে আশ্রম হইতে নির্গত হইলে তাহারা আপনাদের বাসনা পূর্ণ করিল। সেই সময় ঋষি পুত্রের সমীপে গিয়া তাঁহার সাক্ষাতে কন্দুকাদি নানা প্রকার কেলি দ্বারা ক্রীড়া ও নানা স্বরে গান আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মদবিহ্বল

হইয়া পতন ও উৎপতন করিতে লাগিল এবং মদন
ও জলতার বিকার তথা কর কমল কন্দুক কমল
দ্বারা পুরুষ মানস হর্ষবিবর্দ্ধিনী কামেচ্ছা জন্মাইতে
প্রবৃত্তা হইল। এই প্রকারে তাহাদের নূপুর রবে এবং
কোকিল সকলের মধুর ধ্বনিতে সেই বন গন্ধর্ব্ব নগরের
ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তাহারা কম্পায়মান বসন
ও সূক্ষ্ম ভূষণ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করত হাব
ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সুরভি মাল্য
ও সুগন্ধি চূর্ণ দ্বারা ক্রীড়া করত ঋষি পুত্রের মনে
কামোদ্ভব নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিহার করিতে থাকিল।

মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ এই সমস্ত অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব
ঘটনা আশ্রম সন্নিধানে ঘটিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও
ভীত হইলেন এবং সেই সকল তনুমধ্যমা বিচিত্রাভরণা
সুবেশা সংগীতকারিণী বারাঙ্গনা দর্শন মানসে আশ্রম
হইতে নির্গত হইলেন। জন্মাবধি কদাপি তাদৃশী
ললনা অথবা পুরবাসি কোন নর নারী তাঁহার নয়ন
গোচর হয় নাই, অতএব কৌতূহলান্বিত হইয়া ঐ
স্থলে গমন পূর্ব্বক সেই সকল বারাঙ্গনার প্রতি এক
দৃষ্টে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

বারনারীগণ মুনিতনয়কে বিস্ময় গ্রস্ত দেখিয়া
সুমধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল এবং হাব ভাব
প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পর সুমিষ্ট সম্ভাষণ ও হাস্য
করিতে লাগিল। তদনন্তর মুনির অভ্যাশে আগমন
পুরঃসর কহিল তুমি কে, কাহার পুত্র, এখানে
সত্বর হইয়া কেন আসিলা, আমরা তোমাকে জানিতে
ইচ্ছা করি, আমাদিগকে যথার্থ কহ।

বিভাণ্ডক পুত্র সেই সকল বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক এব-
ম্প্রকার উক্ত হইয়া এবং অদৃষ্ট পূর্ব্ব তাহাদের
মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আপনার বিষয় বলিতে
উপক্রমকরিলেন। আমার পিতা বিভাণ্ডক নামে মহর্ষি,
আমি তাঁহার ঔরস পুত্র, ঋষ্যশৃঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ,
তোমরা কি নিমিত্ত আমাদের আশ্রমে আসিয়াছ,
তোমারদের কি কার্য্য করিতে হইবে কহ। আমাদের
আশ্রমে সুস্বাদু ফল মূল যথেষ্ট আছে সেখানে তোমা-
দের সকলের পূজা করিব আশ্রমে চল।

ঋষিপুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারনারীগণের
উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, তাহারা তাঁহার সহিত আশ্রম
দর্শন নিমিত্ত গমন করিল। ঋষিসুত পাদ্য অর্ঘ্য
আসন দান এবং সুস্বাদু ফলমূল প্রদান পুরঃসর
তাহাদের পূজা করিলেন। বারযোষিদ্গণ সত্বরে পূজা
গ্রহণানন্তর অভিসম্পাত ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া সত্বর
গমনের মানস করিল এবং হাস্য করিতে২ সুমধুর
বচনে নিবেদন করিল হে ঋষিসন্তান, আপনিও আমা-
দের আশ্রম জাত কিছু সুস্বাদ ফল ভক্ষণ করুন। হে
রাজন্, সেই বারাঙ্গনারা তাঁহাকে ফল সদৃশ স্বাদু
মোদক ও অন্যান্য বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য তথা সুমধুর মধু
এবং পানার্থ তীর্থোদক প্রদানানন্তর [illegible] করিয়া
আলিঙ্গন এবং পীন পয়োধর দ্বারা সংস্পর্শ করিতে
লাগিল আর কর্ণ মূলে [illegible] প্রিয় বাক্য
কহিতে প্রবৃত্তা হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ অনুমান করিলেন তাহা-
দের রচিত সেই মোদক ও অন্যান্য সুযোজিত ফলাকার
ভক্ষ্য দ্রব্য সকল বুঝি বাস্তবিক সুস্বাদু ফল, অতএব
তিনি অনাস্বাদিত পূর্ব্ব সেই সমস্ত বস্তু আস্বাদন এবং
সুগন্ধি মধু পান করিয়া অতিশয় প্রমুদিত হইলেন।
অপর তাহাদের সুকুমারাঙ্গ করণক সংস্পৃষ্ট হওয়াতে
তাঁহার পরম প্রীতি জন্মিল, ইহাতে সেই ললিত স্পর্শ
পুনঃ২ স্পৃহা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বারযোষি-
দ্গণ ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট বিদায় গ্রহণ পুরঃসর
আমাদের আশ্রম অতি দূরবর্ত্তী, এই বলিয়া প্রস্থান
করিল। তাহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ
অতিশয় উৎকলিকাকুল ও তদ্গতমনাঃ হইয়া রহিলেন,
তদবধি তাঁহার নেত্রে আর নিদ্রা আসিল না।

তদনন্তর ভগবান্ বিভাণ্ডক আবাসে আগমন
করিয়া আপনার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে চিন্তিত ও যেনকোন
বিষয়ে সমুৎসুক আছেন এবম্প্রকার অবলোকন করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র, অদ্য আমাকে আনন্দিত
করিতেছ না কেন? তোমাকে যেন চিন্তাসাগরের
মধ্যস্থ দেখিতে পাইতেছি, কারণ কি? তাপসদিগের
এবম্প্রকার আকার কদাপি হয় না, আমাকে শীঘ্র বল,
কি কারণে তোমার এই কায় বিকার জন্মিয়াছে।

মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ আপন জনক বিভাণ্ডক কর্ত্তৃক
এইরূপ উক্ত হইয়া পিতাকে কহিলেন হে ভগবন্! অদ্য
আমি এখানে মনোভাবন সুশোভন কতিপয় পুরুষ
অবলোকন করিয়াছি। তাহারা পীন ও অদ্ভুত বক্ষোজ
দ্বারা আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্পর্শ করিয়াছিল
তাহারা মুহুর্মুহু মনোহর গান করে এবং অদ্ভুত
আকার নয়ন ও ভ্রূভঙ্গি সহকারে ক্রীড়া করে। ভগ-
বান্ বিভাণ্ডক আপনার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের এই কথা
শুনিয়া কহিলেন বৎস, রাক্ষস সকল ঐ রূপে তপস্যা
ভ্রংশের নিমিত্ত আসিয়া থাকিবেক অতএব ঐ সকলে
বিশ্বাস করিও না। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে এই কথা বলিয়া
এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আপন আশ্রমে এক রাত্রি
বাস করত প্রভাতে অরণ্য গমন করিলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ ত্বরান্বিত হইয়া
আবার সেই স্থানে গমন করিলেন যেখানে সেই মনো-
হর রূপা চারুলোচনা বারাঙ্গনারা বাস করিতেছিল
বারযোষারা দূর হইতে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে আসিতে
দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করত সহাস্য মুখে কহিতে
লাগিল আসিতে আজ্ঞা হউক, আমাদের এই আশ্রম
স্থান অবলোকন করুন। আপনি এখানে শ্রেষ্ঠ পূজা
প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করিবেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদের এই সকল মনোহর বাক্য শ্রবণ
করিয়া সন্নিধানে গমনের মানস করিলেন, তাহারাও স-
ন্তুষ্টমনে সম্মত হইল, অনন্তর তিনি সকল বারাঙ্গনাগণ

কর্ত্তৃক আনীয়মান হইতে লাগিলেন তখন আকাশে মেঘ গণ রাজ্যের আহ্লাদ জন্মাইয়া সহসা বারিবর্ষণ করিলেন।

এই সময়ে বিভাণ্ডক ঋষি স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি যথেষ্ট বন্য ফল পাওয়াতে ভারে আর্ত্ত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন গৃহ মধ্যে কেহ নাই, পুত্র দর্শন আশঙ্কায় তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল, যদিও অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিলেন তথাচ চরণ প্রক্ষালন না করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেং ঋষ্যশৃঙ্গং বলিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু সন্নিকটে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না, অতএব বন হইতে নির্গত হইয়া গ্রামের দিকে দেখিতে গেলেন, পথি মধ্যে গ্রামবাসি ও গোকুলবাসি যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার্ অধিকার, ও এ সকল গোকুল কাহার্? গোষ্ঠীর লোকেরা ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বিনয় পুরঃসর বলিল অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে যে প্রসিদ্ধ রাজা আছেন তিনি এই সকল গ্রাম ও গোকুল বিভাণ্ডক মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের পূজার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ মহর্ষি তাহাদের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যান যোগে অবলোকন করিলেন এবং ভবিষ্যৎ বিষয় অবগত হইয়া প্রীতমনে নিবৃত্ত হইয়া আসিলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গমুনি পরমোৎকৃষ্ট নৌকাযানে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘ গর্জ্জন ও জলবর্ষণ সহকারে সেই রাজধানীতে গিয়া উপনীত হইলেন। মহাত্মা লোমপাদ নরপতি বর্দ্ধনের সহিত মহামুনিকে আগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন পুরঃসর তাঁহার পূজা করিলেন এবং ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া লইয়া যেন সান্ত্বনা করিতে আসিলেন এবম্প্রকারে অন্তঃপুর জন সহিত মুনি সমীপে গমন পূর্ব্বক মহামূল্য বিবিধ অভীপ্সিত ভোগ যোজনা করত প্রসন্ন করিতে যত্ন করিলেন। সেই সময়ে ঐ রাজা আপনার কমল লোচনা কন্যা শান্তাকেও অতিশয় শান্ত মনে তাঁহার ভার্য্যার্থ দান করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি লোমপাদ রাজা কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া শান্তা নাম্নী ভার্য্যার সহিত সেই স্থানে বাস করিলেন।

ও দিকে ব্রহ্মর্ষি প্রধান মহাতেজা বিভাণ্ডক এই সমস্ত বিবরণ সবিশেষ শ্রবণ করিয়া মন্যু পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যা নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপন আশ্রমের প্রতি গমন করিলেন। ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণে আদিকাণ্ডে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যান ৯ সর্গ।

মহাভারত।

দশম অধ্যায়।

রুরু কহিলেন, অরে উরগ! তোদের সর্প জাতি আমার প্রাণ সমা ভার্য্যাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতে আমি এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ভুজঙ্গ দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণ সংহার করিব, সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ তোকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তুই অদ্য জীবনে পরিত্যক্ত হইবি।

ডুণ্ডুভ কহিল। ব্রহ্মন্, যে সকল ভুজগ মানবদিগকে দংশন করে তাহারা অন্যজাতি, আমরা ডুণ্ডুভ, সর্পগন্ধে আমাদিগকে হিংসা করা উচিত হয় না, ডুণ্ডুভ সকল সর্প জাতি বটে, কিন্তু ইহাদের অর্থ পৃথক্, সর্প জাতির সঙ্গে অনর্থ বিষয়ে ঐক্য করিয়া ইহাদিগের অনিষ্ট করিবেন না।

সৌতি কহিলেন। রুরু তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাকে ভয়ে ভীত দেখিয়া ডুণ্ডুভ বোধে বধ করিলেন না বরং সান্ত্বনা করত জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে ভুজগ, সত্য করিয়া বল তুমি কে? কি প্রকারে এই বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছ?

ডুণ্ডুভ কহিল, অহে রুরু, আমি পূর্ব্বে সহস্রপাদ নামে ঋষি ছিলাম, ব্রাহ্মণশাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই রূপ দুর্গত হইয়াছি।

রুরু ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, অহে ভুজগ, কি কারণে ব্রাহ্মণেরা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন এবং কত কালই বা তোমার এই দেহ থাকিবে?

ইতি আদিপর্ব্বণি পৌলোমে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

ডুণ্ডুভ কহিল অহে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে খগম নামে একটী ব্রাহ্মণের সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল, সেই বিপ্র সত্যবাদী এবং তপস্যার বলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একদা আপনার অগ্নিহোত্র কার্য্যে আসক্ত রহিয়াছিলেন, সেই সময় আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল একটা তৃণের সর্প করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলাম, তাহাতে তাঁহার মোহ জন্মিল। অনেক ক্ষণের পর মোহাপগমে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল তখন যথাবদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হওত আমাকে এই অভিশাপ দিলেন তুমি আমাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত যাদৃক বীর্য্যবান সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছিলে স্বয়ং তাদৃক্ বীর্য্যশালী ভুজঙ্গ হইবে।

দ্বিজবর খগমের তপোবীর্য্য আমার বিলক্ষণ বিদিত ছিল, ঐ অভিশাপ বচন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইলাম, এবং ভয়ে আমার

হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অনন্তর আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক সবিনয় বচনে কহিতে লাগিলাম হে মহাশয়! আপনি আমার সখা এই ভাবিয়া আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত ঐ পরিহাস করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার প্রতি এরূপ অভিসম্পাত দেওয়া উচিত হয় না, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন, এই শাপ নিবর্ত্ত করিতে আজ্ঞা হউক।

আমার এই প্রকার কাতরতা দর্শনে তাঁহার দয়া জন্মিল, ক্রোধ পরিহার করিয়া মুহুর্মুহু উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেং সখেদ বচনে কহিলেন আমি অভিশাপ দিয়াছি এক্ষণে তো আমা হইতে কোন প্রতীকার হইতে পারে না, আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, তোমারতো বিদিত আছে, আমি যাহা কহিয়াছি কোন প্রকারেই মিথ্যা হইবেক না, কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলিতেছি মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর এবং শুনিয়া তাহা মনোমধ্যে ধারণ করিয়া রাখ। প্রমিতির পুত্র রুরু নামে একটী পুণ্যাত্মা মহর্ষি উৎপন্ন হইবেন তাঁহার দর্শন মাত্রে তুমি এই শাপ হইতে মুক্তি পাইবে; হে মহাশয় আপনি সেই রুরু, প্রমিতির তনয়, আমি আপনার সন্দর্শনে স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনকার প্রত্যুপকার করিব।

এই প্রকার কহিতে কহিতেই সেই ডুণ্ডুভের সর্পদেহ পরিত্যক্ত হইল, আপনার পূর্ব্বতন ভাস্বর দেহ প্রাপ্ত হইয়া রুরুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে প্রাণিবর! অহিংসার তুল্য ধর্ম্ম নাই, অতএব ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন প্রাণির হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে, যিনি ঐ প্রকারে অহিংসা ধর্ম্ম পালন করেন তিনি সৌম্য বলিয়া গণ্য হন, যে ব্যক্তি সকল ভূতের প্রতি অভয় দান করেন এবং অহিংসা, সত্যবচন ও ক্ষমা যাঁহার ভূষণ, তিনিই বেদবেদাঙ্গে বিদ্বান, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তদ্ভিন্ন বেদ ধারণও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বটে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম তাহা কদাপি ব্রাহ্মণের ইষ্ট হয় না। হে মুনে! ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি, বলি শুন, দণ্ড ধারণ, উগ্রত্ব, এবং প্রজাপালন এই সকল ক্ষত্রিয়দের কর্ম্ম। পূর্ব্বে জনমেজয় রাজা যজ্ঞ করিয়া সর্পদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সর্প জাতির মহাভয় উপস্থিত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে সর্পেরা পরিত্রাণ পায় অর্থাৎ তপোবীর্য্য এবং বল শালী বেদবেদাঙ্গ পারগ বিপ্রবর আস্তীক ঐ রাজার সর্প যজ্ঞে গমন করিয়া সর্পজাতিকে রক্ষা করেন।

ইতি আদিপর্ব্বণি পৌলোমে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রুরু এতৎ শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা জনমেজয় কি প্রকারে সর্পজাতির হিংসা করিয়াছিলেন এবং কি নিমিত্তই বা সর্প সকল হিংসিত হইয়াছিল, মহাত্মা আস্তীকই বা কি কারণে তাহাদিগকে রক্ষা করেন? হে দ্বিজবর! এই সকল বিষয় যথাতত্ত্ব শুনিতে আমার মহান্ অভিলাষ হইতেছে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

ঋষি কহিলেন অহে রুরু! ব্রাহ্মণ গণ আস্তীকের সমস্ত চরিত্র বর্ণন করিবেন তুমি তাঁহাদের নিকটেই শুনিতে পাইবে, আমি এক্ষণে কহিতে পারি না। ঐ ঋষি এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন।

সৌতি কহিলেন সেই ঋষিকে হঠাৎ অদৃশ্য হইতে দেখিয়া রুরু অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া সেই কাননের সকল স্থানে তাঁহার অন্বেষণ করত ভ্রমণ করিলেন, যখন কুত্রাপি দর্শন লাভ হইল না তখন হতাশ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল, অতএব সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে সেই ঋষির বাক্য চিন্তা করিতেং তাঁহার চৈতন্য হইল, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপন পিতার সমীপে আসিয়া পিতাকে সেই ঋষির বাক্য কহিয়া ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে তাঁহার পিতা সর্প যজ্ঞের ইতিহাস যথাবৎ বর্ণন করিলেন।

ইতি আদিপর্ব্বণি সর্প যজ্ঞপ্রস্তাবনা, পৌলোম পর্ব্ব সমাপ্ত, দ্বাদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

পক্ষিরা কহিল ত্রেতা যুগে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মতঃ পৃথিবী শাসন করিতেন, তাহাতে তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্য সময়ে রাজ্য মধ্যে প্রজা পুঞ্জের দুর্ভিক্ষ অথবা ব্যাধি জন্য ভয় ছিল না, আর কোন মানবকে অকালে কালের করাল কবলে পড়িতে হইত না অপর তাঁহার শাসনে পুরবাসিগণ হইতে অধর্ম্ম জনক কার্য্য হওয়া অন্তরে থাকুক তদ্রূপ কর্ম্মে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত ও হইত না। ধন বীর্য্য তপস্যা ইত্যা-

থাকিলে। অনেকেই ঐ সকলের নিমিত্ত অহঙ্কার করিয়া যত্ন হয় কিন্তু তাঁহার শাসনবশতঃ তদীয় রাজ্যে ঐ সকল কিছুর কাহারো ক্ষমতা জন্মাইতে পারে নাই, এবং তাঁহার পুণ্য প্রতাপে অধিকৃত দেশ মধ্যে কোন স্ত্রী অপ্রাপ্ত যৌবনা হইয়া জন্মে নাই অর্থাৎ সকল অবলা একেবারে স্থিরযৌবনা হইয়া ভূমিষ্ঠা হইত।

সে যাহাহউক ঐ রাজা এক সময়ে মৃগয়া করিবার বাসনায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। একটা মৃগকে দেখিতে পাইয়া পশ্চাৎ২ গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কতক গুলি অবলার "রক্ষা করুন২" এই কাতর শব্দ তাঁহার কর্ণ গোচর হইল। তিনি ঐ আর্ত্তনাদ শুনিবামাত্র হরিণের অনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন এবং "ভয় নাই২" এই বাক্য উচ্চস্বরে উ[illegible]রণ পূর্ব্বক ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন কি আমি রাজ্য শাসন করি, আমার শাসন সময়েতেও এমন অন্যায়কারী লোক আছে? এই প্রকার কহিতে২ সেই আর্ত্তধ্বনি যে দিক্ হইতে শুনা যাইতেছিল শব্দানুসারে সেই দিকে গমন করিলেন।

ঐ সময়ে সকল আরম্ভের ব্যাঘাতকারী বিঘ্নরাজও ঐ আর্ত্তনাদের অনুসরণ পূর্ব্বক রোদন স্থলে গিয়াছিলেন, তিনি তথায় উপনীত হইয়া ঐ সকল ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক মনে২ চিন্তা করিতেছিলেন এখানে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতুল তপস্যা অবলম্বন করিয়া তপোবলে পূর্ব্বকার অসিদ্ধ বিদ্যা সকল সিদ্ধ করিতেছেন, সেই এই বিদ্যা সকল ভয়ার্ত্তা হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, আমি এই মুনির কার্য্যে কি প্রকারে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারি, ইনি অতিশয় তেজস্বী, ইঁহার উপরে তো আমার শক্তি চলিবেক না, আহা, এই সকল বিদ্যা আর্ত্তা হইয়া রোদন করিতেছে দেখিয়া দয়া হইতেছে কিন্তু কি করি, আপনার ক্ষমতা নাই, অথবা ঐ রাজা এই অবলাদের কাতর শব্দ শুনিয়া "ভয় নাই" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে২ আসিতেছেন, আমি উঁহারই শরীরে [illegible] প্রবেশ করি তাহাতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিব। এই রূপ চিন্তা করিয়া সেই বিঘ্নরাজ তৎক্ষণাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্রের দেহ মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন।

কোপমূর্ত্তি বিঘ্নরাজ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাজা সরোষ বচনে কহিতে লাগিলেন অরে, কোন্ পাপকারী নর আপনার বস্ত্রাঞ্চলে জ্বলন্ত অনল বন্ধন করিতেছে? আমি দেশাধিপতি, পরাক্রম এবং অস্ত্রতেজে দীপ্ত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি এখনও ক্ষান্ত হইতেছে না, এ ব্যক্তি যে হউক, আমার বাণ দ্বারা জর্জ্জরিতশরীর হইয়া অদ্যই দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইবে।

মুনিবর বিশ্বামিত্র স্বভাবতঃ উগ্রমূর্ত্তি, রাজার ঐ সকল কথা শুনিতে পাইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ক্রোধ তাঁহাকে আশ্রয় করিবামাত্র ঐ সকল বিদ্যা ক্ষণমধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদ্যা সাধন করিতেছিলেন, আমাহইতে ইঁহার ঐ কার্য্যে ব্যাঘাত পড়িল, ইহা মনে করিয়া মহাভয়ে রাজার হৃদয় অশ্বত্থপত্র তুল্য কাঁপিতে লাগিল। তদনন্তর যখন তাঁহার প্রতি ঐ মুনির দৃষ্টি পতিত হইল এবং ঐ ঋষি সক্রোধ বচনে কহিতে লাগিলেন অরে দুরাত্মা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, থাক্, তখন রাজা বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক মুনির চরণে পতিত হইয়া কহিলেন ভগবন্, আমি যাহা করিয়াছি ইহা আমার ধর্ম্ম, ইহাতে আমার অপরাধ নাই। হে মুনে, আমি নিজ ধর্ম্মে রত আছি, আমার প্রতি ক্রোধ করিতে যোগ্য হয়েন না। ধর্ম্মজ্ঞ রাজার ধন বিতরণ, প্রজা রক্ষণ এবং ধনুঃ উদ্যত পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম।

বিশ্বামিত্র কহিলেন অহে রাজা, তুমি আপনাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিতেছ, তোমার কেমন ধর্ম্মজ্ঞান আছে শীঘ্র বল দেখি দানের পাত্র কে, কাহারা রক্ষণীয়, এবং কোন্২ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা উচিত?

রাজা কহিলেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সকল দানের পাত্র এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি ক্ষীণবৃত্তি, তাহাদিগকেও দান দেওয়া কর্ত্তব্য। আর ভীত ব্যক্তিরা রক্ষণীয়, এবং শত্রু সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়।

বিশ্বামিত্র কহিলেন তুমি যদি রাজা, এবং সদা রাজধর্ম্মের অনুসারে চল, তবে আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ করিব মানস করিয়াছি, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি আমাকে অভীষ্ট দক্ষিণা দাও দেখি।

পক্ষিরা কহিল ঐ মহর্ষির এই বচন শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের অন্তরাত্মা প্রহৃষ্ট হইল, যেন পুনর্জ্জন্ম পাইলেন, মনোমধ্যে এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন। পরে মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্, আপনকার কি দক্ষিণা দেয়, শঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক কহিতে আজ্ঞা হউক, তাহা যদিও অত্যন্ত দুর্লভ হয় তথাচ আমি দিয়াছি জ্ঞান করুন, হিরণ্য বা সুবর্ণ, পুত্র বা পত্নী, দেহ বা প্রাণ, রাজ্য অথবা পুরী কিম্বা রাজলক্ষ্মী যাহা আপনকার অভিপ্রেত হয় তাহাই প্রদান করিব।

বিশ্বামিত্র রাজার এই বাক্যে হর্ষ প্রকাশ করত বলিলেন অহে রাজা, তুমি যাহা দান করিলে আমি প্রতিগ্রহ করিলাম প্রথমতঃ আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান কর দেখি।

রাজা কহিলেন হে ব্রহ্মন্, আমি তাহাও আপনাকে প্রদান করিব। আপনকার আর যে২ প্রতিগ্রহ অভীষ্ট থাকে বরণ করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন হে রাজন্, এই সসাগরা এবং গিরি গ্রাম নগর সহিতা ধরা, তথা রথ অশ্ব গজ সকল তোমার সকল রাজ্য, আর তোমার কোষ্ঠাগারে

ও ধনাগার আর২ যে কিছু আছে, অথবা অধিক কথনে প্রয়োজন নাই তোমার ভার্য্যা পুত্র এবং শরীর ও ধর্ম্ম যাহা মৃত্যুতে সঙ্গে যায় এই কএকটী ব্যতীত অন্য সকল বস্তুই প্রদান কর।

পক্ষিরা কহিল সেই ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও রাজার বদনে কিঞ্চিন্মাত্র বিকার জন্মিল না, প্রহৃষ্টমনাঃ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন ভাল তাহাই প্রদান করিলাম।

অনন্তর বিশ্বামিত্র কহিলেন যদি তুমি আমাকে রাজ্য, পৃথিবী, ধন, জন, সর্ব্বস্ব দান করিলে তবে আমি রাজাস্থ হইয়া থাকিতে এই পৃথিবীতে কাহার প্রভুত্ব হইতে পারে?

রাজা কহিলেন ভগবন্, আমি এই পৃথিবী যখন আপনাকে প্রদান করি নাই তখনও ইহাতে আপনকার স্বামিত্ব ছিল অদ্য তো আপনি মহীপতি হইলেন এখন আপনার ব্যতীত আর কাহার ইহাতে প্রভুত্ব হইবেক?

বিশ্বামিত্র কহিলেন যদি তুমি আমাকে সমুদায় পৃথিবী দান করিলে তবে যে বিষয়ে আমার প্রভুত্ব হইল তাহা হইতে তোমার নির্গত হওয়া উচিত হয়, অপর তোমার নিকট কটিসূত্রাদি যে কিছু ভূষণ আছে তাহাও ত্যাগ কর এবং আপনার পুত্র কলত্রের সহিত বৃক্ষের বল্কল পরিধান পূর্ব্বক এই ক্ষণেই রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া যাও।

পক্ষিরা কহিল রাজা হরিশ্চন্দ্র মুনির এই বাক্য শুনিয়া "তাহাই করিতেছি" ইহা কহিয়া সেই ক্ষণে উক্তপ্রকার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনার পত্নী শৈব্যা ও শিশুসন্তানটীকে সঙ্গে লইয়া বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন। রাজা এই প্রকারে যখন গমন করেন তখন মুনি তাঁহার বর্ত্ম রোধ করত কহিলেন তুমি আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত দক্ষিণা দিবে অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রদান না করিয়া কোথায় যাও?

রাজা কহিলেন ভগবন্, আপনাকে এই সমুদায় রাজ্য প্রদান করিলাম, আমার নিকট এখন তো আর কিছু নাই, সম্প্রতি কেবল এই তিনটী দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন তথাপি তোমাকে আমার যজ্ঞ দক্ষিণা দিতে হইবে, তুমি কি জান না ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া না দিলে বিনষ্ট হইতে হয়? অতএব হে রাজন্, রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে যত প্রদান করিলে তাঁহাদের সন্তোষ জন্মিতে পারিবে তাবৎ পরিমাণ দক্ষিণা তোমাকে অবশ্যই দিয়া যাইতে হইবে, অঙ্গীকার করিয়া দান, আততায়ির সহিত যুদ্ধ, এবং আর্ত্তজনের পরিরক্ষণ এই সকল রাজধর্ম্ম, তুমি আপনিই পূর্ব্বে করিয়াছ, এক্ষণে কি বিবেচনায় তাহার অন্যথা করিতেছ?

রাজা কহিলেন এক্ষণে তো আমার নিকট কিছু নাই, ভাল, কালক্রমে তাহাও প্রদান করিব, সম্প্রতি আমার দুঃখ স্মরণ করিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক প্রসন্ন হউন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন তবে কত কাল প্রতীক্ষা করিব নিশ্চয় করিয়া বল, নচেৎ আমার শাপাগ্নি তোমাকে এই দগ্ধ করে।

রাজা কহিলেন এক মাসের মধ্যে আপনকার দক্ষিণা ধন প্রদান করিব, অধুনা আমার নিকট কিঞ্চিন্মাত্র বিত্ত নাই, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া গমনানুমতি প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন ভাল তবে তুমি যাও এবং আপনার ধর্ম্ম পালন কর। তোমার পথ শুভদ হউক, কোথাও শত্রু উপস্থিত না হউক।

পক্ষিরা কহিল রাজা হরিশ্চন্দ্র এই প্রকারে অতি কষ্টে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী যিনি কখন পদব্রজে গমন করেন নাই তথাপি পতির পশ্চাৎ চলিলেন। যখন রাজা রাজধানী হইতে পুত্র কলত্র সহিত নির্গত হন তখন পুরবাসি সকল এবং অনুজীবি লোকেরা অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিল এবং শোক প্রকাশ করিতে২ এই রূপ বিলাপ করিতে লাগিল হে নাথ, আমাদিগকে কেন পরিত্যাগ করেন আমরা আপনকার বিরহে অতিশয় পীড়িত হইব। মহারাজ, আপনি ধর্ম্মতৎপর এবং প্রজাদের প্রতি আপনকার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে, আমরা আপনা হইতে বিরহিত হইয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারিব না। হে রাজন্, আপনি যেখানে যাইতেছেন আমাদিগকে তথায় লইয়া চলুন। মহারাজ, এত সত্বর হইতেছেন কেন? মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা হউক। আমরা নেত্র রূপ ভ্রমর দ্বারা আপনকার বদন কমলের সুধা পান করি, আবার কতকালে দেখিতে পাইব?

অনন্তর তাহারা দৈবের আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিল হায় কি দুর্দ্দৈব! যিনি বহির্গত হইলে অগ্রে ও পশ্চাতে বহু২ রাজগণ গমন করিত অদ্য তাঁহার এই বনিতা শিশু সন্তানটী ক্রোড়ে করিয়া একাকিনী তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, অপর যিনি যাত্রা করিলে করি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভূরি২ রাজা পশ্চাৎ যাইত সেই হরিশ্চন্দ্র রাজা অদ্য একাকী পদব্রজে গমন করিতেছেন!

প্রজাপুঞ্জ এই রূপে দৈবনিন্দা করিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল মহারাজ, আপনকার এই সুকুমার শুভ্রদশন শোভিত বদনপদ্ম ধূলিতে ধূসরিত হইলে তাহা দেখিয়া লোকের মহাশোক হইবে। অতএব হে রাজন্, এখানেই থাকিয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করুন।

মহারাজ, দয়া মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের তদ্ব্যতিরেকে আর ধর্ম্ম নাই, আপনি ঐ ধর্ম্ম সর্ব্বদা পালন করিয়া থাকেন, আপনি যদি এস্থান হইতে প্রস্থা

করিলেন তবে আমাদের পুত্র কলত্র ধন ধান্যে আর কি হইবে? আমরাও এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনার ছায়াস্বরূপ হইয়া পশ্চাৎ২ গমন করিব। হে নাথ, হে মহারাজ, হে স্বামিন্, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, আপনি যেখানে থাকিবেন আমরা সেই স্থানেই থাকিব, যেখানে আপনাকে দেখিতে পাইব সেই স্থানেই আমাদের পরম সুখ হইবে, আপনি যেখানে থাকিবেন তাহাই আমাদের নগর, যেস্থানে আপনাকে দেখিতে পাইব তাহাই আমাদের স্বর্গ তুল্য বোধ হইবে।

পৌর জনের এই সমস্ত সকরুণ বচন শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় শোকে পরিপুত হইল। তিনি তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা বিতরণার্থ গমনে নিবৃত্ত হইয়া পথিমধ্যে এক বার দণ্ডায়মান হইলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বামিত্র মুনি পৌরজনের বচনে রাজাকে ব্যাকুলচিত্ত দেখিয়া রোষবশতঃ নয়ন দ্বয় বিস্তৃত করত নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, অহে রাজ, তুমি অতি দুরাচার, বড় মিথ্যাবাদী, তোমাকে ধিক, কি ঘৃণার বিষয়, আমাকে এই রাজ্য সম্প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ?

বিশ্বামিত্র অকারণে এই প্রকার পরুষ বচন প্রয়োগ করিলে রাজা কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন মহাশয় এই যাই," তাহার পরেই বনিতার কর আকর্ষণ পূর্ব্বক শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

রাজা যখন বনিতা সমভিব্যাহারে গমনার্থ তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করেন তখন বিশ্বামিত্র শ্রমাতুরা সেই সুকুমারী রাজাঙ্গনাকে আপনার দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা চোট প্রহার করিলেন। তাহা দেখিয়া যদিও রাজার অন্তঃকরণে সাতিশয় পরিতাপ জন্মিল তথাচ "যাই" এতন্মাত্র বাক্য কহিলেন তদ্ভিন্ন একটী কথাও তাঁহার বদন হইতে বহির্গত হইল না।

ঐ সময়ে দয়াবান্ পঞ্চ বিশ্বদেব ঐ ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন আঃ এই বিশ্বামিত্র মুনি কি পাপাত্মা, ইহার কি গতি হইবে বলিতে পারি না। এই রাজা শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক, এই মুনি ইহাঁকে স্বীয় রাজ্য হইতে চ্যুত করিতেছেন? হায়, এখন আমরা আর কোন্ ব্যক্তির যজ্ঞে গিয়া শ্রদ্ধাপূত সোমরস পান করিয়া আমোদ করিব!

পক্ষিরা কহিল ঐ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের অন্তঃকরণ রোষে পরিপূর্ণ হইল, ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন তোমরা মনুষ্য হও। বিশ্বামিত্রের শাপ শ্রবণে বিশ্বদেবগণের মনে মহা বিষাদ জন্মিল, বিবিধ বিনয় বচনে তাঁহার প্রসন্নতা সাধন করিলেন, তাহাতে ঐ মহামুনি তাঁহাদিগকে কহিলেন তোমাদের মনুষ্য ভাব অবশ্যই হইবে তাহার অন্যথা হইবে না, কিন্তু ঐ অবস্থায় তোমাদের সন্ততি অথবা দারপরিগ্রহ কিম্বা মাৎসর্য্য হইবেক না, অতএব তোমরা কামক্রোধ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এইরূপ দেবতা হইতে পারিবে, তাহার পরেই ঐ পঞ্চ বিশ্বদেব স্ব২ অংশে কুরুকুলে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পঞ্চ পাণ্ডব নন্দন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

হে মুনে, এই কারণেই দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়ের দার পরিগ্রহ হয় নাই, মুনিবর বিশ্বামিত্রের শাপই তদ্বিষয়ে মহা প্রতিবন্ধক ছিল। হে ব্রহ্মন্, পাণ্ডবদিগের কথাশ্রিত প্রশ্ন চতুষ্টয় এই তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম, অন্য কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় বল।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দ্রৌপদেয়োৎপত্তি সপ্তম অধ্যায়।

বিষ্ণু পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন অনন্তর অভিধান মাত্রে ব্রহ্ম শরীরোৎপন্ন সেই সকল দেহ এবং ইন্দ্রিয় সজ্জিত মানসী প্রজা জন্মিল। পরন্তু চেতন ও সমষ্টি জীব স্বরূপ সেই ব্রহ্মার দেহসকল জড় হইলেও তৎসমুদায় হইতে উৎপাদ্যমান দেহ সহিত তাঁহার সংকল্পমাত্রে উদ্বুদ্ধ সংস্কার বিশিষ্ট ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ সকলও অর্থাৎ পৃথক২ জীবও আবির্ভূত হইল। হে মৈত্রেয়! আমি যে সকল জীবের কথা কহিয়াছি তাহারাই ঐ রূপে সৃষ্ট হইল। অর্থাৎ দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত জীব সকল যাহারা সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণ বিষয়ে অবস্থিত, তৎসমুদায় প্রকাশমান হইল। হে মুনে! প্রথমতঃ এইরূপেই চরাচর সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিন্তু ব্রহ্মার ঐ সকল প্রজা পুত্রপৌত্রাদি রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, অতএব তিনি আপনার সদৃশ নয়টী মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে ঐ সকল পুত্র হইতে অন্যান্য সৃষ্টি প্রবর্ত্ত হইবে। ঐ নয়টী মানস পুত্রের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি, এবং বশিষ্ঠ, ইহারাই ব্রহ্মার মানস পুত্র। এই নয় ঋষি ব্রহ্মার সদৃশ, এই নিমিত্ত পুরাণে নয় ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

হে মৈত্রেয়! ব্রহ্মা সনন্দ প্রভৃতি যে সকল ঋষিকে পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারদের সংসারে অনুরাগ জন্মে নাই এবং তাঁহারা প্রজা প্রার্থনাও করেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই জ্ঞানো-

দয় হওয়াতে তাঁহারা বীতরাগ ও বিমৎসর হইয়া পরমার্থ চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়াছিলেন। পরন্তু প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের এই রূপ ঔদাস্য দেখিয়া ব্রহ্মার মহা ক্রোধ হইল। সেই ক্রোধ এমত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল যে তাহার শিখা সমূহে ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে ঐ ক্রোধ দ্বারা ব্রহ্মার ভ্রুকুটী-কুটিল ললাট উদ্দীপিত হওয়াতে তাহা হইতে মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় উগ্রপ্রভাশালী দারুণ রুদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার অর্দ্ধশরীর নর এবং অর্দ্ধদেহ নারী। ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ প্রকার অবলোকন করিয়া কহিলেন তুমি আপনার এই দেহ বিভাগ করিয়া পৃথক্২ কর। তাহার পরেই ব্রহ্মা অন্তর্ধান হইলেন।

অনন্তর ঐ রুদ্র ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আপনার শরীরকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগকে স্ত্রী এবং অন্য ভাগকে পুরুষ করিলেন, তাহার পরে ঐ পুরুষকে আবার একাদশ প্রকারে বিভক্ত করিলেন। অপর ঐ বিভু সৌম্য অসৌম্য অর্থাৎ শান্ত অশান্ত, অসিত সিত ইত্যাদি বহু প্রকারে ঐ স্ত্রীরও বিবিধ প্রভেদ করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মার আপনা হইতে পূর্ব্বে উৎপন্ন স্বায়ম্ভুব মনু যিনি আত্মহইতে উৎপন্ন হওয়াতে ব্রহ্মার আত্মস্বরূপ ছিলেন, তিনি প্রজাপালনার্থ বৃত হইয়া শতরূপা নাম্নী নারীকে আপনার পত্নী করিলেন। তাহাতে সেই দেবীর গর্ব্ভে ঐ মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে দুই কন্যা জন্মিল।

মনু আপনার ঐ দুই কন্যার মধ্যে প্রসূতিকে দক্ষের হস্তে এবং আকূতিকে রুচির হস্তে সম্প্রদান করিলেন। প্রজাপতি রুচি যথাবিধি আকূতিকে গ্রহণ করিলে তাঁহাদের দুই জন হইতে দক্ষিণা সহিত যজ্ঞ স্ত্রী পুরুষ স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সন্তান সন্ততি রূপে উৎপন্ন হইল।

হে মহাভাগ! রুচির ঐ যে যজ্ঞ নামে পুত্র হইল তাহা হইতে দক্ষিণার গর্ব্ভে দ্বাদশটী পুত্র জন্মে, সেই দ্বাদশ পুত্র স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম এবং দেব এই নামে প্রসিদ্ধ হন।

হে মুনে! দক্ষ যে প্রসূতির পাণিগ্রহণ করেন তাঁহার গর্ব্ভে দক্ষের ঔরসে চব্বিশ কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, এবং সিদ্ধি এই ত্রয়োদশটী কন্যাকে ধর্ম্ম আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনে! দক্ষের ঐ ত্রয়োদশ ভিন্ন আরো একাদশটী কন্যা ছিল তাহাদের নাম এই২ যথা—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা। হে মুনিসত্তম! খ্যাতি প্রভৃতি এই একাদশটী কন্যাকে যথাক্রমে এক২টী করিয়া ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি এবং পিতৃগণ একে২ ভার্য্যার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুনে! দক্ষকন্যাদের মধ্যে ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী হয়েন পূর্ব্বে কহিলাম, তাহাদের গর্ব্ভে যে২ অপত্য হয় বলি শুন। শ্রদ্ধা কামকে, লক্ষ্মী দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে প্রসব করেন। অপর মেধা হইতে শ্রুত, ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও নয় এবং বিনয়, বুদ্ধি হইতে বোধ লজ্জা হইতে বিনয়, বপু হইতে ব্যবসায়, এবং শান্তি হইতে ক্ষেম উৎপন্ন হয়। আর সিদ্ধির গর্ব্ভে সুখ এবং কীর্ত্তির গর্ব্ভে যশঃ জন্মে। ইহারা সকলে ধর্ম্মের পুত্র। হে ঋষে! ধর্ম্মের এই সকল পুত্র মধ্যে কাম নামে যে তনয়, তাহার পত্নী নন্দা ঐ নন্দা কামহইতে হর্ষনামে এক পুত্র প্রসব করেন।

হে মুনিবর! এই যে ধর্ম্মের বংশ কহিলা[illegible] এই ধর্ম্ম যেমন ব্রহ্মার পুত্র, তদ্রূপ অধর্ম্ম নামে ব্রহ্মার এক পুত্র আছে। সেই অধর্ম্মের ভার্য[illegible] হিংসা, তাহার গর্ব্ভে অনৃত নামে পুত্র এব[illegible] নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে। ঐ দুই হইতে ভ[illegible] এবং নরক নামে দুই পুত্র হয়। এই ভয় এব[illegible] নরকের যথাক্রমে মায়া ও বেদনা নামে ভার্য্যা হয়। ঐ মায়া ভয় হইতে সর্ব্বভূতাপহারি মৃত্যুকে উৎপন্ন করে আর বেদনা নরক নামক স্বী[illegible] ভর্ত্তার ঔরসে দুঃখনামে আপনার যোগ্য সন্তা[illegible] প্রসব করে।

মায়ার পুত্র যে মৃত্যু, তাহা হইতে ব্যা[illegible] জরা শোক, তৃষ্ণা এবং ক্রোধ এই কএটী সন্তা[illegible] উৎপন্ন হয়। এই সকল পুত্রেতে দুঃখের সম্প[illegible] আছে যেহেতু সকলেই পাপ স্বরূপ। এই সক[illegible] লের ভার্য্যা অথবা পুত্র নাই, ইহারা সকলে[illegible] ঊর্দ্ধরেতাঃ। হে মুনিবর! এই সকল গুলি ভগবান্ বিষ্ণুর রৌদ্র মূর্ত্তি, ইহারা এই জগতের নিত্য প্রলয়ের কারণ হয়।

হে মহাভাগ! দক্ষ, মরীচি, অত্রি, এবং ভৃগু প্রভৃতি যে সকল প্রজাপতি, তাঁহারা এই জগতে নিত্য সৃষ্টির হেতু। আর মনু, মনুপুত্র, বীর্য্যবান

নৃপতি এবং সমাবর্ত্তি মুনি, এ সকল হইতে এই জগতের নিত্য স্থিতি হইয়া থাকে।

মৈত্রেয় কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আপনি এই যে নিত্য স্থিতি, নিত্য সৃষ্টি, এবং নিত্য প্রলয়ের কথা বলিলেন এ সকলের স্বরূপ কি? বলিতে আজ্ঞা হউক।

পরাশর কহিলেন মুনে! অচিন্ত্য স্বরূপ ভগবান্ মধুসূদন উক্ত দক্ষাদি এবং মন্বাদি রূপে এই জগতের অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! তন্মধ্যে প্রলয় চারি প্রকার হয়, যথা—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এবং নিত্য। এই সকলের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। জগতের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন তাঁহার নিদ্রা নিমিত্ত যে প্রলয় হয় তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। আর এই ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় তখন জগতের প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। এবং যোগিদের জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মাতে যে লীন হওয়া, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। আর সর্ব্বদা উৎপন্ন প্রাণিদিগের দিবারাত্রি যে বিনাশ হইতেছে তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে।

হে মৈত্রেয়! এক্ষণে তিন প্রকার সৃষ্টির বিষয় কহিতেছি অবধান কর। মহাপ্রলয়াবসানে প্রকৃতির সকাশ হইতে যে মহদাদি সৃষ্টি হয় তাহার নাম প্রাকৃতী সৃষ্টি। আর অবান্তর প্রলয়ের পর যে চরাচর সৃষ্টি হয় তাহাকে দৈনন্দিনী সৃষ্টি বলে। অপর অনুদিন যে প্রাণি সকল জন্মিতেছে ইহা নিত্য সৃষ্টি। হে মুনিসত্তম! আত্যন্তিক প্রলয় যেমন হয় তদ্রূপ আত্যন্তিক সৃষ্টি হয় না, এই নিমিত্ত সৃষ্টি তিন প্রকার। সে যাহা হউক, ভগবান্ ভূতভাবন বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিত্ব রূপে অবস্থিত হইয়া এই রূপে সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! এস্থলে তোমার এমত আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্ব শরীরে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন তবে আবার কালভেদে উৎপত্ত্যাদি কেন? মুনে! বিবেচনা করিলে ঐ আশঙ্কা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না, সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের বৈষ্ণবী শক্তি সর্ব্ব দেহেতেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে তাহাতেই কালভেদে সৃষ্ট্যাদি হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি গুণত্রয়ময় এই বিষ্ণুশক্তিকে অতিক্রমণ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।

ইতি বিষ্ণু পুরাণে প্রথম অংশে সপ্তম অধ্যায়।

মৎস্য পুরাণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ সূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সূত! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, এবং রাক্ষস, এ সকলের উৎপত্তি বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর।

সূত কহিলেন হে ঋষিবৃন্দ! পূর্ব্বে মনোমধ্যে সংকল্প অথবা দর্শন কিম্বা স্পর্শন মাত্রে সৃষ্টি হইত, প্রচেতার পুত্র দক্ষের পর অবধি প্রজাসকল স্ত্রী পুরুষ সংযোগে সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রজাপতি দক্ষ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্ট্যর্থ অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে সৃষ্টি করেন বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রজাপতি দক্ষ প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ দেব ঋষি উরগ সৃষ্টি করিলেন কিন্তু তাঁহার ঐ সৃষ্টি যখন বৃদ্ধিশীল হইল না তখন তিনি আপনার অশিক্লী নামে যে ভার্য্যা ছিল তাহাতে মিথুনধর্ম্মে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন, ঐ সকল পুত্রের নাম হর্য্যশ্ব।

হে মুনিবৃন্দ! প্রজাপতি দক্ষের ঐ সকল পুত্র প্রজাসৃজনে উৎসুক হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের হইতে প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারিত কিন্তু এক দিন নারদ তাঁহাদিগকে সৃষ্ট্যর্থ ব্যগ্র দেখিয়া কহিলেন তোমরা প্রজা সৃষ্টি নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছ, অগ্রে এই পৃথিবীর পরিমাণ উপরেই বা কত, এবং নীচেই বা কত, বিশেষ রূপে অবগত হও, পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া প্রজা সৃষ্টি করা উচিত হয় না।

হে বিপ্রগণ! দক্ষপুত্র হর্য্যশ্ব সকল দেবর্ষি নারদের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রে ধরণীর পরিমাণ নিশ্চয় করাই কর্ত্তব্য, বিবেচনা করিয়া তদর্থ দিকে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু যেমন নদী সকল সমুদ্রে গিয়া তথা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না তাহার ন্যায় তাঁহারাও আর নিবৃত্ত হইলেন না।

হর্য্যশ্ব নামে পুত্রগণ বহুকাল গত হইলেও যখন প্রত্যাবৃত্ত না হইলেন তখন প্রজাপতি দক্ষ অনুমান করিলেন তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন অতএব তিনি আপনার বীরিণী নাম্নী যে পত্নী ছিল

তাহার গর্ব্ভে পুনর্ব্বার সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন, তাঁহাদের নাম সবলাশ্ব, তাঁহারাও সকলে পিতার অভিপ্রায়ানুসারে প্রজাসৃষ্টি নিমিত্ত মিলিত হইলেন। পরন্তু নারদ একদা তাঁহাদিগেরও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন অহে তোমরা সৃষ্টি নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছ, অগ্রে পৃথিবীর পরিমাণ জ্ঞান এবং তোমাদের ভ্রাতৃগণ কোথায় গিয়াছেন অনুসন্ধান কর এ দুই বিষয়ের তথ্য না জানিয়া সৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

দক্ষ পুত্র সবলাশ্ব গণ নারদের ঐ কথা শুনিয়া আপনাদের ভ্রাতৃবর্গ যে পথে গমন করিয়াছিলেন সেই পথের পথিক হইলেন কিন্তু তাঁহারাও অদ্যাপর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। হে মুনিবৃন্দ! সবলাশ্বগণ ভ্রাতাদের অনুসন্ধানার্থ গমন করিয়া নিবৃত্ত হন নাই এই কারণে তদবধি কোন ব্যক্তি ভ্রাতার অন্বেষণ নিমিত্ত তদীয় পথে গমন করে না, যদি কোন ভ্রাতা যায় তাহা হইলে প্রায় তাহাকে বিপদে পতিত হইতে হয়।

সে যাহাহউক, যখন সবলাশ্ব নামক পুত্রগণ গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন না তখন প্রজাপতি দক্ষ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অনুমান করিলেন আমার শেষ সৃষ্ট সন্তান গণ বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। দক্ষের প্রজাবৃদ্ধি করণার্থ বিশেষ মানস ছিল অতএব তিনি পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাদের হইতে প্রজাবৃদ্ধি বিষয়ে এই ব্যাঘাত দেখিয়া মনে করিলেন পুত্রদ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হওয়া সুকঠিন, কন্যা সৃষ্টি করি,তাহাদের হইতেই আমার মানস পূর্ণ হইতে পারিবেক। অতএব তদনন্তর বীরিণীর গর্ব্ভে ষাইটটী কন্যা উৎপন্ন করিলেন। সেই সকল কন্যা মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে, সাতাইশটী চন্দ্রকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী ভৃগুপুত্র কৃশাশ্বকে, অপর দুইটী অঙ্গিরাকে সম্প্রদান করিলেন।

হে মুনিগণ ঐ সকল দক্ষকন্যা দেবজননী, তাঁহাদের হইতেই প্রজাবৃদ্ধি হয়, তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। মরুত্বতী, বসু, যামী লম্বা, ভানু, অরুন্ধতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বা, এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী হয়েন। ইহাদিগের যে২ সন্তান হয় তাহাও অবগত হউন। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেব গণ, সাধ্যার সন্তান সাধ্যগণ, মরুত্বতীর তনয় মরুদ্গণ, বসুর আত্মজ অষ্টবসু, ভানুর সুত ভানুগণ অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্য। এই রূপে মুহূর্ত্তার গর্ব্ভে মুহূর্ত্তজ সকল ও লম্বার উদরে ঘোষ নামক সন্তান নিকর, এবং যামীর গর্ব্ভে নাগবীথী উৎপন্ন হয়। আর এই পৃথিবীতলে যে কিছু আছে, এ সমুদায়ও পূর্ব্বোক্ত মরুত্বতী হইতে উৎপন্ন হয়। অপর সংকল্পা হইতে সংকল্প এবং বসু হইতে তুষ্টি সম্ভূত হয়।

হে দ্বিজগণ! বসুর সন্তান বসুগণ পূর্ব্বে যাহা কহিলাম ঐ সকল বসু কে, তদ্বিবরণ বলি শ্রবণ করুন, যে সকল দেবতা জ্যোতির্বিশিষ্ট এবং সকল দিকে ব্যাপকভাবে অবস্থিতি করেন তাঁহারাই বসু নামে বিখ্যাত, তাঁহাদের নাম বলিতেছি। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, এই অষ্ট বসু। এই অষ্ট বসুর মধ্যে আপ নামে যে বসু, তাঁহার চারি পুত্র যথা শান্ত, বৈতণ্ডব, সাম্ব, এবং বক্র, ইহারা চারি জনেই যজ্ঞ রক্ষায় অধিকারী। অপর ধ্রুব নামা যে বসু, তাঁহার পুত্র কাল। সোম নামা বসুর পুত্র বর্চ্চঃ। ধর নামক বসুর সন্তান দ্রবিণ এবং হব্যবাহ। অনিলের পুত্র অবিজ্ঞাত গতি। অনলের পুত্র কুমার, তিনি শরস্তম্বে উৎপন্ন হয়েন। ঐ কুমারের তিন অনুজ যথা—শাখ, বিশাখ, এবং নৈগমেয়। ঐ কুমার কৃত্তিকা গণ কর্ত্তৃক পালিত হওয়াতে তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হয়। অপর প্রত্যূষের পুত্র দেবল, এবং প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা। এই বিশ্বকর্ম্মাই দেবতাদের শিল্পী। ইহা হইতেই প্রাসাদ ভবন উদ্যান প্রতিমা ভূষণাদি এবং তড়াগ আরাম কূপ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

হে মুনিগণ! যে একাদশ রুদ্র বিখ্যাত আছেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। একপাদ, অজ, অহি, ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত এবং অপরাজিত পিনাকী, ইহাঁরা সকলেই ত্রিশূলধারী, ইহাঁদের পুত্র চৌরাশী কোটি। তাঁহারা সকলে সকল দিকের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

ইতি মৎস্য পুরাণে পঞ্চম অধ্যায়।

গরুড় পুরাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি যে প্রকারে সূর্য্যাদি পূজা করিয়াছিলেন তাহা বলুন। হে দেব শ্রুত আছে তাহাতে ভুক্তি মুক্তি হইয়া থাকে অতএব সংক্ষেপে কহুন।

হরি কহিলেন সূর্য্যাদি পূজা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রণব পূর্ব্বক "সূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা নমস্কার করিয়া প্রণব পূর্ব্বক "হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। তদনন্তর সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, এবং কেতুর পূজা করিবে। তাহার পরে "তেজশ্চণ্ডায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আসন আবাহন পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নানীয় বস্ত্র উপবীত গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ প্রদান করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে তদনন্তর বিসর্জ্জন দিবেক।

হে বৃষধ্বজ, সূর্য্যাদির পূজা প্রকরণ এই কহিলাম, কিন্তু পূজায় প্রথমে ন্যাসাদি করিতে হইবে। তদনন্তর বিষ্ণুর আবাহন করিয়া আসনাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার পরে বিষ্ণু শক্তি সরস্বতীর পূজা করিতে হইবে তাহাতে প্রথমে ন্যাসাদি করিয়া প্রণব পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত নাম দ্বারা শ্রদ্ধা ঋদ্ধি লজ্জা মেধা তুষ্টি পুষ্টি প্রভা মতি এই একএকটী শক্তির পূজা করিতে হইবে। পরে ক্ষেত্রপালাদির পূজা করিবে।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন মানবগণ যাহার প্রভাবে ঘোর নরকার্ণবে পতিত হইয়া যাতনা ভোগ করে তাহার নাম পাপ। সেই পাপ স্থূল সূক্ষ্মাদি ভেদে বিবিধ প্রকার, তন্মধ্যে যে সকল পাপ স্থূল অথচ নরকের হেতু, অগ্রে সে সকল বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পরস্ত্রীতে রতিস্পৃহা করণ, মনোদ্বারা পরের অনিষ্ট চিন্তন, পরদ্রব্যাভিলাষ এবং অকার্য্যে মনোযোগ, এই চারি প্রকার মানস পাপ। অপর সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া বাক্য প্রয়োগ, অসত্য কথন, অপ্রিয়ভাষণ, এবং পরের অপবাদ অথবা পৈশুন্য, এই চারি প্রকার বাচিক পাপ। আর অভক্ষ্য ভক্ষণ, হিংসা, মিথ্যাকাম সেবন, পরস্ব গ্রহণ, এই চারি প্রকার কায়িক পাপ। প্রাধান্যতঃ এই দ্বাদশ প্রকার পাপ, এ সকলের আবার অবান্তর বিবিধ ভেদ আছে, পশ্চাৎ তাহা কহা যাইবে।

হে রাজন্, যে সকল ব্যক্তি সংসার সাগরের নিস্তারক মহাদেবে দ্বেষ করে তাহারা সমস্ত পাতক অম্বিত, তাহারা চিরকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। অপর ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী, সুবর্ণস্তেয়ী, গুরুপত্নী গামী এবং এই সকলের সহিত সহবাস কারী এই পাঁচ ব্যক্তি মহাপাতকী।

মহারাজ, যে সকল ব্যক্তি ক্রোধ অথবা দ্বেষ কিম্বা ভয় অথবা লোভ বশতঃ ব্রাহ্মণের মর্ম্মপীড়ন পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মহত্যাকারির তুল্য কহা গিয়া থাকে। অপর যে ব্যক্তি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাদানার্থ নিকটে আহ্বান করিয়া পশ্চাৎ "আমার কিছু দেয় নাই, দিতে পারিলাম না" ইহা বলিয়া নিরাশ করে সে ব্যক্তিকেও ঐ রূপ ব্রহ্মঘ্ন তুল্য বলা গিয়া থাকে। অপিচ যে আপনার বিদ্যাভিমানে মত্ত হইয়া অবিদ্য অথবা জ্ঞানবিদ্য ব্রাহ্মণকে অমান্য করে, তথা উদাসীন ব্রাহ্মণের প্রতি যাহার আদর নাই, তাহাকেও ব্রহ্মঘ্নার সদৃশ জানিবে।

হে রাজন্, কোন২ কর্ম্ম গুরুপত্নী গমনের সদৃশ মহাপাতক জনক এক্ষণে বলি, শ্রবণ কর। উৎকৃষ্ট বরে কন্যা সমর্পণের মানস করিয়া কন্যার গুণ না থাকিলেও মিথ্যা কল্পনা পূর্ব্বক তাহার প্রশংসা করণ, পুত্রবধূ ও মিত্রপত্নী তথা ভগিনীতে গমন, কুমারীদূষণ, অন্ত্যজস্ত্রী সেবন, ইত্যাদি কর্ম্ম গুরুপত্নী গমনের তুল্য মহাপাতক উৎপন্ন করে। কিন্তু মহারাজ, এই যে সকল পাপ মহাপাতকের তুল্য বলিয়া উক্ত হইল এ সকলের "পাতক" এই সংজ্ঞা হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন অন্য২ যে সমস্ত পাপ আছে, তৎসমুদায়ের নাম উপপাতক, তাহার বিশেষ বলিতেছি শুন।

ব্রাহ্মণকে কোন দ্রব্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যে দান না করে এবং যে ব্যক্তির আপনার ঐ প্রতিশ্রুত স্মরণ না হয়, তাহাকে উপপাতকী জানিবে।

হে মহারাজ, যে সকল মহাপাতক পাতক উপপাতক উক্ত হইল তদ্ব্যতীত আরো বহু কর্ম্ম আছে তাহাতেও নরক ভোগ করিতে হয়। যথা ব্রাহ্মণের দ্রব্যাপহরণ, সীমার ব্যতিক্রম করণ, অতিশয় মান, অতিশয় ক্রোধ, দাম্ভিকতা করণ, কৃতঘ্নতাচরণ, বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি, কৃপণতা করণ, মাৎসর্য্য করণ পরদার হরণ, সাধ্বী কন্যার মিথ্যা দোষ কথন, অকৃত বিবাহ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে বিবাহ করণ, স্বয়ং অকৃত বিবাহ থাকিয়া কনিষ্ঠের প্রতি বিবাহানুমতি দান, যে কন্যার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় নাই তাহার পাণি গ্রহণ, আপনার সামর্থ্য সত্ত্বে পুত্র মিত্রাদির পোষণ না করণ, সাধু দ্বিজ এবং তপস্বি দিগের সহবাস পরিত্যাগ করণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও স্ত্রী শূদ্রের প্রাণহত্যা করণ, দেবতার আশ্রয় স্বরূপ যে সকল বৃক্ষ, তাহাদের বিনাশ করণ, আপনার আশ্রমস্থ ক্ষুদ্র প্রাণির পীড়া উৎপাদন, স্বর্ণ রজত ভিন্ন ধাতু ও ধান্য স্তেয়করণ, অযাজ্য যাজন, গজ আরাম তড়াগ, স্ত্রী এবং পুত্র কন্যা বিক্রয় করণ, তথা তীর্থ যাত্রা উপবাস ব্রত ইত্যাদি কর্ম্মের ফল বিক্রয় করণ, ছলে বলে স্ত্রীধন লইয়া ভোগ করণ, স্ত্রী কর্ত্তৃক

নির্জিত হইয়া থাকন, রক্ষক হীন নারী ও ব্রাহ্মণ নারী সেবন, ঋণ শোধ না করণ, নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ, বিষ ব্যাপারণ মন্ত্র, বা অভিচার কর্ম্ম ব্যবসা দ্বারা জীবিকা করণ, দেবতা ঋষি সাধু সাধ্বী ইত্যাদির নিন্দা করণ, প্রতাকে বা প্রত্যেকে ব্রাহ্মনিন্দন, এই সকল কর্ম্ম দ্বারা নরক বাস হয়।

অপর যে সকল ব্যক্তি দুঃশীল, নাস্তিক, শূন্যবাদী, তথা যাহারা সেতু, তড়াগ ইত্যাদি বিনষ্ট করে, যাহারা একপংক্তিস্থ ব্যক্তি দিগকে বিনা কারণে পংক্তি চ্যুত করে, এই সকল ব্যক্তিও পাপাত্মা, ইহারাও নারকী। আর যে সকল লোক ব্রাহ্মণ, কন্যা, স্বামী, মিত্র, তপস্বী, ইহাদের কোন কার্য্য করিয়া দিবার অবকাশ কালে ইহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া যায় তাহাদিগকে পাপী ও নারকী জানিবে।

অপিচ যে ব্যক্তি বহু প্রকারে ব্রাহ্মণের দুঃখ উৎপাদন করে এবং যে ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রী সম্ভোগ অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মদ্য আঘ্রাণ করে আর যে সকল ব্যক্তি ক্রূর ও হিংসাপ্রিয় এবং যাহারা লোকমধ্যে সুখ্যাতি নিমিত্ত যজ্ঞাদি করে, তাহাদিগকেও নারকী জানিবে।

আর যে সকল ব্যক্তি গোষ্ঠ অগ্নি জল রথ্যা তরুচ্ছায়া পর্ব্বত উপবন আয়তন এই সকল স্থানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে, যাহারা নিত্য মদ্যপানে অথবা গীত বাদ্যে রত, যাহারা পরচ্ছিদ্রান্বেষী, যাহারা বর্ত্মরোধক অথবা সীমাপহারক, যাহারা কৃত্রিম লেখ্যাদি করে, যাহারা ধনুঃ ও শল্য এবং শস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, যাহারা স্বামি মিত্র গুরু ইত্যাদির অনিষ্টচারী, যাহারা মায়াবী, চপল এবং শঠ, যাহারা ভার্য্যা পুত্র মিত্র বালক কৃশ আতুর ভৃত্য আত্ম বন্ধু ইত্যাদি ক্ষুধিত হইলে শক্ত্যনুসারে ঐ সকলকে আহার দেয় না, যাহারা পুত্রাদিকে না দিয়া স্বয়ং মিষ্ট ভোজন করে, যাহারা ব্রত নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করে, যাহারা প্রব্রজ্যাশ্রমে গিয়া তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়, যাহারা রহস্য বিষয়ের প্রকাশক, যাহারা গোসকলকে সর্ব্বদা তাড়না করে ও মুহুর্মুহু কটূক্তি করে, যাহারা দুর্ব্বল ও নপুংসক বলীবর্দ্দকে ভার বহায়, যাহারা ক্ষীণ কৃশ আর্ত্ত গোসকলকে পালন না করে, এ সকল ব্যক্তিরও ঘোর যাতনাসহ নরকবাস হইবে।

অপিচ যে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা বৃষ সকলের অণ্ডকোষ ছেদন করে এবং যাহারা ধেনু দিগের পৃষ্ঠে ভার দেয় অথবা তাহাদিগের দ্বারা কৃষ্যাদি করে তাহাদিগকেও মহানারকী জানিবে।

মহারাজ, ঐ সকল ব্যতীত আরো ভূরি২ নরকোৎপাদক কর্ম্ম আছে, ক্ষুধা তৃষ্ণার পীড়িত অতিথির প্রতি যত্ন না করণ এবং অনাথ, বিকল, দীন, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, ও আতুর ইত্যাদি ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা না করণ এই দুই ব্যাপার দ্বারাও নরক যাতনায় পতিত হইতে হয়।

অপর যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সেবকতা জীবিকা কর অথবা শূদ্রাকন্যা বিবাহ করে কিম্বা শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রি য়ের ব্যবসা অবলম্বন করে সে বিপ্রাধমও নারকী তথা যে ব্রাহ্মণ শিল্প কর্ম্মে অথবা পাচকতায়, কি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া তদ্দ্বারা জীবিকা করে তা হাকেও নারকী জানিবে।

মহারাজ, একণে রাজার কিং কার্য্যে নরক হ তাহা বলি শুন, যাহার রাজ্যে প্রজাজন অধিক পুরন্দগণ দ্বারা অথবা চৌরাদি দ্বারা ক্লেশ পায় সে রাজাকে চিরকাল নরকে পতিত হইতে হয়। হে রাজন্ ঐ অন্যায়াচারি অশাসক রাজা এমন পাপাত্ম যে, যে সকল ব্রাহ্মণ তাহার নিকট প্রতিগ্রহ ক তাহাদিগকেও নরকবাসী হইতে হয়। ফলত পারদারিক চৌর ইত্যাদির যত পাপ সকল অরক্ষক রাজা প্রাপ্ত হন। আর যে রাজা সম্যক্ রূপে রাজ কার্য্য দর্শন করেন না অবিচার করিয়া চোরকে সাধু ও সাধুকে চোর বলিয়া অনুগ্রহ নিগ্র করেন তাঁহার ঐ অবিচার জন্য ঘোরতর নরক যাতনা হয়।

মহারাজ, একণে অপহরণের পাপ বর্ণন কি শ্রবণ কর। ঘৃত, তৈল, অন্ন, পান, মধু, মাংস, সুর গুড়, লবণ, শাক, দধি, মূল, ফল, তৃণ, কাষ্ঠ, পুষ্প পত্র, ঔষধ, কাংস্যপাত্র, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, শকট আসন, শয্যা, বস্ত্র, তাম্র, সীসা, রাঙ্গ, গৃহোপকরণ ঊর্ণা, কাপাস, ইত্যাদি দ্রব্য অল্পই হউক বা অধিক হউক যাহারা অপহরণ করে তাহাদিগকেও বিবি নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়।

হে রাজন্, উপরে যে সকল পাপের উল্লেখ করি ঐ সমুদায় ও তদ্ভিন্ন অন্য২ বহু প্রকার পাপ আ তাহার বশে মনুষ্য গণ যমলোকে গিয়া যমদূতদে নিকট ঘোর যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। মহারাজ, যমে নাম ধর্ম্মরাজ, তিনি সকল প্রাণির পাপ কর্ম্মে সমুচিত দণ্ড করিয়া থাকেন অতএব যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, তাহারা অজ্ঞানতঃ পাপ অনুষ্ঠিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত ও অনুতাপ দ্বারা তাহার ধ্বংসার্থ য করেন। মহারাজ, যাহারা পাপ করিয়া পরে অনু তাপ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করে যম সদনে তাহাদে তাদৃক্ যন্ত্রণা হয় না। অতএব পাপ হইলে তাহা প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। যদিও কর্ম্মের ফলভো ব্যতিরেকে কদাপি ক্ষয় হয় না তথাচ যাতনা লাঘব হয়।

হে রাজন্, পাপকর্ম্মা মানবগণের বিবি পাপের বিষয় এই সংক্ষেপে উক্ত হইল, পাপজন্য মনুষ্যদিগকে বিবিধ নরক ভোগ করিতে হয়। পাপ বাক্য কায় কর্ম্ম এই তিন সাধনেই সমুৎপ হয় তাহাতে বিবিধ অশুভ ফল জন্মাইয়া দেয়।

ইতি ভবিষ্যোত্তর পুরাণে পাপ ভেদ কথ পঞ্চম অধ্যায়।

হরিবংশ।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন পিতামহ ব্রহ্মা বেণ-পুত্র পৃথুকে সাম্রাজ্যে অভিষেক করিয়া তদনন্তর ক্রমে অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ২ ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিজ বীরুধ নক্ষত্র গ্রহ যজ্ঞ এবং তপস্যা এই সকলের রাজ্যে সোম অভিষিক্ত হইলেন এবং বারি রাজ্যে বরুণদেবের অভিষেক হইল আর রাজগণের উপরে বৈশ্রবণ অর্থাৎ কুবের রাজা হইলেন। পরে ব্রহ্মা বিশ্বদেবগণের রাজ্যে বৃহস্পতিকে এবং ভৃগুদের রাজ্যে শুক্রকে ও আদিত্যগণের রাজ্যে বিষ্ণুকে তথা বসুসকলের রাজ্যে অগ্নিকে অভিষিক্ত করিলেন।

এই রূপে প্রজাপতিদের রাজ্যে দক্ষ, মরুৎগণের রাজ্যে ইন্দ্র, দৈত্য ও দানবদিগের রাজ্যে প্রহ্লাদ, পিতৃগণের রাজ্যে বৈবস্বত যম অভিষিক্ত হইলেন। অপর যক্ষ রাক্ষস পার্থিব ভূত প্রেত এবং পিশাচদের রাজ্যে ভগবান্ শূলপাণি গিরীশের রাজত্ব হইল। আর শৈল সকলের রাজ্যে হিমালয়, নদী সকলের রাজ্যে সাগর, সাধ্যগণের রাজ্যে নারায়ণ, রুদ্রগণের রাজ্যে বৃষধ্বজ এবং দানবদিগের রাজ্যে বিপ্রচিত্তি অভিষিক্ত হইলেন।

অপর মরুৎ, অশরীরী ভূত, এবং শব্দ বিশিষ্ট আকাশ এই সকলের রাজ্যে মহাবল বায়ু অভিষিক্ত হইলেন, তথা সাগর নদ ও মেঘ সকলের তথা বর্ষণের উপরেও ঐ বায়ুর আধিপত্য হইল। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা বিভু চিত্ররথকে গন্ধর্ব্ব দিগের এবং বাসুকিকে নাগকুলের, তক্ষককে দংশজাতির এবং শেষকে দংষ্ট্রাবিশিষ্ট সকল প্রাণির আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। এই রূপে ঐরাবত হস্তী হস্তিসকলের এবং উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক অশ্বজাতির, ও গরুড় পতত্রিনিকরের রাজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

হে রাজন্! এই রূপে মৃগ কুলের রাজ্যে ব্যাঘ্র, গো সকলের রাজ্যে বৃষ, এবং বনস্পতি সকলের রাজ্যে প্লক্ষ অভিষিক্ত হইল। অপর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদের রাজ্যে কামদেব রাজা হইলেন, আর ঋতু মাস পক্ষ রাত্রি মুহূর্ত তিথি পর্ব্ব কলা কাষ্ঠা তথা অয়নদ্বয় এবং গণিত ও যোগ এ সকলের প্রভু বৎসর হইল।

মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকারে রাজ্য বিভাগ করিয়া পরে দিক্ সকলে দিক্পালদিগকে স্থাপিত করিলেন। যথা পূর্ব্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র সুধন্বাকে, দক্ষিণ দিকে প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদকে, পশ্চিম দিকে রজঃপুত্র মহাত্মা কেতুমন্তকে, উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জ্জন্যের পুত্র হিরণ্যরোমাকে রাজা করিয়া অভিষেক করিলেন। হে রাজন্! ঐ সকল দিকপাল এই সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে অদ্যাপি ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছেন। হে নরাধিপ! ঐ সকল দিক্পাল বেণ পুত্র পৃথুকে বেদবিহিত বিধি পূর্ব্বক রাজরাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন।

অনন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে ভগবান ব্রহ্মা বৈবস্বত মনুকে রাজ্য প্রদান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! যদি তোমার শুনিতে বাসনা হয় ঐ মনুর উপাখ্যানও বিস্তার পূর্ব্বক বলিব। মহারাজ! এই আখ্যান পুরাণে অতিশয় প্রতিষ্ঠিত, ইহা ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য এবং স্বর্গবাসকর, অতএব সর্ব্বতো ভাবে শুভ দায়ক।

জনমেজয় কহিলেন হে বৈশম্পায়ন! মহাত্মা পৃথুর জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া বলুন আর ঐ মহাত্মা যে প্রকারে এই বসুধারা হইতে শস্যাদি দোহন করেন এবং পূর্ব্বে পিতৃ দেব ঋষি নাগ বৃক্ষ শৈল পিশাচ গন্ধর্ব্ব বিপ্র এবং মহাসত্ত্ব রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যে প্রকারে এই ধাত্রী দুগ্ধা হয় ও সেই দোহন সময়ে ঐ২ ব্যক্তি দিগের সম্বন্ধে যে২ পাত্র ও যে২ বৎস এবং যে২ বিশেষ২ ক্ষীর আর যে২ ব্যক্তি দোগ্ধা হইয়াছিল তৎসমুদায় যথাবৎ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। পরন্তু পূর্ব্বে মহর্ষি গণ ক্রুদ্ধ হইয়া যে কারণে পৃথুর পিতা বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করেন তাহাও কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! বেণ পুত্র পৃথুর বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। কিন্তু ইহা অশুচি বা ক্ষুদ্রান্তঃকরণ বা অশিষ্য বা অব্রত বা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগের নিকট কখন বলিওনা। হে রাজন্! এই বৃত্তান্ত স্বর্গসাধক, যশোবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, এবং ধন্য ও বেদের তুল্য। মহারাজ! ঋষিরা এবিষয়ের রহস্য বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! আমি তোমার নিকট এই যে পৃথুর উপাখ্যান বলিব যে ব্যক্তি ইহা ব্রাহ্মণদিগকে পুরস্কার করিয়া শ্রবণ করাইবেন তাঁহাকে

কৃতব্য অকৃত নিমিত্ত কদাপি শোক করিতে হইবেক না।

ইতি হরিবংশে চতুর্থ অধ্যায়।

যোগবাশিষ্ঠ।

তৃতীয় সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন রামচন্দ্র এই প্রকারে মহামোহ নিবারক বচন সকল কহিতে থাকিলে তৎশ্রবণে তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তির নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সকলেই তুষ্ণীম্ভূত এবং চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের বাক্য সমাপ্ত হইলে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং তত্রস্থ সিদ্ধগণ সাধুবাদ সহিত এই ঘোষণা করিতে লাগিলেন আমরা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত অকুতোভয়ে সর্ব্ব স্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকি কিন্তু এতাদৃশ শ্রুতি রসায়ন বাক্য কস্মিন্ কালে কুত্রাপি শুনি নাই, অদ্য আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইল, রামচন্দ্র এই যে সকল কথা কহিলেন তাহাতে আমাদের প্রবোধ উদিত হইল।

সিদ্ধগণের এই অলক্ষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সভাস্থ মহামুনি বাল্মীকি কহিলেন রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র যে পবিত্র বচন কহিয়াছেন মহর্ষি বশিষ্ঠাদি তাহার নির্ণয় কহিবেন তাহাও শ্রবণ করা উচিত হয়। আকাশ বিহারি সেই সিদ্ধ গণ এই প্রকার উক্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সভা মধ্যে পতিত হইয়া প্রকাশ পাইলেন।

রাজা দশরথের সভায় যে সকল মুনি অধ্যাসীন হইয়াছিলেন যখন তাঁহাদের নয়ন গোচর হয় আকাশ হইতে সিদ্ধগণ সভায় অবরোহণ করিতেছেন তখন তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্ব২ আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন অতএব সিদ্ধ গণ উপনীত হইলে সকলে তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিলেন এবং রাজা দশরথও পরম ভক্তি সহকারে পাদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক সপর্য্যা করিয়া নানা প্রকারে স্তব করিলেন।

অনন্তর সিদ্ধগণ ভূপতির প্রতি কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন পরে সম্মুখে প্রণতাবস্থিত রামচন্দ্রের পূজা করত কহিতে লাগিলেন অহো! এই বালক কি সুন্দর বাক্য গুলি কহিতেছিলেন, ইহাঁর সেই সমস্ত [illegible] পরিপূর্ণ। পরে সভাস্থ মুনিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন অহো বিজেন্দ্রবৃন্দ! এই জড় সংসারে সার বস্তু অতি দুর্লভ। পরন্তু এই রামচন্দ্র যে কথা গুলি কহিয়াছেন আপনারা যদ্যপি প্রকৃত প্রতিবচন দ্বারা ইহাঁর মনোভীষ্ট সফল না করেন তাহা হইলে সুস্পষ্টই ব্যক্ত হইবেক সকলেই অজ্ঞান, কাহারো সার বোধ নাই।

সিদ্ধগণ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া অতি উচ্চস্বরে এই প্রকার কহিলে তত্রস্থ মহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন বৎস! তুমি জ্ঞানবানেরদের শ্রেষ্ঠ, তোমার জ্ঞাতব্য কিছুই নাই, আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সকলই অবগত হইয়াছ। রাম! তোমার বুদ্ধি ভগবান্ ব্যাস নন্দন শুক দেবের তুল্য, অন্তরে পরব্রহ্ম অবগত হইয়া বিশ্রাম মাত্র অপেক্ষা করিতেছে।

রামচন্দ্র মহামুনি বিশ্বামিত্রের এই বচন শ্রবণ করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! ব্যাসনন্দন শুকদেবের মতি পরব্রহ্মে প্রথমে কেন বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় নাই? পশ্চাতেই বা কি প্রকারে বিশ্রান্ত হইল?

বিশ্বামিত্র কহিলেন বৎস! ভগবান্ ব্যাস তনয়ের বৃত্তান্ত তোমার আপনার বৃত্তান্ত তুল্য আমি তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যোগিবর শুকদেব তোমার ন্যায় স্বীয় মনোমধ্যে লোক ব্যবহারের বিষয় অতিশয় চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাতে তোমার ন্যায় তাঁহারও বিবেক উদয় হয় এবং তিনি সত্য বস্তুও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্য বস্তু লাভ হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল না, যে বস্তু প্রাপ্ত হইলেন তাহাই প্রকৃত বস্তু কি না সংশয় জন্মিল সুতরাং সর্ব্বদা চঞ্চল চিত্ত হইয়া থাকিলেন।

শুকদেব ঐ প্রকার অপ্রসন্ন ও অসুস্থ চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এক দিন ভ্রমণ করিতে২ সুমেরু পর্ব্বতে উপনীত হইলেন তথায় তাঁহার পিতা ভগবান্ ব্যাসদেব বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। জনকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে শুকদেবের মনোমধ্যে আহ্লাদ জন্মিল, প্রণাম করিয়া নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন পিতঃ এই সংসার কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং কিরূপেই ইহার শান্তি হইয়া থাকে আর কোন্ ব্যক্তির কোন্ কালে কি পরিমাণে সংসার হয়? এই সকল বিষয়ের নির্ণয় করিতে

জনক হওয়াতে আমার [illegible] হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি বর্ণন করেন স্থৈর্য্য লাভ হয়।

ভগবান্ ব্যাসদেব আপন তনয়ের এই প্রশ্নে ব্রহ্ম তত্ত্ব বর্ণন করিলেন। কিন্তু শুকদেবের মনে হইল এবিষয় তো পূর্ব্বাবধি আমার জ্ঞাত আছে, অতএব জনকের ঐ সকল বচনে তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মিল না।

তনয়ের অভিপ্রায় ভগবান্ ব্যাসদেবের হৃদয়ঙ্গম হইলে তিনি পুনর্ব্বার কোমল সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তোমার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব যে রূপে বর্ণন করিলাম আমি এতদপেক্ষা অধিক জানি না, যদি সবিশেষ জানিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে মিথিলা নগরে রাজর্ষি জনক সন্নিধানে গমন কর, তিনি ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্ন, সকল তত্ত্বই তাঁহার বিদিত আছে, তাঁহার নিকট সকলই জানিতে পারিবে।

শুকদেব জনকের এই বাক্যে সুমেরু শিখর হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া রাজপুরীর গোপুরে উপস্থিত হওত প্রহরি দ্বারা রাজর্ষি জনক সন্নিধানে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন ব্যাসপুত্র শুক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। রাজা জনক যদিও স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা প্রভাবে শুকদেবের আগমন কারণ অবগত হইলেন তথাচ তাঁহার জ্ঞানাধিকার জন্মিয়াছে কি না পরীক্ষা করণার্থ অবজ্ঞা পূর্ব্বক "থাকুন" এই মাত্র প্রতি বচন দিয়া আপনার রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন তদবধি সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার সমাচারও গ্রহণ করিলেন না। শুকদেব জনকের বাক্যানুসারে সাত দিন দ্বার দেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্তাহ অতীত হইলে রাজর্ষি জনক দ্বারপালকে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন কএক দিন গত হইল শুকদেব নামে যে এক ব্যক্তি পুরদ্বারে আসিয়াছিলেন তিনি কোথায়? দ্বারী নিবেদন করিল মহারাজ! তিনি তদবধি দ্বার দেশেই অবস্থিত আছেন, রাজা দ্বারপালকে আজ্ঞা করিলেন তাঁহাকে আমার অন্তঃপুরে লইয়া তথায় বাস স্থান দাও।

শুকদেব অন্তঃপুরে নীত হইয়া, কখন্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু তথায় রাজা এই বার্ত্তা প্রচার করিলেন অন্তঃপুরে রাজার আগমন হয় না। পরন্তু তত্রস্থ পরম সুন্দরী যোষা সকল নানা প্রকার ভোগ দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। সপ্তাহ কাল পুরদ্বারে নিরাশ্রয়ে অবস্থিতি জন্য দুঃখে শুকদেবের অন্তঃকরণ যেমন নির্ব্বিকার ছিল অন্তঃপুরের বিবিধ সুখ ভোগেও তদ্রূপ বিকারশূন্য হইয়া রহিল।

অন্তঃপুরেও ঐ রূপে এক সপ্তাহ অতীত হইলে পর রাজর্ষি জনক তাঁহার সবিশেষ সমাচার গ্রহণ পূর্ব্বক ভাব অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সভায় আনয়ন করাইলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন ব্রহ্মন্! আপনি সমস্ত মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছেন তথাচ কি মানসে এখানে আগমন হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! এই সংসার কি প্রকারে উত্থিত হইয়াছে, কি রূপেই বা ইহার প্রশম হইবে, যথাবৎ জানিতে বাসনা করি।

বিশ্বামিত্র এতাবৎ বৃত্তান্ত রামচন্দ্রের নিকট বর্ণন করিয়া কহিলেন বৎস রাম! রাজর্ষি জনক এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া শুকদেবকে সেই রূপই কহিলেন তাঁহার পিতা ব্যাসদেব যে রূপ কহিয়াছিলেন তাহাতে শুকদেব জনকরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজন্! এ বিষয় আমি আপন বিবেক দ্বারা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে আমার মনঃ প্রসন্ন হয় নাই অতএব পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনিও প্রথমতঃ এই রূপেই উপদেশ করেন এবং শাস্ত্রার্থও এইরূপ বটে, কিন্তু এই দৃশ্য সংসার ভেদ কল্পনা দ্বারা জন্মিয়াছে যাহাতে ভেদ কল্পনা ক্ষয় পাইয়া নিঃসার বলিয়া নিশ্চয় হয় সেই পদার্থটী কি, আপনি যথার্থ রূপে বর্ণন করুন, তাহা জ্ঞাত হইলেই আমার চিত্ত প্রশান্ত হইবেক।

জনক কহিলেন ব্রহ্মন্! আপনি বিবেক দ্বারা যাহা অবগত হইয়াছেন এবং গুরুমুখে যাহা আপনকার শ্রুত আছে তদপেক্ষা আর নিশ্চয় কিছুই নাই, অবচ্ছেদহীন চিদাত্মা স্বরূপ অদ্বৈত পুরুষ এক মাত্র, তিনিই কাল বশতঃ আত্ম সংকল্প দ্বারা সংসারবদ্ধ হয়েন কিন্তু সেই সংকল্প পরিত্যাগ হইলেই তাঁহার পরিত্রাণ হয়। হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্যক্তিরাই সেই পরম পুরুষকে জানিতে পারেন, আপনিও মহাত্মা, ইহাতে আপনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

আপনকার ভোগ বাসনা নাই যেহেতু অখিল পদার্থই যেন প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ আছেন অতএব আপনি তো মুক্তপুরুষ আপনি আবার সংসার সংস্কার গ্রহণ করেন, এ ভ্রম বিসর্জ্জন করুন।

বৎস রামচন্দ্র! সেই শুকদেব এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনোমধ্যে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন এবং তাঁহার শোক ভয় ও চিত্তচাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ জনক সহ সম্ভাষণ করিয়া পরে সমাধি করিবার নিমিত্ত সুমেরু শিখরে গমন করিলেন। তথায় দশ সহস্র বৎসর যাবৎ নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে তাঁহার চিত্ত সমাহিত রহিল এবং ক্রমে তৈল শূন্য দীপের ন্যায় পরমাত্মাতে পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলেন।

মহামুনি বিশ্বামিত্র এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! সেই শুকদেবের যদ্রূপ সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া কেবল অনস্থাবনার আশঙ্কা ত্যাগ মাত্র অবশিষ্ট ছিল তোমারও তদ্রূপ কেবল বুদ্ধির মার্জ্জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। বৎস! বিষয় বাসনা দ্বারাই মিথ্যা বস্তু স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি হইয়া বন্ধন জন্ম ঐ বাসনার শান্তি হইলে ঐ বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব বেদে কহেন বাসনা ক্ষয়ই মোক্ষ, বিষয় বাসনাই বন্ধন।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এইরূপ কহিয়া সভাস্থ মুনিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে মুনি পুঙ্গবগণ! আপনারা শ্রবণ করুন এই রামচন্দ্র আত্ম বিবেক দ্বারা যে বস্তু জানিতেছেন সৎ জ্ঞানির প্রমুখাৎ তাহাই শ্রবণ করিয়া চিত্ত প্রসাদ লাভ করিবেন। এখানে আপনারা অনেকে আছেন বটে কিন্তু ভগবান্ বশিষ্ঠ ইহাঁর চিত্ত প্রসাদকারী যুক্তি বর্ণনা করুন কেননা ইনি ইহাঁদের কুল গুরু এবং সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিকালে ইহাঁর দৃষ্টি সমান। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! আমাদের উভয়ের পরস্পর বৈরশান্তি নিমিত্ত পদ্ম যোনি ব্রহ্মা পূর্ব্বে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন আপনকার তাহা স্মরণ হয়? আপনার শিষ্য রামচন্দ্রকে তাহাই উপদেশ করুন, হে মহাশয়! সচ্ছিষ্যকে যাহা উপদেশ করা যায় তাহাই অখণ্ডিত জ্ঞান, তাহাই পাণ্ডিত্য। কুশিষ্য ও বিরক্ত ব্যক্তিকে উপদেশ করা বৃথা, তাহাতে আপনার জ্ঞানও অপবিত্র হইয়া পড়ে।

মহামুনি বিশ্বামিত্র এই প্রকার কহিলে নারদ ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার বাক্যের যোগ্যতা করিয়া সাধুবাদ করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজার পার্শ্বে বসিয়া কহিলেন মুনে! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন তাহাই করি, আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কাহার সামর্থ্য আছে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিষধ পর্ব্বতে আমাদের সংসার ভ্রম শান্তি নিমিত্ত যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রকে বলি।

বাল্মীকি কহিলেন মহাত্মা বশিষ্ঠ এইরূপ কহিয়া রামচন্দ্রের অজ্ঞান শান্ত্যর্থ ব্রহ্মজ্ঞান সাধন বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি যোগ বাশিষ্ঠে বৈরাগ্য প্রকরণ নামে তৃতীয় সর্গ।

কুমার সম্ভব।

চতুর্থ সর্গ।

কামপত্নী রতি পতিকে ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া অবধি মোহ পরায়ণা ও নিস্পন্দা হইয়া রহিয়াছিলেন, অনেক ক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল, তারৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই কিন্তু পরে দুরন্ত দৈবই যেন তাঁহাকে নবীন বৈধব্য যন্ত্রণা অনুভব করাইবার মানসে প্রবুদ্ধ করিয়া দিল। যাহা হউক, মূর্চ্ছাবসানে রতি আপন নয়ন দ্বয় উন্মীলন করিয়া অবলোকন বাসনায় তাহা নবহিত করিলেন কিন্তু যে প্রিয় একেবারে অদর্শন গত হইয়াছেন লোচন দ্বয় অতৃপ্ত হইয়া কেবল তাঁহাকেই দেখিতে কেন ইচ্ছুক হইল ইহার কারণ কিছুই বোধ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ পতিকে এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন হে জীবিতনাথ বাঁচিয়া আছ তো, পরে এখন ভূমির উপরে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন তখন পুরুষাকৃতি ভস্মমাত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

পতিকে হর কোপানলে ভস্মীভূত অবলোকন করিয়া রতি পুনর্ব্বার মোহগতা হইলেন, মৃত্তিকার উপরে পতিত হইয়া লুণ্ঠমানা হওয়াতে তাঁহার স্তন দ্বয় ধূলায় ধূসরিত হইল। অনন্তর বিকীর্ণ কেশ হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক এরূপ প্রকারে পরিদেবন করিতে আরম্ভ করিলেন যে বনভূমিও তাঁহার দুঃখে দুঃখান্বিত হইল।

অনন্তর রতি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন হে প্রিয়, তোমার এই যে শরীর সৌন্দর্য্যের কারণে বিলাসি জনের উপমা স্থল ছিল, হায়, তাহা

[illegible] দশা প্রাপ্ত [illegible]
কল্প করিতেছি তথাপি আমার বক্ষঃস্থল এখনও বিদীর্ণ হইল না, অতএব স্ত্রীলোকের হৃদয় কি কঠিন। হে প্রিয়, আমার জীবন তোমার অধীন, তুমি ক্ষণকাল মধ্যে সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া জল-প্রবাহ যেমন সেতুবন্ধ ভগ্ন করিয়া নলিনীকে ফেলিয়া পলায় তেমনি আমাকে রাখিয়া কোথায় পলাইলে? নাথ, তুমি আমার কোন অপ্রিয় কর্ম্ম কর নাই, আমিও তোমার কোন বিপ্রিয় করি নাই, তবে তোমার নিমিত্ত এত বিলাপ করিতেছি অকারণ কেন দর্শন দিতেছ না। হে প্রিয়, কেলি সময়ে নাম বাত্যয় হওয়াতে আমি রোষ পর-বশ হইয়া তোমাকে আমার কাঞ্চী দ্বারা সেই একবার বন্ধন করিয়াছিলাম তাহাই কি স্মরণ করিতেছ, অথবা আমি সেই সময় তোমার প্রতি আমার কর্ণোৎপল নিক্ষেপ করিয়া যে প্রহার করিয়াছিলাম যাহাতে সেই উৎপলের কেশর চ্যুত হইয়া তোমার নয়নদ্বয় দূষিত করে তাহাই কি স্মরণ করিতেছ, ফলতঃ অবশ্য অপকার স্মরণ হইয়া থাকিবে তাহাতেই দর্শন দিতেছ না।

হে প্রিয়, তুমি যে আমাকে সর্ব্বদা বলিতে প্রিয়ে তুমি আমার হৃদয় মধ্যে বাস করিতেছ, অগ্রে এ কথা সত্য মনে করিতাম কিন্তু এখন বিলক্ষণ বোধ হইল তাহা অলীক মাত্র, কেবল আমার মনোরঞ্জনার্থ ঐ রূপ বলিতে, হে নাথ, তাহা অলীক না হইলে তুমি এই অনঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছ আমি কি প্রকারে অবিনষ্টা রহিলাম যদি তোমার হৃদয়ে বাস করিতাম অবশ্য তোমার সঙ্গে আমারও দেহ ভস্মীভূত হইয়া যাইত। হে প্রিয় তুমি পরলোকে গিয়া তথাকার নূতন প্রবাসী হইয়াছ, হও, আমিও শীঘ্র তোমার পদবী প্রাপ্ত হইব। পরন্তু যদিও এ বিষয়ে আমার ভাল মন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, তথাচ লোক সকলের জন্য আমার বড় খেদ হইতেছে, আহা! সমস্ত জনই বিধাতা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইল, হে নাথ! আর কোন্ ব্যক্তি সুখের মুখ দর্শন করিতে পাইবে, দেহধারি-দিগের সুখ তোমারই তো অধীন। হে প্রিয়, তোমা বিনা আর কোন্ ব্যক্তি রাত্রি কালীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথ দিয়া মেঘগর্জ্জন শ্রবণে ভীতা হইলেও কামিনীগণকে স্ব২ কান্ত সন্নিধানে লইয়া যাইতে পারিবে? অপর হে প্রিয়, যে বারুণীমদে নয়ন অরুণ বর্ণ হইয়া ঘূর্ণায়মান হয় এবং পদে২ বাক্য স্খলন করিয়া দেয় সেই বারুণীমদ একণে তোমার অভাবে প্রমদা গণের বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। অপিচ হে অনঙ্গ, নিশাকর তোমার প্রিয় বন্ধু, যখন তাঁহার জ্ঞাত হইবে তোমার শরীর কথা মাত্রা-বশেষ হইয়াছে তখন তিনি আপনার উদয় বিফল মনে করিয়া কৃষ্ণপক্ষ গত হইলেও আর "বৃদ্ধি বৃথা" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইবেন। হে নাথ, নবীন আম্র কুসুম যাহার বৃন্ত মনোহর হরিত ও অরুণ বর্ণ, এবং মধুরাস্ফুট পুংস্কোকিলের রবে যাহার অনুমান হয় তাহা অতঃপর কোন্ ব্যক্তির ধনু হইবেক? হে প্রিয়, তুমিই পুষ্পবাণ ছিলে, তোমা ব্যতীত আর কাহারো তো পুষ্প ধনু নহে সুতরাং অতঃপর আম্র কুসুম বিফল হইল।

হে প্রিয়, এই ভ্রমরশ্রেণিকে তুমি অনেকবার আপনার ধনুকের গুণ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলে ইহারা আমাকে এই গুরুতর শোকে আর্ত্তা দেখিয়া করুণস্বরে শব্দ করত যেন আমার সঙ্গে রোদন করি-তেছে। প্রভো, পুনর্ব্বার আপনার সেই মনোহর শরীর ধারণ করিয়া গাত্রোত্থান কর, এই সকল কোকিল প্রিয়োক্তি বিষয়ে স্বভাবতঃ পণ্ডিত, ইহা-দিগকে সুরত সংক্রান্ত দূত স্থানে পুনরায় আজ্ঞা দাও।

হে স্মর, তুমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া আমার নিকট যে আলিঙ্গন যাচঞা করিতে তাহা স্মরণ পথে উদিত হওয়াতে আমার চিত্ত অতিমাত্র অস্থির হইতেছে। হে রতি পণ্ডিত, তুমি আপনি আমার অঙ্গে এই যে কুসুমাভরণ রচনা করিয়া দিয়াছিলে তাহা এখনও আমি ধারণ করিতেছি কিন্তু তোমার সেই মনোহর শরীর আর দৃষ্ট হই-তেছে না। হে প্রিয়, তুমি আমার চরণের প্রসাধন কর্ম্ম করিতেছিলে সেই সময় নির্দ্দয় দেবগণ তোমাকে স্মরণ করাতে ঐ কর্ম্ম সমাপ্ত না করি-য়াই প্রস্থান করিয়াছ অনেক ক্ষণ গিয়াছে, আইস, আমার বাম চরণে আলতা দেওয়া হয় নাই, ইহা রঞ্জিত করিয়া দাও।

হে প্রিয়, তুমি স্বর্গে গিয়াছ, তোমাকে অবলোকন করিয়া তত্রস্থ চতুর সুরকামিনীদের লোভ জন্মিবেক যাবৎ তাহারা তোমাকে লোভ দেখাইয়া হরণ না করে তাবৎ আমি অনল প্রবেশদ্বারা শীঘ্রই তোমার নিকটে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তোমার ক্রোড় আশ্রয় করিতেছি, কিন্তু হে নাথ, যদিও আমি তোমার অনুগমন করি তথাচ আমার এই অপ-বাদ লোক মধ্যে থাকিল যে মদন ব্যতিরেকে রতি ক্ষণকালও জীবিত ছিল। হে নাথ, তুমি পরলোকে গিয়া লুক্কায়িত হইলে আমি তোমার শরীরের যে অন্ত্য সংস্কার করিব তাহারও উপায় দেখি না, যেহেতু তুমি আপনার জীবন ও দেহ সহিত একে-বারেই অতর্কিতা গতি প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ তোমার মৃত দেহও নাই যে আমি তাহার শেষ সংস্কার করি।

হে স্মর, তুমি আপনার ক্রোড়ে ধনুক খানি রাখিয়া তাহা সরল করিতে করিতে তোমার প্রিয় বয়স্য বসন্তের সহিত যে কথা কহিতে এবং নয়নো-

পাত দ্বারা একবারও তাঁহার প্রতি যে অবলোকন করিতে, তাহাই আমার মনে পড়িতেছে। হে নাথ, তোমার সেই হৃদয়ঙ্গম সখা বসন্ত যিনি ফুল আনিয়া তোমার ধনুক রচনা করিয়া দিতেন তিনি কোথায় গেলেন? মহাদেবের কোপে পতিত হইয়া তিনিও কি সুহৃদের গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিষলিপ্ত শরের তুল্য ঐ সকল বিলাপ বচনে যদিও বসন্তের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল তথাচ তিনি কাতরা রতিকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক শান্ত্বনা করিবার মানসে তাঁহার সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করিলেন।

প্রিয়তমের হৃদয়ঙ্গম সুহৃদ্ নয়ন পথবর্ত্তী হইলে রতি সমধিক রোদন এবং বক্ষঃস্থলে করাঘাত আরম্ভ করিলেন। রতির এইরূপ কাতর হওয়া বিচিত্র নহে, আত্মীয় স্বজনের অগ্রে দুঃখ বিবৃতদ্বার হইয়া উঠে। রতি অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া পরে বসন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে বসন্ত, দেখ. তোমার সখার কি হইয়াছে, তাঁহার সেই দেহ এই কপোতের ন্যায় কর্ব্বুর বর্ণ ভস্ম মাত্র হইয়াছে. পবন আবার ইহা বিকীর্ণ করিতেছে। বসন্তকে এইরূপ কহিয়া রতি আপনার প্রিয়তমকে সম্বোধন করত বলিতে লাগিলেন হে স্মর, তোমার এই বসন্ত তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতেছেন আসিয়া ইহাকে দর্শন দাও, হে প্রিয়, মানবগণের প্রণয় বনিতার প্রতি অস্থির হইতে পারে কিন্তু সুহৃদের প্রতি কখন চঞ্চল হয় না। হে স্মর, এই বসন্ত তোমার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সুর অসুর সহ এই সমস্ত জগৎকে তোমার ধনুঃ যাহাতে কোমল পুষ্পই বাণ এবং মৃণাল সূত্রই যাহার ছিলা, তাহার আজ্ঞাবর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল।

অনন্তর বসন্তকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতে২ কহিলেন হে বসন্ত, তোমার সেই সখা বায়ু দ্বারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত দীপ তুল্য হইয়াছেন আর নিবৃত্ত হইবেন না. আমি ঐ দীপের দশার ন্যায় হইয়া রহিয়াছি, আমাকে দেখ। বিধাতা আমার পতি কামদেবের বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করাতে অদ্য আমার অর্দ্ধ বধ করিলেন। অহে বসন্ত, লতা সকল যে তরু আশ্রয় করিয়া থাকে সেই বৃক্ষ যদি হস্তি দ্বারা ভগ্ন হয়, তবে আশ্রয় ভগ্ন হওয়াতে সেই সকল লতাও অবশ্য পতিত হয় তাহাদের পতন কি নিবারিত হইতে পারে?

যাহা হউক, সখে বসন্ত, তুমি আমারদের পরম বন্ধু, অতএব বন্ধুকৃত্য কর, আমি স্বামিশোকে সাতিশয় সন্তাপিতা হইয়াছি, অগ্নি প্রদান দ্বারা আমাকে আপন পতির সমীপে প্রেরণ কর। অহে, আমি তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি ইহা স্ত্রীজনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম. কেননা প্রমদা দিগকে পতির ন্যায় অনুগামিনী হইতে হয় [illegible] অচেতন পদার্থেরও ইহা [illegible] আছে, ইহার সাক্ষি দেখ নিশাকর অস্তগত হইলে তাহার সঙ্গেই জ্যোৎস্না অস্ত প্রাপ্ত হয় এবং মেঘের সহিত বিদ্যুৎও লয় পাইয়া থাকে। অতএব আমি এই সুশোভিত প্রিয়গাত্র ভস্ম দ্বারা রঞ্জিতস্তনী হইয়া, নবীন পল্লব তল্পের তুল্য জ্বলিতাগ্নিতে আরোহণ করিব। হে সৌম্য, তুমি আমাদের কুসুম শয্যায় শয়নের বাসনা হইলে তদ্বিষয়ে অনেক বার সহায়তা করিয়াছ এক্ষণে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক চিতারচনা যাচ্ঞা করিতেছি শীঘ্র করিয়া দাও। সখে, আমি চিতারোহণ করিলে অগ্নি দান করিয়া মলয় মারুত সঞ্চালন দ্বারা শীঘ্র প্রজ্বলিত করিয়া দিও, তোমার তো বিদিত আছে তোমার সখা আমা ব্যতিরেকে ক্ষণ কালের জন্যেও স্থির হইতেন না। অহে বসন্ত, তুমি এইরূপ বিধান করিয়া আমাদের দুই জনের উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দান করিও তোমার সেই সখা পরকালেও আমার সঙ্গে একত্র পান করিবেন। অপর হে মাধব, যখন তুমি আমাদের পিণ্ডদানাদি কর্ম্ম করিবে তখন তোমার সখার উদ্দেশে চঞ্চল পল্লব যুক্ত আম্র মঞ্জরী প্রদান করিও তোমার সখা আম্রের পত্র পুষ্প বড় ভাল বাসিতেন।

রতি এই প্রকারে দেহ পরিত্যাগার্থ কৃতনিশ্চয়া হইলে সেই সময় হঠাৎ একটী আকাশ বাণী উদ্ভূত হইল তাহাতে হ্রদশোষণে বিহ্বলা শফরী প্রথম বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া যেমন অনুকম্পিতা হয় তাহার ন্যায় রতি অনুকম্পিতা হইলেন। রতির প্রতি এই অলক্ষ্য বাক্য হইল হে কামপত্নি, তোমার স্বামী চিরকালের জন্য দুর্লভ হইবেন না, তাঁহাকে শীঘ্রই পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে, তিনি যে কর্ম্ম দ্বারা মহাদেবের নয়নানলে শলভত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বলি, শুন।

পূর্ব্বে তোমার স্বামী ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় ক্ষোভ জন্মাইয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মা বিকৃতান্তঃকরণ হইয়া আপনার কন্যায় অভিলাষ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ব্রহ্মার ঐ দুষ্কর্ম্ম পরিজ্ঞান হয় তাহাতে ইন্দ্রিয় বিকার নিগ্রহ করিয়া কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক ক্রোধ ভরে তোমার স্বামিকে অভিশাপ দেন তাহারই এই ফল ভোগ হইল। হে সুন্দরি, ব্রহ্মা ঐ প্রকারে তোমার স্বামির প্রতি অভিসম্পাত দিলে ধর্ম্মনামক প্রজাপতি তোমার স্বামির জন্য ব্রহ্মার অনেক অনুনয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মা এই বলেন ভগবান্ হর পার্ব্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া যখন তাঁহাকে বিবাহ করিবেন তখন তিনি স্বয়ং আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া কন্দর্পকে পুনর্ব্বার শরীরি করিবেন। হে সুন্দরি. জিতেন্দ্রিয় গণ এবং জলধর ইহাঁরা অমৃত ও অশনি দুইয়েরই কারণ অর্থাৎ

[illegible] রাত্রিকালে [illegible] অগ্নিরেই প্রণয়তা হইয়া থাকে। অতএব তুমি আপনার এই শরীর রক্ষা কর তোমাকে এই দেহে পুনর্ব্বার প্রিয়সঙ্গম হইবে। বৎসে, নদীর জল গ্রীষ্মকালে প্রখর দিনকরের কিরণে শুষ্ক হইলেও গ্রীষ্মাগমে পুনর্ব্বার জল প্রবাহে পূর্ণ হইয়া থাকে।

এই প্রকারে কোন অলক্ষ্য প্রাণী ঐরূপ অলক্ষ্য বাক্য দ্বারা রতির মরণোদ্যোগ বুদ্ধি নিবারণ করিল। এবং সেই অদৃশ্য প্রাণির বচনে বিশ্বাস করিয়া কাম বন্ধু বসন্তও তাঁহাকে নানাবিধ বচন দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিলেন।

তদনন্তর মদন বনিতা দিবসে শশিকলা যেমন নিজ কিরণ পরিক্ষয়ে ধূসরা হইয়া প্রদোষ কালের অপেক্ষা করে তাহার ন্যায় শোককৃশা হইয়া কখন্ এই বিপদের শেষ হইবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতি কুমার সম্ভবে রতি বিলাপ নামে চতুর্থ সর্গ।

ব্রহ্ম পুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

যাঁহা হইতে এই সমস্ত মায়াময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, কল্পান্তে যাঁহাতে বিলীন হইবেক, যাঁহাকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ প্রাপ্ত হয়েন, সেই পুরুষোত্তম নামক নিষ্কল নিত্য বিশুদ্ধ বিষ্ণুকে ধ্যান করি। অপিচ পণ্ডিতেরা সমাধি সময়ে যে নির্ম্মল ব্রহ্মের চিন্তা করিয়া থাকেন সেই আকাশ তুল্য নিরাকার, নিত্য আনন্দ স্বরূপ, নিরুপম অসঙ্গ, নির্গুণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতে পৃথক, অনেক [illegible] সংসার হারি, অজর, হরিকে নমস্কার করি।

প্রসিদ্ধ নৈমিষারণ্য অতিশয় পবিত্র, তাল শাল সরল [illegible] অশোক নারিকেল কর্ণিকার পুন্নাগ নাগকেশর [illegible] জম্বু কপিত্থ পারিজাত চন্দন অগুরু পাটল [illegible] ও অন্যান্য বহুতর তরু নিকরে তথা চম্পক মল্লিকা মালতী প্রভৃতি নানা পুষ্পে নিয়ত শোভা [illegible]। সেখানকার মহীরুহ সমূহের শাখায় বাসিয় বিহঙ্গগণ অনুক্ষণ সুমধুর কলরব করিত, আর নানাজাতীয় হরিণ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। অপিচ সেই বিপিনের চতুর্দিকে কতই মনোহর সরোবর ও বাপী দীর্ঘিকা প্রস্ফুটিত কমল কহ্লারাদি জলজ পুষ্পে শোভা বিস্তার করিত তাহার সংখ্যা করা যাইত না। যদিও সে স্থান বনময় ছিল তথাচ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য জাতীয় মানব বৃন্দ তথা ব্রহ্মচারি গৃহস্থ বানপ্রস্থ যতি এই চতুরাশ্রমীয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। অধিকন্তু যব গোধূম চণক মাষ মুগ তিল ইক্ষু ধান্য ও অন্যান্য পবিত্র শস্যে তত্রস্থ ক্ষেত্র সকল সতত শোভমান হইত। সেই অরণ্যে নৈমিষেয় ঋষিগণ দ্বাদশ বার্ষিক সত্র আরম্ভ করিয়া যাগ করিতেছিলেন এমত সময়ে অন্যান্য মুনি ও দ্বিজাতিগণ তথায় আগমন করিলেন।

নৈমিষেয় ঋষিগণ আপনাদের যজ্ঞ স্থানে অন্যান্য মুনি বৃন্দ এবং বিপ্রবর্গকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত পূজা করত উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। সমাগত ঋষি ও ব্রাহ্মণ সকল সমর্চ্চিত হইয়া প্রাপ্ত আসনে উপবেশন করিতেছেন ইত্যবসরে সেই স্থানে মহামতি সূতের আগমন হইল।

আশ্রমস্থ সমস্ত মুনি সূতকে সমাগত দেখিয়া পরম হর্ষে অর্চ্চনা করিলেন, সূত ও তাঁহাদের প্রতিপূজা করিয়া প্রদত্ত আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন।

পরে মুনিগণ ও বিপ্রবর্গের সহিত সূতের বিবিধ বিষয় আলাপ হইল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হইয়া গেলে মুনিরা তত্রস্থ সমস্ত সভ্য ও ঋত্বিক্ এবং ব্রাহ্মণ দিগের সহিত মিলিত হইয়া সূতকে আপনাদের সংশয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিরা বলিলেন, অহে সাধু, তুমি পুরাণ ও আগম শাস্ত্র তথা দেব দানব দিগের কর্ম্ম সকল অবগত আছ, কি লোকে, কি শাস্ত্রে, কি পুরাণে, কি যোগশাস্ত্রে কিছুতেই কোন বিষয় তোমার অজ্ঞাত নাই। অহে মহামতি, সুর অসুর গন্ধর্ব্ব উরগ রাক্ষস সহিত এই চরাচর বিশ্ব যে প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয় কালে যাঁহাতে লীন থাকে ও পরে যাহাতে বিলীন হইবে এই সকল বৃত্তান্ত যথাবৎ শ্রবণ করিতে আমাদের মহতী বাসনা হইতেছে বর্ণন কর শুনি।

সূত কহিলেন সেই নির্ব্বিকার নিত্য পরমাত্মাকে নমস্কার করি যিনি সর্ব্বদা একরূপ এবং সকলের জয়কারী, অপর যিনি ব্রহ্মা হর এবং হরি স্বরূপ হইয়া এই জগতের সৃষ্টি বিনাশ এবং পালন করিতেছেন। তিনিই বিষ্ণু, এবং এক হইয়াও অনেক মূর্ত্তি ধারণ করেন, আর তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম তথা ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলেরই স্বরূপ। অপিচ তিনি অগ্র জগন্ময় অথচ জগতের সর্গ স্থিতি বিনাশের কারণ এবং এই বিশ্বের আধার স্বরূপ ও সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। সেই পুরুষোত্তম অব্যক্ত ভগবানকে প্রণাম করি।

অনন্তর ইতিহাস পুরাণজ্ঞ এবং বেদবেদাঙ্গ পারগ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ পরাশর তনয় ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া বেদতুল্য পুরাণ কহি। হে মুনিগণ, পূর্ব্বে দক্ষাদি মুনিগণ ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে প্রকারে তাঁহাদের নিকট কহিয়াছিলেন আমিও সেই প্রকারে কহিব আপনারা এই বিচিত্রার্থ পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন। হে বিপ্রবৃন্দ, যে ব্যক্তি নিত্য এই কথা শ্রবণ বা ধারণ করিবেন তিনি স্ববংশ রক্ষা করিয়া স্বর্গ লোকে পূজিত হইবেন।

হে ঋষিগণ, নিত্য ও সৎ অসৎ স্বরূপ যে অব্যক্ত কারণ, যাঁহাকে প্রধান ও কহিয়া থাকেন, পরমেশ্বর তাহা হইতে এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ সকল, তিনিই পরম তেজঃ সম্পন্ন ব্রহ্ম, তিনিই সকল ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ভগবান্ নারায়ণই তাঁহার পরম আশ্রয়। হে ঋষিগণ, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রথমতঃ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় পরে অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে সমস্ত ভূত জন্মে সেই সকল ভূতই এই সমস্ত ভূত ভেদের কারণ। হে ঋষিগণ, এই প্রকার সৃষ্টিই নিত্য।

এক্ষণে উক্ত সৃষ্টির সবিস্তার বৃত্তান্ত কহি শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ জল সৃজন পূর্ব্বক তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন। হে ঋষিবৃন্দ, ঐ জল যেহেতু নর নামক ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হয় সেই কারণে ঐ জলের নাম নার হইয়াছে। ঐ নার অর্থাৎ জল ভগবানের অয়ন অর্থাৎ অবস্থিতি স্থান হইয়া

ছিল এই নিমিত্ত [illegible] নারায়ণ [illegible]।

সে যাহাহউক, আমরা অবগত হইলাম ব্রহ্মা [illegible] তন্মধ্যে যে বীজ নিক্ষেপ করেন তাহাতে হিরণ্ময় একটী অণ্ড হয় এবং সেই অণ্ডে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হয়েন। ব্রহ্মা সেই অণ্ডে বহু বৎসর অবস্থিতি করিয়া পরে তাহা দ্বিখণ্ড করিলেন তাহাতে একখণ্ডে স্বর্গ ও অন্যখণ্ডে ভূমি এবং সেই দুই খণ্ডের মধ্যে আকাশ রচিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা ভূমিকে সেই জলে বেষ্টিত করিয়া দশ দিক্ ব্যবস্থিত করিয়া দিলেন। তাহাপরে মনঃ, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি এই সকলের তথা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষির সৃষ্টি হইল। হে [illegible] গণ, এই সপ্ত ঋষি পুরাণে সপ্ত ব্রহ্ম বলিয়া বিখ্যাত আছেন কারণ তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মানসপুত্র আছেন।

সে যাহাহউক, সপ্তর্ষি ইত্যাদি সৃষ্টির পর বজ্র, মেঘ, ইন্দ্রধনু, এই সকল এবং ঋক, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ তথা সিদ্ধসাধ্য দেবগণ ইত্যাদি প্রকাশিত হইলে পরে ব্রহ্মার শক্তি হইতে বিবিধ ভূত জন্মিল।

অনন্তর আপব নামা প্রজাপতি প্রজা সৃষ্ট্যর্থ প্রবৃত্ত হইয়া আপনার শরীর দুই খণ্ড করত অর্দ্ধেকে নারী এবং অর্দ্ধেকে পুরুষ হইলেন। সেই নারীতে তাঁহার বিবিধ প্রজা হয়।

তাহার পরে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি হইল, সেই পুরুষকেই মনু কহিয়া থাকে, তাঁহাহইতেই মন্বন্তর হয়। হে মুনিগণ, ঐ বৈরাজ পুরুষ বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রকারেই আদি সৃষ্টি হয়, এই আদি সৃষ্টি অবগত হইলে লোকে আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্, এবং প্রজাবান হয়।

সূত এই প্রকার সংক্ষেপে আদি সৃষ্টি বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন আপব প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করিয়া শতরূপা নাম্নী এক পত্নী লাভ করেন। সেই শতরূপা অযুত বৎসর যাবৎ অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার ঐ পতি লাভ হয়। যাহাহউক, শতরূপা ঐ পতি হইতে বীর নামে এক পুত্র উৎপন্ন করিলেন। পরে সেই বীরের দুই পুত্র হইল প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এবং এক কন্যা, তাহার নাম কাম্যা। ঐ কাম্যার চারি পুত্র হয়।

হে মুনিগণ উপরি উল্লিখিত বীরের উত্তানপাদ নামে যে পুত্র জন্মে তাহা হইতে সুনৃতার গর্ভে চারিটী পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই সুনৃতা ধর্ম্মকন্যা, তিনি অতিশয় নিখ্যাতা, অশ্বমেধ যজ্ঞে জন্মিয়াছিলেন, এবং পরে আপনি বিখ্যাত ধ্রুবের জননী হন যিনি দিব্য তিন সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আত্ম তুল্য স্থান দিয়াছেন।

ঐ ধ্রুব হইতে শ্লিষ্টি ভব্য এবং শম্ভু নামে তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে শ্লিষ্টির রিপু প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র জন্মে, সেই রিপুর পুত্র চাক্ষুষ মনু। ঐ মনুর নড্বলা নাম্নী স্ত্রীতে দশটী পুত্র হইয়াছিল যথা উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টু, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এবং অভিমন্যু। উক্ত উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, তাহার গর্ভে ছয় পুত্র হয় যথা অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা, এবং গয়। এই ছয় পুত্র মধ্যে অঙ্গ সুনীথকন্যায় বেণ নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন। ঐ বেণ অতিশয় অনাচার হইয়াছিল তাহাতে তাহার প্রতি ঋষিগণের কোপ জন্মে, অতএব সে কাল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে ঋষিরা তাহার দক্ষিণ কর মন্থন [illegible] পৃথু নামে রাজা উৎপন্ন হয়। [illegible] পৃথুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছিলেন [illegible] প্রজাগণের আনন্দ হইবে [illegible] পালন করিবেন অতএব বেণপুত্র পৃথু এই পৃথিবীকে [illegible] পালন এবং ইহা হইতে [illegible] দোহন করিয়াছিলেন। ঐ পৃথুর দুই পুত্র হয় অন্তর্দ্ধান এবং পালী। অন্তর্দ্ধানের পত্নী শিখণ্ডিনী, তিনি অন্তর্দ্ধান হইতে হবির্দ্ধান নামে পুত্র প্রসব করেন। হবির্দ্ধানের পুত্র প্রাচীনবর্হি সমুদ্র তনয়ার সহিত তাহার বিবাহ হয় তাহাতে সমুদ্র তনয়া ঐ প্রাচীন বর্হি হইতে দশটী প্রাচীনবর্হি উৎপন্ন করেন।

উক্ত দশ প্রাচীন বর্হি দশ সহস্র বৎসর যাবৎ জলশায়ী হইয়া তপস্যায় রত হয়েন তাহাতে প্রজা সকল অতিশয় বিপন্ন হয়, পরে এ বিষয় তাঁহাদের বিদিত হইলে তাঁহারা অত্যন্ত ক্রোধ হইয়া মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করেন তাহাতে পৃথিবীস্থ সমুদায় বৃক্ষ ক্ষয় পায়। বনস্পতিদের রাজা সোম এই বিষয় অবগত হইয়া প্রাচীনবর্হি দিগকে কহিলেন তোমরা কোপ শান্তি কর, তোমাদের কোপে পৃথিবী বৃক্ষ শূন্যা হইল; বৃক্ষদিগের রত্ন স্বরূপা একটী কন্যা আছে তাহার নাম মারিষা, তিনি তোমাদের ভার্য্যা হইবেন। তোমাদের অর্দ্ধতেজে এবং আমার অর্দ্ধ তেজে ঐ কন্যায় দক্ষ নামে প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন তিনি এই পৃথিবী যাহার অধিকাংশ তোমাদের কোপে দগ্ধ হইয়াছে তাহাতে পুনর্ব্বার প্রজাবৃদ্ধি করিবেন। সোমের এই বাক্যে ঐ সকল প্রাচীনবর্হির কোপ শান্তি হইল এবং তাঁহারা ধর্ম্মতঃ মারিষাকে বিবাহ করিলেন। পরে ঐ মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হইল, সেই দক্ষ প্রথমত মনোমাত্র বহুঃ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের হইতে প্রজা বৃদ্ধি না হওয়াতে পশ্চাৎ কন্যা উৎপন্ন করিয়া দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে এবং অবশিষ্ট গুলি সোমকে দান করেন।

সেই [illegible] হইতে দেব দানব গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ও নাগ প্রভৃতি জন্মিয়াছে এবং তদবধি প্রজাসকল মৈথুন ধর্ম্মে উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে সঙ্কল্পমাত্রে অথবা স্পর্শমাত্রে প্রজা উৎপন্ন হইত।

মুনিরা কহিলেন দেব দানবাদির উৎপত্তি বৃত্তান্ত এবং দক্ষের জন্মবিবরণ শ্রুত হইল। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মেন এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে তাঁহার পত্নী উৎপন্ন হন কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার প্রাচেতসত্ব কি রূপে প্রাপ্ত হইলেন, এবিষয়ে আমাদের মহৎ সংশয় হইতেছে, অপর দক্ষ ভগবান্ সোমের দৌহিত্র হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার শ্বশুর কি প্রকারে হইলেন এবিষয়েও আমাদের সন্দেহ জন্মিল যথা[illegible] বর্ণন কর।

সূত কহিলেন, হে বিপ্রগণ, উৎপত্তি ও বিনাশ নিত্য হইতেছে এ বিষয়ে ঋষিগণ ও বিদ্বজ্জন মুগ্ধ হয়েন না প্রত্যেক কল্পে [illegible] উৎপন্ন হয় এবং কালে বিনাশ পায়। অপর [illegible] ও কনিষ্ঠ ইত্যাদির নিমিত্ত গৌরব বা লাঘব বিচার হইত না, তপস্যাই গৌরবের কারণ হইত অতএব এবিষয়ে সংশয় করিবেন না।

হে মুনিগণ, এই দক্ষের সৃষ্টি বিবরণ যে ব্যক্তি [illegible] বেন তিনি ইহলোকে পুত্রবান হইয়া [illegible] স্বর্গে পূজিত হইবেন। ইতি আদি ব্রহ্মপুরাণে সৃষ্টি কথন নামে পঞ্চমাধ্যায়।

এই সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র যদিও সর্ব্ব দেশীয় বিবিধ বিদ্যা ও তত্ত্বিষয়ক প্রস্তাবে নিয়ত পরিপূর্ণ হইবে এমত প্রতিজ্ঞা করা গিয়াছে তথাচ প্রথমাবধি স্বদেশীয় প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যারই ভূরিং গ্রন্থ বিশেষতঃ পুরাণ সকল ক্রমাগত অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া আসা যাইতেছে ইহাতে পাঠকগণের অবশ্যই দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে এই পত্রী সংস্কৃত বিদ্যার পক্ষপাতিনী। যে পত্রিকায় যে বিষয় প্রধান ভাবে প্রকাশিত হয় তাহাতে সেই বিষয়ের সাধারণ বিবরণ সর্ব্বাদৌ প্রকাশ করা আবশ্যক এই বিবেচনা করিয়া আমরা প্রথমাবধি যত্ন করিতেছিলাম সংস্কৃত বিদ্যার নির্ঘণ্ট প্রকাশ করি কিন্তু তদর্থ চেষ্টা করিবার সময়ে মনোমধ্যে এই আশঙ্কা উদিত হইত সংস্কৃত বিদ্যা অষ্টাদশ সংখ্যকা। যথা, "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তা ইতি" এই অষ্টাদশ বিদ্যার আবার অবান্তর ভেদ ভূরিং আছে অতএব সমুদায়ের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত কি রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, প্রাচীন কালে উক্ত অষ্টাদশ বিদ্যাতে সুবিদ্বান্ কোন পণ্ডিত বা গ্রন্থকার কি হইয়াছেন? তদনন্তর পুরাণ সকলের নির্ঘণ্ট গারুড়ীয় পুরাণে প্রাপ্ত হওয়াতে ঐ সন্দেহ কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বল হয় এবং মনোমধ্যে সদৃশী আশা জন্মে এই ভারতবর্ষ সংস্কৃত বিদ্যার আকর, এখানে প্রাচীন কালে সংস্কৃত বিদ্যার প্রবল চর্চ্চা ছিল অবশ্য সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থও অবশ্য পাওয়া যাইবে, অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, আমাদের অনুসন্ধান অবিলম্বেই সফল হইল, পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী নামা জনৈক দণ্ডী যিনি উপরি উল্লিখিত অষ্টাদশ বিদ্যাতেই সুবিদ্বান্ হইয়া বেদ বেদান্ত শাস্ত্র সংক্রান্ত বিবধ গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, যাঁহার গ্রন্থ সকল বারাণস্যাদি প্রদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে তাঁহার কৃত "প্রস্থান ভেদ" নামক গ্রন্থ এক খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ যদিও অতি ক্ষুদ্র তথাচ ইহাতে সংক্ষেপে অষ্টাদশ বিদ্যারই স্থূল বিবরণ আছে। অতএব আমরা তত্তাৎপর্য্য অনুবাদ পূর্ব্বক সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রের এই সপ্তম সংখ্যায় প্রকটিত করিতেছি, ইহাতে পাঠক বর্গ সংস্কৃত বিদ্যা সকলের সংক্ষেপ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সংস্কৃত পুরাণাদির যে সমস্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি বাহুল্য ভয়ে এবং পাঠক বর্গের অপ্রয়োজন বোধে তত্তাবতের মূল প্রায় প্রকাশ করি না কিন্তু সংস্কৃত অষ্টাদশ বিদ্যার বিবরণ যে গ্রন্থ হইতে অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করা গেল সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থের এখানে অতিশয় বিরলপ্রচার অতএব কাহারো সন্দেহ না হয় এবং অসুলভ পুস্তক এই উপলক্ষে সকলের সুলভ হয় এই বিবেচনায় ইহার মূলও প্রকটিত করিলাম।

প্রস্থান ভেদ—মূল।

অথ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং ভগবত্যেব তাৎপর্য্যং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বেতি সমাসেন তেষাং প্রস্থানভেদোঽত্র উদ্দিশ্যতে।

তথাহি, ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইতি বেদাশ্চত্বারঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি বেদাঙ্গানি ষট্। পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চেতি চত্বার্য্যুপাঙ্গানি। অতঃ উপপুরাণানামপি পুরাণে অন্তর্ভাবঃ, বৈশেষিক শাস্ত্রস্য ন্যায়ে, বেদান্তশাস্ত্রস্য মীমাংসায়াং, মহাভারত রামায়ণয়োঃ সাঙ্খ্যপাতঞ্জলপাশুপতবৈষ্ণবাদীনাঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে, মিলিত্বা চতুর্দশ বিদ্যাঃ। তথাচোক্তম্। পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশেতি।

এতা এব চতুর্ভিরুপবেদৈঃ সহিতা অষ্টাদশ বিদ্যা ভবন্তি। আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ব্ববেদোঽর্থশাস্ত্রঞ্চেতি চত্বার উপবেদাঃ। সর্ব্বেষাঞ্চ আস্তিকানামেতাবন্ত্যেব শাস্ত্রপ্রস্থানানি, অন্যেষামপ্যেকদেশিনা মেতেষ্বেবান্তর্ভাবাৎ।

ননু নাস্তিকানামপি প্রস্থানান্তরাণি সন্তি তান্যেতেষ্বনন্তর্ভাবাৎ পৃথগ্ গণয়িতু মুচিতানি। তথাহি: শূন্যবাদেনৈকং প্রস্থানং মাধ্যমিকানাং, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্রবাদেনান্যদ্যোগাচারাণাং, জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থ বাদেনাপরং সৌত্রান্তিকানাং, প্রত্যক্ষ সলক্ষণক্ষণিকবাহ্যার্থবাদেনাপরং বৈভাষিকাণাম্, এবং সৌগতানাং প্রস্থান চতুষ্টয়ং। তথা দেহাত্মবাদেনৈকং প্রস্থানং চার্ব্বাকাণাং, এবং দেহাতিরিক্ত দেহপরিমাণাত্মবাদেন দ্বিতীয়ং প্রস্থানং দিগম্বরাণাং, এবং মিলিত্বা নাস্তিকানাং ষট্ প্রস্থানানি। তানি কস্মান্নোচ্যন্তে। সত্যং। বেদবাহ্যত্বাৎ তেষাং ম্লেচ্ছাদিপ্রস্থানবৎ পরম্পরয়াপি পুরুষার্থা-

নুপযোগিত্বাৎ উপেক্ষণীয়মেব। ইহ চ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা পুমর্থোপযোগিনাং বেদোপকরণানামেব প্রস্থানানাং ভেদো দর্শিতঃ। অতো ন ন্যূনত্বশঙ্কাবকাশঃ।

অথ সংক্ষেপেণৈষাং প্রস্থানানাং স্বরূপভেদে হেতুঃ প্রয়োজনভেদ উচ্যতে বালানাং ব্যুৎপত্তয়ে।

তত্র ধর্ম্মব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়ং প্রমাণবাক্যং বেদঃ, স চ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকঃ। তত্র মন্ত্রা অনুষ্ঠানকারকভূতদ্রব্যদেবতাপ্রকাশকাঃ। তেঽপি ত্রিবিধাঃ ঋগ্ যজুঃ সাম ভেদাৎ। তত্র পাদবদ্ধ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দো বিশিষ্টা ঋচঃ অগ্নিমীলে পুরোহিত মিত্যাদ্যাঃ। তা এব গীতি বিশিষ্টাঃ সামানি। তদুভয় বিলক্ষণানি যজুংষি। অগ্নী দগ্নীন্ বিহরেত্যাদি সম্বোধন রূপা নিগদ মন্ত্রা অপি যজুরন্তর্ভূতা এব। তদেবং নিরূপিতা মন্ত্রাঃ।

ব্রাহ্মণমপি ত্রিবিধং, বিধিরূপমর্থবাদরূপং তদুভয়বিলক্ষণরূপঞ্চ। তত্র শব্দভাবনাবিধিরিতি ভট্টাঃ। নিয়োগো বিধিরিতি প্রাভাকরাঃ। ইষ্টসাধনতা বিধিরিতি তার্কিকাদয়ঃ সর্ব্বে। বিধিরপি চতুর্ব্বিধঃ, উৎপত্ত্যধিকার বিনিয়োগ প্রয়োগ ভেদাৎ। তত্র কর্ম্মস্বরূপমাত্র বোধকো বিধিরুৎপত্তি বিধিঃ, আগ্নেয়োঽষ্টাকপালো ভবতীত্যাদিঃ। ইতি কর্ত্তব্যতাকস্য করণস্য যাগাদেঃ ফলসম্বন্ধবোধকো বিধিরধিকার বিধিঃ, দর্শ পৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিঃ। অঙ্গসম্বন্ধবোধকো বিধি র্বিনিয়োগবিধিঃ, ব্রীহিভির্যজেত সমিধো যজতীত্যাদিঃ। সাঙ্গপ্রধানকর্ম্মপ্রয়োগৈক্যবোধকঃ পূর্ব্বোক্তবিধিত্রয় মেলন রূপঃ প্রয়োগবিধিঃ, স চ শ্রৌত ইত্যেকে, কল্প্য ইত্যপরে। কর্ম্মস্বরূপঞ্চ দ্বিবিধং, গুণকর্ম্ম অর্থকর্ম্ম চ। তত্র ক্রতুকর্ম্মকারকাণ্যাশ্রিত্য বিহিতং গুণকর্ম্ম। তদপি চতুর্ব্বিধং উৎপত্ত্যাপ্তিবিকৃতি সংস্কৃতি ভেদাৎ। তত্র বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, যূপং তক্ষতীত্যাদৌ আধান তক্ষণাদিনা সংস্কারবিশেষ বিশিষ্টাগ্ন্যুপাদেরুৎপত্তিঃ। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ গাং পয়ো দোগ্ধীত্যাদৌ অধ্যয়নদোহনাদিনা বিদ্যমানস্যৈব স্বাধ্যায় পয়ঃ প্রভৃতেঃ প্রাপ্তিঃ। সোমমভিষুণোতি, ব্রীহীনবহন্তি, আজ্যং বিলাপয়তীত্যাদৌ অভিষবাবঘাত বিলাপনৈঃ সোমাদীনাং বিকারঃ। ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি, পত্ন্যবেক্ষত ইত্যাদৌ প্রোক্ষণাবেক্ষণাদিভি ব্রীহ্যাজ্যাদি দ্রব্যাণাং সংস্কারঃ। এতচ্চতুষ্টয়ং চাঙ্গমেব।

তথা ক্রতুকারকাণ্যাশ্রিত্য বিহিতমর্থকর্ম্ম চ দ্বিবিধং অঙ্গং প্রধানঞ্চ। অন্যার্থমঙ্গং অনন্যার্থং প্রধানং। অঙ্গমপি দ্বিবিধং সন্নিপত্যোপকারক মারাদুপকারকঞ্চ। তত্র প্রধানস্বরূপ নিষ্পাদকং প্রথমং, ফলোপকারি দ্বিতীয়ং। এবং সম্পূর্ণাঙ্গসহিতো বিধিঃ প্রকৃতিঃ, বিকলাঙ্গসংযুক্তো বিধি বিকৃতিঃ, তদুভয়বিলক্ষণো বিধি র্দর্ব্বীহোমঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যং তদেবং নিরূপিতো বিধিভাগঃ।

প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরলক্ষণয়া বিধিবিশেষ ভূত বাক্য মর্থবাদঃ, স চ ত্রিবিধঃ, গুণবাদোঽনুবাদো ভূতার্থবাদশ্চেতি। তত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থ বোধকো গুণবাদঃ, আদিত্যো যূপ ইত্যাদিঃ। প্রমাণান্তরপ্রাপ্তার্থবোধকোঽনুবাদঃ, অগ্নি র্হিমস্য ভেষজমিত্যাদিঃ। প্রমাণান্তরবিরোধতৎপ্রাপ্তি রহিতার্থ বোধকো ভূতার্থবাদঃ, ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমযচ্ছদিত্যাদিঃ। তদুক্তং। বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদ স্ত্রিধা মত ইতি।

তত্র ত্রিবিধানামপ্যর্থবাদানাং বিধিস্তুতিপরত্বে সমানেঽপি ভূতার্থবাদানাং স্বার্থেঽপি প্রামাণ্যং দেবতাধিকরণন্যায়াৎ। অবাধিতাজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং হি প্রামাণ্যং, তচ্চ বাধিতবিষয়ত্বাৎ জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বাচ্চ ন গুণবাদানুবাদয়োঃ। ভূতার্থস্য তু স্বার্থে তাৎপর্য্য রহিতস্যাপ্যৌৎসর্গিকং প্রামাণ্যং ন বিহন্যতে। তদেবং নিরূপিতোঽর্থবাদ ভাগঃ।

বিধ্যর্থবাদোভয়বিলক্ষণন্তু বেদান্তবাক্যং। তচ্চ জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেঽপ্যনুষ্ঠানাপ্রতিপাদকত্বান্ন বিধিঃ স্বতঃ পুরুষার্থপরমানন্দজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মণি স্বার্থে উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গবত্ত্বাৎ স্বতঃ প্রমাণভূতং সর্ব্বাসামপি বিধীনামন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা স্বশেষতামাপাদয়দন্যশেষত্বাভাবাচ্চ। তদুভয় বিলক্ষণমেব বেদান্তবাক্যং। অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বমাত্রেণ বিধিরিতি ব্যপদিশ্যতে, বিধিপর রহিতপ্রামাণ্যবাক্যত্বেন কৈশ্চিদ্ভূতার্থবাদ ইতি ব্যবহ্রিয়তে ইতি ন দোষঃ। তদেবং নিরূপিতং ত্রিবিধং ব্রাহ্মণং।

এবঞ্চ কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মকাণ্ডাত্মকো বেদো ধর্ম্মার্থকামমোক্ষহেতুঃ। স চ প্রয়োগমাত্রেণ যজ্ঞনির্ব্বাহার্থং ঋগ্ যজুঃ সাম ভেদেন ভিন্নঃ। তত্র হৌত্রপ্রয়োগ ঋগ্বেদেন, আধ্বর্য্যবপ্রয়োগো যজুর্ব্বেদেন, ঔদ্গাত্রপ্রয়োগঃ সামবেদেন, ব্রাহ্মযাজমানপ্রয়োগৌ তু অত্রৈবান্তর্ভূতৌ। অথর্ব্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তিক পৌষ্টিকাভিচারাদি কর্ম্মপ্রতিপাদকত্বেনাত্যন্ত বিলক্ষণ এব। এবং প্রবচনভেদাৎ প্রতিবেদং ভিন্নভূয়স্যঃ শাখাঃ। এবঞ্চ কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপারভেদেঽপি সর্ব্বাসাং বেদশাখানা মেকরূপত্বমেব ব্রহ্মকাণ্ডে। ইতি চতুর্ণাং বেদানাং প্রয়োজন ভেদেন ভেদ উক্তঃ।

অথাঙ্গান্যুচ্যন্তে। তত্র শিক্ষায়া উদাত্তানুদাত্ত স্বরিত হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতাদি বিশিষ্ট স্বর ব্যঞ্জনাত্মক বর্ণোচ্চারণবিশেষজ্ঞানং প্রয়োজনং, তদভাবে মন্ত্রাণা মনর্থকত্বাৎ। তথাচোক্তং শিক্ষায়াং। মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতো

পরাধাদিতি। তত্র সর্ব্ববেদসাধারণী শিক্ষা অথশিক্ষাং প্রবক্ষ্যামীত্যাদি পঞ্চখণ্ডাত্মিকা পাণিনিনা প্রকাশিতা। প্রতিবেদশাখং চ ভিন্নরূপা প্রাতিশাখ্যসংজ্ঞিতা অন্যৈরেব মুনিভিঃ প্রদর্শিতা। এবং বৈদিকপদসাধুত্বজ্ঞানেনোহাদিকং ব্যাকরণস্য প্রয়োজনং। তচ্চ বৃদ্ধিরাদৈজিত্যাদ্যধ্যায়াষ্টকাত্মকং মহেশ্বরপ্রসাদেন ভগবতা পাণিনিনৈব প্রকাশিতং। তত্র কাত্যায়নেন মুনিনা পাণিনীয় সূত্রেষু বার্ত্তিকং বিরচিতং। তদ্বার্ত্তিকস্যোপরি চ ভগবতা মুনিনা পতঞ্জলিনা মহাভাষ্য মারচিতম্। তদেতত্ত্রিমুনি ব্যাকরণং বেদাঙ্গং মাহেশ্বর মিত্যাখ্যায়তে। কৌমারাদিব্যাকরণানি তু ন বেদাঙ্গানি কিন্তু লৌকিক প্রয়োগমাত্রজ্ঞানার্থানীত্যবগন্তব্যম্।

এবং শিক্ষাব্যাকরণাভ্যাং বর্ণোচ্চারণ পদসাধুত্বে জ্ঞাতে বৈদিক মন্ত্রপদানামর্থজ্ঞানাকাঙ্ক্ষায়াং তদর্থং ভগবতা যাস্কেন সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ, স ব্যাখ্যাতব্য ইত্যাদি ত্রয়োদশাধ্যায়কং নিরুক্তং বিরচিতং। তত্রচ নামাখ্যাতনিপাতোপসর্গভেদেন চতুর্ব্বিধং পদজাতং নিরূপ্য বৈদিকমন্ত্র পদার্থানামর্থঃ প্রকাশিতঃ। মন্ত্রাণাং চানুষ্ঠেয়ার্থপ্রকাশনদ্বারেণৈব করণত্বাৎ পদার্থজ্ঞানাধীনত্বাচ্চ বাক্যার্থজ্ঞানস্য মন্ত্রস্য পদার্থজ্ঞানায় নিরুক্ত মবশ্যমপেক্ষিত মন্যথানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী ত্যাদি দুরূহাণাং প্রকারান্তরেণার্থজ্ঞানস্যাসম্ভবাচ্চ। এবং নিঘণ্টবোঽপি বৈদিকদ্রব্য দেবতাত্মকপদার্থপর্য্যায়শব্দাত্মকা নিরুক্তান্তর্ভূতা এব। তত্রাপি নিঘণ্টু সংজ্ঞকঃ পঞ্চাধ্যায়াত্মকো গ্রন্থো ভগবতা যাস্কেনৈব কৃতঃ।

এবম্মন্ত্রাণাং পাদবদ্ধছন্দোবিশেষবিশিষ্টত্বাদজ্ঞানে চ নিন্দাশ্রবণাচ্ছন্দোবিশেষনিমিত্তানুষ্ঠানবিশেষবিধানাচ্চ ছন্দোজ্ঞানাকাঙ্ক্ষায়াং তৎ প্রকাশনায় ধী শ্রী স্ত্রী মিত্যাদ্যষ্টাধ্যায়াত্মিকা ছন্দো বিবৃতি র্ভগবতা পিঙ্গলেন বিরচিতা। তত্রাপ্যলৌকিকমিত্যন্তেনাধ্যায়ত্রয়েণ গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী পংক্তি স্ত্রিষ্টুব্ জগতীতি সপ্ত ছন্দাংসি সাবান্তরভেদানি নিরূপিতানি। অথ লৌকিক মিত্যারভ্যাধ্যায়পঞ্চকেন পুরাণেতিহাসাদাবুপযোগীনি লৌকিকানি ছন্দাংসি প্রসঙ্গান্নিরূপিতানি ব্যাকরণে লৌকিকপদ নিরূপণবৎ।

এবং বৈদিক কর্ম্মাঙ্গ দর্শাদিকাল জ্ঞানায় জ্যোতিষং ভগবতা আদিত্যেন গর্গাদিভিশ্চ প্রণীতং বহুবিধ মেব।

শাখান্তরীয়গুণোপসংহারেণ বৈদিকানুষ্ঠান ক্রমবিশেষজ্ঞানায় কল্পসূত্রাণি, তানি চ প্রয়োগত্রয়ভেদাৎ ত্রিবিধানি। তত্র হৌত্রপ্রয়োগ প্রতিপাদকান্যাশ্বলায়নশাঙ্খায়নাদিপ্রণীতানি। আধ্বর্য্যব প্রয়োগপ্রতিপাদকানি বৌধায়নাপস্তম্বকাত্যায়নাদিপ্রণীতানি। ঔদ্গাত্রপ্রয়োগপ্রতিপাদকানি লাট্যায়ন দ্রাহ্যায়ণাদি প্রণীতানি।

এবং নিরূপিতঃ ষণ্ণামঙ্গানাং প্রয়োজনভেদঃ, চতুর্ণামুপাঙ্গানামথবোচ্যতে। তত্র সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত প্রতিপাদকানি ভগবতা বাদরায়ণেন কৃতানি পুরাণানি। তানি চ। ব্রাহ্মং পাদ্মং, বৈষ্ণবং, শৈবং, ভাগবতং, নারদীয়ং, মার্কণ্ডেয়ং, আগ্নেয়ং, ভবিষ্যং, ব্রহ্মবৈবর্ত্তং, লৈঙ্গং, বারাহং, স্কান্দং, বামনং, কৌর্ম্মং, মাৎস্যং, গারুড়ং, ব্রহ্মাণ্ড মেত্যষ্টাদশ।

আদ্যং সনৎকুমারেণপ্রোক্তং বেদবিদাং বরাঃ। দ্বিতীয়ং নারসিংহাখ্যং তৃতীয়ং নান্দমেবচ। চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং দৌর্ব্বাসং পঞ্চমং বিদুঃ। অষ্টমং মানবং প্রোক্তং ততশ্চোশনসেরিতং। ততো ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞন্তু বারুণাখ্যং ততঃ পরং। ততঃ কালীপুরাণাখ্যং বাশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবাঃ। ততো বাশিষ্ঠং লৈঙ্গাখ্যং প্রোক্তং মাহেশ্বরং পরং। ততঃ শাম্বপুরাণাখ্যং ততঃ সৌরং মহাদ্ভুতং। পারাশরং ততঃ প্রোক্তং, মারীচাখ্যং ততঃপরং। ভার্গবাখ্যং ততঃ প্রোক্তং সর্ব্বধর্ম্মার্থ সাধকং। এবমুপপুরাণান্যনেক প্রকারাণি দ্রষ্টব্যানি।

ন্যায়ান্বীক্ষিকী পঞ্চাধ্যায়ী গৌতমেন প্রণীতা। প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ছল জাতি নিগ্রহ স্থানাখ্যানাং ষোড়শ পদার্থানামুদ্দেশলক্ষণপরীক্ষাভিস্তত্ত্বজ্ঞানং তস্যাঃ প্রয়োজনং। এবং দশাধ্যায়ং বৈশেষিকং শাস্ত্রং কণাদেন প্রণীতং। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং ব্যুৎপাদনং তস্যাঃ প্রয়োজনং। এতদপি ন্যায়পদেনোক্তং।

এবং মীমাংসাপি দ্বিবিধা, কর্ম্মমীমাংসা শারীরক মীমাংসা চ। তত্র দ্বাদশাধ্যায়ী কর্ম্মমীমাংসা, অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেত্যাদ্যন্বাহার্য্যে চ দর্শনাদিত্যন্তা ভগবতা জৈমিনিনা প্রণীতা। তত্র ধর্ম্ম প্রমাণং ধর্ম্মভেদাভেদৌ, শেষশেষিভাবঃ, ক্রত্বর্থ পুরুষার্থভেদেন প্রযুক্তি বিশেষঃ, শ্রুত্যর্থ পাঠাদিভিঃ ক্রমভেদঃ অধিকারবিশেষঃ, সামান্যাতিদেশঃ বিশেষাতিদেশঃ, উহঃ, বাধঃ, তন্ত্রং, প্রসঙ্গশ্চেতি ক্রমেণ দ্বাদশাধ্যায়ানামর্থঃ। তথা সঙ্কর্ষকাণ্ডমপ্যধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকং জৈমিনিপ্রণীতং, তচ্চ দেবতাকাণ্ড সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধ মুপাসনাখ্যকর্ম্মপ্রতিপাদকত্বাৎ কর্ম্মমীমাংসান্তর্গত মেব। তথা চতুরধ্যায়ী শারীরিকমীমাংসা অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেত্যাদি অনাবৃত্তিঃ শব্দাদিত্যন্তা জীবব্রহ্মৈকত্ব সাক্ষাৎকারহেতু শ্রবণাখ্যবিচারপ্রতিপাদকান্যায়ানুপদর্শয়ন্তী ভগবতা বাদরায়ণেন কৃতা। তত্র সর্ব্বেষামপি বেদান্তবাক্যানাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রত্যগভিন্না-

দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যমিতি সমন্বয়ঃ প্রথমাধ্যায়েন প্রদর্শিতঃ। তত্রচ প্রথমে পাদে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্তানি বাক্যানি বিচারিতানি। দ্বিতীয়ে পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানি প্রায়শোহজ্ঞেয়ব্রহ্মবিষয়াণি। এবং পাদত্রয়েণ বাক্যবিচারঃ সমাপিতঃ। চতুর্থপাদে তু প্রধানবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানান্যব্যক্তাজাদি পদানি চিন্তিতানি।

এবং বেদান্তানামদ্বয়ে ব্রহ্মণি সিদ্ধে সমন্বয়ে তত্র সম্ভাবিত স্মৃতি তর্কাদি প্রযুক্তি স্বতর্কৈর্বিরোধমাশঙ্ক্য তৎপরিহারঃ ক্রিয়ত ইত্যবিরোধো দ্বিতীয়াধ্যায়েন দর্শিতঃ। তত্রাদ্যপাদে সাঙ্খ্যযোগ কাণাদাদিস্মৃতিভিঃ সাঙ্খ্যাদি প্রযুক্ত তর্কৈশ্চ বিরোধো বেদান্তসমন্বয়স্য পরিহৃতঃ, দ্বিতীয়ে পাদে সাঙ্খ্যাদি মতানাং দুষ্টত্বং প্রতিপাদিতং স্বপক্ষস্থাপনপরপক্ষনিবারণরূপ পক্ষদ্বয়াত্মকত্বাদ্বিচারস্য, তৃতীয়ে পাদে মহাভূত সৃষ্ট্যাদি শ্রুতীনাং পরস্পর বিরোধঃ পূর্ব্বভাগেন পরিহৃতঃ, উত্তরভাগেন তু জীববিষয়াণাং, চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয় বিষয় শ্রুতীনাং বিরোধঃ পরিহৃতঃ। তৃতীয়াধ্যায়ে সাধন নিরূপণং। তত্র প্রথমে পাদে জীবস্য পরলোক গমনাগমননিরূপণেন বৈরাগ্যং নিরূপিতং. দ্বিতীয়ে পাদে পূর্ব্বভাগেন ত্বং পদার্থঃ শোধিতঃ উত্তরভাগেন তৎপদার্থঃ, তৃতীয়ে পাদে নির্গুণে ব্রহ্মণি নানাশাখা পঠিত পুনরুক্তপদোপসংহারঃ কৃতঃ প্রসঙ্গাচ্চ সগুণ নির্গুণবিদ্যাসু শাখান্তরীয় গুণোপসংহারানুপসংহারৌ নিরূপিতৌ, চতুর্থে পাদে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যায়া বহিরঙ্গ সাধনান্যাশ্রম যজ্ঞাদীনি অন্তরঙ্গ সাধনানি শমদমনিদিধ্যাসনাদীনি চ নিরূপিতানি। চতুর্থাধ্যায়ে সগুণ নির্গুণ বিদ্যয়োঃ ফলবিশেষ নির্ণয়ঃ কৃতঃ, তত্র প্রথমে পাদে শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা নির্গুণং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত্য জীবতঃ পাপপুণ্যালেপলক্ষণা জীবন্মুক্তিরভিহিতা, দ্বিতীয়ে পাদে ম্রিয়মাণস্যোৎক্রান্তি প্রকারশ্চিন্তিতঃ. তৃতীয়ে পাদে পূর্ব্বভাগেন নির্গুণব্রহ্মবিদো বিদেহকৈবল্য প্রাপ্তি রুক্তা, উত্তরভাগেন সগুণ ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোক স্থিতি রুক্তা। ইদমেব সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মূর্দ্ধন্যং শাস্ত্রান্তরং সর্ব্বমস্যৈব শেষভূতমিতীদমেব মুমুক্ষুভিরাদরণীয়ং শ্রীশঙ্করভগবৎপাদোদিত প্রকারেণেতি রহস্যং।

এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি মনু যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু যমাঙ্গিরোবশিষ্ঠদক্ষসম্বর্ত্ত শাতাতপ পরাশর গৌতম শঙ্খলিখিত হারীতাপস্তম্বোশনোব্যাসকাত্যায়নবৃহস্পতিদেবলনারদপৈঠীনসিপ্রভৃতিভিঃ কৃতানি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিশেষাণাং বিভাগেন প্রতিপাদকানি। এবং ব্যাসকৃতং মহাভারতং বাল্মীকিকৃতং রামায়ণঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র এবান্তর্ভূতং স্বয়মিতিহাসত্বেন প্রসিদ্ধং। সাঙ্খ্যাদীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্ভাবেহপীহ স্বশব্দেনৈব নির্দ্দেশাৎ পৃথগেব সঙ্গতির্বাচ্যা।

অথ বেদচতুষ্টয়স্য ক্রমেণ চত্বার উপবেদাঃ। তত্রায়ুর্ব্বেদস্যাষ্টৌ স্থানানি ভবন্তি শারীরমৈন্দ্রিয়ং চিকিৎসা নিদানং বিমানং বিকল্পঃ সিদ্ধিশ্চেতি। ব্রহ্ম প্রজাপত্যশ্বিধন্বন্তরীন্দ্রভরদ্বাজাত্রেয়াগ্নিবেশ্যাদিভিরুপদিষ্টশ্চরকেণ সংক্ষিপ্তঃ। তত্রৈব সুশ্রুতেন পঞ্চস্থানাত্মকং প্রস্থানান্তরং কৃতং। এবং বাগ্ভট্টাদিনাপি বহুধেতি ন শাস্ত্রভেদঃ। কামশাস্ত্রমপ্যায়ুর্ব্বেদান্তর্গতমেব, তত্রৈব সুশ্রুতেন বাজীকরণাখ্যকামশাস্ত্রাভিধানাৎ। তত্র বাৎস্যায়নেন পঞ্চাধ্যায়াত্মকং কামশাস্ত্রং প্রণীতং, তস্যচ বিষয়বৈরাগ্যমেব প্রয়োজনং, শাস্ত্রোদ্দীপিত মার্গেণাপি বিষয়ভোগে দুঃখমাত্রপর্য্যবসানাৎ। চিকিৎসাশাস্ত্রস্য রোগতৎসাধনরোগনিবৃত্তি তৎসাধনজ্ঞানং প্রয়োজনং।

এবং ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ, দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ, তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ, চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। প্রথমে পাদে ধনুর্লক্ষণমধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতং। অত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োহপি চতুর্ব্বিধায়ুধে প্রবর্ত্ততে। তচ্চতুর্ব্বিধং মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ। মুক্তং চক্রাদি, অমুক্তং খড়্গাদি, মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি, যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমুচ্যতে, অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্ম বৈষ্ণব পাশুপত প্রাজাপত্যাগ্নেয়াদি ভেদাদনেকবিধং। এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রকেষু চতুর্ব্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারঃ ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদনুযায়িনাঞ্চ তে সর্ব্বে চতুর্ব্বিধাঃ পদাতি রথ গজ তুরগারূঢ়াঃ। দীক্ষাভিষেক শকুন মঙ্গল করণাদিকঞ্চ সর্ব্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতং। সর্ব্বেষাং শস্ত্রবিশেষাণামাচার্য্যস্য চ লক্ষণপূর্ব্বকং সংগ্রহপ্রকারো দর্শিতঃ দ্বিতীয়ে পাদে। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃপুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতাসিদ্ধিকরণমপি নিরূপিতং তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতার্চ্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানাং মন্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতঃ। ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্ম্মাচরণং যুদ্ধং; দুষ্টস্য দণ্ডঃ চৌরাদিভ্যঃ প্রজাপালনং চ ধনুর্ব্বেদস্য প্রয়োজনং। এবঞ্চ ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদিক্রমেণ বিশ্বামিত্রপ্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং।

এবং গান্ধর্ব্ববেদশাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতং। তত্র গীত বাদ্য নৃত্যভেদেন বহুবিধোহর্থঃ দেবতারাধননির্ব্বিকল্পকসমাধ্যাদি সিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ব্ববেদস্য প্রয়োজনং।

এবমর্থশাস্ত্রঞ্চ বহুবিধং, নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্রং, শিল্পশাস্ত্রং, সূপকারশাস্ত্রং, চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্রঞ্চেতি নানামুনিভিঃ প্রণীতং, তৎসর্ব্বস্য চ সর্ব্বস্য লৌকিকত্বং প্রয়োজনভেদো দ্রষ্টব্যঃ।

এবমষ্টাদশ বিদ্যাস্ত্রয়ী শব্দেনোক্তাঃ, অন্য

ন্যূনতা প্রসঙ্গাৎ। তথা সাঙ্খ্যশাস্ত্রং ভগবতা কপিলেন প্রণীতং অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ ইত্যাদি ষড়ধ্যায়ং। তত্র প্রথমে অধ্যায়ে বিষয়া নিরূপিতাঃ, দ্বিতীয়ে প্রধান কার্য্যাণি, তৃতীয়ে বিষয়েভ্যো বৈরাগ্যং, চতুর্থে বিরক্তানাং পিঙ্গলা কুরবাদীনামাখ্যায়িকাঃ, পঞ্চমে পাপক্ষয়নির্ণয়ঃ, ষষ্ঠে সর্ব্বার্থ সংক্ষেপঃ। প্রকৃতি পুরুষবিবেকজ্ঞানং সাঙ্খ্যশাস্ত্রস্য প্রয়োজনং।

তথা যোগশাস্ত্রং ভগবতা পতঞ্জলিনা প্রণীতং অথ যোগানুশাসনমিত্যাদি পাদ চতুষ্টয়াত্মকং। তত্র প্রথমে পাদে চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মকঃ সমাধিরভ্যাসবৈরাগ্যরূপং চ তৎসাধনং নিরূপিতং। দ্বিতীয়ে পাদে বিক্ষিপ্ত চিত্তস্যাপি সমাধি সিদ্ধ্যর্থং যমনিয়মাসন প্রাণায়ামপ্রত্যাহার ধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি নিরূপিতানি. তৃতীয়ে পাদে যোগবিভূতয়ঃ, চতুর্থে কৈবল্যমিতি। তস্য চ বিজাতীয় প্রত্যয় নিরোধ দ্বারেণ নিদিধ্যাসনসিদ্ধিঃ প্রয়োজনং।

তথা পশুপতি মতং পাশুপতং শাস্ত্রং পশুপতিনা পশুপাশবিমোক্ষণায় অথাতঃ পাশুপতং যোগ বিধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যাদি পঞ্চাধ্যায়ং বিরচিতং। তত্র অধ্যায়পঞ্চকেনাপি কার্য্যরূপো জীবঃ পশুঃ কারণং পতিরীশ্বরঃ, যোগঃ পশুপতৌ চিত্ত সমাধানং, বিধির্ভস্মনা ত্রিষবণস্নানাদির্নিরূপিতঃ। দুঃখান্তসংজ্ঞো মোক্ষশ্চ প্রয়োজনং। এত এব কার্য্য কারণ যোগ বিধি দুঃখান্তা ইত্যাখ্যায়ন্তে।

এবং বৈষ্ণবং নারদাদিভিঃ কৃতং পঞ্চরাত্রং। তত্র বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাশ্চত্বারঃ পদার্থা নিরূপিতাঃ। ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বকারণং পরমেশ্বরঃ, তস্মাদুৎপদ্যতে সঙ্কর্ষণাখ্যো জীবঃ তস্মান্মনঃ প্রদ্যুম্নঃ, তস্মাদনিরুদ্ধোঽহঙ্কারঃ। সর্ব্বে চৈতে ভগবতো বাসুদেবস্যৈবাংশভূতাঃ, তদভিন্না এবেতি ভগবতো বাসুদেবস্য মনোবাক্কায়বৃত্তিভিরারাধনং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবতীত্যাদি চ নিরূপিতং।

তদেবং দর্শিতঃ প্রস্থানভেদঃ। সর্ব্বেষাং চ সংক্ষেপেণ ত্রিবিধ এব প্রস্থানভেদঃ। তত্রারম্ভবাদ একঃ, পরিণামবাদো দ্বিতীয়ঃ, বিবর্ত্তবাদ স্তৃতীয়ঃ। পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়াশ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তং জগদারভন্তে। অসদেব কার্য্যং কারকব্যাপারাদুৎপদ্যত ইতি প্রথম স্তার্কিকাণাং মীমাংসকানাঞ্চ, সত্ত্ব রজস্তমোগুণাত্মকং প্রধানমেব মহদহঙ্কারাদি ক্রমেণ জগদাকারেণ পরিণমতে। পূর্ব্বমপি সূক্ষ্মরূপেণ সদেব কার্য্যং কারণব্যাপারেণাভিব্যজ্যত ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ সাঙ্খ্যযোগপাতঞ্জল পাশুপতানাং। ব্রহ্মণঃ পরিণামো জগদিতি বৈষ্ণবানাং। স্বপ্রকাশ পরমানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম স্বমায়াবশান্মিথ্যৈব জগদাকারেণ কল্পত ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষো ব্রহ্মবাদিনাং। সর্ব্বেষাং প্রস্থান কর্ত্তৃণাং মুনীনাং বিবর্ত্তবাদপর্য্যবসানেনাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যং, নহি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তেষাং। কিন্তু বহির্বিষয় প্রবণানামাপাততঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ. তত্র তেষাং তাৎপর্য্যমবুদ্ধ্বা বেদবিরুদ্ধেঽপ্যর্থে তাৎপর্য্যমুৎপ্রেক্ষমাণা স্তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্ণন্তো জনা নানাপথজুষো ভবন্তীতি সর্ব্বমনবদ্যং।

ইতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতী বিরচিতঃ প্রস্থান ভেদঃ সমাপ্তঃ।

প্রস্থান ভেদ—অর্থ।

সমস্ত শাস্ত্রের সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ভগবত্তত্ত্ব প্রতিপাদনই তাৎপর্য্য অতএব ভারতীয় শাস্ত্রের ভিন্ন মত, নাম, লক্ষণ, বিভাগাদি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রদর্শন করা যাইতেছে।

বেদ চারি যথা—ঋক, যজুঃ, সাম, এবং অথর্ব্ব। বেদাঙ্গ ছয়, যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, এবং জ্যোতিষ। অপর বেদের উপাঙ্গ চারি যথা—পুরাণ, ন্যায় মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। এই উপাঙ্গ চতুষ্টয়ের মধ্যে অপরাপর শাস্ত্রও অন্তর্ভূত হইয়া আছে যথা পুরাণের মধ্যে উপপুরাণ, ন্যায়ের মধ্যে বৈশেষিক, মীমাংসার মধ্যে বেদান্ত, এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত ও বৈষ্ণবাদি শাস্ত্র অন্তর্ভূত আছে। উক্ত অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত চারি বেদ মিলিত করিলে চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান।

অপর আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অর্থশাস্ত্র এই চারি উপবেদ উক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যার সহিত মিলিত করিলে বিদ্যা অষ্টাদশ সংখ্যাতেও সংখ্যাত হইতে পারে; অতএব শাস্ত্রকর্ম্মানুবর্ত্তিদিগের উক্ত সংখ্যায় অষ্টাদশ মাত্র প্রস্থান ভেদ। তদ্ভিন্ন অন্যান্য যেই প্রস্থানভেদ আছে সে সকল এই অষ্টাদশেরই অন্তর্গত।

যদিও নাস্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ভিন্ন২ শাস্ত্র ও ভিন্ন২ মত আছে, তথাচ সে সকল বেদবাহ্য, এপ্রযুক্ত প্রস্থান মধ্যে গণ্য হইল না. ফলতঃ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় প্রকৃতবিষয়ে যে সকল শাস্ত্রের উপযোগিতা মাত্র নাই অতএব তাহাদের নিরূপণ করণের প্রয়োজন বিরহ। পরন্তু প্রসঙ্গাধীন তাহাদের সম্প্রদায় ও অবলম্বিত মতের উল্লেখ করিতেছি।

মাধ্যমিক সম্প্রদায়। ইহারা শূন্যবাদী, অর্থাৎ ইহাদের মত এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শূন্য হইতেই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরিণামেও শূন্যেতেই এই সকলের পর্য্যবসান হইবেক।

যোগাচার। ইহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, অর্থাৎ ক্ষণিক সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া থাকে। ইহাদের মতে বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ ক্ষণিক বিজ্ঞান।

সৌত্রান্তিক। ইহারদের মত জ্ঞান দ্বারা যে ক্ষণিক বাহ্য পদার্থের অনুমান করা যায় তাহাই পরম পুরুষার্থ। অর্থাৎ বাহ্যার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য পদার্থ নাই।

বৈভাষিক। ইহাদের মত এই যে, ক্ষণিক বাহ্যার্থই পরম পুরুষার্থ বটে কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, জ্ঞান দ্বারা অনুমেয় নহে।

এই রূপ সৌগত সম্প্রদায়েরও শাস্ত্রভেদ ও মতভেদ প্রচলিত আছে প্রসঙ্গতঃ তাহারও সংক্ষেপ বিবরণ বলি।

চার্কাকসম্প্রদায়। ইহাদের মত দেহই আত্মা, আত্মাতে দেহেতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাবৎ দেহ আছে তাবৎ আত্মাও আছেন। দেহ বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হইবে।

দিগম্বর। ইহাদের মতে, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু দেহের মত পরিমাণ, আত্মারও তত পরিমাণ।

এই রূপে নাস্তিকদের ছয় প্রকার মতভেদ ও শাস্ত্রভেদ আছে বটে কিন্তু সে সকল বেদবাহ্য, এ প্রযুক্ত শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত নহে। সুতরাং শাস্ত্রগণনায় পৃথক হয় নাই।

এইরূপে পূর্বোক্ত শাস্ত্র সকল হেতু, প্রয়োজন বশতঃ স্বরূপতঃ বিভিন্ন হইয়াছে, সংক্ষেপে তৎসমুদায় কথিত হইতেছে।

বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এতদুভয় প্রতিপাদক। এই শাস্ত্র কাহারো কর্তৃক প্রণীত নহে। ইহার বাক্য পুরাণাদি শাস্ত্রাপেক্ষা সমধিক মান্য। ইহার মত অন্য কোনশাস্ত্র দ্বারা বাধিত হয় না, সকল শাস্ত্রই ইহার পোষক। এই বেদ শাস্ত্র প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই তিনকে মন্ত্রভাগ বলা যায়। যে সকল মন্ত্র শ্লোকবৎ পাদবদ্ধ এবং ছন্দোবিশিষ্ট তাহাদিগকে ঋক্ বলে। যে ভাগ স্বরাদি সংযোগে গীতি বিশিষ্ট, তাহার নাম সাম। যে ভাগ উক্ত দুই প্রকার হইতে পৃথক্, তাহার নাম যজুঃ, কেননা তাহা ছন্দোবিশিষ্ট পাদবদ্ধ অথবা স্বরসংযুক্ত গীতি বিশিষ্ট নহে।

বেদশাস্ত্রের দ্বিতীয়ভাগ যে ব্রাহ্মণ, তাহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম বিধিরূপ, দ্বিতীয় অর্থবাদ, তৃতীয় উভয়বিলক্ষণ অর্থাৎ না বিধি না অর্থবাদ। বিধির আবার চারি প্রকার প্রভেদ আছে যথা উৎপত্তি বিধি, অধিকার বিধি, বিনিয়োগবিধি, এবং প্রয়োগবিধি। বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্মের স্বরূপ বোধক বাক্যের নাম উৎপত্তি বিধি। যাগাদির ফলসম্বন্ধ বোধক বাক্য অধিকার বিধি। কর্ম্মের অঙ্গসম্বন্ধবোধক বাক্য বিনিয়োগ বিধি। উক্ত তিন বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগ বিধি।

অর্থবাদও একপ্রকার বিধি স্বরূপ, কিন্তু তাহাতে প্রশংসা অথবা নিন্দা মাত্র প্রকাশ করে। ঐ অর্থবাদ তিন প্রকারে বিভক্ত যথা গুণবাদ, অনুবাদ, এবং ভূতার্থবাদ। যাহাতে অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝাইয়া দেয় তাহার নাম গুণবাদ। যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বুঝায় তাহার অনুবাদ। প্রমাণান্তরের সহিত বিরুদ্ধ অথবা তৎপ্রাপ্তি বর্জ্জিত অর্থ ভূতার্থবাদ।

উল্লিখিত ব্রাহ্মণভাগে অপর একটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে তাহার নাম বেদান্ত। তাহা উপনিষদ্ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। সেই ভাগ কেবল পরব্রহ্মের প্রতিপাদক। যদিও তাহা বিধি এবং অর্থবাদ উভয় হইতে বিলক্ষণ, তথাপি বৈদান্তিকেরা তাহার ভাগ বিশেষকে বিধি বলিয়াছেন এবং কোথাও২ অর্থবাদের মধ্যেও তাহার গণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মত এই, যদি বেদান্ত বাক্য অজ্ঞাতবস্তুর জ্ঞাপক হইল তবে তাহা বিধি না হইবে কেন? এই রূপ প্রমাণ বাক্য মানিয়া তাহাকে ভূতার্থবাদও বলিয়া থাকেন।

সে যাহাহউক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ সমুদায়বেদ কর্ম্মকাণ্ড এবং ব্রহ্মকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের সাধক হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড হইতে ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম সিদ্ধ হয়। এবং ব্রহ্মকাণ্ড হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ সাধন করা যায়। অথর্ব্ব বেদ কর্ম্ম বিষয়ে উপযোগী নহে; তাহাতে কেবল শান্তিক, পৌষ্টিক, আভিচারিক প্রভৃতি কার্য্যই প্রতিপন্ন হয়। এই প্রকারে প্রয়োজন ভেদে বেদ শাস্ত্রের চারি প্রকার ভেদ কথিত হইল সম্প্রতি ছয় বেদাঙ্গেরও প্রয়োজনভেদে প্রভেদ কথিত যাইতেছে।

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি বিশিষ্ট স্বর ও ব্যঞ্জন স্বরূপ বর্ণ সকলের উচ্চারণের বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা শাস্ত্রের প্রয়োজন। কল্প শাস্ত্রের প্রয়োজন এই যে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ ক্রম জ্ঞান হইবে।

বৈদিক পদের সাধুত্ব অসাধুত্ব জ্ঞান ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। বৈদিক মন্ত্র ও পদের অর্থ জ্ঞান নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। ঐ শাস্ত্র ভগবান যাস্ক ঋষি প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত নিরুক্তকার ভগবান যাস্ক বেদোক্ত দ্রব্য ও দেবতার বিশেষ২ নাম অবগত হইবার নিমিত্ত নিঘণ্টু নামে এক অভিধান গ্রন্থও রচনা করেন অতএব বেদোক্ত দ্রব্য ও দেবতা জ্ঞান নিঘণ্টু শাস্ত্রের প্রয়োজন। পাদবদ্ধ ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্ মন্ত্রের অনুষ্টুভ প্রভৃতি বিশেষ২ ছন্দঃ প্রকাশ নিমিত্ত ভগবান পিঙ্গল ছন্দোবিবৃতি নামে ছন্দোগ্রন্থ করেন অতএব উহাই ছন্দঃ শাস্ত্রের প্রয়োজন। এইরূপে সময় বিশেষে বিশেষ২ বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে হয় অতএব সময় জ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন। আদিত্য এবং গর্গ প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ঐ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন।

এই প্রকারে ছয় বেদাঙ্গের সংক্ষেপ বিবরণ

লিখিত হইল, সংপ্রতি চারি উপাঙ্গের বিবরণ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উপাঙ্গের সংখ্যা চারি যথা-পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র, তন্মধ্যে প্রথমতঃ পুরাণের বিবরণ বলি।

ভগবান্ বাদরায়ণ পুরাণ শাস্ত্রের প্রণয়ন কর্ত্তা। এই শাস্ত্রে সৃষ্টি, অবান্তর সৃষ্টি, রাজাদির বংশ, মন্বন্তর, এবং বংশের চরিত্র প্রভৃতি বর্ণিত আছে। এই পুরাণ অষ্টাদশ, যথা ব্রাহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বরাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, এবং ব্রহ্মাণ্ড। এই অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত অনেক উপপুরাণও আছে কিন্তু সে সকল এতন্মধ্যেই নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ বিংশতি উপপুরাণের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। সানৎকুমার, নারসিংহ, নান্দী, শিবধর্ম্ম, দৌর্ব্বাস, নারদীয়, কাপিল, মানব, ঔশনস, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালীপুরাণ, বাশিষ্ঠ, লৈঙ্গ, মাহেশ্বর, সাম্ব, সৌর পারাশর, মারীচ, এবং ভার্গব।

ন্যায় শাস্ত্র। ইহার নামান্তর আন্বীক্ষিকী। ভগবান্ গৌতম ইহার প্রণেতা। প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ, এবং পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানোৎপাদন এই শাস্ত্রের প্রয়োজন। বৈশেষিক শাস্ত্র এই শাস্ত্রের অন্তর্গত, ভগবান কণাদ মুনি তাহার প্রণেতা। ন্যায় ও বৈশেষিকের মত প্রায় এক এই মাত্র প্রভেদ যে বৈশেষিক দর্শনে কণাদ ঋষি দ্রব্য, গুণ কর্ম্ম প্রভৃতি সপ্ত মাত্র পদার্থ স্বীকার করেন। অতএব বৈশেষিক শাস্ত্র ন্যায় মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে।

মীমাংসা শাস্ত্র দুই প্রকার। কর্ম্ম মীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা। ভগবান্ জৈমিনি কর্ম্মমীমাংসার প্রণেতা। কর্ম্মকাণ্ড বা দেবতাকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ অন্য যে এক গ্রন্থ আছে তাহা ভগবান জৈমিনির কৃত। তাহা ঐ শাস্ত্রের কার্য্যের উপযোগি বলিয়া কর্ম্ম মীমাংসার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম মীমাংসার প্রণেতা ভগবান বাদরায়ণ। ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান। গ্রন্থকর্ত্তা ঐ ব্রহ্মমীমাংসাকে চারি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রথমাধ্যায়ে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন যে পরব্রহ্ম, তাহাতেই সমুদায় বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। জীব-ব্রহ্মের এতাদৃশ ঐক্যভাব স্বীকারে যদি স্মার্ত্ত ও তার্কিকেরা তর্ক উপস্থিত করিয়া বিরোধ করে এই আশঙ্কায় দ্বিতীয়াধ্যায় প্রারম্ভ হয়, তাহাতে আদৌ ঐ আশঙ্কার পরিহার আছে। তৃতীয়াধ্যায়ে তাদৃশ জ্ঞানের সাধন সকল নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিশেষ২ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের মূল গ্রন্থের নাম স্মৃতি সংহিতা। কাল বিশেষে মহর্ষি মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, প্রভৃতি মুনিগণ বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সকল স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করেন। ভগবান বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত, এবং বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ গ্রন্থও ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত, এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বটে, কিন্তু প্রাধান্য প্রযুক্ত সে সকল স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থ ও তৎকর্ত্তাদিগেরও বিবরণ পরে করা যাইবেক। পূর্ব্বে উক্ত হইল যে বেদের সংখ্যানুসারে উপবেদেরও সংখ্যা চারি, এক্ষণে ঐ উপবেদ চতুষ্টয়ের বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদের বিবরণ করি।

আয়ুর্ব্বেদের স্থান ৮টি, যথা। সূত্র, শারীর, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প, এবং সিদ্ধি।

ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, এবং অগ্নিবেশ্য এই অষ্ট ঋষি চরকের ক্রমশঃ ঐ অষ্ট স্থানের উপদেশ দেন তাঁহার পরে মহামতি চরক ঐ সকল সংক্ষেপ করিয়া সংকলন করেন। অনন্তর সুশ্রুত উক্ত অষ্ট স্থানের মধ্যে পাঁচ স্থান বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। অব-শেষে সুপণ্ডিত বাগ্ভট্ট প্রভৃতি হইতে বিবিধ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। পরন্তু যদিও এই রূপে অনেকানেক বিদ্বান হইতে উক্ত আয়ুর্ব্বেদের বিবিধ সংগ্রহ হইয়াছে তথাচ তাহাতে ফলের কিঞ্চিন্মাত্রও বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কামশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ যে শাস্ত্র, তাহাও এই আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। ঐ শাস্ত্রের প্রণেতা ভগবান বাৎস্যায়ন ঋষি। নিরাময় দেহ, গোত্র পালনই ঐ শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। পরন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজন রোগ ও তাহার কারণ নিরূপণ এবং রোগের নিবৃত্তি ও তদুপায় পরিজ্ঞান।

দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ। ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষি এই উপবেদের প্রণেতা। এই বেদ চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদের নাম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয়ের নাম সংগ্রহ পাদ, তৃতীয়ের নাম সিদ্ধপাদ, এবং চতুর্থের নাম প্রয়োগপাদ। দীক্ষাপাদে আয়ুধের লক্ষণ এবং অধিকারি নিরূপণ। ঐ আয়ুধ চারি ভাগে বিভক্ত যথা— মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত, যন্ত্রমুক্ত। চক্রাদির নাম মুক্ত, খড়্গাদি অমুক্ত, প্রাসপ্রভৃতি মুক্তামুক্ত, শরাদির নাম যন্ত্রমুক্ত, যাহা মন্ত্রপ্রেরণাতে নিবিষ্ট, তাহার নাম অস্ত্র। যাহা২ অমুক্ত, তাহাকে শস্ত্র কহে। দ্বিতীয় পাদে সর্ব্বপ্রকার শস্ত্র ও তদ্বিদ্যায় পারদর্শি গুরুর লক্ষণ এবং শস্ত্রগ্রহণের প্রকার দর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে শস্ত্রগ্রহণানন্তর গুরুদত্তের বারম্বার অভ্যাস প্রভৃতি কতিপয় কথা নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থপাদে দেব প্রসাদলব্ধ সিদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ বিবরণ। এই শাস্ত্র পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়জাতির স্বধর্ম্ম যুদ্ধ বিগ্রহানুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব উহাই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, অপর তাৎপর্য্য এই যে দুষ্টের দমন এবং চোরাদি হইতে প্রজাদের রক্ষা হইবে। অতএব এই

শাস্ত্র ধর্ম্ম রক্ষার মূল হওয়াতে ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যেও গণ্য হইয়াছে।

গান্ধর্ব্ব বেদ। ভগবান্ ভরত এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি। ইহার প্রয়োজন দেবতা আরাধনা ও সমাধি সিদ্ধি।

অর্থ শাস্ত্র। অর্থ শাস্ত্র বিবিধ প্রকার, যথা, নীতি শাস্ত্র, অশ্ব শাস্ত্র, শিল্প শাস্ত্র, সূপকার শাস্ত্র এবং চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্র ইত্যাদি। মহাত্মা মুনি সকল এ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন লৌকিক প্রয়োজনের ন্যায় অতি স্পষ্ট।

সাংখ্য শাস্ত্র। ভগবান কপিলদেব এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমাধ্যায়ে বিষয় নিরূপণ, দ্বিতীয়ে মূল প্রকৃতির কার্য্য, তৃতীয়ে বিষয় বৈরাগ্য, চতুর্থে আখ্যায়িকাচ্ছলে বিষয় বিরক্ত ব্যক্তিদের প্রতি উপদেশ, পঞ্চমে পরপক্ষ নির্ণয়, ষষ্ঠে সর্ব্বার্থের সংক্ষেপে উপসংহার। এই শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রকৃতি পুরুষ বিষয় জ্ঞান।

যোগশাস্ত্র। ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি এই শাস্ত্রের প্রণেতা। ইহা চতুষ্পাদে সংস্থাপিত। প্রথম পাদে চিত্তবৃত্তি নিরোধ স্বরূপ সমাধি, তাহার অভ্যাস এবং যেই কারণে বিষয় বৈরাগ্য হইতে পারে তাহার নিরূপণ. দ্বিতীয় পাদে বিষয় বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তির সমাধি সিদ্ধ্যর্থ যম নিয়মাদি অষ্টবিধ অঙ্গ নিরূপণ. তৃতীয়ে যোগ বিভূতি বর্ণন, চতুর্থে কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি রূপ পরম পুরুষার্থ বর্ণন। এই শাস্ত্র আলোচনায় বিজাতীয় পদার্থ বোধের নিরোধ করিতেং পর্য্যবসানে চিত্ত স্থৈর্য্য রূপ নিদিধ্যাসন সিদ্ধি হয় অতএব তাহাই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন।

পাশুপত শাস্ত্র। ভগবান পশুপতি ইহার প্রণেতা। পশুদিগের পাশবিমোচনের জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত. কার্য্যরূপী জীব পশু, এবং কারণ রূপী পতি ঈশ্বর উভয়ের যোগ অর্থাৎ পশুপতিতে চিত্তসমাধান ত্রিষবণ স্নানাদিরূপ বিধি এবং দুঃখান্ত নামক মোক্ষ রূপ প্রয়োজন এই পঞ্চ বিষয় সমুদায় ঐ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব শাস্ত্র। নারদাদি প্রণীত পঞ্চরাত্রের নাম বৈষ্ণব শাস্ত্র এই শাস্ত্রে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এইচারি মাত্র পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব চরাচর বিশ্বের কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর. সংকর্ষণ নামক জীব তাঁহা হইতে উৎপন্ন, এবং ঐ জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামে মনঃ উৎপন্ন হন. ঐ মনোরূপী প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ রূপী অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই চারিটি ভগবানের অংশ স্বরূপ. ইহাঁদের সহিত তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। কায়মনোবাক্যে এই চতুর্ম্মূর্ত্তি ভগবানের আরাধনা করিলে কৃতার্থতা লাভ হয় সমস্ত গ্রন্থে ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপে নানাবিধ শাস্ত্রের মত ভেদ প্রদর্শিত হইল। সম্প্রতি সংক্ষেপ করিবার বাসনায় এই সমুদায়কে তিনটী স্থূল ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। ১ প্রথম আরম্ভ বাদ। ২ দ্বিতীয় পরিণাম বাদ। ৩ তৃতীয় বিবর্ত্তবাদ। পৃথিবী, জল, তেজঃ, এবং বায়ু এই ভূত চতুষ্টয়ের যে চারি পরমাণু তাহা দ্ব্যণুক ত্রসরেণু প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত তাবৎ স্থূল জগতের আরম্ভক। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুমাত্র কার্য্য ছিল না কেবল কর্ত্তার চেষ্টাতেই সমুদয় উৎপন্ন হইতেছে এই যে মত ইহার নাম আরম্ভ বাদ। ইহা নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকদিগের সম্মত, এই কারণে ঐ২দার্শনিক দিগকে আরম্ভ বাদী কহা যায়। সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই গুণত্রয় স্বরূপ যে মূল প্রকৃতি বা প্রধান তাহাই মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চ তন্মাত্র এবং স্থূল ভূত ভৌতিক প্রপঞ্চ রূপে পরিণত হইয়াছে সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল কার্য্যই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল পরে কেবল কারণ ব্যাপারে ইহাদিগের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ইহার নাম দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিণাম বাদ। সাংখ্য, পাতঞ্জল, এবং পাশুপতেরা এই মত অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন এই হেতু তাঁহাদিগকে পরিণাম বাদী কহা যায়। বৈষ্ণবেরা জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানিয়া থাকেন ইহাতে তাঁহাদিগকে পরিণাম বাদী বলা যাইতে পারে। তৃতীয় অর্থা বিবর্ত্তবাদ ব্রহ্মবাদিদিগের অবলম্বিত, ইহার মত এই যে ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ, পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু, স্বকীয় মোহিনী মায়ার পরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক ভূত ভৌতিক প্রপঞ্চরূপে কল্পিত হয়েন। ফলতঃ তদ্ব্যতিরিক্ত সমুদায় জগৎ কেবল কল্পনা মাত্র, এই কল্পিত জগৎ হইতে ব্রহ্মকে বিবিক্ত অর্থাৎ পৃথক করিলে তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না অতএব এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ। ব্রহ্ম বাদিরা এই মতানুযায়ী এই কারণে তাঁহাদের উপাধি বিবর্ত্তবাদী হইয়াছে।

যদিও ভিন্ন২ মুনিগণ ভিন্ন২ মতের অবলম্বন করিয়া ভিন্ন২ শাস্ত্র লিখিয়াছেন তথাচ সকলেই চরমে বিবর্ত্ত বাদ অবলম্বন করিয়া একমাত্র ... পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্ব২ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নানা পথ বাহী হইয়া পরিণামে যে এক মাত্র পরমেশ্বরেতে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন মনুষ্য সকলে প্রায় বাহ্য বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সুতরাং আপাততঃ পরম পুরুষার্থে তাহাদের মনোযোগ হওয়া অসম্ভব, অতএব কৌশলে নাস্তিকতা নিবারণ অভিপ্রায়ে নানা প্রকার মত ভেদ দর্শাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রার্থ বেদবিরুদ্ধ হইলেও তাহা গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া তত্তন্মতকে উপাদেয় বোধে গ্রহণ করে এবং নানা পথ বাহী হইয়া নানামত প্রকাশ করিতে থাকে কিন্তু বস্তুতঃ কিঞ্চিৎমাত্র বিরোধ নাই।

ইতি শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদকের কারণ পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৪ সংখ্যা।

বরাহ পুরাণ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

মহাতপা কহিলেন। হে রাজন্ আমরা সচরাচর যে, সকল সত্বাদি প্রাপ্ত করি সেই সকলই পরাৎপর পুরমেশ্বর। সেই সত্য সনাতন দেব প্রজা সিসৃক্ষু হইয়া অভিধ্যান পূর্ব্বক এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্য সৃজন করিয়া চিন্তা করিলেন আমি ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিলাম পালনাদি আমাকেই করিতে হইবেক। কিন্তু আকৃতিহীন হইলে কর্ম্ম কাণ্ডাদি কি রূপে চলিবে? এই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া সুষুপ্ত হইলেন। জগৎপতি স্বপ্ন দশায় শয়ান আছেন এইকালে তাঁহার উদর হইতে এক মহাপদ্ম বিনির্গত হইল। সেই কমল হইতে সর্ব্বাপা সসাগরা ধরা বিস্তৃত হইল এবং দৃগাদ্যে পঞ্চ লোক সৃষ্ট হইল। পদ্ম মধ্যে এক পর্ব্বত তন্মধ্যে নারায়ণের জন্ম হয়, নারায়ণ উৎপন্ন হইলে সেই অক্ষর সনাতন সুপ্তোত্থিত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান পুরঃসর কহিতে লাগিলেন হে পুরুষোত্তম! জগদাদিভূত! তোমাকে এই জগৎ পরিপালন করিতে হইবে। আমার প্রসাদে তুমি সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব এবং জগদৈক পালকত্ব পাইবে। এই সমস্ত সমাদেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল স্বাস্থ্যাবলম্বন করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে সমুত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। হে বিশ্বপালক। আমি তোমাকে এক শঙ্খ দিতেছি তাহাতে তুমি অবিদ্যাবিজয় ধারণ করিতে পারিবে। অজ্ঞান রূপ পঙ্কজ নির্ম্মাণ এক চক্র দিতেছি। হে অচ্যুত কালচক্রময় এই অজ্ঞানক চক্র ধারণ কর। আমি এক গদাও দিতেছি ইহাতে অধর্ম্মাদি সংহার হইবে। মৎপ্রদত্ত এই মালা তোমার শরীরশোভা সংবর্দ্ধন করিবে। চন্দ্রাদিত্যময় শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ ভূষণ দিতেছি হৃদয়ে রক্ষা কর। হে ধীরবর তোমার দ্রুত গমনার্থ সকলজিৎ গরুড় পক্ষী প্রদত্ত হইল যথা গমন করিতে পারিবে। ত্রৈলোক্য পালিনী লক্ষ্মীই ভামিনী হইয়া তোমার সেবন করিবেন। হে ভূমাপতে বল সহস্র সুখ সম্ভোগ করত পরিতৃপ্ত হইবে এবং তোমার লীলা হেতু দ্বাদশী তিথি নিরূপিত হইল ঐ বাসরে তোমার মহোৎসব হইবে। যাহারা ঐ দিনে ঘৃতাশন করত তদনন্তর হইয়া তোমার সমর্চ্চন করিবে কি স্ত্রী কি পুরুষ তাহারা সকলেই স্বর্গগত হইবে। হে নারায়ণ প্রয়োজনানুসারে তোমার দেহ হইতেও সৃষ্টি হইবে, অধুনা যথাকালে সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিয়া ত্রৈলোক্য পালন কর। আমি তোমার প্রতি এই সকল ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

হে নরলোক পাল! জগদাদি পরব্রহ্ম এই সমস্ত সমাদেশ করিয়া লীলাবস্থায় নীত হইলেন। হে ভূপতে! বেদান্তে ইনিই সর্ব্বান্তর্যামি পরম পুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন। কদাপি ইহাঁতে মনুষ্য বুদ্ধি করা উপযুক্ত নহে। যাঁহারা ঐ বৈষ্ণব সৃষ্টি শ্রবণ করিবেন তাঁহারা ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া স্বর্গ লোকে কীর্ত্তিত হইবেন।

ইতি বরাহে পরাপর নির্ণয়োনাম ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

মহাতপা কহিলেন। হে নৃপতে! এক্ষণে শর্ব্বের উৎপত্তি, তিথি ও মাহাত্ম্যাদি যথারীতি বর্ণন করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাসিসৃক্ষার্থ সেই অক্ষর অব্যক্ত

ব্রহ্মার মন শোকার্ত্ত হইয়াছিল। কি রূপে সৃজন পালন করিবেন এই চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এই কালে শুভ্রকুণ্ডলবান শ্বেতমাল্যধারি চতুষ্পাদ বৃষাকার এক পুরুষ ব্রহ্মদেহ হইতে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান প্রজাপতি স্বদেহ সম্ভব সেই পুরুষকে দেখিয়া কহিলেন হে পুরুষ তুমি ধর্ম্ম সংজ্ঞক ত্রিলোকাগ্রজ হইলে সত্বর সাবধানে প্রজাপালন কর।

ধর্ম্মদেব তৎকর্ত্তৃক এই অভিহিত হইয়া সত্যযুগে সমবস্থ ও পাদচতুষ্টয় বিশিষ্ট হইয়া ত্রিলোক রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ত্রেতাদি-যুগে পাদত্রয় এবং একৈক পাদহীন হইয়া কলি-যুগে এক পাদ বিশিষ্ট মাত্র হইয়াছেন এবং তদবস্থায়ই এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন। এবং সকল ব্রাহ্মণাদি ষট্‌কর্ম্ম শালি বিপ্র-সম্বন্ধে ধর্ম্ম সত্য ও যজ্ঞ প্রকার হইয়া পালিত, ক্ষত্রগণ যুদ্ধাদি ব্যবহার অবলম্বন করাতে প্রতিপালিত এবং ঐ রূপ বৈশ্য ও শূদ্র কর্ত্তৃক দিবারাত্র এবং এক প্রকারীভূত হইয়া সর্ব্বত্র পরিপালিত হইতেছেন।

চতুষ্পাদ ত্রিশৃঙ্গ সপ্তহস্তবান ধর্ম্মরাজ ব্রহ্মদেহ বিনিঃসৃত হইয়া যুগব্যবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রজাপালন করেন। একদা চন্দ্রমা সুরপূজিত বৃহস্পতিপত্নী তারার প্রতি কামাতুরচিত্ত হইয়া ধর্ম্মপীড়ন করিলেন। ধর্ম্মদেব ক্রূরকর্ম্মকারি চন্দ্র হইতে অপমানিত হইয়া অরণ্যানী প্রয়াণ করিলে দেবদানব সকলেই স্বৈরচারি হইয়া বৈরানুবন্ধীভূত পরস্পর কামিনী অপহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বিজরাজের অত্যাচারে এই রূপ ব্যভিচারিতা ঘটিত দেখিয়া সুরাসুর সকলেই ক্রোধ পরায়ণ হইলেন, এবং পরস্পর পত্নীর পাতিব্রত্য রক্ষার্থ তুমুল সংগ্রামে সংসক্ত হইয়া রণস্থলে সমাগত হইলেন। সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত দেখিয়া কলহপ্রিয় দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং সত্বর ব্রহ্মার সমীপগত হইয়া আমূল সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। পিতামহ বিরিঞ্চি পুত্র প্রমুখাৎ এই ব্যাপার শ্রবণে ত্বরান্বিত হইয়া তূর্ণ রণস্থলে সমাগমন পূর্ব্বক বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সুরগণ সহ বনে ধর্ম্ম-দেবার্থে প্রস্থান করিলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে২ শশাঙ্ককান্তি বৃষাকৃতি স্বপুত্র ধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং সাতিশয় তুষ্ট হইয়া দেবগণের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! ইনিই আমার প্রথম পুত্র ইহাঁর নাম ধর্ম্ম, শশাঙ্ক প্রভাবতী শঙ্কিত হইয়া ইহাঁকে দুঃখ দিয়াছেন, অধুনা তোমরা সকল সুরাসুর একত্রিত হইয়া ইহাঁকে পরিতুষ্ট কর অন্যথা তোমাদিগের স্বৈরবিহারিতা দোষ জন্মিবে। দেবগণ ব্রহ্ম বাক্যে প্রীত হইয়া পূর্ণেন্দুসুন্দর দেবাগ্রজ ধর্ম্মের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবগণ বিনয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে স্বর্গপথ প্রদর্শক! হে দেব-রূপিণ! সর্ব্বগ! তোমাকে প্রণাম করি হে অস্মৎ প্রতিপালক তুমিই এই ত্রৈলোক্য, জন, তপ, ও সত্য লোক পালনের কর্ত্তা এই জগতীগত কোন বস্তুই তোমার অবিদিত নাই। ভক্তিহীন কোন পদার্থই রক্ষা পায় না। হে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বশাসন! তুমিই সত্ত্বরজ তম ত্রিগুণময়! হে ত্রিলোচন! তুমিই চতুষ্পাদ বেদ! হে ভুবনবন্দ্য বৃষাকৃতে! তোমাকে নমস্কার করি। তুষ্ট হইয়া কৃপা কটাক্ষ কর হে পরাৎপর! আমরা তৎপরিত্যক্ত হইলেই উন্মার্গগামী হইয়া কত শত অবিহিত কর্ম্ম করি এবং জ্ঞানহীন হইয়া হিতাহিত চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া বসি! নাথ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না আমরা শক্তিহীন কৃপা করুন। হে লোক রক্ষক, তোমাকে নমস্কার করি।

বৃষরূপি ভগবান্ প্রজাপতি, স্তবে তুষ্ট হইলেন এবং প্রশান্তনেত্র হইয়া দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সকলেই নির্মোহ হইয়া স্ব২ স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। পুরাণ পুরুষ ব্রহ্মা ধর্ম্মপ্রসাদ দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া কহিলেন। বৎস অদ্যাবধি তোমার বিশ্রামার্থ ত্রয়োদশী তিথি নিরূপিত হইল যাহারা ঐ দিনে নিরাহারে তোমার অর্চ্চনা করিবে তাহারা অপাপ হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে। বহুকাল তুমি এই অরণ্যে বাস করিয়াছ বলিয়া এই বিপিন ধর্ম্মারণ্য নামে বিখ্যাত হইল। হে পুত্র! তোমাকে যুগাদিতে একৈকপাদ হীন হইয়া প্রজাপালন করিতে হইবে। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিচার কর। আমরা প্রস্থান করি এই আদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ ও ধর্ম্ম সহ স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নরোত্তম যাহারা ধর্ম্মোৎপত্তি স্থিতি গাথা শ্রবণ করায় এবং

[illegible] জগন্ময়ই মুক্তি[illegible] পরিত হয়।

ইতি বরাহে ধর্ম্মোৎপত্তির্নাম একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মহাতপা কহিলেন। এক্ষণে আমি রুদ্রোৎপত্তি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর প্রজাপতি সিসৃক্ষু হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত হওত কিছুতেই সৃষ্টি করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে রোষপরবশ হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়া নিমগ্ন চিত্ত আছেন এই কালে পরিদেবনশীল এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন ব্রহ্মা পিঙ্গলনয়ন কৃষ্ণারুণ বর্ণ সেই পুরুষকে কহিলেন বৎস ক্রন্দন করিও না তুমিই প্রজাপালনে পালক প্রজা পরিপালন কর এই কথা বলিবা মাত্র সদ্য জাত পুরুষ জলমগ্ন হইল ব্রহ্মা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্যান্য কতিপয় প্রজাপতির উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ ভাগ কল্পনা করিলেন। এ দিকে পূর্ব্বজাত দেব জল হইতে উত্থিত হইয়া অন্য প্রজাপতির জন্য ভাগ কল্পিত হইয়াছে দেখিলেন এবং ক্রোধারুণনেত্র হইয়া কতিপয় ভূত প্রেত পিশাচ বেতালাদির সৃষ্টি করিয়া ভগ ও পুষার যজ্ঞস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং চতুর্স্তিংশতি হস্ত এক কার্ম্মুক ও ইষুধি ইষু প্রভৃতি সংগ্রামোপযোগি সমুদয় দ্রব্য জাত নির্ম্মাণ করত ঐ যজ্ঞ স্থানে যজ্ঞ ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের দন্ত নেত্রাদি সমুৎপাটন করত যজ্ঞ ভঙ্গ করিলেন। এই সমস্ত দুর্ঘটনা দেখিয়া সৃষ্টি কর্ত্তা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং সেই দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে পুরুষবর একপ ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কারণ কি? ক্রোধ সম্বরণ করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি গ্রহণ কর রুদ্রদেব ব্রহ্মার বিনীত বচনে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রভো আপনি প্রজা পরিপালনার্থ আমাকে এবং অন্যান্য কতিপয় পুরুষকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু আমাকে যজ্ঞ ভাগে বঞ্চিত করাতে আমি সংক্রুদ্ধ হইয়া জগতের অনভীষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুণ। ব্রহ্মা রুদ্রদেবের শান্ততা দেখিয়া দেবগণকে কহিলেন তোমরা সকলে ইঁহার স্তব স্তোত্র করিয়া ইঁহাকে পরিতুষ্ট কর অন্যথা বড়ই অত্যাচার হইবে যেরূপে ইনি পরম পরিতুষ্ট হয়েন যত্ন কর। দেবগণ যে আজ্ঞা আমরা বিনয় পূর্ব্বক ইঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই কথা বলিয়া কহিতে লাগিলেন। হে দেবাদিদেব ত্রিনয়ন! তোমাকে প্রণতি করি। হে পিঙ্গল নেত্র জটা জুট ধারিণ। তোমার শরণাপন্ন হইয়া প্রণমন করিতেছি, হে ভূত প্রেত সেবিত পাদপদ্ম! হে মহা সর্পোপবীতিন! হে উগ্রকপর্দ্দিন হে স্থাণো তোমাকে নমস্কার করি! হে ত্রিপুরান্তক! অন্ধ করিপো। হে গঙ্গাধর কৈলাস শিখর বাসিন্ হে কৃত্তিবাসধারিন্ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া প্রসন্ন হউন। হে শশিমৌলে হে কাপাল ব্রত দীক্ষিত হে শূলিন্ প্রচণ্ড দণ্ড ধারিন্ হে অর্দ্ধেন্দ্র নীলকণ্ঠ হে কৃপালো আমাদিগের প্রতি কি কৃপাবিতরণ করিবেন না? হে দক্ষ যজ্ঞ নাশন ভূতিভূৎ বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ বিশ্বনিয়ন্তা। হে করাল মূর্ত্তে হে সর্ব্ব প্রধান সর্ব্বারাধ্য তোমাকে প্রণাম করিতেছি সানুকূল হইয়া ক্ষমা করুন।

বৃষধ্বজ দেবগণের প্রতি তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কি করিতে হইবে? বিজ্ঞাপন কর অবিলম্বে সমাধা করিব। দেবগণ শঙ্কর প্রসাদে আহ্লাদিত হইয়া নিবেদন করিলেন। হে ভব যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া শাস্ত্র বিজ্ঞান, এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিধি সমাদেশ করেন তবেই কৃতকার্য্য হইয়া নিবৃত্ত হইব। ভবানীপতি ভবদেব স্তবস্তুতি শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে বিবুধ বৃন্দ! তোমরা সকলে পশু হও আমি পশুপতি হইয়া অস্ত্র শাসন করতঃ তোমাদিগের মুক্তি সাধন করিব, অমরগণ পশুত্ব অবলম্বন করিলেন তিনি ও পশুপতি হইয়া উপদেশ দিলেন।

শিব সন্তোষে আনন্দিত হইয়া পরমেষ্ঠি মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন। হে দেবেশ চতুর্দ্দশী তিথি তোমার বিলাসদিন নির্দ্ধারিত হইল। যাহারা ঐ বাসরে আশুতোষ পরায়ণ হইয়া অন্নাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পরিতোষ করিবে তোমাকে তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের সদ্গতি সাধন করিতে হইবে।

ভবানীবল্লভ কমলাসন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলেন এবং ভগ ও পুষার দন্ত নেত্র রূপ যজ্ঞ ফল প্রদান করিলেন পরি-

[illegible]
[illegible] পদার্থ এবং [illegible] সেই রূপ [illegible] দেব দেব [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিয়াছেন। " লোক জীবন জীবনও তিনি, তিনিই বিশ্বোপকারক বিশ্বমূর্তি। বিধি [illegible] হইয়া লীলার্থ তাঁহাকে পৌর্ণমাসী তিথি প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ দিনে উপোষিত হইবেন, চন্দ্রমা কেবল তাঁহাদিগকে শান্তি, পুষ্টি, ধন ধান্য, ও বিপুল সম্পত্তি প্রদান করিবেন এই রূপ নহে তাঁহারা বিধু প্রসাদাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া চরমে পরম পদও প্রাপ্ত হইবেন।

ইতি বরাহে সোমোৎপত্তি স্থিতি রহস্য নাম চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মহাতপা কহিলেন। হে রাজন! ত্রেতা-যুগে সম্পন্ন যে সকল রাজলোকের উৎপত্তি হইবে সে সকল আমি তোমাকে সুবিশেষ বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভূপাল কৃতযুগে প্রজারঞ্জন সুশীল সুপ্রভাভিধেয় যে ভূপতি জন্ম গ্রহণ করেন তিনি পরে প্রজাপালনামে বিখ্যাত হয়েন। সেই রাজাই তুমি, ত্রেতাযুগে মহাবল শুভদর্শন এক রাজা জন্মিবেন। অজবংশে সুশান্তি নামে অতি সৌন্দর্য্যশালী এক রাজা উৎপন্ন হইবেন। সুনন্দ, সুবুদ্ধ, সুধাম, সুমনা, সোমদত্ত, [illegible]ভ, সংবরণ, সুশীল, বসুদান, সুখদ, ভূপতি, শম্ভু, সেনাপতি, কান্ত, দশরথ, সোম ও জনক, এই সকল নরপতি ত্রেতাযুগে ক্রমশঃ আবির্ভূত হইবেন। সেই সকল নৃপাল ধর্ম্মতঃ অবনী পালন করিয়া বিবিধ যাগাদির অনুষ্ঠান করিবেন। এবং সেই সমস্ত পুণ্যফলে পরিণামে স্বর্গ ভোগ করিবেন।

বরাহ কহিলেন। রাজর্ষি মহাতপা ঋষি প্রমুখাৎ এইরূপ আখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তপস্যার্থ বনে প্রয়াণ করিলেন, রাজর্ষি কিছুকাল তপস্যা করিয়া অধ্যাত্ম যোগে স্বকলেবর পরিত্যাগানন্তর নারায়ণে লীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এবং পুনর্ব্বার সুসংযত হইয়া তপোবনান্তর [illegible] গমন পূর্ব্বক ভুবনপাবন গোবিন্দ দেবকে এই রূপে স্তুতি আরম্ভ করিলেন।

[illegible] [illegible] তোমাকে প্রণাম করি। হে [illegible]! আমি দুঃখ শত্রোর্ম্মি ভয়ানক এই ভবসাগরে পতিত হইয়া পাপরূপ অগাধোদকে আসমান হইতেছি। হে ভগবন্‌! এক্ষণে তোমাকেই আশ্রয় করিলাম এই দুঃখময় পারাবার হইতে আমাকে পার কর। হে জনার্দ্দন জগন্নাথ! তুমিই সর্ব্ববিৎ প্রধান, হে সুরেশ! তুমিই ত্রিজগদাধার, হে চক্রপাণে! আমি ভবভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে মহানুভাব! আমাকে রক্ষা কর। হে পুরাণ পুরুষ! তুমিই সুর প্রবর অসুরহন্তা হে শশি প্রকাশ! তুমিই অগ্নিমুখ হে অচ্যুত, হে তীব্রভানু, হে ভব কর্ণধার! আমি ভব সাগরে নিমগ্ন হইতেছি আমার উত্তোলন কর। বিভো! তোমার মায়ার কর্ষিত ব্যক্তি এই সংসৃতি চক্রে কতবারই ভ্রমণ করিতেছে, কতই বা ক্লেশ পাইতেছে কত শত শোক সাগরে পতিত হইতেছে তথাপি দুর্ম্মোচ্য মায়াপাশ মোচন করিতে পারিতেছে না বরং সেই মায়ারজ্জুতে বদ্ধীভূত হইয়া বিলাপ করিতেছে। হে অনন্তমহিম! কোন্‌ ব্যক্তি তোমার মায়া ও তোমার মাহাত্ম্য বুঝিবে। তুমি গোত্রহীন স্পর্শহীন এবং গন্ধ বিহীন, হে অজ! হে বরেণ্য, হে শরণ্য! উপাসনাদি দ্বারা তোমাকে সুপ্রসন্ন করিতে পারিলে জীবলোক স্বচ্ছন্দে জীবন্মুক্ত হইতে পারে। হে শান্তিপ! হে ব্যোমরূপ! হে আকৃতিবর্জিত! কথং শত পুরাণাদি তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না। আমি অজ্ঞান হইয়া কি রূপে তোমার যাথার্থ্য নির্ণয় করিব। হে পদ্মহস্ত তোমাকে প্রণাম করি প্রসন্ন হও।

হে ত্রিবিক্রম! হে চতুর্মূর্ত্তে! তুমি বিশ্বাধার ক্ষিতীশ, তুমিই বিধি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হে জগদাদি! তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো! তোমা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে তোমা হইতেই ইহার স্থিতি হইতেছে এবং তোমাতেই লীন হইতেছে। হে বিশ্বেশ, আমি মোক্ষকাম আমাকে তোমাতেই লীন কর। হে নরোত্তম! তুমি আশ্রয় দিলে সংসৃতি সমুদ্র নক্রাদি আমার কি করিবে? যোগিরাও আমার তত্ত্ব পাইতে পারিবেন না। হে গোবিন্দ! হে পদ্মনাভ! হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তঃ! তুমি জয়যুক্ত হও। বরাহ কহিলেন ভূপতি এই রূপ স্তব স্তোত্র করিয়া শাশ্বত সনাতন

[illegible] আত্মায় আত্মার [illegible] করিয়া [illegible] হইলেন এবং পরমোৎকৃষ্ট কৈবল্য [illegible] হইলেন।

ইতি বরাহে শ্রীগিতিহাসে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

—•••⬤•••—

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়।

ধরণী কহিলেন। প্রভো আপনি নারকষ্প হইয়া আপনকার উপাস্তি বিধি কি পুষ্পোদক সাধ্য? কি কেবল ভক্তি সাধ্য। বর্ণন করুন বসুমতি এই রূপ প্রশ্ন করিলে বরাহ কহিলেন হে দেবি সাধনাবিধি ধনেও হয় না জপেও হয় না চিত্তৈকাগ্রতাই উপাসনার মূল এবং তাহা-তেই আমার প্রাপ্তি হয়। আমি এই রূপ ভাব সাধ্য হইলেও ভক্তগণের দৈহিক ক্লেশে তপশ্চরণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। হে সর্বং-সহে যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্য এবং কার্য্য দ্বারা নিষ্ঠিত হইয়া আমার উপাসনা করিবে তাহাকে পশ্চাদুক্ত বিধির অনুসরণ করিতে হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্রমাবলম্বন পাপ হীনতা এই সকল মানসিক নিয়ম তাহা-দিগের অনুসরণীয় হইবে। এই সমস্তকেই মানসিক নিয়ম বলা যায়। যাঁহারা নিশি-যোগে একাহার এবং উপবাসাদি বিধির অনু-ষ্ঠান করে তাহাদিগের কার্য্যবিধির অনুসরণ করা হয়। আমি পূর্ব্বে এক উগ্র তপাঋষির তপশ্চরণ ব্যাপার শুনিয়াছি অধুনা তাহা প্রক-টিত করিতেছি শ্রবণ করিলে উপাসনা বিধি ও অনেক বুঝিতে পারিবে প্রণিধান পুরঃসর আকর্ণন কর।

পূর্ব্বকল্পে আরুণি নামে ব্রহ্মার এক পুত্র ছিলেন, ঋষিবর আরুণি অনির্ণীত কোন দেবতার আরাধনার্থ অরণ্যানী প্রবিষ্ট হয়েন। এবং সন্তোষিত হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি-লেন। তিনি এই রূপ কায়িকক্লেশ করিয়া কখন বনে কখন বা দেবিকা নদীতটে বসিয়া অনুষ্ঠান করিতেছেন। এক দিবস অভিষেকার্থ মহানদী প্রস্থান করিয়া স্নানানন্তর জপে মগ্ন আছেন। ইত্যবসরে ভীষণাকার আরক্ত-নেত্র ধনুষ্পাণি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় এক ব্যাধ তৎপরিহিত বস্ত্র জিঘৃক্ষায় প্রাণ সংহারে উদ্যুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। পাপাত্মা ব্যাধের সেই পাপ সঙ্কল্পে ভীত হইয়া ঋষিবর ব্যাধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ চিন্তায় চিন্তিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাপাত্মা পর [illegible] [illegible] হইলেন। ব্যাধ বধোদ্যত হইয়া একবার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ত্রস্ত হইল এবং শর শরা-সন দূরে নিক্ষেপ করতঃ কহিতে লাগিল।

ব্যাধ বলিল। হে মহাত্মন আমি জিঘাংসু হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম এক্ষণে ভবন্মূর্ত্তি দেখিয়া আমার সে মতি নাই। আমি পূর্ব্বে কত ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা করিয়াছি আমা হইতে পাপী ত্রিলোকে নাই অধুনা আপনাকে দেখিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ হইয়াছে আমি তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া এই স্থানেই তপশ্চাচরণ করিব যথাবিধি উপদেশ দানে অনুকূল হই-লেই কৃতার্থ হইব। ব্যাধ স্তুতি বিনতি অনেক করিল কিন্তু কিছুতেই আরুনি পাপাত্মার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন না কিরাতপতি ধর্ম্মোপুর হইয়া মুনিবরের অনুজ্ঞা অপ্রাপ্তেও তথায় অবস্থিতি করিল। বিপ্রবর এদিকে নদীমগ্ন হইয়া স্নানাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া এক তরু মূলে অধ্যাসীন হইলেন। এই কালে এক বুভুক্ষু ব্যাঘ্র সরিৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া শান্তশীল সেই মুনিকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল ঋষিরাজ নিধনাশঙ্কায় জলমগ্ন হইলেন শার্দ্দূলও পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যেমন ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিল ব্যাধও সেইকালে শরা-সনে শর সন্ধান করিয়া বান ত্যাগ করিল ব্যাঘ্র শরাঘাতে [illegible] পঞ্চত্ব প্রায় হইয়া চীৎকার করিল। জলমধ্য মগ্ন মুনি সত্তমও ব্যাঘ্র হইতে পরিত্রাণ পাইলেন এবং ভয়ঙ্কর ধ্যান আকর্ণন করিয়া হে নারায়ণ তোমাকে প্রণাম করি এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ব্যাঘ্র কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পতিত ছিল জগত্তারণ নারায়ণ নাম শ্রবণ মাত্র প্রাণত্যাগ করিলে সৌম্যাকৃতি অনেক পুরুষ দেদীপ্যমান হইলেন। এবং মুনিপুঙ্গব আরুণিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগি-লেন। হে সদ্বুদ্ধি কারণ আমি তোমার প্রসাদে মুক্ত ও অপাপ হইলাম সত্যসনাতন নারায়ণ কোথায় আছেন কৃপা করিয়া আজ্ঞা করুন সেই স্থানে যাত্রা করি।

বিপ্রতনয় আরুনি এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষ ব্যাঘ্র তুমি কে? কি নিমিত্তই বা হিংস্র জন্তুদেহ অবলম্বন করিয়াছ; কিসেই বা

[illegible] পুরুষ মূর্ত্তি [illegible] পূর্ব্ব মূর্ত্তি [illegible] হইয়া কহিলেন। হে ব্যাধ আমি পূর্ব্বে দীর্ঘ বাহু নামে বিখ্যাত ছিলাম। আমিই পূর্ব্বে বেদজ্ঞ পণ্ডিত। শুভাশুভ সকলই আমার প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান আছে ব্রাহ্মণে আর কিঞ্চিন্মাত্রও প্রয়োজন নাই ব্রাহ্মণ আরবার কি পদার্থ? অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া নিরন্তর দ্বিজগণের এই রূপ অবধীরণা করিতাম। তাঁহারা আমার গর্ব্বিত বাক্যে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে যেমন তুমি আমাদিগকে অবমানিত করিতেছ তোমাকে অদ্যাবধি ব্যাঘ্র দেহ ধারণ করিতে হইবে। এবং আমাদিগের শাপে তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও স্মৃতি পথারূঢ় হইবে না।

আমি অভিশপ্ত হইয়া অনুনয়বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহারা এই বলিয়া আমার শাপান্ত করিলেন যে দিবসাবসানকালে কেহ সমীপগত থাকিলে তাহাকে ভক্ষ্য বোধ করিয়া আহারার্থ তৎহিংসায় প্রবৃত্ত হইলে কেহ তোমাকে শরাঘাতে বিনষ্ট করিবে তৎকালে অন্যোচ্চারিত নারায়ণ নাম তোমার শ্রুতি মূলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পূর্ব্বাকৃতি পাইবে। হে দ্বিজমনু বিপ্রনিন্দক আমি মরণকালে পতিত পাবন নাম শুনিয়া ভগবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি শাপ প্রভাবে কত ক্লেশই পাইয়াছিলাম এক্ষণে আপনি আমার শাপবিমোচন করিয়া আমাকে মুক্ত করিলেন। প্রভো হরি নামের কি অনন্ত মহিমা! আমি মৃত্যুকালে আপনকার মুখ হইতে ঐ নাম শ্রবণ করিয়া দুর্জ্জয় ব্রহ্ম শাপ মুক্ত হইলাম যাহারা দ্বিজভক্ত হইয়া মৃত্যুকালে নাম কীর্ত্তন করিবে তাহারা কি আর জননী জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিবে? কখনই নহে, তাহারা অসংশয়ই ভবমুক্ত হইবে। বীত শাপ পুরুষ উর্দ্ধবাহু হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে মুহুর্মুহু হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

বিপ্র ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া কিরাতকে কহিলেন। হে বৎস তুমি যেমন আমাকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে রক্ষা করিলে আমিও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি বর প্রার্থনা কর অবশ্যই অভীষ্ট সিদ্ধি করিব। ব্যাধ ব্রাহ্মণের [illegible] দেখিয়া কহিতে লাগিল [illegible] ব্যাঘ্র [illegible] তটে আসি [illegible] হইয়া এই হিংসা করিতেছি আমাকে উপদেশ দানে কৃত কৃত্য করুন।

ঋষি কহিলেন। আমি পূর্ব্বে তোমার দুঃশীলতায় বিরক্ত ছিলাম এক্ষণে তুমি পাপ নাশিনী এই নদীতে স্নান হরদর্শন এবং হরি নাম শ্রবণে নিষ্পাপ হইয়াছ আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি সংযতাত্মা হইয়া তপশ্চরণ কর। তাহা হইলেই নির্ব্বাণ পদ পাইবে ত্বরায় প্রস্তুত হও বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

ব্যাধ মুনি বাক্যে কৃতার্থম্মন্য হইয়া প্রশ্ন করিলেক। প্রভো আপনি যে পুরাণ পুরুষ নারায়ণ নাম কীর্ত্তন করিলেন কোন উপায় অবলম্বন করিলে তিনি প্রত্যক্ষ হইবেন, আজ্ঞা করুন। আরুণি কহিলেন রে অনঘ যে কোন পুরুষ ঐকান্তিক মনে অচ্যুত দেবের উদ্দেশে রতীহয় সেই তাঁহাকে পাইয়া কৈবল্যমুক্ত করিতে পারে তুমিও তদুদ্দেশে সাধনা আরম্ভ কর সত্বরই তাঁহাকে পাইবে।

আমি আর এক উপদেশ বলি শ্রবণ কর প্রাণান্তেও সত্য বাক্য ত্যাগ ও স্বজাতি জীব ভক্ষণ করিবে না তাহা হইলে তোমার পণ্ডশ্রম হইবে। এই স্থানেই ভগবচ্চিন্তায় একাগ্রচিত্ত হও চরমে পরম পদ পাইবে। বরাহ কহিলেন। ঋষিরাজ আরুণি মুমুক্ষু ব্যাধকে এই রূপ অনুশাসন করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ইতি বরাহে প্রাগিতি হাসে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

এদিকে কিরাত নিরাহার হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করত সাধনা পথে পদার্পণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে কেবল শীর্ণ পত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক নিয়ত ধ্যানেই নিমগ্ন চিত্ত হইয়া কালযাপন করে। একদা বুভুক্ষু হইয়া পতিত পত্র ভক্ষণেচ্ছায় এক বৃক্ষ মূল আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছে এই কালে এই রূপ এক দৈববাণী হইল যে ওরে ব্যাধ তুমি এই পর্ণ ভোজন করিও না ভক্ষণ করিলে তোমার তপস্যার অন্তরায় জন্মিবে। ব্যাধ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অগত্যা ভক্ষণোদ্যম হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ধ্যানাসক্ত হইল। ইত্যবসরে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের ন্যায় দুর্ব্বাসা ঋষি সমাগত হইলেন। উপস্থিত

নীত প্রতিজ্ঞা করিয়া কোষ ও মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হইবেক। তৎপরে পূর্ব্বগৃহীত মৃত্তিকা ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে এবং অঘমর্ষণ মন্ত্রে আনিয়াবাহন করতঃ আবশ্যকীভূত সন্ধ্যা বন্দনাদি সম্পন্ন করিয়া দেবমন্দিরাভিমুখে প্রস্থিত হইবে। তথায় উপস্থিত হইয়া পাঞ্চরাত্রিক বিধানে নরেন্দ্র দেবের অর্চনা করিতে হইবেক। কেশবায় প্রভৃতি নাম এই বলিয়া পাদপদ্ম আরাধন করিতে হইবে। এতদ্ প্রকারে ক্রমান্বয়ে হে দামোদর হে নৃসিংহ শ্রীবৎস হে কৌস্তুভধাম হে শ্রীপতে ত্রৈলোক্যবিক্রম হে সর্ব্বাত্মন হে রথাঙ্গ হস্ত হে শঙ্কর গভীর শান্তমূর্ত্তে তোমাকে প্রণাম করি প্রসন্ন হউন এই রূপে সম্বোধন করিয়া কোটিদেশ, উরুযুগ্ম, হৃদয়, কণ্ঠদ্বয়, মস্তক, শঙ্খ, চক্র, গদা, এবং পদ্মের উদ্দেশ করিয়া সচন্দন কুসুমাদি প্রদান করিবে। এইরূপ পূজাবিধি শেষ করত প্রণাম করিয়া জলপূর্ণ কাঞ্চন, পূর্ণ কলস চতুষ্টয় সংস্থাপন করিয়া সবস্ত্র একটী পীঠ স্থাপিত করিতে হইবেক তন্মধ্যে রজতই হউক কিম্বা সৌবর্ণ অথবা তাম্রময় কিম্বা দারুময় একভাজন একপাত্র বারিপূর্ণ করিয়া তত্র নিহিত করিবে। ঐ সকল পাত্রে পতিতপাবন রমাপতি নারায়ণের আকৃতি সৌবর্ণ মৎস্যাকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবেক। অনন্তর গন্ধপুষ্প ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া এই রূপ স্তব পাঠ করিবেক। হে জগৎপতে পূর্ব্বে যেমন তুমি পাতাল গত বেদাদির উদ্ধার করিয়াছিলে অধুনা পাপসাগরে মগ্ন হইতেছি মৎস্য রূপে আমার উদ্ধার কর সবিনয়ে এই নিবেদন করতঃ অতন্দ্র হইয়া যামিনী যাপন করিবেক। পরদিন প্রাতঃ সময় যথাসাধ্য সুব্রাহ্মণ চতুষ্টয় ভোজন করাইবে ও পূর্ব্বস্থাপিত ঘট চতুষ্টয় ক্রমশঃ বহ্বৃচ, ছন্দোগ, যজুর্ব্বিদ, এবং বেদজ্ঞ ঋষি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবেক। এবং প্রথমতঃ ঋগ্বেদ বেত্তা, সামবেদ কুশল, যজুর্ব্বেদজ্ঞ এবং অথর্ব্ববেদ পারগ বিপ্রগণের ক্রমশঃ ভুক্তি জন্মাইয়া এই কথা বলিতে হইবেক

হে ভগবন্! হে মৎস্যরূপিণ! মৎকৃত এই সমস্ত উপকরণ সামগ্রী গ্রহণ করুন এই প্রার্থনা করতঃ ভূয়োগন্ধাদি দান করিতে হইবেক।

হে তাপসবর! এইরূপ বিধান বিহিত হইলে পর ত্রিলোকপাবন মৎস্য প্রদাতা ভক্ত দেবকে ভক্তি পূর্ব্বক সম্মানিত করিবেক। অনন্তর কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষ মধ্যে অনাহারে থাকিয়া এই ব্রতবিধি সম্পন্ন করা হইবেক। হে মুনে! এই ব্রত দীক্ষিত লোকেরা যেরূপ ফল প্রাপ্ত হয় তাহাও বহু আখ্যায় বর্ণনাতীত প্রকটিত হইতেছে শ্রুত হও। যদি অনন্ত দেবের ন্যায় সহস্র আনন পাওয়া যায় এবং বিরিঞ্চির ন্যায় আয়ু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে কথঞ্চিৎ এই ব্রতফল বর্ণন করা যাইতে পারে এবং দশ, সপ্ত, দুই, নয় আট এবং চারি লক্ষ এবং চারি অযুত পরিমাণ এক যুগ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ যুগৈকসপ্ততি পরিমাণে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। সেই মন্বন্তরে ব্রহ্মার চতুর্দ্দশাহোরাত্র নিরূপিত আছে এইরূপ এক ত্রিংশৎদিনে ব্রাহ্ম মাস এবং দ্বাদশমাসে এক বৎসর কাল, এরূপ পরিমিত শত বর্ষ ব্রহ্মার আয়ু। হে মুনে! যাহারা যথাবিধি এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে তাহারা ব্রহ্মলোক গমন করতঃ ঐ ব্রহ্মার আয়ু পরিমিত কাল সুখভোগ করিবে, অধিক কি বলিব সৃষ্টি ও সৃষ্টিনাশে তাহাদিগের ক্ষীণতা জন্মিবে না, এবং ইহলোকে বহুজন্মক্রমে ব্রহ্মহত্যাদি জাত পাপও তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতি দীনাবস্থ মনুষ্যলোকেরা ঐ ব্রতফলে সসাগরাধরার একাধিপত্য করিতে পারিবে। এবং বন্ধ্যা নারী পরম ধার্ম্মিক পুত্র রত্ন লাভ করিতে পারিবে, অপর অগম্যাগমন অভক্ষ ভক্ষণ, এবং ব্রহ্মস্থান লোপাদিজাত পাপ রাশি নাশ হইবে। কিন্তু অদীক্ষিত নাস্তিকগণের ইহাতে অধিকার নাই। এমন কি তাহাদিগকে এই নিয়ম ও শ্রবণ করাইতে নাই। হে ঋষিপ্রবর! আমি তোমাকে এই ব্রতানুষ্ঠান বলিলাম এবং ফলশ্রুতিবিষয়ও শ্রবণ করাইলাম যাহারা এই বিধি শ্রুত হয় এবং যাহারা শ্রবণ করায় তাঁহারাও ত্রিদশালয় গমন করতঃ নিবৃত হইতে পারে।

ইতি বরাহে ধরণীব্রতে মৎস্য দ্বাদশীব্রত নাম সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন হে ধিরাতপতে! আমি আর এক কূর্ম্মব্রতানুষ্ঠান বিধি অভিধান করিতেছি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ গোচর কর। যে কালে দেবগণ মিলিত হইয়া সিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃতোদ্ধার করিয়াছিলেন, তৎকালে জনার্দ্দন শ্রীহরি অংশে কূর্ম্মরূপ গ্রহণ করতঃ সমুদ্র হইতে

সমুথান করিয়াছিলেন এবং তিনি পৌষমাসে চান্দ্র দশমীদিবে উঠিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত দিন কূর্ম্মাকৃতি ভগবানের বিলাস তিথি রূপে পরিগণিত হয়, ঐ দিনে আহারে কৃতকাম হইয়া সংযত হইবে তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ সংকল্প স্নান, সংযম উপবাস এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপণ করিয়া পৃথক মন্ত্র পাঠ করতঃ সমর্চ্চন করিতে হইবে তন্মন্ত্রাদি কথিত হইতেছে শ্রবণ কর। কূর্ম্মায়নম বলিয়া পাদপদ্ম যুগ্ম সমর্চ্চন করিতে হইবে। এবম্প্রকারে ক্রমান্বয়ে নারায়ণায়নমঃ বলিয়া কটিদেশে গন্ধাদি প্রদান করিতে হইবে সঙ্কর্ষণায় নমঃ ভবায়নমঃ সুবাহবেনমঃ এবং বিশালায় নমঃ ক্রমশঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উদরে হৃদয়ে, এবং ভুজদ্বয়ে সচন্দন কুসুম প্রদান করিতে হইবেক এইরূপে ষোড়শোপকরণে নারায়ণার্চ্চন করিয়া পূর্ব্ববৎ এক কলসী বিষ্ণু সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তদুপরি ঘৃত পূর্ণ তাম্রপাত্রে সৌবর্ণ কূর্ম্মাকার হৃষিকেশের মূর্ত্তি সন্নিবেশন পূর্ব্বক পূর্ব্বরীত্যানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দামোদরের প্রীণন করিয়া দক্ষিণান্ত করিবেক তৎপরে পরিজন সমভিব্যাহারে উদর পূর্ত্তি করিলেই এরবিধি বিধি করা হইবে। হে বৎস পূর্ব্ব ব্রতে যেরূপ ফল শ্রুতি বলা হইয়াছে ইহাতেও কোন অংশে তাহার ন্যূনতা নাই। সর্ব্ববিধি এইব্রত বিধি অনুষ্ঠিত হইলে নারায়ণ পরিতুষ্ট হয়েন সুতরাং ব্রতকৃৎ ব্যক্তিরাও সচ্ছন্দে বারম্বার সংসার চক্র ভ্রমণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়া মুক্তি লাভ করে।

ইতি বরাহে কূর্ম্ম দ্বাদশীব্রতনাম অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। হে ধার্ম্মিকবর অধুনা অন্য এক ব্রত নিয়ম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ধরণীধারি বরাহ মূর্ত্তি নারায়ণের শুক্ল দ্বাদশী তিথিই মহোৎসব দিন ঐ বাসরে পূর্ব্বোক্ত বিধানে সংযম স্নান সংকল্প করিয়া পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য করিবেক (অর্থাৎ দশমী তিথিই সংযম দিন নিরূপিত আছে অতএব ঐ দিনে পূর্ব্বাহ্ন বিধি বিধেয়) পর দিন একাদশী দিবসে পাদ্যার্ঘ্যাদি ষোড়শোপচারে কেশবার্চ্চন করতঃ বারিপূর্ণ এক কুম্ভ দেবের সম্মুখে স্থাপিত করিবেক। এবং তৎপাত্রে কেশবায় নমঃ মাধবায় নমঃ ক্ষেত্রজ্ঞায়নমঃ বিশ্বরূপিণে নমঃ সর্ব্বজ্ঞায় নমঃ প্রজানাং পতয়ে নমঃ প্রদ্যুম্নায় নমঃ দিব্যাস্ত্রায় নমঃ এবং অমৃতোদ্ভবায় নমঃ এই সকল মন্ত্রাদি দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে পাদপদ্মে, কটিদেশে, জঠরে, হৃদয়ে, কণ্ঠদেশে মস্তকে করকমলে সুদর্শনাস্ত্রে এবং শঙ্খে পুষ্পাদি প্রদানই পূজাবিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এই রূপেই সমর্চ্চন করিতে হইবে। অনন্তর স্ব স্ব বিভবানুসারে রাজত, হৈম তাম্রময় পাত্রের অন্যতম পাত্র নিধান করিবেক। এবং দংষ্ট্রোদ্ধৃত ভূমিক এক সৌবর্ণ বরাহ মধুহন্তু মাধবের মূর্ত্তিতে স্থির করণ করিয়া তৎপাত্রে নিহিত করিতে হইবেক। অতঃপর হে মুনি প্রবর ঘণ্টাপরিশোভিত সমলঙ্কারাচ্ছাদিত সর্ব্ববীজাত্মক রত্ন গর্ভ এক পূর্ণ পাত্র সংস্থাপন করতঃ গন্ধ পুষ্পধূপদীপাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেক। পরিশেষে পুষ্পমালা কলসে বেষ্টিত করিয়া এস্থানেই হরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন মনোবাক্যে এই রূপ চিন্তন করতঃ যামিনী যাপন করিতে হইবেক। এবম্প্রকারে একাদশী কৃত্য সমাপণ করিয়া পরদিন প্রভাতে কমলিনী প্রাণবল্লভ চণ্ডরশ্মি সূর্য্য উদিত হইলে স্নানশুচি হইয়া শ্রীবৎসলাঞ্ছন কমলাকান্তের পূজাদি করিয়া সুবিজ্ঞ পরম ভাগবৎ বেদ বেদাঙ্গ বেদান্তবিৎ বিপশ্চিৎ ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি জন্মাইয়া সেই পূর্ণ কুম্ভ প্রদান করিতে হইবেক। যুগে যাহারা এই কঠোরব্রতে দীক্ষিত হইবে তাহারা সৌভাগ্য কান্তি পুষ্টি ও তুষ্টিলাভ করিয়া পরিনামে পরমেশ্বরে লীন হইবেক এবং ধনহীন, অতুলবিত্ত অপুত্র বাপত্যলাভেও বঞ্চিত হইবে না এই জন্মে পরম সৌভাগ্যশালী হইয়া স্বর্গগত হইবেক। অপিচ এই ব্রতফলে এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল বর্ণিতেছি শ্রবণ কর। প্রতিষ্ঠান নগরে অতি বিক্রান্ত অর্ব্বুদ নামা বীরধন্বা নামক এক ভূপতি ছিলেন। তিনি একদা মৃগবার্থ অরণ্যানী প্রয়াণ পুরঃসর অজ্ঞানতঃ মৃগদেহ দেহধারি কতিপয় মুনিতনয়ের নিধন করিয়াছিলেন। ঐ মৃতরূপি ব্যক্তিব্যূহ সংবর্ত্তনামক এক ঋষির পঞ্চাশত্ পুত্র কোন কারণ বশতঃ পশুদেহ অবলম্বন করিয়াছিলেন এই কথা বলিলেন এই কালে সত্যতপা নিবন্ধাতিশয় সহকারে দুর্ব্বাসাকে অনুরোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন ভগবান আমি একটি প্রশ্ন করিতেছি অনুকূল হইয়া উত্তর প্রদান পূর্ব্বক আখ্যায়িকা সমাপ্ত

করেন দুর্বাসা কহিলেন কি জিজ্ঞাস্য আছে প্রকাশ কর সদুত্তর প্রকটিত হইবেক। সভাতপা কহিলেন। হে দেবর্ষে সংবর্ত্ত কুমারেরা কি পাপে এই বক্ষমাণ ভোগ করিয়াছিলেন আদ্যোপান্ত অর্জ্জবারিদানে মদীয় শুশ্রূষানল সন্তাপিতচিত্তের শৈত্য সম্পাদন করুন। দুর্বাসা কহিলেন যদি একান্তই শুশ্রূষু হইয়া থাক বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা মুনিবর সম্বর্ত্ততনয়েরা পরস্পর মিলিত হইয়া বন প্রয়ান করিয়াছিলেন অরণ্যানী প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন পাঁচটি হরিণ শিশু সদ্যঃজাত এবং মাতৃ বিহীন হইয়া পতিত রহিয়াছে ঋষি কুমারেরা কুতূহলী হইয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, মৃগবৎসগণ একে সদ্য জাত তাহাতে বুভুক্ষু হইয়াছিল সুতরাং তাহারা পথশ্রমে প্রাণ বিযুক্ত হইল তাপসতনয়েরা আমাদিগের দ্বারা জীব হিংসা হইল এই মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পিতৃসমীপে গত হইলেন এবং যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া আমূল সমস্ত বৃত্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

হে পিতঃ আমরা দুর্ভাগ্য ক্রমে এই পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি কি প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগের উদ্ধার করিবে? আজ্ঞা করুন। সংবর্ত্ত পুত্রগণ প্রমুখাৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমার পিতা অতিশয় হিংসক ছিলেন আমিও তদপেক্ষা অধিকতর জিঘাংসাবৃত্তির বশীভূত ছিলাম, তোমরাও অধুনা পাপাচার হইয়াছ এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি আমার আদেশ ক্রমে তোমাদিগকে মৃগকৃত্তি বসন ফলমূলাহারি এবং নিয়ত সংযত হইয়া অরণ্য প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্চবর্ষকাল তপশ্চরণ করিতে হইবেক। ঋষি কুমারেরা পিত্রাজ্ঞানুসারে উক্ত বিধানে এক বৎসর পরব্রহ্মে চিন্তিত ছিলেন এই কালেই বীরধন্বা মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া হরিণ বোধে তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করেন। যে বৎস ব্যাধ এক্ষণে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলে পশ্চাৎ স্ফুরিত অভিহিত হইতেছে শ্রবণ কর। অনন্তর রাজা বীরধন্বা তাঁহাদিগকে ঋষি পুত্র জানিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায়! অদ্য কি ক্ষণেই বন যাত্রা করিয়াছিলাম বলিতে পারি না, আমি কি নির্ব্বোধ মৃগয়া করিতে আসিয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলাম। কোথায় মৃগ এবং কোথায় তপস্বিতনয় আমার কিছু বোধ জন্মিল না, বোধ করি আমার কোন দুরদৃষ্ট বলে এই রূপ হইল হা অদৃষ্ট কি আপাতত এ পাপ হইতে কি রূপে পরিত্রাণ পাইব কোথায় যাইব কোন প্রায়শ্চিত্ত আমাকে অপাপ করিবে এই চিন্তা করিয়া পরিশেষে কম্পান্বিতদেহ হইয়া মুনিবর দেবরাত আশ্রমে সমাগত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সমূল সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মুনিবর দেবরাত রাজ ক্রন্দনে করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে নরলোকপাল ভীত হইও না তোমার পাপ মোচন যাহাতে হয় করিতেছি। হে রাজেন্দ্র পূর্ব্বে যিনি বরাহ অবতারে প্রলয় নিমগ্নাভূত ধাত্রী বসুন্ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন তিনিই তোমাকে ব্রহ্মহত্যা জাত পাপোদধি হইতে উদ্ধার করিবেন। এই কথা বলিবামাত্র বীরধন্বা অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন কোন উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার প্রীতি জন্মাইতে পারিব আজ্ঞা করুন। দুর্বাসা কহিলেন। ওহে মুনিবর! দেবরাত নৃপতি কর্ত্তৃক এই রূপ পরিজ্ঞাপিত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বরাহ ব্রতানুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। রাজাও আদিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নিবৃত্ত হইয়া কিছুকাল কালযাপন করেন কিয়দ্দিন পরে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে হৈম বিমানাধিরূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

এ দিকে দেবরাজ রাজাগমনে প্রত্যুত্থান করতঃ অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলেন, কিঞ্চিদ্বিলম্বেই বিষ্ণুদূতগণ সহসা দেবসভায় সমাগত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক পুরন্দরকে কহিতে লাগিল। হে দেবেন্দ্র তুমি কি নিমিত্তে ভূপতিকে এস্থানে আনয়ন করিলে ইনি নারায়ণ ব্রতানুষ্ঠায়ী ইহাকে বৈকুণ্ঠ লোক গমন করিতে হইবেক। আমরা বিষ্ণু প্রেরিত হইয়া নৃপতিকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি আমাদিগের সহিত পাঠাইয়া দাও। মরুত্বান এই সমস্ত অবগত হইয়া শোক তাপহীন বিষ্ণু লোকে ভূপতিকে পাঠাইয়া দিলেন। বীরধন্বা অদ্যাপিও বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া দেব প্রধান ভাব অবলম্বন করত স্বচ্ছন্দে আছেন। পুরুষোত্তম স্বয়ং তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং এই রূপ ঘটনা কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্ময়-

বহু মহে। বারাহরূপে আমি তোমাকে জানাইছি বলিলাম নারায়ণ মৎস্য কূর্ম্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়া যেমন উদ্ধারণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ বরাহমূর্ত্তিমান হইয়াও সমস্ত রক্ষা করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত বরাহ মূর্ত্তি তৃতীয় অবতার রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ইতি বারাহে ধরণীব্রতে বারাহ দ্বাদশী নাম ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। ওহে মুনিবর আমি এক ব্রত বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আমি যে রূপ ব্রত ত্রিতয় বিস্তারিত রূপে উপদেশ করিলাম ইহাও তদনুযায়ি। এই নিয়ম ফাল্গুণমাসীয় শুক্ল দ্বাদশী তিথির অনুষ্ঠেয়। ইহাতে পূর্ব্ববৎ দশমী দিনে সংযত হওত একাদশীর উপোষিত হইয়া যথাবিধি শ্রীহরির আরাধনা করিতে হইবেক, প্রথমতঃ নরসিংহায় নমঃ এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হরি পাদারবিন্দ অর্চ্চনা করতঃ গোবিন্দায় নমঃ, বিশ্বভুজে নমঃ, অনিরুদ্ধায় নমঃ শিতিকণ্ঠায় নমঃ, পিঙ্গকেশায় নমঃ, অসুর ধ্বংসনায় নমঃ এবং তোয়াত্মনে নমঃ এইরূপ পূজা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্রমশঃ জঙ্ঘাদেশে কটিদেশে বক্ষঃস্থলে মস্তকে চক্রাস্ত্রে এবং শঙ্খে গন্ধ পুষ্পাদি দান করিতে হইবেক অনন্তর শুক্ল বসনাচ্ছাদিত এক ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি এক তাম্র পাত্র অথবা কাষ্ঠাদি পাত্র সন্নিবেশিত করিয়া নারায়ণের হেমময়ী নারসিংহীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবেক। পরিশেষে যথাশাস্ত্র সমর্চ্চন করতঃ সে দিন যাপন করিয়া দ্বাদশী তিথি প্রত্যূষে স্বকর্ত্তব্য প্রাতঃকৃত্য সমাপনেরপর বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের ভোজন করাইয়া দক্ষিণান্ত করিলেই এই ব্রত সম্পন্ন হইবে। হে ঋষিবর এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হইবে। এবং এই ব্রত বিধানে এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল ইতি বৃত্ত বর্ণন দ্বারা শ্রবণ করাইতেছি শ্রুতিসুখ সম্পাদন কর।

অতি পূর্ব্ব কালে অতি প্রসিদ্ধ বৎসাভিধেয় এক রাজা ছিলেন। কিংপুরুষবর্ষে ভরত নামা যে এক নৃপতি ছিলেন তিনিই ইহাঁর পিতা। বৎস রাজা প্রতিদ্বন্দি ভূপতি গণকে আয়ত্ত করিবার আশয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন। দুর্ভাগ্য ক্রমে পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপত্নী সহিত পদব্রজে মুনিবর বশিষ্ঠ দেবের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনতিবিলম্বে সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়দ্দিন গত হইলে বশিষ্ঠ মুনি নৃপতির অচলভক্তি দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। বৎস তুমি কি অভিপ্রায়ে সস্ত্রীক হইয়া আমার সেবা করিতেছ ব্যক্ত কর সম্পন্ন করিব।

লোকপাল, বশিষ্ঠ দেব প্রসন্ন হইয়াছেন জানিতে পারিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত স্বকীয় দুঃখ কারণ বিজ্ঞাপন করিয়া কহিতে লাগিলেন। প্রভো আমি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত, ও ধন সম্পত্তি ও রাজ্যাদি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়া ভবদীয় প্রসাদ লালসায় এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছি। যদি অনুকূল হইয়া থাকেন কোন উপায়াবলম্বন করিলে রাজ্যাদি হস্তগত হইবে। উপদেশ দানে অনুকম্পা প্রকাশ করুন। বশিষ্ঠ মুনি রাজার দুঃখ কারণ অবগত হইয়া উক্ত ব্রতানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করিলেন। ভূপতি ও মুনির আদেশানুসারে ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া নরসিংহের তুষ্টিসম্পাদন করিলেন এবং তদ্দত্ত চক্রাস্ত্র দ্বারা শত্রুকুল নির্ম্মূল করতঃ পুনর্ব্বার রাজ্যেশ্বর হইয়া রাজনীতি অনুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদি দ্বারা প্রজারঞ্জন হইয়া উঠিলেন। ভূপতি ইহার শেষে বহু অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন হে ঋষি প্রবর এই তিথির যজ্ঞানুষ্ঠান ফলাধিক্য প্রযুক্ত এই দিনই প্রধান রূপে পরিগণিত হইয়াছে একারণ সদুদয় অভিহিত হইল অভিলষিত সাধন কর।

ইতি বারাহে ধরণী ব্রতে নরসিংহ ব্রতনাম চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। হে মুনে আমি বামন ব্রত বিষয় বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। মধুমাসে শুক্ল দ্বাদশীয় বামন অবতার নারায়ণের আরাধনার্থ পূর্ব্ববৎ দশমীদিনে সংযম করতঃ একাদশী দিবসে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করতঃ উপবাস পরায়ণ হইতে হইবেক এবং বামনায় নমঃ বিষ্ণবেয় নমঃ বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষনায় নমঃ বিশ্বকেতবে নমঃ বিশ্বজিতে নমঃ এইরূপ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা চরণ তলে উরুদ্বয়ে কটিদেশে জঠরে গলদেশে এবং মূর্দ্ধাদেশে পুষ্পাদি

প্রযুক্ত সতত নিরানন্দ ও উন্মনা হইয়া কাল যাপন করিতেছেন। একদা যজ্ঞাদি চিকীর্ষা তাঁহার মনোমধ্যে জন্মিলে তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তীব্রতর তপশ্চরণে নিযুক্ত আছেন, এইকালে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য রাজসমীপে সমাগত হইলেন। ভূপতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহাকে আসন পরিগ্রহে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তীব্রতেজা মুনি উপাসীন হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন রাজন তোমার এই কঠোর ব্রতের কারণ কি? আমার নিকট প্রকাশ কর। মুনি এই আদেশ করিলে নৃপতি কহিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মণ! আমার সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই যদিও তপোবলে পুত্র মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে দুঃখান্ধকার দুরীকরণ বাসনায় আমার তপস্যায় আস্থা হইয়াছে তথাপি বহুকাল ব্যাপিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছি পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছি না এক্ষণে এক প্রকার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি যদি কোন উপায়ান্তর নিরূপিত করিয়া দেন তবে কৃতার্থ হইব। যাজ্ঞবল্ক্য ভূপতি মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিতে লাগিলেন হে পৃথ্বীপতে আমি এক অল্পায়াসসাধ্য উপায় বলিতেছি একাগ্রচিত্ত হইয়া যদি বিধান করিতে পার অসংশয় পুত্র প্রাপ্ত হইবে। নরপতি কহিলেন। মহাশয় আদেশ করুন যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। দুর্ব্বাসা কহিলেন। হে মুনিবর! যাজ্ঞবল্ক্য ভূধরের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রতে ব্রতী হইতে আদেশ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর রাজা বীরসেন নিয়তাত্মা হইয়া যথাশাস্ত্র এই ব্রত বিধান করিলেন। এবং এই ব্রত বলে মানসোভিধেয় পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিবর! অদ্যাপি নলরাজা পুণ্যশ্লোক, নরোত্তম বলিয়া বিখ্যাত আছেন। বৎস পুত্রাদি প্রাপ্তি এই ব্রতের আনুষঙ্গিক ফল। ইহাতে কত শত কাল ব্যাপিয়া যে স্বর্গসুখ স্বচ্ছন্দে ভোগ করা যাইতে পারে তাহা কল্পনাতীত।

ইতি বরাহে জামদগ্ন্য ব্রতাদশী ব্রত নাম দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ত্রি চত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! অপর এক ব্রতানুষ্ঠান বিধান প্রকটিত হইতেছে শ্রবণ কর। জ্যৈষ্ঠ মাসীয় শুক্ল দ্বাদশী ঐ ব্রততিথি। দশমী দিনে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য সম্পন্ন করিয়া একাদশীয় উপোষিত হইতে হইবেক। এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুগামি হইয়া সংকল্পাদি সম্পাদন করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের অর্চনা করিতে হইবেক। রামাভিরামায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীচরণারবিন্দ অর্চনা করিতে হইবেক। এবং ত্রিবিক্রমায়, ধৃতবিশ্বায়, সংবৎসরায়, সম্বর্ত্তকায়, সর্ব্বায়ুধ ধারিণে, এবং সহস্র শিরসে নমঃ এই রূপ মন্ত্রদ্বারা কটি প্রদেশে, জঠরদেশে, উরঃস্থলে কণ্ঠদেশে, করকমলে, এবং মূর্দ্ধদেশে ক্রমশঃ গন্ধচন্দন কুসুমাদি দ্বারা অর্চনা করতঃ বসনাচ্ছাদিত এক কলস সন্নিবেশিত করিয়া এবং হেমময় রাম লক্ষ্মণাকার নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি সংস্থাপিত করিতে হইবেক। এবম্প্রকারে প্রোক্ত যথাবিধানে পূজনাদি সম্পন্ন করিয়া সে দিন যাপন করিবেক। পর দিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সেই সমস্ত প্রদান করতঃ যথাশাস্ত্র বিধি বিধান করিবেক।

হে মুনে! এই ব্রতে কি প্রকার ঐহিক ফললব্ধ হয় অধুনা ইতিহাস বর্ণন দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। পরে পারত্রিকী ফল শ্রুতি বর্ণন করিব। পূর্ব্বে রাজা দশরথ পুত্রকামার্থ পুত্রেষ্টি প্রভৃতি বহুবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া কিছুতেই পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন নাই পরিশেষে কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরো আমার কি পুন্নাম নরক দর্শন করিতে হইবেক! আমি কোন রূপেই অনপত্যতা হীন হইতে পারিলাম না অধুনা এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আপনি কি কোন উপায় করিতে পারেন না? বশিষ্ঠ কহিলেন রাজন্ রামদ্বাদশী ব্রতে দীক্ষিত হইয়া যথাবিধি সম্পন্ন করিলেই তোমার সুত জন্মিবে। নৃপতি বশিষ্ঠের আদেশানুসারে ঐ ব্রত বিধান করিলে সেই অক্ষর সনাতন নারায়ণ স্বয়ং অংশ চতুষ্টয়ে দশরথের পুত্রত্ব জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হে ঋষি প্রবর ঐহিক ফলাধিক্য শ্রবণ করিলে পারলৌকিক ফলশ্রুতি কথিত হইতেছে শ্রুত হও। যাহারা সংযত চিত্তে এই নিয়মানুসারে ব্রত বিধান করিবে তাহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বহুকাল স্বর্গ সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করতঃ ভূমীন্দ্র হইয়া পরম ধার্ম্মিকতা সহকারে রাজত্ব করিবে। এবং পরিণামে নির্ব্বাণ

পদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সনাতন পরমেশ্বরে লীন হইয়া যাইবে।

ইতি বারাহে রামদ্বাদশী ব্রতনাম ত্রি চত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুঃ চত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন এক্ষণে কৃষ্ণ দ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। আষাঢ়ীয় শুক্ল দ্বাদশী তিথি বাসুদেব ব্রত দিন। পূর্ব্ববৎ দশমীদিনে সংযম সংকল্পাদি করতঃ একাদশীর উপোষিত হইয়া পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইবেক। অনন্তর চক্রপাণয়ে নমঃ ভূপতয়ে নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ এবং পুরুষায় নমঃ এই রূপ মন্ত্র দ্বারা করপদ্মে কণ্ঠদেশে শঙ্খ চক্রে এবং মূর্দ্ধদেশে ক্রমানুয়ে পুষ্পাদি দান করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূজা করিবেক পরিশেষে সবস্ত্র কলস বিন্যস্ত হইলে কাঞ্চনময়ী কৃষ্ণের মূর্ত্তি তদুপর নিহিত করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি প্রদানের পর নারায়ণ ধ্যান করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবেক। পর দিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করতঃ স্বস্তিবের সন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বিপ্রের সৎকার সাধন করিয়া নিবেদিত দ্রব্যজাত তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইলে দক্ষিণান্ত করিবেক।

যে ঋষিবর ধর্ম্মবলতৎকল্প এই ব্রত বলে এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল উপাখ্যান শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্বে যদুকুলতিলক বসুদেবাভিধেয় এক পুরুষবর ছিলেন। দৈবকী নাম্নী এক কামিনী তাঁহার সহ ধর্ম্মিণী ছিলেন। পতিব্রতা দৈবকী সতত পতিশুশ্রূষা করিয়া কালক্ষেপ করিতেন কিন্তু পুত্রহীনতা প্রযুক্ত তাঁহার অত্যন্ত আন্তরীকবেদনা ছিল। বসুদেব সস্ত্রীক হইয়া এই রূপে কাল যাপন করেন। একদা দেবর্ষি নারদ সুরলোক হইতে তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইলেন। এবং যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগের পর তদ্দত্ত আসন পরিগ্রহ করিলেন। ধার্ম্মিকবর বসুদেব নারদাগমনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া চরণারবিন্দ বন্দনাদি বিধি সম্পন্ন করতঃ আগমন শুশ্রূষার্থ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মতনয় নারদ ঋষি স্বাগমন বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে বসুদেব আমি ইতিপূর্ব্বে সুরসভায় গমন করিয়াছিলাম। দিয়া দেখিলাম ধরণী অসুরোপক্রান্ত হইয়া আর্ত্তি স্বরে রোদন করিতেছেন। অনন্তর কিয়ৎকাল মধ্যে আমরা সকলে একত্র হইয়া অনন্তদেবের আরাধনা করিলে পুনঃ পুনঃ ভূভার বিদ্রোহ নিবারণার্থে অনুরোধ করিলে হরি কহিতে লাগিলেন। হে গীর্ব্বাণগণ আমি ধরণী দুঃখ মোচনার্থ অবনীতলে অবতীর্ণ হইব কিন্তু যিনি আষাঢ়ীয় শুক্ল দ্বাদশী দিনে ব্রতানুষ্ঠান করিবেন তাঁহাকে পিতৃত্বে স্বীকার করিব অন্যথা আমার অবতার হওয়া দুর্ঘট। হে যদুবর আমি বহু কালাবধি তোমাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানি এবং তুমি অপুত্রও বটে তোমাকে অনুমতি করিতেছি উক্ত নিয়মানুযায়ি কর্ম্ম করিয়া জগৎ পিতাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হও।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ অনুশাসন করিয়া প্রস্থান করিলে বসুদেব ব্রতে ব্রতী হইয়া যথা বিধি সম্পন্ন করিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ নামক এক পুত্র পাইয়া সর্ব্বসুখ সম্ভোগ করতঃ অন্তে বৈকুণ্ঠ ধামে উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বাসা এই রূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে মুনিসত্তম! আমি তোমাকে এ ব্রতানুষ্ঠান বিধিও বলিলাম যথাবিধি কর্ত্তব্য সম্পাদন কর।

ইতি বারাহে কৃষ্ণ দ্বাদশী ব্রতনাম চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। হে মুনিবর, এক্ষণে বুদ্ধ দ্বাদশী ব্রতবিধি বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ কর। শ্রাবণীয় শুক্ল দ্বাদশী দিনে ঐ ব্রত সম্পন্ন হয়। ঐ ব্রতে ব্রতী হইলে দশমী দিনে সংযত ও একাদশীর উপোষিত হইয়া সংকল্পাদি বিধান করতঃ এই রূপে পূজনাদি করিতে হইবেক। হে দামোদর! হে হৃষিকেশ! হে সনাতন! শ্রীবৎসধারিণ! হে চক্রপাণে! হে হরে! হে মঞ্জুকেশ! আমি এই গন্ধাদি দান করিতেছি গ্রহণ করুন এই রূপ সম্বোধন করিয়া চরণ তলে কটিদেশে, উদরে, উরস্থলে, কণ্ঠমূলে, এবং মস্তকে ক্রমশঃ কুসুমাদি প্রদান করিতে হইবেক। অনন্তর প্রাগুক্ত বসন বেষ্টিত ঘট স্থাপন করতঃ দামোদর দেবের কাঞ্চনময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি বিন্যস্ত করিবেক। এবং পূর্ব্ববৎ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা বিধি সম্পন্ন করতঃ হরি চিন্তায় যামিনী যাপন করিবেক। রজনী প্রভাত

হইলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্বারা পারিবণ করিবেক। হে ঋষি শার্দ্দূল! এই ব্রতকল্পে বহুবিধ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। আমি তত্ত্বতঃ একটি আখ্যান বর্ণিত হইতেছে শ্রবণেই জানিতে পারিবে।

হে ঋষিবর! সত্যকালে মহীতল পর্য্যাক্রান্ত নৃপশ্রেষ্ঠ এক নরপতি ছিলেন। একদা মৃগয়াসক্তচিত্ত হইয়া ভূপাল অশ্বারোহণে বনপ্রয়াণ করেন। ক্রমশঃ অরণ্যানী প্রস্থান করিয়া দেখিলেন কোন স্থানে বিকটাকার ব্যাঘ্র ভল্লুকগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বেড়াইতেছে, কোন স্থলে পশুরাজ স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে শয়ান রহিয়াছে, কোন কোন প্রদেশে গজযূথ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ও কোন স্থলে মহা মহা সর্পকুল প্রাণিহিংসার চেষ্টায় গর্জ্জন করিয়া বেড়াইতেছে এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভূপতি অত্যন্ত ভয়োদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সাহসে নির্ভর করাতে তাঁহার মৃগয়া বাসনা দূরীভূত হয় নাই। কোথায় হরিণগণ আছে একে একে ইতস্ততঃ ইহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাজ ভোগে ভোগিপুরুষের এই রূপ ব্যায়াম অতীব অসহনীয়। সুতরাং নরপতি অতি তূর্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এবং তুরগ হইতে অবতরণ করতঃ এক তরুতলে শয়ন করিলেন। নিদ্রাদেবী শ্রমাপনয়নার্থই যেন ভূপালকে আবৃত করিলেন। ভূপতি নিদ্রা বশীভূত হইয়া চৈতন্য শূন্য হইয়া পড়িলেন। এদিকে এক কিরাতপতি চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে২ দেখিতে পাইল পরম কান্তিমান্ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত অনেক পুরুষ সুষুপ্ত হইয়া পতিত আছেন। সেনানীগণ এই ব্যাপার কিরাত রাজের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে লুব্ধকপতি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ সমস্ত আভরণ গ্রহণাভিলাষে তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যুক্ত হইল।

এই কালে স্রক্‌চন্দনবিভূষিতা এক কামিনী [illegible] আবির্ভূতা হইয়া লুব্ধককুল নির্ম্মূল করতঃ পুনর্ব্বার যেমন শরীরে প্রবেশ করিবেন ঐ কালেই ভূপতি প্রবুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এ সকল কাহার, কি [illegible] আমাকে [illegible] করিয়াছিল? এ নারী বা কে? কি [illegible] বধ করিলেন? মনে মনে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিতেছেন বামদেব মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। এবং এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার আমূল বর্ণন করিয়া ইহার যাথার্থ্য জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

বামদেব কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্, তুমি পূর্ব্বজন্মে শূদ্রজাতি ছিলে। একদা ব্রাহ্মণ মুখে শ্রাবণীয় শুক্ল দ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান বিধি শ্রবণ করত যথাশাস্ত্র ঐ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ইহ জন্মে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। অদ্য যে দেবী তোমাকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন তিনি সেই দ্বাদশী তবদ্দেহজাত সংস্থ কিরাতগণের প্রাণ সংহার করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

দুর্ব্বাসা এই রূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া কহিলেন হে মুনিসত্তম! আমি এই বুদ্ধ দ্বাদশী বিধি বর্ণন করিলাম ইহার ফলাফলও বুঝিতে পারিয়াছ বাঞ্ছা বিশেষ হয় সম্পন্ন কর।

ইতি বারাহে বুদ্ধ দ্বাদশী ব্রতনাম পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। হে মুনীন্দ্র! অধুনা অন্য এক ব্রত বিষয় বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ কর। এই ব্রতের নাম কল্কি দ্বাদশী ব্রত। ভাদ্র পদীয় শুক্ল দ্বাদশী দিন এই ব্রতের অন্তা দিন। দশমী তিথিয় সংযম সংকল্পাদি বিধান করতঃ একাদশী দিবসে উপোষিত হইতে হইবেক। এবং পূর্ব্ববৎ অন্যান্য বিধি বিধান পূর্ব্বক এই রূপে পূজানুষ্ঠান করিবেক। কল্কিনে নমঃ হৃষীকেশায় নমঃ ম্লেচ্ছবিধ্বংসনায় নমঃ জগন্মূর্ত্তয়ে নমঃ শিতিকণ্ঠায় নমঃ খড়্গপাণয়ে নমঃ চতুর্ভুজায় নমঃ এবং বিশ্বাধারায় নমঃ ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চরণকমলে, কটিদেশে, হৃদয়ে করতলে, এবং শিরঃ প্রদেশে একশঃ গন্ধ পুষ্পাদি প্রদান করিয়া বস্ত্রান্বিত এক কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক কাঞ্চনময়ী কল্কিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সংস্থাপিত করিবেক। অনন্তর আসনাদি ষোড়শোপচারে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া হরিসংকীর্ত্তনে সে দিন যাপন করিবেক। পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হইলে তদ্বৎ দ্রব্য বিপ্রসাৎ করিয়া দক্ষিণান্ত করিলেই কল্কি দ্বাদশী ব্রত সম্পন্ন করা হইবেক। হে মুনিবর! এই ব্রতানুষ্ঠান বিধি প্রোক্ত হইলে, এক্ষণে এক অপূর্ব্বোপাখ্যান বর্ণন দ্বারা

স্থানে [illegible] এবং
আমরা [illegible] কোন অন্তরায় উপস্থিত হইবেনা। শীঘ্র স্নান
মার্জ্জিত হইয়া ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজনে নিযুক্ত
হও আমার প্রস্থান করি।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। হে ব্যাধ! বিশাল
রাজের প্রতি এই উপদেশ করিয়া নারদ
প্রস্থান করিলে পর ভূপতি ব্রতানুষ্ঠানে ব্রতী
হইলেন এবং যথাশক্তি ব্রত বিধান করিয়া রাজ্য
প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া শেষ
দশায় বনপ্রয়াণ পূর্ব্বক চরমে পরম পদপ্রাপ্ত
হইলেন। হে ব্যাধ! যে আশ্রমে বিশাল ভূপতি
তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার স্মরণার্থ
উক্ত আশ্রম বিশাল গ্রাম নামে বিখ্যাত হই-
য়াছে। দুর্ব্বাসা এইরূপ আখ্যায়িকা সমাপন
করিয়া ব্যাধকে কহিলেন। দেখ আমি তোমাকে
কল্কি দ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান বিধি বলিলাম অধুনা
যথারুচি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর।

ইতি বরাহে কল্কি দ্বাদশী ব্রতনাম ষট্
চত্বারিংশ অধ্যায়।

পদ্মপুরাণ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন। হে ভগবন্! আমি পূর্ব্বে
বিস্ময়াবহ বাস্কলির বন্ধন ব্যাপার শ্রুত হই-
য়াছি। এবং যে রূপে নারায়ণ ত্রিবিক্রমরূপ
ধারণ করিয়া সেই বলিকে পাতাল লোকে
প্রেরণ করেন তাহাও আদ্যোপান্ত অবগত হই-
য়াছি। অধুনা কিঞ্চিৎ প্রষ্টব্য আছে নিবেদন
করিতেছি যথাবিধি বর্ণন দ্বারা আমাকে কৃতার্থ
করুন। হে মহামুনে! নাগতীর্থ কোন স্থানে
আছে, এবং পিশাচাদির উৎপত্তি ব্যাপার, তুর্বী
শিবদায়িনী শিবদূতী কে? এবং কেবা অন্ত-
রীক্ষ দেশে পুষ্করতীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? আর
সত্য সনাতন বিষ্ণু কোন প্রয়োজন উদ্দেশে
পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, আমার বৃত্তান্ত
গুলিতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, যথাভূত
আজ্ঞা করুন। শুনিলেও আপাততঃ পাপহীন
হইতে পারিব। এবং [illegible] লোকদিগের
[illegible] শ্রবণেতে [illegible] হইতে পারে। অতএব উক্ত
অবিলম্বে আমার এই প্রশ্নপূর্ণ করিতে আজ্ঞা
হয়।

পুলস্ত্য কহিলেন। হে ভীষ্ম তুমি যেমন
কৌতুকাপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিলে আমারও ইহার
উত্তর দানে অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। এক্ষণে
নারায়ণের পুনর্ব্বার ভূমণ্ডল ভ্রমণ কারণ অভিহিত
হইতেছে, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইতি
পূর্ব্বে একদা তোমাকে বলি বন্ধন ব্যাপার বলি-
য়াছিলাম বৈবস্বত মন্বন্তরে বলিরাজা পুনর্ব্বার
ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিল।
বলিগর্ব্ব খর্ব্বকারণ এবং খর্ব্বাকার ধারণ করিয়া
নারায়ণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে ভুবর্লোকে প্রেরণার্থ
ত্রিবিক্রমাবতারে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া
ছিলেন। হে বীরবর! ভূয়োভূয়ঃ তাঁহার ভূতল
ভ্রমণের এই কারণ। এক্ষণে নাগলোকাদির
বিষয় প্রকটিত হইতেছে শ্রবণ কর। পূর্ব্ব-
কালে কশ্যপ ঋষির বর্গ অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক,
কর্কট, নাগ, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, এবং কুলিক
সরীসৃপগণ জন্মলাভ করিয়া জগজ্জন [illegible]
করিল। এবং অবশিষ্ট ভুজঙ্গ ঐ সকল সর্পের
পুত্র পৌত্রাদি কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হয়।

হে শান্তনব! ক্রমশঃ ঐ সমস্ত নাগকুল,
কুটিল, ক্রূরকর্ম্মা এবং বিষোল্বণ হইয়া স্পর্শ
মাত্রই মনুষ্য ধ্বংস করিত। অধিক কি বলিব
তাহাদিগের এরূপ প্রচণ্ড গরল হইয়াছিল যে
দেখিলেই মানবগণের প্রাণত্যাগ হইত।

এই রূপ সর্পোপদ্রবে হতাশ হইয়া প্রজা-
গণ জগৎশরণ্য পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া
আত্মরক্ষার্থ উপায়ান্তর প্রস্তাব করিতে
প্রবৃত্ত হইল। প্রজাগণ কহিল হে দেবাদেব
জগন্নাথ! হে সৃষ্টিকারণ! সম্প্রতি তীক্ষ্ণ বিষ-
ভুজঙ্গেরা তোমার সৃষ্টি শেষ করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছে, প্রতিদিনই অশ্ব মনুষ্য ও করিকুল
নির্ম্মূল করিতেছে তাহাদিগের অসহ্য হলা-
হলাগ্নি সততই প্রজ্বলিত হইয়া এই জগতীগত
সমস্ত দ্রব্যজাত ভস্মাবশিষ্ট করিতেছে। আপনি
আমাদিগের উৎপাদন করিলেন। সর্পগণ
সংহার করিতে লাগিল; হায় একবার কৃপা-
কটাক্ষ করিলেন না। আমরা সমস্ত নিবেদন
করিলাম যাহে আমাদিগের রক্ষা হয় তাহা
বিধান করুন। প্রজা প্রমুখাৎ এই সমস্ত অবগত
হইয়া পিতামহ বিরিঞ্চি কহিতে লাগিলেন হে
প্রকৃতিবর্গ! তোমরা নির্ভীক হইয়া স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান কর আমি তোমাদিগের সর্পশঙ্কা দূর
করিতেছি, এই সমস্ত প্রবোধ জনক বাক্যে
তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। এবং
তৎ ভুজঙ্গগণকে আহ্বান করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত
ও শাপ প্রদানোদ্যত হইলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন। রে নাগগণ! তোমরা যেমন আমার প্রিয়তর সৃষ্টি মানবগণের হিংসা করিতেছ। সোম বংশীয় রাজা জনমেজয় সর্প-যজ্ঞে প্রদীপ্তহুতাশনে তোমাদিগের দাহ করিবেন। এবং বৈনতেয় পক্ষিরাজ গরুড় তোমাতৃশত্রু স্বরূপ তোমাদিগকে আনিয়া ভক্ষণ করিবেক। তাহাতেই তোমাদিগের সংহার হইতে পারিবে। বিধাতা এই অভিসম্পাত করিয়া তুষ্টিভাব অবলম্বন করিলে অভিশপ্ত সর্প-গণ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া নানাপ্রকার প্রণতি বিনতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

হে বিধাতঃ! আপনি সকলকেই এক এক বিশেষ স্বভাবের বশবর্ত্তী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। আমরাও আপনার সৃষ্ট পদার্থ, আমাদিগকে বিষোল্বণত্ব ক্রূরত্ব এবং দংশকত্ব রূপ প্রকৃতির অনুগামী করিয়া কুটিল জাতি মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন তাহাতেই আমাদিগের এইরূপ ক্রূরতা জন্মিয়াছে। এক্ষণে কি নিমিত্ত বিনাদোষে অভিসম্পাত করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন। হে সর্পসংঘ! আমি তোমাদিগকে খলজাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি বটে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে নরলোক সংহারে উপদেশ দান করি নাই। বিষধরগণ কহিল। হে দেব দেব! এক্ষণে পৃথক্২ এক সীমা ও সময় বদ্ধ করিয়া দিন তদনুযায়ি কর্ম্ম করিব এবং সর্প যজ্ঞে সংহার রূপ যে শাপ প্রদান করিলেন যাহাতে আমাদিগের সেই শাপান্ত হয় এরূপ কোন উপায় করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন। হে ভোগিগণ! পরম ধার্ম্মিক ব্রহ্মর্ষি জরৎকারু নামা এক ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। ঐ বিপ্রের জরৎকারু নাম্নী এক সহধর্ম্মিণী হইবেন। এবং সেই কামিনী আস্তিকাভিধেয় সংযমী এক পুত্র উৎপাদন করিবেন। ঐ পুত্রই নিঃসংশয় তোমাদিগের রক্ষা ও পৃথক্২ সময় সম্বন্ধ করিবেন। অধুনা তোমরা একমনাঃ হইয়া আমার শাসন ও দণ্ডের অনুসরণ করত গৃহে প্রতিগমন কর। এবং যাবৎ সেই রাজার উৎপত্তি না হয় তাবৎ-কাল বহু ভোগে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কালযাপন কর।

অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে কাশ্যপের অমর ও গরুড়ের দায়াদগণ হইবে। তখন তোমরা অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইবে এবং বহুকষ্টে তোমাদিগের শাপান্ত হইবে। হে শান্তনব! পরমেশ্বর এই আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং সর্পগণ চিন্তা করিতে২ স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর কালান্তরে পাণ্ডুবংশে মহাবলশালী এক রাজা জন্মিবেন আমাদিগের ধ্বংস তাঁহা হইতেই হইবেক, হা বিধাতঃ! তুমি আমাদিগের অকুতাপিতাকে এরূপ মন্ত্রণা দিলে, বিষধরেরা এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় চিন্তিত হইল, রাজা জনমেজয় জন্মলাভ করিয়া পুষ্কর তীর্থে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আমরা সকলে পদানত হইয়া তাঁহার প্রসাদ চেষ্টা করি। এইরূপ যুক্তি করিয়া সকলে মিলিত হইয়া যজ্ঞ পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। এইকালে পুষ্কর নদী অতি শ্রান্ত নাগগণকে দেখিয়া তুষ্টমুখী হইয়া সুখপ্রদ সুশীতল বারিধারার সহিত স্রোতঃ প্রবাহিত করিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! এই রূপে নাগতীর্থোদ্ভব হইয়াছিল এবং অদ্যাপি ধরাতলে ঐ পুষ্করতীর্থ নাগতীর্থ বলিয়া প্রথিত রহিয়াছে। এবং কেহ কেহ ঐ তীর্থকে নাগকুণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যাহাহউক সকল তীর্থাপেক্ষা ঐ স্থান পবিত্রতম ও সুখজনক। যাহারা সর্পবিষ নাশিনী ঐ নদীতে স্নানাদি করে কদাপি তাঁহারদিগের বংশে বিষ সঞ্চার হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাঁহারা ঐ তীর্থে নীরপানাদিব্যাপার বিধিপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করেন ব্রহ্মা প্রীত হইয়া স্বর্গে তাঁহাদিগের স্থান নিরূপণ করেন এবং কদাপি তাঁহাদিগের বংশে সর্পাঘাত হয় না এবং পিতামহ এরূপ নিয়ম ও নিয়মিত করিয়াছেন যে পঞ্চমী তিথির সরীসৃপ সকলের পরিত্রাণ হওয়াতে সেই দিন অতি সুপ্রশস্ত এবং ঐ দিবসে যাহারা কটুদ্রব্য পরিবর্জ্জন করত ক্ষীরোপকরণে নাগার্চ্চন করিবে তাহারা নির্বৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন। হে মুনে! শিবদূতী কি কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোথায় কোন উপায়ে ইষ্টা হইয়াছিলেন সবিশেষ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। পুলস্ত্য কহিলেন। আমি আমূল বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। কোনকালে ত্রিজগৎ কর্ত্রী শিবানী পৃথিবী পালন মানসে নীল গিরির অধিষ্ঠান করিয়া তপশ্চরণ করিতে সংরতা হইয়াছিলেন। এবং পঞ্চাগ্নিমধ্যগামিনী হইয়া অতি কঠোর ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া কালযাপন করেন। এই কালে রুরু

[illegible]
রক্তাধাম্বারে আপন আলয় নির্মাণ করে।
পরে তপোবলে ব্রহ্মাকে বাধ্য করিয়া বরপ্রাপ্ত
হন এবং ঐ বর প্রভাবে অত্যন্ত দুর্দান্ত
ও ভয়ঙ্কর যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রদীপ্ত
হইয়াছিল। কত কোটি কোটি অসুর পরি-
বেষ্টিত হইয়া দ্বিতীয় সুরপতির ন্যায় একাধি-
পত্য করিত। এইরূপে কিছুকাল কালক্ষেপ
করিয়া পরিশেষে যুযুৎসু হইয়া সসৈন্যে স্বর্গপুর
আক্রমণ করিল। এবং [illegible] ব্যাপিয়া তুমুল
সংগ্রাম করতঃ জয়শ্রী লাভ করিল। দেবগণ
পরাজিত ও পলায়িত হইয়া নীল গিরিতে উপ-
স্থিত হইলেন। এবং তপস্বিনী রুদ্রাণীদেবীর
সম্মুখাগত হইলেন। কালরাত্রিস্বরূপিণী
সংহার কারিণী শাম্ভবী শক্তিরূপা গিরিজা ত্রি-
দশগণের এইরূপ হীনদশা দর্শন করিয়া বিস্ময়া-
বিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন হে
সুরগণ, কি নিমিত্ত তোমরা ভীতভীতের ন্যায়
হইয়া আমার নিকট আগমন করিলে কারণ তূর্ণ
প্রকাশ কর তোমাদিগের নিষ্প্রভত্ব দর্শনে
অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি।

দেবগণ কহিতে লাগিলেন। হে শরণ্যে,
একবার দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন।
ভীমপরাক্রম দৈত্যেন্দ্র রুরু চতুরঙ্গ সেনা সম-
ভিব্যাহারে আমাদিগের নিধনাকাঙ্ক্ষায় আগ-
মন করিতেছে। আমরা নিরুপায় হইয়া আপ-
নার শরণাগত হইলাম অনুকম্পা করুন। দেব-
গণের এইরূপ বাক্যে দয়াবতী হইয়া পার্ব্বতী
উচ্চৈঃহাস্য করিলেন। দেবী হাস্য করিবা
মাত্র তাঁহার মুখমধ্য হইতে কতিপয় সেনানী
বহির্গত হইল। তন্মধ্যে কেহবা রক্তবস্ত্র পরিহিতা
কেহবা নীলাম্বর ধারিণী নবীনা কামিনী কেহ২
পাশ অঙ্কুশ ধারিণী বিকট দশনা শূলহস্তা কেহবা
নানাবর্ণধরা, তাহারা বিকট চীৎকার করিয়া
দানবগণকে শঙ্কিত করিতে লাগিল। ভয়ঙ্করী
সেই সকল স্ত্রী সমূহ বিনির্গতা হইতেছে দেখিয়া
পার্ব্বতী দেবগণের প্রতি কহিতে লাগিলেন।
হে ত্রিদশপুঙ্গবগণ! তোমাদিগের ভয় নাই [illegible]
কাল বিলম্বেই দেখিতে পাইবে অসুরগণের
কিরূপ দুর্ঘটনা ঘটে। শিবপ্রণয়িনীর এইরূপ
আশ্বাসবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া দেবগণ যুদ্ধার্থ
[illegible] করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এই কালে
[illegible] হইয়া স্বয়ং
সেনাপতি হইল। এবং চমূগণের প্রতি কহিতে
লাগিল। হে সেনানী সকল [illegible] প্রস্তুত হইয়া
[illegible] শত্রু [illegible] প্রাণপণে
সংগ্রাম করিতে যত্ন কর। সেনাকুল অসুররাজ
বাক্যে উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল হে
অমাত্যগণ! অল্পকাল স্থিতিশীল হও তোমাদি-
গের অদ্যই মৃত্যুমুখ দেখিতে হইবে। এই
রূপ বাক্কলহানন্তর তুমুলসংগ্রাম আরম্ভ
হইল। এই কালে কেহ নারাচাস্ত্র দ্বারা ভগ্ন-
দেহ হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে
পতিত হইতে লাগিল। কেহবা বেগগামি
সর্পের ন্যায় নিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে সংচূর্ণিত
হৃদয় হইয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।
কেহবা সংলগ্ন কুঠারাস্ত্রে ছিন্নশিরাঃ ও পৃথিবী
শায়ী হইতে লাগিল। কোন স্থলে তুরঙ্গ সকল
স্তম্ভাকারে পতিত হইতে লাগিল, কোথায় বা
মত্তমাতঙ্গসমূহ পলায়ন করিতে লাগিল, কোথা-
য়বা পদাতিক সৈন্য করচরণহীন হইয়াও
দন্ত দ্বারাই বৈরনির্য্যাতন করিতে লাগিল। কিয়-
ন্তর কিছুকাল এইরূপ যুদ্ধ হইলে অসুরসৈন্য
অচিরগামিনী পরাজয় দুর্গতি আশঙ্কা করিয়া
শিথিলোদ্যম হইয়া পড়িল।

এদিকে দৈত্যেন্দ্র স্বসৈন্যের শৈথিল্য
দেখিয়া স্বয়ং সৈন্যমধ্যগত হইয়া নানাবিধ
উত্তেজনা করিতে লাগিল। বলহীন হইলে
উত্তেজনা বাক্যে ফলোদয়ের সম্ভাবনা কোথায়?
সুতরাং তদ্বাক্যের সার্থকতা কিছু দেখিতে না
পাইয়া স্বয়ং মায়াবী হইল। এবং মায়া
বলে দেবগণের মোহ উৎপাদন করিয়া উৎপাত
আরম্ভ করিলে অন্তর্যামিনী দেবী রুরুকে মায়া-
বলম্বিতদেহ দেখিয়া স্বয়ং মায়াবিনী হইলেন
এবং তাহার মায়া অপনয়ন করিয়া শক্ত্যস্ত্র দ্বারা
তাহাকে প্রহার করিলেন। রুরু অস্ত্রাঘাতে
যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্টদেহ হইয়া পাতালতলে
প্রস্থান করিল।

শিবানী স্বপরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া সেই
স্থানেই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ কিঞ্চিৎ কোপ
ত্যাগ করিলেন এবং সেই মুখোদ্ভবা কামিনীগণ
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলেন। হে
দেবি বরদে! আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন
ভক্ষ্যাদি প্রদান করিয়া আমাদিগের রক্ষা করুন
আমরা অত্যন্ত ক্ষুৎপীড়িত হইতেছি। অধিক
কি বলিব ক্ষুধায় আমাদিগের প্রাণসংশয় হই-
বার উপক্রম হইতেছে, অতি ত্বরায় কোন উপায়
উদ্ভাবন করুন। পার্ব্বতী এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া
তাহাদিগের ভক্ষ্যার্থ চিন্তাকরিলেন কিন্তু কিছুই
আয়ত্ত হইল না দেখিয়া পুনর্ব্বার [illegible]

ছিল কি না সন্দেহ। পিত্রাদির উদ্দেশে ইহাঁর পাঞ্জলি দানই দান বলিয়া বোধ করিতেন। তাঁহার কেবল পরলোক হইতেই ভীতি ছিল। সত্য এবং মধুরই তাঁহার স্বাভাবিক কথা ছিল। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গুণরত্ন মণ্ডিত ভূদেব পৃথু সংস্কৃতি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সতত পরত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন।

একদা তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে তীর্থ গমনেচ্ছা হইল। পরিশেষে সুসজ্জ হইয়া পুষ্করতীর্থাভিমুখে প্রস্থান করিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া সূর্য্যোদয়কালে প্রাতঃকৃত্যাদি বিধি সমাপন করতঃ তীর্থান্তর গমনার্থ পথে পদার্পণ করিলেন। যাইতে২ ভীষণাকার পঞ্চ পুরুষ পরিভ্রমণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। একে কণ্টকপূর্ণ অরণ্য, তথায় জনমানবের সমাগম নাই, তাহাতে পাপদর্শন বিকৃতাকার পুরুষগণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছেন তাহাতে বিপ্রবরের মনে ঈষৎ ত্রাস জন্মিল। তবে বিশ্বাসী হইলেও পৃথু ধৈর্য্যবল সহায় করিয়া মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে পুরুষগণ!! কি কারণে তোমরা এই নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে বিকৃত দেহ ধারণ করিয়া পর্য্যটন কর? তোমাদিগের এ ভাব ও মূর্ত্তি এতাদৃশী ভয়ঙ্করী কেন? কি নিমিত্ত এই দুর্গম পথে পথিক হইয়াছ বিশেষরূপে বর্ণন কর।

প্রেতগণ কহিতে লাগিল। হে ব্রাহ্মণ! আমরা ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত হইয়া চৈতন্যশূন্য প্রায় হইয়া পড়িয়াছি সুতরাং আমাদিগের দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান কিরূপে থাকিবে। আমরা নভোমণ্ডলে কি ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি কিছুই জানি না। অপর আমরা যে কত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহাও বলিতে পারি না। হে লোক! সূর্য্যোদয় দর্শনে যেমন আলোক প্রকাশ হয় তদ্রূপ তবদর্শনে আমাদিগের দুঃখান্ধকার বিলুপ্ত হইবে অনুমিত হইতেছে যাহা হউক নাথ! আমরা দুরবস্থা প্রকটন করিয়া আর কি জানাইব দেখিতেই পাইতেছেন। আপাততঃ আমাদিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমাদিগের পাঁচ জনেরই বিশেষ২ সংজ্ঞা আছে একের নাম পর্য্যুষিত, দ্বিতীয় সূচীমুখাভিধেয়, তৃতীয় শীঘ্রক সংজ্ঞিত, চতুর্থ রোহক নামে বিখ্যাত এবং পঞ্চমের আখ্যা লেখক।

পৃথু কহিলেন হে প্রেতগণ! কি কর্ম্ম বিপাকে তোমাদিগের প্রেতযোনিতে পতন হইয়াছে তোমাদিগের নাম কোথা হইতে কপোল বা তোমরা সনামক হইলে বল।

এইরূপ পৃথুর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেত বর্গের মধ্যে একজন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল হে ভূদেব! আমি আত্মতৃপ্ত হইয়া সুস্বাদু ভক্ষ্য স্বয়ং ভক্ষণ করিতাম এবং পর্য্যুষিত অন্নাদি বিপ্রগণের নিমিত্ত প্রদান করিতাম এই কারণে আমার আখ্যা পর্য্যুষিত হইয়াছে। এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতেছেন। ইনি মিষ্টান্নকাঙ্ক্ষ ব্রাহ্মণব্যূহের অশেষ প্রকারে ক্লেশ দিয়া সূচীমুখ হইয়াছেন। তৃতীয় পুরুষও ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্যক্তিবর্গের ক্ষুধাদির উপশম না করিয়া তাহাদিগের প্রাণ বধ করিয়াছেন সেই দুষ্কর্ম্য পাপ বলে শীঘ্রকাভিধেয় শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন চতুর্থ জনেরও রোহক সংজ্ঞিত হইবার কারণ উল্লিখিত হইতেছে আকর্ণন করুন। ইনি কদাপি কাহার পরিতোষ করেন নাই কেবল স্বার্থপর হইয়া স্বালয়ে বসিয়া সুখসেব্য দ্রব্যজাত সম্ভোগ করিতেন দীন দরিদ্র অন্ধ কিম্বা আতুর ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন নাই। আমাদিগের মধ্যে যিনি পঞ্চম পুরুষ ইনি সর্ব্বদাই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া ভূমি ভোজন এবং ভূতলে লিখনাদি করিতেন ইহাতেই ইহাঁর নাম লেখক প্রসিদ্ধ হয়।

হে দ্বিজসত্তম! আমাদিগের সংজ্ঞার বিষয় প্রকটিত হইল অধুনা কে কোন্ অবস্থায় কাল যাপন করেন তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন। লেখকাভিধেয় ব্যক্তি মেরু বাজে গতায়াত করিয়া থাকেন। রোহক সংজ্ঞিত পুরুষ সততই অবাক্‌শিরা হইয়া রহিয়াছেন। শীঘ্রক সর্ব্বদাই শুষ্ক কণ্ঠের বলহীন। সূচীমুখ ক্ষুধি হইয়া কাল ক্ষেপণ করিতেছেন। আমিই বৃকোদর সদৃশ গ্রীবোচ্চ হইয়া পর্য্যুষিত নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছি। প্রভো! প্রাক্তন পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম বলিয়া প্রেতযোনিজ হইয়া এইরূপ অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পুণ্য সঞ্চয় করিতাম তবে কি এই ঘোর নরকপাত হইতে [illegible]। যাহাহউক এক্ষণে আমাদিগের নাম, আখ্যা এবং যন্ত্রণাদি আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রকাশিত হইল এতদ্ভিন্ন যদি কিছু শ্রোতব্য থাকে আজ্ঞা করুন বর্ণন যোগ্য হয় অবশ্যই বলিব এই কথা বলিয়া প্রেতগণ নিস্তব্ধ হইল।

পৃথু কহিলেন। হে প্রেতযোনিজগণ! জগতে যত সমস্ত প্রাণী আছে এক দিনের আহারের বশবর্ত্তী। কেহই নিরাহারে প্রাণ ধারণ করিতে পারে না সুতরাং তোমাদিগের কোন্

বিশেষ নিরূপিত আহার্য্য থাকিলে অনায়াসে তোমরা জীবন ধারণ করিতেছ কিন্তু সেই ভক্ষ্য কি? বর্ণন কর।

প্রেতগণ কহিল। হে বিপ্রবাজ্য! আমরা স্ব২ আহারবিধি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করিলেই কর্ণে হস্ত দিয়া ভূয়ো ভূয়ঃ নিন্দা করিবেন যাহা হউক, বলিতেছি শুনুন। শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, স্ত্রীগণের আর্ত্তিক মল এবং অন্যান্য অপরিষ্কৃত সামগ্রী-সমূহই আমাদিগের ভক্ষ্য প্রভো! মলিন দ্রব্য, অবলার উচ্ছিষ্ট, পতিত জনগণ সেবিত চর্ম্ম, দষ্টালব্ধ দ্রব্য, দেবোদ্দেশে অদেয়, শুক্রজনের অনাস্বাদিত, যাগ যজ্ঞ ব্রত হোমাদি দৈব কর্ম্মে অনুপযুক্ত, অধিক কি বলিব যাহাতে কোন কার্য্য দর্শে না সেই সকল উপকরণই প্রেতলোকের জীবিকোপায়! আমরা প্রেত ভাবাপন্ন হইয়া কত শত দুষ্ক্রিয়া ভক্ষণ অসেব্য সেবন অকথ্য পীড়ন ভোগ করিলাম তাহা বাক্পথাতীত এক্ষণে যাহাতে প্রেতভাব হইতে আমাদিগের মুক্তি হয় এরূপ কোন অনুশাসন করিতে অনুকম্পা করিলে কৃতার্থ হই।

পৃথু কহিতে লাগিলেন। হে প্রেতসংঘ! যদি কোন ব্যক্তি এক রাত্র বা ত্রিরাত্রকাল উপবাসাদি করতঃ চান্দ্রায়ণ ব্রত অথবা অন্যান্য ব্রতানুষ্ঠান করে তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। যাহারা দিন২ শুচি হইয়া সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়াচিত্ত এবং মানাপমানে অবিকৃতচিত্ত ও কাঞ্চন লোষ্ট্রে সমভাব হয় তাহাদিগের প্রেতযোনিত্ব প্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। অপিচ যাহাদিগের শত্রু মিত্রে সমতা, দেবাতিথি পূজনে বাসনা, গুরু পাদপদ্মে ভক্তি, ভৃত্য প্রতিপালনে অনুরাগিতা থাকে কদাপি তাহাদিগকে তোমাদিগের ন্যায় যন্ত্রণা সহিতে হয় না। শুক্লপক্ষে মঙ্গলবাসর যুক্ত চতুর্থী হইলে তদ্দিনে পিতৃলোকোদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে প্রেতযোনিত্ব প্রাপ্তি হয় না এবং জিতক্রোধ, মাৎসর্য্য বিহীন, নির্লোভ, ক্ষমাপন্ন, বদান্য এবং গো ব্রাহ্মণাদির সমর্চ্চনকারি লোকেরা প্রেতত্ব পায় না। হে প্রেতলোক! এই সমস্ত বিধির অনুসরণ করিলে প্রেতযোনিত্ব প্রাপ্তি না হইয়া বরং মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

প্রেতপুরুষেরা কহিতে লাগিল। হে বিপ্রবর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রেতভাবাপত্তির উপায় বর্ণন করিলেন আমরাও শ্রুত হইয়া কৃতার্থ হইলাম অধুনা আর এক বিষয় জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়াছি যদি কৃপাবিতরণে আপনি জ্ঞাপন করেন তবে পরম অনুগৃহীত হই।

কৃপালু পৃথু, তাহাদিগের এই সমস্ত সকরুণ বাণী শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদিগের কি জিজ্ঞাস্য আছে প্রকাশ কর পূর্ণ করিব তাহারা কহিল প্রভো! যে২ কারণে প্রেতজন্ম হয় সেই সমস্ত হেতু বিশেষ শ্রবণে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে তাহাতেই বারম্বার আপনাকে বিরক্ত করিতেছি।

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন। শূদ্রান্ন ভক্ষণ ব্রাহ্মণগণের প্রেতত্ব প্রাপ্তির বিলক্ষণ কারণ। এবং উদরস্থ শূদ্রান্নে যদি দৈবাৎ মৃত্যু হয় তাহারাও প্রেত হয়, দেবতাদের অদেয় যে সকল মাংস তাহাকেই বৃথা মাংস বলে সেই মাংস ভক্ষণও প্রেত হইবার বিশেষ হেতু। এবং অযাজ্য যাজক তথা যজ্ঞাদিহীন, শূদ্রসেবী, নিক্ষিপ্ত দ্রব্যাপহারী, শূদ্রপাচক, বিশ্বাস ঘাতক এবং নাস্তিক্যভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই এই যোনিত্ব প্রাপ্ত হয়। ভূসুর পৃথু এই সমস্ত কারণ কলাপ উল্লেখ করিতেছেন এই কালে অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি এবং ভূতলে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। দেবগণ স্ব২ হস্তে এই সমস্ত সম্পাদন করিয়া ঐ পঞ্চ প্রেতপুরুষের পরিত্রাণার্থ বিমান প্রেরণ করিলেন। হে গঙ্গাপুত্র! প্রেতগণ যে ক্ষণকাল ঐ বিপ্রবরের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিল তাহাতে তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যোমযান প্রেরিত হয়। অধুনা সাধুসঙ্গ যে কিরূপ ফলোপধায়ক তাহা জানিতে পারিলে, অতএব নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর বিশেষ উপকার লাভ হইবে। যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই সন্ধ্যা বদান্য এবং আয়ুষ্য প্রেত কথা শ্রবণ করায় এবং শ্রুত হয় তাহাদিগের প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। অপর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা এ যোনির অধিকারী হয় না। আমি তোমার বচনানুসারে এই সমস্ত বর্ণন করিলাম বোধ করি তোমার প্রীতিপ্রাপ্তি হইয়া থাকিবে।

ভীষ্ম কহিলেন। হে মুনে! ভবৎ প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম। এক্ষণে আর এক প্রশ্ন করিতেছি কৃপাবিতরণে সদুত্তর দান করুন। পুষ্করতীর্থ নভোমণ্ডলে স্থাপিত হইবার কারণ কি? এবং কি নিমিত্তই বা যোগযুক্ত তাপসগণ তাহা প্রাপ্তি করিতে পারেন না? এবং কোন উপায়েই বা ঐ তীর্থলব্ধ হইতে পারে প্রকাশ করুন। পুলস্ত্য কহিলেন। বৎস! পূর্ব্বকালে দক্ষিণাপথবাসি প্রায় কোটি২ কোটি

ঋষিবর মিলিত হইয়া পুষ্করতীর্থে সমাগত হয়েন এবং অশেষ প্রকারে স্তবস্তোত্র অর্চনাদি করিয়ে পুণ্যতীর্থ পুষ্কর তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া বিয়ৎগত হইয়াছিলেন। এই রূপ অদ্ভুত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া মুনিগণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া দ্বাদশ বৎসর কাল পরাৎপর জগন্নাথের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যোগবলে পরম প্রীতি লাভ করিয়া বিরিঞ্চি, দেবরাজ এবং অন্যান্য বিবুধ বৃন্দ তথা দেবর্ষি ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ বাসি ঐ সমস্ত ঋষিসমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। হে মুনিবৃন্দ! তোমরা নিয়ত নিয়মাবলম্বন করতঃ অতীব ক্লিষ্টশরীর হইয়া বৃথা চেষ্টা পাইতেছ, পুষ্করতীর্থ দর্শন পাইবে না। পূর্ব্বে একবার বিন্ধ্যহিমালয়মধ্যস্থ দেশবাসী কতিপয় ব্রাহ্মণেরা অনেক যত্ন পূর্ব্বক পুষ্করতীর্থের দর্শনাশা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। ফলতঃ তাহাদিগের অধ্যবসায়ের বিষয় কি বলিব তাঁহারা কত শত বেদাদি মন্ত্র পাঠ এবং কত প্রকার যোগ সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল ঐ রূপ পরিশ্রম মাত্র ফল হইয়াছিল। যাহাহউক তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর আমরাও প্রস্থান করি। এই কথা বলিয়া পিতামহ তাহাদিগকে বিদায় করিলেন এবং আপনারাও স্বর্গে গমন করিলেন।

হে ভীষ্ম! একদা কার্ত্তিকী তিথিতে উক্ত ঋষিগণ পুনর্ব্বার তথায় স্নানার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের পুণ্যাতিশয্য প্রখ্যাপন করতঃ প্রস্থান করেন। তাহাতেই ঐ তীর্থের এতাদৃশ মাহাত্ম্য নিরূপিত হয়। হে শান্তনব! যাহারা তথায় স্নানাদি বিধান করে কি শূদ্র কি বৈশ্য কি হীনজাতি তাহারা সকলেই বিপ্রবৎ পবিত্রতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা অসীম পুণ্য ফলভাগী হইয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারে। হে বৎস ভীষ্ম! এইত তোমার প্রশ্ন পূর্ণ হইল, এক্ষণে বিশেষ রূপে ঐ স্থানের পবিত্রতা কীর্ত্তিত হইতেছে অবধান পূর্ব্বক শ্রুতিগোচর কর আমি ত্বরায় তদ্বর্ণনে প্রস্তুত হইতেছি।

হে ভীষ্ম! যে কালে কার্ত্তিকীর আগ্নেয় নক্ষত্র হয় সেই তিথি পরম পুণ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় এবং তাহাতে স্নান দানে অত্যন্ত প্রাশস্ত্য থাকে। এবং ঐ দিনে যাম্য নক্ষত্র থাকিলে পরম পবিত্র বাসর হয় তাহাতে পুণ্য কর্ম্মেও ফলাধিক্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তথা যদি তারা প্রাজাপত্য থাকে হে নরাধিপ, তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত কার্ত্তিকী তিথি হয় যাহা দেবগণেরও দুর্লভ, হাজ বিত্তরে এমন প্রশস্ত দিন প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। অপর ঋষিগণ শুক্র স্নানাদিতে অতিশয় পুণ্যদিন হয় ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হে নৃপ! ঐ সমস্ত পুণ্যাহে পুষ্কর তীর্থে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্নান করিলে অশ্বমেধীয় পুণ্য প্রাপ্তি হয়। এবং উহাতে দান ধ্যানে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। এবং যে কালে ভাস্কর বিশাখাস্থ হয়েন এবং চন্দ্র কৃত্তিকা গত হয়েন (অর্থাৎ বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাস) তাহাতে পদ্মাখ্য সংযোগ হয়, বেদান্ত বেদজ্ঞ মুনিগণ ঐ পদ্মাখ্যযোগে স্নান দানে বিশেষ রূপে ফলাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। হে রাজন্, সস্পৃহ বা নিস্পৃহ স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন ব্যক্তি ঐ পবিত্র পুষ্কর তীর্থে স্নাত হইবে অসংশয়ই তাহারা স্বর্গলোকের অধিকারী হইতে পারিবে। তীর্থোত্তম বলিয়া যাহার নিরূপিত আছে গণনা করিতে যাইলে এই তীর্থই প্রথমোল্লেখ্য জানিবে। কার্ত্তিকী ও সরস্বতী উভয়ে যোগবদ্ধ হইয়া শত্রুসদন হইতে ঐ তীর্থে মিশ্রিত হইয়াছিলেন তাহাতে ঐ তীর্থ পরিশুদ্ধ এবং পুণ্যাত্মা হইয়াছেন।

হে বীর! ঐ স্থানে এক পর্ব্বত আছে ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ শিখরদেশ অতি প্রমোদকর। তাহার অনতি দূরবর্ত্তি এক উপবন আছে তাহাতে নীল নীল তৃণ সমূহ থাকাতে ভিন্নাঞ্জনচয়বৎ নেত্র প্রীতিকর হইয়াছে। স্বভাবজ নানা উপকরণ কলাপে ঐ সকল স্থান এরূপ মনোরম হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। ঐ স্থানের অন্তরীক্ষমার্গে পুষ্করতীর্থ। প্রাবৃট্কালে মেঘমালা ঐ সকল স্থলে উদিত হইয়া ঐ তীর্থের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করে। তথায় কদম্ব কুটজ অর্জ্জুন, এবং শ্রীফল বৃক্ষাদি যে কত শত আছে তাহা বর্ণনাতীত। যৎকালে ঐ সকল বৃক্ষ যুগপৎ ফলপুষ্পাবনত হইয়া পড়ে তখন যে কিরূপ মনের তৃপ্তি জন্মে বলিতে পারি না। কোথায় ভ্রমর ঝঙ্কার, কোথায় বা কোকিলের মধুর রব, কোথায় ময়ূর ময়ূরী নৃত্য ও কেকারব, কোথায় সুকণ্ঠ পক্ষির কোলাহল এই রূপ নানা প্রকারে ঐ ভূধর শৃঙ্গ বিরাজমান হইয়া রহিয়াছে।

হে ভীষ্ম! ঐ শিখরদেশ হইতে একদা রজনীশেষে উদীরিতা পুণ্যজলোৎপতা নদী উদঙ্মুখী হইয়া প্রবৃত্তা হয়েন এবং কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে উত্তরাভিমুখে গমন করতঃ পশ্চাৎ বী

হইয়া প্রস্থান হইয়াছিলেন তদবধি ঐ স্থানে অন্তর্ধান পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নভাবে তথায়ই প্রকাশমান থাকেন। আমরা ব্রহ্মমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে ঐ পুষ্করতীর্থে কনকা, সুপ্রভা, নন্দা এবং সরস্বতী এই নদী চতুষ্টয় পূর্ববৎ স্রোতোমুখে প্রবাহিত হয়েন। ঐ সমস্ত সরিত্তটে নানাবিধ পবিত্র ও মনোরম তীর্থ স্থান আছে যোগনিরত তাপসগণ তথায় যোগসাধন করেন। সিদ্ধগণ তথায় নিরত বাস করতঃ পরমানন্দ সহকারে কালযাপন করেন। হে রাজন্! ঐ স্থানে যত প্রকার তীর্থ ও নদী আছেন তন্মধ্যে সরস্বতীর স্রোতঃই প্রধানতম। ঐ নদীতে অবগাহন করতঃ দান করিলে অক্ষয়ফল প্রাপ্তি হয় বিশেষতঃ সুবর্ণাদি বিতরণে যে কি রূপ ফলাধিক্য তাহা বলিতে পারি না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে তথায় ধান্য এবং বস্ত্র প্রদানই [illegible]। যাহারা প্রয়োপ বেশনব্রতি হইয়া নিরাহারে তথায় কলেবর পরিত্যাগ করে কি পুরুষ কি স্ত্রী তাহারা সকলেই ব্রহ্মপুরে প্রবেশ পূর্বক [illegible] সুখ সম্ভোগ করিতে পারে। অধিক কি বলিব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যে কোন জন্তু ঐ স্থানে দেহ ত্যাগ করে নিঃসন্দেহই তাহারা [illegible] মহা যজ্ঞের ফললাভ করিতে সক্ষম হয়। যেহেতু ঐ সরস্বতী নদীর [illegible] সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয় সুতরাং ইনিও [illegible] সেব্যা।

হে শান্তনব! যে সকল ব্যক্তি ঐ নদীতীরস্থ অরণ্যে প্রবেশ করে তাহারাও [illegible] এবং পূজারূপে প্রসিদ্ধ হয়। অশ্বমেধ [illegible] প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে যে রূপ [illegible] মহাপাতকিগণও একবার ঐ [illegible] দর্শনে ততোধিক পুণ্যফল লাভ করিয়া কর্ম্মবন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক ত্রিদশালয় প্রস্থান করিতে পারে এবং পৌণ্ডরীক যজ্ঞে যেরূপ পবিত্রতা নিরূপিত আছে ঐ স্থলে কেবল উপবাস মাত্রেই তদ্রূপ পুণ্যের অধিকারী হইতে পারা যায়। [illegible] যদি বিপ্রগণ ঐ তীর্থে প্রতি [illegible] তিল কিম্বা পানোৎসর্গ করে তাহারা বৈকুণ্ঠগমন করতঃ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারে। অপিচ যে সকল লোক তথায় উপবাস স্নান এবং পঞ্চ গব্যাশন করে তাহারা [illegible] স্বর্গে গমন করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

হে গঙ্গাপুত্র! ঐ তীর্থবাসি তস্করজাতিও [illegible] পাপের পথিক হয় এবং যাহারা স্বভাবতঃ [illegible] তাহারা যদি ঐ স্থলে দিবামাত্র বিশ্রাম উপোষিত হয় তাহারা ঐহিক সুখ পরম্পরা সম্ভোগ করিয়া পশ্চাতে বিমানারোহণ পূর্বক নাকলোক গমন করে এবং স্বর্গে পদ্মাসন সহ চতুর্হস্তবিশিষ্ট শরীর হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

হে নরলোকপাল! একদা যে স্থলে নিম্নগা সরস্বতী গঙ্গাদেবীর দিদৃক্ষায় নিতান্ত আগ্রহযুক্ত হইয়া জগৎপাবনী তোমার জননীর সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। সেই পবিত্র স্থানে দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন। সে যাহা হউক, পুনর্বার গঙ্গার সহিত বিযুক্তা হইয়া সরস্বতী অত্যন্ত মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গার প্রতি কহিতে লাগিলেন। সখি! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান কর আমি তদ্বিরহিত হইয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারি না। এইরূপ সকরুণ ক্রন্দনে কাতরতা প্রকাশ করিলে গঙ্গা সরস্বতীকে আলিঙ্গন করতঃ কহিতে লাগিলেন। অয়ি সখি! আমি পুষ্করতীর্থে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব বিলাপ করিও না, এবিরহ চিরকালব্যাপী নহে তুমি তথায় প্রস্থান কর। এই আদেশ করিয়া তোমার জনয়িত্রী উদঙ্মুখ হইয়া প্রয়াণ করিলেন। সরস্বতীও পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিয়া পুষ্কর তীর্থে মিলিত হইলেন।

হে গাঙ্গেয়! দেবগণ এই সমস্ত রহস্য বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ঐ প্রদেশে সমাগত হইলেন এবং ঐ পুণ্যতম দেশের পশ্চাল্লিখিত রূপে স্তুতি আরম্ভ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে সখি! তুমিই, ধৃতি, স্মৃতি, লক্ষ্মী, বিদ্যা এবং মতি! হে তীর্থবর! তুমি সিদ্ধি, এবং স্বধা, স্বাহা এবং পবিত্রা তুমিই সন্ধ্যা, তুমিই রাত্রি এবং তুমিই প্রজ্ঞা, তুষ্টি, মেধা এবং সরস্বতী। হে দেবি, তুমিই সমস্ত তীর্থোৎকৃষ্টা, হে সর্ব্বদেববন্দিনি! তোমার কৃপাতেই উদ্ধার হইতে পারি। আমাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া মুক্তি প্রদান করুন।

হে ভীষ্ম! সুরগণ এইরূপ স্তবস্তোত্র করিয়া স্বঃ আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। যাহা হউক আমি আর অন্য এক তীর্থের [illegible] প্রকটিত করিতেছি শ্রবণ কর। পুষ্কর দেশের পশ্চিম প্রদেশে এক তীর্থ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হয়। [illegible] ঐ ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ঐ তীর্থ দর্শন মাত্রেই পাপরাশি ক্ষয়

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

নবম সর্গ।

রাজা দশরথ রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে আদেশ করিয়া প্রেয়সী কৈকেয়ীকে এই প্রিয় বার্ত্তা বলিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন কৈকেয়ী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। বৃদ্ধজনের যুবতী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা হয়, অতএব রাজা দশরথ কৈকেয়ীর তাদৃশ শোচনীয়াবস্থা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি কিজন্য ক্রুদ্ধা হইয়াছ তাহা আমি জানিতে পারি নাই, কে তোমাকে ক্লেশ দিয়াছে? কে তোমার অবমাননা করিয়াছে? হে কল্যাণি! আমি জীবিত থাকিতে তুমি যে অনাথার ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আমার পক্ষে আর কি আছে? প্রিয়ে! আমি তোমাকে ভূতাবিষ্টার ন্যায় ভূতলে পতিতা দেখিতেছি। তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, আমার নিকটে অনেক চিকিৎসক আছেন। তাঁহারা আমার বৃত্তিভোগী ও অতি সুনিপুণ, তাঁহারা অচিরাৎ তোমার আরোগ্য বিধান করিবেন। তুমি আর আপন শরীরকে ক্লেশ দিও না, দেবি! কে তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছে, ও কোন ব্যক্তিই বা তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, তুমি বল, আজি কাহার হিত কার্য্য করিতে হইবে ও কাহারই বা মহান অনিষ্ট করিতে হইবে, কোন অবধ্য ব্যক্তির জীবন দণ্ড করিতে হইবে, ও কোন বধ্য ব্যক্তিরই বা বধ দণ্ড হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে, কোন্ দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনবান্ করিতে হইবে, ও কোন্ ধনবান্‌কেই বা নির্ধন করিতে হইবে; দেবি! আমার যে সমস্ত অনুচর আছে তুমিই তাহার স্বামিনী; আমি রাজাধিরাজ, ও এই অবনীমণ্ডলে যে সকল মহীপাল আছেন আমি তাঁহাদিগের সকলেরই শাসনকর্ত্তা, আমি পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট রাজ্যের অধিপতি। প্রিয়ে! তুমি আর শোক করিও না। আমি তোমার অভিলাষ সম্পাদনে কখন পরাঙ্মুখ হইব না, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব। প্রিয়ে, স্বকীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও তোমার প্রিয়কার্য্য করিতে হয় তাহাও করিব। রাজা দশরথ এই প্রকার বলিলে পর, দুষ্টা ও অপ্রিয়বাদিনী কৈকেয়ী তাঁহাকে অধিকতর দুঃখাকুল করিবার জন্য এই রূপে বলিতে লাগিলেন, দেব! কেহই আমার অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, ও কেহই আমার অবমাননাও করে নাই, কিন্তু আপনাকে আমার একটী প্রিয় কার্য্য করিতে হইবেক; যদি আপনি আমার নিকটে প্রতিশ্রুত হয়েন তাহা হইলে প্রার্থনা করি। স্ত্রৈণ ও অবোধ দশরথ, আত্মবিনাশের জন্য মৃগ যে রূপ পাশে বদ্ধ হয়, সেইরূপ স্ত্রী বাক্যে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এবং প্রিয়তমাকে প্রিয়কারিণী ও বিশেষ অনুগতা বিবেচনায় বলিলেন অয়ি গর্ব্বিতে! তুমি কি জান না যে এই সংসারে এক রাম ব্যতীত তোমার ন্যায় আর কেহই আমার প্রিয়তর নাই আমি তোমাকে নিজ প্রাণও সমর্পণ করিতে পারি অতএব বিবেচনা করিয়া যাহা অভিপ্রেত হয় নির্ভয়ে বল আমি সুকৃতের দ্বারা শপথ করিতেছি যে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। দুষ্টাশয়া কৈকেয়ী অযোধ্যাধিপতির এবম্বিধ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন আপনি সুকৃতের দ্বারা যে শপথ করিলেন, আমার অভিলষিত বর প্রদান করিবেন ইহা ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ সমাগত হইয়া শ্রবণ করুন্ হে চন্দ্রাদিত্য! হে গ্রহগণ! হে অন্তরীক্ষ! হে রাত্রিদিব! হে দিক্‌সকল! হে জগৎ! হে পৃথিবি! হে গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি! হে নিশাচর জীবগণ! হে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! আপনারা সকলে সাক্ষী হইয়া শ্রবণ করুন যে সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক মহারাজ সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিতেছেন কৈকেয়ী এই রূপে স্ত্রৈণ ভূপতিকে শপথে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন হে নৃপ! দেবাসুরের সংগ্রামের পর আপনি প্রতিশ্রুত হয়েন যে, আমাকে দুইটী বর প্রদান করিবেন এক্ষণে সন্তুষ্টচিত্তে সেই দুইটী বর প্রদান করুন্, আমি ইহার এক বরের দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অন্য বরের দ্বারা রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করি, যদি আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ হয়েন তবে রামকে বনে পাঠাইয়া দিন্ ও ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন্।

কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শল্যের ন্যায় রাজা দশরথের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন

তিনি কোপান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন হা নৃশংসে ! হা দুরাচারিণি ! হা কুলবিনাশিনি ! কৈ-রাম তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছেন ও আমিই বা তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি যে রাম আপন জননী কৌশল্যার অপেক্ষাও তোমার অধিক অনুগত তুমি কেমন করিয়া তাঁহার এই রূপ অনিষ্ট করিতে উদ্যুক্ত হইলে, হায় ! আমি কি নির্ব্বোধ কেবল আত্মবিনাশার্থ রাজকুমারী বোধে কালকূটসদৃশী তোমাকে ভবনে প্রবেশিত করিয়াছি গুণবান্ রামের প্রতি সকলেই অনুরক্ত আমি কি অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব আমি ভার্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে পরিত্যাগ করিতে পারি ও আত্মজীবনও বিসর্জ্জন করিতে কাতর নহি তথাপি পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি প্রিয় পুত্র রামকে যখন দেখি তখনই মহা মহা আনন্দ অনুভব করি। তাঁহাকে ক্ষণকাল না দেখিলে আমি বিচেতন হই লোকেরা বিনা সূর্য্যে অবস্থিতি করিলেও করিতে পারে জলচর জল বিনা থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু রাম বিনা আমি ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না। হা পাপনিশ্চয়ে ! আমি তোমার চরণে ধরি তুমি প্রসন্না হইয়া এপাপ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এই বলিয়া কৈকেয়ীর পাদোপরি পতিত হইলেন।

ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণে নবম সর্গঃ।

দশমসর্গঃ

কৈকেয়ী পুণ্যক্ষয়ে পতিত যযাতির ন্যায় রাজা দশরথকে পাদোপরি পতিত দেখিয়াও সেই দুর্ম্মতি পরিত্যাগ করিলেন না বরং নিঃশঙ্কচিত্তে নিষ্ঠুর বচনে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন হে স্বামিন্, আপনি বৃথা শ্রম করিতেছেন কেন ? সাধু ব্যক্তিরা আপনাকে সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া থাকেন আপনি আমাকে দুইটী বর প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে আবার কি বিচার করিতেছেন কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পর রাজা দশরথ কোপান্বিত ও ব্যাকুল হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন কৈকেয়ী তুমি আমার সুহৃদ্ নও। রাম বনে গমন করিলে ও আমি গতপ্রাণ হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়। যখন গুরুজন ও সুহৃজ্জনেরা আমাকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি তাঁহারদিগকে কি বলিব। কৈকেয়ীর উপরোধে রামকে বনে পাঠাইয়া দিয়াছি যদি এই সত্য কথা বলি তাহা হইলে আমি তাঁহার-দিগের উপহাসাস্পদ হইব, দশরথ কামার্ত্ত ও স্ত্রীপরাজিত বিবেকশূন্য তিনি যে ভার্য্যার বশবর্ত্তী হইয়া অকারণে রামকে বনবাস দিলেন ইহাতে তাঁহার শিশুবৎ ব্যবহার করা হইয়াছে, সাধু ব্যক্তিরা এই কথা বলিয়া আমার নিন্দা করিবেন সন্দেহ নাই। সজ্জন সন্নিধানে নিন্দিত হইলে আমার ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই শ্রেয়ো লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। হা রামচন্দ্র তুমি মহাত্মা ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন তুমি এ দুরাত্মা নরাধমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রাম বাল্যাবধি ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রতে ক্ষীণ কলেবর হইয়া এই সুখের সময়ে বনে গিয়া ক্লেশ ভোগ করিবেন ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় আর কি আছে ? রামের প্রতি বন গমনের আদেশ না করিতেই আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হয় আমি অতি পাপাত্মা ও নৃশংস আমাকে ধিক্ থাকুক হা প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র ! তুমি বন প্রয়াণ কর আমি এ কথা দৈন্য করিয়া বলিব তাহা হইলে সংসারে আমার মহতী অকীর্ত্তি হইবে। আমি দুরাচার জনের ন্যায় জন সমাজে অনাদৃত হইব। রাজা দশরথ এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমত সময়ে সূর্য্য অস্ত গমন করিলেন ও রজনী উপস্থিতা হইল

রাজা দশরথ এরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে ঐ ত্রিযামা যামিনী তাঁহার নিকটে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন হা নৃশংসে কৈকেয়ি ! তোমার মনে কি এই ছিল যে তুমি আমাকে ঐরূপে বিপন্ন করিবে হা রাম ! হা ধর্ম্মাত্মন্ ! হা গুরুবৎসল ! আমি তোমাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব, হা রাত্রি ! তুমি সকল জীবের অর্দ্ধজীবনহারিণী আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি অদ্য প্রভাতা হইও না। রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পুনর্ব্বার কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, হা পতিব্রতে ! তোমার এই বৃদ্ধ ভর্ত্তা দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন তুমি প্রসন্ন হও হা দেবি ! আমি অতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়াছি তুমি আমাকে বশীভূত করিয়াছ অতএব এ শরণাগত জনের পরিত্রাণ কর। আমি যে তোমার অধীন ইহা [illegible] তুমি রামের বনবাস [illegible] প্রার্থনা করিবে তাহা পূর্ণ করিব তোমার নিকটে [illegible] রক্ষা করিতে পারি [illegible] রামকে পরিত্যাগ

করিতে পারি না। কৈকেয়ি প্রসন্না হও, আমি অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম, আমি পতিব্রতে। আমি এক্ষণে ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্না হও রাজা দশরথ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারম্বার এই রূপে সাধ্যসাধনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তিনি কৈকেয়ীকে প্রতিকূলবাদিনী দেখিয়া পুনর্ব্বার বিচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন।

ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশম সর্গঃ।

একাদশ সর্গ।

কৈকেয়ী ভর্ত্তাকে ভূতলে স্পন্দহীন পতিত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন আর্য্য, আপনি আমাকে বর প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে যেন কুকর্ম্ম বোধে ধরাতলে শয়ন করিলেন কেন, সত্য প্রতিপালন করা আপনার অতীব কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন আমি সত্যবাদী জানিয়া আপনার নিকটে বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। মহারাজাধিরাজ শিবি কপোতের রক্ষার্থ আপনার গাত্রমাংস শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করিয়াছেন সরিৎপতি বেগবান্ হইয়াও সত্য ভঙ্গ ভয়ে কখনই মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না আর রাজর্ষি অলর্ক আপনার নয়ন উৎপাটন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া সত্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন আপনি পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে কাপুরুষের ন্যায় ভীত হইয়া তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেছেন কেন? আপনি রামকে বনে পাঠাইয়া দিন্ যদি অদ্য আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ না করেন তাহা হইলে আমি আপনার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইব।

অযোধ্যাধিপতি কৈকেয়ীর এইরূপ ছলপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিষ্ণুর ছলপাশে বদ্ধ বলিরাজার ন্যায় কৈকেয়ীর ছলপাশ কোন প্রকারেই ছেদন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া গেল ও নয়নদ্বয় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল, তিনি ক্রোধে ও শোকে আরক্ত নয়ন হইয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন অরে পাপীয়সি পতিনাশিনি দুর্ম্মতে! তুমি অতি ক্ষুদ্রাশয়া ও নির্লজ্জা, আমি যথাবিধি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু অদ্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নাই, আর তোমার জন্য নিরপ-

রাধ ভরতকেও পরিত্যাগ করিব। রাজা দশরথ এই রূপ বিলাপ করিতেছেন এই কালে নিশাবসান হইল।

রজনী প্রভাতা হইলে পর সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন রাজন্! রজনী প্রভাতা হইয়াছে গাত্রোত্থান করুন আপনার মঙ্গল হউক, পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগর যে প্রকার উন্মত্ত হন আপনিও সেই প্রকারে সর্ব্বসম্পত্তিতে পূর্ণ হইয়া বর্দ্ধিত হউন। সুমন্ত্রের এই সকল বাক্য শ্রবণে রাজা দশরথের অন্তঃকরণে সাতিশয় দুঃখোদয় হইল। তিনি সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন সূত! আমি স্তবার্হ নহি তুমি আমার স্তব করিতেছ কেন? আমি দুঃখিত রহিয়াছি তাহাতে আবার তুমি ঐ সকল কথা কহিয়া আমাকে আরো দুঃখিত করিতেছ।

সুমন্ত্র প্রভুর এই দীন বচন শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন ইত্যবসরে পাপনিশ্চয়া কৈকেয়ী ভর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন স্বামিন্! এ বিষাদের সময় নহে আপনি প্রাকৃতজনের ন্যায় এরূপ দীন বচন বলিতেছেন কেন? আপনি যদি সত্যসন্ধ হন তবে আমার বাক্য রক্ষা করুন ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রামকে বনে পাঠাইয়া দেউন, আমাকে নিষ্কণ্টক করিলে অদ্যই আপনার শোক শান্তি হইবে।

নরপতি কৈকেয়ীর এই বাক্য তাড়না দ্বারা তাড়িত হইয়া অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায় কাতর হইয়া সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন আমি অজ্ঞানতা বশতঃ কৈকেয়ীর নিকটে সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম সে যাহা হউক আমি এক্ষণে রামকে দেখিবার বাসনা করিতেছি তুমি শীঘ্র তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন কর

কৈকেয়ী রাজার এই বাক্য শ্রবণে সূতকে ত্বরা করিয়া কহিতে লাগিলেন মহারাজ আজ্ঞা করিতেছেন আপনি শীঘ্র রামকে আনয়ন করুন।

অনন্তর সুমন্ত্র দ্বারস্থিত রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রী পুরোহিতগণকে দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন।

ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশ সর্গ।

সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র।

৩২ সংখ্যা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, হে পুত্র! গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বিরা এই প্রকার হব্য কব্যাদি প্রদান দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোককে পরিতুষ্ট করিবেন। এবং অন্নপানপ্রদানে অতিথি ও অভ্যাগত বান্ধবগণকে প্রীত করিবেন। হে পুত্র! সদাচারী গৃহমেধিরা কি ভৃত্য কি ভৃত্যের ভৃত্যবর্গ ও পশু পতঙ্গ কি পশু পক্ষী পিপীলিকা, যাহারা যে প্রাণী হয় তাহাকেও বঞ্চনা করিবেন না, এই নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্ম আমি তোমাকে বলিলাম এই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম যে গৃহস্থ উল্লঙ্ঘন করে সে পাপী হয়।

অলর্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ, আপনি নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ত্রিবিধ কর্ম্ম কীর্ত্তিত করিলেন যাহা পুরুষের কর্ত্তব্য তাহাই আমার হৃদয়ঙ্গম হইল, এক্ষণে সদাচার পদ প্রতিপাদ্য যাহা তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। হে কুলনন্দিনি! অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে বিস্তারিত রূপে বল, যাহা করিলে মানব ইহকালে ও পরকালে সুখী হইতে পারে এমন সদাচার বল।

মদালসা কহিলেন গৃহস্থ সর্ব্বদাই আচার রক্ষা করিবে, আচারহীন ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে অসুখী হয়। যজ্ঞই কর, দানই কর, আর তপস্যাই কর, আচার বিহীন কোন কর্ম্মই পুরুষের শ্রেয়স্কর নহে। যে ব্যক্তি সদাচার পরিত্যাগ করিয়া অনাচারী হয় সে কখন শুভ ফল ভোগী হইতে পারে না আচার নিরত ব্যক্তির যদি কোন পাপ উপস্থিত হয় তাহাও তাহার আচার গুণে বিনষ্ট হইয়া থাকে অতএব হে পুত্র! সেই সদাচারের লক্ষণ আদি তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করি তুমি সেই সদাচার অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ কর।

গৃহমেধিরা ধর্ম্মার্থ কাম স্বরূপ ত্রিবর্গের সাধনে যত্ন করিবে, গৃহস্থের তাহা সিদ্ধ হইলে সকলই সিদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি যে ধন উপার্জ্জন করিবে তাহার চতুর্থাংশ পারলৌকিক কর্ম্মে ব্যয় করিবে অর্দ্ধেক ধনে আত্মপোষণ কুটুম্ব ভরণ ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, অবশিষ্ট চতুর্থাংশ মূলস্বরূপ করিয়া সঞ্চয় করত তাহা যে কোন রূপে বর্দ্ধন করিবে। পুত্র! এইরূপ আচারে অর্থের সাফল্য হয়, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা আছে কোন কর্ম্ম পরকালে ফলপ্রদ কোন কর্ম্মই বা ইহকালে ফলপ্রদ হইয়াথাকে। নিত্যকর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মও অবশ্য করিবে, যেমন ধর্ম্মার্থ কাম পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ হইলেও তাহার অবিরোধ চেষ্টা করিতে হয় নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মেও সেই ব্যবস্থা সকলকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

শুন পুত্র! যে যে কর্ম্ম গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা সবিস্তার বলি, গৃহমেধিরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে জাগরিত হইবে হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ও অর্থোপার্জ্জনের উপায় চিন্তা করিবে পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাহ্য শৌচাদি সমুদায় কর্ম্মাবসানে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন ও আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবে। নক্ষত্রযুক্ত সময়ই প্রাতঃসন্ধ্যার প্রকৃত সময় এবং সূর্য্য যুক্ত সময়ই সায়ং সন্ধ্যার সময়, বিজ্ঞব্যক্তিরা বিশেষ ব্যাঘাত ব্যতীত ইহা কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। আত্মবান ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করিবে, সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইতেছে এমন সময় তাহা নিরীক্ষণ করিবে না, কণ্ডিকাদি দ্বারা দে

[illegible] মহাবল পরা-
ক্রান্ত ছিলেন। কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমা, তৎ-
পুত্র স্বর্ণরোমা, তিনি অতি বিখ্যাত ছিলেন। রাজর্ষি
হ্রস্বরোমার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ জনক,
ইনি কনিষ্ঠ কুশধ্বজ। আমার ধর্ম্মাত্মা পিতা,
আমি জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়া এবং কুশধ্বজকে আমাকে সমর্পণ করিয়া
বনে প্রস্থান করেন, পরে সেই বৃদ্ধ রাজা স্বর্গারূ-
ঢ় হইলে আমি ধর্ম্ম পূর্ব্বক রাজ্য পালন ও স্নেহ পূর্ব্বক
এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের প্রতিপালন করিতে
লাগিলাম। কিছু দিনের পর সাংকাশ্য নামা
পুরীর অধিপতি সুধন্বা বল পূর্ব্বক আমার
এই মিথিলাপুরী অবরোধ করিল। এবং একখানি
লিপি দূত সংযুক্ত আমার নিকটে প্রেরণ পূর্ব্বক বলিয়া
পাঠাইল যদি সেই পদ্মপত্রাক্ষী সীতাকে প্রদান
কর তাহাই নতুবা এই ধনুক দ্বারা তোমার সহিত
যুদ্ধ করিব।

হে মহর্ষে শ্রবণ করুন, আমি অযোগ্য বোধে
তাহাকে কন্যা প্রদান করিলাম না তাহাতে সে
ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল,
যুদ্ধ পরিশেষে আমি তাহাকে সংহার করিয়া
তাহার রাজধানী সাংকাশ্য পুরী আক্রমণ করিয়া
হস্তগত করিলাম এবং তথায় এই কুশধ্বজকে রা-
জ্যাভিষিক্ত করাইলাম।

ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমি ইহাঁর জ্যেষ্ঠ।
এই আত্ম পরিচয় দিলাম এক্ষণে আমি পরম প্রী-
তিত হইয়া [illegible] সীতাকে রামচন্দ্রের
হস্তে উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে প্রদান করিব [illegible]
[illegible] সেই সীতা ও উর্ম্মিলা আপনাদিগের বধূ
হইলেন।

আমার কন্যাও এই কন্যা সদৃশ আপনারা
দেখিলেই পরিতুষ্ট হইবেন। অতএব মহারাজ দশ-
রথ, আপনাদিগের গোদান বিধি সম্পন্ন করিতে
অনুমতি করুন এবং বৈবাহিক শুভ কার্য্যার্থ পিতৃ
কার্য্যাদি করুন. পরশ্ব দিবস উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র
সেই দিবসেই বিবাহ কার্য্য হইবে।

[illegible] জনক বংশ ব্যা-
খ্যান একসপ্ততি সর্গ।

দ্বিসপ্ততি সর্গ।

রাজা জনক ইহা কহিলে বুদ্ধিমান মহামুনি
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সহ কহিতে লাগিলেন। রাজন
ইক্ষ্বাকু বংশ ও বিদেহ বংশ উভয়ই পরস্পর
অনুরূপ বটে সুতরাং এই উভয়ের সম্বন্ধ অতি
উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও উর্ম্মিলা
অনুরূপ যোগ্য হইল অতএব মহারাজ জনক আমি
[illegible] অনুরোধ করিতেছি [illegible]
ও [illegible] রাজা [illegible]
বংশের [illegible] অনুরূপ গুণবিশিষ্ট [illegible]
আছে কুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের নিমিত্ত মহারাজ
সেই কন্যাদ্বয় আমি প্রার্থনা করি সেই কন্যাদ্বয়
রাজা দশরথের অন্য দুই পুত্র ভরত শত্রুঘ্নকে [illegible]
[illegible] প্রদান করুন, মহারাজ ইক্ষ্বাকু বংশ এ
তোমার বংশ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইবে
ইহার পর আহ্লাদের বিষয় কি আছে। রাজা
দশরথের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চারিটি পুত্রই
তুল্য রূপ গুণশালি।

রাজা জনক বশিষ্ঠ মুনির মতানুসারি বিশ্বা-
মিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ঐ
মুনিদ্বয়কে বলিলেন হে, আমাদিগের এই উভয়
কুলই অতি ধন্য হইল যেহেতু আপনারা এই উভয়
কুলের সম্বন্ধকে অনুরূপ বলিতেছেন অতএব যাহা
আজ্ঞা করিতেছেন আমাদিগের তাহা অবশ্য
কর্ত্তব্য। কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়কে ভরত শত্রুঘ্ন বিবা-
হ করুন এক দিবসেই চারি রাজ পুত্র চারি রাজ-
পুত্রীকে বিবাহ করিবেন। পরশ্ব দিবসই উত্তর
ফল্গুনী যুক্ত বিবাহে অতি প্রশস্ত ঐ দিবসে বিবাহ
হইলে প্রজাপতি প্রসন্ন হইবেন।

জনক ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলি পুটে
উভয় মুনিবরকে কহিলেন। মুনিবর আপনারা
আমাকে উত্তম উপদেশ করিলেন, [illegible]
কেন আমি আপনাদিগের শিষ্য শিষ্যের প্রতি
উপদেশ প্রদান কর্ত্তব্য বটে। এক্ষণে উপবে-
শন করুন রাজা দশরথের অযোধ্যাপুরী আপনা-
দিগের যেমন এই মিথিলাপুরীও সেই রূপ জানি-
বেন এক্ষণে যাহা করণীয় তাহা আপনারাই করুন।
ইহা শুনিয়া জনক [illegible] হইলে রঘুকুল প্রদীপ
রাজা দশরথ পরিতোষ পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ,
আপনারা মিথিলাধিপতি উভয় ভ্রাতাই অশেষ গুণ-
শালি ঋষিগণ ও রাজগণ সকলকে পরিতুষ্ট করি-
লেন এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, স্বালয়ে
গমন করি যথাবিধি আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠা-
ন করিতে হইবে ইহা কহিয়া জনকের নিকটে
বিদায় লইলেন পরে মুনি, মন্ত্রি, পুরোহিত প্রভৃতির
সমভিব্যাহারে বাসা বাটীতে গমন করিলেন।
পরে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পর প্রভাতে
গোদান করিলেন। [illegible] গো সকলকে স্বর্ণ
শৃঙ্গ ও কাংস্য দোহে সুসজ্জিত করিয়া এক এক
পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে [illegible] দান করিলেন [illegible]
[illegible] এই রূপে গো দান ক্রিয়া [illegible]
[illegible] বেষ্টিত হইয়া [illegible]
[illegible] পরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় [illegible]
পাইয়াছিলেন।

রক্ষিতা হইয়াছিলেন তিনি কম্বুগ্রীব, অবতনাংশ ও মত্ত মাতঙ্গ তুল্য বলবিক্রমশালী ছিলেন, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে নৃপতি লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন, লোকেরা সেই কীর্ত্তিমান্ শান্তনু চরিত্র দর্শন করিয়া কহিত ইনিই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম. ফলে শান্তনু এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ছিলেন তাদৃশগুণযুক্ত অন্য আর কেহ কখন রাজা হন নাই।

সকল রাজারা সেই শান্তনুকে ধর্ম্মিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ গুণবিশিষ্ট জানিয়া রাজাদিগের রাজ্যে অর্থাৎ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন সকল রাজাই তদধীন হইয়া রহিলেন, সুতরাং তাদৃশ রক্ষিতাকে প্রাপ্ত হইয়া রাজারা শোক ভয় ও বাধা-শূন্য হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং সেই কীর্ত্তিমান্ মহেন্দ্রসদৃশ রাজার শাসনে সকল রাজাই যজ্ঞদীক্ষিত, দানশৌণ্ড যে ক্রিয়া কলাপ নিরত হইলেন। এইরূপ শান্তনু নৃপতি কর্ত্তৃক মহী রক্ষিতা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ববর্ণ স্ব স্ব বর্ণ ধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপর হইল।

ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ সেবা করিত, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুগত ছিল এবং শূদ্রেরা বৈশ্যের পরিচর্য্যা করতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অনুরক্ত থাকিত, শান্তনু রাজা হস্তিনা নগরীতে অধিষ্ঠিত হইয়া আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। শান্তনু ইন্দ্র তুল্য প্রতাপশালী ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী সরলান্তঃকরণ হইয়া দান ধ্যান তপ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপ দ্বারা পরমৈশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন, এবং রাগ-দ্বেষাদি শূন্য হইয়া সর্ব্বমনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, তিনি তেজে সূর্য্যতুল্য, বলে বায়ু সদৃশ, ক্রোধে কৃতান্তোপম এবং ক্ষমাতে পৃথিবীকল্প ছিলেন, হে মহারাজ. এই ধর্ম্মিষ্ঠ শান্তনুর রাজ্যে বরাহ মৃগ ও পশুপক্ষ্যাদিরও বধ হইত না, রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া শান্তনু অপক্ষপাতে প্রজা প্রতিপালন করিতেন তাহাতে রাজ্যমধ্যে সম্যক্‌রূপে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, প্রজালোক মধ্যে সকলই দেবযজ্ঞ ঋষি যজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞার্থে ক্রিয়া করিত অধর্ম্মপূর্ব্বক কোন প্রাণি বধ হইত না. শান্তনু দীন দুঃখী দরিদ্র জন্তু তর এবং পশু পক্ষ্যাদিরও পিতৃ তুল্য হইয়া সমভাবে পালন করিতে লাগিলেন, সেই কুরুবংশীয় রাজ রাজেশ্বর শান্তনু রাজা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইলে কেহ মিথ্যা কথা ব্যবহার করে নাই এবং সকলের মনই দান ও ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল।

শান্তনু রাজা গঙ্গার অন্তর্দ্ধানাবধি আর অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন নাই, ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষ কেবল বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। এতাবৎ কালে গঙ্গা গর্ভজাত তৎ পুত্র বসুর অবতার দেবব্রত গঙ্গা হইতে প্রতিপালিত হইয়া পিতৃ তুল্য রূপ গুণ চরিত্র ও বিদ্যা লাভ করিয়া উঠিলেন, তিনি সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র শিক্ষাতে সুশিক্ষিত এবং অন্যান্য রাজাপেক্ষা মহাবল পরাক্রমশালী ও অপ্রতিম যোদ্ধা হইলেন।

রাজা শান্তনু একদা এক মৃগ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন এবং আসিয়া গঙ্গাতে অল্পজল দেখিলেন। রাজা গঙ্গাকে তাদৃশী কৃশাঙ্গী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কেন পূর্ব্ববৎ ভাগীরথীর প্রবাহ দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব ইহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে ইহা ভাবিয়া কারণান্বেষণ করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে অতি বীর্য্যবান্ সুন্দরাকার এক কুমার তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল রাজা দেখিলেন ঐ ইন্দ্র তুল্য কুমার দিব্য অস্ত্র প্রয়োগে গঙ্গাকে একেবারে রোধ করিয়াছে পরে মোচন করিয়া জল প্রবাহের বেগ বর্দ্ধন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে। রাজা কুমারের সেইরূপ দিব্যাস্ত্র কুশলতা নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন সেই কুমারকে জাত মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। কুমার পিতাকে দেখিয়া মায়া দ্বারা মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। পরে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গঙ্গাকে সেই কুমার দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গা উত্তম রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই অলঙ্কৃত কুমারের দক্ষিণ কর ধারণ করিয়া রাজাকে দেখাইলেন রাজা নানালঙ্কারালঙ্কৃত দিব্য বস্ত্র পরিহিতা হৃষ্টপুষ্টা গঙ্গাকে ইদানীং দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না।

পরে গঙ্গা কহিলেন, হে পুরুষ প্রধান! আমাকে চিনিতে পারিলে না, এটি তোমার পুত্র আমার অষ্টম গর্ভজাত, এ সন্তানকে তুমি আমাকে দিয়াছিলে এতাবৎ কাল আমি এরে প্রতিপালন করিলাম এক্ষণ তুমি ইহাকে গ্রহণ কর গৃহে লইয়া যাও, এ সন্তান সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে বশিষ্ঠ নিকটে সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছে, এ অতি বীর্য্যবান্ সন্তান, যুদ্ধে দেবরাজ তুল্য মহাধনুর্দ্ধারী ও অস্ত্র প্রয়োগ কুশল, দেবগণের ও অসুরগণের সহিত যুদ্ধে সমর্থ শুক্রাচার্য্য যে সমস্ত অস্ত্র বিদ্যা জানেন মহাত্মা দেবগণ গুরু বৃহস্পতি

সে যে অস্ত্র বিদ্যা অবগত আছেন এই সন্তান সেই সমস্ত বিদ্যাই বিশারদ। অধিক কথা কি মহারাজ, পরম প্রতাপান্বিত দুর্জ্জয় ভগবান্ জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্র বিদ্যা জানেন তোমার এই মহাত্মা সন্তানে তাহা সকলই বর্ত্তমান্ আছে এই বীর সন্তানকে এক্ষণে গ্রহণ কর এ অপ্রতিম ধনুষ্মান্ বীর্য্যবান্ পুত্র পরম জ্ঞানী এবং রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা চতুর ইহাকে গৃহে লইয়া গমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা গঙ্গার আদেশে সেই আদিত্য প্রতিম তেজস্বী আত্ম সন্তানকে গ্রহণ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

পৌরব রাজা শান্তনু, আত্ম প্রতিম পুত্র লাভে মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া অমরাবতী তুল্য হস্তিনা নগরীতে প্রবেশ করিলেন সংগে মন্ত্রি পৌরামাত্য প্রভৃতিকে কহিয়া সেই গুণবান্ মহাত্মা পুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষেক করিলেন।

হে মহারাজ, শান্তনু সন্তান দেবব্রত প্রজা প্রতিপালন পরায়ণ হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে সুচরিত্র দ্বারা রাজাকে প্রীত অমাত্যদিগকে ও প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিলেন। সেই মহীপতি শান্তনু স্বপুত্র দেবব্রতের সহিত সুখে বৎসর চতুষ্টয় যাপন করিলেন, একদা তিনি বনে গমন করিয়া যমুনা তীরে পর্য্যটন করিতেছেন হঠাৎ তাঁহার নাসারন্ধ্রে এক আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব গন্ধ প্রবেশ করিল, এ অচিন্ত্যপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গন্ধ কোথা হইতে আসিল ইহা তথ্যানুসন্ধানার্থ রাজা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এক দেব কন্যা তুল্য দাস কন্যাকে দেখিলেন এবং দর্শন করিবা মাত্র সেই কমনীয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুন্দরি, তুমি কে কাহার তুমি এস্থানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ, কন্যা কহিল মহাশয় আমি দাসকন্যা আমার পিতা দীবরের রাজা তাঁহার আজ্ঞানুসারে এই ধীবর জাতীয় ব্যবসায় তরী চালন কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

রাজা সেই দাস নন্দিনীকে রূপ মাধুর্য্য ও শরীর সৌন্দর্য্য এবং মনোহর গাত্র গন্ধে সুসংযুক্তা দেব কন্যার ন্যায় দেখিয়া কামবাণে পরিপীড়িত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার নিকটে গমন করিয়া আপনার নিমিত্ত সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন।

দাসরাজ রাজাকে কহিলেন মহারাজ যখন কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তখনি প্রদেয় বটে কিন্তু মহারাজ, ইহার পূর্ব্বে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে যদি আপনি এই কন্যাকে ধর্ম্ম পত্নী করিতে ইচ্ছা করেন তবে এ বিষয়ে সত্য করুন আপনি সত্যবাদী সত্য করিলে কখন তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না সত্য করিলেই আমি কন্যা প্রদান করিব তাহার সন্দেহ নাই কেননা মহারাজের তুল্য বরপাত্র আমি আর কোথায় পাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সত্য করুন, রাজা কহিলেন, দাস তোমার প্রার্থনায় আমি এই ব্যবস্থা করিতেছি। তোমার অভিলষিত বর যদি প্রদান করিতে সমর্থ হই তবেই কন্যা গ্রহণ করিব নতুবা করিব না, দাস কহিল তাল তাহাই স্থির, মহারাজ আমার প্রার্থনা এই কন্যার গর্ব্ভে যে সন্তান হইবে সেই রাজা হইবে অন্য পুত্র রাজা হইবে না যদি ইহা আপনি স্বীকার করেন কন্যাগ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা কামবাণে পরিপীড়িত হইয়াও সেই দাসের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক দাস কন্যাকে মনেং চিন্তা করতঃ দুঃখিতান্তঃকরণে রাজপুরী প্রবেশ করিলেন এবং তদবধি বিমনায়মান্ থাকিলেন একদা দেবব্রত পিতাকে নিতান্ত চিন্তা সন্তপ্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পিতঃ, আপনি বিমনা কেন, সর্ব্ব প্রকারেই আপনার মঙ্গল, সকল রাজারা বশীভূত, তবে কি নিমিত্তে আপনি দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তা করিতেছেন কেন ইবা আলাপ করিতেছেন না আর অশ্বারোহণে গমন করেন না ক্রমে বিবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন, এ কি ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে বলুন আমরা তাহার প্রতীকার চেষ্টা করি।

দেবব্রত ইহা কহিলে রাজা কহিলেন বৎস, যথার্থ আমি চিন্তিত হইয়াছি, তুমি আমার এই সুবিস্তার ভরত কুলে একমাত্র পুত্র, অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শী এবং পৌরুষাবলম্বীও বট কিন্তু লোকের শরীরের অনিত্যতা দেখিতেছি, যদি কোন রূপে তোমার শরীরের অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলেই আমার বংশ বিলয়প্রাপ্ত হইবে, তুমি এক সন্তান শতপুত্রাপেক্ষাও অধিক সত্য কথা কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রবাদিরা এক পুত্রও অপুত্র ব্যক্তিকে তুল্য রূপেই গণনা করিয়াছেন, পুত্র হইতে সংসারিদিগের পরম ধন আর কিছুই নাই, অগ্নিহোত্র বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সকলই সন্তান হইতে নিবৃত্ত হয়, যাহার সন্তান আছে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণবান্ তাহার সন্দেহ

৩৩ সংখ্যা।

মৎস্য পুরাণ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তদনন্তর নহুষাত্মজ যযাতি রাজা পুরু কর্ত্তৃক যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইলেন এবং বিষয় সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন যথা কালে যে-প্রকার উৎসাহ করিতে হয় আর যদ্রূপ অভিলাষ তাহাও সম্পূর্ণ করিতেন ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কর্ম্মে আসক্ত হইতেন না এবং যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগকে সর্ব্বদা সন্তোষ জন্মাইতেন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করণক পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতেন, আর সকলের প্রতি অনুগ্রহ করাছিল, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে ইষ্ট কামনা করিয়া দীয়মান্ দ্রব্য সকল দান করিতেন, অতিথিদিগের অন্ন পানীয় দান করিয়া প্রতিপালন করা হইত, অনৃশংস হইয়া শূদ্র সকলকে রক্ষা এবং দস্যুদিগের নিগ্রহ করা তাঁহার এই কর্ম্মই ছিল, সুশাসন দ্বারা সকল প্রজার অনুরঞ্জক ছিলেন।

যযাতি রাজা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীর পালন করিতেন সিংহের সদৃশ বিক্রান্ত আর সকল বিষয় তাঁহার গোচর ছিল অবিরোধে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইতেন হে পার্থিব, তিনি সকল শুভ কামনা প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত ছিলেন, তদনন্তর সহস্র বর্ষগত হইলে কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাদি ত্রিকালজ্ঞ সেই রাজা পরিচিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্মরণ হইল যে আমার পূর্ণকাল প্রাপ্ত হইয়াছে পরে কনিষ্ঠ প্রিয় পুত্র পুরুকে কহিলেন হে পুত্র, তুমি আমার নিকট স্বীয় যৌবন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং যদ্রূপ উৎসাহ যেমন অভিলাষ সেই প্রকার বিষয় সুখে সেবিত হও পূর্ব্ববৎ প্রীতি প্রাপ্ত হউক তোমার ভদ্রং হইবে এই যৌবন গ্রহণ কর। এই রাজ্য গ্রহণেরও যোগ্য হও আর সর্ব্বদা প্রিয় কর্ম্ম করিতে রত থাক।

শৌনক কহিলেন, সেই জরাগ্রস্ত রাজা যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে নিজ যৌবন প্রদানানন্তর আপন রাজ্যে অভিষেক করিতে কামনা করিলেন ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ এতদ্বচন শ্রবণ করিয়া নৃপ সত্তম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইল কিপ্রকারে দেবযানী পুত্র অথচ শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র জ্যেষ্ঠ যদুকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্য প্রদানে সম্মত হইলেন, এবং শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্য তাহাকেই বা কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ রাজ্যাভিষেকের যোগ্য হইল, এই সকল হিত বোধ বাক্য মান্য করিয়া স্বধর্ম্মের অনুপালন করা হয়।

যযাতি কহিলেন। ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ বর্ণ সমূহ সকলে শ্রবণ করুন, জ্যেষ্ঠের প্রতি আমার রাজ্য প্রদান করা কেন না হইল তাহার কারণ বলিতেছি, মম জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই যে সন্তান পিতার প্রতিকূলাচরণ করে পণ্ডিত গণের সম্মত সেই পুত্র কখন সৎপুত্র বলা যাইতে পারে না।

জ্যেষ্ঠ সন্তানগণ কর্ত্তৃক আমার বাক্য অগ্রাহ্য হইলে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু মদ্ভক্তিকে সম্মান পূর্ব্বক প্রপূজিত করিয়া লইল এবং কবি শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক এবম্ভূত বরও প্রদত্ত হইয়াছে যে পুত্র তোমার জরা রোগ গ্রহণ করিবে এবং অনুবর্ত্তিত হইবেক তিনিই পৃথিবীপতি হইবেন। তন্নিমিত্ত আমি প্রিয় পুত্র পুরুকে রাজ্যেঅভিষেক করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন। যে পুত্র গুণসম্পন্ন হন মাতা পিতার হিত সাধনে তৎপর, তিনি কনিষ্ঠ হইলেও কল্যাণকারী সকল বিভবের অধিকারী এবং প্রভু হইতে পারেন। পুরু তোমার প্রিয় সন্তান আর প্রিয়কর্ম্ম করিয়াছে

অতএব এই রাজ্য তাহারই হইবেক বিশেষ শুক্রাচার্য্যের বরদানে তিনিই ভূপতির যোগ্য হইবেন ইহা অন্যথা করিতে কাহার শক্তি আছে।

শৌনক কহিলেন। অনন্তর পুরুরাজা জনপদ দ্বারা পরিতুষ্য হইয়া যযাতির প্রীতি ভাজন হইলে আত্মজকে স্বরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

এই প্রকার প্রিয় পুত্র পুরুকে রাজ্য প্রদান করিয়া বনবাস নিমিত্ত দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে রাজা তাপস ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে পুরী হইতে বহির্গমন করিলেন

পিতৃ মন্যাগ্রস্ত হইয়. জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু এবং তদ্বংশ জাত কেহই রাজা হইতে পারিলেন না তুর্ব্বসু কর্ত্তৃক যবন জাতির উৎপত্তি হইল। শর্ম্মিষ্ঠা পুত্র দ্রুহ্য দ্বারা ভোজবংশের সৃষ্টি হয় আর কনিষ্ঠ অনু হইতে সমস্ত ম্লেচ্ছ জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল।

কনিষ্ঠ পুরুরাজা হইতে যাবতীয় পৌরব বংশ সম্ভূত হয় যে বংশে অর্জ্জুন মহাশয়ের জন্মগ্রহণ হইয়াছিল. এই প্রকারে সহস্র বর্ষ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ইতি মৎস্যপুরাণে যযাতি চরিত নাম চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

গরুড় পুরাণ।

একবিংশ অধ্যায়:

সূত কহিলেন, হে মহামুনে! এক্ষণে আসন পূজা প্রকরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন, প্রথমে ওঁ, হ্রাঁ. শ্রীঁ. ক্লেং, ক্লৌঁ. এই মন্ত্র দ্বারা অনন্ত শক্তি পাদুকার পূজা করিবেক, তদনন্তর ওঁ. হ্রাঁ, শ্রীঁ, ক্লেঁ, ক্লৌঁ. এ মন্ত্রে আধারশক্তি পাদুকার পূজা করিয়া ওঁ, হ্রুঁ, মন্ত্রে কালাগ্নি রুদ্র পাদুকার পূজা হইবে, তৎপশ্চাৎ হ্রীঁ, হ্রুঁ, হাটকেশ্বরদেবের পাদুকার পূজা করতঃ ওঁ হ্রীঁ শেষ ভট্টারক পাদুকার পূজা করিবেক. ওঁ হ্রুঁ, শ্রীঁ এই মন্ত্রে পৃথিবী তদ্বর্ণ ভুবন, দ্বীপ. সমুদ্র, দিক্ অনন্তাখ্য আসন; পদ্মাসন, ইহাদের অর্চ্চনা করিয়া হ্রীঁ, শ্রীঁ, মন্ত্রে নিবৃত্ত্যাদি কলা পৃথিব্যাদি-তত্ত্ব অনন্তাদি ভুবন, মকারাদি বর্ণ, হকারাদি নবাত্মক, এই সকল অর্চ্চিত হইবে, অনন্তর সদ্যোজাতাদি মন্ত্র করণক হৃদাদি অঙ্গের পূজা করিবে।

এবং মহেশ্বর মন্ত্র দ্বারা শক্তি বিদ্যাত্মক পরামৃতার্ণব সকল দিক্‌সমস্ত শিব সহিত অর্ণব পয়ঃ পূর্ণ উদধি পঙ্ক শ্রীযুক্ত আস্পদাত্মক ইহাঁরাও পূজিত হইবেন, পরন্তু বিদ্যা পূর্ণজ্ঞত্ব কর্ত্তা লক্ষণ এবং জ্যেষ্ঠ. চক্র রুদ্র শক্ত্যাত্মক কার্ত্তিক নবশক্তি শৈবাদি রাশি শিবাদি শক্তি ইহাঁদের মূলমন্ত্র দ্বারা পূজা হইবে আর মণ্ডলত্রয় ধ্বজাত্মক স্তম্ভ্য পদ্মাসন পাদুকার পূজা করিয়া আসনকে শুচী করিবেক।

ইতি গরুড় পুরাণে আসন পূজা বিধি একবিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

ষড়্‌স্ত্রিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন মাতা মদালসা কর্ত্তৃক অলর্ক এইরূপে উপদিষ্ট হইলেন পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে তিনি দার পরিগ্রহ করিয়া তদ্গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করিলেন এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আহুতি দ্বারা দেবগণকে প্রীত করিলেন।

তিনি নিরন্তর পিতৃ মাতৃ শুশ্রূষা করিতেন, বহু কাল অতীত হইলে আপনার চরম বয়স্ সমুপস্থিত জ্ঞানে রাজ্যে পুত্রকে রাখিয়া স্বয়ং ভার্য্যা সহ ধর্ম্মাচর্য্যা করণার্থ বন গমনে সমুদ্যত হইলে মদালসা তাঁহাকে বন প্রস্থানে নিষেধ করিয়া কহিলেন বৎস. কিছুকাল আরো রাজ্য সুখ সম্ভোগ কর এখনও তোমার চিত্ত [illegible] হয় নাই তুমি বন গমনের উপযুক্ত হও নাই।

তুমি রাজ্যে অবস্থান কর সংসারাশ্রম অবিশ্রাম দুঃখ ভাজন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া তৎপরিত্যাগ করা গৃহির পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে যৎকালে কোন বন্ধু বান্ধব বিয়োগজনিত দুঃখ সমুপস্থিত হইয়া কিম্বা যুদ্ধে শস্ত্রবিদ্ধ হইয়া যাতনা পাইবে অথবা প্রভু নাশজনিত ক্লেশে নিমগ্ন হইবে তখন সেই সকল দুঃখকে যত অন্তঃকরণ হইতে অন্তর করিতে পার করিবে, দুঃখ অনুভব করাই দুঃখের কারণ নতুবা পৃথিবী দুঃখদায়ক নহে এমত কিছুই নাই পরমাহ্লাদপ্রদ পুত্রও দুঃখ সাধন হইয়া উঠে এই কথা সম্যক্ মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ ও ধারণ কর আর আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীয়ক দিতেছি ইহার মধ্যে এক খণ্ড পত্র আছে ঐ পত্র অতি সূক্ষ্মাক্ষরে লিখিত যখন তুমি সাংসারিক দুঃখে অত্যন্ত আবৃত হইবে তখন ইহা উন্মোচন পূর্ব্বক দৃষ্ট করিবে।

অড় কহিলেন। মদালসা পুত্রকে ইহা কহিয়া এবং বহুবিধ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক রাজ্যে অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিয়া স্বয়ং বনে গমন করিলেন। মাতা বনে গমন করিলে অলর্ক পুনর্ব্বার রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে ঔরস পুত্রবৎ প্রজা প্রতিপালনে দীক্ষিত হইলেন, এবং দুষ্ট প্রতি দণ্ড বিধান শিষ্টের পালন করতঃ কিছুকাল মধ্যে প্রজাদিগের অনুরাগ ভাজন হইয়া উঠিলেন। ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে বিবিধ যজ্ঞাদির আয়োজন করিয়া আহুতি দ্বারা দেবগণের তর্পণ করিলেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মাত্মা সৎপথাবলম্বী পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। এইরূপে রাজা অবিরোধে ধর্ম্মার্থ কাম সমুপার্জ্জনে রত থাকিয়া বিবিধ বৈষয়িক সুখানুভবে অন্তরাত্মাকে সমর্পণ করিলেন।

এই প্রকারে কিয়দ্বর্ষ অতীত হয় কিন্তু বিষয় ভোগাসক্ত সেই মহীপতির মনে কোন রূপে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল না তিনি অনবরত চর্ব্বিত চর্ব্বণের ন্যায় বিষয়ানুশীলনেই নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ধর্ম্মোপার্জ্জনেও জলাঞ্জলি দিয়া নানা বিধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হওত সৎকথা সচ্চর্চ্চা সদালাপ সকলি পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিষয় বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তিনি স্রক চন্দনাদি নানা বস্তু সম্ভোগে একান্ত আসক্ত হইয়া রাজকার্য্যেও শৈথিল্য প্রদান করিলেন, প্রজাপালন পরিবর্ত্তে প্রজা পীড়নই তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত বিলাসী হইয়া প্রজাগণের বিলক্ষণ বিরাগভাজন হইলেন।

কয়দ্দিবস মধ্যে তাঁহার এক ভ্রাতা বনে অবস্থান করিতেন, তিনি তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং সাহায্য প্রার্থনায় কাশী রাজের আশ্রয় লইলেন। শরণাগত প্রতিপালক কাশীরাজ তাঁহার প্রার্থনানুসারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং অলর্কের প্রতি দূত প্রেরণ করিলেন দূত আসিয়া অলর্করাজাকে কহিল আপনি আপন ভ্রাতাকে রাজ্য প্রদান করুন নচেৎ কাশীরাজ আপনকার সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিবেন।

অলর্ক দূত বাক্য শুনিয়া কহিলেন আমি এবাক্যে রাজ্য প্রদান করিতে পারি না আমার অগ্রজ ভ্রাতাকে এস্থানে প্রেরণ কর তিনি আসিয়া আমার নিকটে রাজ্য প্রার্থনা করিলে আমি তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিব স্বীকার করিলাম। নতুবা আক্রমণ বা ভয় প্রদান করিলে অত্যল্প ভূমিও আমি তাঁহাকে প্রদান করিব না।

দূত আসিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলে তদ্ভ্রাতা যাচ্ঞায় সম্মত হইলেন না যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন যেহেতু প্রার্থনা করাতে ক্ষত্রিয়ের বিলক্ষণ অবমাননা আছে, বীর্য্য দ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত হয় তাহাই তাঁহাদিগের সম্মান সূচক।

অনন্তর সংযোজিত সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে কাশীরাজকে সঙ্গে করিয়া ভ্রাতৃ সাম্রাজ্য আগমন পূর্ব্বক সেই রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার সামন্তগণকে সাম দান ভেদ দণ্ড দ্বারা ক্রমে বশীভূত করিয়া রাজ্য দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। অলর্করাজের অধিক সৈন্য ছিল না সুতরাং অত্যল্প দিন মধ্যে তাঁহার সৈন্য ক্ষয় ও কোষ ক্ষয় হইতে লাগিল তাহাতে তিনি নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া সবিষাদিত চিত্তে চিন্তায় মগ্ন হইলেন, ও এতাদৃশ অনিবার্য্য বিপৎ সমুপস্থিত দেখিয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। পরে তাঁহার মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়ক বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা উন্মোচন করিয়া পত্র বহিষ্কৃত করতঃ মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলেন।

পত্রে লিখিত ছিল, "সাংসারিক তত্ত্বপ্রতিবিশেষ ক্লেশ সাগরে অন্তরাত্মা নিক্ষিপ্ত হইলে সৎসঙ্গ সেবা ব্যতীত কোনরূপেই অন্তঃকরণ স্থিত হয় না অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃখরূপ মহারোগের পরম ঔষধ স্বরূপ যে সৎসঙ্গ তাহা করিতে সর্ব্বদা রত থাকিবেন।

পত্র পাঠ মাত্রে অলর্কের বিলক্ষণ জ্ঞানোদয় হইল তিনি অকিঞ্চিৎকর ও পরিণাম বিরস সংসার বাসনাকে একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া অরণ্যে গমন করিলেন ও তথায় সাধু ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ও তাঁহাকে কুটীরোপবিষ্ট দেখিয়া কৃতার্থ বোধে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদরে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন "ব্রহ্মন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন আমি আপনার শরণাগত, আমি অত্যন্ত দুঃখী বিষয়াসক্তচেতা আমার দুঃখ নিবৃত্তি করুন।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! অদ্যই আমি তোমার দুঃখ দূর করিব, তুমি যথার্থ বল

তোমার কি দুঃখ উপস্থিত কোন দুঃখের প্রতিকার করিতে হইবে।

জড় কহিলেন, মহাত্মা দত্তাত্রেয় এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বুদ্ধিমান্ রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন নানাবিধ দুঃখ আছে সত্য কিন্তু আত্মার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, কোন সম্বন্ধই নাই তবে আমি কেন দুঃখী হইয়াছি। রাজা এইরূপ পুনঃপুন বিবেচনা করিয়া আপনাকেই আপনি উপহাস করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। আমি পৃথিবী নই, জল নই, তেজঃ নই, বায়ু নই, আকাশও নই, এই পাঞ্চাত্মক অসার পুঞ্জ দ্বারা এই প্রপঞ্চ দেহ পিঞ্জর প্রস্তুত হইয়াছে এশরীরেই আ সুখ বা দুঃখের সম্বন্ধ নাই যেহেতু ক্ষিতিতন্মাত্র জলতন্মাত্র, তেজস্তন্মাত্র বায়ু তন্মাত্র ও আকাশতন্মাত্র, এই পঞ্চ তন্মাত্রেই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকল তন্মাত্রে অণুমাত্রও সুখ দুঃখের সম্বন্ধ নাই, সুখ দুঃখ কেবল মনেরই ধর্ম্ম মনেই অবস্থিত আছে তাহাতেই বা ক্ষতি কি আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কারও নই মনোবৃত্তি সুখ দুঃখ আমাতে কেন সম্বন্ধ হইবে আত্মার অস্থি মাংস শুক্র শোণিতাদি কিছুই নাই সুতরাং তাঁহার প্রতি আঘাত বা তাঁহার বিনাশ কদাচ সম্ভবে না তিনি নিত্য নিরাময় ও এক, যেমন ঘটাকাশ পটাকাশের ভেদ থাকিলেও প্রকৃত আকাশ অভিন্ন আত্মাও সেই রূপ তবে আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান কেবল ভ্রান্তি মাত্র কোন কার্য্যকারক নহে।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ দত্তাত্রেয় ও অলর্কের সম্বাদ ষড়্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়।

বরাহ পুরাণ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

প্রজাপাল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে দ্বিজ! জ্যোতিঃ সম্বন্ধীয় শরীরের যে মূর্ত্তি গ্রহণ কি প্রকারে হইল, হে দ্বিজোত্তম! এতদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা ছেদন করুন।

মহাতপা কহিলেন, যে আত্মজ্ঞান শক্তি সনাতন স্বরূপ একি, যে কালে সেই জ্ঞান শক্তি দ্বিতীয় রূপ ইচ্ছা করেন তৎকালে একটী তেজঃ সমুত্থিত হইল, তিনিই এই দীপ্তিমান্ সূর্য্য এবং মহাত্মন্ সূর্য্য সেই লোলীভূত তেজে অদ্যাপি দেবর্ষি দেবগণ জ্যোতিঃ দ্বারাও জগত্রয় ভাসমান্ করিতেছে, সেই তেজে সকল দেবতা সিদ্ধ গণ দেবতা সমুদয় মহর্ষি কর্ত্তৃক তৎতেজে সম্ভূত হইলেন তিনিই সূর্য্য হন, সেই লোলিভূত তেজে আশু একটী শরীর হইল, এবং বেদবাদিগণ সেই সূর্য্যকে পৃথকত্ব হেতু রবি বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, যেহেতু তিনি আকাশে উত্থিত হইলেন এই কারণে সকল লোকে তাঁহাকে ভাস্কর কহিয়া থাকে, আর প্রকর্ষ প্রভা জন্য প্রভাকর বলিয়াও উক্তি করে, দিবা ও দিবস এই যে উক্ত আছে তৎকারিত্ব হেতু দিবাকর বলে, সর্ব্ব জগৎ সম্বন্ধের আদি সেই হেতু আদিত্য কহে, এতৎ সম্বন্ধীয় তেজ দ্বারা পৃথক্ রূপে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হইল, তন্মধ্যে একি প্রধান হইয়া এই জগৎকে পরিবর্ত্তন করিতেছেন।

এই প্রকারে পরমেশ্বর জগদ্ব্যাপ্তি করিলে তদ্দর্শনানন্তর তাঁহার অন্তরস্থিত দেবগণ বিনির্গত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে প্রভাকর, আপনি এই জগতের প্রসূতি, ও পুরাণ পুরুষ এবং বিশ্বের প্রলয় সময়ে হংসি রূপ হইয়াছ আমাদের রক্ষা করুন, আর আপনি নিরন্তর এই বিশ্বেতে সম্যক্ প্রকার উত্থিত হইতেছে অতএব তোমাকে নিত্য প্রণাম করি, আমাদিগকে ত্রাণ করুন, হে সূর্য্য! সর্ব্বথা প্রকারে তোমা কর্ত্তৃক বিস্তৃত তেজে প্রতাপিত করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন

হে দিনকর! তুমি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে স্থিত এবং বেগ যুক্ত হওয়াতে কালাক্ষমও আপনি হইয়াছেন, তুমিই প্রভাকর, রবি, আদিদেব, তব সম্বন্ধে এই চরাচর আত্মা সম, আর আপনি পিতামহ, বরুণ, যম, ভূত, ভবিষ্যৎ সিদ্ধগণ ইহা কহিয়াছেন।

হে বিবিধধ্বংসনবেদমূর্ত্তে, সর্ব্বদা আমরা শরণাগত অতএব আমাদিগকে রক্ষা করুন, হে দেব, আপনি বেদান্ত বেদ্য, এবং সকল যজ্ঞেরই হূয়মান্ দেবতা, বিষ্ণুও তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, হে সুরনাথ, শম্ভো, ভক্তি দ্বারা সমুদয় দেবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার স্তুত হইলেন, এক্ষণে সকল দেবতাকে প্রতিপালন করুন।

তদনন্তর দেববৃন্দ হইতে এবম্প্রকার উক্ত হইলে পরে দিননাথ সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং আশু দেবতা সম্বন্ধে মহাপ্রভ প্রকা-

শত্রু প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল সুর সমূহের তোমা কর্ত্তৃক যে দহন তাহা শমতা পাইল।

অতএব পৃথিবীতে সপ্তমী তিথি নিশ্চিত করিয়া সূর্য্যের মূর্ত্তির কৃতবান্ হইলে যে পুরুষ ভক্তি দ্বারা তাঁহার উপাসনা কিম্বা পূজা করিবেক, তৎসম্বন্ধে এই ভাস্কর ইষ্ট ফল প্রদান করেন, হে রাজন্, তোমার নিকট এই সকল পুরাতন সূর্য্যাখ্যান কথিত হইল. এক্ষণে আদি মন্বন্তরের মাতৃ সম্বন্ধীয় যে বৃত্ত তাহা শ্রবণ করুন।

ইতি বরাহ পুরাণে আদিত্যোৎপত্তি পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

মহাতপা কহিলেন, পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে মহাবলবান্ অন্ধক নামা এক দৈত্য ছিল. সে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া সমুদয় দেবগণকে বশীভূত করে. দেবতারা অন্ধক দৈত্য ভয়ে ভীত হইয়া তদ্দ্বারা সুমেরু পর্ব্বত পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন, তদনন্তর ব্রহ্মা সমুদয় অমর বৃন্দকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি নিমিত্তে তোমাদিগের আগমন করা হইল আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক বল।

দেবগণ বলিলেন, হে জগৎপতে, আমরা সকলে অন্ধক দৈত্য কর্ত্তৃক অতিশয় পীড়িত হইয়াছি. অতএব হে পিতামহ, চতুর্ব্বক্ত্র, আপনাকে নমস্কার করি. আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরসত্তমগণ! অন্ধকাসুর হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করণে আমি শক্ত নহি কেবল শরণার্থি হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করহ, তিনিই ইহার প্রতীকার করিতে পারেন. কিন্তু পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক দত্ত বরে সেই দৈত্য সকলের অবধ্য হইয়াছে, আর তাহার শরীর পৃথিবী স্পর্শ করিবে না অর্থাৎ পৃথিবীর অবধ্য হইবে, কেবল তৎসম্বন্ধে এক বলবান্ পুরুষ রুদ্র আছেন, তিনিই শত্রুদিগের সন্তাপ জনক এবং তাহার হন্তা হইতে পারেন।

তদনন্তর ব্রহ্মা এই প্রকার উক্তি করিয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে কৈলাশ নিলয় প্রভু মহাদেবের নিকট গমন করিলেন, কৈলাশনাথ রুদ্র [illegible] সহিত সুর সমুহের সন্দর্শন হইলে প্রভু [illegible] ক্রিয়া করণানন্তর ভুবনেশ্বর ব্রহ্মার প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন।

শম্ভু কহিলেন, কি কার্য্যের নিমিত্তে সকল দেবতা আমার নিকট আগমন করিয়াছ, যেহেতু আমা হইয়াছে সত্বর তৎকার্য্যে আজ্ঞা কর, আমি আশু তাহা করিতেছি।

হে দেব! বলবান্ দুষ্টচেতা অন্ধক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর. যে কালে সকল দেবতা এবং ব্রহ্মা সর্ব্বেশ মহাদেবের প্রতি এই কথা কহিতেছেন, সেই কালে মহৎ সৈন্য সঙ্গে করিয়া অন্ধক তথায় আগমন করিল, অন্ধক চতুরঙ্গ সেনার সহিত বলের দ্বারা যুদ্ধে শিবকে হত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা যে গিরিসুতা তাঁহাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিল, সহসা আগত হইয়াছে যে দেবশত্রু প্রহারিন্ অন্ধক তাহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবগণ অস্ত্রকর্ণি ধারণ করিয়া মহাদেবের অনুচর হইলেন, রুদ্র ও বাসুকী, তক্ষক, ধনঞ্জয়, এই সকল নাগগণকে চিন্তা করিলেন, ধ্যান মাত্রেই তাহারা উপস্থিত হইলে মহেশ্বর, বলয় আর কটি সূত্র করিলেন। এবং সময়ে নীল নামা দৈত্য শ্রেষ্ঠ শিব সন্নিধানে হস্তী রূপ হইল, সেই অদ্ভুত হস্তী রূপী শত্রু সত্বর আগত দেখিয়া নন্দী কর্ত্তৃক দৈত্যের তদ্রূপ জ্ঞাত হইলে বীর ভদ্রকে দেখাইল, বীরভদ্রও সিংহরূপ হইয়া শীঘ্র তাহাকে আহত করতঃ তৎ সম্বন্ধীয় প্রভা বিশিষ্ট যে চর্ম্ম আশু তাহা বিদারণ করিয়া বীরভদ্র রুদ্রকে অর্পণ করিল, সেই চর্ম্ম মহাদেব বসন করিলেন, তদবধি মহেশ গজ চর্ম্মাম্বরধারী হইলেন, ঐ গজচর্ম্ম পট হইয়া ভুজঙ্গাভরণে তাঁহার উজ্বল শোভা হইল।

তদনন্তর শূল এবং বাণ গ্রহণ করিয়া মহাদেব সগণ অন্ধকের প্রতি ধাবমান্ হইলেন, এই রূপে দেবতা এবং দানবেরা মহৎ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল, আর ইন্দ্রাদি লোকপাল, স্কন্দ সেনাপতি এবং অন্যান্য দেবগণও তৎকালিন সমরে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, মহর্ষি নারদ এইরূপ সন্দর্শন করিয়া অতি সত্বর নারায়ণের প্রতি গমন করিল, কৈলাসে দানবের সহিত সুর সমূহের মহৎ যুদ্ধ বিবরণ নারদ ভগবান্কে কহিলে গরুড়স্থ জনার্দ্দন তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ চক্র গ্রহণ করতঃ সেই স্থলে আগমনানন্তর দানব সহ সমরারম্ভ করেন।

তদনন্তর দেবতারা আগমন করতঃ যুদ্ধে হরি কর্ত্তৃক আপ্যায়িত দেখিয়া বিষন্ন বদনে সকলে পলায়ন পরায়ণ হইলেন, সমর স্থলে দেবতাদিগের ভগ্নোৎসাহ হইলে সেইহেতু স্বয়ং রুদ্র এবং অন্ধকাসুর সহ লোমহর্ষণ মহৎ যুদ্ধ হইতেছিল, তৎস্থলেই মহাদেবও সেই দৈত্যকে

ত্রিশূল দ্বারা বারং হনন করিতে লাগিলেন, তাহার হত জন্য যে রক্ত ভূতলে পতিত হইল তদ্রূপ অসংখ্য অন্ধক জন্মাইল, অন্ধক যুদ্ধে এবম্প্রকার মহদাশ্চর্য্য সন্দর্শনানন্তর পরমেশ্বর রুদ্র শূলের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই রূপ হইলে অন্যান্য যে সকল অন্ধকের প্রতিরূপ জন্মাইতেছিল, পরমেষ্ঠি নারায়ণ কর্তৃক চক্রের দ্বারা সমুদয় নিহত হইলে, তাহাতে তুষারের ন্যায় শোণিত ধারায় একেবারে ত্রিশূল প্রোথিত হইল, কিন্তু সেই রুধিরে অনবরত অন্ধকতুল্য দানব উৎপত্তি হইতে লাগিল, তদনন্তর রুদ্র অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন, তাঁহার সেই কোপ হইতে সহসা মুখজ্বালা বিনির্গত হইল, সেই অগ্নি শিখা হইতে রূপধারিণী দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন, তাঁহাকে যোগেশ্বরী বলিয়া জানিবেন, তৎপরে তদ্রূপধারিণী অন্যা আর একটী দেবী বিষ্ণু কর্তৃক বিনির্গতা হয়েন, এই রূপে ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, যম, বরাহ, দেবতা, বিষ্ণু, পরমেষ্ঠি এবং পাতাল হইতে উদ্ধৃত যে সকল রূপ তাঁহাদের হইতেও অন্যান্য দেবী জন্মাইলেন।

হে রাজেন্দ্র! তদবধি মাহেশ্বরী ইত্যাদি অষ্ট মাতৃকার উৎপত্তি হইল, যৎসম্বন্ধে যে কারণে উক্ত হইয়াছে যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তৃক অবধারিত হয়, দেবতাদিগের সম্বন্ধীয় যে শরীর তদ্রূপ আমা কর্তৃকও এইটী কীর্ত্তিত হইল।

এক্ষণে উক্ত মাতৃগণের কথা কহিতেছি শ্রবণ করুন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, এই পাঁচ এবং মাৎসর্য্যকে ষষ্ঠ কহিয়াছেন, সপ্তম পৈশুন্য, অষ্টম অসূয়া, এই অষ্টগুণাবলম্বিনী অষ্ট মাতৃকা জ্ঞাত হইবেন, পরন্তু কাম সাক্ষাৎ যোগীশ্বর সিদ্ধি এইরূপ ক্রোধ মাহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবীকে কহিয়াছেন, মদ হইতে ব্রহ্মাণী, মোহ স্বয়ম্ভু কৌমারী, মাৎসর্য্য ইন্দ্রাণীকে জানিবা, যমদণ্ডধরা যে দেবী তিনিই স্বয়ং পৈশুন্য, অসূয়া হইতে বারাহীনাম্নী দেবী, এই অষ্ট মাতৃকার পরিকীর্ত্তিত হইল, কামাদিগণ হইতে যে এই শরীর কথিত হয়, আর যাহাতে যে মূর্ত্তির গ্রহণ আমা কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই সকল দেবতা কর্তৃক অন্ধকাসুরের রক্ত শোষিত হইয়া আসুরী মায়া ক্ষয়প্রাপ্তা হইল এবং মায়াবী অন্ধকগণও বিনাশ হয়, এই সকল আত্ম বিদ্যায়ত আমা কর্তৃক আখ্যাত হইল, মঙ্গলজনক এই মাতৃগণের উদ্ভব যে ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেক, হে নৃপ! তৎসম্বন্ধে সেই মাতৃগণ প্রতি দিন সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন, হে পুরুষোত্তম! এই মাতৃগণের জন্ম যে পাঠ করিবে, সর্ব্বথা প্রকারে লোক সমাজে সে ধন্য এবং শিবলোকে গমন করিবে, উত্তমা অষ্টমী তিথিতে মাতৃগণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সর্ব্বদা নর বিল্বাহারী হইয়া ভক্তি সহকারে এই মাতৃগণের পূজা করিবে, তৎসম্বন্ধে এই দেবিরা পরিতুষ্টা হইবেন এবং ক্ষমা ও আরোগ্য প্রদান করিবেন।

ইতি বরাহ পুরাণে কামাদি মাতৃগণোৎপত্তি ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

প্রজাপাল কহিলেন, হে দ্বিজ, দুর্গা, কাত্যায়নী এই শুভা মায়া কি প্রকারে সমুৎপন্না হইলেন, এবং আদিক্ষেত্রে স্থিতা অথচ সূক্ষ্মা পৃথক মূর্ত্তিই বা কিরূপে জন্মাইল।

মহাতপা কহিলেন, হে রাজন্ পুরাকালে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ নামা এক রাজা ছিলেন, হে মহারাজ, সেই বরুণাংশ রাজা তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে অবস্থিত হইলেন, যে আমার পুত্র শত্রুনাশ নিমিত্ত নরাধিপ হইবে এই প্রকার কৃতমতি হইয়া সেই মহারাজ মহা তপস্যায় প্রবর্ত্ত হয়েন, সুব্রত নৃপতি কলেবর স্থিত করিয়া সমুদয় শোধন করিলেন।

প্রজাপাল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কাহার সম্বন্ধে ইন্দ্র কর্তৃক অপকৃত হইয়াছিল, যেহেতু রাজা তদ্বিনাশ নিমিত্ত পুত্র ইচ্ছা করিয়া তপস্যাব্রতে স্থিত হন্।

মহাতপা কহিলেন, সেই রাজা অন্য জন্মে বলবান্ শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সে সকল শস্ত্র সমূহ দ্বারা অবধ্য ছিল কিন্তু জলফেণ দ্বারা বিনাশিত হইল, তৎপরে জলফেণ কর্তৃক নিহত হওয়াতে তাহার জয় প্রাপ্ত হয় তদ্ধেতু পুনর্ব্বার ব্রহ্মার অন্বয়ক্রমে প্রতাপবিশিষ্ট সিন্ধুদ্বীপ রাজা জন্মাইলেন, তিনি তাপ রহিত পরম তীব্র ছিলেন পরে ইন্দ্রের বৈরতা অনুস্মরণ করিলেন, তদনন্তর কালেতে শুভজনিকা চৈত্র[illegible] নাম্নী মহতা নদী মনোরম সালঙ্কারযুক্তা [illegible]পা হইয়া যেখানে বৈরসন্তাপক সিন্ধু[illegible] রাজা আছেন সেই খানে উপস্থিত হইলেন, সেই রাজা রূপ সম্পন্না কামিনী দর্শন করিয়া ক্ষুব্ধ

আনন্দে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুশ্রোণি, হে ভামিনি, তুমি কে, আমাকে সত্য করিয়া বল।

নদী কহিলেন, হে মহারাজ, আমি মহাত্মা জলপতি বরুণের পত্নী আমার নাম পুণ্যা চৈত্রবতী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অত্রাগতা হইয়াছি, অতএব সাভিলাষা ভজমানা যে পরস্ত্রী তাহাকে যে পুরুষ তাহাকে যদ্যপি ত্যাগ করে সে ব্রহ্মহত্যা পাপকে প্রাপ্ত হয়, হে মহারাজ, এবম্প্রকার জ্ঞাত হইয়া ভজমানা যে আমি, আমাকে ভজনা কর।

সেই চৈত্রবতী নাম্নী নদী কর্ত্তৃক এবম্প্রকার উক্তি হইলে রাজা সাভিলাষে উপযুক্তবান্ হইলেন, কিঞ্চিৎ পরে সদ্যই দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এক পুত্র উৎপত্তি হইল, চৈত্রবতীর উদরে জাত তন্নিমিত্ত চৈত্রাসুর নামে খ্যাত হয়, সেই অসুর অতি তেজস্বী বলবান্ প্রাণুদিত ভাস্করের তুল্য জ্যোতিঃ কালে যৌবন প্রাপ্ত হইলে অতুল বলবিশিষ্ট বিক্রমান্বিত হইল, তৎপরে মহাযোগ কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইলে সপ্তদ্বীপ বতী বসুন্ধরার গমন ইচ্ছায় মেরু পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করিলেন, সেইখানে প্রথম ইন্দ্রের প্রতি গমনানন্তর পশ্চাৎ উত্ততঃ অগ্নির প্রতি গমন করেন, দেখেন ইন্দ্র ভগ্নগত অগ্নিও ভগ্নগত হইয়া যমের প্রতি প্রতিগমন করিলেন, যমও নিঋ্যতি দিগে আগমন করিলে নিঋ্যতি বরুণের দিকে যাইলেন, এই প্রকার ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত হইয়া বরুণ বায়ুর দিগে অনুগমন করিলেন, বায়ুও সকল ইন্দ্রাদির সহিত ধনপতি কুবের নিকটে আগত হইলেন, ধনদ যক্ষেশ্বরও তাঁহার মিত্র দেবসন্নিভ মহাদেবের নিকট গমন করিলেন।

হে প্রভো, এবং সময়ে বলগর্ব্বিত সেই দানব গদা গ্রহণ করিয়া শিবলোক প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু মহাদেবেরও অবধ্য এইটি জ্ঞাত হইয়া দেবগণকে গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মপুরী গমন করিলেন, ব্রহ্মাও সুর সিদ্ধাদির সহিত এবং পুণ্যকারি ঋষিগণ কর্ত্তৃক মায়াদেবীর বন্দনা করিতে লাগিলেন, সেই খানে জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা বিষ্ণু পদোদ্ভবা জলে তাঁহার পূজা করতঃ সেই শুভ অন্তর্জ্জলে নিমজ্জন দ্বারা সংযুক্ত হইয়া জপ যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

তদনন্তর দেবগণ সকল, ক্ষেত্র জানেন এমন যে মায়াময়ী গায়ত্রী তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে দেবী, প্রজাপতি সম্বন্ধে সর্ব্ব দেবতা এবং ঋষিবর সমূহকে রক্ষা করুন, অসুর হইতে অতিশয় ভয় প্রাপ্ত সুরগণকে ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন, এই রূপ সকলেরই মুখে উদিত হইতে লাগিল, তদনন্তর উদ্ভ্রান্ত মানস দেবগণ কর্ত্তৃক এবম্প্রকার উক্ত হইলে ব্রহ্মা তদ্দর্শনানন্তর সুরবৃন্দ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ভাবিলেন যে জগৎসংসার কেবল মায়া হইতেই বিসৃষ্ট হইয়াছে, নতুবা এস্থলে অসুর হইতেও ভয় নাই ও রাক্ষসের সাধ্য নাই অতএব এই মায়া কীদৃশী সত্য আমাকে জানিতে হইবে।

ব্রহ্মা সেই মায়া সম্বন্ধে এই প্রকার চিন্তা করিলে তাঁহার মানসে অযোনিজা এক কন্যা প্রাদুর্ভূতা হইলেন, সেই কন্যা শুক্ল বস্ত্র পরিধানা আর মালা ও কিরীটে উজ্জ্বল মুখ শোভা হইয়াছে, এবং অষ্ট বাহুযুক্তা দিব্যাস্ত্র প্রভাবে উদ্যতা চক্র, শঙ্খ, গদা, পাশ, খড়্গ, ঘণ্টা, তথা ধনুঃ এই সকল ধারণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অস্ত্র বহুতর সমূহে রাখিয়াছেন, এবম্ভূতা বেশে মহাদেবী সিংহ বাহনে বেগেতে বিনির্গত হইলেন।

তদনন্তর সকল অসুর সর্ব্বতোভাবে একাই বহুধা প্রকারে স্থিতা হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন সেই মহাবলা মহাদেবী দিব্য অস্ত্রদ্বারা দিব্য পরিমাণে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎপরে যুদ্ধ কালের শেষ হইলে চৈত্রাসুর দেবী কর্ত্তৃক রণে নিহত হইল তদনন্তর দেবসেনা হইতে মহান কিল কিলা শব্দ হইতে লাগিল, ভয়ানক চৈত্রাসুর হত হইলে সেই কালে সমুদয় দেবগণ মহামায়াকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর যুদ্ধে জয় হইলে স্বয়ং ঈশ তাঁহার স্তুতি করিলেন।

মহেশ্বর কহিলেন, হে দেবি, গায়ত্রে, হে মহামায়ে, মহাশুভে, আপনার জয় হউক, হে মহাদেবী, মহাভাগে, হে মহাবলে, মহোৎসবে, আপনি বিদ্যা গন্ধানুলিপ্তাঙ্গী এবং দিব্য মালা সমূহে ভূষিতা বেদের জননী স্বরূপা হইয়াছেন হে মাহেশ্বরি, তোমাকে আমরা নমস্কার করি আমাদিগকে রক্ষা করুন, তুমি ত্রিলোক স্থিতা, ত্রিতত্ত্বস্থিতা, এবং ত্রিশূলিনী, হে ত্রিনেত্রে, ভীমবক্ত্রে, হে ভিমনেত্রে ভয়ানকে, আপনি কমলাসনোজা, হে দেবী, সরস্বতি, আপনাকে আমরা নমস্কার করিতেছি, হে পঙ্কজপত্রাক্ষি, হে মহামায়ে, মৃতস্রবে, তোমাকে নমস্কার, হে সর্ব্বগে, সর্ব্বভূতেশি, তুমি স্বাহাকারা, এবং স্বধা,

অম্বিকা, আর সম্পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আভা অথচ ভাস্বরাঙ্গ ও ভবোদ্ভবা, এবং মহাবিদ্যা মহাবেদ্যা মহাদৈত্যবিনাশিনী এ সকল আপনিই হইয়াছেন, হে মহা বন্ধ্যাত্বে, দেবি, হে বীতশোকে, কিরাতিনি, তুমি নীতি, তুমিই মহাভাগা, তুমি বাক্য, এবং স্বর্গ, ও অক্ষর স্বরূপা হইয়াছ. তুমি ধী. শ্রী, এবং ওঙ্কার, আর সকল তত্ত্বে পরিস্থিতা আছ। হে সর্ব্ব সত্বহিতে, দেবি, হে পরমেশ্বরি, তোমাকে আমরা নমস্কার করিতেছি।

মহাদেব এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবী এবম্প্রকার সংস্তুতা হইলে. দেবগণ হইতেও পরমেশ্বরীর প্রতি জয়তি উচ্চৈঃশব্দে. এইটি উক্তি হইতে থাকিল, অতএব যে পর্য্যন্ত চতুর্ব্বক্ত্র ব্রহ্মা বর্ত্তমান আছেন তদবধি অন্তর্জলে অথবা বাহে কৃতকৃত্যা দেবী বিনির্গতা হয়েন. তদনন্তর সকলের দর্শনীয় হন. পিতামহ সেইটি দর্শন করিয়া অতঃপর দেব কার্য্য সিদ্ধ হইবে ইহা মানিয়া তৎপরে ভবিষ্যৎ কার্য্য সিদ্ধি সমুদ্দেশে এই কথা বলিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, বরারোহা এই দেবী হিমালয় পর্ব্বতে গমন করুন. সেই খানে আমরা এবং সকল সুর সমূহ গমনানন্তর অচির কাল পর্য্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিব. আর এই দেবী নবমী তিথিতে সমাধি দ্বারা সর্ব্বদা পূজ্যা হইয়াছেন. এবং সর্ব্বলোক সম্বন্ধে বরদা হইবেন ইহার সংশয় নাই, যে মানব নবমী তিথি প্রাপ্ত হইয়া পিষ্টকাশী হইবেক, নারী অথবা পুরুষই হউক মনোগত অভীষ্ট সকল সম্পন্ন হইবেক, আর যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সায়ং বা প্রাতে এই স্তোত্র পাঠ করিবেক, হে মহাদেব. তোমা কর্ত্তৃক উদিত এই স্তোত্রে তৎসম্বন্ধে মহামায়া কল্যাণকারিণী হয়েন. এবং সর্ব্ব দেবে বরপ্রদ হইবেন সমুদয় আপৎ হইতে স্বয়ং উদ্ধার করিবেন।

এবম্প্রকার উক্তি করিয়া মহাদেব এবং ব্রহ্মা পুনর্ব্বার দেবীকে কহিলেন. হে দেবী, তোমা কর্ত্তৃক অন্য এক মহৎ কার্য্য কর্ত্তব্য হইয়াছে. ভবিষ্যতে মহিষাখ্য অসুরের বিনাশ করিতে হইবে।

হে পার্থিব, তদনন্তর ব্রহ্মা এই রূপ উক্তি করিয়া সকল দেবগণ সহ মহাদেবীকে হিমালয় পর্ব্বতে স্থাপিত করতঃ তৎপরে আপনার নিয়মিত স্থানে গমন করিলেন, নন্দী কর্ত্তৃক সংস্থাপিতা হওয়াতে তদ্ধেতু সেই দেবী নন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন।

অতএব যে ব্যক্তি এই দেবীর জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ অথবা স্বয়ং পাঠ করিবে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া পরম নির্ব্বাণ মুক্তি ইচ্ছা করিবেক।

ইতি বরাহপুরাণে দেব্যুৎপত্তির্নাম সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

মহাতপা কহিলেন, হে রাজন্, প্রজাপাল অবহিত হইয়া এই কথা শ্রবণ কর. হে পৃথিবিপতে, যে কালে শ্রোত্রের দ্বারা দিক সকল সমুৎপন্ন হইল, ব্রহ্মার সম্বন্ধে প্রথমে সৃষ্টির সৃজন করতঃ স্বর্গে সমুত্থিত হইলে মহতী চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে মম সম্বন্ধীয় সৃষ্ট প্রজা কোন ব্যক্তি ধারণ করিবে, এই প্রকার চিন্তাযুক্ত হওতঃ তৎসম্বন্ধে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন. তৎপরে শ্রোত্র হইতে মহাপ্রভা দশটি কন্যা প্রাদুর্ভূতা হয়. তাহাদিগের যেং নাম আছে তন্মধ্যে পূর্ব্বা, দক্ষিণা, প্রতীচী, উত্তরা, ঊর্দ্ধ, অধরা, এই ছয়টি মুখ্যা কন্যা, হে নৃপ, তাহাদিগের মধ্যে চারিটি কন্যা পরমশোভনা রূপবতী এবং মহাভাগা আর গাম্ভীর্য্য দ্বারা সমন্বিতা এবম্ভূতা কন্যা সকল অকল্মষ প্রজাপতি দেবের প্রতি কহিয়াছিলেন।

হে দেবদেব প্রজাপতে, আপনি আমাদিগকে অবকাশ প্রদান করুন. যেখানে সকলে পতির সহিত সুখে অবস্থান করিব হে অব্যক্তসম্ভব, মহাভাগ এবম্ভূত পতি সকল আমাদিগের সম্বন্ধে অর্পণ করিবেন।

ব্রহ্মা কহিলেন. হে সুশ্রোণি, সর্ব্বে, শতকোটি প্রবিস্তর এই ব্রহ্মাণ্ড তন্মধ্যে তোমরা অখিল রথারোহণে তুষ্টা হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গমন কর, পরে অনঘ রূপ সংযুক্ত শ্রেষ্ঠ পতি সৃষ্টি করিয়া আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব, অধুনা যে সকল শুভ দিক্ আছে যাহার যেমন রুচি হয় তৎস্থানে প্রস্থান কর।

ব্রহ্মা সেই কন্যা সকলকে এবম্প্রকার উক্তি করিয়া মহাবল লোকপাল গণ শীঘ্র সৃজন করণে যথেষ্ট প্রযত্নবান্ হইলেন, তৎপরে সমুদয় লোকপাল সৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার কন্যাগণকে আহ্বান করিলেন, লোক পিতামহ ব্রহ্মা. লোকপালগণের সহিত সেই কন্যাদিগের পরস্পর

বিবাহ দিলেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রকে একটি সম্প্র দান করিলেন।

হে সুব্রত, অন্য যে সকল কন্যা অবশিষ্ট রহিল, তাহারদিগের এক একটি করিয়া অগ্নি, যম, নির্ঋতি, এবং মহাত্মনু বরুণ দেবকে, আর বায়ু, ধনপতি যক্ষ, ও ঈশানের সহিত পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ ঊর্দ্ধাকে ঊর্দ্ধস্থিত স্বয়মধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা এবং অধোব্যবস্থিতা শেষ অনন্তকে উদ্বাহ দিলেন. ব্রহ্মা এবম্প্রকারে কন্যাদিগকে দান করিয়া পূর্ব্বাদি দিকক্রমানুয়ে তিথি নির্ণয় করিলেন, হে প্রভু, ভগ্নুনামা দশমী তিথি প্রাপ্ত হইলে দধ্যন্ন ভোজন বিহিত করিয়াছেন, তদনন্তর সেই লোকপাল সহ কন্যা প্রভৃতিকে ইন্দ্রাদি দিক্ নিয়মানুসারে পরিকীর্ত্তিত করিলেন।

অতএব দশমী তিথি সেই সকল কন্যাগণের পক্ষে অতীব দয়িতা হইয়াছেন, ঐ তিথি প্রাপ্ত হইলে যে নর দধ্যাশন করে সে সুন্দর প্রসূতা হয়েন, হে মুনে, তৎসম্বন্ধীয় সমুদয় পাপ অহরহঃ ক্ষয় করে. আর যে ব্যক্তি নিয়ত মানস হইয়া দিক্ সকলের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে সেই নর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্ম লোকে গমন করে ইহার সংশয় নাই।

ইতি বরাহ পুরাণে দিগুৎপত্তি নাম অষ্ট বিংশতি অধ্যায়.

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

মহাতপা কহিলেন, হে রাজন, পাপ নাশিনী ধনপতির অন্য একটি উৎপত্তি শ্রবণ কর. যে প্রকার বায়ু শরীরস্থ ধনদের উদ্ভব হইয়াছিল, সেহেতু তাঁহার আদ্যশরীর বায়বস্থিত হইয়াছে, প্রয়োজন নিমিত্তে মূর্ত্তিমান হইয়া অবস্থিতি করেন এবং ধনদেবতা উপাধি প্রাপ্ত হন, তৎকারণপ্রযুক্ত অমূর্ত্ত বায়ুর উৎপত্তি মৎকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইল, হে মহাভাগ, অনঘ, আমা হইতে সেই কথ্যমান যে বাক্য তাহা শ্রবণ কর।

ব্রহ্মার সম্বন্ধে সৃষ্টির কামনা হইলে প্রথমে মুখ হইতে বায়ু বিনির্গত হইল, সেই বায়ু প্রচণ্ড শর্করাবর্ষী হইলে তাহাকে ব্রহ্মা প্রতিষেধ করিলেন. আর বলিলেন যে তুমি শান্তমূর্ত্তি হও এই প্রকার ব্রহ্মার উক্তি হেতুক বায়ু মূর্ত্তিমান্ হইলেন, এবং সকল দেবতা সম্বন্ধে যেং বিত্ত ও যেং ফল তৎসমুদয়ই প্রদান করেন, আর ফল বিত্ত সমূহ রক্ষা করেন তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধনপতি বলিয়া উক্ত হইল. হে প্রভো, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া একাদশী নামা তিথিকে প্রদান করিলেন, সেই একাদশী তিথি প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত শুচিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি অনগ্নিপক্ক ভোজী হয়, অর্থাৎ অগ্নি সংস্কার ভিন্ন যে সকল দ্রব্য ভোজন করে. তাহাকে ধনপতিদেব সন্তুষ্ট হইয়া সমুদয় বিত্ত প্রদান করেন, এই সর্ব্বপাপ বিনাশিনী ধনপতির মূর্ত্ত আখ্যান যে পুরুষ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ অথবা পাঠ করে, সেই নর সকল কামনা প্রাপ্ত হয়, এবং স্বর্গলোকে গমন করে।

ইতি বরাহ পুরাণে ধনদোৎপত্তি নাম ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পাদ্মপুরাণ।

সপ্ত ত্রিংশৎ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন। মহারাজ শ্রবণ কর সর্ব্বকামফলপ্রদ অন্য কোন ব্রত তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করি। পৌরাণিকেরা এই ব্রতকে সৌভাগ্যশয়ন ব্রত কহেন।

পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক প্রভৃতি সমস্ত প্রবল প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধ হইলে তত্তল্লোক বাসিদিগের যাবতীয় সৌভাগ্য একত্রীভূত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনাথের বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়া রহিল. কিয়ৎকাল অতীত হইলে পুনর্ব্বার সৃষ্টিসময় সমুপস্থিত হওয়াতে উক্ত যে ভগবান শিতিকণ্ঠ বন অনুভাগের স্ফুলিঙ্গবর্ষী বহ্নি শিখাকলাপে ভুবন আলোকিত করতঃ বিভক্তভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমুপস্থিত হইল পরে বিষ্ণু সমাপে স্থিত সৌভাগ্যরাশি বিষ্ণু সৌভাগ্য সহ [illegible] ভূতলে প্রাপ্ত হইল এবং ব্রহ্মা সমীপস্থিত সৌভাগ্যরাশি অধিকাংশ তৎপুত্র দক্ষপ্রজাপতিতে পর্য্যাপ্ত হইল, দক্ষ তাহাতে অপরিমিত রূপলাবণ্য বল বীর্য্য বিজ্ঞানাদি প্রাপ্ত হইলেন অবশিষ্ট সৌভাগ্যে, সৌভাগ্য ফলদায়ক মহৌষধ সকল উৎপন্ন হইল। কিয়ৎকাল পরে দক্ষ শরীর প্রবিষ্ট বহ্নি জ্বালারূপ সৌভাগ্যপুঞ্জ পরিণত হইয়া তৎকন্যা সতী হইলেন। সেই ত্রিলোক সুন্দরী কন্যা কন্যাকাল উপস্থিত হওয়াতে পিনাকপাণি পরমেশ্বর তৎপাণিগ্রহণ করিলেন।

হে মহারাজ ভীষ্ম, সেই বিশ্ব সৌভাগ্যময়ী বিশ্বজননী সতী সর্ব্বভূতের ভোগ ও

মোক্ষ দায়িনী, ভক্তি পূর্ব্বক নর বা নারীরা তাঁহার আরাধনা করিলে কি ফল না প্রাপ্ত হয়, অতএব তাঁহার আরাধনা করা অতি কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম কহিলেন। হে জগৎগুরো, সেই ত্রিলোক জননী কাত্যায়নীকে কিরূপে আরাধনা করিতে হয় আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জগতের উপকারার্থ তাহার বিধান বর্নন কর।

পুলস্ত্য কহিলেন। বাসন্তী শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্নকালে তিলস্নান করিয়া সেই সতী দেবীকে মহেশ সহ নানাবিধ ফল মূল ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে অগ্রে স্বর্ণপ্রতিমাতে পঞ্চগব্য ও গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইয়া কোটিচন্দ্র সমতুল্যা দেবীকে হৃদয়াকাশে ধ্যান করিবে পরে ব্রতী তাঁহার পাদদ্বয়ে পার্ব্বতীকে পূজা করিবে গুল্ফদেশে শিবকে জঙ্ঘাযুগলে রুদ্রাণীকে এবং জানুযুগে বিজয়াকে পূজা করিয়া কুক্ষিদেশে কোটিনীকে শূলপানি সহ পূজা করিবে অনন্তর উদরে মঙ্গলাকে স্তনদ্বন্দে সর্ব্বাত্মাসহ ঈশানীকে এবং কণ্ঠে চিদাত্মাসহ রুদ্রাণীকে পূজা করিবে। পরে গ্রীবাতে ত্রিপুরঘ্নাকে করদ্বয়ে অনন্তাকে এবং বাহুযুগলে ত্রিলোচন সহ কালানল প্রভৃতিকে পূজা করিয়া ভূষণ সমূহে সৌভাগ্যাভরণাকে পূজা করিবে। পরে ওষ্ঠাধরে সম্পত্তিদায়িনী অশোকবনবাসিনীকে মুখ মণ্ডলে স্থানুসহ চন্দ্রমুখীকে এবং মস্তকে সর্ব্বাত্মাসহ ভীমোগ্রভীমরূপিণীকে পূজা করিবে।

তদনন্তর যথাবিধি অষ্ট সৌভাগ্যযুক্ত অষ্ট মূর্ত্তি মহাদেবকে পূজা করিবে। পরে তৎস্থলে নীবার, কুঙ্কুম, ক্ষীর ও নীর দ্বারা বলি দিয়া রাখিবে, পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃস্নানাদির পরিশেষে শুদ্ধাচারে জপাদি কার্য্য করিবে। পরে কোন দ্বিজদম্পতিকে আদর করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক বস্ত্রমাল্যাদি দ্বারা পূজা করিবে এবং সেই সৌভাগ্যাষ্টকযুক্ত মহাদেবকে পুনঃ পূজা করিবে। ব্রতান্তে সুপর্য্যঙ্ক মধ্যে হরপার্ব্বতীকে শয়ন করাইয়া রাখিবে পরে সেই প্রতিমাদ্বয় বৃষ ও গাভীসহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে হে মহারাজ, বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসীয় শুক্লদ্বাদশী তিথিতে মহালক্ষ্মী বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকেও পূজা করিবে।

এইরূপ সৌভাগ্যশয়ন নামক সৌভাগ্য ও আরোগ্যপ্রদ ব্রত যে ব্যক্তি দশ অষ্ট বা সপ্ত বৎসর করিতে পারে তাঁহার মনোভিলষিত সিদ্ধ হয় এবং অমর চারণে পরিসেব্যমান হইয়া অযুতকল্প পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস হয়। পরে যথেচ্ছাচারে বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক এবং শিবলোক পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতে পারে।

হে কুরুকুল প্রদীপ, নর বা নারী বালক বা বালিকা সকলেই এই ব্রতে অধিকারী সকলেই সমতুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এই ব্রতপদ্ধতি মাহাত্ম্য বর্নন বা শ্রবণ করে কিম্বা অন্যকে এতদ্ব্রত করিতে নিয়োগ করে সে ব্যক্তিও বিদ্যাধর হইয়া বহুকাল স্বর্গে অবস্থান করে।

এই পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ব্রত মাহাত্ম্য বর্নন সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

ভীষ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন গুরো, সেই বিশ্বব্যাপক পরমাত্মা মহাবিষ্ণু যজ্ঞপর্ব্বত আশ্রয় করিয়া কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন আমারপ্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বর্নন করুন, সেই মধুসূদন যজ্ঞপর্ব্বত সমাশ্রয় করিয়া কোন্ কোন্ অসুর নিসূদন করেন কেনইবা যজ্ঞপর্ব্বতে আবির্ভূত হন। মহাত্মা বৈকুণ্ঠ মহাবিষ্ণু স্বর্লোকে অবস্থান করেন তিনি মনুষ্যলোকে কি নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন। যাঁহাকে দেবলোকে দেব দেবীরা সুদৃঢ় তপস্যা দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন সেই ভক্তবৎসল হরিকে কে পৃথিবীতলে আনয়ন করিল।

নৃ বরাহে অবস্থিতি মহর্লোকে নৃসিংহের অবস্থান জনলোকে এবং ত্রিবিক্রমের বাস তপোলোকে অতএব সেই অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ কি নিমিত্ত পুষ্করক্ষেত্রস্থ যজ্ঞপর্ব্বতে কেন অধিষ্ঠান করেন, হে ব্রহ্মন্ এসমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্নন করুন শ্রবণে সর্ব্বপাপ প্রশমিত হইবে।

পুলস্ত্য কহিলেন, বৎস ভীষ্ম তুমি সাধু উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। অতএব শ্রবণ কর যেরূপে ও যে নিমিত্ত বিষ্ণু যজ্ঞপর্ব্বতে অবতরণ পূর্ব্বক শিলপর্ব্বতের উপরিভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা কহিতেছি।

পুরাকালে সত্যযুগে দেবকার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। বলি নামে এক দুর্জ্জয় দানব বলদর্পিত হইয়া সকল দেবতাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করে যজ্ঞভোক্তা দেবগণ বলবত্তর থাকিলেও বাস্কলি অবলীলাক্রমে

পরাজিত ও স্বস্থানচ্যুত করিয়া স্বয়ং ত্রৈলোক্য রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়। ত্রৈলোক্যের এতাদৃশী দুর্গতি দর্শন ও আপনার পরমপীড়াতে ইন্দ্র কাতর হইয়া নিজ জীবনেও নিরাশ হইলেন। পরে বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্বদেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পিতামহকে কহিলেন হে ব্রহ্মন্, কেন আপনি চরাচর স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্টি করিলেন যদি অচিরে বিনষ্ট হইবে তবে সৃষ্টিক্রিয়ার প্রয়াসে প্রয়োজন কি ছিল। আপনি বাস্কলি বলিকে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন সেই বরে বলদর্পিত হইয়া সে দুরাত্মা বিশ্বরাজ্য বিনাশে প্রবৃত্ত অতএব অচিরে তাহার নিধনোপায় বিচার করুন, তাহার বিনাশের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে সেই দুরাত্মার দৌরাত্ম্যে পৃথিবীতে শ্রৌত স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ কিছুই হয় না সুতরাং আমাদিগের ক্রমে বীর্য্য হানী হইল। আসিতেছে, কোন ব্যক্তি আর যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না হইলেও সেই দুর্ব্বৃত্ত তাহা ধ্বংস করিয়া থাকে অতএব তাহার কোন উপায় করুন আমরা আর ক্লেশকদম্ব সহিতে সমর্থ নহি। অহর্নিশে আমাদিগের অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হইতেছে উপায় দেখি না, কোথা যাই, কাহাকে আশ্রয় করি এই চিন্তাজনিত দুঃখসাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি হে নাথ, আমাদিগের তেজোবৃদ্ধির উপায় কি, কিরূপে উক্ত দানব দলিত হইবে। অচিরে তাহা না করিলে আর রক্ষা নাই।

বিশ্বসংসার বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞ বর্জিত হইয়াছে আনন্দ নাই উৎসব নাই মঙ্গল দেখি না লোক সকল সদাচার বর্জিত হইয়া উঠিল রাজনীতি বিসর্জ্জিত হইয়াছে ফলতঃ জগৎ অত্যন্ত কষ্টতর দশা প্রাপ্ত হইয়াছে তন্নিমিত্ত আমরা সকলে ভবৎসন্নিধানে আসিলাম।

ব্রহ্মা কহিলেন। আমি সেই বাস্কলিকে জানি, সে বরদানে গর্ব্বিত ও আমাদিগের অজেয়, বিষ্ণু ব্যতীত তাহাকে কেহই বধ করিতে সমর্থ হইবে না। ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া নিজ নিশ্বাস মারুত রোধ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে চিন্তা করিলেন। ক্ষণকাল পরে সর্ব্বদেব সমক্ষে চতুর্ভুজ নারায়ণ সেই স্মরণকর্ত্তা ব্রহ্মার সমীপে সমাগত হইলেন ও ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন। ভো ব্রহ্মন্, নিজ সমাধি হইতে আশ্বস্ত হও। যাঁহার নিমিত্তে নিমীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যান করিতেছ সেই বিষ্ণু আমি, তোমার নিকটে আসিয়াছি।

ব্রহ্মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন প্রভো কি নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে উদ্যত হইয়াছ, জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত আমাকে সৃষ্টি করিয়া কহিলে তুমি বিশ্ব সৃষ্টি কর আমি পালন করিব ভগবান্ রুদ্র সংহার করিবেন তবে কিনিমিত্ত অকাণ্ডে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ করিতেছ।

এক্ষণে বলদর্পিত বলি সচরাচর ত্রৈলোক্য রাজ্য হইতে ইন্দ্রকে দূরীকৃত করিয়াছে স্বয়ং সমুদয় রাজকার্য্য করিতেছে। হে কেশব, এক্ষণে অবিলম্বে সেই দানবাধমের প্রতিক্রিয়ার্থ সুবিহিত মন্ত্রণা কর।

নারায়ণ কহিলেন। তোমার বরদানে সে বাস্কলি এক্ষণে সকলেরই অবধ্য হইয়াছে কেবল বুদ্ধিবলে বঞ্চনা দ্বারা তাহার শাসন করিতে হইবে। আমি দানব দর্পনিসূদন বামন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব পরে সেই বলিরাজ সমীপে গমন করিব, গমন করিয়া তাহাকে কহিব মহারাজ আমি বামন, আমার পদত্রয় পরিমিত ভূমি আমাকে প্রদান কর। বলিরাজ অত্যন্ত দানশৌণ্ড তাহার নিকটে প্রার্থনা করিলে সে আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সক্ষম, সুতরাং আমার প্রার্থনা তথায় বিফল হইবার নহে, তাহাকে এই রূপ প্রতারণা করিয়া পৃথিবী ও স্বর্গ লইব এবং তাহাকে পাতালবাসী করিব। অতএব ইন্দ্রাদিদেবগণ তোমরা নিজ নিজ স্থানে গমন কর, আমি বামনাবতার হইয়া শীঘ্র বলিকে ছলিতেছি।

ইহা কহিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন সুরাদি দেবতারাও সকলে স্ব স্ব সমীহিত প্রদেশে গমন করিলেন।

অনতিকাল বিলম্বে ভগবান্ পুণ্যবতী অদিতির গর্ব্ভ পঞ্জরে প্রবেশ করিলেন। সেই সমস্ত জগৎকর্ত্তা বিশ্বাত্মা হরি পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র নানা সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল, সেই সকল সুনিমিত্ত হওয়াতে কালের সমীচীনতা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মারুতমালতী কুসুম সম্পর্কে সুরভি হইয়া বহিতে লাগিল। দয়াময় ভগবান্ পরমাত্মা এই রূপে কালের সৌভাগ্য সম্পাদন করিয়া নিষ্কলঙ্ক প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় অদিতি গর্ভে ক্রমে বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন।

বিষ্ণু গর্ভবাস প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীস্থ

প্রজালোক সকল স্ব স্বাভীষ্ট সিদ্ধ লাভ করিতে লাগিল, সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারে সুখসেব্য হইল সময়ে সময়ে সুবৃষ্টি হইতে লাগিল দিক্ চক্র প্রসন্ন ও পুষ্প সমুদায়ে অপরিমিত গন্ধের সঞ্চার হইল।

হে রাজেন্দ্র শ্রবণ কর, একদা দেবমাতা অদিতির প্রতি আকাশবাণী হইল আমি বিষ্ণু বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামনবেশে তোমার গর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছি বলির নিকট হইতে ছল পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য রাজ্য লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিব পরে অশেষ দানবদলনে প্রবৃত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ অসিচক্রাদি নানা অস্ত্র শস্ত্র ক্ষেপণে ভূমির ভারভূত দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণকে সংহার করিব, আমার অদ্ভুত মূর্ত্তি হইবে যাহা কেহ কখন দেখে নাই ও শুনে নাই সেই মূর্ত্তিতেই সর্ব্বসনাহিত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

পুলস্ত্য কহিলেন। হরি কশ্যপকে বর প্রদান পূর্ব্বক অপরিমিত বলবীর্য্য ও লাবণ্য সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন, কশ্যপ তৎকালাবধি আপনাতে ভগবানের অংশ নিরীক্ষণ করিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি, আমার চিত্ত মধ্যে সর্ব্বদাই এক মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে, বোধ হয় কেহ যেন আমাতে আমসতেজঃ সমর্পণ করিয়াছেন। পরে অদিতি কশ্যপ হইতে সেই ভগবদংশ গ্রহণ করিয়া গর্ব্ভবতী হইয়াছিলেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে অদিতি সুখে সন্তান প্রসব করিলেন।

বামনরূপী জনার্দ্দন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলে নদী সকল নির্ম্মল জল বাহিনী হইল সুরভিগন্ধি গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, স্বর্গপুরী হইতে পুষ্প বৃষ্টি ও দুন্দুভি ধ্বনি হইল, জগতীতল হইতে দুঃখ রাশি তিরোহিত হইল, সকল প্রাণিই সুমনা হইয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বে গান ও কিন্নরগণে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং বিদ্যাধর সিদ্ধ চারণাদি সকলে প্রমুদিতান্তঃকরণে বিমান যানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। মুনিগণ নির্ম্মলান্তঃকরণে সর্ব্বদা সত্য ধর্ম্ম উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ পরমাহ্লাদে ললিত ও রাগরাগিণী সংকলিত নৃত্যগীতাদি দ্বারা চিত্ত বিনোদন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে ভগবজ্জন্ম নিমিত্ত ত্রিলোকীতলস্থ যাবতীয় লোক দুঃখ সম্পর্ক শূন্য হইল, সূর্য্যমণ্ডল তিমিরোপহত ছিলেন তৎক্ষণাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া সুরুচির করজালে জগদালোকিত করিলেন, জীব লোক বিষাদ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ কল্লোলে নিমগ্ন হইল। দেব প্রমদারা প্রমোদাতিশয়ে অদিতির মস্তকে মন্দার পুষ্পের বৃষ্টি করিতে লাগিলেন! কেহবা জগন্নিবাস নারায়ণের উদ্দেশে জয় জয় শব্দ কেহবা সাধুবাদ করিতে আরম্ভ করিল। কেহবা মৃত্যু জয় করিবার নিমিত্ত যম নিয়মাদি পরায়ণ হইয়া ধ্যানাসক্ত হইল।

ভীষ্ম শ্রবণ কর, সেই পরাত্মা অধোক্ষজ হরি অজ এবং অব্যয় হইয়াও ব্রহ্মার প্রার্থনায় এই রূপ মানব জন্ম স্বীকার করিলেন। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই রুদ্র, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই যজ্ঞ, তিনিই স্বর্গ তিনিই এই চরাচর বিশ্বব্যাপক, এক রূপে সৃষ্টি অপর রূপে স্থিতি এবং অন্য রূপে প্রলয় করিতেছেন। অথচ ইনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ইনি কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ নহেন কেবল মায়াগুণেই সৃষ্টি স্থিতি হইতেছে যেমন নির্ম্মল স্ফটিক রক্ত বর্ণ বস্তু সম্পর্কে আরক্ত রূপে প্রতীত হয় সেইরূপ মায়া কার্য্য এই নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল ব্রহ্মে প্রতিফলিত হইতেছে অতএব সেই সমস্ত কৃত্রিম কার্য্যজাত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর!

হরি বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া অদিতি সদনে ক্রমে বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। পরে একদা দর্শনার্থ সমাগত ইন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বলিকে ছলিতে তন্নিকেতনে চলিলেন; পরে তাহার রাজধানী সমীপস্থ হইয়া দূর হইতে দেখিলেন বলিরাজের পুরী স্বর্গোপরি শোভা বিস্তার করিতেছে। নানাবিধ চিত্রে বিচিত্রিত, ত্রিলোকীতল হইতে সমানীত নানা রত্ন রাশিতে সুনির্ম্মিত অট্টালিকা শ্রেণী, রাজমার্গে স্বর্ণ মণ্ডিত দীর্ঘগ্রীব বিপুলকক্ষি বাজি রাজি হেসারব করতঃ ইতস্ততঃ প্রচালিত হইতেছে। এবং গিরিকূটনিভ করিকুল বাস্কলির পুরদ্বারে শতশত সুসজ্জিত রহিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র প্রতিম বদন সুবর্ণ কান্তি সভ্য সম্প্রদায় চতুর্দ্দিকে সুখে সদালাপ করিতেছে, কোন স্থানে গায়কগণ সংগীত সুধা বর্ষণ করতঃ জনগণের মনঃ হরিতেছে কোন স্থান সুশোভিত উদ্যান শতে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে কোথায় বা বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাদিত হইতেছে কোথায় বা প্রহৃষ্ট দনুজ দলে ক্রীড়া করিতেছে যেমন অমরাবতীতে দেবগণ

নির্ভয়ে আনন্দিত রূপে পর্যটন করেন দৈত্যে-রাও সেই রূপ সুখে সময় যাপন করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা এক দিগে উদাত্তানুদাত্ত স্বর ভেদে বেদগান করিতেছেন। ধূপধূমে সুগন্ধি সমীরণ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে সুসমৃদ্ধ দনুজদলে পুরী আকীর্ণ, তন্মধ্যে সিংহাসনোপরি বাস্কলি সমারূঢ় হইয়া সুখে রাজ্য করিতেছেন তিনি অতি ধর্ম্মজ্ঞ, প্রাণিদিগের ন্যায় অন্যায় বিচারে সক্ষম, কুলজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দ্বিজানুরক্ত, শরণাগত প্রতিপালক, ভূতানুকম্পী, বেদ মন্ত্রার্থ বেত্তা, সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, বেদ বেদাঙ্গ কুশল, বহু ধান্য ও বহু ধনশালী, সুশীল; সুবিনয়ী শত্রুহন্তা, মান্য, মানয়িতা, সুভক্ত, বিষ্ণুপূজা পরায়ণ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ প্রিয়দর্শন, এবং দাতা ও ভোক্তা স্ববাহু বলে ত্রিলোক বিজয় করিয়া ধর্ম্মার্থ কাম সমুপার্জ্জন করিতেছেন তাঁহাকে ত্রৈলোক্যস্থ প্রজারা উপাসনা করিতেছে সেই দানব রাজের অধিকারে কেহই বিধর্ম্মী নাই। বলি, দীন, ব্যাধিত, অল্পায়ুঃ, দুঃখিত, মূর্খ, দুর্ভাগ্য সকলের প্রতি সমান ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্য করিতেছেন।

বামন তদ্দর্শনে হর্ষ প্রফুল্ল নয়নে ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্র, বলিকে কে বিধর্ম্মী কহে, ইহার রাজ্যের উত্তম সুনিয়ম ইন্দ্র কহিলেন একণে সুনিয়ম বটে পূর্ব্বে আমাদিগকে স্বস্থান ভ্রষ্ট করিবার সময়ে ত্রৈলোক্য বিপন্ন হইয়াছিল, আর বলিই ধর্ম্মিষ্ঠ কিন্তু তদনুগত দানবগণ অতি দুষ্কর্ম্ম যে যে স্থানে আমাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করে সকলই ঐ সকল ক্রূরাচারী অসুরেরা ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহাতে অস্মাদৃশ দেবগণের এতাদৃশ দুর্দশা হইয়াছে অতএব ইহার শীঘ্র দমন ব্যতীত উপায় নাই।

এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে বলি রাজার নিকটে উভয়ে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু বলিকে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ধর্ম্মিষ্ঠ এবং ত্রৈলোক্যে শরণীয় দেখিয়া স্বপদ প্রাপ্তিতে ইন্দ্র নিতান্ত নিরাশ হইলেন।

বলি ইন্দ্রকে বামনরূপ দ্বিজ সমভিব্যাহারে কিঞ্চিদ্দূরে আসিতে দেখিয়া অত্যাদরে কহিলেন দেবরাজ এস এস, এ তোমারই পুরী, কি নিমিত্ত আসিয়াছ বল আমি অচিরে তাহাই করিব। পরে অনুচর দানবগণকে কহিলেন দেবরাজ ইন্দ্র আসিতেছেন ইঁহাকে পুরীর সমলঙ্কৃত সপ্তকক্ষে প্রবেশ করাও আমি স্বয়ং পূজা করিব এই অনুমতি করিয়াই পরে ব্যগ্রাতিশয়ে স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রত্যুদ্গত হইলেন এবং সপ্তকক্ষ মধ্যে ইন্দ্রও বামনকে লইয়া গিয়া সুখাসনে সমাসীন করাইয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা ও প্রণাম করিলেন। পরে কহিলেন ইন্দ্র তোমাদিগের পূজা সমাপন করিলাম নয়নে উভয়কে দেখিতেছি অতএব আমি ধন্য, কি ভাগ্যোদয় আমার, ইন্দ্র স্বয়ং আমার গৃহে সমাগত হইলেন, অর্থ আমি ইন্দ্রকে অভিলষিত প্রদান করিব, ইন্দ্র আমার নিকটে অদ্য প্রার্থক হইয়া আসিয়াছেন, ইহার পর শুভাদৃষ্ট আর কি হইতে পারে। আমি গৃহাগত যাচককে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারি স্ত্রী পুত্র ও ত্রৈলোক্য রাজ্য ইহা অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী।

হে ইন্দ্র, অদ্য আমার জন্ম সফল ও মনোরথ পূর্ণ হইল, যেহেতু স্বয়ং ইন্দ্র আমার গৃহে সমাগত হইলেন। হে দেবরাজ, অদ্য আমাকে চরিতার্থ করিলে অসুরকুলের অগ্রগণ্য করিলে প্রচুর পুণ্য ব্যতীত তোমার দর্শন সুলভ হয় না। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে যে পুণ্য হয় হে পুরন্দর, তোমার দর্শনে তাহা হইয়া থাকে। ভূমি দান বা গো দান করিলে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্য তোমার দর্শনে সম্পাদিত হয় অথবা রাজসূয় যজ্ঞে যে পুণ্য তোমার দর্শনকর্ত্তা সেই পুণ্যে অধিকারী। হে বামন, আমি জন্মজন্মান্তরে তপস্যা দ্বারা প্রচুর পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছিলাম বোধ হয় তাহাতেই তুমি আমার গৃহে অভ্যাগত হইয়াছ। আমাকে আদেশ কর, তোমার কি অভিলাষ তাহা আমি অবিচারে সম্পাদন করিতেছি সন্দেহ নাই। তুমি যে কার্য্য বলিবে দুষ্কর হইলেও তাহা আমি করিয়াছি জানিবে হে শক্র, আমি ধন্য আমি কৃতার্থ, আমার জীবন সফল, দেবগণবন্দিত তোমার চরণযুগল আমি গৃহে বসিয়া পূজা করিতে পারিলাম। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন বিরহ আমাকে আগমন প্রয়োজন কহ।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বাস্কলে, তুমি দনুজশ্রেষ্ঠ, আমি তাহা জানি কিন্তু হে অসুরনায়ক, এক আশ্চর্য্য বিপরীত ভাব তোমাতে দেখিতেছি, তোমার গৃহে অর্থিরা সমাগত হইয়া বিমুখ হইতেছে ইহা কি আশ্চর্য্য বিষয় তুমি প্রতাপে তপন, গাম্ভীর্য্যে সাগর ক্ষমাতে ধরা-

কেও তিরস্কৃত করিয়াছ সৌন্দর্য্যে পুরুষোত্তম সদৃশ হইয়াছ এতাদৃশ অনন্যাদৃশ গুণাশ্রয় হইয়া কি নিমিত্ত অর্থী বৈমুখ্য বিধান করিতেছ বুঝিতে পারি না। এই কাশ্যপকুলজাত বামন ব্রাহ্মণ অদ্য তোমার নিকটে আসিয়াছেন. ইনি অর্থী, ইহাঁকে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান কর, হে বাস্কলে তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছ আমি নির্ধন হইয়াছি তন্নিমিত্ত ইনি তোমার নিকটে আসিলেন ইনি সামান্য নহেন কশ্যপকুলজাত অদিতি গর্ভসম্ভূত দ্বিজোত্তম। ইহাঁর পিতা ত্রিলোক পূজিত অতএব ইনি দান পাত্র বটেন, ইহাঁর অধিক প্রার্থনা নাই অগ্নিগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন ত্রিপাদ পরিমিত ভূমিমাত্র প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। ইনি স্বল্প কলেবর বামন ইহাঁকে কিরূপে অল্প দিব ইহা বিচার যোগ্য নহে দাতারা যে যেমন অর্থী তাঁহাকে তাহাই দিয়া থাকেন, গুরু মন্ত্রিরা যদি অধিক প্রার্থনা করিলে প্রদান করিতে নিষেধ করেন এই নিমিত্ত ইনি অধিক প্রার্থনা করেন নাই। অতিথি গৃহাগত হইয়া যাহা প্রার্থনা করিলেন তাহাই প্রদান কর, হে দানবনাথ বাস্কলে, আর বিলম্ব করিও না।

বাস্কলি কহিলেন। হে দেবেন্দ্র, হে মানদ, আমি তোমার বিশ্বরাজ হরণ করিয়াছি বলিয়া তুমি শোক করিও না তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা তোমার প্রতি সকল ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ধ্যানপরায়ণায় নিমগ্ন আছেন হরি স্বয়ং সংগ্রাম কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তোমার প্রতি ভার দিয়া আপনি ক্ষীরার্ণবে সুখে নিদ্রিত আছেন এবং তোমার প্রতি সংহার ভারার্পণ করিয়া উমাপতি উমাসহ কৈলাসে সুখে অবস্থিত আছেন। তুমি সামান্য নহ তোমার অপরিমিত বল অসমসাহস, অনন্যাদৃশ পরাক্রম, তুমি দানবকুলকে সমূলে সংহার করিয়াছ. হে ইন্দ্র যে দানবদল বল বীর্য্যে মহান্ তাহাদিগকেও তুমি বিনাশ করিয়াছ। আর দ্বাদশ আদিত্য একাদশ রুদ্র অশ্বিনী কুমারদ্বয় বসুগণ ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ তোমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া সুখে আছেন। তুমি বৃত্রাসুরকে নিধন করিয়াছ নমুচি ও পাক নামক অসুরদ্বয়কে বধ করিয়াছ, বিষ্ণু তোমার প্রতি অনুকূল. তিনি তোমার শত্রু হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন অতএব হে বজ্রপাণি. তোমাকে প্রণাম করি। সংগ্রাম ভূমিতে তোমাকে দেখিয়া দানবেরা অমনি বিনষ্ট হয়. যে সকল দানবকে তুমি বিনাশ করিয়াছ তাহারদিগের সহস্রাংশের একাংশ বলও আমাতে নাই, আমি অতি সামান্য ক্ষুদ্র আমাকে এতাবৎ কথন তোমার অধিক, আমি বুঝিয়াছি তুমি আমাকে দমন করিতেই আসিয়াছ, ভাল যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব সন্দেহ নাই বামনদেবকে যে পাদত্রয় ভূমি দিব ইহা অকিঞ্চিৎ এই আমার ধন সম্পত্তি পুত্র কলত্র, এই আমার বিশ্বরাজ্য এই সমুদয়ই বামনকে প্রদান করিতে পারি যদি না দিই লোকে কি বলিবে ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া অনুরোধ করাতে বামনকে বলি ত্রিপদ পরিমিত ভূমিও প্রদান করিতে পারে নাই ইহা আমার অধিক লজ্জাকর কথা।

বলি ইহা বলিলে তৎপুরোহিত শুক্রাচার্য্য কহিতে লাগিলেন। বাস্কলে, তুমি রাজা বট, তোমারই যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু তোমার হিতাহিত বোধ নাই। যাহাকে যাহা প্রদান করিতে হয় অগ্রে তাহা মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে বিচার কর। তুমি নিজ ভুজবলে দেবদানবকে পরাজিত করিয়া বহুকষ্টে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ কিন্তু এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়া তুমি দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইবে।

মহারাজ ইনি প্রাকৃত বামন নহেন তোমাকে ছলনা করিবার নিমিত্ত সনাতন বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন ইহাঁকে দান করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইনি তোমার পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব সকলি সংহার করিয়াছেন ইহাঁকে পাদত্রয় ভূমি দান করিলে তোমার সকল ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, ইহা ধর্ম্ম নহে যে ছল পূর্ব্বক প্রার্থনা করে তাহাকে দান করিতে নিষেধ আছে. ইনি ছল পূর্ব্বক ত্রিপদ ভূমি প্রার্থনা করিয়াছেন। অধিক কথা কি কখনই পদত্রয় ভূমি প্রদান করিতে পারিবে না।

পুরোহিত ইহা কহিলে বলি বলিলেন গুরো আমাকে নিবারণ করিবেন না আমি দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া অতি বিগর্হিত কার্য্য। যদিও ইনি সনাতন ভগবান্ হরি অবতীর্ণ হইয়া আসিয়া থাকেন ইহার পর আমার সৌভাগ্য কি আছে. আমা হইতে হরি বিশ্বরাজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন ইহাতে আমি জগতীতলে

দেব দানব সমক্ষে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইব। যে পরম পদার্থকে যোগিগণ সমাধি দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিতে পান না সেই জগন্নিবাস আমার নিবাসে স্বয়ং আসিয়া দর্শন দিলেন, আমি কুশোদকপাণি হইয়া দান করি পরাত্মা পরব্রহ্ম হরি প্রীত হউন্‌।

পৌলস্ত্য কহিলেন, রাজন্‌, শ্রবণ কর শুক্রাচার্য্য প্রতিষেধ করিলেও বলি কোনরূপে ক্ষান্ত হইলেন না প্রত্যুত কহিলেন এই বামনদেবকে আমি প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত করিব, এই দান সকলে পীড়াকর বোধ করিতেছেন। কিন্তু ইহা আমার মোক্ষ সাধন হইবে সন্দেহ নাই। এই বাক্য শ্রবণে পুরোহিত মৌন হইলেন পরে বাস্কলি কহিতেছেন হে ইন্দ্র, পাদত্রয়মাত্র ভূমি প্রদান আমার লজ্জাকর বোধ হইতেছে অধিক কিঞ্চিৎ প্রার্থনা কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ইহা সত্য কথা কিন্তু ইহাঁর তদতিরেকে প্রয়োজন নাই যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাই তুমি ইহাঁকে প্রদান কর।

বলি ইন্দ্রভাষিত শ্রবণানন্তর কুশ জল গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন আমি বামনদেবকে উহার পাদত্রয় পরিমিত ভূমি প্রদান করিলাম এই দানে দানবারি হরি প্রীত হউন।

বামন বলি হস্ত হইতে সংপ্রদান জল গ্রহণ করিয়া বামন মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক বিশ্বব্যাপি বিরাড়্‌মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং যজ্ঞপর্ব্বতে উত্তর মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেব কার্য্যার্থ অগ্রে একপদে সপ্তস্বর্গ আক্রমণ করিলেন অপর পদে ধরণী আক্রান্ত হইল, পরে তাঁহার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে প্রচুর জল বিনিঃসৃত হইল সেই জলময়ী গঙ্গা প্রথমতঃ ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিয়া ক্রমে ধ্রুবলোক ও সূর্য্যলোক প্রভৃতি সমুদয় লোক ব্যাপ্ত হইলেন পরে যজ্ঞপর্ব্বত আশ্রয় করিয়া পুষ্করক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টমী তিথিতে পুষ্করে গমন করিয়া যে ব্যক্তি স্নানাদি ক্রিয়া করেন তাঁহাকে দর্শন করিলে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। পুষ্কর তীর্থস্থ গঙ্গা সলিলে অবগাহনকারি ব্যক্তি একবিংশতি কুল যুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন, তথায় তিন শত কল্প পর্য্যন্ত বিপুল ভোগ লাভ করেন, তদন্তে পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম রাজা হন।

হে ভীষ্ম, সেই বিষ্ণুর চরণাঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে সমুদ্ভবা নদীকে শাস্ত্রে বৈষ্ণবী নদী কহে, সেই বিষ্ণুপদী গঙ্গা অনেক কারণে উৎপন্ন হইয়াছেন তিনি এই চরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত হইয়াছেন যেহেতু তিনি বিষ্ণু পাদোদ্ভবা হইলেন অতএব লোকে তাঁহাকে বিষ্ণুপদী কহে সেই বিষ্ণুপদীর সলীলে সকল জগৎ পবিত্র হইয়াছে।

অনন্তর বামন বলিকে কহিলেন আমার এক পদে স্বর্গ ও অপরপদে পৃথিবী আক্রান্ত হইল আর এক পদের স্থান কোথায় দিবে দেও।

বলি তাহা শুনিয়া কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না মৌনাবলম্বনে রহিলেন। বলিকে মৌন দেখিয়া পুরোহিত কহিলেন যে পর্য্যন্ত পৃথিবী তাহা সমুদয়ই প্রদান করিলেন আর কি দিবেন

বলি কহিলেন হে প্রভো, সমুদয় বসুন্ধরাই আপনি গ্রহণ করিলেন আর আমি কি দিব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বটে কিন্তু যে পর্য্যন্ত দাতার শক্তি দানও তৎপর্য্যন্ত।

বিষ্ণু বলির সানুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে নিরুত্তর হইলেন এবং সন্তুষ্টান্তে কহিলেন, হে দানবশ্রেষ্ঠ তুমি সত্যবাদী ধার্ম্মিক এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে দানব, তোমার হস্তের দক্ষিণ জল যাহা আমার হস্তে দিয়াছ সেই জল পরিত্যাগ করিয়া তোমার অভীষ্ট ফলপ্রদ বর প্রদান করি বল কি তোমার প্রার্থনা।

বিষ্ণু ইহা কহিলে বাস্কলি সুমধুর বাক্যে সেই বামনরূপী ভগবানকে কহিলেন, প্রভো তপস্বিগণের দুর্ল্লভ সেই শ্বেতদ্বীপে আমি গমন করিতে পারি আমার এই প্রার্থনা।

বিষ্ণু কহিলেন ভাল আমি তোমাকে মোক্ষ ফল দিব এক্ষণে যুগান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর, আমি যখন পুনর্ব্বার বরাহরূপাবলম্বন করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিব তৎকালে তোমাকে বধ করিয়া স্বশরীরে বিলীন করিব।

বিষ্ণু এই কথা বলিয়া সকল দানবগণকে দূরীকৃত ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্ব স্ব রাজ্য প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বাস্কলি পাতালপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ইন্দ্রও ভুবনত্রয় প্রতিপালনে তৎপর হইলেন।

হে ভীষ্ম, জগদ্গুরু হরি বামনাবতার স্বী-

কারে লোকে এইরূপে ত্রিবিক্রম নামে খ্যাত হইলেন ইহা তোমার নিকটে কহিলাম এবং গঙ্গা দেবীর উৎপত্তি কথাও কহিলাম যে উৎপত্তি কথা কলি কলুষনাশিনী অর্থাৎ গঙ্গা এই রূপে বিষ্ণু পাদোদ্ভবা হইয়াছেন একথা শ্রবণে লোকের সর্ব্বপাপ প্রশমন হয়। আর বিষ্ণুর পাদত্রয় দর্শন করিতে দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা ও সমুদয় দুষ্কৃতি দূরীকৃত হয়। যুগানুক্রম এই পুষ্করক্ষেত্র ও সপ্তপর্ব্বত ইহা দর্শন করিলে প্রাণিরা সংসারবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর পাদচিহ্ন দর্শন প্রাণিদেগর অতি দুর্লভ। এই ত্রিপুষ্করী যাত্রা করিয়া লোক অশ্বমেধ ফল লাভ করে এবং সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণু পদ প্রাপ্ত হয়।

ইতি পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে গঙ্গোৎপত্তি অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

—•◆•—

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

প্রথম সর্গ।

একদা ভরদ্বাজ মুনি, তমসা তীর কুটীর বাসি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শিষ্যোচিত প্রণতি বিনতি প্রভৃতি শিষ্টাচার অনুষ্ঠানান্তে করপুটে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভগবন্‌! আপনি অবনিস্থ সমস্ত জীবের উদ্ধরণ ও কৃতার্থ করণার্থ পঞ্চ বিংশতি সহস্র শ্লোকে সূত্রিত "রামায়ণ" নামে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা ভবৎ পাদ প্রসাদাৎ শ্রুত এবং অবগত আছি কিন্তু শত কোটি শ্লোক দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া যে রামায়ণ ব্রহ্মলোকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কেবল গুরু পরম্পরায় শুনা যায় যে, মহেশ্বর, সুর, ঋষি ও পিতৃগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং উহা শ্রবণ করিয়া থাকেন সুতরাং ইহাতে অনন্যগতি মাদৃশজন বঞ্চিত আছে, অতএব নিবেদন করিতেছি, ভবদগর্ভগত যে যে অংশ ক্ষিতিতলে নিহিত হয় নাই তৎসমুদায় সবিস্তর কথন দ্বারা এই মহীমণ্ডলকে কৃতার্থ করুন।

এইরূপে সাদর পৃষ্ট পুরাতন কবিকরতল নিহিত আমলক ফলবৎ উক্ত গ্রন্থের সমগ্রভাগ অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! চিরজীবী হও। অদ্য তুমি সাধু বিষয় স্মরণ করাইয়া আমাকে পরম সন্তুষ্ট করিলে। এক্ষণে তোমার প্রস্তাবিত বিষয় বিশেষ করিয়া বলি, শুন।

পঞ্চবিংশতি সহস্র পদ্য প্রমিত রামায়ণে শ্রীরামের মনুষ্য দেহসাধারণ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, ঐশ্বরীয় মাহাত্ম্য সঙ্গীত হয় নাই। তাহা কেবল শত কোটি শ্লোকে সঙ্কলিত রামায়ণ মহার্ণবেই বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ উহাতে জনক নন্দিনীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৎস ভরদ্বাজ! তুমি প্রিয় শিষ্য, এই হেতু এতদ্বিষয়ক পরম রহস্য তোমাকেই কহি অবহিত হও। বেদজ্ঞেরা বলেন "জানকী মহত্তত্ত্বাদি গুণযুতা অথচ সৃষ্টির কারণীভূতা যে মূল প্রকৃতি তৎস্বরূপা। সীতা তপস্বীদিগের তপঃসিদ্ধি, স্বর্গাভিলাষীদিগের স্বর্গসিদ্ধি; ঐশ্বর্য্যশালীদিগের ঐশ্বর্য্য"। ইনি সনাতনী, বিদ্যা, অবিদ্যা, বুদ্ধি, সিদ্ধি, গুণময়ী, গুণাতীতা, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পর সম্বন্ধ গ্রন্থনকর্ত্রী কারণের কারণ, প্রকৃতি, বিকৃতি, চিন্ময়ী, জ্ঞান প্রকাশিনী, মহা কুণ্ডলিনী, অখিল লোক প্রসবকারিণী, ব্রহ্ম অভিধেয়কারিণী তত্ত্বদর্শীরা যোগবলে যে প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিকে ধ্যান করিয়া দুশ্ছেদ্য মোহপাশ খণ্ডন পূর্ব্বক প্রকৃতি রূপতা প্রাপ্ত হয়েন, হে ব্রহ্মন্‌! এই চরাচর সমস্ত বিশ্বব্যাপিনী লীলা দ্বারা আবির্ভূত এবং যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়, সৃষ্টির সংস্থিতির নিমিত্ত সেই সেই সময়ে প্রকৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

শ্রীরামচন্দ্র জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, সীতা এবং রামের অবয়বগত স্ত্রী, পুরুষ এই উপাধি মাত্র ভেদ; বাস্তব, অর্থতঃ কোন ভিন্নতা নাই। রাম সীতা বা সীতা রাম এই পদদ্বয় যে প্রকারেই উচ্চারিত হউক এ উভয়ের অর্থগত বৈলক্ষণ্য কোন স্থলে আছে এমত কেহই কহেন না। সাধু সকল এবম্প্রকার প্রমাজ্ঞান হেতু কালের করাল কবলে প্রায় সংসার পারাবারের পারোত্তীর্ণ হইয়াছেন। সচ্চিদানন্দরূপা, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী, নিখিল ভুবন বিধান, সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্ত্তা ও বিভু এইরূপে রামচন্দ্রকে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যোগিগণ তাঁহাকে সীতা সহিত মনন করেন। শ্রীরামচন্দ্র, চরণ বিহীন হইয়াও সর্ব্বস্থানগামী; কর রহিত হইয়াও সমগ্র গ্রহণ কর্ত্তা, নয়ন হীন হইয়াও বিশ্ব দ্রষ্টা, অকর্ণ হইয়াও সমুদায় শ্রবণ-

কারী। তিনি ত্রিভুবন বেত্তা কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানেনা। অতএব রূপ জন্ম বিবর্জিত সেই ত্রিলোক পতির ভুবন হিতাদি কারণানুরোধে ধরাতলে যে প্রকারে জন্ম পরিগ্রহ হয়, সবিস্তর বর্ণনা করি শ্রবণ কর। ইহা অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণ বাক্ পাণ্ডিত্য ক্ষত্রিয় ভূমিপতিত্ব বৈশ্য প্রচুর ধন শালিত্ব প্রাপ্ত হন। অধ্যয়নে অনধিকার হইলেও এতচ্ছ্রবণ দ্বারা শূদ্রেরও মহত্ত্ব লাভ হয়। মহর্ষি বাল্মিকী প্রণীত উত্তর কাণ্ডীয় অধ্যায় রামায়ণাভিধ আদিকাব্যে গ্রন্থাবতরণ নাম প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাজা দশরথও স্নেহবশতঃ ইন্দ্রসম প্রিয়পুত্র ভরত শত্রুঘ্নকে সর্ব্বদাই মনে করিতেন। তাঁহারা চারিজন বিষ্ণুর বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় নির্ব্বিশেষে এক পিতৃ শরীরে উৎপন্ন হয়েন। ও চারিজনেই সকল বিষয়ে পিতার অনুকরণ করিয়া চলিতেন। যদিও মহাত্মা দশরথ পুত্রচতুষ্টয়ের প্রতি সমান স্নেহ করিতেন বটে, তথাপি সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রই তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন রামচন্দ্র যে কেবল পিতার পরম প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন এমত নহে ভ্রাতা সুহৃদ্ ও প্রজা সকলেরই প্রিয় দর্শন ছিলেন। তিনি সকলকেই প্রিয়বাক্য কহিতেন কর্কশ বাক্য কখনই তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইত না কেহ কখন তাঁহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও তিনি কাহাকে অপ্রিয় বাক্য কহিতেন না তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন বটে কিন্তু কখনই আপন পরাক্রমের গর্ব্ব করিতেন না তিনি প্রজাবর্গের সন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরন্তর নিরত ছিলেন রাজ্যভোগেচ্ছা তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারে নাই কুল ক্রমাগত রাজ্য লাভ অপেক্ষা বিদ্যালাভই তাঁহার অধিক প্রার্থনীয় ছিল তিনি পরাক্রমে ইন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ও স্থৈর্য্যে মহীধরের ন্যায় ছিলেন যেরূপ শরৎকালে বিমল ভানুমান্ সকলের দুর্নিরীক্ষ হয়েন সেই রূপ তিনিও যুদ্ধকালে অরাতিগণের দুঃসহ হইতেন, তিনি সদা গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান্ শরণার্থীদিগের প্রতি স্নেহবান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ছিলেন নৃপতি দশরথ রামচন্দ্রকে এই সমস্ত গুণে বিভূষিত ও কার্য্যক্ষম দেখিয়া তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন বুদ্ধিমান্ পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ নৃপতির সেই মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহারা সমবেত হইয়া শ্রীরামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা রাজা দশরথের নিকটে যাইয়া রামের যৌব রাজ্য প্রদান প্রার্থনা করিলেন। রাজা দশরথ ইতিপূর্ব্বেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন এক্ষণে আবার পুরবাসীগণের মুখে সেই প্রার্থনা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু তৎকালে মনোগত ভাব সংগোপন পূর্ব্বক পৌরগণের যথার্থ মনোগত ভাব জানিবার জন্য অনিচ্ছুকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন আমিতো ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতেছি তবে কেন আপনারা আমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রার্থনা করিতেছেন, তখন পৌরগণ প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র রমণীয় গুণগ্রামে বিভূষিত ও কার্য্যক্ষম হইয়াছেন তিনি সত্যসন্ধ ও অতি বিশুদ্ধ স্বভাব ও ক্ষমাশীল তাঁহার অন্তঃকরণে অসুয়ার লেশমাত্রও নাই সংসারে নয়নগোচর হয় পরাক্রমশালি ব্যক্তিরা জয়লাভ করিলে প্রায়ই অহঙ্কৃত হইয়া উঠেন কিন্তু রামচন্দ্রের বিষয়ে সে রূপ দৃষ্ট হইতেছে না, তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অণুমাত্রও অভিমান করেন না আমারদিগকে পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে সমাদর করিয়া থাকেন তিনি দুর্বিনীতদিগের নিয়ন্তা ও বিনীতদিগের প্রতিপালয়িতা, আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। হে রাজাধিরাজ, সেই সদা গুণান্বিত রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

ইতি অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ পৌরগণের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, আমি আপনারদিগের নিকটে অনুগৃহীত হইলাম, ও আমাকে

শ্লাঘ্য বোধ করিলাম, আপনারা অতি প্রিয়বাদী। আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহার পর আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? তিনি এই কথা বলিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেবকে বলিলেন, পৌরগণ রামের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে একান্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। রমণীয় ও পবিত্র মধুমাসও সমাগত হইয়াছে, অতএব এই শুভ সময়ে রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অভিষেকের দ্রব্য সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও তথায় বসিয়া অভিষেকের দ্রব্য সকল লিখিয়া দিলেন।

অনন্তর অযোধ্যাধিপতি সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তুমি শীঘ্র রামচন্দ্রকে আনয়ন কর। সুমন্ত্র নৃপ নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীরামের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, হে নৃপকুমার! আমি নৃপতির নিদেশানুসারে এই রথ আনয়ন করিয়াছি, তিনি আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানস করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে রথারূঢ় করিয়া রাজ সমীপে লইয়া চলিলেন। রাম সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি স্বীয় গুণ ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা সকলেরই মন ও নয়ন হরণ করিয়াছিলেন। [illegible] মেঘ দর্শন করিলে [illegible] সাতিশয় হর্ষোদয় হয় সেই রূপ তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। [illegible] দশরথ দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবেন্দ্রের ন্যায় প্রাচ্য উদীচ্য দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য ভূপাল কর্তৃক সেব্যমান হইয়া, সভাস্থলে আসীন ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রেমাস্পদ ও পরম সুন্দর পুত্রকে অবিতৃপ্ত লোচনে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে রামচন্দ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতার সমীপে চলিলেন। সুমন্ত্রও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রামচন্দ্র সূত সহ কৈলাসশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত প্রাসাদে আরোহণ করিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন ও আপন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পিতার চরণে প্রণাম করিলেন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান্ রহিলেন। নৃপতি রামকে পার্শ্বে বদ্ধাঞ্জলি দণ্ডায়মান্ দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও মণিময় আসনে উপবেশন করাইলেন। যে রূপ নির্ম্মল ভানুমান্ উদিত হইলে উদয় গিরি সাতিশয় উজ্জ্বল হয় রামচন্দ্র উপবেশন করাতে সেই আসনও সেই রূপ দীপ্তিমান্ হইল। যে রূপ চন্দ্রোদয় হইলে শরৎ কালীন গগণ মণ্ডল সমুজ্জ্বল হয়, সেই রূপ সেই সভামণ্ডপও সাতিশয় শোভমান্ হইল।

অনন্তর দশরথ সহাস্য বদনে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গুণবান্, প্রজাগণ তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত. অতএব তুমি যৌবরাজ্য গ্রহণ কর। যদিও তুমি স্বভাবতঃ বিনীত ও সুবিচক্ষণ, তথাপি আমি পিতৃস্নেহ বশতঃ তোমাকে কএকটী উপদেশ প্রদান করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে, কাম ক্রোধোৎপন্ন ব্যসন সকল পরিত্যাগ করিবে, ও অপত্য নির্বিশেষে প্রজা প্রতিপালন করিবে ও সৈন্য, অমাত্য, হস্তি, অশ্ব, ও কোষের তত্ত্বাবধারণে একান্ত যত্নবান্ হইবে ও মিত্র, মধ্যস্থ ও উদাসীনগণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে কেনন, যে রাজা প্রকৃতির প্রীতিভাজন হইয়া রাজ্য পালন করেন তাঁহাকে পাইয়া সকলেই অমৃত প্রাপ্ত দেবগণের ন্যায় আনন্দিত হয়েন। রাজা দশরথ এইরূপে পুত্রকে উপদেশ দিয়া বিরত হইলে পর ভৃত্যগণ রাজমহিষী কৌশল্যাকে এই শুভ সমাচার দিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল রাজমহিষী কৌশল্যা অন্তঃপুর মধ্যে ভৃত্যবর্গের প্রমুখাৎ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও প্রিয়বাদী ভৃত্যগণকে বিবিধ পারিতোষিক প্রদান করিলেন এদিগে রামচন্দ্রও পিতার চরণে প্রণাম করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে চলিলেন পৌরগণও নরপতির নিকটে বিদায় লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইতি অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামাভিষেক নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

পৌরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর, রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীরামকে শুভ পুষ্যনক্ষত্রে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে কৃত নিশ্চয় হইলেন ও সুমন্ত্রকে

রামের আনয়নার্থ আদেশ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সুমন্ত্র নৃপনিদেশ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে রামের ভবনে গমন করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দৌবারিক, রামের নিকটে যাইয়া সূতের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল।

রামচন্দ্র দৌবারিকের প্রমুখাৎ সূতের পুনরাগমন বার্ত্তা শুনিয়া কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ সূতকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুমন্ত্র! আপনার পুনরাগমন প্রয়োজন জানিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, আপনি আগমন প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া আমার উৎকণ্ঠিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন্।

তখন সূত কহিলেন, "হে রাজকুমার! নৃপতি আপনাকে দেখিবার বাসনা করিতেছেন, এই নিমিত্তে আমি রথ লইয়া আসিয়াছি। আপনি শীঘ্র রথারোহণ করুন।

রামচন্দ্র সূত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর রথারোহণ পূর্ব্বক পিতৃভবনে চলিলেন ও পিতৃগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলেন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। পুত্রবৎসল দশরথ রামচন্দ্রকে পার্শ্বে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান দেখিয়া সম্মুখস্থিত উত্তম সিংহাসনে বসিতে আদেশ করিলেন। রামচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট হইলে, নৃপতি দশরথ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে বৎস! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আর রাজ্য ভোগের ইচ্ছা নাই, আমি শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি ও অভিলাষানুরূপ পুত্রও লাভ করিয়াছি অতএব মানুষের অবশ্য পরিশোধ্য দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি এক্ষণে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা ব্যতীত আমার আর কিছুই করণীয় নাই। তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। অতএব হে পুত্র! আমি তোমাকে কল্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছি। কিন্তু আমার অন্তঃকরণে অতিশয় আশঙ্কা হইতেছে আমি গত রাত্রে অতি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাইলাম যেন অন্তরীক্ষ হইতে মহোল্কা সকল ভয়ঙ্কর শব্দে পতিত হইতেছে ও আমার জন্ম নক্ষত্র যেন সূর্য্য, মঙ্গল, ও রাহু এই তিনটী ক্রূর গ্রহ সংযুক্ত হইয়াছে দৈবজ্ঞেরা বলিতেছেন "পুত্র! এবম্বিধ দুঃস্বপ্ন দেখিলে প্রায়ই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। হয়তো রাজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, নয়তো রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যায়, অতএব আমার চিত্ত যাবৎ বিকৃত না হয়, ইতি মধ্যে তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। পুত্র! মাঙ্গলিক কার্য্যে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তোমার ভ্রাতা ভরত যদিও অতি বিশুদ্ধ স্বভাব, ধর্ম্মাত্মা ও তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী তথাপি তাঁহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় হওয়া অসম্ভব নহে। মানবের চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল, ভরত এক্ষণে মাতামহের আবাসে বাস করিতেছেন। অতএব তোমার যৌবরাজ্যাভিষেকের এই উত্তম অবসর হইয়াছে। তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন কল্য পুষ্যা যোগ হইবেক। অতএব আমি তোমাকে কল্যই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব।"

রাম এই রূপ আদিষ্ট হইয়া, পিতার চরণে প্রণাম করিয়া মাতৃ ভবনে গমন করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন মাতা পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যোগাসনে আসীন হইয়া মুদ্রিত নয়নে দেবমন্দিরে দেবগণের আরাধনা করিতেছেন। সুমিত্রা, সীতা, ও লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত আছেন।

রামচন্দ্র মাতৃ সন্নিধানে যাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন "মাতঃ! পিতা আমাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছেন কল্য আমার রাজ্যাভিষেক হইবেক। অদ্য পুরোহিত ও উপাধ্যায়ের নিদেশানুসারে আমাকে সীতার সহিত উপবাসী থাকিতে হইবে। এই অভিষেকোপলক্ষে আমাকে যে যে মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সীতাকেও সেই রূপ অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করুন্।

রাজমহিষী কৌশল্যা পুত্রের মুখ বিনির্গত এই অমৃতময় বার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, ও পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ কর। তোমার শত্রুরা নিহত হউক। তুমি রাজশ্রীযুক্ত হইয়া জ্ঞাতিবর্গ ও মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্দ্ধক হও পুত্র! তুমি শুভ নক্ষত্রে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে এই নিমিত্ত তুমি আপনার রমণীয় গুণের দ্বারা নিজ পিতা

দশরথকে পরমাপ্যায়িত করিয়াছ। আমার যে ইষ্টদেবতা পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবচ্চরণে অচলা ভক্তি আছে, তাহা অদ্য সফলা হইল। যেহেতু ইক্ষাকুবংশীয় রাজলক্ষ্মী অদ্য তোমাকে আশ্রয় করিলেন।

রামচন্দ্র এইরূপ বাক্য শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা তুমি আমার সহিত রাজ্যশাসন প্রজাপালন করিবে।

অনন্তর রামচন্দ্র মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন ও সীতাকে বলিয়া আপন গৃহে গমন করিলেন।

ইতি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাজ্যোপলম্ভ মন্ত্র তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

এদিগে রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে তপোধন! আপনি একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক রামের ভবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে উপবাস করিতে আজ্ঞা করুন্। বেদবিৎ বশিষ্ঠ তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক শ্রীরামের ভবনে গমন করিলেন রামচন্দ্র তৎকালে গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, বশিষ্ঠদেবের আগমন বার্ত্তা শুনিবামাত্র তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ত্বরান্বিত হইয়া বাহিরে আইলেন, ও রথের সমীপে যাইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বয়ং অবতরণ করিলেন, ও তাঁহার যথাবিধি সংকার করিলেন। বেদবিৎ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের তাদৃশ বিনয় দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন রামচন্দ্র, তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন তিনি তোমাকে কল্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন অদ্য তুমি জনক নন্দিনী সীতার সহিত সংযত হইয়া উপবাস কর।

তিনি রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় লইলেন, ও পুনর্ব্বার রথারোহণ পূর্ব্বক রাজভবনে চলিলেন। রামচন্দ্রও সভাস্থ প্রিয় সুহৃদ্বর্গকে বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কৈলাস শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন, রাজাজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা যথাসংস্কার করিতেছে চতুর্দ্দিগে ধ্বজ পতাকা উত্থাপিত হইয়াছে রাম কল্য রাজা হইবেন এই ঘোষণা নগরী মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে নগরবাসীরা আনন্দিতচিত্তে কোলাহল করিতেছে, আবাল বৃদ্ধ সকলেই অভিষেক দর্শনে সমুৎসুক হইয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজমার্গ জনগণে সংকুল ও রাজপুরী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে ঋষিরাজ বশিষ্ঠ সেই জনসম্বাধ অতিক্রম করিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে রাজা দশরথ সভাসদ্গণ পরিবেষ্টিত হইয়া বশিষ্ঠদেবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তিনি বশিষ্ঠদেবকে সমাগত দেখিয়া আসন হইতে উঠিলেন, ও সভাসদ্গণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনন্তর ঋষিরাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, মহারাজ, শ্রীরামচন্দ্রকে অদ্য জনক নন্দিনী সীতার সহিত কৃতোপবাস থাকিতে বলিয়া আসিয়াছি তিনি অদ্য সীতার সহিত সংযত হইয়া উপবাস করিলেন। রাজা দশরথ পরম প্রেমাস্পদ পুত্রের অধিবাস কৃত্য শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন অনন্তর ঋষিরাজ, রাজার নিকটে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও সভাসদ্গণকে বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামাভিষেকোপবাস সন্নিধানং চতুর্থসর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

এস্থলে রামচন্দ্র পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আদেশানুসারে সীতার সহিত উপবাস করিয়া রহিলেন, ও যথাবিধি পূজাহোমাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। অনন্তর হোমাবশিষ্ট ঘৃত প্রাশন করিলেন, ও নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক মৌনব্রতী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আস্তীর্ণ কুশ শয্যায় সীতার সহিত শয়ন করিলেন। কিন্তু এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে পুনর্ব্বার জাগরিত হইলেন, ও ভৃত্যবর্গকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, যে তোমরা গৃহ সুশোভিত কর। ভৃত্যেরা শ্রীরামের আদেশ পাইবামাত্র অবিলম্বে গৃহ সুসজ্জিত ও সুশোভিত করিল। এমত সময়ে বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও প্রাতঃকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া নারায়ণের স্তব করিলেন, ও দ্বিজগণকে স্বস্তিবাচন করাইলেন। দ্বিজগণ সন্তুষ্টচিত্তে পুণ্যাহং বলিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে নগরীমধ্যে মাঙ্গলিক তূর্য্যধ্বনিও হইতে লাগিল। পুরবাসীরা রজনী প্রভাতা হইয়াছে দেখিয়া পুনর্ব্বার নগর সুশোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে অট্টালিকা সকল চিত্রবিচিত্র হইল। রাজপথে, দেবমন্দিরে ও বণিক্ বিপণীতে ধ্বজা সমুচ্ছিত ও বিচিত্র পতাকা উড্ডীন হইল। পৌরগণ এই রূপে নগর সুশোভিত করিয়া, শ্রীরামের অভিষেক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ও অযোধ্যাধিপতি দশরথের ধন্যবাদ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, রাজা দশরথ অতি-সুবিচক্ষণ, তিনি আপনার বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত দেখিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভি ষিক্ত করিতেছেন। রামচন্দ্রও অতি বিনীত, ধর্ম্মাত্মা, ও বিদ্বান, তিনি যেরূপ ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রীতিমান, সেই রূপ আমাদিগের প্রতি ও স্নেহবান্ রাজা দশরথ চিরজীবী হইয়া থাকন! যাঁহার প্রসাদে অদ্য আমরা তাদৃশ কার্য দক্ষ ও প্রজাবৎসল রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত হইতে দেখিব। পৌরগণ পরস্পর এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে অভিষেক দর্শনোৎসুক রাজগণ সমাগত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে রামের ভবনে লোকারণ্য হইল পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে জলধির ন্যায় সমাগত জনগণের মহা কোলাহল হইতে লাগিল। সমুদ্র যেরূপ জল-জন্তু সমাকীর্ণ হয়, সেইরূপ তৎকালে সমুদায় অযোধ্যানগর লোকে পরিপূর্ণ হইল।

ইতি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে পুরশোভা-ভি বর্ণনং পঞ্চমসর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

এমন সময়ে কৈকেয়ীর পরিচারিকা কুব্জা যদৃচ্ছাক্রমে অট্টালিকার উপরে উঠিয়া দেখিল নগর সুশোভিত হইয়াছে। পৌরগণ আনন্দে কোলাহল করিতেছে কুব্জা সহসা নগরীমধ্যে তাদৃশ মহোৎসব হইতে দেখিয়া অতিশয় চমৎ-কৃত হইল, ও পার্শ্ববর্ত্তিনী ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধাত্রি, অদ্য নগরীমধ্যে এরূপ মহোৎসব হইতেছে কেন! নৃপতি কি পৌরজনের কোন প্রিয় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ধাত্রী এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল, রাজা অদ্য সর্ব্বগুণাকর প্রিয় পুত্র রাম-চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই নিমিত্ত পৌরগণ আনন্দোৎসবে মগ্ন হইয়াছেন নগর সুশোভিত হইয়াছে, ও রাম মাতা হর্ষিতা হইয়া ধন বিতরণ করিতেছেন।

এই সুসংবাদ শুনিয়া কুব্জার অন্তঃকরণে সাতিশয় ঈর্ষার সঞ্চার হইল। এক সময়ে কুব্জা কোন অপরাধ করাতে রামচন্দ্র তাহাকে পাদ প্রহার করেন, এক্ষণে তাহা কুব্জার স্মৃতি-পথারূঢ় হওয়াতে কোপে কম্পমান হইতে লাগি-ল, ও অবিলম্বে অট্টালিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৈকেয়ীর মন্দিরে গমন করিল। তৎকালে কৈকেয়ী শয়ন করিয়াছিলেন। কুব্জা তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিল, অয়ি নির্ব্বোধে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। তোমার যে বিষম বিপদ উপস্থিত তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার সৌভাগ্য বৃথা, নদীর স্রোতঃ যেরূপ অচিরস্থায়ী তোমার সৌভা-গ্যও সেই রূপ ক্ষণভঙ্গুর। কৈকেয়ী কুব্জার এই রূপ নিষ্ঠুরোক্তি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মন্থরে, অদ্য তুমি ক্রুদ্ধা হইয়াছ কেন, অদ্য তোমাকে দুঃখিত দেখিতেছি ইহা-রই বা কারণ কি? তখন মন্থরা সংরক্তনয়না হইয়া কৈকেয়ীকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, আর আমাকে দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করি-তেছেন! তোমার দুঃখে আমার দুঃখ, ও তো-মার সুখেই আমার সুখ। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই সংবাদ শুনিয়া আমি দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়াছি ভরত রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইলেন।

কৌশল্যা রাজমাতা হইবেন ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় কৈকেয়ি, তুমি রাজবংশ সম্ভূতা ও রাজমহিষী, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তুমি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও রাজ-মহিষী হইয়াও রাজনীতি বুঝিতে পার না। আপনার পুত্র থাকিতে সপত্নী পুত্রকে রাজ্যাভি-ষিক্ত করিতে দেওয়া কি রাজধর্ম্মানুগত, তোমার ভর্ত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ ফলতঃ তিনি শাঠ্য পরায়ণ। তিনি তোমাকে প্রলোভন বাক্যে মোহিত করিয়া সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিলেন। তিনি কৌশ-ল্যাকে যে সমস্ত প্রিয় কথা কহিয়া থাকেন এক্ষণে তাহা ফলবতী হইল। তুমি ভর্ত্তৃবোধে কাল সর্পকে আলিঙ্গন করিয়াছ। এক্ষণে সাবধান হও। সর্পকে উপেক্ষা করিলে সে যেরূপ বৈরাচরণ করে তোমার ভর্ত্তাও তোমার

পুত্রের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তুমি কপট স্বভাব দশরথের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেছ না। ভরত গৃহে থাকিলে পাছে রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত হয়, এই ভাবিয়া দশরথ ভরতকে মাতামহ গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ও রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, অতএব কৈকেয়ি, আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তদনুসারে কার্য্য কর, তাহা করিলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে। তোমার পুত্র আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। তোমাকেও কৌশল্যার করতলস্থ হইয়া থাকিতে হইবে না। যাহাতে রামের রাজ্যাভিষেক ব্যাহত হয় ও যাহাতে কৌশল্যা পূর্ণ মনোরথ হইতে না পারেন, তুমি এক্ষণে তাহার উপায় কর।

কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, মন্থরে, ভরত ও রামচন্দ্রে কিছু মাত্র বিশেষ নাই! রাজা সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, ইহার পর আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে, মন্থরে, আজি তুমি আমাকে অতি প্রিয় কথা শুনাইলে, ইহার উপযুক্ত পুরস্কার আর কি দিব এই বলিয়া গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক মন্থরাকে প্রদান করিলেন।

ইতি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মন্থরা পরিবেদনং নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

মন্থরা কৈকেয়ীর মুখে স্বীয় অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে অধিকতর কোপান্বিতা হইল ও তাঁহার প্রীতি দত্ত আভরণ দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল। কৈকেয়ি, এ হর্ষ প্রকাশ করিবার বিষয় নহে আমি তোমার সমুদায় ব্যবহার বিপরীত দেখিতেছি তুমি অস্থানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ তুমি যে শোক সাগরে নিমগ্না হইলে তাহা বুঝিতে পারিতেছ না আমি কৌশল্যাকেই যথার্থ ভর্ত্তৃপ্রিয়া বোধ করিতেছি যেহেতুক তাঁহারই পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন ও তাঁহারই পুত্রবধূ যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন কৈকেয়ি, তুমি কি নির্ব্বোধ তুমি অনায়াস লভ্য ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করিতেছ তোমার অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে, রাম রাজা হইলে তোমাকে দাসীর ন্যায় কৌশল্যার উপাসনা করিতে হইবে ও তোমার পুত্রবধূও ঐশ্বর্য্য লাভে বঞ্চিত হইবেন কৈকেয়ী মন্থরাকে অধিকতর কুপিতা দেখিয়াও পুনর্ব্বার রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, রামচন্দ্র সত্যবাদী কৃতজ্ঞ ও গুরুজনের নিদেশানুবর্ত্তী ও রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অতএব রামই সর্ব্ব প্রকারে যৌব রাজ্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য পাত্র তিনি ভ্রাতাদিগকে পিতৃবৎ প্রতিপালন করিবেন ও সদা মাতৃগণের প্রিয়কার্য্য করিবেন সন্দেহ নাই রামের অন্তঃকরণ রাগদ্বেষাদি শূন্য তিনি সকলেরই প্রিয়দর্শন এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি রামকে দেখিয়া সন্তুষ্ট না হয়েন তুমি তাঁহার রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা শুনিয়া আর সন্তাপ করিও না রাম রাজা হইলে ভরত ও শত বৎসর পরে রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন অতএব মন্থরে এ আনন্দের বিষয়ে তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন আর রাম রাজ্যেশ্বর হইলে ভরত যে এক্ষণে একেবারেই রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইবেন এমন নহে রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে আত্মসমজ্ঞান করেন সুতরাং তাঁহার রাজ্য হইলে ভরতের রাজ্য হইল।

মন্থরা কৈকেয়ীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইল ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তেজনা বাক্যে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল কৈকেয়ি, তুমি কি নির্ব্বোধ তুমি আপনার হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পার না তুমি যে অগাধ দুঃখার্ণবে নিমগ্না হইলে।

রাম রাজা হইলে ভরত শত বৎসর পরে রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন ইহা তুমি মনেও করিও না রামের পরে তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইবেন তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পাইবেন এইরূপে রাজ্য রামেরই পুত্র পৌত্রদিগের হস্তগত থাকিবে সুতরাং ভরত রাজ বংশচ্যুত হইবেন, রাজা বহু পুত্র থাকিলে তন্মধ্যে এক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন সকল পুত্রকে রাজ্যাধিকারী করিলে সুন্দর রূপে রাজ্য রক্ষা হয় না, রাজ্য মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে এই নিমিত্ত রাজগণ জ্যেষ্ঠ অথবা কার্য্যক্ষম অন্যপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র আবার স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন তিনি কখনই ভ্রাতাকে রাজ্য প্রদান করেন না।

অতএব রাম রাজা হইলে তোমার পুত্র অনাথ হইবেন তখন আর তাঁহাকে কে সমাদর করিবে সুতরাং তিনি অসুখী ও রাজবংশ-চ্যুত হইবেন কৈকেয়ি আমি তোমার হিতার্থে রামের রাজ্যাভিষেক ব্যাঘাত করিবার পরামর্শ দিতেছি কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না আমি নিশ্চয় বলিতে পারি রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভরতকে হয়তো দেশান্তরে রাখিবেন নয়তো তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন কৈকেয়ি, সদাসন্নিহিত থাকিলে সকলের প্রতি প্রীতি জন্মে তুমি বাল্যকালাবধি ভরতকে মাতুলালয়ে রাখিয়াছ সুতরাং তাঁহার প্রতি এক্ষণে রামের তাদৃশ স্নেহ নাই রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত অশ্বিনী কুমারের ন্যায় তাঁহারদিগের সৌভ্রাত্র জগতে সুপ্রসিদ্ধ আছে অতএব রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোন রূপ অনিষ্টাচরণ করিবেন না কিন্তু তিনি যে ভরতের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে এই কর্ত্তব্য হয় ভরত মাতামহাবাস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইয়া বাস করুন নতুবা তোমার পিতৃকুলেরও অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদিও ভরত পৈতৃক রাজ্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়েন তথাপি তাঁহাকে দুঃখে কালাতিপাত করিতে হইবে ভরত যে রূপ সুখী তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ ধনে তাঁহার স্বচ্ছন্দরূপে চলিবে না সুতরাং তিনি রামের শত্রু হইয়া উঠিবেন তখন ভরত তাদৃশ প্রবল শত্রু রামের সহিত বিরোধ করিয়া কিরূপে আত্ম রক্ষা করিবেন অরণ্য মধ্যে সিংহ যেরূপ মহাগজের উপরে উপদ্রব করে রামও সেইরূপ তোমার পুত্রের উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহাকে পরিত্রাণ করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য তুমি ভর্ত্তৃপ্রিয়া হইয়া সপত্নী কৌশল্যাকে ঘৃণিত করিয়া রাখিয়াছ এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা হইলে সে কি তোমার সহিত বৈরাচরণ করিতে বিরত হইবে অধিক কি বলিব রাম রাজা হইলে তুমি ও তোমার পুত্র দুইজনেই দুরবস্থায় পতিত হইবে অতএব যাহাতে ভরতের রাজ্যলাভ ও রামের বনবাস হয় এক্ষণে তাহার কোন উপায় চিন্তা কর।

ইতি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মন্থরা বাক্য সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

কৈকেয়ী মন্থরার ঐ সমস্ত উত্তেজনা বাক্য শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন মন্থরে তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য বটে কিন্তু যাহাতে আমার পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন আমি এরূপ কোন উপায় দেখিতেছি না, রাজা সর্ব্বগুণান্বিত রামচন্দ্রের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত তিনি আপনার প্রাণ অপেক্ষাও রামকে অধিক ভাল বাসেন অতএব রাজা ভরতকে রাজ্য প্রদান করিয়া রামকে অকারণে বনবাস দিবেন কেন, পাপীয়সী মন্থরা কৈকেয়ীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে নিরুৎসাহ বিবেচনা করিয়া বলিল কৈকেয়ি, আর ভাবনা কি আমি রামকে সত্বর বনে পাঠাইবার ও ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার উপায় বলিতেছি তখন কৈকেয়ী শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উঠিয়া হৃষ্টচিত্তে মন্থরাকে বলিলেন, অয়ি কুব্জমতি, কি উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে তাহা বল। তখন মন্থরা বলিতে লাগিল, কৈকেয়ি, যে উপায় অবলম্বন করিলে ভরত নিঃসংশয়ে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, আমি এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে শম্বরাসুরের সহিত দেবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে দেবগণ পরাস্ত হওয়াতে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ করিবার জন্য দশরথকে লইয়া যান, রাজা দশরথ যুদ্ধ করিয়া শম্বরাসুরকে পরাজয় করেন। কিন্তু রণস্থলে শস্ত্রক্ষত হওয়াতে তুমি পরিচর্য্যার দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে। ইহাতে রাজা দশরথ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটী বর প্রদান করিতে উদ্যত হয়েন, কিন্তু তুমি তৎকালে বলিয়াছিলে, আমার যখন ইচ্ছা হয় সেই সময়ে বর গ্রহণ করিব; মহাত্মা দশরথও তথাস্তু বলিয়া তোমার নিকটে প্রতিশ্রুত হয়েন। কৈকেয়ি এক্ষণে সেই দুই বর গ্রহণ করিবার উত্তম অবসর হইয়াছে। তুমি এক্ষণে রাজার নিকটে সেই দুই বর প্রার্থনা করহ। তুমি যেরূপে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহার সুযোগ বলিয়া দিতেছি। তুমি অদ্য ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক অনাথার ন্যায় দুঃখিতা হইয়া মলিন বেশে ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। তুমি রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না ও তাঁহার সহিত কোন কথাও কহিও না। রাজা তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন

এমন কি! তিনি তোমার জন্য রাজলক্ষ্মীও পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতএব তোমাকে তদবস্থায় শয়ান দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে সাতিশয় দুঃখোদয় হইবেক। তখন তিনি তোমার স্তুতি মিনতি করিবেন। তোমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন সন্দেহ নাই। রাজা যদি তোমাকে মণি মুক্তাদিও দিতে চাহেন তাহা তুমি লইও না। দেবাসুরের সংগ্রাম স্মরণ করাইয়া তুমি প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলে পর, যখন রাজা তাহাতে সম্মত হইবেন ও তোমাকে ধরিয়া তুলিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে প্রথমতঃ সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া এক-বরের দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও দ্বিতীয় বরের দ্বারা রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করিও। রাজা তোমাকে আর কুপিতা করিতে পারিবেন না। অথবা তোমাকে কুপিতা দেখিয়াও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। তিনি তোমার হিতার্থে প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতএব তোমার বাক্য উল্লঙ্ঘনে কদাচও সমর্থ হইবেন না।

কৈকেয়ী বাল্যকালে যৌবন মদে মত্তা হইয়া একজন কুৎসিত ব্রাহ্মণকে পরিহাস করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই কুৎসিত ব্রাহ্মণ কোপান্বিত হইয়া কৈকেয়ীকে এই অভিশাপ প্রদান করেন যে তুমি আমাকে কুৎসিত দেখিয়া যেমন পরিহাস করিলে এই জগতে সেই রূপ তোমারও সকলে কুৎসা করিবে। কৈকেয়ী এক্ষণে সেই শাপ প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন না যে রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিলে লোকে অকীর্ত্তি হইবে। সুতরাং তিনি মন্থরার অহিত বাক্য হিতকর বলিয়া স্থির করিলেন। ও সন্তুষ্টচিত্তে মন্থরাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মন্থরে, তোমার যে এরূপ উত্তম বুদ্ধি, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এক্ষণে জানিলাম যে এই পৃথিবীতে তোমার সদৃশ বুদ্ধিমতী আর কেহই নাই। তুমি আমার যথার্থ হিতৈষিণী। রাম যে আমার পুত্রের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই কুব্জে, বিকৃতাকার বিকৃতানন ও কুব্জ অনেক ব্যক্তি আছে কিন্তু তুমি সেরূপ নও তুমি বংনত কমলিনীর ন্যায় মনোহারিণী তোমার কণ্ঠ অবধি সমুদায় মুখ মণ্ডল অতি রমণীয় তুমি যখন আমার অগ্রে২ বেড়াও তখন আমি তোমাকে টিটিভী পক্ষিণীর ন্যায় দেখি তোমার এই ককুদ সম কুঁজটী বিদ্যা বুদ্ধি ও কৌশলের নিলয় স্বরূপ। ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইলে আমি ঐ কুঁজে স্বর্ণমালা পরাইব ও তোমার সর্ব্বশরীর বিশুদ্ধ সুবর্ণের অলঙ্কারে বিভূষিত করিব ও তোমার মুখে কাঞ্চনময় চিত্রবিচিত্র তিলক পরাইয়া দিব তুমি সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া ও উত্তম বস্ত্র পরিয়া রাজমহিষীর ন্যায় পুরদ্বার পর্য্যন্ত বেড়াইবে তখন তোমার স্বজ্জনেরাও তোমাকে দেখিয়া গর্ব্ব করিবেন। মন্থরা এই রূপে প্রশংসিতা হইয়া অভিলাষানুরূপ সম্পাদনার্থে কৈকেয়ীকে ত্বরান্বিতা করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল দেবি, জল চলিয়া গেলে সেতুবন্ধন করা বৃথা তুমি শয্যা হইতে উঠিয়া শীঘ্র আপনার শ্রেয়ঃ সাধনে উদ্‌যুক্তা হও রাজাকে বশীকৃত কর কৈকেয়ী মন্থরার এই বাক্য শ্রবণ মাত্র শয্যা হইতে উঠিলেন ও মহামূল্য সমুদায় আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া মন্থরাকে বলিলেন মন্থরে, রাজা আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিও যে আমি এখানে শয়ন করিয়া রহিয়াছি মন্থরে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যাবৎ ভরত রাজা না হয়েন ও যাবৎ রাম বনে না যান তাবৎ পর্য্যন্ত আমি জলগ্রহণও করিব না আমি অন্ন, বস্ত্র অলঙ্কার সকলই পরিত্যাগ করিলাম কৈকেয়ী এই নিদারুণ বাক্য কহিয়া সমুদায় আভরণ মন্থরার হস্তে দিয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিলেন রাজমহিষী কৈকেয়ী এই রূপে মণিময় সমুদায় আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ও সুদারুণ শোক তমোগুণে আবৃত হইয়া সূর্য্য বিরহিত অন্ধকারময়ী গগণ মণ্ডলীর ন্যায় থাকিলেন।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাম প্রবাসনোপায় চিন্তা নাম অষ্টম সর্গ।

মহাভারত।

এক শত দ্বি অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, চিত্রাঙ্গদ হত হইলে বিচিত্র বীর্য্য বালক সুতরাং ভীষ্ম, বিমাতা সত্যবতীর মতানুসারে স্বয়ং রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে মতিমৎ শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম নিজানুজ বিচিত্রবীর্য্যের যৌবনোদয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন ও শুনিলেন তৎকালে কাশিপতির অপ্সরা

তুল্য তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে শুনিয়া সেই বারাণসীস্থ রাজপুরীতে গমন করিলেন।

তথায় নানা দেশীয় রাজা ও রাজকুমার প্রভৃতি আসিয়া ঐ কন্যাত্রয় লাভ চেষ্টা করিতেছে, কন্যারাও সকলের নাম ধামাদি শ্রবণ করিতেছে, ইত্যবসরে প্রবল প্রতাপশালী ভীষ্ম সভামধ্যে সমুপস্থিত হইয়া স্বমুখে কাশিরাজ সমীপে কন্যাত্রয় প্রার্থনা করিয়া মেঘনির্ঘোষে কহিলেন, হে রাজন্ মহীপালগণকে বিদায় কর আমি কন্যাত্রয় লইয়া রথারোহণে প্রস্থান করি। গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া স্বশক্ত্যনুসারে ধন দান পূর্ব্বক সালঙ্কৃতা কন্যাকে সম্প্রদান করা ব্রাহ্ম বিবাহ, এই বিবাহে কেহ সম্মত হয়, কেহ গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়া থাকে, কেহ ধন গ্রহণ করিয়া কন্যা প্রদান রূপ আসুর বিবাহ স্বীকার করে কেহ বা প্রমত্তাবস্থায় উপগত হইয়া পৈশাচ বিবাহ অঙ্গীকার করে, কেহ বা আর্ষ বা দৈব বিধিকে বলবৎ রাখে, কেহ বা বল প্রকাশ পূর্ব্বক কন্যা হরণ রূপ পরিণয় করিয়াও থাকে পরন্তু রাজকন্যাদিগের স্বয়ম্বর বিধিই শ্রেষ্ঠকল্প বটে কিন্তু আমি এই মহীপালমণ্ডল মধ্য হইতে বলপূর্ব্বক এই কন্যাত্রয় লইয়া গমন করি যদি কেহ ইহাদের মধ্যে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় আমি তাহাতে সম্মত আছি।

প্রবল পরাক্রমশালী ভীষ্ম ইহা কহিয়া বলাৎকারে কন্যাত্রয়কে লইয়া স্বকীয় রথে তুলিলেন। স্বয়ম্বর সমাজস্থ রাজারা ও বীর পুরুষেরা ভীষ্ম ভাষিত শ্রবণে ও তচ্চেষ্টিত কার্য্য দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দন্তপংক্তি দ্বারা অধর দংশন করতঃ যুদ্ধে দীক্ষিত হইল।

মহারাজ জনমেজয় শ্রবণ কর, অনন্তর তাঁহারা যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তদায়োজনে উদ্যত হইলে তাঁহাদিগের ভূষণ ও কবচ তারকার ন্যায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিল, রাজারা ইতস্ততঃ ক্রোধে ভ্রূকুটী দূষিত নয়নে নিরীক্ষণ ও ক্ষণে ক্ষণে সিংহনাদ করতঃ বাহ্বাস্ফোটন এবং কটিপট বন্ধ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব সেনাপতি সমানীত রথে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে স্বয়ম্বর সমাজ প্রকৃত রণভূমি হইয়া উঠিল। হে মহারাজ জনমেজয়, রাজলোক ক্রোধে অতি বিপরীত হইয়া ভীষ্মের প্রতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ ভীষ্মও স্বধনুকে বাণ সংযোগ করিয়া নির্ভীকমুখে সমাগত বিপক্ষগণের অস্ত্র সকল নিমেষ মধ্যে খণ্ডঃ করিলেন। পরে রাজারা ঐকমত্যাশ্রয়ে ভীষ্ম বিনাশার্থ একদা শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে ভীষ্ম স্বকীয়াস্ত্রে সে সমুদয় ছেদন করিয়া প্রত্যেক বিপক্ষকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন পরে বিপক্ষগণ প্রত্যেকে ভীষ্ম প্রতি পঞ্চ পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ভীষ্ম অবলীলাক্রমে তৎসংহরণ পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, দিক্পাল সিদ্ধ চারণাদি সকলে আকাশমণ্ডলে বিমান আশ্রয় করিয়া সেই দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য ভয়ঙ্কর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন।

একা ভীষ্ম শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের ধনুঃ ধ্বজা, কবচ ও মস্তক ছেদন করিয়া এবং বহুশত সেনা সেনানীদিগকে সংহার পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে সকল বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে ভীষ্ম কন্যাত্রয় লইয়া হস্তিনাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত শাল্বরাজ তৎপশ্চাদ্ধাবমান হইয়া বাণে তাঁহার হস্তির জঘন দেশ বিদ্ধ করিলেন ও সেই বীরপুরুষ ভীষ্মের প্রতিও বাণ নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধে কহিতে লাগিল "ওরে স্ত্রীকামী, কোথায় পলায়ন করিস," ভীষ্ম তদ্বচনে নির্ধূম অগ্নিপ্রায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুস্মরণ পূর্ব্বক নগর গমনে বিরত হইলেন এবং ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সারথিকে শাল্বের প্রতি রথ রাখিতে কহিলেন যুদ্ধ দর্শকেরা দর্শনার্থ সকৌতুকচিত্তে অবলোকন করিতে লাগিল, ভীষ্ম ও শাল্বরাজ উভয়েই বল বিক্রমশালী রণস্থলীতে তুল্যবল বৃষভদ্বয়ের ন্যায় আস্ফালন করতঃ অন্যোন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে বীরশ্রেষ্ঠ শাল্বরাজ শতসহস্র শীঘ্রগামী শরদ্বারা শান্তনু সন্তান ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলে পূর্ব্ব-পরাজিত পৃথিবীপালেরা বিস্ময়ান্বিত হইয়া শাল্বের প্রতি সাধুবাদ দিল, এবং শাল্বের বাণ বিক্ষেপে লঘুহস্ততা দেখিয়া নানাবিধ প্রশংসাবাদ প্রদান করিল।

শত্রুসূদন ভীষ্ম বিপক্ষের প্রতি ক্ষত্রিয়গণের প্রশংসাবাদ শ্রবণে নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইলেন শাল্বরাজের প্রতি "থাক," এই কথা কহিয়া নিজ সারথিকে কহিলেন "সূত গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করে তাহার ন্যায় আমি ক্ষণকাল মধ্যে উহাকে সংহার করিব তুমি ইহার সম্মুখে রথ চালাইয়া যাও অনন্তর সারথি তৎসম্মুখে সমুপস্থিত হইলে ভীষ্ম বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহার অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন অন্য অস্ত্র সংঘ দ্বারা তাঁহার অস্ত্র সংঘ নিবারণ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও যমাতিথি করিলেন পরে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার তুরগ সকল সংহার করিলেন।

শান্তনব ভীষ্ম এইরূপ যুদ্ধ করিয়া শাল্ব

রাজেন্দ্র জীবন মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া পরিত্যাগ করিলে শাল্বরাজ প্রাণপ্রাপ্তে কৃতার্থ জ্ঞানে স্বরাজধানীতে সমাগম পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন আর যেসমস্ত রাজারা স্বয়ম্বর দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে স্বালয়ে গমন করিলেন।

বীর চূড়ামণি ভীষ্ম সমাহেতু একাকী এই রূপ রণ পাণ্ডিত্য প্রকাশে সকলকে পরাজয় করিয়া কন্যাত্রয় লইয়া যে স্থানে ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য যৌবরাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতেছেন সেই হস্তিনা নগরীঅভিমুখে আগমন করিলেন। হে মহারাজ জনমেজয়, শান্তনু তুল্য অসংখ্যেয় পরাক্রমশালী গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম স্বয়ং অক্ষতরূপে সর্ব্ব শত্রু জয় করিয়া ক্রমে বন বৃক্ষ পর্ব্বত নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অচিরাৎ স্বরাজধানীতে আগমন করিলেন এবং পুত্রবধূর ন্যায় অনুজা ভগিনীর ন্যায় ও দুহিতার ন্যায় সেই কাশিরাজ কন্যাত্রয়কে স্নেহ পূর্ব্বক আনিলেন, পরে ভ্রাতার প্রিয়চিকীর্ষায় সেই সর্ব্বগুণান্বিতা ও পরম রূপবতী তিন কন্যাকেই ভ্রাতৃসম্মুখে সমুপস্থিত করিলেন। অনন্তর বিমাতা সত্যবতী সহ নির্জ্জনে মন্ত্রণা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহোদ্যোগ করিলে কাশিরাজের কন্যাত্রয় মধ্যে অম্বা নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা সহাস্য বদনে ভীষ্ম সাবধানে কহিলেন আমি পূর্ব্বাবধি শাল্বরাজকে মনেং বরণ করিয়াছিলাম তিনিও মানসে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন আমার পিতার তাহাই অভিমত ছিল কিন্তু আমি স্বয়ম্বর সমাজে শাল্বরাজকেই বরণ করিব স্থির করিয়াছিলাম, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ, আপনি ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য করুন।

অম্বা ইহা কহিলে ভীষ্ম চিন্তিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সভাতে এই প্রস্তাব করিলেন পরে বেদপারগ বিপ্রবর্গের ব্যবস্থানুসারে অম্বাকে শাল্বরাজের নিকটে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। এবং অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী অপর কন্যাদ্বয়ের সহিত নিজানুজ বিচিত্রবীর্য্যে বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তদুভয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া রূপ যৌবন সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য কামাত্মা হইয়া পড়িলেন, অম্বিকা ও অম্বালিকা অতি রূপবতী ছিলেন তাঁহাদিগের সুদীর্ঘকুন্তলকলাপ কাঞ্চীদাম সুশোভিত বিপুল নিতম্ব, পীনপয়োধর এবং অরুণ নখর নিরীক্ষণে কামোন্মত্ত হইয়া বিচিত্রবীর্য্য তদুভয়ের প্রতি অত্যাশক্ত হইলেন তাঁহারাও অনুরূপ রূপগুণশালী স্বামী লাভে কৃতার্থ হইয়া দিবানিশি তৎসেবায় রত হইল এই রূপে রাজর্ষি বিচিত্রবীর্য্য অন্তঃপুরে সপ্ত বৎসর একাধিক্রমে যাপন করতঃ অত্যাধিক সুরতসেবায় শীঘ্র রাজযক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়বর্গ তাঁহার বিবিধ প্রকার সুচিকিৎসা করিলেও কোন রূপে সেই রোগে মুক্ত হইলেন না। তাঁহাকে দেহ পরিত্যাগ করিতে হইল।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসল ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে মগ্ন হইয়াও সত্যবতীর মতানুসারে তাঁহার প্রেতকার্য্যাদি সকল কর্ম্ম যথাবিধানে সম্পাদিত করিলেন।

এই মহাভারত সম্ভবপর্ব্বে বিচিত্রবীর্য্যের দেহাতিপাত বর্ণন একশত দ্বি অধ্যায়।

ত্র্যধিক শত অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। হে ভরত কুলতিলক, শ্রবণ কর চিত্রবীর্য্য স্বর্গত হইলে সত্যবতী পুত্র শোকে কাতরা ও দীনা হইয়া পুত্র বধূ দ্বয়ের সহিত পুত্রের ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। পরে ঐ পুত্র বধূ দিগকে আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক পিতৃ মাতৃ বংশ ও ধর্ম্মসমীচীন রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সেই গঙ্গানন্দন সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন, হে গঙ্গানন্দন, ধর্ম্ম পরায়ণ কুরুকুল প্রধান যশস্বী মহাত্মা শান্তনুর তুমিই এক মাত্র জলপিণ্ড স্থল, কীর্ত্তি রক্ষক ও বংশধর আছ যেমন সৎকর্ম্ম করিলেই স্বর্গ হয় নিশ্চিত আছে সত্যযুগে যেমন আয়ুর স্থিরতা আছে ধর্ম্মও সেই রূপ তোমাতে সুস্থির রহিয়াছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি সকল ধর্ম্মই সামান্য ও বিশেষ রূপে অবগত আছ, তুমি সকলশাস্ত্রের পারদর্শী, বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি কিছুই তোমার অনবগত নহে। ধর্ম্ম ব্যবস্থা ধর্ম্মাচার লোচার সকলি জান এবং শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিজ্ঞতা তোমারই আছে অতএব হে ধার্ম্মিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমাকে কোন ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করি তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তোমার ভ্রাতা আমার পুত্র বিচিত্রবীর্য্য তিনি বালক, সন্তানোৎপত্তি না করিয়াই স্বর্গে গেলেন। তাঁহার এই দুই মহিষী কাশিরাজ কন্যা রূপ যৌবন সম্পন্না ইহারা পুত্র প্রার্থনা করিতেছে, হে মহাবাহো, আমার নিয়োগানুসারে এই উভয় ভ্রাতৃ ভার্য্যাতে তুমি পুত্রোৎপন্ন কর, ইহা ধর্ম্ম কার্য্য বিবেচনা করিবে। পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষেক করতঃ এই ভরতকুল প্রতিপালন কর, পিতৃ পৈতামহ বংশ বিলীন করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। মাতা বন্ধুবান্ধবে ইহা কহিলে সেই ধর্ম্মাত্মা পরন্তপ ভীষ্ম প্রত্যুত্তর করি-

লেন হে মাতঃ, যথার্থ আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন ইহা ধর্ম্ম্য কর্ম্ম সত্য, কিন্তু সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে আমার প্রতিজ্ঞা আছে তাহাও আপনি জানেন, আর আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে দৃঢ়তাও আপনার অবিদিত নাই। আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি স্বর্গ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারি অথবা ঐ উভয়ের অতিরিক্ত যাহা তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারি কিন্তু সত্যধর্ম্ম কদাচ ত্যাগ করিতে পারি না।

যদি পৃথিবী গন্ধত্যাগ করে, জল রস ত্যাগ করে, তেজঃ রূপ ত্যাগ করে, বায়ু স্পর্শ ত্যাগ করে, সূর্য্য প্রভাত্যাগ করেন, অগ্নি উষ্ণতা ত্যাগ করে, আকাশ শব্দ ত্যাগ করে, চন্দ্র শীত কিরণ ত্যাগ করেন, ইন্দ্র বিক্রম ত্যাগ করেন, এবং ব্রহ্মা ও ধর্ম্মরাজ যম ধর্ম্ম ত্যাগ করেন তথাপি আমি সত্য ত্যাগ করিতে পারি না কখনও পারিবও না।

সত্যবতী ধর্ম্মাত্ম ভীষ্মভাষিত শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তৎপ্রতি কহিতে লাগিলেন হে সত্য পরাক্রম, সত্যধর্ম্মে তোমার নিতান্ত নিষ্ঠা আমি বিশেষ জানি, তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠানে এতাদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছ যে তুমি ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পার। একথা যে তুমি বলিবে তাহাও আমি জানি কিন্তু এ আপদ্ধর্ম্ম ইহাতে প্রত্যবায় নাই তাহাতেই আদেশ করিতেছি, ইহা না করিলে তোমার পিতৃবংশ বিলোপ হয়। হে শত্রু নিসূদন, যাহাতে বংশ রক্ষা হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষা হয় বন্ধু বান্ধব পরিতুষ্ট হন তাহা বিবেচনা করিয়া কর।

ভীষ্ম সেই বিলাপ কারিণী দীনা মাতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মাতঃ রাজ্ঞি, আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আদেশ করুন আমাদিগকে অধর্ম্ম সাগরে নিমগ্ন করিবেন না, বংশ রক্ষা হইবে সত্য কিন্তু স্ব আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব। ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু মহাত্মা শান্তনুর যে রূপে বংশ রক্ষিত হইবে তাহাও করিতে হয় সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ মন্ত্রণা করিতে হইবে অতএব হে রাজ্ঞি, প্রাজ্ঞ মন্ত্রিগণ পুরোহিতবর্গ এবং আপদ্ধর্ম্ম বক্তা পণ্ডিত গণের সহিত একত্র হইয়া যাহা সম্মন্ত্রণা হয় তাহাই করা যাইবে।

এই মহাভারত আদিপর্ব্ব সম্ভব পর্ব্বে সত্যবতী সহ ভীষ্ম সম্বাদ ত্র্যধিক শত অধ্যায়।

চতুরধিক শতাধ্যায়

ভীষ্ম কহিলেন। জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম পিতৃ বধমর্ষী হইয়া পরশু দ্বারা হৈহয় দেশাধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র বাহু ছেদ করিয়া লোকাচার ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অববোধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার পরশু দ্বারা পৃথিবীকে এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন কিন্তু তাহাতে ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূলিত হয় নাই বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াঙ্গনারা পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, যাহার ক্ষেত্র তাহারি পুত্র বেদে ইহা নিশ্চিত বিধি আছে তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্র জাতির ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব ক্ষত্রিয় জাতির পৌনর্ভব লোকাচার ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে যে হেতু উক্তধর্ম্মাবলম্বনেই ক্ষত্রিয়দিগের বংশ রক্ষিত হইয়াছে। আর একটী পুরাতন ইতিহাস কথাও বলি শ্রবণ কর।

পুরাকালে উতথ্যনামে এক ধীমান্ ঋষি ছিলেন মমতা নামে তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী, তাঁহার রূপ লাবণ্যাবলোকনে উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বদেব পুরোহিত বৃহস্পতি তৎপ্রতি কাম বুদ্ধ্যা ধাবমান হন, তাহাতে মমতা সেই দেব প্রতিম দেব পুরোহিত দেবরকে নিবারণ করিয়া কহেন তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা আমি অন্তর্বত্নী হইয়াছি অতএব তুমি ক্ষান্ত হও। হে বৃহস্পতে, এই দেখ আমার কুক্ষি মধ্যে তোমার ভ্রাতৃপুত্র উতথ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন উনি গর্ভাবস্থাবে সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তোমার রেতও অমোঘ গমন মাত্রেই সন্তানোৎপন্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু এক গর্ভে বিভিন্ন কালে কি প্রকারে সন্তানদ্বয় সম্ভব হইবে তুমি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা কর। মমতা বিনয় পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে ইহা কহিলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না অধৈর্য্য হইয়া কামবাণ প্রপীড়িত আত্মাকে কোন রূপেই সংযত করিতে না পারিয়া তৎ সহ নিধুবন বিনোদে প্রবৃত্ত হইলেন। রেতঃ পাত ত্যাগ সময়ে মমতার গর্ভস্থ শিশু বৃহস্পতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন পিতৃব্য ক্ষমা কর এক কুক্ষিতে সন্তান দ্বয়ের স্থান অসম্ভব, এ উদরে আর স্থান মাত্র নাই পূর্ব্বেই আমার জন্ম গ্রহণ হইয়াছে। তুমি অমোঘরেতা, কেন আমাকে ক্লেশ প্রদান করেন।

বৃহস্পতি কামোন্মত্ত হইয়াছিলেন তৎকথা কর্ণকুহরে গ্রহণ করিলেন না সেই সুচারুলোচনা মমতাকে ধর্ষণ করিলেন গর্ভস্থশিশু বৃহস্পতি রেতঃ গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে না দিয়া চরণ দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিলেন। সেই রেতঃ গর্ভ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া ভূমিতে পতিত হইল দেখিয়া বৃহস্পতি অত্যন্ত ক্রোধে সেই গর্ভস্থ শিশুকে তিরস্কার

পূর্ব্বক শাপ প্রদান করিলেন, যে সময় সর্ব্বজীবের অতীষ্ট এতাদৃশ নিরতিশয় সুখসময়ে তুমি আমার ব্যাঘাত দিলে অতএব আমি শাপপ্রদান করিতেছি তুমি দীর্ঘতমে প্রবেশ কর যেমন গর্ভস্থাবস্থায় তুমি চতুর্দিগ্ অন্ধকার ময় দেখিতেছ। ভূমিষ্ঠ হইয়াও ঐ রূপ দেখিবে অর্থাৎ তুমি জন্মান্ধ হইবে।

বৃহৎকীর্ত্তি বৃহস্পতির দীর্ঘতমে প্রবেশ কর এই শাপ প্রদানে উতথ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমা নামে খ্যাত হইলেন। দীর্ঘতমা বেদজ্ঞ ও সর্ব্ব-শাস্ত্র পারদর্শী হইয়া কিছুকাল পরে বিদ্বেষী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিদ্বেষী যৌবনাবস্থিতা হইলে দীর্ঘতমা উতথ্যের বংশ রক্ষার্থ সেই স্ত্রীতে গৌতম প্রভৃতি কএকটী পুত্র সম্পাদন করিলেন। এবং নিজে সর্ব্বশাস্ত্র বিশা-রদ হইয়া নিজ জন্মান্ধতা নিবন্ধন সাংসারিক ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। পরে অনুপায়ে গোর-ক্ষণ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিন যাপন করিতে আ-রম্ভ করিলেন। ইহাতে আশ্রমবাসি অপরাপর ঋষিরা ক্রোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে গোত্রচ্যুত অবজ্ঞা করিতেন কেহই আর তাঁহার সমাদর করিতেন না তাঁহাকে পাপাত্মা জ্ঞানে সকলেই পরিত্যাগ করি-লেন অন্যে পরে কা কথা তাঁহার পত্নী বিদ্বেষীও তৎপ্রতি বিদ্বেষিণী হইলেন তিনি বিরক্ত হইয়া খেদ, তাঁহাকে কহিলেন যিনি ভার্য্যার ভরণপো-ষণ করেন তিনিই ভর্ত্তা যিনি রক্ষা করেন তিনিই পতি, তুমি আমার কিছুই করিতেছ না আমি স্ত্রী-লোক হইয়া তোমাকে ও তোমার সন্তানদিগকে চিরদিন প্রতিপালন করিতেছি, তুমি অন্ধ আমি নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া চিরদিন গ্রাসাচ্ছাদন দিতেছি আর পারিব না।

ঈর্ষ্যা কহিলেন, দীর্ঘতমা ঋষি ভার্য্যার সেই উক্তি শ্রবণে বিরক্ত হইয়া কহিলেন তবে তুমি আমাকে ক্ষত্রিয়দিগের নিকটে লইয়া যাও আমি তথা হইতে ধন প্রতিগ্রহ করিয়া আনিয়া তোমাকে দিব।

বিদ্বেষী কহিলেন তোমার দুঃখোপার্জ্জিত ধনে আমার প্রয়োজন নাই তোমাতেও আর প্রয়ো-জন নাই আমি পত্যন্তর অবলম্বন করিব।

দীর্ঘতমা কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আমি এই নিয়ম বদ্ধ করিলাম ইহা সকলোকে প্রতিপালন করিবে, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় পতি আর হইবে না এক পতিতেই চিরকাল আসক্তা থাকিবে, যদি দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে তাহা হইলে সে স্ত্রীর পাতিত্য হইবে, পতি জীবিত থাকিতে বা মরিলে স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইল, পতিহীনা স্ত্রী যদি অন্য পতি গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার পাত-কের সীমা নাই তাহার ভোগ নিরর্থক সে লোক নিন্দা পরীবাদের একাস্পদ হইবে বিদ্বেষী স্ত্রী জা-তির প্রতি এতাদৃশ শাপ দাতা স্বামির প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া পুত্রগণের প্রতি আদেশ করিলেন এই অন্ধকে তোমরা সকলে গঙ্গাতে ক্ষেপণ কর। মাতৃ বৎসল গৌতমাদি পুত্রগণ মাতৃ বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধকে লইয়া গঙ্গাতে গমন পূর্ব্বক এক উডুপে তাঁহাকে গঙ্গা প্রবাহে ভাসাইয়া দিল এবং এ জন্মান্ধ বৃদ্ধ ইহা হইতে কি হইবে ভাবিয়া আপনারা গৃহে আসিল।

দীর্ঘতমা অনুপায়ে ভেলার উপরি ভাগে বসিয়া গঙ্গা জলে ভাসিয়া চলিলেন ক্রমে স্রোতো গতিতে নানা দেশে ভেলা যাইতে লাগিল। একদা ভেলাস্থিত দীর্ঘতমা ঋষি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ বলি নামক এক রাজার নয়ন পথে পতিত হইলেন বলি রাজা দেখিলেন এক অন্ধ ভেলাতে আরূঢ় হইয়া যাইতে যাইতে জলে নিমগ্ন হয়েন, তদ্দর্শন মাত্রে ধর্ম্মাত্মা বলি সত্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং কহি-লেন আমি সন্তানার্থ তোমাকে গৃহে লইয়া যাই আমি সন্তানোৎপন্ন করিতে অসমর্থ আপনি অনু-গ্রহ পূর্ব্বক আমার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করুন।

তেজস্বী দীর্ঘতমা ঋষি তৎকথায় সম্মত হইলে তিনি তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং নিজ মহিষী সুদেষ্টাকে ঐ ঋষি সমীপে গমন করিতে নিয়োগ করিলেন। সুদেষ্টা ঋষিকে বৃদ্ধ ও অন্ধ দেখিয়া স্বয়ং গমন না করিয়া নিজ ধাত্রেয়িকাকে প্রেরণ করিলেন। পরে দীর্ঘতমার সহযোগে ধাত্রেয়িকা কাক্ষীবদাদি একাদশটী পুত্র হইল, অনন্তর রাজা মহর্ষি দীর্ঘতমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষে এই কাক্ষীবদ প্রভৃতি একাদশ পুত্র আমার? দীর্ঘতমা কহিলেন না ও আমার সন্তান শূদ্রা ধাত্রে-য়িকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে, তোমার মূঢ়া মহিষী সুদেষ্টা আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া স্বয়ং আমার নিকটে আসেন নাই শূদ্রা ধাত্রেয়িকাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন সুতরাং ওস-ন্তানে তোমার অধিকার নাই ও আমার সন্তান।

পরে বলি বিবিধ বিনয় বাক্যে মহর্ষি দীর্ঘ-তমাকে প্রসন্ন করিয়া সুদেষ্টাকে তৎপ্রতি নিয়োগ করেন, সুদেষ্টা আসিয়া উপস্থিত হইলে হস্ত দ্বারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র সুহ্ম নামে পঞ্চ পুত্র হইবে, কালে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠিত দেশ সকল তন্নাম-অনুসারে অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে প্রখ্যাত হইবে।

এই রূপে বলির [illegible] ব্রাহ্মণ যারা রক্ষিত হইয়া পৃথিবীতে ব্যাপ্ত আছে। এবং এই রূপ

মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরাও ব্রাহ্মণ দ্বারা সমুৎপাদিত হইয়া ধর্ম্ম নিষ্ঠাও বীযাজনা বংশে ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়াছে। হে মাতঃ ইহা শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে আপনার যে রূপ ইচ্ছা হয় করুন।

এই মহাভারতে আদি পর্ব্ব সম্ভব পর্ব্ব ভীষ্ম সত্যবতী সম্বাদ চতুরধিক শত অধ্যায়।

হরিভক্তি বিলাস।

গ্রন্থারম্ভ।

আমি জ্ঞান বিহীন হইয়াও নানা শাস্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক পাপ পঙ্ক প্রক্ষালনে সুদীর্ঘিকা স্বরূপ বৈষ্ণব প্রিয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেব দেব শ্রীকৃষ্ণের ভুবন পাবন নাম স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম সেই সচ্চিদানন্দ চৈতন্য দেব এই গ্রন্থের বিঘ্নাদি সংহার করিয়া আমাকে কৃতকার্য্য করিবেন। (১) পরমভাগবত মহাত্মা প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপাল ভট্টাভিধেয় জনৈক পুরুষ রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কতিপয় সুবিজ্ঞ সাধুর মনস্তুষ্টি জন্য ভগবদ্ভক্তি মার্গের নানা বিভিন্নতা সমাহরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে এই গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) কোন কোন মহাত্মা কহেন যদুবর শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ প্রেমিক গোপাল ভট্টের ভক্তিবিলাসেই ইহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতেই এই গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে কেহবা কহেন শ্রীবাসুদেব পাদপদ্ম ভক্তিবিলাস বৃক্ষের এই গ্রন্থই ক্ষেত্র স্বরূপ হইয়াছে ইহাতেই এই গ্রন্থের অভিধেয় হরিভক্তিবিলাস হইয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের পদারবিন্দ মধুলোলুপ ভ্রমরগণ সতত পরতঃ ইহার অনুশীলন করিয়া মধুপানে মত্ত হউন। (৩) ভগবদ্ভক্ত পরম বৈষ্ণবগণ মথুরানগরে শ্রীকৃষ্ণভক্তি লক্ষণাদি সতত আবিষ্কার করুন। এবং কাশীশ্বর ও শ্রীকৃষ্ণদাস লোকনাথ বৃন্দাবনচন্দ্রের সহিত বৃন্দারণ্যে পরমানন্দ সম্ভোগ করুন। (৪)

লেখ্য প্রতিজ্ঞা।

এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে প্রথমতঃ গুরুর আশ্রয়ণের কারণ কি! তাহা লিখিত হইবে অনন্তর কি রূপ গুরুর সমাশ্রয় লইবে এবং গুরু কীদৃক্‌শিষ্যকেই বা আশ্রয় দিবেন তাহাও বর্ণিত হইবে। পরে ভগবান্ দেবদেবের মন্ত্র মন্ত্রাদি মাহাত্ম্য সংস্কারাদি বিধি প্রদর্শিত হইবে। (৫) পরে দীক্ষা বিধি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ভগবন্নাম স্মরণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা শয্যোত্থান এবং হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও বিমূত্র পরিত্যাগ দন্তধাবন আচমন বিধানও লিখিত হইবে। (৬) কেবল প্রাতঃ স্মরণ নিয়ম বর্ণিত হইবেক এরূপ নহে ত্রিকালেই স্মরণ কীর্ত্তন প্রণমন ও বিজ্ঞাপনাদি করণ বিধিও দর্শিত হইবেক এবং গীত বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধন ও নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জনাদি স্নান আহ্নিক দেবালয় সম্মার্জ্জনাদি করণ প্রথাও প্রকটীকৃত হইবে। (৭)

এই রূপ সম্মার্জ্জনাদি বিমূত্র বিসর্জ্জন স্নান আহ্নিক দেবালয় সম্মার্জ্জনাদি করণ প্রথাও প্রকটিত হইবেক। (৮) পরে তুলসী কুসুমাদি চয়ন ও স্নান বস্ত্র পরিধান ও চন্দনাদি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করণ আসন পরিগ্রহ এই সমস্ত বিশেষ বিধি নিরূপিত হইবেক। (৯) অনন্তর পরমেষ্ঠ গুরুদেবের সম্পূজন ও ভগবান পুরুষোত্তমের সমর্চ্চন ও গৃহাদির বহির্মধ্য ভাগাদির সংস্ক্রিয়া পদ্ধতিও বিধি নির্দ্দিষ্ট হইবেক। (১০) পূজাসন পরিগ্রহ বিঘ্ন বারণ পাদ্যার্ঘ্যাদি দান গুরু প্রণমন ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিধিও বলা যাইবেক। (১১) অনন্তর মাতৃকাদি ঋষ্যাদ্যঙ্গ ন্যাস বেণু প্রভৃতি মুদ্রা পঞ্চ প্রদর্শন ও শ্রীদেবের ধ্যান ধ্যানানন্তর অন্তর্যাগ ও পূজাস্থান নিরূপণ শালগ্রাম শিলা সূর্য্য অগ্নি এই সমস্ত দেবকী নন্দনের প্রতিকৃতির লক্ষণাদিও নির্ণীত হইবেক। (১২) পরে দ্বারকোদ্ভব চক্রের প্রাশস্ত্য, মূর্ত্ত্যাদির প্রক্ষালন পীঠ পূজন এবং আবাহন সংস্থাপন সন্নিধাপনাদি ও আবাহনাদির মুদ্রা বৈলক্ষণ্য নিয়ম ও আসনাদি ষোড়শ পূজোপচার ব্যাপারও প্রকটিত হইবেক। (১৩) এবং উদ্বর্ত্তনাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির স্নপন শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদ্য ও শঙ্খ ঘণ্টাদির বিশেষতা নাম সহস্রোচ্চারণ পুরাণাদি পঠন বস্ত্রাদি পরিধাপন ও অলঙ্করণ ব্যাপারও বর্ণিত হইবে। (১৪) অতঃপর তুলসীকাষ্ঠ চন্দন প্রদান বিধি তুলসীপত্র পুষ্পাদি প্রদান মুদ্রামন্ত্র আবরণাদি সমর্চ্চন বিধিও কল্পিত হইবেক। (১৫) পরে ধূপ দীপ নৈবেদ্য পানীয় ও বিশ্বক্সেন গণোদ্দেশে ভগবদুচ্ছিষ্ট বিসর্জ্জন গণ্ডূষাচমনার্থ সুগন্ধি শীতল জলদান মুখবাসার্থ সুগন্ধি তাম্বূলাদি

প্রদান এই সমস্ত বিধিও লিখিত হইবেক। (১৬) অনন্তর ছত্রচামরাদি প্রদান নৃত্য গীত বাদ্য বিধি সজল শঙ্খ দ্বারা ভগবন্নীরাজন ব্যাপারও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবেক। এই সমস্ত ব্যাপার সুসমাহিত হইলে পুনর্ব্বার শঙ্খাদি বাদন স্তবন প্রণমন প্রদক্ষিণ করণ জপন প্রসাদ প্রার্থনা অপরাধ ক্ষমাপন এবং কৃষ্ণপদারবিন্দোত্তোলিত কুসুমাদি মস্তকে ধারণ এই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত হইবেক (১৮)

অনন্তর শ্রীবাসুদেবের নীরাজিত শঙ্খজল ও শ্রীপাদপদ্মোদক গ্রহণ এবং তুলসী বৃক্ষ সন্নিহিত হইয়া তুলসী তলে ভগবৎ পূজন ও তুলসী কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা এবং আমলকী মাহাত্ম্য বর্ণন বিধি ব্যাখ্যাত হইবে। (১৯) এক্ষণে মধ্যাহ্ন কৃত্য লিখিত হইতেছে মধ্যাদিনে বৈশ্বদেবাদি কার্য্য ও শ্রাদ্ধ সমাধান এবং কোন দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের অনর্পিতব্য ও কোন দ্রব্যই বা অর্পিতব্য তদ্বিষয় তথা অদত্তদ্রব্য ভোজনের দোষকথন ও নৈবেদ্য ভক্ষণ বৈষ্ণবাসঙ্গতি অসাধুসঙ্গতির গুণদোষ পরম ভাগবত বৈষ্ণবদলের ঘৃণোপহাসাদির দোষাবহত্ব প্রদর্শিত হইবে। অনন্তর শ্রীদেবের স্তবাদি দ্বারা সম্মানন ও ভগবল্লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তন সঙ্গোপাসনাদি ও অন্যান্য কর্ম্ম পরিহার ত্রিকাল মার্জ্জন রাত্রিযোগে গীত বাদ্যাদি দ্বারা বাসুদেবের শয়নোপচার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদি এই সমস্ত বিশিষ্ট রূপে উল্লিখিত হইবে। (২১) এবং পুরুষোত্তম পারিতুষ্টি জন্য কপিলাদি দান প্রাশস্ত্য ও নিজ শয়ন নিয়ম শ্রীভগবৎ পূজা মাহাত্ম্য নাম মাহাত্ম্য ভগবদ্ভক্তির দৌর্লভ্য প্রাতজ্ঞানুসারে এই সকল কৃত্য বর্ণিত হইলে পক্ষ ও মাস কৃত্য লেখা যাইবে। একাদশ্যাদি মাহাত্ম্য ও পুরশ্চরণ মন্ত্র সিদ্ধি শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব প্রতি কৃত্যাদির প্রতিষ্ঠাপন দেবালয় নির্ম্মাণ জীর্ণ প্রাসাদাদি সংস্কার ব্যাপার ক্রমশঃ লিখিত হইবে। (২২)

ভট্টীকাব্য।

সম্যা ক্ষমাপণ্যঃ শরণং ভবেষু বয়ং স্বরাপ্যাপ্যম্বিহ ধর্ম্ম বৃদ্ধৈঃ। ক্ষত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং শঙ্কাং কৃথা মা প্রাহিণু স্বসূনং ॥ ২১ ॥

আমার [illegible] আপন [illegible]

করি, এবং আপনারাও ধর্ম্মোপচয় হেতু আমাদিগের শরণ গ্রহণ করেন, অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এ উভয়ের ধর্ম্ম উভয়েই রক্ষা করিয়া থাকেন তবে কিনিমিত্তে শঙ্কটে আত্ম তনয় প্রেরণ করিব এই যে আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন, মুনির সহিত এতদ্রূপ কথোপ কথনের পর স্বীয় পুত্রকে তৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিতে অনুমতি করিলেন ॥ ২১ ॥

যানিষ্যতে তেন মহান্ বিপক্ষঃ স্থায়িষ্যতে যেন রণে পুরস্তাৎ। মামাং মহাত্মন্ পরিভূরযোগ্যে নমদ্বিধো ন্যস্যতি ভার মগ্রং ॥ ২২ ॥

অনাগত প্রয়োজন জ্ঞান হেতু নিকটস্থ দেখিয়া কহিতেছেন, হে রাজন্, যে রাম ভাবি রাবণ বধাদিতে অগ্রে স্থায়ী হইতে পারেন, কখনই পরাঙ্মুখী হয়েন না, সেই রাম অবশ্য মহান্ বিপক্ষ দিগকে হনন করিতে পারিবেন, অতএব হে মহাত্মন্, আমাকে তিরস্কার করিও না, যে হেতু আমার সদৃশ ব্যক্তি অগ্রভার এবং প্রধান কর্ম্মে নিয়োজন অর্থাৎ অযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ করিতেন না ॥ ২২ ॥

ক্রুদ্ধান্ কুলং ধক্ষ্যতি বিপ্রবহ্নি র্যাস্যন্ সুত স্তপ্স্যতি মাং সমন্যুঃ। ইত্থং নৃপঃ পূর্ব্ব মবালুলোচে ততোঽনুমেনে গমনং সুতস্য ॥ ২৩ ॥

যদ্যাপ আমি মুনি বাক্য প্রতিপালন না করি তবে বিপ্রের ক্রোধরূপ অগ্নি দ্বারা সমুদয় কুল ভস্ম করিবেন, কিম্বা প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করি তাহা হইলে সুতগমন রূপ বিচ্ছেদে আমার মৃত্যু হইবে এবং সন্তাপিত হইব, এই প্রকার পূর্ব্বে বহুবিধ আলোচনা করিয়া তদুত্তর পুত্র গমনে অনুমতি করিলেন ॥ ২৩ ॥

আশীর্ভি রভ্যর্চ্চ্য ততঃ ক্ষিতীন্দ্রং প্রীতঃ প্রতস্থে মুনিরাশ্রমায়। তং পৃষ্ঠতঃ প্রষ্ঠ মিয়ায় নম্রো হিংস্রেষু দীপ্রাস্ত্র ধরঃ কুমারঃ ॥ ২৪ ॥

রামচন্দ্রের গমনে অনুজ্ঞা প্রাপ্তানন্তর মুনি অতিপ্রীত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা পূজা করতঃ আপনার আশ্রমে গমন করিলেন, রামচন্দ্রও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রাক্ষস বধাদির প্রদীপ্ত অস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক নম্র হইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

প্রযাস্যতঃ পুণ্যবনায় জিষ্ণো রামস্য রোচিষ্ণু মুখস্য ধৃষ্ণুঃ। ত্রৈমাতুরঃ কৃৎস্ন জিতাস্ত্র শস্ত্রঃ সধ্র্যঙ্ রতঃ শ্রেয়সি লক্ষ্মণোঽভূৎ ॥ ২৫

পুণ্য বনে গমন করিলেন রামের কল্যাণে রত লক্ষ্মণ তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন, রাম কিরূপ, জয়শীল এবং পিতৃ আজ্ঞায় রোচনশীল মুখ, লক্ষ্মণ ত্রৈমাতুর অর্থাৎ তিন মাতা শত্রুদমনশীল,

এবং সমস্ত জয়যুক্ত অস্ত্র শস্ত্র যাঁহার ছিল এবম্ভূত লক্ষ্মণ ॥ ২৫ ॥

ইষুমতি রঘু সিংহে দন্দশূকান্ জিঘাংসৌ ধনুররিভি রসহ্যং মুষ্টিপীড়ং দধানে। ব্রজতি পুরতরুণ্যো বদ্ধ চিত্রাঙ্গুলিত্রে কথ মপি গুরু শোকান্মারুদন্ মাঙ্গলিক্যঃ ॥ ২৬ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র রাক্ষসদিগের হনন ইচ্ছায় এবং শত্রুগণের অসহ্য মুষ্টি পীড়াজনক ধনুর্ব্বাণ আর বদ্ধচিত্রাঙ্গুলিত্র অর্থাৎ অঙ্গুলি কবচ ধারণ পূর্ব্বক গমন করিলে পুরস্থ যুবতীরা গুরুশোক হইতে অর্থাৎ রাম বিচ্ছেদেও রোদন করিল না, যেহেতু তাঁহার অমঙ্গল হইবে ॥ ২৬ ॥

অথ জগদুরনীচৈ রাশিষ স্তস্য বিপ্রা স্তমুল কল নিনাদং তূর্য্য মা জঘ্নু রণ্যে। অভিমত ফল শংসী চারু পুস্ফোর বাহু স্তরুষু চুকুবু রুচ্চৈঃ পক্ষিণ শ্চানুকূলাঃ ॥ ২৭ ॥

গমনোদ্যত রামচন্দ্রকে ব্রাহ্মণেরা মহতাধ্বনি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং অন্যেতে অর্থাৎ বাদকেরা মহান্ মধুর তুল্য নিনাদ, এমন বাদ্য ধ্বনি করিয়াছিল আর রামের দক্ষিণ বাহুস্পন্দন হইয়াছিল, এবং অভিমত ফল কথনশীল, অর্থাৎ বাহুস্পন্দনে সীতাভার্য্যা লাভ হইবেক ও বৃক্ষেতে পক্ষিরা অনুকূল হইয়া শব্দ করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

ভট্টীকাব্য প্রথমসর্গ সমাপ্ত।

ভট্টীকাব্য দ্বিতীয় সর্গ।

প্রথম সর্গ।

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং তেজস্বীনাং কান্তিভৃতাং দিশাঞ্চ। নির্যায় তস্যাঃ সপুরঃ সমন্তাৎ শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ ॥ ১ ॥

সেই রামচন্দ্র অযোধ্যা নগরী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বৃক্ষদৃক্ষাদির এবং তড়াগাদি নদীর অর্থাৎ গঙ্গাদি নদীর ও চন্দ্র তারাদির আর নির্ম্মল কান্তি ধারণ করিয়াছে এমন দিক্ সকলের শ্রেয়ঃ শোভা ধারণ করিতেছেন এতদ্রূপ শরৎ কালকে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তরঙ্গ সঙ্গাচ্চপলৈঃ পলাশৈ র্জ্বালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি। সধূম দীপ্তাগ্নি রুচীনি রেজু স্তাম্রোৎ পলান্যাকুল ষট্পদানি ॥ ২ ॥

তাম্রবর্ণ উৎপল অর্থাৎ রক্তোৎপল সকল দীপ্তি হইয়াছিল, আর আকুলিত ভ্রমর সমূহে যুক্ত এবং ধূমের সহিত অনলের ন্যায় সেই সকল রক্তোৎপল পুনশ্চ জল তরঙ্গ সংসর্গে চঞ্চল হইয়াছে যাহার পত্র সকল, এবং অগ্নি শিখা তুল্য অতিশয় শোভা ধারণকরিয়াছিল ॥

বিম্বা গতৈস্তীর বনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ। কূলানি সামর্ষতয়ৈব তেনুঃ সরোজ লক্ষ্মীং স্থলপদ্ম হাসৈঃ ॥ ৩ ॥

জলে স্থলপদ্ম প্রকাশের ছায়া পতনে নদ্যাদি কূলের ও পয়ঃ সকল স্বীয় সমৃদ্ধ অপহরণ দৃষ্টে সক্রোধ হইয়া পয়ঃ সম্বন্ধিনী কমল শোভা অর্থাৎ স্থলপদ্মের প্রতিবিম্ব পতনে জল পদ্মের শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

নিশাতুষারৈ র্নয়নাম্বু কল্পৈঃ পত্রান্তপর্য্যাগলদচ্ছ বিন্দুঃ। উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ কুমদ্বতীং তীরতরু র্দিনাদৌ ॥ ৪ ॥

নিশাতে তীরস্থ বৃক্ষ সকলে নয়নাম্বুবৎ তুষার পতনে বোধ হইতেছে, যেন প্রাতঃকালে তরু সমূহ কুমদিনীকে আহ্বান করিয়া কহিতেছে, যে তোমার চন্দ্রবিরহে এতদ্রূপ দশা হইয়াছে, এই বলিয়া পত্রাগ্রগত হিমবিন্দু পাতে যেন রোদন করিতেছে, আর পক্ষি সকল ধ্বনি করাতে এতদ্রূপ অনুভব হইল তরুগণের ক্রন্দন শব্দ প্রকাশ হইতেছে ॥ ৪

বনানি তোয়ানি চ নেত্র কল্পৈঃ পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীন ভৃঙ্গৈঃ। পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মী মালোকয়াঞ্চক্রু রিবাদরেণ ॥ ৫ ॥

বনপুষ্প সকলে ভ্রমর যুক্ত নেত্রদ্বারা তথা জল পদ্মে। ভৃঙ্গ বিশিষ্ট নয়ন কর্তৃক পরস্পর বিস্ময়ান্বিত হইয়া উভয় শোভা উভয়ে যেন আদর করিয়া দেখিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

প্রভাত বাতা হতি কম্পিতাকৃতিঃ কুমুদ্বতী রেণু পিশঙ্গ বিগ্রহং। নিরাশ ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী ন মানিনীশং সহতেহন্যসঙ্গমং ॥ ৬

প্রভাত বায়ু আঘাতে কম্পিতাকৃতি পদ্ম যেন কুপিতা হইয়া কুমুদিনী রেণু দ্বারা কপিল ভৃঙ্গকে নিরাশ করিতেছে, যেমন মানিনী স্ত্রী অন্য কামিনী সহ সঙ্গত স্বীয় পতিকে দেখিয়া সাহস্কৃতা করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ প্রশান্ত চেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ। আকর্ণয়ন্নুৎসুক হংসনাদান্ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ ॥ ৭ ॥

ভ্রমরের গীতে দত্তমানস এবং প্রশান্ত স্বভাব শরীর ক্রিয়া এবম্ভূত মৃগের হনন ইচ্ছায় ব্যাধ উৎসুক কলহংসাদির ধ্বনি শ্রবণ করতঃ ব্যধ মৃগলক্ষ্য করণে চিত্তের একাগ্রতা ধারণ করিতে পারিল না অর্থাৎ শরক্ষেপে মৃগকে বধ করিতেঅসমর্থ হইল ॥ ৭

গিরে র্নিতম্বে মরুতা বিভিন্নং তোয়াবশেষেণ হিমাভ্র মভ্রং। সরিন্মুখাভ্যুচ্চয় মাদধানং শৈলাধিপস্যানু চকার লক্ষ্মীং ॥ ৮ ॥

পর্ব্বত মধ্যভাগে মেঘ সকল হিমালয়ের সদৃশী শোভা ধারণ করিয়াছিল, পুনশ্চ বায়ু দ্বারা বিস্তারী-কৃত, এবং জলাবশেষে হিমের ন্যায় শোভা, আর গিরি নদী নির্গমন স্থানে যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ত-দ্রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৮ ॥

গর্জ্জন্ হরিঃ সাম্ভসি শৈলকুঞ্জে প্রতি ধ্বনী-নাত্মকৃতান্নিশম্য। ক্রমং ববন্ধ ক্রমিতুং সকোপঃ প্রতর্কয়ন্নন্য মৃগেন্দ্রনাদান্ ॥ ৯ ॥

পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তি বনে সিংহ শব্দ করিয়াছিল, জল প্রদেশে আ[illegible]ত ধ্বনি শ্রবণ করতঃ ক্রোধাবি-ষ্ট হইয়া ক্রমে উৎপাত আরম্ভ করিল, তাহার এই প্রকার অন্তঃকরণে প্রতীতি হইয়াছিল বুঝি অন্য মৃগেন্দ্র নিনাদ করিতেছে ॥ ৯ ॥

অদৃক্ষতা ম্ভাংসি নবোৎপলানি রুতানি চা-শ্রোষত ষট্পদানাং। আঘ্রায়িবান্ গন্ধ-বহঃ সুগন্ধঃ সেনারবিন্দ ব্যতি ষঙ্গবাংশ্চ ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মল জল দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই জল নূতন উৎপলে সংযুক্ত, এবং ভ্রমরগণের ধ্বনিও তিনি শ্রুত হইলেন, পুনশ্চ সুগন্ধ গন্ধবহ অর্থাৎ সুগন্ধবিশিষ্ট বায়ুর আঘ্রাণ লইয়াছিলেন, আর সেই বায়ুতে অরবিন্দের সম্পর্ক ছিল ॥ ১০ ॥

লতানুপাতং কুসুমান্য গৃহ্লাৎ সনদ্যবস্কন্দ মুপাস্পৃশচ্চ। কুতুহলচ্চারু শিলোপবেশং কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত ॥ ১১ ॥

সেই কাকুৎস্থ রাম, গমন সময়ে লতা লতা অনু-পাত করিয়া অর্থাৎ নম্র করতঃ পুষ্প সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর নদী সকলে অবগাহনানন্তর উপস্পর্শ পূর্ব্বক আচমন পর হইয়াছিলেন, অপিচ কুতূহলে ঈষৎ হাস্য যুক্ত হইয়া মনোহর শিলাপট্টে উপবেশন হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

তিগ্মাংশু রশ্মিস্ফুরিতান্যদূরাৎ প্রাঞ্চি প্র-ভাতে সলিলান্যপশ্যৎ। গভস্তি ধারাভি রিব ক্রান্তানি তেজাংসি ভানোর্ভুবি সম্ভৃতানি ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্র নিকট হইতে জল বহুদর্শন করিয়া-ছিলেন, তজ্জল সূর্য্যকিরণ দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বদিকে দেখিলেন রবি রশ্মি দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছে অর্থাৎ সূর্য্যের তেজে জলের এতদ্রূপ শোভা হইয়াছে ॥ ১২

দিধ্যাপিনী লোচন লোভনীয়া মৃজান্বয়ঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ। ঋজ্বায়তঃ শস্য বি-শেষ পঙ্ক্তী স্তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ ॥ ১৩ ॥

সেই রামচন্দ্র শস্য বিশেষ অর্থাৎ শাল্যাদি ধান্য সমূহের পঙ্ক্তী দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছি-লেন, এবং সেই ধান্য সকল দিগ্ব্যাপনশীলা আর লোচনের লোভনীয়া অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষনীয়া আর শু-দ্ধতা, পুনশ্চ স্নেহ অর্থাৎ স্নিগ্ধতা যেন ক্ষরণ হই-য়াছে, আর সরলতা মধ্যভাগে তৃণ রহিতা এবম্ভূতা শোভা সকল অবলোকন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিয়োগ দুঃখানুভবানভিজ্ঞৈঃ কালে নৃপাং-শং বিহিতং দদদ্ভিঃ। আহার্য্য শোভা রহিতৈ রমায়ৈ রৈক্ষিষ্ট পুংভিঃ প্রচিতান্ সগোষ্ঠান্ ॥ ১৪ ॥

প্রবাসিত্ব হেতু স্ত্রী পুত্রাদি বিচ্ছেদ দুঃখে অন-ভিজ্ঞ, এবং যথা কালে রাজস্ব প্রদাতা, আর আহা-র্য্য শোভা রহিত অর্থাৎ কটকাদি কর্ত্তৃক শোভা রহিত অথচ মায়া শূন্য এবম্ভূত গোপ সকলে ব্যাপ্ত যে গোষ্ঠ সমূহ তাহা রামচন্দ্র দর্শন করিয়া-ছিলেন ॥ ১৪ ॥

স্ত্রীভূষণং চেষ্টিত মপ্রগল্ভং চারূণ্য বক্রা ণ্যপি বীক্ষিতানি ঋজূংশ্চ বিশ্বাস কৃতঃ স্বভাবান্ গোপাঙ্গনানাং মুমুদে বিলোক্য ॥ ১৫ ॥

সেই রাম, গোপাঙ্গনাদিগের ভূষণাদি তথা লজ্জাযুক্ত গমনাদি এবং কটাক্ষ রহিতা নয়নের মনোহর শোভাদি অবলোকন করতঃ হর্ষযুক্ত হই-য়াছিলেন, আর বিশ্বাসজনক সরল স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ কপটতাদি রহিত এবম্প্রকার সকল দর্শন ক-রিয়া শ্রীরামের সন্তোষ জন্মিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সেবা করে নাই। অহে শক্র! যাহারা দয়াবান্ ও ক্ষমাবান্, তাঁহারা অন্য মুনি, আমাকে দুর্ব্বাসা জানহ। হায়! গৌতমাদি ঋষিরা তোমার বৃথা গর্ব্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন, তোমার কিছু মাত্র বোধ নাই, তুমি আমাকে ভাল করিয়া জান না। অহে আমি দুর্ব্বাসা মুনি, অক্ষান্তির সারই আমার সর্ব্বস্ব। বশিষ্ঠাদি ঋষিরা অতিশয় দয়ালু, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা তোমার স্তব স্তুতি করিয়া থাকেন, তাহাতেই তোমার গর্ব্ব বাড়িয়াছে বটে! তজ্জন্যই বুঝি এ প্রকারে আমার অপমান করিলে! কিন্তু কোপে আমার জটাকলাপ জ্বলিত হইলে আমার বদন অবলোকন করিয়া ভয় না পায় ত্রিভুবনে এমন কে আছে? যাহাহউক, তুমি আমার অপমান করিলে, আমি কখন তোমাকে ক্ষমা করিব না, এখন আবার অনুনয় ছলে উপহাস আরম্ভ করিতেছ না কি?

মহামুনি দুর্ব্বাসা এই প্রকার কহিয়া কোপ ভরেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, দেবরাজও আপনার ঐরাবতোপরি আরোহণ করিয়া খিন্ন মনে অমরাবতীর প্রতি যাত্রা করিলেন।

হে মৈত্রেয়! ঐ সময় অবধি ত্রিভুবন শ্রীরহিত হইল, কুত্রাপি এক গাছি তৃণও রহিল না, যাজ্ঞিকদের যজ্ঞানুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া গেল, তপস্বিদের তপস্যা অন্ত প্রাপ্ত হইল, কোন মানবের দান ধ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মে মতি থাকিল না, সকল লোকই নিস্তেজ এবং লোভাদি দ্বারা আকুল হইয়া পড়িল। উৎসাহ কোন পুরুষের কিছুমাত্রও থাকিল না, সকলেরই বল ও বীর্য্য বিনষ্ট হইয়া গেল, সকলকেই অনায়াসে পরাভব করিতে পারা যাইত। হে মৈত্রেয়! অপর ব্যক্তির কথা কি বলিব? অতিশয় [illegible] বুদ্ধি ও সামান্য প্রাণির [illegible] নীয় হইতে লাগিল।

হে বৎস মৈত্রেয়, এইরূপে ত্রিভুবন শ্রীরহিত হইলে যখন সকলে নিঃসত্ত্ব হইল তখন দৈত্য ও দানব সকল প্রবল হইয়া দেবতাদের প্রতি বল প্রকাশ আরম্ভ করিল। দেবতারা শ্রীহীন হওয়াতে নিরানন্দ হইয়াছিলেন অতএব দৈত্য দানবদের সহিত সমরে তাঁহাদের পরাভব হইল।

অনন্তর দেবতাগণ দেখিলেন আর কোন উপায় নাই অতএব সকলে একত্র হইয়া অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তি করত ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কহিয়া পরিত্রাণোপায় করিয়া দিতে প্রার্থনা করিলেন।

ব্রহ্মা দেবতাদের বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বৎসগণ! তোমাদের যে বিপদ উপস্থিত, আমা হইতে তাহার প্রতীকার হওয়া সুকঠিন তোমরা পরাৎপর ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের হেতু, প্রজাপতিদেরও পতি, তাঁহার পরাজয় কুত্রাপি নাই, কার্য্য স্বরূপ যে প্রধান ও পুরুষ, তিনি তাঁহাদেরও কারণ, যে ব্যক্তি আর্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট প্রণত হয় তিনি তাহার আর্ত্তি হরণ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করিবেন।

পিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই প্রকার কহিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিলেন এবং বিবিধ ইষ্ট বাক্য দ্বারা পরাৎপর ভগবান্ হরির স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন আমরা সেই অনন্ত অজ অব্যয় ভগবান্কে নমস্কার করি, যিনি সকলের ঈশ্বর অথচ সকলের স্বরূপ। লোকমধ্যে যে সকল ব্যক্তি প্রভাবশালী, তাহারা তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি স্বপ্রকাশ ও অপ্রকাশ অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশ শূন্য। অপিচ যত সূক্ষ্মতর পদার্থ আছে সকল অপেক্ষা তিনি সূক্ষ্মতম এবং ভূমি প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর পদার্থ আছে, সকল হইতেও গুরুতর, তাঁহাতেই এই সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহা হইতেই সৎপুরুষের এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। অপর তিনি সকল ভূত স্বরূপ এবং পর অর্থ অপেক্ষাও পর, অর্থাৎ অব্যক্ত প্রেরক কারণ স্বরূপ পরম পুরুষ, আর পরপুরুষ হইতেও পর এবং পরমাত্মার স্বরূপধারী, অতএব মুমুক্ষু যোগিরা মুক্তি নিমিত্ত সতত সুস্থ চিত্তে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন, সেই ভগবানে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, তিনি সকল শুদ্ধ পদার্থ অপেক্ষাও শুদ্ধতর। সেই আদ্য পুরুষ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। কলা কাষ্ঠা নিমেষ ইত্যাদি কালরূপ সূত্রের বিষয়ে যাঁহার মহিমা বর্ত্তমান হয়েন না, অর্থাৎ যাঁহার মহিমা কালাধীনা নহেন সেই শুদ্ধ হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। সেই ভগবানের লক্ষ্মী যদিও তাঁহার স্বরূপ বটেন তথাচ কল্পনা করিয়া যাঁহাকে লক্ষ্মীর পতি বলা যায় তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, তিনি সকল দেহির আত্মা।

অপিচ যিনি আপনিই কারণ, আপনিই কার্য্য, আর যাঁহাকে কারণেরও কারণ বলা যায় এবং যিনি কার্য্যেরও কার্য্য হন, সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অপর যিনি প্রকৃতির কার্য্য যে মহৎ, মহতের কার্য্য যে অহঙ্কার, তাহার কার্য্য যে ভূত সূক্ষ্ম তৎস্বরূপ, এবং ঐ ভূত সূক্ষ্মের যে কার্য্য মহাভূত ও তৎকার্য্য যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহার কার্য্য যে দক্ষাদি সমূহ, তৎসমুদায়েরও স্বরূপ, আমরা তাঁহার প্রতি প্রণত হইলাম।

অপর যিনি সৃষ্টির কারণ যে ব্রহ্মাদি তাহারও

কারণ, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। যিনি ভোক্তা অথচ ভোজ্য এবং স্রষ্টা অথচ সৃজ্য, এই রূপে কার্য্য ও কারণ স্বরূপ, আমরা সেই ভগবানকে প্রণাম করি। যে বিষ্ণুর পদ বিশুদ্ধ, নিত্য, অনন্ত, অব্যয়, অব্যক্ত এবং অবিকার, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। তাঁহার পদের স্বরূপ কি তাহা কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না, তাহা স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে এবং কোন বিশেষণেরও গোচর হয় না, যাহা-হউক, আমরা সেই অমল পদে সদা প্রণাম করি।

অপিচ অনন্ত শক্তি যে ভগবানের অযুতাংশ মায়া, তাহার এক অংশ রজোগুণ, তাহাতে এই বিশ্বরচনা শক্তি অবস্থিত আছে, আমরা সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ ভগবানকে প্রণাম করি। সেই পরমেশ্বরের পদ কি, আমি জানি না, দেবগণ, মুনিগণ, ও শঙ্করও জানেন না, অতএব তাঁহাকে আমরা জানিব কি, কেবল প্রণাম করি। যোগিরা সর্ব্বদা যোগ দ্বারা পাপ পুণ্য ক্ষয় করিলে যে পদ দেখিতে পান, আমরা সেই পদকেই প্রণাম করি। অপিচ যে ভগবানের শক্তি সহজেই ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদি হয়, আমরা সেই অনাদি বিষ্ণুর চরণে প্রণত হইলাম।

ব্রহ্মা এই রূপ স্তব করিয়া তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে সর্ব্ব, তুমি সকলের প্রভু, সকল ভূতের আত্মা এবং সকলের আশ্রয়, তোমার কোন অংশ অন্য নাই। বিষ্ণো! প্রসন্ন হও, তুমি ভক্ত বৎসল, আমাদিগকে দর্শন দাও।

পিতামহ ব্রহ্মা এতাদৃশ বচনে স্তুতি করিলে পর দেবগণও ভগবানকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ভগবন্, প্রসন্ন হউন, আমাদিগের দর্শন গোচর হইতে আজ্ঞা হউক। কে সর্ব্বগত অচ্যুত, যেহেতু এই ব্রহ্মাও আপনকার পরম পদের তত্ত্ব অবগত নহে, অতএব তাহা অনির্ব্বচনীয় এবং এই জগতের আধার। আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

দেবতাদের এবং ব্রহ্মার ঐ প্রকার স্তব কথন সমাপন হইলে বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণ সবিনয় বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ আদ্য পুরুষ, সকলের প্রথম এবং সকলের পূর্ব্ব পুরুষ, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি জগৎ স্রষ্টাদিগের সৃষ্টিকারী। পরে এই বলিয়া স্তব করিলেন ভগবন্! তুমি ত্রিকালজ্ঞ পরমেশ্বর, আপনি জগতের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ অথচ অব্যয়, তোমার অপক্ষয় মাত্র নাই, আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দাও। প্রভো, এই ব্রহ্মা, তথা রুদ্রগণ সহিত এই মহাদেব আদিত্য বৃন্দ সহ এই সূর্য্য, অগ্নিগণ সহিত এই বহ্নি, অপর এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই অষ্ট বসু, এই সকল সাধ্যগণ ও বিশ্বদেব, এই সকল দেব এবং এই দেবেন্দ্র, সকলেই আসিয়া প্রণাম করিতেছেন। হে নাথ! ইহাঁদের সকলকে দৈত্য সেনারা পরাজয় করিয়াছে অতএব ইহাঁরা আপনকার শরণাপন্ন হইতেছেন।

পরাশর কহিলেন, ঐ সকল দেবঋষি প্রভৃতির ঐ প্রকার স্তব শ্রবণ করিয়া শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ হরি তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। দেবতারা তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ এবং আশ্চর্য্য অঙ্গ সংস্থান অবলোকন করিয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু বিস্ময়ে তাঁহাদের নয়ন নির্নিমেষ হইয়া রহিল, অনেক ক্ষণ পরে ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া তাঁহারা পুনরায় স্তব আরম্ভ করিলেন।

দেবতারা কহিলেন ভগবন্, তোমাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি। তুমিই শুদ্ধ পরমাত্মা, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই পিনাকধারী শিব। অপর তুমিই ইন্দ্র, তুমিই পবন, তুমিই বরুণ, তুমিই সূর্য্য। অপিচ বসুগণ, মরুৎ সকল, সাধ্য সমূহ, বিশ্বদেব সমূহ ইত্যাদি যে সমস্ত দৃষ্ট হয় এ সকল তোমারই স্বরূপ। হে দেব, এই যে সমস্ত দেবতা তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁরাও তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। প্রভো, তুমিই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং তুমিই সর্ব্বত্র সকল বস্তু ও ব্যক্তি স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছ।

হে দেব, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যজ্ঞীয় মন্ত্র বষট্‌কার, তুমিই প্রণব। আর হে সনাতন, তুমিই বেদ্য ও অবেদ্য এবং এই সমস্ত জগৎ তোমারই স্বরূপ। অতএব আমরা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া আগমন পূর্ব্বক এখানে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও এবং আপনার তেজঃ দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। প্রভো, তুমি অশেষ কলুষ নাশক, যাবৎ তোমার শরণাপন্ন না হওয়া যায় তাবৎ পর্য্যন্তই আর্ত্তি বাঞ্ছা মোহ এবং অসুখ ইত্যাদি থাকে। হে ভগবন্! প্রসন্ন হইয়া শরণাপন্ন এই সমস্ত ব্যক্তির প্রতি প্রসাদ দৃষ্টি কর। প্রভো, তুমি সকল তেজের অধিপতি, আপনার তেজঃ দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়, অমর নিকর এই প্রকারে প্রণত হইয়া পুনঃ২ স্তব করিলে ভগবান্ হরি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন অহে দেবগণ, আমি তোমাদের তেজঃ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছি, এক কর্ম্ম কর, দৈত্যদিগের সহিত মিলিয়া ক্ষীর সমুদ্রে সকল প্রকার ওষধি ক্ষেপণ কর, পরে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থান দণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু করিয়া ঐ সমুদ্র মন্থন কর, তাহা হইতে অমৃত উত্থিত হইবে। দানবগণ অতিশয় শক্তিমান, তাহারা মন্থন বিষয়ে তোমাদিগকে সাহা-

এইরূপে উৎপন্না হয়েন। ভগবতী লক্ষ্মীর এই স্তব দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে ইহা মানবগণ কর্ত্তৃক যে স্থানে পঠিত হইবে তথায় কদাচ অলক্ষ্মীর প্রসর থাকিবেক না।

ইতি বিষ্ণু পুরাণে প্রথম অংশে নবম অধ্যায়।

অগ্নি পুরাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ কহিলেন অনন্তর ভরত মাতামহাশ্রমে গমন করিলে শ্রীরামচন্দ্র পিত্রাদি শুশ্রূষায় রত থাকিলেন। একদিন রাজা দশরথ তাঁহাকে কহিলেন বৎস, তোমার গুণে বশীভূত হইয়া আমার রাজ্যস্থ প্রজাগণ পূর্ব্বেই তোমাকে আমার রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছে, আমিও কল্য প্রভাতে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানস করিয়াছি, অতএব অদ্য রাত্রি তুমি সীতার সহিত সংযত হইয়া থাকিও। রাজা এই কথা বলিলে তত্রস্থ সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, বাহ্য, বর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল, সুমন্ত্র এই আট জন মন্ত্রিসহ মহা মুনি বশিষ্ঠও ঐ কথা বলিলেন। শ্রীরাম পিত্রাদির বচন শুনিয়া যাহা আজ্ঞা হয় বলিয়া আপন জননী কৌশল্যার নিকেতনে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং যথাবিধি দেবার্চ্চনে নিযুক্ত থাকিলেন।

অনন্তর রাজা মন্ত্রি বর্গকে অভিষেক দ্রব্যের আয়োজনে নিযুক্ত করিয়া কৈকেয়ী সদনে গমন করিলেন। এদিকে মন্থরা কিঙ্করী অযোধ্যা নগরীর সজ্জা দর্শন করিয়া রামাভিষেক হইবে জানিয়া কৈকেয়ীকে নানা প্রকার প্রলোভ বাক্যে কহিতেছিল অয়ি কেকয়বংশজে, কল্য রামের রাজ্যাভিষেক হইবে, অতএব তোমার ও তোমার পুত্রের মরণ উপস্থিত, এই বেলা সাবধান হও। কৈকেয়ী রামচন্দ্রের অভিষেক বাক্য শুনিয়া প্রথমতঃ পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার হার প্রদান করিলেন এবং কহিলেন এ পরমানন্দের বিষয় যে রামচন্দ্র রাজা হইবেন, রাম ও ভরত আমার সমান, তবে তুই কি নিমিত্ত বিরুদ্ধ কথা কহিতেছিস, রাম জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে ভরত রাজা হইবে ইহাই বা কি রূপে সম্ভবে। ইহা শুনিয়া মন্থরা নিতান্ত কোপাবিষ্টা হইয়া হার দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল অয়ি মুগ্ধে, রাম রাজা হইলে তোমার ভরতের এবং আমার কোন প্রকারে নিস্তার নাই, এবং ভরত যে আর কখন রাজ্য পাইবেন তাহারও সম্ভাবনা থাকিবেক না, অতএব উপায় বলি শ্রবণ কর, পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে রাজা যখন শরবিক্ষত হইয়াছিলেন, তৎকালে তুমি আপন বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুই বর প্রদান করিতে উদ্যত হন, তাহাতে তুমি বলিয়াছিলে সময়ান্তরে বরদ্বয় প্রার্থনা করিব অতএব এক্ষণে সেই বরদ্বয়ের একদ্বারা চতুর্দ্দশ বর্ষ রামের বনবাস, দ্বিতীয় দ্বারা ভরতের যৌবরাজ্য, রাজ সন্নিধানে প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এইরূপ বচনে প্রোৎসাহিতা কৈকেয়ী ক্রোধ পরায়ণা হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূমি শয্যায় শয়ান রহিলেন। সেই সময়ে ভূপতি দশরথ দেব দ্বিজগণের পূজা করিয়া অন্তঃপুরে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন প্রিয়া পত্নী কেকয়ী ধরাতলে মূর্চ্ছিতা প্রায় পতিতা রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে কি নিমিত্ত এরূপ শয়ান রহিয়াছ, কি রোগার্ত্ত বা ভয় বিহ্বল হইয়াছ, কোন মনোরথ নদীর কি পার গমন করিতে পার নাই বলিয়া বিষণ্ণ হইয়া আছ, বল না, যে রামচন্দ্র বিনা ক্ষণমাত্রও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহার দ্বারাও তোমার অভিলাষ সম্পূর্ণ করি।

কেকয়ী ইহা শুনিয়া রাজাকে সত্য করাইয়া পূর্ব্বোক্ত বরদ্বয় প্রার্থনা করিল এবং কহিল যদি ইহা না কর তবে আমি তোমার সমক্ষে বিষ পান করিয়া অদ্যই দেহত্যাগ করিব। বজ্রপাত সদৃশ এই বচন শ্রবণ করিবামাত্র রাজা সহসা ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে কহিতে লাগিলেন অরে নৃশংসে কেকয়ি, রামচন্দ্র তোর কি অনিষ্ট করিয়াছেন, যে চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহার বন বাস প্রার্থনা করিতেছিস, অরে পাপীয়সি, তুই কালরাত্রি রূপা আমার ভার্য্যা রূপে গৃহ প্রবেশ করিয়াছিস, আমি বোধ করি আমার ভরত কদাচ এরূপ প্রার্থনা করিবেক না, এ কেবল তোরই অভিমত, তোরই কল্পনা, যাহা হউক কে তোকে এরূপ উপদেশ করিল, রামচন্দ্র বন গমন করিলে আমি কদাচ জীবন ধারণ করিতে পারিব না, তবে তুই বিধবা হইয়া রাজ্য পালন কর। রাজা কৈকেয়ীকে এই কথা বলিয়া সত্যপাশ নিরুদ্ধ হওয়াতে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন পুত্র আমি কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, তুমি আমাকে নিগ্রহ করিয়া রাজ্য কর, আমাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া কৈকেয়ী তোমার বন প্রবাস ও ভরতের রাজ্য প্রার্থনা করিতেছে।

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া যাহা আজ্ঞা বলিয়া পিতৃ মাতৃ চরণে প্রণাম পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণ

সমভিব্যাবহারে, বিপ্রগণ, অনাথ, দীন, ও দরিদ্রগণকে ধনদান করিয়া সুমন্ত্র সারথির রথে আরোহণ করিলেন এবং শোকার্ত্ত মাতৃগণ ও বহুতর পুরবাসি বৃন্দ সহ অরণ্যগমনার্থ নগর হইতে নির্গত হইলেন। তমসাতীরে পৌরবর্গ সহ রাত্রি বাস হইল, প্রভাতে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিলেন। পৌরগণ প্রাতে রামকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিল। রামচন্দ্র রথস্থ হইয়া শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গুহ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া এক রাত্রি বাস করিলেন। লক্ষ্মণও রক্ষণার্থ জাগরণ পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে রামচন্দ্র রথ সহিত সুমন্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া সীতা লক্ষ্মণ সহ তরণী বাহনে জাহ্নবী পারে গমন পূর্ব্বক প্রয়াগে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইয়া বাস্তু পূজা পূর্ব্বক মন্দাকিনী তটে বাস করিলেন।

একদা রাম সীতা উভয়ে চিত্রকূটের শোভা অবলোকন করিতেছিলেন এমত সময়ে একটা কাক আসিয়া নখর দ্বারা সীতার স্তন বিদারণ করিল, তাহাতে রামচন্দ্র ঐষিকাস্ত্র দ্বারা তাহার চক্ষু উৎপাটন করিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ রাম বন গমন করিলে ছয় দিবসের রাত্রি কালে কৌশল্যাকে কহিতে লাগিলেন, কৌশল্যে শ্রবণ কর, একটি কথা বলি, আমি পূর্ব্বে অজ্ঞানান্ধ হইয়া সরযূতীরে যজ্ঞদত্ত নামক ঋষি কুমারকে শব্দভেদি শর দ্বারা বধ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাহার পিতা ও মাতা অতিশয় শোকাতুর হইয়া আমাকে এই শাপ দেন তোমারও পুত্র শোকে আমাদের মত প্রাণত্যাগ হইবে।

কৌশল্যে! আমার সেই বৃত্তান্ত অদ্য স্মৃতিপথারূঢ় হইল, অদ্য আমার মরণ দিন উপস্থিত, এই কথা বলিয়া হা রাম, এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু কৌশল্যা তাঁহাকে নিদ্রিত জ্ঞানে জাগরিত না করিয়া পশ্চাদ্ভাগে শয়ন করিলেন এবং কথঞ্চিৎ নিশা যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে সুত মাগধ বন্দিগণ প্রবোধিত করিতে আসিয়া রাজার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে না পারিলে পর কৌশল্যা সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন অন্যান্য রাজনারীগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। অনন্তর বশিষ্ঠাদি মন্ত্রিগণ শত্রুঘ্ন সহিত ভরতকে মাতামহাবাস হইতে আনয়ন করিলে ভরত আসিয়া কৈকেয়ীকে নিতরাং নিন্দা ও তিরস্কার করিলেন এবং সাতিশয় বিলাপ সহ রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তৈল দ্রোণিস্থ পিতাকে লইয়া সরযূতটে সংস্কার করিলেন। পরে বশিষ্ঠাদি কর্ত্তৃক রাজ্য করণে অনুরুদ্ধ হইলে "আমি রামচন্দ্রকে আনাইব, তিনিই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, আমি রাজ্য করিব না" বলিয়া অস্বীকার করিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সরযূ নদী প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া রাম সন্নিধানে গমন করিলেন এবং বলিলেন হে রঘুকুল চন্দ্র, পিতা স্বর্গ গমন করিয়াছেন, আপনি অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্য করুন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন রাজ্য ভাগী হয় না, আপনকার আজ্ঞাবহ হইয়া আমি বন গমন করিতেছি। রামচন্দ্র পিতৃ মরণ শ্রবণে অতি দুঃখিত হইয়া পিতৃ তর্পণ পূর্ব্বক, "তোমাকে এই পাদুকা প্রদান করিলাম, তুমি ইহাকে রাজ্যাধি দেবতা করিয়া প্রজা পালন কর, আমি বন গমন করিব সত্য বলিতেছি" এই কথা বলিয়া ভরতকে বিদায় করিলেন। ভরত তথাস্তু বলিয়া অযোধ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দিগ্রামস্থ হইয়া রামের আজ্ঞানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

ইতি অগ্নি পুরাণে ষষ্ঠ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

নবম অধ্যায়।

পক্ষিরা কহিল রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যচ্যুত এবং স্বর্গারূঢ় হইলে পর তাঁহার পুরোহিত মহাতেজা বশিষ্ঠ জলবাস হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন। ঐ মুনি দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত গঙ্গায় গিয়া প্রবাস করিয়াছিলেন, এ কারণ এতাবৎ দিন রাজা হরিশ্চন্দ্রের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। প্রত্যাগত হইবামাত্র বিশ্বামিত্রের সমস্ত কর্ম্ম এবং মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ তথা চণ্ডাল সন্নিধানে দাস্য ও ভার্য্যা তনয় বিক্রয় ইত্যাদির কথা তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল। রাজার প্রতি মহামুনি বশিষ্ঠের অতিশয় স্নেহ ছিল, তাঁহার ঐ রূপ দুর্গতির বিবরণ শ্রবণমাত্রে বিশ্বামিত্রের উপর অতিশয় কোপান্বিত হইলেন।

মুনিবর বশিষ্ঠ কোপভরে কহিতে লাগিলেন দুরাত্মা বিশ্বামিত্র আমার শত পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আমার এমত ক্রোধোদয় হয় নাই, অদ্য হরিশ্চন্দ্রের দুর্গতি শুনিয়া তাহার প্রতি যেমন কোপ জন্মিল। আঃ, রাজা হরিশ্চন্দ্র অতি মহাত্মা, মহাভাগ, সর্ব্বদা দেব ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন, ঐ দুষ্ট তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র সত্যবাদী শান্ত শিষ্ট শত্রুতেও মাৎসর্য্যবিহীন, অনপরাধ, অপ্রমত্ত ধর্ম্মাত্মা, তাঁহাকে তদীয় রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া পুত্র কলত্র সহিত

দুরবস্থাপন্ন করিয়াছে, করুক্, আমি ঐ দুরাত্মাকে এখনি অভিশাপ দিতেছি, ঐ মূঢ় ব্রহ্মদ্বেষী বিশ্বামিত্র আমার শাপে উপহত হইয়া বকত্ব প্রাপ্ত হইবে।

পক্ষিরা কহিল বশিষ্ঠের ঐ অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা বিশ্বামিত্রেরও কোপ জন্মিল, তিনিও জল স্পর্শ পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে এই অভিশাপ দিলেন তুমিও মুনিদেহ ভ্রষ্ট হইয়া এই দণ্ডে আড়ি হও। দুই জনেই অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, পরস্পরের অভিশাপে তৎক্ষণাৎ উভয়েই তির্য্যগ্ যোনি পাইয়া এক জন বক ও দ্বিতীয় জন আড়ি হইলেন। হে বিপ্র, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র ঐ প্রকারে অন্য যোনির সমাযোগ প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাদের সংরম্ভ অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল. উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন এ প্রযুক্ত পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ, যিনি আড়ি রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি বিপক্ষকে জয় করিবার বাসনায় একেবারে দুই সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র যাঁহার বকদেহ হইয়াছিল তিনি তিন সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ঐ আড়ি ও বক উভয়েই রোষ পরবশ থাকাতে পক্ষপ্রহার দ্বারা অতি নিদারুণ রূপে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর বক আপনার পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া আড়ির উপরে ঘোরতর প্রহার করিল. আড়িও পদদ্বয় দ্বারা বককে নিদারুণ আঘাত করিল। তাহারা দুই জনে এরূপ ভয়ানক বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে দুই জনের পক্ষ হইতে ভূরি ভূরি উন্মূলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। পক্ষ পতনে পৃথিবীও তাড়িতা হইয়া কম্পমানা হইলেন। হে মুনে! অবনী কম্পিতা হওয়াতে সাগর সকলের জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং পৃথ্বী পাতাল গমনোন্মুখী হইয়া এক পার্শ্বে নত হইয়া পড়িলেন। এই সকল ঘটনায় কত প্রাণী নিধন প্রাপ্ত হইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কত শত ব্যক্তি পর্ব্বত পতনে আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল কত শত বা সাগর জলে জীবন হারাইল এবং কত শত জীব ভূমি কম্পে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, কেহ অতিশয় ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল, অপরে স্ব২ স্নেহভাজন পরিজন নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া হা বৎস! হা শিশো! কোথায় রহিলে, এখানে এই আমি মারা পড়িলাম এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কেহ বা "হা প্রিয়ে, কেহ বা হা কান্ত, এই শৈল পতিত হয়, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর," এই বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

হে মহাশয়! এই প্রকারে সকল লোক যখন অতিশয় আকুলীভূত হইল তখন পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত সুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই রণস্থলে আগমন করিলেন এবং ঐ দুই কুপিত যোদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অহে তোমরা যুদ্ধ হইতে বিরত হও, এই সকল লোক ভয়ে বিনষ্ট হইতেছে, ইহারা নির্ভয় হউক। ব্রহ্মার এই বাক্য তাহাদের দুই জনের কর্ণ গোচর হইল কিন্তু তাহারা শুনিয়াও শুনিল না, কোপাবেশ বশতঃ অবিচ্ছেদে যুদ্ধ করিতে থাকিল, ক্ষণ কালের নিমিত্তও সমর বিশ্রাম পাইল না।

অনন্তর ব্রহ্মা দেখিলেন ইহাদের সংগ্রামে সকল লোক বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব লোক রক্ষণ মানসে এবং তাহাদেরও হিত সম্পাদনাভিপ্রায়ে দুই জনেরই তির্য্যগ্ভাব অপনোদন করিয়া দিলেন।

এই রূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র যখন পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন তখন প্রজাপতি উঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বৎস বশিষ্ঠ, হে বৎস বিশ্বামিত্র! তোমরা তামস ভাব পরিত্যাগ কর, তামস ভাব অবলম্বন করাতেই পরস্পর এই ঘোর সমর করিলে।

যাহা হউক, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের বিপাক এবং তোমাদের এই বিগ্রহ পৃথিবীর ক্ষয় কারক। এ সকল দৈব বিড়ম্বনাই বলিতে হইবেক, বস্তুতঃ মহামুনি বিশ্বামিত্র হইতে সেই রাজার কি অনিষ্ট হইয়াছে. এই মুনি পরোপকারী, অন্যের অনিষ্ট কেন করিবেন? এক্ষণে তোমরা দুই জনেই স্থির হও, কাম এবং ক্রোধের বশতাপন্ন হওয়াতে কেবল আপনাদেরই ক্ষতি করিতেছ, বিবেচনা করিয়া দেখ দুই জনের তপস্যায় মহৎ বিঘ্ন উপস্থিত. অতএব কোপ পরিত্যাগ কর. তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা বেদজ্ঞ সেই তোমাদের পরম বল।

ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ দুই জনেরই অতিশয় লজ্জা হইল. আপনার প্রকৃতি পুনর্গ্রহণ করিয়া বিবিধ বিনয় বচনে ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করাইলেন। পরে আপনারা দুই জনে পরস্পর আলিঙ্গন ও নমস্কার করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান হইয়া স্বীয় লোকে গমন করিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রও আপন২ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

হে মহাশয়! এই আড়িবক যুদ্ধ এবং হরিশ্চন্দ্রের কথা যে সকল মানব লোক মধ্যে কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবেক, শ্রবণ মাত্রে তাহাদের পাপ দূরীভূত হইবে এবং তাহাদের কখন কোন বিষয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হইবেক না।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে আড়িবক যুদ্ধ নবম অধ্যায়।

পদ্ম পুরাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মুনে! আমার শ্রুত আছে লক্ষ্মী ক্ষীর সাগরে উৎপন্না হয়েন আপনি কি প্রকারে কহিলেন ভৃগু হইতে খ্যাতিতে তিনি জন্মিলেন? অপর দক্ষ দুহিতা সতী কি প্রকারে দেহ ত্যাগ করেন এবং কি রূপেই বা উমারূপে মেনকার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন? আর দেবদেব মহাদেব হিমালয়ের প্রতি কি রূপ অনুগ্রহ করিয়া এবং কি প্রকারেইবা তথায় বাস করেন এই সকল বিষয় সম্যক্ রূপে বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য বলিলেন হে ভূপাল! তুমি যাহাং জিজ্ঞাসিলে আমি এ সকল বিষয় প্রজাপতির মুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম, অতএব বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। অত্রি মহর্ষির পুত্র ভগবান দুর্ব্বাসা একদা অবনী তলে ভ্রমণ করিতেং একটী বিদ্যাধরীর হস্তে শোভন সন্তানক মাল্য দর্শন করিয়া মানস করিলেন এই মাল্য পাইলে জটাজুটে ধারণ করি। পরে বিদ্যাধরীর নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। মুনির প্রার্থনায় বিদ্যাধরী প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই মালা তাঁহাকে প্রদান করিল। তাহাতে ঐ মুনি তাহা শিরোদেশে নিবেশিত করিয়া উন্মত্তের ব্রত ধারণ পুরঃসর মেদিনী মণ্ডল ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। একদা ভ্রমণ করিতেং ঐরাবত সমারূঢ় দেবরাজ সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হইল. ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া নিজ মস্তক হইতে ঐ মালা উন্মোচন করিলেন এবং উন্মত্তবৎ তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু দেবরাজ ঐ মালা গ্রহণ করিয়া সমুচিত সমাদর প্রকাশ করিলেন না, ঐরাবতের মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া দিলেন। ঐরাবত হস্তী মদান্ধ, এ প্রযুক্ত করধারা আকর্ষণ পূর্ব্বক ধরণীতলে তাহা ফেলিয়া দিল। তদ্দর্শনে মুনির চিত্ত কোপপরীত হইল, আরক্ত নয়ন হইয়া অমরেন্দ্রকে এই অভিশাপ দিলেন অরে দুষ্ট! ঐশ্বর্য্য মদে অন্ধ হইয়া মদ্দত্তা মঙ্গল মালা অবজ্ঞা করিলি, তোর এ গর্ব্ব থাকিবেক না। অরে মূঢ়! তোর ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী অচিরেই বিনষ্ট হইবেক। অরে মূর্খ! যাহার কোপে সচরাচর বিশ্ব ভয় পায় আমি সেই দুর্ব্বাসা, তুই আমাকে অবজ্ঞা করিস্।

পুলস্ত্য কহিলেন। মহেন্দ্র এতৎ শ্রবণে ঐরাবত স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ মুনির চরণে ভূরিং প্রণতি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। বিনয় সহ বহুং সকাতর বচন প্রয়োগ করিলেও দুর্ধর্ষ কোপান্বিত দুর্ব্বাসা কহিলেন আমি কোন প্রকারে ক্ষমা করিব না, আর অধিক ব্যগ্রতা করিবার প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্র অপ্রসন্নমনে ঐরাবতারোহণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদবধি ত্রিভুবন রাজ্য বিশ্রী হইতে লাগিল, যাগ যজ্ঞ সকল নিবৃত্ত হইল, তাপসেরা তপস্যা বর্জ্জিত, দাতারা দানরহিত হইল, অধিক কি কহিব সমুদায় জগৎ নষ্ট প্রায় হইয়া উঠিল। এইরূপে ত্রৈলোক্য নিঃশ্রীক ও স্বত্বরহিত হইলে দৈত্য দানবেরা দেবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। দেবতারা দৈত্য দানব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পিতামহের শরণাপন্ন হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রহ্মা সুরগণকে সান্ত্বনা করিলেন অনন্তর তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীর সাগরের উত্তর কূলে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন হে পুরুষোত্তম শীঘ্র উত্থান কর, এই সমস্ত দেবতা তোমার শরণাগত, ইহাদিগকে ত্রাণ কর, দানবেরা ইহাদিগকে জয় করিয়াছে, তোমা ব্যতিরেকে কাহারো উদ্ধার করিবার সামর্থ্য নাই।

আদিপুরুষ ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মার এই প্রকার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব রূপ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন আহে দেবগণ! তোমরা ভয় পাইও না, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের তেজঃ বৃদ্ধি করিয়া দিব, এখন যাহা বলি শ্রবণ কর, এই ক্ষীরাব্ধি মন্থন করিয়া তোমরা অমৃত উদ্ধার কর, তাহা করিলেই তোমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইবে, সমুদ্র মন্থনে মন্দর গিরি তোমাদের মন্থান দণ্ড, এবং বাসুকি রজ্জু হইবেন, আমিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করিব, কিন্তু তোমরা স্বতন্ত্র হইয়া ঐ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে না, সকলে সমান ফলভোগী হইব বলিয়া দৈত্যগণ সহ সন্ধি পূর্ব্বক মিলিত হও। এই সমুদ্র মথিত হইলে ইহা হইতে যে অমৃত উত্থিত হইবে তাহা পান করিয়া তোমরা বলবান এবং অমর হইবে তাহাতে অনায়াসে দৈত্যদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে। অসুরেরা যাহাতে অমৃত না পায় ও কেবল ক্লেশ ভাগী হয় আমি তাহার উপায় করিব।

অনন্তর দেবতারা অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া ক্ষীরাব্ধি মন্থনে যত্নবান হইলেন ও মন্থান দণ্ড মন্দরাদ্রি প্রভৃতি আনয়ন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু বিবুধগণকে বাসুকির পুচ্ছদেশ ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। অসুরেরা সর্পরাজের অগ্নিতুল্য ফণা ধারণ করিল সুতরাং তাহার নিশ্বাস পবনে আহত হইয়া তাহারা নিস্তেজঃ হইতে লাগিল, দেবতারা পুচ্ছদেশের শীতল মারুতদ্বারা ক্রমশঃ স্নিগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও হর কূর্ম্মরূপি হরির পৃষ্ঠদেশ নিবাসী হইয়া বাহু দ্বয়ে মন্দর চালন পূর্ব্বক মন্থন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মথ্যমান অর্ণব হইতে প্রথমতঃ হবিঃ-সাধন সুরভী উৎপন্ন হইল, তদ্দর্শনে দেবগণ ও দৈত্য দানবদের পরমানন্দ জন্মিল, সকলেই চমৎকৃতচিত্ত ও নির্নিমেষেক্ষণ হইয়া রহিলেন।

অনন্তর বারুণী দেবী সমুত্থিতা হইলেন। তিনি মদাঘূর্ণিত লোচনা একবস্ত্রা মুক্তকেশা এবং রক্তনয়না হইয়া "আমি বর প্রদান করিব, হে দিতিজবৃন্দ আমাকে গ্রহণ কর," এই কথা বলিতে লাগিলেন। অসুরেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিল। পরে পারিজাত উত্থিত হইয়া তাহাতে নন্দন বন হইল। তৎপশ্চাৎ রূপৌদার্য্য গুণযুক্ত চতুঃষষ্টি অপ্সরা উদ্ভূত হইয়া দেবাসুরদের সাধারণ হইল। অনন্তর ত্রিভুবন জন প্রাতিনায়ক শীতাংশু সমুৎপন্ন হইলে ভগবান্ শঙ্কর "আমার জটাভরণধারী এই চন্দ্র, ইহাকে আমি গ্রহণ করি" বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে গ্রহণার্থ অনুমতি দিলেন। পরে অতি-ভয়ানক কালকূট সমুৎপন্ন হইয়া সকল দেবদানবগণকে পরমার্দ্দিত ও সমস্ত জগৎকে সাতিশয় ভয়গ্রস্ত করিল, তাহা দেখিয়া মহাদেব ঐ বিষ পান করিলেন এবং তৎপানে নীলকণ্ঠ রূপে বিখ্যাত হইলেন, কিন্তু ঐ হলাহল যখন পীতাবশেষ হইল তখন নাগগণ ক্ষীরাব্ধি সমীপে উপস্থিত হইয়া মহাদেবের শরণাগত হইল। মহাদেব তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বরাজ, ঐরাবত গজরাজ এবং কমলাসনা কমলহস্তা লক্ষ্মী দেবী, ইহারা ক্রমশঃ সমুত্থিত হইলে সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ হইল। মহর্ষিগণ প্রীতি বিকসিত চিত্তে লোক মাতা লক্ষ্মীর স্তব করিতে লাগিলেন, বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান আরম্ভ করিল, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরা নৃত্য করিতে লাগিল, গঙ্গাদি সরিৎ নির্ম্মলাম্বু দ্বারা তাঁহার স্নানার্থ উপস্থিত হইল, দিগ্গজেরা সুবর্ণ পাত্রে সুনির্ম্মল সলিল লইয়া স্নান করাইতে আসিল। ক্ষীরোদার্ণব তাঁহার হস্তে পদ্ম মালা প্রদান করিলেন, এবং বিশ্বকর্ম্মা নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। অনন্তর দেবগণ অসুরগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর গুহ্যক রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পশ্চাৎ ব্রহ্মা বাসুদেবকে বলিলেন! আমি সাভিলাষ হইয়া তোমাকে এই লক্ষ্মী দান করিলাম, তুমি গ্রহণ কর, অন্যান্য দেবগণ ও দৈত্যদানব ইহাতে অধিকারী নহে, কর্ম্ম দ্বারা তোমার প্রতি আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। পরে লক্ষ্মীকে কহিলেন হে ক্ষীরাব্ধিসুতে, তুমি কেশব পতি প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন কর।

অনন্তর লক্ষ্মী সর্ব্ব দেব দানব সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল সমারূঢ় হইয়া কহিতে লাগিলেন হে দেব আমি সর্ব্বদা তোমার বক্ষঃস্থল শায়িনী হইয়া আজ্ঞাকারিণী হইব, কদাচ আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। তদ্দর্শনে দেবতারা সাতিশয় আনন্দিত ও শ্রীযুক্ত হইলেন, দৈত্যেরা নিরতিশয় বিষণ্ণ ও বিশ্রী হইতে লাগিল। অনন্তর দিতিজবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ধন্বন্তরির হস্তস্থ অমৃত বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু স্ত্রীরূপী হইয়া তাহাদিগকে লোভ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন অহে বীরগণ, আমাকে ঐ অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলু প্রদান কর, আমি চিরকাল বশবর্ত্তিনী হইয়া তোমাদিগের সন্নিধানে বাস করিব। দানবগণ রূপযৌবনসম্পন্না ত্রিলোকসুন্দরী সেই কামিনী দর্শনে লোভোপহত চিত্ত হইল এবং অমৃত পাত্র তাঁহার হস্তে দান করিল। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াই তাহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন এবং বণ্টন করিয়া দেবতাদিগকে তত্রস্থ পীযূষ পান করিতে দিলেন।

অনন্তর শক্রাদি সুরগণ অমৃত পানে সবল ও উদ্যতায়ুধ হইয়া দিতিজ জয়ে যাত্রা করিলেন এবং বলি প্রভৃতি মহাসুরগণ জয় করিয়া স্বর্গ রাজ্যে পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত হইলেন। হতাবশেষ দৈত্যগণ নিশ্রীক হইয়া পাতালে প্রবেশ করিল। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় পথে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন, হুতাশন চারুদীপ্তি হইয়া জ্বলিতে লাগিল, তৎকালাবধি

সর্ব্ব প্রাণির ধর্ম্মে মতি হইল, ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত হইয়া স্থশাসিত হইতে থাকিল। সমনন্তর সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মা অমরগণকে কহিলেন আমি তোমাদিগের রক্ষণার্থ বিষ্ণুকে নিয়োগ করিয়াছি, দেবদেব উমাপতিও তোমাদিগের কল্যাণ সাধনে যত্নবান থাকিবেন, তোমরা শুভপ্রদ ঐ দেবদ্বয়ের নিরন্তর উপাসনা করহ, তাঁহারা পরিতুষ্ট হইলে তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তরে দেবরাজ অমরাবতীতে ও হরি শঙ্কর স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন!

হে মহাভাগ! এইরূপে লক্ষ্মী ক্ষীরসাগর হইতে উৎপন্না হয়েন। কিয়ৎকালানন্তর এই দেবী মহর্ষি ভৃগু হইতে খ্যাতিদেবীতে সমুৎপন্না হইয়া পিত্রনুমতিক্রমে নর্ম্মদাতীরে স্বনাম খ্যাত লক্ষ্মীপুর নামক নগর প্রস্তুত করিলেন এবং দেব লোকে কেশব সমীপে পুনর্ব্বার গমন পূর্ব্বক কহিলেন আমি পূর্ব্ববৎ তোমার আশ্রয়ে বাস করিব, আমার পিতৃদত্ত স্বনাম খ্যাত নগর আমার পিতৃ হস্ত হইতে আনয়ন কর।

অনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ গদাধর ভৃগুসমীপে গমন করিয়া সানুনয় বচনে কহিলেন হে মুনিপ্রবর, কন্যার প্রতি প্রদত্ত নগর প্রত্যর্পণ কর। ভৃগু অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন আমি এ নগর অর্পণ করিব না, এ লক্ষ্মীপুর নয়, আমার নগর, আমি কখন দান করিব না, তুমি এ বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ কর। পুনরায় নারায়ণ কহিলেন ইহা লক্ষ্মীপুর, অবশ্য দান করিতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া মহামুনি ভৃগু ক্রোধান্ধ হইয়া ভগবান্ কেশবকে অভিসম্পাত দিলেন মধুসূদন, স্ত্রী নিমিত্ত তুমি যেহেতু পক্ষপাত করিতেছ এইকারণে মর্ত্ত্যলোকে তোমাকে দশবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে তুমি স্ত্রী বিয়োগ শোকে সাতিশয় দুঃখিত হইবে।

ভগবান বিষ্ণুও পরম কোপন হইয়া ভৃগুকে শাপ দিলেন তুমি অপত্যজনিত সন্তোষ কখন প্রাপ্ত হইবে না। অনন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পদ্মযোনিকে কহিলেন হে বিধাতঃ, তোমার পুত্র ভৃগু পরম ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিলেন এবং এই শাপ দিলেন তুমি দশ বার মানব লোকে জন্ম গ্রহণ করিবে এবং ভার্য্যা বিয়োগ জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইবে অতএব আমি এক্ষণে মহোদধিতে গিয়া শয়ন করি, দেবকার্য্যার্থ আবাহন হইলে মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিব। এই কথা শুনিয়া পরমেষ্ঠী সাতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন প্রভো জনার্দ্দন! তুমি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, তোমার নাভি বিনিঃসৃত পদ্ম হইতে আমি উৎপন্ন হইয়া তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টাবশিষ্ট জগৎ সৃষ্টি করিতেছি, মনুষ্য লোকের হিতার্থ সুতরাং তোমার দশবার জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক, অতএব ভৃগুর শাপ প্রদান সূচক মাত্র। প্রভো! তোমাকে শাপপ্রদান করে কাহার এমন সাধ্য, ভাল, এক্ষণে ক্ষীরার্ণবে শয়ান হইয়া যোগনিদ্রার উপাসনা কর, দেবরাজ ইন্দ্র তোমার আদেশে ত্রৈলোক্য পালনাদি সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

অনন্তর ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার ঐ সকল বিনয়ান্বিত বচনে সন্তুষ্ট হইয়া "যাহা আমাকে বিজ্ঞাপন করিবেন তাহাই করিব" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরে সর্ব্বলোক পিতামহ পুনর্ব্বার সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। একদা দেবর্ষি নারদ তদীয় সদনে সমাগত হইয়া সবিনয় বচনে বলিলেন পিতঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্র চরণ সর্ব্বব্যাপী পুরুষও ভুবন স্পর্শে দশাঙ্গুলাধিষ্ঠান করিলেন, অতএব ভবিতব্যতা অবশ্যম্ভাবিনী সন্দেহ নাই। হে তাত! এই বিশ্ব তোমা হইতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তোমা হইতে যজ্ঞ সকল, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষিগণ সম্ভূত হইয়াছে, তোমার মুখকমল হইতে ব্রাহ্মণেরা, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়েরা, ঊরু হইতে বৈশ্যেরা, পাদপদ্ম হইতে শূদ্রেরা, জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তোমার চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে বায়ু, মন হইতে চন্দ্র, মুখ হইতে অগ্নি, নাভি হইতে গগন, মস্তক হইতে স্বর্গ, কর্ণ হইতে দিক্‌পাল, চরণ হইতে পৃথিবী হইয়াছে, অধিক কি কহিব তোমা হইতে যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সৃষ্ট হইয়াছে। হে সর্ব্বময়, তোমার মহিমায় সকলই হইতে পারে, তুমিই পরাৎপর প্রধান পুরুষ, তোমাকে কোটি২ প্রণাম করি। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্, আমার মনোরথ সম্পূর্ণ হইয়াছে, অদ্য তোমার দর্শনে সমুদয় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম।

ব্রহ্মা কহিলেন হে দেবমুনে! আমার দর্শনেই তোমার তপঃ ফল সিদ্ধ হইল, কদাচ আমার দর্শন বিফল হয় না, তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর, অচিরাৎ তোমার সঙ্ক

সিদ্ধি হইবে। নারদ কহিলেন ভগবন্ সর্ব্ব ভূতেশ! তুমি সকলের অন্তঃকরণবর্ত্তী, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, যে বর দিলেন তাহাতে অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল।

পুলস্ত্য কহিলেন হে রাজপ্রবর! ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া নারদকে বর প্রদান করিলেন হে পুত্র নারদ তুমি আমার প্রসাদে ঋষিশ্রেষ্ঠ হইবে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তোমার গতি প্রতিহতা হইবে না, যজ্ঞোপবীত যোগপট্ট বীণা প্রভৃতি তোমার অলঙ্কার হইবে, এবং বিষ্ণু রুদ্র শক্র সমীপে পরমাদরণীয় হইবে, তোমাকে দেখিয়া মর্ত্ত্য লোকীয় রাজগণ সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন। আর তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের শাস্তা ও পরম পূজনীয় হইবে। ইতি আদি মহাপুরাণে পাদ্মে সৃষ্টি খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়।

কল্কি পুরাণ।

নবম অধ্যায়।

সূত কহিতেছেন। কল্কি ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া সেই সরোবরের নিকট জলানয়ন পথে যে এক নির্ম্মল স্ফটিক বেদি ছিল তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন; সেস্থান পদ্মাকরের সান্নিধ্য প্রযুক্ত পদ্ম গন্ধময় হইয়া রহিয়াছে, ভ্রমরগণ গুন২ রবে চতুর্দ্দিগে গান করিতেছে, কদম্ব বৃক্ষের পল্লবে আতপতাপ নিবারিত হইয়াছে। কল্কি তথায় কিঞ্চিৎকাল শ্রান্তি দূর করিয়া শুককে পদ্মার নিকটে প্রেরণ করিলেন। শুক উড্ডীয়মান হইয়া অল্পকাল মধ্যে পদ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল পদ্মার অবস্থা উপস্থিত, তিনি গৃহমধ্যে সখীগণে বেষ্টিত হইয়া পদ্ম পত্রের শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নিশ্বাস তাপে বদন পদ্ম ম্লান হইয়াছে, সখীরা পদ্মপুষ্প চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া প্রদান করিতেছিল কিন্তু তিনি তাহা সন্তাপ জনক বোধ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং মধুর সমীরণের প্রতি নিন্দাবাদ দিতেছেন ও কুঙ্কুম চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন, অরাতুরা হইয়া কখন পরিতাপ প্রকাশিতেছেন কখন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেছেন কখন বা প্রলাপ কথা কহিতেছেন।

শুক নিকটে গিয়া মধুর বচনে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি সেই পদ্মা? পদ্মা কহিলেন এস২ শুক অনেক দিনের পর যে। শুক কহিল ভাল আছেন তো। পদ্মা কহিলেন তোমার মঙ্গল? আমি তোমার গমনাবধি পীড়িতা হইয়াছি। শুক কহিল এক্ষণে ঔষধ পাইলেন, পীড়া আর থাকিবে না। পদ্মা কহিলেন ঔষধ আমার দুর্লভ। শুক কহিল এক্ষণে সুলভ হইবে। পদ্মা কহিলেন কৈ দাও না।

শুক কহিল ঐ সরোবরের তীরে রাখিয়া আসিয়াছি। এই রূপ কথোপকথনে পরস্পর পরম প্রীত হইবাতে পরস্পরের মুখে মুখ নয়নে নয়ন প্রদত্ত হইল।

পরে পদ্মা বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী, চারুমতী এবং কুমুদা এই অষ্ট সখীকে কহিলেন চল সখী সকল জল ক্রীড়া করিতে সরোবরে গমন করি।

সখীরাও তৎকথায় সম্মতা হইল, অনন্তর সকলে গমনে উদ্যত হইলে পদ্মা অষ্ট সখীপরিবৃত হইয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং জলক্রীড়া করিবার ব্যপদেশে কল্কি দর্শনেচ্ছায় সত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন।

পদ্মাকে দেখিলে স্ত্রী হইতে হইবে এই ভয়ে পুরুষমাত্রই পলায়ন করিতে লাগিল, যাহারা বিপণিতে দ্রব্য বিক্রয় করিতেছিল তাহারা স্ব২ পত্নীকে তত্তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পলায়ন করিতে। বলবতী স্ত্রীরা তাঁহার আবরণ শূন্য শিবিকা বহন করত ক্রমে সরোবর সমীপে লইয়া গেলে পদ্মা শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সখীগণ সঙ্গে সরোবরের মনোহর শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন সারসগণ চতুর্দ্দিগে ক্রীড়া করিতেছে। দেখিয়া, পদ্মপরাগ সুবাসিত সেই সরোবর জলে অবগাহন করিলেন। সখীগণের ও পদ্মার মুখ চন্দ্র জলে ভাসমান হইলে দর্শকদিগের বোধ হইল যেন কুমুদিনীকে প্রকাশ করিতে চন্দ্র সকল জলমধ্যে উদিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের বদনের আমোদ লোভে ভ্রমরবৃন্দ ব্যাকুল হইয়া প্রফুল্ল পদ্ম পরিত্যাগ করত সেই সকল মুখে আসিয়া বসিতে লাগিল। তাঁহারা বিস্তর নিবারণ করিলেন কিছুতেই তাহারা বদন গন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। পদ্মা সখীগণ সমভিব্যাহারে নানা বিধ হাস্য উপহাস্য ক্রীড়া কৌতুকাদি করত জল বিহার করিতে লাগিলেন। একবার পদ্মা করযুগলে জলাঞ্জলি লইয়া সখীদিগের মুখে সিঞ্চন করিয়া দেন সখীরা আবার পদ্মার মুখপদ্মে সবেগে জল সেচন করে, কেহ কাহার কর ধারণ করিয়া অধিক জলে লইয়া যায়, কেহবা কাহাকে আক্রমণ করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। এই রূপে সখীসহ পদ্মা জল ক্রীড়া করিয়া মদনোন্মত্তা হইলেন, পরে মনে২ শুক বাক্য স্মরণ করিয়া জলহইতে উঠিলেন ও বস্ত্রালঙ্কার পরিলেন। তদনন্তর যে কদম্ববৃক্ষ তলে ভগবান্ কল্কি শয়ন করিয়া আছেন শুকের বাক্যে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন

তিনি এই মণিময় বেদিকায় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন তাঁহার রূপে তৎপ্রদেশ আলো হইয়া রহিয়াছে, প্রথমে বোধ হইল যেন শত সূর্য্য বৃক্ষতলে উদিত হইয়াছে, পরে দেখিলেন তমাল দলের ন্যায় শ্যামল কান্তি, বিবিধ মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, পীতাম্বর পরিধান, পদ্মনেত্র, আজানুলম্বিত বাহু, স্থূল বক্ষঃস্থল, তাহা শ্রীবৎস কৌস্তুভাদি চিহ্নে চিহ্নিত, জগৎপ্রভু লক্ষ্মীপতি নিদ্রিত রহিয়াছেন। পদ্মা সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই অদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর শুক কল্কিকে জাগরিত করিতে উদ্যত হইলে পদ্মা নিবারণ করিয়া কহিলেন মহাদেবের শাপ আছে এই সুপুরুষ যদি জাগরিত হইয়া কামবুদ্ধিতে আমাকে দর্শন করেন তবেইতো বিভ্রাট ঘটিবে শুক তুমি ইহাঁকে কদাচ জাগরিত করিওনা। কিন্তু জগৎকর্ত্তা অন্তর্যামী কল্কি আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুরুন্মীলিত করিলেন ও দেখিলেন যেমন নারায়ণ সমীপে লক্ষ্মী দণ্ডায়মান থাকেন সেইরূপ আপনার নিকটে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা পদ্মা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ভগবান্ কল্কি স্বকীয় মোহিনী মায়ার ন্যায় পদ্মার রূপ দর্শনে অধৈর্য্য হইলেন, পরে কটাক্ষ নিক্ষেপাদি করিলে পদ্মা লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন তাহাতে কল্কি প্রিয়কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রিয়ে, ভাল আছ, আমার অদ্য শুভাদৃষ্ট, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তোমার এই বদনবিম্ব আমার স্মরতাপ শান্তি ও সুখ সাগর বৃদ্ধি করুক, হে চঞ্চলাক্ষি, কন্দর্প সর্পে আমাকে দংশন করিয়াছে তাহার বিষজ্বালায় ব্যাকুল হইয়াছি এক্ষণে তোমার লাবণ্য রসের রসায়নে আরোগ্য হই, জন্মান্তরীণ বহু সুকৃত ছিল দেখিতে পাইলাম, তোমার এই সুদীর্ঘ বাহু মৃণাল আমার হৃদয়ে অর্পিত হইয়া মনোরথ পূর্ণ করুক, তোমার পৃথুতর অথচ বর্ত্তুল স্তনদ্বয় আমাকে সুখী করুক, তোমার এই কামসোপানের ন্যায় ত্রিবলী মনোহর পত্রাবলী কামনদাম্বুজ ও নিম্ন নাভি আমাকে নিতান্ত স্নিগ্ধ করুক, হে রম্ভোরু তোমার এই নদী পুলিনপ্রায় বিপুল নিতম্ব আমাকে সম্ভোগ সুখাস্বাদনে সম্মুখীন করুক, হে সুন্দরি, হে সুভগে, তোমার এই মণিময় নূপুর বিশিষ্ট পাদপদ্ম যুগল আমার হৃদয়ে সমর্পিত হইয়া অপরিমিত স্মরতাপ সুশীতল করুক।

পদ্মা সঙ্গিনীগণ সঙ্গে ভগবান্ কল্কির এই রূপ বাক্যামৃতপানে আহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে সেই সর্ব্বশক্তিমান নিজ পতিকে বিনতি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সাদরে প্রত্যুত্তর করিলেন।

এই কল্কি পুরাণ অনুভাগবত ভবিষ্য কথন কল্কি সহ পদ্মার সাক্ষাৎ, নবম অধ্যায়।

মৎস্য পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন দিতির পুত্র মরুদ্গণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইলেন? দেবতারা তাহাদের সাপত্ন্য, দেবগণ সহ তাহাদিগের সখ্যই বা কি প্রকারে হইল?

সূত উত্তর দান করত কহিলেন পূর্ব্বে যখন দেবাসুরে যুদ্ধ হয় তখন ভগবান্ হরি সুরগণ সহিত মিলিত হইয়া অসুর কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন অতএব পুত্র পৌত্রাদি সমস্ত সন্তান বিনষ্ট হওয়াতে দিতি শোকার্ত্তা হইয়া বিলাপ করিতে২ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা সরস্বতীর তটে উপনীত হইয়া মনে করিলেন এই স্থান অতি নির্জ্জন, এখানে বসিয়া তপস্যা করি। তাহার পরে ব্রতধারণ পূর্ব্বক ঋষিরূপিণী হইয়া তপঃ আরম্ভ করিলেন। ফল মূলমাত্র তাঁহার আহার হইল এবং সর্ব্বদাই কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণে প্রবৃত্ত রহিলেন। এই প্রকারে শতাধিক বৎসর গত হইল, তথাপি কিয়ৎপরিমাণেও শোক বৈকল্যের খর্ব্বতা হইল না, অতএব এক দিন তত্রস্থ বশিষ্ঠাদি মুনিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহর্ষিগণ! আমার পুত্র শোকজন্য কাতর্য্য এতাবৎ কালে অল্পাংশেও খর্ব্ব হইল না, এ শোক সন্তাপ কি উপায়ে বিনাশ পাইতে পারে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। হে মহর্ষিগণ! এমত কি কোন ব্রত বা নিয়ম নাই যে তাহাতে ইহকালে ও পরকালে সৌভাগ্য হয়?

বশিষ্ঠাদি মুনিগণ দিতির ঐ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে দাক্ষি! মদন দ্বাদশী নামে একটী ব্রত আছে, যদি সেই ব্রত করে তাহা হইলে তাহার প্রভাবে অবলাগণকে কখন সুতশোক অনুভব করিতে হয় না।

অনন্তর সূতের শ্রোতা ঋষি সকল সূতকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সূত! মদন দ্বাদশী ব্রত কি রূপ, সবিশেষ শুনিতে আমাদের বড় ইচ্ছা হইল, দিতি না কি ঐ ব্রত প্রসাদেই ঊনপঞ্চাশ তনয় প্রাপ্ত হন।

সূত কহিলেন হে বিপ্রবৃন্দ! বশিষ্ঠাদি মুনিরা দিতিকে ঐ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন আমি আপনকারদের নিকট বিস্তারিত করিয়া তাহাই বলি, শ্রবণ করুন। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে যতব্রত হইয়া সিত তণ্ডুলে পরিপূর্ণ একটী কুম্ভ স্থাপন করিবেক, অনন্তর নানা ফল ও ইক্ষুদণ্ড দিয়া ঐ কুম্ভ সজ্জিত করিয়া শুভ্রবর্ণ দুই খানি বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত করিবে এবং উপরে শ্বেত চন্দন চর্চ্চিত করিয়া দিবে। তদনন্তর একটী তাম্রপাত্রে

গুড় দিয়া ঐ কুম্ভের উপরে স্থাপন করিবে তাহার উপরে কদলী পত্র অর্পণ করিতে হইবেক।

এই প্রকারে কুম্ভ সজ্জিত ও সংস্থাপিত হইলে উভয় পার্শে মদন ও রতির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থাপন করিবে। তাহার পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া গীতবাদ্য করাইবে। যদি তৌর্য্যত্রিক করণে অশক্ত হয় তাহা হইলে কামদেব ও কেশবের কথা দ্বারাই সময় যাপন করিবে। হে মুনিগণ! এস্থলে যেমত কামদেবের পূজা করিতে হয় ভগবান্ হরিরও তেমন অর্চ্চনা করা আবশ্যক, ভগবানকে গুড়বারি দ্বারা স্নান করাইয়া শুক্ল পুষ্প শুক্ল তিল অক্ষতাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। হে মুনিগণ! ভগবান হরিকেও কামরূপেই পূজা করিতে হয়। প্রথমতঃ "কামকে নমস্কার" এই বলিয়া পাদ্যা-দি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে তৎপরে "সৌভাগ্য প্রদকে নমস্কার" বলিয়া জঙ্ঘা দ্বয়ে পূজা করিবে, তদনন্তর "স্মরকে নমস্কার" এই বলিয়া উরুদেশ, "মন্মথকে নমস্কার" বলিয়া কটিদেশের সপর্য্যা করিবে। তাহার পরে "স্বচ্ছোদরকে নমস্কার" এই বলিয়া উদরের, "অনঙ্গকে নমস্কার" এই বলিয়া বক্ষঃস্থলের, "পদ্মমুখকে নমস্কার" বলিয়া মুখের "পঞ্চশরকে নমস্কার" বলিয়া বাহুদ্বয়ের, এবং "সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার" এই বলিয়া মস্তকের অর্চ্চনা করিবেক।

এই প্রকারে পূজা করিয়া সে দিবস ঐ কুম্ভ সংস্থাপিত রাখিয়া দিবে পরদিবস প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিবে এবং যেমন শক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রতাহে আপনি লবণ ভক্ষণ করিবেক না। অনন্তর ভগবান্ কামরূপী জনার্দ্দন যিনি হৃদয় দ্বারা সকল প্রাণির নিমিত্ত অন্ন ধারণ করিতেছেন তিনি প্রীত হউন এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিবেক।

হে মুনিগণ! দ্বাদশী ব্রতের যেং বিধি বলিলাম মাসেং এই প্রকারে ব্রত করিবে। এই ব্রতের নিমিত্ত একাদশীর দিনে উপবাসী থাকিয়া বিষ্ণু পূজা করিতে হয়, সে দিবস পূজার পর একটী মাত্র ফল আহার করিতে পারে, দ্বাদশীর দিনে ভূতলে শয়ন করিবেক। এই প্রকারে দ্বাদশ মাস ব্রত করিয়া ত্রয়োদশ মাসে ঘৃতধেনু ও শয্যা দান করিবে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে বস্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ দম্পতির পূজা করিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করিবেন। অপর কামদেবের নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক শুক্লতিল দ্বারা হোম করিবে।

তদনন্তর দধি দুগ্ধ ক্ষীর ও মিষ্টান্ন দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং বিত্তশাঠ্য না করিয়া যথা শক্তি দক্ষিণা দিবেক।

হে ঋষিগণ! এই প্রকারে যে ব্যক্তি মদন দ্বাদশীব্রত করিবেন তাঁহার সর্ব্ব পাপমোচন এবং ভগবান্ হরির সহিত তুল্যতা প্রাপ্তি হইবে। তিনি ইহলোকেও প্রধানং ভোগ সকল ভোগ করিতে পারিবেন। হে বিপ্রবৃন্দ! ভগবান্ মদন ভগবান্ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নহেন, যিনি মদন, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখের প্রার্থনা রাখেন ভগবান্ অনঙ্গের স্মরণ করিলে তাঁহার আশু অভিলাষ পূর্ণ হয়।

হে মুনিগণ! দিতি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যথাবিধি ঐ ব্রত আচরণ করিলেন। তাঁহার ব্রত মাহাত্ম্যে মুনিবর কাশ্যপের পুনরাগমন হইল। তিনি দিতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে রূপ লাবণ্যবতী করিলেন এবং প্রসন্ন বদনে এই বাক্য বলিলেন সুন্দরি, কি বর প্রার্থনা কর।

দিতির হৃদয়ে পুত্রশোক জাগরূক ছিল, তিনি মনো দুঃখ স্মরণ করিয়া ইন্দ্রবধার্থ এই বর প্রার্থনা করিলেন ইন্দ্রবধে সমর্থ অতি বড় মহাত্মা একটী পুত্র হয় এই বর প্রদান করুন।

মুনিবর কশ্যপ বনিতার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন তাহার ঐ প্রার্থনায় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন ভাল আমি আপনিই তোমাকে ঐ রূপ পুত্র প্রদান করিব কিন্তু সংপ্রতি একটী কর্ম্ম হউক, মহামুনি আপস্তম্ব আসিয়া পুত্রেষ্টি করুন, তাহা হইলেই তোমার গর্ভ্ভ হইবে।

তদনন্তর মহর্ষি আপস্তম্ব বহু ব্যয় পূর্ব্বক পুত্রেষ্টির অনুষ্ঠান করিলেন এবং ইন্দ্রশত্রু উৎপন্ন হউক, বলিয়া, বারম্বার হোম করিলেন। তাহার পরে কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভ্ভ সঞ্চার হইল কিন্তু কশ্যপ দিব্যজ্ঞান দ্বারা ভাবি বিঘ্ন অবগত হইয়া বনিতাকে এই কথা বলিলেন তোমার এই যে গর্ভ্ভ হইল ইহার রক্ষণার্থ বিশেষ রূপে যত্ন করিও, শত বৎসর পর্য্যন্ত তোমার এই গর্ভ্ভ থাকিবে অতএব এই তপোবনেই সদা সাবধান হইয়া থাকিও। হে সুন্দরি, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কথন সন্ধ্যাকালে ভোজন করিও না, আর ঐ অবস্থায় সর্ব্বদা বৃক্ষমূলে যাওয়া কিম্বা উপরে উপবেশন করা কর্ত্তব্য নয়। অপর পাংশুনিচয় স্থানে কিম্বা মুসল ও উদূখলাদির উপর কথন উপবেশন করাও বিধেয় নহে। অপিচ জলে অবগাহন ও শূন্যাগারে গমন ত্যাগ করা অনুচিত। এই সময়ে যেন কোন গর্ব্ভিণী নখ এবং অঙ্গারাদি দিয়া ভূমিতে অঙ্ক না করে। অপর কলহ ও গাত্র ভঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। প্রিয়ে! এই অবস্থায় কথন কেশ মুক্ত করিও না অথবা অশুচি হইও না, অধিকন্তু ঐ কালে কথন উত্তরশিরা অথবা পশ্চিমশিরা হইয়া কেহ যেন শয়ন না করে। গর্ব্ভিণী গর্ব্ভাবস্থায় কথন বসন হীনা অথবা উদ্বিগ্না কিম্বা

আচরণ হইবেক না, কাহাকেও অসহ্য দুর্ব্বাক্য বলিবেক না এবং সমধিক হাস্যও করিবেক না। প্রত্যহ আপনার মঙ্গলার্থ গুরু জনের সেবা করিবে এবং সর্ব্বৌষধি দ্বারা স্নান করিবে ও সদা ধ্যান দান পরায়ণা ও সুশীলা হইয়া থাকিবে।

হে প্রিয়ে এই প্রকার আচারে চলিলে গর্ব্ভিণীর গর্ব্ভ হইতে যে পুত্র জন্মিবে সে শতায়ু এবং ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইবেক। কিন্তু যাহা২ কহিলাম যদি তাহার অন্যথা ব্যবহার করে তাহা হইলে, সেই গর্ব্ভ নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমি যেমন২ বলিলাম তুমি তদনুসারে চলিতে যত্ন করিও। সুন্দরি তোমার মঙ্গল হউক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। কশ্যপ এই কথা বলিয়া দর্শনকারি লোকদের সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান হইলেন।

কশ্যপের অন্তর্দ্ধান হইলে পর দিতি স্বামির উপদেশানুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র দিতির গর্ব্ভসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার পার্শ্বে আগমন করিলেন, এবং কোন্ সময় দিতিকে অসাবধান প্রাপ্ত হন তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শত বর্ষ প্রায় উত্তীর্ণ হয় তিন দিনমাত্র অবশেষ আছে, এমত কালে এক দিন দিতি দৈবাৎ পাদ শৌচ না করিয়া মুক্তকেশা হইয়া পশ্চিমশিরে শয়ন করিলেন। দেবরাজ ঐ ত্রুটি প্রাপ্তহইয়া দিতির উদরে প্রবেশ করিলেন এবং অস্ত্র দ্বারা তাহার গর্ব্ভ ক্রমে সাত খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন তাহাতে সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী সাতটী কুমার হইয়া রোদন আরম্ভ করিল। দেবরাজ রোরুদ্যমান সেই বালকদের প্রত্যেককে ধরিয়া পুনর্ব্বার সাত২ খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন তাহাতেই একোন পঞ্চাশৎ বায়ু হইয়াছে। পরন্তু ঐ ঊনপঞ্চাশ বালক অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত হইয়া পুনঃ২ রোদন করিতে লাগিল ইন্দ্র তাহাদিগকে "রোদন করিও না" এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বিস্ময় ও উদ্বেগ হইল এ কি, আমি অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলাম তথাপি ইহারা কি প্রকারে জীবিত হইল? অনন্তর দেবরাজ ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার বিদিত হইল দিতি মদন দ্বাদশী ব্রত করিয়াছিলেন তাহার এই ফল পরিণত হইল। অথবা কৃষ্ণ পূজা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার এই তনয় গণ অস্ত্র দ্বারা হত হইয়াও নিধন প্রাপ্ত হইল না। যাহা হউক ইহারা যদি কোন প্রকারে মৃত্যু হীন হইয়া থাকে তবে আর কেন ইহাদিগকে ক্লেশ দি, ইহারা মরুৎ নামে দেবতা হইয়া আমাদের সঙ্গে যজ্ঞ ভাগ ভাগী হউক। অনন্তর দিতির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেবরাজ তাঁহাকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়া আপনার অপরাধ মার্জ্জনার্থ বিনয় প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন আমি অর্থশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি ক্ষমা কর, পরে ঐ সকল বালককে মরুদ্গণ করিয়া দেবতাদের সহিত বিমানে আরোপণপূর্ব্বক স্বর্গে আনয়ন করিলেন এবং দিতিও সুরলোকে আনীতা হইলেন। হে বিপ্রগণ! এই কারণে মরুদ্গণ যজ্ঞে দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞ ভাগ ভোজন করিতে পান্, অসুরদের সহিত মিলিত হন নাই, বরং দেবতাদের প্রিয় পাত্র হইয়াছেন।

ইতি মৎস্য পুরাণে মারুতোৎপত্তি প্রসঙ্গে মদন দ্বাদশী ব্রতোপাখ্যান সপ্তম অধ্যায়।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন রাজন্! যে সমস্ত ভয়ঙ্কর নরকার্ণবের কথা বলিলাম ব্রত উপবাস রূপ তরণী দ্বারা ঐ সকল হথে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহারাজ! মানব জন্ম অতি দুর্লভ এবং জীবন বিদ্যুৎ তুল্য বড় চঞ্চল, অতএব মানব দেহ ধারণ করিয়া সতর্কতাপূর্ব্বক আত্মাকে সমাহিত করিবে যেন পুনর্ব্বার ভ্রষ্ট হইতে না হয়। হে জ্ঞাতিবর্দ্ধন! যে মনুষ্যের দান ব্রতময়ী কীর্ত্তি ইহলোকে বিরাজমানা হয় সে ব্যক্তি পরকালেতেও ঐ কীর্ত্তি দ্বারা সম্মানিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে লোক ব্রত ও বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত, তাহাকে যেমন এখানকার কেহ জানে না, পরকালেও এই রূপ সে অজ্ঞাত হইয়া থাকিবেক. অতএব সকলেরই সর্ব্বদা ব্রত পরায়ণ হওয়া উচিত। হে রাজন্! এ বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস আছে, একজন সিদ্ধের সহিত একটী ব্রাহ্মণের বিবাদ হয়, তোমার নিকট সে বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

একদা যোগসিদ্ধ কোন সিদ্ধ অতিবিকৃত এবং ভীষণ আকার করিয়া পৃথিবী তলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দন্ত বিকট, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, একটা কর্ণ ত্রুটিত হইয়াছিল এবং পরিধান বসন জীর্ণ ওমলিন ছিল। তিনি উদ্ভ্রান্ত চিত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে২ হঠাৎ একদিন অবন্তী পুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় একটী ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করত জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি কবে স্বর্গ হইতে আগমন হইল? এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? স্বর্গের সেই রম্ভা অপ্সরা, যাহার রূপে দিগন্তর উজ্জ্বলীকৃত হয়, তাহাকে দেখিয়া আসিলেন? যে চিত্রাকে দেখিবামাত্রে সম্মোহ উপস্থিত হয় দেবতাদের

সুন্দরী সেই অপসরাকে গিয়া আমার অনুনয় জানাইবেন। এই রূপ কহিয়া অনেক ক্ষণ পরে সেই সিদ্ধ পুরুষের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঐ বিপ্র অতিপ্রসিদ্ধ, তাঁহার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া সিদ্ধের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। অনেক ক্ষণ মৌনী হইয়া থাকিয়া পরে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি প্রকারে জানিলে আমি স্বর্গ হইতে এখানে আসিতেছি?

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন তোমার স্বর্গ হইতে অবতরণ আমি যে প্রকারে অবগত হইয়াছি সবিশেষ বলি অবধান কর, তোমার সমুদয় অঙ্গ বিকৃত হইয়াছে ইহা বিশেষরূপে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলাম মনুষ্যের প্রকৃতি অতি দুর্লক্ষ্য, বাক্য ও কায় দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু ঐ দুইয়ের অন্যথাভাব হইলে সকলই অনুমান করা যায়, তাহার পরে তোমার এই আকার ও আচরণ দর্শন করিয়া অনুমান করিতেছি স্বর্গ হইতে অবরোহণ করিলে।

বিপ্রের এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে সেই সিদ্ধ তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন। কতিপয় অহোরাত্র গত হইলে পুনরায় সেই পুরীতে তাঁহার আগমন হইল। সেই বিপ্র পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অমরাবতী গিয়াছিলেন সেখানে রম্ভা অপসরাকে কেমন দেখিলেন? সিদ্ধ এ কথায় উত্তর করিলেন রম্ভা কে আমি তাহাকে কি প্রকারে জানিব, বিদ্যা তপস্যা ব্রত নিয়ম ইত্যাদি না থাকিলে কি স্বর্গ লোকে গতি এবং তথায় সকলের জ্ঞাত বা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে?

ব্রাহ্মণ তাঁহার এই কথায় বলিলেন আমি শকট ব্রত করিয়াছি তাহা তোমাকে দিলাম এখন স্বচ্ছন্দে সকলকে জান ও সকলের পরিচিত হও।

বিপ্রের এই কথায় সিদ্ধ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই বারে সিদ্ধের গতি অব্যাহত হইল, তিনি স্বর্গপুরে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেন। কএক দিন পরে সেই ব্রাহ্মণ যে প্রকারে কহিয়াছিলেন সেই প্রকারে রম্ভা নাম্নী স্বর্বেশ্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার নিকট গিয়া সেই বিপ্রের কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি সেই ব্রাহ্মণকে জান? তিনি মর্ত্তলোকে থাকিয়া কি প্রকারে তোমাকে জানিলেন।

রম্ভা কহিলেন কি সেই শকট ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ! তাঁহাকে কে না জানে, তিনি মহাকালের অরণ্য আশ্রয় করিয়া মূল ও ফলদ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন। পরে রম্ভা ঐ সিদ্ধের সহিত আলাপে আনন্দিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক শকট ব্রতি ব্রাহ্মণের ও তদ্দত্ত ব্রত ফলে স্বর্গাগত সিদ্ধের বিবরণ নিবেদন করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ সিদ্ধকে সন্নিধানে আহ্বান করিয়া কহিলেন তুমি শকট ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়াছ তন্মাহাত্ম্যে এই স্থানে রম্ভার সহিত বিবিধ স্বর্গ সুখ ভোগ কর।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাবদ্বর্ণন করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! তোমার নিকট আমি এই যে শকট ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম এই ব্রতের প্রভাবে ইহলোকে রাজ্যসম্পত্তি এবং পরলোকে শক্রাদি সহিত বাস হয় অতএব যত্নবান্ হইয়া এই ব্রত আচরণ করা উচিত।

ইতি ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শকট ব্রত মাহাত্ম্য কথন সপ্তম অধ্যায়।

গরুড় পুরাণ।

অষ্টম অধ্যায়।

হরি কহিলেন দীক্ষিত শিষ্য রমন দ্বারা মং নয়ন হইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত হোম করিবেক। হে রুদ্র, যে শিষ্য পুত্র কামী, সে দ্বিগুণ, যে সাধক, সে ত্রিগুণ, যে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, সে চতুর্গুণ হোম করিবেক।

হে রুদ্র! যে দীক্ষায় ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয় হয় তাহা বলিতেছি শুন। গুরু শিষ্যকে সমীপে উপবেশন করাইয়া ধ্যান ধারণা শিক্ষা করাইবেন। প্রথমতঃ বায়ু সম্বন্ধিনী কলা দ্বারা শিষ্যকে শুষ্ক রূপ চিন্তা করিয়া তাহার পরে অগ্নি সম্বন্ধিনী কলা দ্বারা দগ্ধ বৎ জ্ঞান করিবেন, পশ্চাৎ জল দ্বারা প্লাবিত জ্ঞান করিবেন। তদনন্তর তাহার জীবকে তেজঃ স্বরূপ চিন্তা করিয়া সাধারণ তেজে তাহা নিক্ষেপ করিবেন। পরে তাহার অন্য শরীরের নিমিত্ত প্রাণদের চিন্তা করিয়া ক্রমেং পঞ্চ ভূত যোগ করিবেন।

গুরু যদিস্যাৎ মণ্ডলাদি করিতে অশক্ত হন তাহা হইলে আপনার হস্তকেই মণ্ডল স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহাতেই হরির অর্চ্চনা করিবেন। তাহার নিজ হস্তই পদ্ম এবং অঙ্গুলি সকলই পত্র, হস্ততলই

করিবার। তাহাতে এই রূপ চিন্তা করিবেন যেন উভয় পার্শ্বে চন্দ্র সূর্য্য এবং মধ্য স্থলে ভগবান্ হরি বিরাজমান। তদনন্তর পূজা করিয়া সেই হস্ত শিষ্যের মস্তকে অর্পণ করিবেন। হে রুদ্র, সেই হস্তে যেহেতু বিষ্ণু স্থিত হইলেন এই কারণে তাহার নাম বিষ্ণু-হস্ত। সেই হস্ত স্পর্শমাত্রে শিষ্যের সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়।

অনন্তর গুরু শিষ্যের মস্তকে পুষ্প দিয়া তাহাকে ঐ রূপ বসনাবৃত নয়ন রাখিয়া অভীষ্ট দেবতার সমক্ষে নীত করিবেন ও পুষ্প মোচন করিতে থাকিবেন। তাহার পরে ঐ শিষ্যের নাম করণ করিবেন সেই নাম শূদ্রের দাসান্ত হইবে, স্ত্রীলোকদের স্ব২ নামেই থাকিবে।

ইতি গরুড় পুরাণে অষ্টম অধ্যায়।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

একাদশ সর্গ।

অনন্তর শিশির সময় অতীত হইয়া বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজা যজ্ঞ করিতে স্থির করিলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট আগমনানন্তর প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে হোতৃত্বে বরণ করিলেন। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ তথাস্তু বলিয়া বরণ স্বীকারানন্তর কহিলেন রাজন্! যজ্ঞের সাধক দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত কর এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য যে২ দ্বিজ পুঙ্গব মনোনীত হন তাঁহাদিগকে হোতৃত্বে সহকারিতা করণার্থ আনয়ন কর। এতৎ শ্রবণে রাজা সুমন্ত্রকে বলিলেন শীঘ্র গমন করিয়া বেদ বিদ্যা বিশারদ বৈদিক কর্ম্মে নিষ্ণাত সূত্র ভাষ্যবেত্তা বেদাঙ্গ পারগ গুরুগণকে এবং বিদেশস্থ অন্যান্য গৃহস্থ দরিদ্র বৃদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগকে সৎকার পুরঃসর আনয়ন কর।

রাজার বচনে সুমন্ত্র ত্বরান্বিত হইয়া বেদ বেদাঙ্গ পারগ হোতাদিগকে, তথা সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠকে ও অন্যান্য দ্বিজ শ্রেষ্ঠকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ সমাগত হইলে রাজা তাঁহাদের পূজা করত ধর্ম্মার্থ সহিত এই মধুর বচন কহিলেন হে মহাশয়গণ! আমি সর্ব্বদা অনুরূপ পুত্র আকাঙ্ক্ষা করি কিন্তু কোন ক্রমেই সন্তান জন্মে না, অতএব অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা হোম করিব এমত মানস করিয়াছিলাম এক্ষণে ঋষিপুত্রের ও আপনারদের প্রভাবে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি আপনাদের শরণাগত, আপনারা কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগ্রহ করুন।

ব্রাহ্মণগণ এতৎ শ্রবণে সাধুবাদ করত রাজবাক্যের পূজা করিলেন এবং বশিষ্ঠাদি ঋষি বৃন্দও প্রীত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া এই বাক্য কহিলেন মহারাজ! সামগ্রী সমাধান করিয়া যজ্ঞীয় ঘোটক মোচন কর, নিশ্চয় অভীপ্সিত পুত্র লাভ করিবে কেননা তোমার পুত্রার্থ পরম ধর্ম্মযুক্ত বুদ্ধি হইয়াছে।

রাজা দশরথ ঋষিদিগের ঐ বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিকে আদেশ করিলেন গুরুদিগের আজ্ঞাক্রমে তোমরা ত্বরায় যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত কর এবং যাহাতে কোন অংশে কোন প্রকার অঙ্গ হানি না হয় তাহা বিধান কর। অপর অমাত্যগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্ব বিমোচন ও সরযূনদীর পর পারে যজ্ঞ ভূমি নির্ণয় করিয়া সেখানে বিধিবোধিত বেদি সকল বিধান কর। অশক্ত অশ্রদ্ধাবান্ ও অল্প দ্রবিণ রাজারা এ যজ্ঞ করিতে পারেন না, যজ্ঞদ্রোহী ব্রহ্মরাক্ষসগণ এ যজ্ঞে সর্ব্বদা ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, কোন প্রকারে এ যজ্ঞে যদি বিঘ্ন হয় তাহা হইলে যজ্ঞানুষ্ঠাতা বিনষ্ট হয় অতএব যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আমার এই যজ্ঞ সমাপন হয় সকলে সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া সর্ব্ব প্রকার বিধান কর।

মন্ত্রিগণ যথাজ্ঞা বলিয়া রাজার আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন এবং আদেশানুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান হইল। পরে সেই ব্রাহ্মণগণ রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া অবিঘ্ন হউক বলিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে নরাধিপ দশরথও অপর২ ব্যক্তিকে অপর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বসন্ত কাল আগত হইলে সম্বৎসর পূর্ণ হইল, তাহাতে রাজা যথাবিধি বশিষ্ঠ মুনিকে অভিবাদন ও অর্চ্চন করিয়া এই বাক্য কহিলেন আপনারা যথা শাস্ত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, যজ্ঞঘ্ন রাক্ষসগণে যেন কোন বিঘ্ন না করে। আপনি আমার পরম গুরু এবং স্নেহান্বিত সুহৃৎ, আপনাকেই এই যজ্ঞের ভার বহন করিতে হইবেক। দ্বিজ পুঙ্গব বশিষ্ঠ রাজাকে সম্বোধন করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন তোমার যাহা অভীপ্সিত, তাহা সমুদায়ই করি-

ত্তেছি। পরে যজ্ঞার্থ নিমন্ত্রিত অন্য২ ব্রাহ্মণ সকলকে কহিলেন আপনাদের যদি মত হয় প্রাচীন২ বিপ্রদিগকে যজ্ঞ রচনা কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় এবং আর২ ব্যক্তিরা যজ্ঞার্থ পাচক, লেখক, দর্শক, খনক, গণক ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তা হয়েন। তদনন্তর শাস্ত্রবেত্তা ও বহু শ্রুত রাজপুরুষদিগকে কহিলেন তোমরা রাজাজ্ঞাক্রমে যজ্ঞ কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, আর ব্রাহ্মণ দ্বারা অন্যান্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দাও। অপিচ অবস্থানের স্থান নির্ম্মাণ ও প্রচুর অন্ন পানের আয়োজন কর। পৌরজনের নিমিত্তও অন্ন পানাদি আয়োজন করিতে হইবেক এবং অনেক দূর দেশ হইতে রাজগণ আসিবেন তাঁহাদের জন্য পৃথক২ শয়ন গৃহ ও অশ্বশালা ও হস্তিশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবেক। আর সেনাগণের নিমিত্ত ভাল২ আবাস এবং উত্তম২ খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইবে। অপর পৌরজন মাত্রকে বিধি পূর্ব্বক সংকার করিয়া ভোজন অন্ন দান করিতে হইবেক অপরঞ্চ যাহাতে সকল জাতি পূজা প্রাপ্ত হয় এমত করিতে হইবেক, কেহ কাম ক্রোধ বশে যেন কাহার প্রতি অপমান না করে। অপিচ এই যজ্ঞ কর্ম্মে যে সকল শিল্পি পুরুষ ব্যগ্র হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে তাহাদেরও বিশেষ রূপে সন্তোষ জন্মাইতে হইবেক অপরঞ্চ ভোজন ও ধন দান দ্বারা সকলেরই পূজা করা আবশ্যক। অতএব যে প্রকারে সমস্ত বিষয় বিধিপূর্ব্বক হয় কোন অংশের হানি না জন্মে, তোমরা সতর্ক হইয়া সেই প্রকারে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান কর। রাজপুরুষ গণ কহিলেন যাহা২ উক্ত হইল সকলই করিব কোন বিষয়ে অন্যথা হইবেক না।

তদনন্তর মুনিবর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন পৃথিবীতে যত ধার্ম্মিক নৃপতি আছেন সকলকে নিমন্ত্রণ কর এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি সকল জাতীয় মানবকে সৎকার পুরঃসর আনয়ন কর। অপর মিথিলাধিপতি জনক রাজা অতি শূর সত্যবাদী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বেদজ্ঞ, তাঁহাকে বিশেষরূপে সৎকার করিয়া স্বয়ং গিয়া আন, তিনি পূর্ব্ব সম্বন্ধীয় এ কারণ পূর্ব্বেই তাঁহাকে আনিতে কহিতেছি। অপর যশস্বী কাশীপতি তোমাদের রাজার প্রিয় ও স্নেহান্বিত বয়স্য, তাঁহাকেও আনয়ন কর। আর কেকয় রাজা নরপতির শ্বশুর অতি বৃদ্ধ ও পরম ধার্ম্মিক, পুত্র সহ তাঁহাকেও আনয়ন কর। অপর অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ অতি সুব্রত ও দেব তুল্য, তাঁহাকেও সৎকার করিয়া আনয়ন কর। আর কোশলা দেশের রাজা ভানুমান সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ ও পরমোদার, তাঁহাকেও যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া আনয়ন কর। অপর রাজার আদেশ গ্রহণ করিয়া সৌবীর ও সৌরাষ্ট্র দেশের প্রাচীন২ পার্থিব দিগকে এবং দক্ষিণ দেশীয় সমস্ত নরেন্দ্রকে তথা পৃথিবী তলে অন্যান্য যে সমস্ত স্নিগ্ধ রাজগণ আছে, তাঁহাদিগকে অমাত্য ও বন্ধু সহ শীঘ্র আনয়ন কর।

বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর সুমন্ত্র ত্বরায় রাজপুরুষগণকে উল্লিখিত রাজাদের আনয়ন নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং মুনির আজ্ঞাক্রমে ত্বরান্বিত হইয়া জনক রাজের আনয়নার্থ গমন করিলেন। পরে অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত লোকেরা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া আসিয়া বশিষ্ঠ মুনিকে নিবেদন করিল। তাহাতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকে কহিলেন কোন ব্যক্তিকে পরিহাসচ্ছলেও অবজ্ঞা করিয়া দানাদি করিও না, যেহেতু অবজ্ঞা পূর্ব্বক দান করিলে সে দান অসংশয় দাতাকে বিনষ্ট করে।

তদনন্তর কএক দিবস মধ্যে আহূত রাজগণ মহারাজ দশরথের নিমিত্ত বহু২ রত্নাদি উপায়ন লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহাতে বশিষ্ঠ মুনি প্রীত হইয়া দশরথের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! তোমার সদনে নরব্যাঘ্র রাজা সকল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের যথাযোগ্য সৎকার ও পূজা করিয়াছি, আর নিযুক্ত পুরুষগণ সকলেই মনোযোগী হইয়া যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী সমগ্র প্রস্তুত করিয়াছে অতএব যজ্ঞ করণার্থ যজ্ঞবেদির নিকট চল। হে রাজন্! তুমি সেখানে গমন করিলেই দেখিতে পাইবে সকল প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যের আয়োজন হইয়াছে। রাজা দশরথ এই সকল বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিবসে যজ্ঞার্থ নির্গত হইলেন। পরে বশিষ্ঠাদি দ্বিজ পুঙ্গব মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যজ্ঞ কর্ম্মের আরম্ভ করিলেন এবং রাজা ও তদীয় পত্নী সকল সেখানে গিয়া যথাশাস্ত্র যজ্ঞ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণে আদিকাণ্ডে যজ্ঞারম্ভ ১১ সর্গ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন এই সময়ে সেই দুই ভগিনী কদ্রু এবং বিনতা দেখিতে পাইলেন সমীপে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক আগমন করিতেছে। দেবগণ অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক সেই অশ্বরত্নের পূজা করিলেন কারণ তাঁহারা যখন অমৃতার্থ সাগর মন্থন করেন তৎকালে ঐ অনুক্রম, সর্ব্ব সুলক্ষণে লক্ষিত, শ্রীমান্, অমোঘবল অশ্বরত্ন রত্নাকর হইতে উত্থিত হয়।

শৌনক এতৎশ্রবণে সূতকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সূত! দেবতারা কি প্রকারে এবং কোথায় অমৃত মন্থন করেন আমাকে বল, মহাবল পরাক্রম অশ্বরাজের জন্ম কোথায় হয়?

সূত কহিলেন মুনে! যে সুমেরু পর্ব্বত অনুপম তেজোরাশির ন্যায় জ্বলিতেছে, যাহার দেদীপ্যমান কাঞ্চনময় শৃঙ্গ সকল সূর্য্যের প্রভা তিরস্কার করিতেছে, যাহা প্রচুর কনকে অলঙ্কৃত, যাহাকে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ সতত সেবা করিতেছেন, যাহার পরিচ্ছেদ নাই, যাহাতে অধর্ম্মি জনে কখন যাইতে পারে না, যেখানে ঘোরতর অহিকুল সদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, যাহা বিবিধ ওষধি দ্বারা সদা দীপিত হয়, যাহা উচ্চতা দ্বারা স্বর্গকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যেখানে অন্যজনে মনের দ্বারাও গমন করিতে পারে না, যাহা বিবিধ নদ নদী ও বৃক্ষ সকলে সমন্বিত, যেখানে বহুবিধ বিহগ নানা প্রকার ধ্বনি করিতেছে, সেই সুমেরুর রত্নালঙ্কৃত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া দেবগণ অমৃতার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন তন্মধ্যে দেব দেব নারায়ণ ব্রহ্মাকে কহিলেন সুর এবং অসুরগণ মিলিত হইয়া ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করুন মহোদধি মন্থন করিলে অসংশয় তাহা হইতে অমৃত উত্থিত হইবে। অতএব সকল প্রকার ওষধি ও সর্ব্ব রত্ন আহরণ পূর্ব্বক সমুদ্র মন্থন কর, অবশ্য অমৃত প্রাপ্ত হইবে।

ইতি আদি পর্ব্বণি অমৃত মন্থনে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন হে মুনিবর, তদনন্তর দেবতারা মন্দর পর্ব্বত উত্তোলন করিতে গেলেন। কিন্তু ঐ পর্ব্বত মেঘের শিখরাকার ভূরিং শৃঙ্গে অলঙ্কৃত এবং লতা সমূহে সঙ্কুলিত ছিল। বহুবিধ বিহগ গণ সেখানে গান করিতেছিল, অসংখ্য দংষ্ট্রি জন্তু সদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত এবং কিন্নর অপ্সরা ও দেবগণ সর্ব্বদা বিহার করিয়া বেড়াইত। অপর তাহা ঊর্দ্ধে একাদশ সহস্র যোজন এবং নীচে তাবৎ সহস্র বিস্তৃত ছিল। অতএব দেবগণ তাহা উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া যেখানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বসিয়াছিলেন তথায় গমন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন আপনারা দুই জনে এ বিষয়ে মঙ্গলজনক উপায় করুন এবং আমাদের হিতার্থ মন্দর পর্ব্বতোদ্ধরণে যত্ন করিতে আজ্ঞা হউক

সূত কহিলেন হে ভার্গব, ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত দেবতাদের ঐ কথা শুনিয়া ফণীন্দ্র অনন্তকে ঐ বিষয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। তাহাতে অনন্ত গমন করিয়া বল পূর্ব্বক বন বৃক্ষাদি সহিত মন্দর পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া আনিলেন।

তদনন্তর দেবতারা সেই পর্ব্বত লইয়া সমুদ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে স্তব করিয়া কহিলেন আমরা অমৃতার্থ তোমার জল মন্থন করিতে চাহি। জলনিধি দেবতাদের ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন মন্দর ভ্রমণে বিপুল মর্দ্দন হইবে, তোমরা মন্থন করিয়া যে অমৃত পাইবে যদি আমাকে তাহার অংশ দাও তাহা হইলে ঐ ক্লেশ সহিষ্ণুতা করিতে পারি। অনন্তর সুর এবং অসুরগণ কূর্ম্মরাজকে কহিলেন তবে তুমি এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠান হও। দেবতাদের কথায় কূর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল। তদনন্তর ইন্দ্র ঐ পর্ব্বতকে কূর্ম্মের পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক সুস্থির হইবার যোগ্য করিয়া দিলেন তাহার পরেই দেবতারা বাসুকিকে রজ্জু এবং মন্দরকে মন্থানদণ্ড করিয়া মন্থন আরম্ভ করিলেন।

অসুর ও দানব গণ এ ব্যাপারে দেবতাদের সহকারী হইল অর্থাৎ তাহারা বাসুকির এক প্রান্ত ধারণ করিল। দেবগণ বাসুকির পুচ্ছের দিকে থাকিলেন। আর ভগবান অনন্তদেব উচ্চৈঃস্বরে প্রেরণ করিয়া বাসুকিকে উচ্চে তুলিয়া পুনঃ২ নিম্নে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবতাদের আকর্ষণে বাসুকির মুখ হইতে বারম্বার ধূম ও অগ্নিশিখা সহিত বায়ু নির্গত হইতে লাগিল। সেই সকল ধূমে বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘ হইয়া দেবতাদের উপরে বারি বর্ষণ আরম্ভ করিল তাহাতে পরিশ্রান্ত ও সন্তপ্ত সুরগণের গ্লানি নিবারণ হইল। পরন্তু গিরিশৃঙ্গের অগ্রভাগ হইতে যে পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইল তাহা সুর এবং অসুর সকলেরই উপরে বর্ষণ হইতে লাগিল।

হে বিপ্র শৌনক! দেব এবং দানবগণ মন্দর লইয়া মন্থন করাতে সমুদ্র হইতে মেঘ ধ্বনি তুল্য অতি গভীর শব্দ হইল এবং তত্রস্থ বিবিধ জলজন্তু নিষ্পিষ্ট হইয়া সাগরের লবণাম্বুতে বিলীন হইতে লাগিল। অন্যান্য যে সকল জলচর প্রাণী পাতালতলবাসী হইয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিল ভ্রাম্যমাণ মন্দর পর্ব্বত সে সকলেরও প্রলয় উপস্থিত করিয়া দিল অপর সেই মন্থান দণ্ড মন্দর পর্ব্বত

বারম্বার আন্দোলিত হওয়াতে তাহার অগ্রভাগে যে সকল বৃহৎ২ বৃক্ষ ছিল সে সকল পরস্পর ঘর্ষিত ও ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ সকল বৃক্ষের পরস্পর সংঘর্ষণে যে অগ্নি উত্থিত হইল তাহাতে, বিদ্যুৎ দ্বারা যেমন নীলবর্ণ মেঘ উদ্দীপিত হয় তাহার ন্যায়, মন্দর পর্ব্বত উদ্দ্যোতিত হইয়া উঠিল। মুনে! সেই অগ্নি দ্বারা মন্দরস্থ হস্তী সিংহ ইত্যাদি বিবিধ জন্তু দগ্ধ হইল এবং অন্যান্য প্রাণীও গত প্রাণ হইয়া পড়িল।

দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন মন্থান দণ্ড মন্দর পর্ব্বতের উপর ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত অতএব তৎক্ষণাৎ মেঘ সৃষ্টি করিয়া বারি বর্ষণ দ্বারা সেই অনল নির্ব্বাণ করাইলেন।

তদনন্তর ঐ পর্ব্বতে স্থিত বৃহৎ২ তরুর প্রচুর নির্য্যাস এবং নানা প্রকার ঔষধীর রস নিঃসৃত হইয়া সাগর সলিলে পতিত হইল। সেই সকল নির্য্যাস ও ঔষধিরসের অমৃত তুল্য বীর্য্য তৎস্পর্শে দেবতারা অমর হইলেন। সে যাহা হউক। সমুদ্রের জলে ঐ সকল রস পতিত হইয়া মিশ্রিত হওয়াতে ক্ষীর সমুদ্রের ক্ষীর উদক হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

অনন্তর দেবগণ শ্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন ব্রহ্মন্‌ আমরা সমুদ্র মন্থন করিয়া অতিশয় শ্রমযুক্ত হইলাম, এখনও অমৃত উত্থিত হইল না, আমাদের বোধ হয় ভগবান নারায়ণ ব্যতিরেকে অন্য দেবদানবদের হইতে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক না, স্মরণ করিয়া দেখুন না, কত কাল হইল আমরা মন্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ব্রহ্মা দেবগণের এই বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ বিষ্ণুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন আপনি এই দেবগণের বল বৃদ্ধি করিয়া দেউন, আপনা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কাহার ক্ষমতা আছে?

বিষ্ণু কহিলেন ভাল, যাঁহারা এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আমার বল প্রদান করিলাম, সকলে মিলিত্য সাগরকে ক্ষুভিত কর এবং এই মন্থান দণ্ড মন্দর ঘূর্ণায়মান করিতে থাক।

সূত কহিলেন হে মুনে! দেবাসুর গণ নারায়ণের বাক্য মাত্রেই বলিষ্ঠ হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া সাগরের জল বিশেষ রূপে ক্ষুভিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই সাগর হইতে প্রসন্ন মূর্ত্তি চন্দ্রমা উৎপন্ন হইলেন, তদনন্তর ভগবতী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল। তাহার পরে সুরা এবং পাণ্ডুর বর্ণ তুরগ উত্থিত হইল। পশ্চাৎ দিব্য কৌস্তভ মণি উঠিল. ঐ মণি অতিশয় উজ্জ্বল, উত্থিত হইয়াই ভগবান্‌ নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লগ্ন হইল।"

হে মুনে, সমুদ্র মন্থনে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে লক্ষ্মী, চন্দ্র, এবং উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, এই সকল দ্রব্য যেদিকে দেবগণ ছিলেন উত্থিত হইয়াই সেই দিকে গমন করিল। সে যাহা

উল্লিখিত বস্তু সকল উত্থিত হইলে পর অতি সুরূপ পরম সুন্দর ধন্বন্তরি আশ্চর্য্য প্রকারে উত্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে অমৃত পূর্ণ একটী শুভ্র কমণ্ডলু ছিল। তদবলোকনে দানবেরা অমৃতার্থ আনন্দিত হইয়া "আমাদের এই অমৃত" ইহা কহিয়া উচ্চস্বরে মহা কলরব করিতে লাগিল। তদনন্তর চারিটা শ্বেত দন্তযুক্ত মহাকায় ঐরাবত হস্তী উত্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে দেবদানবগণ যৎপরোনাস্তি বল প্রকাশ করিয়া পুনরায় সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন তাহাতে মহাভয়ঙ্কর কালকূট উত্থিত হইল। ঐ বিষ ধূম সহিত অগ্নির ন্যায় জগৎ সংসার আচ্ছন্ন করিয়া যেন জ্বলিতেছিল. তাহার গন্ধ আঘ্রাণ মাত্রে ত্রৈলোক্য মোহিত হইল। ভগবান্‌ শিব ব্রহ্মার বাক্যে লোক সকলের রক্ষার্থ তাহা গ্রাস করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। হে মুনে! এই কারণে তদবধি ভগবান্‌ শঙ্কর নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। যাহা হউক, যদিও এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার হইতে থাকিলে দানবগণ নিরাশ হইয়াছিল তথাচ অনতি বিলম্বে তাহারা অমৃত ও লক্ষ্মী নিমিত্ত বৈর অবলম্বন করিল। অতএব তাহাদের বঞ্চনার্থ ভগবান্‌ নারায়ণ মোহিনীরূপ ধারণ করিলেন। ভগবান্‌ আশ্চর্য্য রমণী হইয়া তাহাদের পক্ষে গিয়া দাঁড়াইলে তাহারা অদ্ভুত নারী রূপ অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইল এবং সন্তুষ্ট মনা হইয়া সেই অমৃত পাত্র ঐ রমণীর হস্তে সমর্পণ করিল।

ইতি মহাভারতে আদি পর্ব্বে অমৃত মন্থনে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন অনন্তর দৈত্য দানবগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দেবতাদের প্রতি ধাবমান হইল। সেই অবসরে মোহিনী রূপী ভগবান্‌ বিষ্ণু অমৃত হরণ করিয়া দেবতাদের নিকটে আসিলেন। তখন যদিও তুমুল ভয় উপস্থিত হইয়াছিল তথাচ দেবগণ বিষ্ণুর নিকটে ঐ অমৃত প্রাপ্ত হইয়া একান্তে উপবেশন পূর্ব্বক পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা পান করিতেছিলেন তৎকালে রাহু নামে একটা দানব দেবরূপে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া তাহা পান করিল। যখন অমৃত তাহার কণ্ঠগত হইতেছিল তখন চন্দ্র ও সূর্য্য জানিতে পারিলেন অতএব দেবতাদের হিতবাসনায় বলিয়া দিলেন এ দানব আমাদের সঙ্গে অমৃত পান করিল। এতৎ শ্রবণে যদিও রাহু সে সময় পান করিতেছিল তথায় ভগবান বিষ্ণু ক্রোধবশতঃ চক্র দ্বারা তাহার শির-

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রকাণ্ড পর্ব্বত তুল্য তদীয় মস্তক চক্র দ্বারা ছিন্ন হইবামাত্র আকাশে গিয়া উঠিল ও ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। অপর সেই ছিন্নমুণ্ড দেহ ভূতলে পড়িয়া পর্ব্বত বন দ্বীপ সহিত মেদিনীকে প্রকম্পিত করিল।

হে বিপ্র! তাহার পরেই রাহুর ঐ মুখটা চন্দ্র সূর্য্যের সহিত বৈর নির্ব্বন্ধ করিল, সেই কারণে অদ্যাপি সময়েং চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, দেবতাদের অমৃত পান হইলে ভগবান বিষ্ণু স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিলেন এবং আপনি নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দানবদের প্রতি প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর লবণ সাগরের সমীপে দেব দানবদের সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল, চারিদিক্ হইতে বিপুল প্রাসাস্ত্র, সহস্রং তোমর, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল পতিত হইতে লাগিল। তাহাতে অসুরগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে সমরশায়ী হইল। অপর মুকুটালঙ্কৃত ভূরিং মস্তক দারুণ পট্টিশ দ্বারা ছিন্ন হইয়া রণস্থলে পড়িতে লাগিল। বহুং সুমহান্ অসুর রুধিরাক্ত শরীর হইয়া নিহত হইল। পরস্পর শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে ছেদন করাতে চতুর্দ্দিক হইতে তুমুল হাহাকার শব্দ হইল। অপর পরিঘ তীক্ষ্ণ আয়স এবং মুষ্টি প্রহার এই সকল দ্বারা পরস্পর যে আঘাত করিতেছিল তাহার শব্দ এত উচ্চ হইল যে তাহা আকাশ স্পর্শ করিল। অর্থাৎ কেবল মার মার, কাটি কাটি, পলাং এই রূপ ভয়ঙ্কর শব্দই চারি দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে মহাভয়ানক তুমুল যুদ্ধ প্রবর্ত্তমান হইলে নর নারায়ণ দুই দেব সমর ভূমিতে আগমন করিলেন। ভগবান নারায়ণ নরের দিব্য ধনুঃ অবলোকন করিয়া দানব দল সংহার কারি স্বীয় সুদর্শন চক্রের ধ্যান করিলেন। ধ্যানমাত্রে মহাপ্রভাশালি সেই চক্র আকাশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দর্শন অতিভয়ঙ্কর। ভগবান বিষ্ণু জ্বলন্ত অনল তুল্য তেজস্বি সেই চক্র আগত দেখিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে বিপক্ষের প্রতি প্রক্ষেপ করিলেন।

মুনে! সেই চক্রের অগ্নিতুল্য তেজঃ, তাহা পুনঃ২ আসিয়া পতিত হওয়াতে তদাঘাতে সহস্রং দানব বিদারিত হইতে লাগিল। ঐ চক্র কোন স্থানে অগ্নিশিখার তুল্য লেলিহান হইয়া দগ্ধ করিতে লাগিল, কোথাও অসুর গণকে নিকৃন্তিত করিয়া ফেলিল, কোন স্থানে অসুর সেনার বক্ষঃস্থলে পড়িয়া পিশাচবৎ শোণিত পান করিতে লাগিল।

অসুরগণও রণে ক্ষান্ত থাকিল না। তাহারা মহাবল পরাক্রম, ভূরিং গিরি উত্তোলন পূর্ব্বক গগণে উঠিয়া তথা হইতে ঐ সকল পর্ব্বত দেবতাদের উপরে ক্ষেপণ করিতে লাগিল। অনেক দৈত্য মেঘ রূপী হইয়া ভয় উৎপাদন করত পরস্পর আঘাত পূর্ব্বক ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সকলেই বৃহৎং পর্ব্বত লইয়া আঘাত করণে প্রবৃত্ত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন পৃথিবী আহত হইয়া কম্পমান হইল।

অনন্তর নরাস্থর কনকালঙ্কৃত বহুং বাণ দ্বারা গগণ পথ আচ্ছন্ন করিল এবং সেই সকল শরে গিরি শিখর বিদারণ করিতে লাগিল। পরন্তু তাহার পরে ভগবানের সুদর্শন চক্র জ্বলন্ত অনল তুল্য হইয়া আকাশে গিয়া উঠিলে অসুরগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইল এবং প্রাণ পরিরক্ষণ মানসে পৃথিবীর মধ্যে ও সাগর জলে প্রবেশ করিয়া লক্কায়িত হইল।

এই রূপে দেবতাদের বিজয় লাভ হইলে সেই মন্দর পর্ব্বত পূজিত হইয়া যথাস্থানে স্থাপিত হইল এবং যে সকল জলধর উদিত হইয়া ছিল তাহারাও যথাস্থানে গমন করিল।

তাহার পরে দেবরাজ ইন্দ্র অমর গণ সহিত পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া সেই অমৃতভাণ্ড রক্ষণার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ইতি আদি পর্ব্বণি অমৃত মন্থন সমাপ্ত উনবিংশ অধ্যায়

হরিবংশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পৃথু কহিলেন যে ব্যক্তি একের নিমিত্তে আপনার অথবা পরের বহুতর প্রাণি বধ করে তাহার একটাই পাতক হয়। পরন্তু যে এক প্রাণী নিহত হইলে বহু সংখ্যক প্রাণির সুখ বৃদ্ধি হয় তাহার প্রাণ বধে পাতক অথবা উপপাতক কিছুই হয় না। অপিচ যে এক জন অতিশয় অপকারী, তাহার বিনাশ দ্বারা যদি অনেকের মঙ্গল সম্ভাবনা হয় তবে তাহারও বধে পাপ হয় না বরং পুণ্যই হইয়া থাকে। অতএব হে পৃথ্বি! যদি তুমি জগতের হিতকর আমার বাক্য না শুন, প্রজাজনের হিতার্থে আমি তোমাকে বধ করিব। তুমি আমার শাসন অবজ্ঞা কর, এই কারণে তোমার প্রাণ দণ্ড করিব, তোমার অভাবে আমার কিছু ক্ষতি হইবেক না, আমি আত্মদেহ বিস্তার করিয়া স্বয়ং প্রজা ধারণ করিব। তোমার যদি এখনও মঙ্গল প্রার্থনা থাকে

আমার শাসন অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজা সকলকে জীবিত কর এবং আমার কন্যাত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার যথার্থ এই যে ভয়ানক নিশিত শর উদ্যম করিতেছি তাহা প্রতিসংহৃত করিব।

বসুন্ধরা বলিলেন হে বীর! আপনি যাহা২ বলিতেছেন আমি সে সমুদায় বিধান করিব এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই কিন্তু সকল প্রকার আরম্ভই উপায় দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব আপনি উপায় দেখুন কি প্রকারে এই সকল ধারণ করা যাইতে পারে। আপনি আমাকে দোহন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, করুন, কিন্তু এমত একটী বৎস অন্বেষণ করিয়া দেউন যাহাতে আমা হইতে ওষধি ইত্যাদি বস্তু স্বয়ং ক্ষরিত হইতে পারে। অপর হে ধর্ম্মজ্ঞ! অগ্রে আমাকে সর্ব্বত্র সমান করুন তাহা করিলে আমার যে ক্ষীর নির্গত হইবে তাহা সকল স্থানে সমান রূপে যাইতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! পৃথু রাজা ধারত্রীর ঐ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীস্থ শত২ সহস্র২ শৈল উৎসারিত করিয়া দিলেন। হে রাজন্! এই কারণে সেই সময় হইতে শৈল সকল বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। এইরূপে অতীত মন্বন্তর সকলে যে বসুন্ধরা বিষমা ছিল বেণনন্দন পৃথু কর্ত্তৃক তাহা সমীকৃতা হইল। ফলতঃ পৃথিবীতে স্বভাবতই বহুং বিষম স্থান হয় তৎপূর্ব্ব চাক্ষুষ মন্বন্তরেও ঐ রূপ ছিল্ল অতএব পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবী তলে পুর অথবা গ্রাম সকলের বিভাগ ছিল না। অপর সে সময় শস্য, গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য, এবং সত্য, মিথ্যা, লোভ, মাৎসর্য্য ইত্যাদিও কিছুই ছিল না। কিন্তু তদনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে পৃথু রাজার অধিকার অবধি ঐ সমুদায়ই আবির্ভূত হইল। সে যাহা হউক, পৃথুর পরাক্রমে পৃথিবীর যে২ স্থান সমান হইল তথায় প্রজা সকল বসতি করিতে লাগিল কিন্তু শ্রুত আছে তৎকালেও প্রজাদের ফল মূল দ্বারা অতি কৃচ্ছ্রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। অতএব পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনার হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে সর্ব্বপ্রকার শস্য দোহন করিলেন। সেই শস্য হইতে অন্ন হয় তাহাতে অদ্যাবধি প্রজাগণ জীবন ধারণ করিতেছে।

হে রাজন্ জনমেজয়! অন্য এই এক কথাও শ্রুত আছে যে তদনন্তর ঋষিগণ আবার এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন তাহাতে সোম বৎস রূপে কল্পিত হন্ এবং অঙ্গিরসের পুত্র ধর্ম্মতেজা বৃহস্পতি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বেদ সকল সেই দোহনে পাত্র হন এবং তাহাতে শাশ্বত ব্রহ্মই অনুপম ক্ষীর হইয়াছিল।

অপর শ্রুত আছে তদনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ কাঞ্চন পাত্র লইয়া এই পৃথিবীকে দোহন করেন। ঐ দোহনে ইন্দ্র বৎস, এবং সূর্য্য দোগ্ধা হয়েন। তাহাতে অতিশয় তেজস্কর ক্ষীর নির্গত হয়, তাহা লইয়া দেবতারা অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছেন।

আরো শ্রুত আছে তাহার পরে পিতৃলোকেরা রজতপাত্র লইয়া এই অবনীকে দোহন করিয়াছিলেন তাহাতে সুধারূপ ক্ষীর উৎপন্ন হয়। ঐ দোহনে প্রতাপবান্ বৈবস্বত যম বৎস এবং লোক লয়কারক অন্তক দোগ্ধা হয়েন।

আরো শুনাযায় নাগগণ তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া অলাবু পাত্রে পৃথিবী হইতে বিষরূপ ক্ষীর দোহন করিয়াছিল। তাহাতে সর্পজাতি মধ্যে মহা প্রতাপী ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা হইয়াছিলেন। হে রাজন্! ঐ কারণেই নাগগণ বিষোল্বণ হইয়াছে।

অপর শ্রুত আছে অসুরগণও আয়স পাত্র করিয়া বসুন্ধরা হইতে শত্রুদমনী মায়া দোহন করিয়াছিল। প্রহ্লাদ তাহাদের বৎস হন এবং দৈত্যদের ঋত্বিক দ্বিমূর্দ্ধা মধু দোগ্ধা হইয়াছিল। সেই মায়া দ্বারা অসুরেরা অদ্যাপি মায়াবী হইয়া আছে এবং অপরিমিত প্রতাপ ও প্রচুর বল ধারণ করিতেছে।

হে রাজন! আরো শুনা আছে যে যক্ষেরাও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আম পাত্রে করিয়া অন্তর্ধান বিদ্যা দোহন করেন। তাহাদের দোহনে কুবের বৎস, এবং মণিবরের পিতা রজতনাভ দোগ্ধা হইয়াছিলেন।

তৎপরে পিশাচ ও রাক্ষসেরাও মৃত কপাল গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী দোহন করিয়াছিল। হে কুরুবর, রজতনাভ তাহাদের দোগ্ধা এবং সুমালী বৎস হইয়াছিল। পরন্তু ঐ দোহনে রুধির রূপ ক্ষীর উৎপন্ন হয়। হে রাজন্! সেই ক্ষীর দ্বারা যক্ষ রাক্ষস পিশাচ এবং অন্যান্য ভূত সমুহ অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছে।

অপর শ্রুত আছে গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণ চিত্ররথকে বৎস কল্পনা করিয়া পদ্ম পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র গন্ধ সকল দোহন করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের দোহনে সুরুচি নামে অতিবল মহাত্মা অর্ব্বরাজ দোগ্ধা হন।

হে রাজন্! আরো শ্রুত আছে, শৈলগণ হিমালয় পর্ব্বতকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী হইতে শৈলপাত্রে বিবিধ ওষধি ও রত্ন দোহন করিয়াছিলেন তাহাতেই ঐ সকলের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।

অপর শুনা আছে যে লতা সকল পলাশ পাত্রে পৃথিবী হইতে আপনাদের ছিন্ন পত্র প্ররোহণ দোহন করেন। ঐ দোহনে পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস এবং লক্ষ২ বৃক্ষ দোগ্ধা হইয়াছিল।

অতএব এই পৃথিবী সকল বস্তুর ধারণ কর্ত্রী, সকলের অভীষ্টদায়িনী, অতিশয় পবিত্রা, চরাচর সকল পদার্থের আধার এবং উৎপত্তি স্থান। ইনি সকল কামই দোহন করেন এবং সর্ব্ব শস্যই জন্মাইয়া দেন।

এই পৃথিবী সমুদ্রান্তা অর্থাৎ সাগরে বেষ্টিতা ছিল, এমত শুনা আছে, মধুকৈটভাসুরের মেদ দ্বারা ঐ সাগরের অধিকাংশ পূর্ণ হয় তাহাতেই ইহাকে এখন মেদিনী বলা যায়।

সে যাহা হউক, বেণপুত্র পৃথু ঐ প্রকারে দোহন করিলে পৃথিবী তাঁহার দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথ্বী নামে উক্ত হইতে লাগিলেন। পরে পৃথু তাহাকে শোধিত করিয়া বিভক্ত করিলেন, সেদবধি পৃথিবী বিবিধ ফলবতী ও শস্য শাকে পরিপূর্ণা হইয়াছে।

হে রাজন্ জনমেজয়! বেণপুত্র পৃথু এই রূপ প্রভাবশালী রাজা হইয়াছিলেন। তিনি সকল প্রাণির নমস্য পূজ্য এবং ব্রাহ্মণাদির অভি-বন্দনীয় হয়েন। ফলতঃ বেদ বেদাঙ্গ পারগ মহা-ভাগ ব্রাহ্মণেরা তথা সনাতন্য পার্থিবগণ সক-লেই তাঁহার সমাদর করিতেন। তিনি আদি রাজা এবং অতিশয় বিক্রমশালী, ইহাতে বিক্রা-ন্ত যোদ্ধাদের তাঁহাকে নমস্কার করা উচিত। অধিকন্তু তিনি যোদ্ধাদের প্রথম, এই নিমিত্ত জয়াকাঙ্ক্ষি বিক্রান্ত পুরুষেরদের তাহাকে নম-স্কার করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফলতঃ যে যোদ্ধা মহাত্মা পৃথুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে যায় সে ঘোর সমর সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া আ-ইসে। অপর কৃষি জীবি ও পণ্যবৃত্তি বিধান-কারি বৈশ্যেদেরও পৃথুকে নমস্কার করা উচিত, কারণ তিনি বৃত্তি দাতা ও মহা যশস্বী ছিলেন। হেরাজন্! ত্রিবর্ণের পরিচারক শুচি শূদ্রজাতীয়েরদেরও পরম শ্রেয়ঃ লাভাকাঙ্ক্ষায় পৃথুকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

মহারাজ! পৃথ্বী দোহনে যেং দোগ্ধা যেং পাত্র এবং যাহা২ ক্ষীর হইয়াছিল তাহা এই বর্ণন করিলাম। আর কি কহিব বলুন।

ইতি হরিবংশে পৃথূপাখ্যানে পৃথিবী দোহন ষষ্ঠ অধ্যায়।

যোগবাশিষ্ঠ।

পঞ্চম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন রাম! সংসার সাগর তর-ণেচ্ছু পুরুষের যাহা২ কর্ত্তব্য, পূর্ব্বাধ্যায়ে সকল কহিলাম। এক্ষণে এই জগতীর উৎপত্তি কি রূপে হয় তাহা বর্ণন করি, শুন। অনুভব জ্ঞান এবং প্রতিপত্তি এই তিনটী পরোক্ষ পরব্রহ্মের নাম কল্পনা করিয়া ব্যবহার করা যায়, বেদান্ত মতে তাঁহার নাম প্রত্যক্ষ, তিনিই জীব এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব জীবও বিজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম। পরন্তু ঐ জীব যে জ্ঞান দ্বারা প্রকা-শিত হন্ পণ্ডিতেরা তাহাকে পদার্থ বলিয়া থাকেন।

সেই ব্রহ্ম, জল যেমন তরঙ্গাদি নানারূপে প্রকাশিত হয় তাহার ন্যায় সঙ্কল্প বিকল্প ভ্রম ইত্যাদি দ্বারা নানা রূপ ধারণ করত জগদ্রূপে প্রকাশ পান্। পরন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি কারণ রূপও ছিলেন না, স্বরূপ ব্রহ্মমাত্রে বিরাজমান হইতেন, সৃষ্টির উপক্রমে তাঁহার কিঞ্চিৎ স্ফুরণ হইল তাহাতেই আপনার আত্মাতে মনঃপ্রভৃতি প্রকাশ করিয়া সকলের কারণ হইলেন। বৎস রামচন্দ্র! বায়ুর মধ্যে যেমন স্পন্দনাদি আছে, পদার্থ স্পর্শে জানা যায়, তাহার ন্যায় চিৎ স্বরূপ ব্রহ্মেতে এই জগৎ গূঢ় হইয়া ছিল, সৃষ্টির উপ-ক্রমে তাহা হইতে সমস্ত প্রকাশ পায়। পরন্তু যে সকল পদার্থ ব্রহ্ম হইতে প্রকটিত হয় সকলই মিথ্যা, কিছুই সত্য নহে, যেখানে যত দৃশ্যমান হয় পরিণামে তন্মধ্যে একটাও স্থায়ি হইবে না। অতএব পরব্রহ্ম কাহারো কারণ নহেন এমত বলিলেও বলা যায়। পরন্তু মিথ্যা জ্ঞান বশতঃ যখন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যাইতেছে এবং তুমি আমি ইত্যাদিকে তাঁহার অংশ বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে তখন যে ব্যক্তি ঐ সকল দৃশ্য বস্তু চিরকাল থাকিবে এমত জ্ঞান করে তাহার বন্ধন দুর্মোচ্য, কিন্তু যিনি ঐ সকলকে মিথ্যা বোধ করেন তিনি মুক্ত পুরুষ।

বৎস রাম! কি প্রকারে এই জগতে মিথ্যা বোধ হইতে পারে তাহা বর্ণন করি শুন। যে

সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দৃশ্য হইতেছে সমুদায়েই স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় প্রলয় কালে লয় প্রাপ্ত হইবে এরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ সকলকে বিনষ্ট অথবা অলীক তুল্য জ্ঞান করিবে, তাহার পরে ঐ জগতের প্রকাশক যে বস্তু অবশিষ্ট থাকিবে তিনিই ব্রহ্ম। তিনি কি তাহা নির্ব্বাচন করিতে কাহারো সাধ্য নাই, পণ্ডিতেরা ব্যবহারার্থ সত্য আত্মা পরব্রহ্ম ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়া থাকেন।

ঐ ব্রহ্ম অবিদ্যাযোগে জীব রূপী হইয়া থাকেন, তাহার পরে আমি বহু হইব এই কল্পনা করিলে মনঃ সম্পন্ন হয়, পশ্চাৎ সেই মনের মনন দ্বারা দ্বেষাদিযুক্ত ও পঞ্চভূতবিশিষ্ট দেহী হইয়া থাকেন। তাঁহার ঐ মনঃ আপন ইচ্ছায় সঙ্কল্প করে এ কারণ তাহা হইতে ক্রমে ইন্দ্র জালবৎ জগৎ বিস্তীর্ণ হয়।

হে রামচন্দ্র! এই রূপে যে জগৎ বিস্তীর্ণ হয় বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে তাহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, কারণ বলয় কাঞ্চন দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও তাহাকে যেমন কাঞ্চন ভিন্ন বস্তু বলা যায় তদ্রূপ জগৎও সেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এমত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান অজ্ঞান মাত্র। পণ্ডিতেরা ঐ জ্ঞানের এই কএক প্রকার নাম রাখিয়াছেন যথা অবিদ্যা, সংসার বন্ধ, মনোমোহ, এবং মনস্পন্দন।

হে রামচন্দ্র! লোকে বন্ধ ও মোক্ষ এই যে দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এক্ষণে তাহা তোমাকে বলি শুন, অগ্রে বন্ধের স্বরূপ কহি পরে মোক্ষের লক্ষণ বলিব। দর্শনকর্ত্তার যাবৎ পর্য্যন্ত দৃশ্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকে তাবৎ ঐ দ্রষ্টাকে বদ্ধ বলা যায়, ঐ সম্বন্ধের অভাব হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন। বৎস! "তুমি আমি" ইত্যাদি যাবৎ জগৎ এ সকলের নাম দৃশ্য, যাবৎ পর্য্যন্ত এ সকলের সহিত সম্বন্ধ থাকে তাবৎ মুক্তি হইতে পারে না। বৎস! পদ্মপুষ্প মধ্যে যেমন ফল ও তাহার প্রত্যেক কোটরে বীজ লীন থাকে, তাহার ন্যায় দ্রষ্টাতে দৃশ্য বস্তুর জ্ঞান রূপ সংসারও লীন হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে ঐ দৃশ্য বস্তু জ্ঞান দূরীভূত হয় না সুতরাং যাবৎ তত্ত্ব জ্ঞান না হয় তাবৎপর্য্যন্ত সংসার পুনঃ২ প্রবর্ত্তমান হয়। দৃশ্য জ্ঞানের বীজ থাকাতেই, বৃক্ষাদির বীজ যেমন দেশ কাল পাইয়া অঙ্কুরিত হয় তাহার ন্যায় ঐ বীজ হইতে সংসার ও দেহাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই প্রকারে সামান্যতঃ উৎপত্তি প্রকরণ বর্ণন করিয়া বিশেষ রূপে কহিবার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে সম্বোধন করত কহিলেন বৎস! তোমাকে আকাশজ বিপ্রের উপাখ্যান বলি শ্রবণ কর, ইহা শুনিলেই উৎপত্তি প্রকরণ ভাল রূপে বুঝিতে পারিবে।

আকাশজ নামে এক প্রসিদ্ধ বিপ্র ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, সতত ধ্যানস্থ এবং সদা প্রজাজন হিত বাসনা করিতেন। সেই ব্রাহ্মণ আপন পুণ্য বলে চিরজীবী হইলে মৃত্যু মনেং চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি কাল, কাল ক্রমে সকলকেই কবলিত করিয়া থাকি, এই আকাশজ বিপ্রকে ভক্ষণ করিতে পারিলাম না কেন? প্রস্তরের উপরে যেমন খড়্গ ধার কুণ্ঠিত হয় তাহার ন্যায় এই ব্রাহ্মণে আমার শক্তি কুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। এই রূপ চিন্তা করিয়া আকাশজ বিপ্রের বেশ্মে প্রবেশ করিলেন।

আকাশজ বিপ্রের ভবনে মৃত্যু প্রবিষ্ট হইবামাত্র চারি দিকে কল্পান্তাগ্নি তুল্য অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল তাহাতে মৃত্যুর দেহ দহ্যমান হইতে লাগিল। মহা কষ্টে অগ্নি জ্বালা উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বিপ্রের গৃহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে দেখিয়া হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঐ বিষয়ে বহুতর যত্ন করিলেও কৃতকার্য্য হইতে মৃত্যুর ক্ষমতা হইল না। অতএব অপ্রতিভ হইয়া যম সন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! এ কি আমি সর্ব্ব ভক্ষক, আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে অশক্ত হইলাম কারণ কি?

যম এই কথা শুনিয়া হাস্য করত বলিলেন তুমি অন্য নিরপেক্ষ হইয়া কাহাকেও ভক্ষণ করিতে সমর্থ নহ, বিনাশ্য ব্যক্তিদের আত্মকৃত কর্ম্মই তাহাদিগকে নষ্ট করে, অতএব যদি আকাশজ বিপ্রকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে তাঁহার কর্ম্ম অন্বেষণ কর, তৎ সাহায্যেই আপনার মানস পূর্ণ করিতে পারিবে।

যমের এই কথা শুনিয়া মৃত্যু সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রাম নগর দেশ দিক্ দিগন্ত সরিৎ সরোবর ইত্যাদি ক্রমে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা হইল কুত্রাপি আকাশজ বিপ্রের তদ্রূপ কর্ম্ম দেখিতে পাইলেন না যাহাতে তাহার উপরে আপনার অধিকার হইতে পারে। অতএব মৃত্যু বিষণ্ণ বদনে

প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম সকল কোন্ স্থানে থাকে? আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিলাম কোথাও তো কিছু দেখিতে পাইলাম না।

ধর্ম্মরাজ এতৎ শ্রবণে ধ্যানস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন অহে! আকাশজ ব্রাহ্মণের কোন কর্ম্মই নাই। ঐ ব্রাহ্মণের নাম আকাশজ, ফলেও তিনি আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন। যে ব্যক্তি আকাশ হইতে উৎপন্ন তিনি আকাশ তুল্যই অমল, তাঁহার সমল কর্ম্ম কেন থাকিবে? অতএব তাঁহার উপরে আমাদের অধিকার নাই, তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আর বৃথা আয়াস করিও না।

এই বাক্য শুনিয়া মৃত্যুর বিস্ময় জন্মিল। পরে ভগ্নচিত্তে আপনার মন্দিরে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন ব্রহ্মন্! আমার বোধ হইতেছে আপনি আকাশজ বিপ্র রূপে পিতামহ ব্রহ্মারই কথা কহিলেন।

রামচন্দ্রের এই কথায় বশিষ্ঠ সাহ্লাদ প্রকাশ করত বলিলেন বৎস! তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তা আমি ব্রহ্মারই কথা কহিলাম, পূর্ব্বে মৃত্যু তাঁহার নিমিত্তই যমের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মন্বন্তরের সময় যখন মৃত্যু সর্ব্বভক্ষক হইয়া সকল প্রজা সংহার করেন সেসময় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বল প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে যম তাঁহাকে বারণ করিয়া কহেন অহে! প্রজাপতি ব্রহ্মা আকাশ মূর্ত্তি, তাঁহাকে কেন আক্রমণ করিতেছ? তাঁহার শরীর অন্যান্য জীবের ন্যায় ভৌতিক নহে, সংকল্প পুরুষের ন্যায় আকাশবৎ প্রকাশ পায়। ফলতঃ যাঁহার আদি মধ্য অন্ত নাই, চিদাকাশ রূপে দীপ্তি পান, তাঁহার দেহ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক মাত্র, তাঁহাকে কি প্রকারেই বা আক্রমণ করিবে।

রামচন্দ্র বলিলেন মুনে, এ কি কথা হইল সকল প্রাণির এক সূক্ষ্ম শরীর অন্য স্থূল শরীর এই দুই দেহ আছে, ব্রহ্মার একমাত্র শরীর এ কি প্রকার?

বশিষ্ঠ কহিলেন বৎস! অন্যান্য সকল ভূতে দুই দেহের কারণ আছে একারণ দুই দেহ হইয়া থাকে, ব্রহ্মার দুই দেহ হইবার কারণ নাই ইহাতে তাঁহার একমাত্র সূক্ষ্ম শরীর। অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণির কারণ ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মার প্রতিভা দ্বারা স্থূল জগৎ হয়, অতএব তাহাদের দুই শরীর। ব্রহ্মার কারণ কেবল চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহাতে তাঁহার একমাত্র শরীর। ফলতঃ ব্রহ্মা সঙ্কল্প পুরুষ স্বরূপ, তাঁহার আকৃতি পৃথিব্যাদি রহিত, কেবল চিত্তমাত্র স্বরূপ। তিনি ত্রিজগৎ স্থিতির কারণ, আপন মনের দ্বারাই এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছেন, তাহাতেই এই বিশ্বকে মনোময় বলা গিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন ব্রহ্মন্ যদি মনোদ্বারাই এই বিশ্ব বিস্তৃত হয় তবে মনের স্বরূপই কি? বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন বৎস! যেমন শূন্য জড়াকৃতি আকাশের নাম ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না সেইরূপ নাম ব্যতীত মনেরও রূপ কিছুই দৃশ্য হয় না। অপর ঐ মনঃ অন্তরে অথবা বাহ্যে কোথাও সদ্রূপে বিদ্যমান নহে অথচ যেমন আকাশ সর্ব্বত্র আছে তেমন সকল স্থানেই তাহা অবস্থিতি করে। ফলতঃ সৎ কিম্বা অসৎ যে প্রকাশ, তাহাই মনঃ, তদ্ব্যতীত মনের অন্য আকার নাই। অথবা সংকল্পকেই মনঃ বলিয়া জান, কারণ সংকল্প হইতে মনঃ ভিন্ন নহে, যাহাতে সংকল্প করা যায় তাহাতেই মনঃ থাকে। ঐ সংকল্পের অনেক নাম, যথা অবিদ্যা, সংসার, চিত্ত, মন, বন্ধ, মল এবং তমঃ।

হে রামচন্দ্র! সংকল্প গলিত হইলে অবশেষে জীবমাত্র থাকেন। যাবৎ সংকল্প থাকে তাবৎ তাঁহার স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকেন। ফলতঃ প্রকাশ্য বস্তু থাকিলেই জগৎ প্রকাশ পায় তাহা না থাকিলে চৈতন্য ব্রহ্মমাত্র স্বরূপ হয়। যেমন দর্পণে দৃশ্য বস্তু না থাকিলে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, তাহার আপনার স্বরূপ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ তুমি আমি ইত্যাদি ভ্রম বিনষ্ট হইলে জীব কেবল ব্রহ্মরূপ হইবে বিচিত্র কি!

বৎস! মনই এই দৃশ্যময় দোষ বিস্তার করে তাহা স্বয়ং অসৎ হইয়াও, যেমন স্বপ্ন স্বপ্নকে দেখায় তাহার ন্যায়, এই সংসারকে সৎ আকারে প্রকাশ করে। এই মনঃ অতিশয় চঞ্চল, কখন প্রকাশ পায়, কখন ভ্রমণ করে, কখন অন্য বস্তুতে মগ্ন হইয়া থাকে, কখন কাম ক্রোধাদি স্বরূপ হয়, ফলতঃ এক ক্ষণের নিমিত্তও স্থির নহে। কেবল মহাপ্রলয় কালে যখন সকল পদার্থ লয় প্রাপ্ত হয় সেই সময়ে তরঙ্গ শূন্য জলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। ঐ সময়ে উহা সর্ব্ব প্রকাশক অনন্ত নিরাময় স্বপ্রকাশ পরাত্মরূপে অবস্থিত হয় ইহা বলিলেও বলা যায়।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ সর্ব্বদাই স্থিত আছে ইহাই তো মানা উচিত, ইহা না মানিয়া মিথ্যা বোধ করিবার আবশ্যক কি? অপর আপনি কহিলেন পরমাত্মার অন্তরে এই জগৎ ছিল, গুরো! সর্ষপের ভিতরে সুমেরুর থাকা যেমন অসম্ভব তেমনি পরমাত্মার মধ্যে জগৎ থাকা কি অসম্ভব নয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন রাম! তুমি সাধুসঙ্গ ও সৎ শাস্ত্র আলোচনা কর, তদ্দ্বারা তোমার পরম-বুদ্ধি যে দিন উদিত হইবে সেই দিনে আপনিই এই সংশয় ছেদন করিতে পারিবে। বৎস! এই জগৎ স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া স্থিত হয় কিন্তু বিচার করিবামাত্র লয় পাইয়া যায়। যখন তোমার পরম বুদ্ধি জন্মিবে তখন বুঝিতে পারিবে। যে সকল ব্যক্তিরা ঐ প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া জগতত্ত্ব বিচার করেন পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন ব্রহ্মন্ শুনা আছে মুক্তি দুই প্রকার বিদেহমুক্তি এবং জীবন্মুক্তি। ঐ দুইয়ের লক্ষণ কি বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন যে ব্যক্তি এই জগতে বাস করিয়া কর্ম্ম করিয়াও ইহাকে আকাশের ন্যায় শূন্য মাত্র বোধ করেন অর্থাৎ এই জগৎ যাঁহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে না, তিনিই জীবন্মুক্ত। অপর যে ব্যক্তি সুষুপ্তিস্থ হইয়া [illegible] হন অথচ জাগ্রদ্দশায় [illegible] এবং যাহার [illegible] তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। অপিচ যে ব্যক্তি রাগ দ্বেষাদির অনুযায়ি আচরণ করিয়াও অন্তরে রাগ দ্বেষাদি শূন্য অতএব নির্ম্মল আকাশ তুল্য চিৎস্বরূপ হন, তিনিই জীবন্মুক্ত। অপিচ যে ব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না, এবং যিনি স্বয়ং লোক হইতে উদ্বিগ্ন হয়েন না ও রাগ দ্বেষ রহিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকেন। অপিচ যিনি সংসার সংকল্প ত্যাগী, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও ইন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য এবং চিত্ত যুক্ত হইয়াও অচিত্ত, তিনিই জীবন্মুক্ত। অপর যে ব্যক্তি সকল বস্তুতে ব্যবহার করিয়াও তাহাতে অসংপৃক্ত, ও হর্ষ বিষাদ হীন, এবং যিনি আপন কার্য্যের ন্যায় অন্যের কার্য্যেতেও পরিপূর্ণ হন তিনিই জীবন্মুক্ত।

রাম! ঐ প্রকার জীবন্মুক্ত পুরুষ যখন স্বকীয় দেহ ত্যাগ করিয়া দেহ শূন্য হওত মুক্ত হন তখন তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে। যাহার বিদেহ মুক্তি হয় তাঁহার উদয় বা অস্ত নাই। ঐ মুক্তি সৎ অসৎ কিছুই বলিতে পারা যায় না। বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত পুরুষ অতিশয় অনির্ব্বচনীয়, তাহার আদি অন্ত অথবা আধি ব্যাধি কিছুই নাই, তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের তুল্যই হন।

শ্রীরাম কহিলেন গুরো! নিত্য জ্ঞান নিত্যানন্দ রূপ যে পরম ব্রহ্ম, তাঁহার রূপ কি? আমার বোধ বৃদ্ধি নিমিত্ত বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন বৎস! মহাপ্রলয় সময়ে সকল লয় হইয়া গেলে সর্ব্ব কারণের কারণ যে অদ্বিতীয় চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকেন তিনিই পরম বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার বর্ণনা করি শুন। মনের সংকল্প বিনষ্ট করিয়া জগৎরূপ শরীর নষ্ট করিয়া দিলে যে বস্তু অবশিষ্ট থাকে জ্ঞানিরা তাহাকেই পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া থাকেন। অপর জীবন-বিশিষ্ট চিত্তের বাতাদি দ্বারা শীতলাদি দ্রব্য অঙ্গে স্পর্শ হইলেও যে স্পর্শানুভব হয় না তাহাই ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ। অপিচ দৃশ্য ঘটপটাদি পদার্থ ও অন্ধকার এই উভয়ের প্রকাশক যে জীবের অন্তঃকরণবর্ত্তি জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সাক্ষি স্বরূপ আদ্যন্ত রহিত যে চিৎ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অপর বেদ্য ঘটাদিপদার্থ, বেদন জ্ঞান, এবং বেত্তা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা, এই তিনের উদয় ও অস্ত যাহাতে হয় তাহাই ব্রহ্মের রূপ।

বৎস রামচন্দ্র! যদিস্যাৎ মনঃ সমাধি ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া বোধময় হয় তাহা হইলে এই আত্মার সহিত পরমাত্মার অনেক উপমা হইতে পারে। সে যাহা হউক, এখন তোমাকে ফল কথা বলি শুন। শিবরূপ এক ব্রহ্ম মাত্র আছেন তিনি প্রলয় কালে সকল সংহার করিয়া একাকী অবস্থান করাতে অদ্বৈত চিন্মাত্র রূপী হন।

ইতি যোগ বাশিষ্ঠে পঞ্চম সর্গ।

ব্রহ্ম পুরাণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন পিতামহ ব্রহ্মা বেণ পুত্র পৃথুকে রাজেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহার পর ক্রমে অন্যান্য রাজ্যে অন্যান্য ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা—পক্ষি, লতা, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ, তপস্যা এই সকলের রাজ্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। অপর জল রাজ্যে বরুণদেবকে, আদিত্যগণের প্রভুত্বে বিষ্ণুকে, এবং বসুগণের প্রাধান্যে পাবককে

অভিষিক্ত করিলেন। এই সকলের তাঁহার নিয়োগে প্রজাপতিদের রাজ্যে দক্ষ রাজা হইলেন, মরুদ্গণের রাজ্যে বাসব, দৈত্য দানবদের রাজ্যে প্রহ্লাদ, পিতৃগণের রাজ্যে বৈবস্বত রাজা হইলেন। আর যক্ষ রাক্ষস পার্থিব সকলভূত ও পিশাচদিগের রাজ্যে শূলপাণি অভিষিক্ত হইলেন এবং হিমালয় শৈল সকলের প্রধান হইল। অপিচ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি, বাসুকি নাগ সকলের প্রভু, তক্ষক সর্প জাতির প্রধান, ঐরাবত গজসমূহের রাজা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব সকলের স্বামী, গরুড় পক্ষিকুলের শ্রেষ্ঠ, ব্যাঘ্র মৃগজাতির প্রধান, বৃষ গোসকলের পতি এবং অশ্বত্থ বনস্পতি সকলের রাজা হইল।

ব্রহ্মা এই প্রকারে রাজ্য বিভাগ পূর্ব্বক ভিন্ন২ রাজপদে ভিন্ন২ ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিয়া পরে দিক্ সকলের পালক নির্দ্দিষ্ট করিলেন। যথা—বৈরাজ প্রজাপতির পুত্রকে পূর্ব্ব দিকের পালকত্বে অভিষিক্ত করিলেন। দক্ষিণ দিগে কর্দ্দম প্রজাপতির মহাত্মা পুত্র শঙ্খাকে পালক করিয়া স্থাপন করিলেন। পশ্চিম দিকে রজসের পুত্র মহাত্মা কেতুমান্ রাজা হইলেন এবং উত্তর দিকে পর্জ্জন্য প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যরেতার রাজত্ব হইল। ঐ সকল দিক্পাল এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পৃথক্২ দিক অদ্যাপি ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছেন।

এই সকল দিক্পাল পৃথুকে বেদবিধি দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত করেন তাহাতেই তিনি রাজাধিরাজ সম্রাট্ হইলেন।

অনন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মনুর প্রতি পৃথিবীর রাজ্য প্রদত্ত হইল। হে মুনিগণ যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন ঐ বৈবস্বত মনুর বিবরণও বিস্তারিত করিয়া বলি, এই আখ্যান অতি মহৎ এবং পুরাণে কীর্ত্তিত আছে।

মুনিরা কহিলেন লোমহর্ষণ। পৃথু কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার উৎপত্তি বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বল। অপর সেই মহাত্মা যে প্রকারে পৃথিবী দোহন করেন, তথা পিতৃগণ, দেবগণ, মহর্ষিগণ, আদিত্যগণ এবং দৈত্য, নাগ, যক্ষ, রক্ষঃ, শৈল, পিশাচ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যে প্রকারে এই বসুন্ধরা দুগ্ধা হয়েন এবং তাঁহাদের দোহনে যে২ বস্তু প্রাপ্ত হয় আর যাহাদের দোহনে যে২ ক্ষীর ও যে২ দোগ্ধা হইয়াছিল তাহাও বিশেষ করিয়া বল। অপিচ হে সুব্রত। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কি কারণে বেণ রাজার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করেন তাহাও অবগত হইতে আমাদের মহতী বাসনা আছে, বল।

লোমহর্ষণ কহিলেন হে ঋষিগণ, বেণতনয় পৃথুর বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া বলিতেছি একাগ্রমনাঃ হইয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু অশুচি অথবা ক্ষুদ্রমনাঃ কিম্বা অব্রত ব্যক্তির নিকটে কখন ইহা কীর্ত্তন করিবেন না। এই বিবরণ স্বর্গদায়ক, যশস্কর, আয়ুর্জ্জনক, ধন্য এবং বেদতুল্য। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া এই পুণ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবেন তাঁহাকে কখন শোকমুখ সন্দর্শন করিতে হইবেক না।

হে মুনিগণ, পূর্ব্বে মহর্ষি অত্রির বংশে ধর্ম্মগোপ্তা অঙ্গনামে এক প্রজাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বেণ নামে এক পুত্র হয়। মৃত্যুর কন্যা সুনীথার গর্ভে ঐ বেণের জন্ম হওয়াতে মাতামহ দোষে সে অতিশয় অধার্ম্মিক হইয়াছিল। স্বধর্ম্মকে পশ্চাৎ করিয়া সর্ব্বদা কাম ও লোভে অনুরক্ত হইত অতএব তাহা হইতে ধর্ম্মের বিরুদ্ধা মর্য্যাদা স্থাপিত হয়। রাজা বেদধর্ম্ম অতিক্রমণ করিয়া সর্ব্বদা অধর্ম্মে রত হওয়াতে প্রজারাও বেদাধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতএব দেবতারা তৎকালে যজ্ঞীয় সোমরস অথবা হবিঃ ভক্ষণ করিতে পাইতেন না। ফলতঃ বেণ রাজার প্রথমতঃ এই সুদৃঢ় শাসন ছিল "কেহ যাগ করিতে পাইবে না, কেহ হোম করিতে পারিবে না" তাহার পরে সে এইং ঘোষণা দিতে লাগিল আমিই যজ্ঞপুরুষ, আমিই যাগকর্ত্তা, আমিই যজ্ঞ, সকলে আমাতেই যজ্ঞ বিধান এবং আমাতেই হোম কর।

বেণ রাজা এই প্রকারে ধর্ম্ম মর্য্যাদা অতিক্রমণ করিয়া অধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইলে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ একদা তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন অহে বেণ, আমরা দীক্ষায় প্রবেশ করিবার মানস করিয়াছি, বহু বৎসর ব্যাপিয়া যজ্ঞ করিব, তুমি আর অধর্ম্ম করিও না। যে রূপ কর্ম্ম করিতেছ ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। আহা, তুমি মহর্ষি অত্রির বংশে জন্মিয়াছ, আপনি একজন প্রজাপতি, এবং প্রতিজ্ঞাও করিয়াছ প্রজাপালন করিবে তোমার কি এমন অধর্ম্ম করা উচিত।

ঋষিগণ এই প্রকার কহিতে থাকিলে দুর্ম্মতি বেণ উপহাস করিয়া বলিল অগো ঠাকুর সকল, ধর্ম্মের সৃজন কর্ত্তা আমাভিন্ন অন্য আবার কে আছে, আমি আবার কাহার কথা শুনিব, এ ভূমণ্ডলে বিদ্যা, বীর্য্য, তপস্যা, এবং সত্যে আমার সমান কি আর কেহ আছে? আমিই সকল ভূতের এবং সমস্ত ধর্ম্মের উৎপাদক, আমার বোধ হইতেছে তোমরা মূঢ়, অজ্ঞান, এই কারণে আমাকে জানিতে পারিতেছ না। আমি যদি ইচ্ছা করি পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে অথবা জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারি এবং মনে করিলে স্বর্গ ও পৃথ্বী রোধ করণেও সমর্থ হই, এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই।

বেণ রাজা মোহ ও অহঙ্কারবশতঃ আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিল মুনিরা যখন তাহার অচৈতন্য ও অভিমান নিবারণ করিতে অশক্ত হইলেন তখন তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি ক্রোধ জন্মিল। সকলে রোষ পরবশ হইয়া সেই মহাবল বেণকে নিগ্রহ করিলেন পরে বলপূর্ব্বক

ভূমিশায়ি [illegible] তদীয় বাম উরু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বেণের উরু মথিত হইলে তাহা হইতে অতিশয় খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ একটী পুরুষ উৎপন্ন হইল। কিন্তু সে প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতিশয় দীন ভাবে ঋষিগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মুনিরা তাহাকে কাতর দেখিয়া “নিষীদ অর্থাৎ বৈস” এই বাক্য বলিলেন। হে ঋষিবৃন্দ, ঐ কারণেই সেই ব্যক্তি নিষাদ বংশের আদি কর্ত্তা হয় এবং বেণের পাপ হইতে সম্ভূত ধীবরগণের সৃষ্টি করে। হে বিপ্রগণ, অবনীমণ্ডলে যে সকল তুণ্ডার তুম্বুর ইত্যাদি পর্ব্বত বাসি অধর্ম্ম রুচি অন্ত্যজ জাতি দেখিতে পান তাহারা সকলেই বেণ রাজার পাপ হইতে উৎপন্ন। সে যাহা হউক, তাহার পরে ঋষিরা পুনর্ব্বার বেণরাজার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে ঐ হস্ত হইতে হুতাশন তুল্য তেজস্বি পৃথুর উদ্ভব হইল। তাহার দেহ প্রচণ্ড তেজে অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল এবং তিনি লোক রক্ষার্থ মহাদেবের ধনুর্ব্বাণ ও তীক্ষ্ণ [illegible] কবচ ধারণ করিয়াছিলেন।

মহাভাগ পৃথু উৎপন্ন হইলে সমস্ত প্রাণী আনন্দে পুলকিত হইল এবং তিনি সুসন্তান, এ প্রযুক্ত তাঁহার দ্বারা বেণও পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার পাইল।

অনন্তর সরিৎ ও সাগর সকল পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত বিবিধ রত্ন ও জল আনিয়া উপাসনা করিতে লাগিল। ভগবান্ ব্রহ্মাও দেবগণ সকল দেবতার সহিত মিলিয়া আগমন করিলেন। পরে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূত একত্র হইয়া পৃথুকে মহৎ রাজ রাজ্যে প্রজাপালক করিয়া অভিষিক্ত করিল।

বেণপুত্র পৃথু রাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিরন্তর কেবল প্রজা রঞ্জনে অনুরাগী হইলেন। সকলের মনোরঞ্জন করাই তাঁহার কর্ম্ম হইল এই কারণে রাজা এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। অপর তাঁহার প্রতাপ ও শৌর্য্য বীর্য্যাদি সামান্য হইল না, সমুদ্রে যাত্রা করিবেন এ সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র সাগরের জল স্তম্ভিত হইত, পর্ব্বতের দিকে গমন করিলে গিরি সকল স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া পথ প্রদান করিত, আর কুত্রাপি তাঁহার পতাকা কুণ্ঠিত হইত না। [illegible] পৃথিবীতে কৃষিকর্ম্ম ব্যতিরেকেও বিবিধ শস্য হইতে লাগিল, সকল গাভী সকল অভিলাষ দোহন করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে ব্রহ্মার যজ্ঞে সুত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ অধ্বরেতেই প্রাজ্ঞ মাগধও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল অতএব ঋষিরা পৃথুর স্তবার্থ ঐ দুই সুত মাগধকে আহ্বান করিলেন। তাহারা উপনীত হইলে মুনিগণ কহিলেন এই রাজার স্তব কর, ইহার গুণানুবাদ করা অত্যন্ত আবশ্যক, ইনি সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত পাত্র, তোমাদের স্তবের অপাত্র নহেন।

সুত ও মাগধ এই বাক্য শুনিয়া বলিল, আমরা দেবতা ও ঋষিদের কর্ম্ম সকলের প্রশংসা করিয়া থাকি, ইনি কি কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমাদের জ্ঞাত নাই, ইহার নাম লক্ষণ ও যশও জানি না, কি প্রকারে স্তব করিব? তাহাদের এই কথায় ঋষিরা বলিলেন, ইনি ভবিষ্যতে যে সকল কর্ম্ম করিবেন সেই সকলের উল্লেখ করিয়া স্তব কর। হে মুনিগণ, সেই সময় অবধি সুত ও মাগধ গণ স্তব ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগেই নিযুক্ত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঐ সুত ও মাগধ মুনিদের উপদেশক্রমে স্তব করিলে মহারাজ পৃথুর অতিশয় প্রীতি জন্মিল, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সুতকে অনুপদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ পারিতোষিক দিলেন।

অনন্তর প্রজাগণ পৃথুকে দর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল এই নরপতি সকলের বৃত্তির বিধানকারী হইবেন। অতএব সকল প্রজা স্ব২ বৃত্ত্যর্থ ঐ মহাত্মার নিকট গমন আরম্ভ করিল এবং প্রত্যেকে কহিতে লাগিল আমার বৃত্তি বিধান করুন।

প্রজারা এই প্রকারে প্রার্থনা করাতে মহারাজ পৃথু তাহাদের নিমিত্ত অতিশয় ভাবিত হইলেন এবং অন্য উপায় না দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী মর্দ্দনের উপক্রম করিলেন। অতএব পৃথ্বী পৃথুর ভয়ে ভীতা হইয়া গো রূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণা হইলেন।

তদ্দর্শনে পৃথুও তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া চলিলেন। গো রূপা ধরা মহাভয়ে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করত ব্রহ্মলোক প্রভৃতি নানা স্থানে গমন করিলেন কিন্তু যেখানে যান সেই স্থানেই দেখেন সম্মুখে ধনুর্ব্বাণধারী পৃথু দণ্ডায়মান। অতএব কুত্রাপি আপনার পরিত্রাণ না দেখিয়া অবশেষে পৃথুর শরণাপন্ন হইলেন এবং আপনি ত্রিলোকের পূজ্য হইয়াও অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সকাতরে বলিতে লাগিলেন মহারাজ! আপনি ধার্ম্মিক, স্ত্রীবধে কি অধর্ম্ম হয় তাহা আপনকার জ্ঞাত আছে, কি প্রকারে আমার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইতেছেন। আর আপনি প্রজা হিতার্থ আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কিন্তু আমা বিনা আপনি কি প্রকারে প্রজা ধারণে শক্ত হইবেন। হে রাজন্! আমাতেই এই সমস্ত লোক স্থিতি করিতেছে, আমিই এই জগৎ ধারণ করিতেছি, আমাকে বিনষ্ট করিলে আপনকার সকল প্রজা বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, অতএব যদি আপনি প্রজাজনের মঙ্গল বাঞ্ছা করেন তবে আমাকে বধ করা আপনকার উচিত হয় না। আর একটী কথা বলি শ্রবণ করুন, উপায় দ্বারাই সকল আরম্ভ সিদ্ধ হইয়া থাকে আপনি প্রজাদের বৃত্তি বিধান করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন উপায় করুন কি প্রকারে তাহা হইতে পারে। উপায় না করিলে কেবল আমাকে বধ করিয়াই কি প্রজাপালনে সমর্থ হইবেন? অতএব কোপ সম্বরণ করুন, আমি আপনকার আজ্ঞা পালন করিব। অপর

হে রাজন্! আমি স্ত্রী, শাস্ত্র তির্য্যক্‌যোনির স্ত্রীকেও অবধ্য করিয়া কহিয়াছেন। অতএব আমাকে বধ করিয়া অধর্ম্ম করা উচিত হয় না।

মহারাজ পৃথু পৃথিবীর এবম্বিধ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন একের নিমিত্ত যে ব্যক্তি আপনার কিম্বা পরের বহু ব্যক্তিকে বধ করে তাহার একটাই পাতক হয়। পরন্তু যে এক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিলে বহু জনের সুখ বৃদ্ধি হয় তাহার বধে পাতক বা উপপাতক কিছুই হয় না। অতএব আমি প্রজা সমূহের হিতার্থ তোমার প্রাণ বধ করিব তাহাতে অধর্ম্ম কি? তুমি অনুনয় করিতেছ তোমার বিনয় গ্রহণ করিলাম কিন্তু যদি জগতের হিতকর আমার বাক্য অদ্য না শুন এবং আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর তবে আমি এই বাণ দ্বারা তোমার প্রাণ সংহার করিব, তাহার পরে আপন দেহ বিস্তার করিয়া আপনিই প্রজা ধারণ করিব। অতএব যদি আত্ম কল্যাণ বাসনা থাকে আমার শাসন অবলম্বন করিয়া এই সকল প্রজার বৃত্তি বিধান কর এবং আমার দুহিতৃত্ব স্বীকার কর। যদি এই দুই কর্ম্ম কর তাহা হইলে তোমার বধার্থ এই যে বাণ উদ্যত করিয়াছি তাহা প্রতিসংহার করিব।

বসুন্ধরা কহিলেন! হে বীর! আপনি যাহা২ কহিলেন আমি সকলই করিব, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমাকে দোহন না করিলে প্রজাদের বৃত্তি বিধান হইতে পারিবে না, আপনি একটী বৎস কল্পনা করিয়া দেউন যাহাতে আমার ক্ষীর স্বয়ং ক্ষরিত হইতে পারে। অপর আমি এক্ষণে বিষমা হইয়া রহিয়াছি আমাকে সমান করুন তাহা হইলে আমা হইতে যে ক্ষীর ক্ষরিত হইবে তাহা সর্ব্বত্র গিয়া সকলকে পোষণ করিবে।

লোমহর্ষণ কহিলেন পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া মহারাজ পৃথু ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীর উপরিস্থ পর্ব্বত সকল উৎসারিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে ধরাতল বিষম ছিল তাহাতে পুর গ্রাম হইতে পারে নাই এবং শস্য অথবা গো রক্ষা কিম্বা কৃষি বাণিজ্য কিছুই ছিল না। পৃথুর অধিকার কালাবধি পৃথিবীতে ঐ সমস্ত হইল। সে যাহা হউক, পর্ব্বত সকল উৎসারিত হইলে ভূমি যেখানে২ সমান হইল সেই২ স্থানে প্রজারা বসতি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কেবল ফল মূল মাত্র প্রজাদের আহার হওয়াতে তাহাদের জীবিকার কষ্ট একেবারে বিনষ্ট হইল না। অতএব পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনার হস্তে পৃথিবী হইতে সর্ব্ব প্রকার শস্য দোহন করিলেন। সেই শস্য দ্বারা অন্ন হয় তাহাতে প্রজাদের অদ্যাপি জীবন ধারণ হইতেছে।

পৃথুর পরে ঋষিগণ দেবগণ পিতৃগণ তথা দৈত্য যক্ষ গন্ধর্ব্ব এবং নগ নাগ সরীসৃপগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়া ছিল। হে ঋষিগণ! ঐ সকলের দোহনে যাহার ক্ষীর, যে [illegible] যিনি২ দোগ্ধা হন পৃথক্২ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন।

ঋষিরা যখন দোহন করেন তখন সোম তাঁহাদের বৎস এবং বৃহস্পতি দোগ্ধা, ও ক্ষীর তপস্যা এবং বেদ সকল পাত্র হইয়াছিল। দেবতারা যে দোহন করেন তাহাতে কাঞ্চন পাত্র, ইন্দ্র বৎস, ঊর্জ্জস্কর ক্ষীর এবং ভগবান্ রবি দোগ্ধা হন। পিতৃগণের দোহন সময়ে রজত পাত্র, যম বৎস, অন্তক দোগ্ধা এবং স্বধা ক্ষীর হইয়াছিল। নাগগণের দোহনে তক্ষক বৎস, অলাবু পাত্র, ঐরাবত দোগ্ধা, এবং বিষ ক্ষীর হইয়াছিল। অসুরদিগের দোহনে মধুনামাসুর দোগ্ধা, মায়া ক্ষীর, বিরোচনাসুর বৎস ও আয়স পাত্র হইয়াছিল।

যক্ষদিগের দোহনে আমপাত্র, কুবের বৎস, রজতনাভ দোগ্ধা এবং অন্তর্ধান ক্ষীর হইয়াছিল। রাক্ষসগণ যে দোহন করে তাহাতে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ বৎস, শোণিত ক্ষীর, মালব্যান্ দোগ্ধা এবং কপাল পাত্র হইয়াছিল। গন্ধর্ব্বদিগের দোহনে চিত্ররথ বৎস, পদ্ম পাত্র, সুরুচি দোগ্ধা এবং গন্ধ ক্ষীর হইয়াছিল। পর্ব্বতদিগের দোহনে শৈল পাত্র, রত্ন ওষধি ক্ষীর, হিমালয় বৎস এবং সুমেরু দোহনকর্ত্তা হন। বৃক্ষদিগের দোহনে অশ্বত্থ বৎস, শাল দোগ্ধা, পলাশ পাত্র এবং ছিন্ন প্ররোহণ ক্ষীর হইয়াছিল।

অতএব এই পৃথিবী সকলের ধারণকর্ত্রী বিধানকর্ত্রী এবং পবিত্রকারিণী, আর চরাচরের প্রতিষ্ঠা ও উৎপত্তি স্থান। ইহা সকল অভিলাষ দোহন করেন। এবং সকল উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এই পৃথিবী প্রথমে ভূরিজলা ছিল পরে মধুকৈটভের মেদ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তাহাতেই ইহা এক্ষণে মেদিনী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অপর পৃথুর দুহিতৃত্ব স্বীকার করাতে ইহা পৃথিবী বলিয়াও উক্ত হয়। হে মুনিগণ! মহারাজ পৃথু এই প্রকারে পৃথিবীকে বিভক্ত এবং শোধিত করেন তাহাতে এই অবনী শস্য ও আকর বিশিষ্টা এবং পুরপত্তনশালিনী হয়।

হে মুনিগণ! বেণপুত্র পৃথুর এই প্রকার প্রভাব, অতএব তিনি সকল প্রাণির নমস্য এবং পূজ্য হয়েন; বেদ বেদাঙ্গ পারগ মহাভাগ্য ব্রাহ্মণগণেরও তাঁহাকে নমস্কার করা উচিত যেহেতু তিনি ব্রহ্মযোনি; অপর তিনি আদিরাজা এবং প্রতাপশালী অতএব পার্থিবত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগেরও তাঁহাকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। আর তিনি যোদ্ধাদের প্রধান, ইহাতে বিক্রান্ত যোদ্ধারদেরও তাঁহাকে নমস্কার করা উচিত। ফলতঃ যাহারা২ পরম শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করেন তাহারা সকলেই পৃথুকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

হে মুনিগণ! পৃথিবী দোহনে যে২ পাত্র, যিনি২ দোগ্ধা এবং যাহা২ ক্ষীর হয় সমুদায় বর্ণন করিলাম পুনরায় আর কি বলিব, বলুন

ইতি আদি ব্রহ্মপুরাণে পৃথুর জন্ম মাহাত্ম্য তৃতীয় অধ্যায়

বৈরাগ্য শতক।

চূড়োত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো, লীলাদগ্ধ বিলোল কামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্। অন্তঃ স্ফূর্জ্জদপার মোহতিমির প্রাগ্ভার মুচ্চাটয়ং- শ্চেতঃ সদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ॥ ১॥

যিনি চূড়ার উপরে ভূষণ রূপে ধৃত চন্দ্রকলার চঞ্চল শিখা দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন, যাঁহার লীলা মাত্রে অতি লোল কন্দর্পরূপ শলভ দগ্ধ হইয়াছে, যাঁহাকে শ্রেয়ঃ অবস্থার অগ্রে স্ফূর্ত্তিমান্ দেখা যায়, সেই জ্ঞানপ্রদীপ রূপী হর যোগিগণের চিত্ত সদনে মোহ তিমির উৎসাদন করত সদাই বিরাজ করিতেছেন। ১।

তৃষ্ণাদূষণম্।

বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ। অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্। ২॥

যাঁহারা বোদ্ধা, তাঁহারা প্রায় মাৎসর্য্যে পরিপূর্ণ, যাঁহারা প্রভু, তাঁহারা মহাগর্ব্বিত, অন্য ব্যক্তিরা তো অবোধেই উপহত, অতএব সদুক্ত তা অঙ্গেতেই জীর্ণ হইতে লাগিল। ২।

ন সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলং বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ। মহদ্ভিঃ পুণ্যৌঘৈশ্চিরমপি গৃহীতাশ্চ বিষয়া মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্॥ ৩॥

সংসারের চরিত কল্যাণকর এমত বোধ হয় না, বিবেচনা করিলে পুণ্যের বিপাকও মহা২ ভয় জন্মায়। মহৎ পুণ্যরাশি দ্বারা চিরকাল বিষয় সকল গৃহীত হইয়াও বিষয়ীদিগকে ব্যসন দিবার নিমিত্ত যেন মহৎ হইয়া উঠে। ৩॥

ভ্রান্তং দেশমনেক দুর্গ বিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং, ত্যক্ত্বা জাতি কুলাভিমান মুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা। ভুক্তং মানবিবর্জ্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্ম্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি॥ ৪॥

অনেক২ দুর্গম দেশ ও বিষম স্থান ভ্রমণ করিলাম কুত্রাপি কিছু ফল পাইলাম না। জাতিকুলের উচিত মান পরিত্যাগ করিয়া সেবাও করিলাম তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। মান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরের গৃহে কাকবৎ আশঙ্কিত হইয়া ভোজন করিয়াছি তাহাতেও কিছু হয় নাই। অতএব হে তৃষ্ণে তুমি পাপকর্ম্মে অতিপিশুনা, এখনও বৃদ্ধিশীলা হইতেছ ও অদ্যাপি সন্তুষ্ট হইলে না। ৪।

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো, নিস্তীর্ণঃ সরিতাংপতি র্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ। মন্ত্রারাধন তৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ, প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্॥ ৫॥

আমি ধন লাভের লোভে নিধি পাইব মনে করিয়া কত শত বার ভূমিতল খনন ও পর্ব্বতের ধাতু দাহ করিয়াছি, কতবার সাগর পার হইয়া গিয়াছি, যত্ন সহকারে কত শত রাজার সেবা করিয়াছি, অপর মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া অর্থ লাভ করিব এই সংকল্পে শ্মশানে বসিয়া মন্ত্র সাধনে কত২ রাত্রি যাপন করিয়াছি, কিন্তু এই সকল চেষ্টায় কখন একটা কাণা কড়িও পাইলাম না, অতএব হে তৃষ্ণে! আর কেন? এখন আমাকে ত্যাগ কর। ৫॥

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈ, র্নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা। কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি, ত্বমাশে মোঘাশে কিমু পরমতো নর্ত্তয়সি মাম্॥ ৬॥

খলদিগের আরাধনে তৎপর হইয়া তাহাদের দুর্ব্বাক্য সহ্য করিয়াছি, অন্তরে বাষ্পোদ্গম হইলেও তাহা রোধ করিয়া তাহাদের অনুরোধে শূন্যমনেও হাস্য করিয়াছি, আর সেই সকল নির্বোধ লোকের নিকট অঞ্জলি বন্ধনও করিয়াছি। হে আশে! তোমার কি মোঘাশা, এত্র করিয়াও ইহার পরে আবার আমাকে নৃত্য করাইতেছ? ৬।

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং, কৃতে কিন্নাস্মাভি র্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্। যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসঙ্গমনসাং, কৃতং বীতব্রীড়ৈ র্নিজগুণকথাপাতকমপি॥ ৭॥

এই জীবন পদ্মপত্র গত জল বিন্দু তুল্য চঞ্চল, ইহার নিমিত্ত গলিত বিবেক হইয়া কি না করিয়াছি? ধনমদে নিঃসংজ্ঞমনা ধনিদের অগ্রে নির্লজ্জ হইয়া নিজ গুণ কথা পাতকও করিয়াছি। ৭।

ভোগা ন ভুক্তাঃ স্বয়মেব ভুক্তা স্তপো ন তপ্তং স্বয়মেব তপ্তাঃ। কালো ন যাতো বয়মেব যাতা স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥ ৮॥

নিজে তো ভোগ করিতে পারিলাম না, আপনিই ভুক্ত হইলাম, তপস্যা তপ্ত হইল না স্বয়ংই সন্তপ্ত হইলাম। অপর কাল গত হইল না, আমরাই গত হইলাম, তৃষ্ণা জীর্ণ হইল না আপনিই জীর্ণ হইলাম। ৮।

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥৯॥

বলি আসিয়া মুখ আক্রমণ করিল, পলিত মস্তককে আপন চিহ্নে চিহ্নিত করিল। আর গাত্র সকল শিথিল হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু কেবল এক তৃষ্ণা তরুণ তুল্য আচরণ করিতে লাগিল। ৯।

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোপি গলিতঃ, সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ। শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে, অহো দুষ্টঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ॥ ১০॥

ভোগেচ্ছা নিবৃত্তা হইয়া গেল, অভিমান গলিত হইল, আপনার সম বয়স্ক জীবন তুল্য সুহৃদ্গণ স্বর্গে গমন করিলেন। এখন যষ্টি তুলিতেও শক্তি নাই, ধীরে২ উঠাইতে হয়, অপর নয়নদ্বয় ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন হইল। কি আশ্চর্য্য! দুষ্ট দেহ এখনও মৃত্যুর কথায় চকিত হয়। ১০।

আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা, রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী। মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী, তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥ ১১॥

আশা এক নদী, মনোরথ তাহার জল, তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে আকুল, রাগ দ্বেষ তাহাতে গ্রাহ অর্থাৎ জলজন্তু, বিতর্ক তাহাতে বিহগ। ঐ নদী ধর্ম্মরূপ দ্রুমকে ধ্বংস করে, ঐ নদী মোহ রূপ আবর্ত্তে গহনা, চিন্তাই তাহার উত্তুঙ্গ তট। ঐ নদীর পার গমন করিয়া বিশুদ্ধমনা যোগিরা সদাই আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ১১।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মুকুন্দ মালা।

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং, কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম্। ইন্দ্রাদি দেবগণবন্দিতপাদপীঠং, বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥ ১॥

বৃন্দাবনালয়স্থ, বসুদেব নন্দন, ভগবান্ মুকুন্দকে বন্দনা করি। তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মদলের তুল্য আয়ত এবং দশন কুন্দ কিম্বা ইন্দু অথবা শঙ্খ তুল্য শুভ্র। তিনি গোপবালকের বেশধারী, তথাচ ইন্দ্রাদি অমর নিকর নিরন্তর তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হন্। ১।

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি, ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবিদেতি। নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসেত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ॥ ২॥

প্রভো মুকুন্দ! আমি যেন সর্ব্বদা "হে শ্রীবল্লভ, হে বরদ, হে দয়াপর, হে ভক্তপ্রিয়, হে ভবমোচন, হে নাথ, হে অনন্তশয়ন," বলিয়া আলাপ করিতে পারি, আপনি আমাকে এই রূপ আলাপকারি করুন। ২।

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং,
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ
জয়তু জয়তু মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো,
জয়তু জয়তু পৃথ্বী ভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩॥

দেবকীনন্দন ভগবান্ জয়যুক্ত হউন, ভগবান্ কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশের প্রদীপ, তিনি জয়যুক্ত হউন। তিনি কোমল অথচ মেঘ তুল্য শ্যামলাঙ্গ, তাঁহার জয় হউক, তিনি পৃথ্বীর ভারহারী মুকুন্দ, জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। ৩।

মুকুন্দ মূর্দ্ধা প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্। অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ॥ ৪॥

হে মুকুন্দ, আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া একান্তে তোমার নিকট এতাবন্মাত্র অর্থ যাচ্ঞা করি তোমার প্রসাদে প্রত্যেক জন্মে যেন তোমার চরণারবিন্দ আমার স্মৃতিপথে বর্ত্তমান থাকে। ৪।

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজ মধুনো মহদদ্ভুতম্।
যৎপায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদপায়িনঃ॥৫॥

ভগবান্ গোবিন্দের পদারবিন্দ মধুর কি চমৎকার গুণ, যে সকল ব্যক্তি তাহা পান করে তাহারা তাহা ত্যাগ করে না, যাহারা কখন পান করে নাই তাহারা ত্যাগ করিয়া থাকে। ৫।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ, কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা রামা মৃদুতনুলতালিঙ্গনেনাপি রন্তুং, ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥ ৬॥

হে ভগবন্, আমি সুখ দুঃখাদি রহিত হইব এ প্রার্থনায় তোমার চরণ সেবা করি না, গুরুতর কুম্ভীপাক নরক নিস্তারার্থও তোমার আরাধনা

করি না। অপর বন্ধ্যা রমণী আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ করিব ইহাও আমার কাম্য নহে, আমার কামনা এই যে ভাবে ভাবে আপন হৃদয়ভবনে তোমাকে ভাবনা করিতে পাই।৬॥

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেপি, ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তি রস্তু॥ ৭॥

ভগবন্, আমার ধর্ম্মে অথবা ধনে কিম্বা কামোপভোগে আস্থা নাই, ঐ২ বিষয়ে যাহা ভবিতব্য পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে তাহাই হউক। এতাবন্মাত্র আমার বহুমত প্রার্থনীয় যে জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার পাদপদ্মদ্বয়ে নিশ্চলা ভক্তি থাকে।৭।

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো, নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্। অবধীরিত শারদারবিন্দৌ, চরণৌ তে মরণে বিচিন্তয়ামি॥ ৮॥

হে নরান্তক, স্বর্গে হউক বা মর্ত্ত্যেই হউক কিম্বা নরকেই হউক যে কোন স্থানে আমার বাস হউক তজ্জন্য কিছু বলিব না, এই মাত্র প্রার্থনা তোমার দুই চরণ যাহা শরৎকালীন অরবিন্দকে অবধীরিত করিয়াছে মরণসময়ে যেন তদ্দ্বয় চিন্তা করিতে পাই।৮।

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে, মুরভিদি মা বিরমস্ব চিত্ত রন্তুং। সুখতর মপরং ন জাতু জানে হরি চরণ স্মরণামৃতেন তুল্যং॥ ৯॥

হে চিত্ত! পদ্মপলাশলোচন শঙ্খ চক্রধারি ভগবান্ মুরারিতে রত হইতে একক্ষণও বিরত হইও না। আমি নিশ্চয় জানি, হরি চরণ স্মরণামৃত তুল্য আর কিছুই সুখতর নাই।৯॥

মা ভৈ র্মন্দ মনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা, নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী নমু শ্রীধরঃ। আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তি সুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং, লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিন ক্ষমঃ॥ ১০॥

অহে মন্দ মনঃ! যম লোকের যাতনা সকল চিন্তা করিয়া ভীত হইও না, ঐ সমস্ত পাপ রিপু কখনও প্রভু হইতে পারিবেক না। ভগবান্ শ্রীধর কর্ত্তা আছেন। তুমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি সুলভ সেই ভগবান নারায়ণের ধ্যান কর তিনি ত্রিলোকের বিপদ বিনাশ করেন, আপন দাসের সঙ্কট নষ্ট করিতে কি অক্ষম হইবেন?॥ ১০॥

ভব জলধি গতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং, সুত দুহিতৃ কলত্র ত্রাণ ভারাবৃতানাম্। বিষম বিষয় তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং, ভবতি শরণ মেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্॥ ১১॥

যে সকল মানব সংসার সাগরে পতিত হইয়া সুখ দুঃখাদি রূপ দ্বন্দ্ব বায়ুতে আহত হওত বিষয় রূপ বিষম সলিলে বিনা অবলম্বনে মগ্ন হয় তাহাদের কেবল এক বিষ্ণুরূপ পোতই রক্ষক আছেন॥ ১১॥

রজসি নিপতিতানাং মোহ জালাবৃতানাং, জনন মরণ দোলা দুর্গ সংসারভাজাং। শরণ মশরণানামেক এবাতুরাণাং, কুশল পথ নিযুক্ত শ্চক্রপাণি র্নরাণাং॥ ১২॥

জন্ম মৃত্যুরূপ দুর্গম সংসার ভাগী যে সকল ব্যক্তি রজোগুণে পড়িয়া মোহজালে আবৃত সুতরাং অতিশয় আতুর ও রক্ষক হীন, ভগবান্ চক্রপাণিই তাহাদের রক্ষক এবং তিনিই তাহাদের কুশলান্বেষণে নিযুক্ত আছেন॥ ১২॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে। অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবল মাত্মসাৎকুরু॥ ১৩॥

হে হরে! আমি সহস্র২ অপরাধে অপরাধী হইয়া ভয়ঙ্কর সংসার সাগরে পতিত হইয়াছি আমার অন্য গতি মাত্র নাই আপনি কেবল কৃপা কটাক্ষ করিয়া আমাকে আপনার আয়ত্ত করুন॥ ১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম। মিথ্যা দৃষ্টি র্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ং॥ ১৪॥

প্রভো, আমি এই প্রার্থনা করি আমার যেন কখন স্ত্রীত্ব কিম্বা কুভাব অথবা মূর্খত্ব কিম্বা কুদেশে জন্ম হয় না, আর নাস্তিকতা করণেও যেন আমার মতি না হয়। আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার ভক্ত হই।১৪।

অবশিষ্ট আগামি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদকের কারণ পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

২৭ সংখ্যা।

বিষ্ণু পুরাণ।

দ্বিতীয় অংশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়, ভূমির এবং অন্ধকারময় গর্ত্তস্থ জলের অধোভাগে যে সকল নরক আছে, যাহাতে পাপিরা নিপাতিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে অতঃপর তত্তাবতের নাম বলি, শ্রবণ করহ। রৌরব শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, লবণ, বিলোহিত, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ কৃমিভোজন, অসিপত্র বন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরাঃ, সন্দংশ, কালসূত্র, তমস, অবীচি, শ্বভোজন, ইত্যাদি এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুতর দারুণ নিরয় যমরাজের অধিকারে আছে, সে সকল শস্ত্র ও অগ্নি অপেক্ষাও ভয়দায়ক। পাপকর্ম্মকারী পুরুষেরা সেই সকল নরকে পতিত হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় অথবা সাক্ষ্য দিতে গিয়া পক্ষপাত করে আর যে অন্য প্রকারে মিথ্যা বলে তাহারা রৌরব নরকে পতিত হয়। ভ্রূণহা, পুরলুণ্ঠক এবং গোঘাতক মানব তথা যে ব্যক্তি নিশ্বাস রোধ করিয়া মারে তাহারা রোধ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। মদ্যপ, ব্রহ্মহা, এবং সুবর্ণহারী তথা ঐ সকলের সহিত সংসর্গকারী মানব শূকর নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের প্রাণবধ করে, যে গুরুপত্নী গামী, যে ভগিনী গমন এবং রাজাঙ্গনা গমন করে তাহারা তপ্তকুম্ভনিরয়ে পতিত হইয়া বিবিধ যাতনা পায়। যে ব্যক্তি পতিব্রতা ভার্য্যা বিক্রয় করে, যে কারাগৃহের রক্ষক, যাহার অশ্ব বিক্রয় জীবিকা, এবং যে অনুগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহারা তপ্তলোহ নরকে নিপতিত হয়। পুত্রবধূ অথবা পুত্রী গমনকারী পাপী মহাজ্বাল নরকে পতিত হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। যে নরাধম গুরুর অবমান করে এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ করে আর যে ব্যক্তি বেদ নিন্দক, বেদবিক্রয়ী এবং যে অগম্যা গমন করে, তাহারা লবন নামক নিরয় প্রাপ্ত হয়। যে মানব চৌর্য্য করে আর যে শিষ্টাচারের নিন্দাকারী, তাহারা বিমোহ নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি দেব দ্বিজ ও পিতার দ্বেষকারী, যে অদুষ্ট রত্নে দোষ আরোপ করে, তাহারা কৃমিভক্ষ নরকে গমন করে। অভিচারকারী জন কৃমীশ নিরয় প্রাপ্ত হয়।

অপর যে নরাধম পিতৃ দেব ও অতিথিদিগের সেবা না করিয়া আদৌ আপনি ভোজন করে সে ভয়ানক লালাভক্ষ নরকে পতিত হয় আর শরকর্ত্তা জন বেধক নরকে যাতনা ভোগ করে। যে ব্যক্তি কর্ণি নামে বাণবিশেষ নির্ম্মাণ করে আর যে খড়্গাদি নির্ম্মাণ কর্ত্তা, তাহারা অত্যর্থ দারুণ বিশসন নরকে পতিত হয়। অসৎপ্রতিগ্রহ জীবী, অযাজ্যযাজক এবং নক্ষত্র গণক ব্যক্তিদের অধোমুখ নরক প্রাপ্তি হয়। পুত্রাদিকে বঞ্চনা করিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজী নর কৃমিপূয়বহ নরকে পতিত হয়। যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, মাংস, রস, তথা লবণ বিক্রয় করে এবং যে সাহস কার্য্যে রত, তাহারাও ঐ নিরয় প্রাপ্ত হয়। মার্জ্জার কুক্কুট ছাগ বরাহ বিহঙ্গম এই সকলের পোষণকারী জনও ঐ নরক প্রাপ্ত হয়। নট মল্লাদির বেশে জীবিকাধারী, ধীবর বন্ধকারী, পতিবর্ত্তমানে জার হইতে উৎপন্ন সন্তানের অন্নভোক্তা, বিষ দাতা, পিশুন, দেবোপজীবী এবং পর্ব্বে স্ত্রীগামী ব্রাহ্মণও ঐ নিরয়ে পতিত হয়।

আগারদাহী, মিত্রঘ্ন, পক্ষিজীবী, গ্রামযাজক, এবং সোম বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ রুধিরান্ধ নরকে নিপাতিত হয়। যে সকল নর মধু নাশক, যাহারা গ্রামহন্তা, তাহারা বৈতরণী নরকে যন্ত্রণা পায়। যাহারা মূত্র রেতঃ পানাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রমণ করে, পরবঞ্চন যাহাদের বৃত্তি, তাহারা কালসূত্র নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বৃথা বনচ্ছেদ করে তাহার অসিপত্র বন নরকে পতন হয়। মেষোপ-

জীবী এবং মৃগ বেধক জন বহ্নিজ্বাল নামক মহা-নিরয়ে পতিত হয় ।

হে দ্বিজবর ! যে সকল ব্যক্তি দাহা মৃদ্ভাণ্ডাদিতে অগ্নি দেয় তাহারা এবং পূর্ব্বোক্ত ও পরে বক্ষ্যমাণ পাপিগণ তত্তৎ অসাধারণ নরক ভোগানন্তর বহ্নিজ্বাল নিরয় প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি ব্রত সকলের লোপকারী এবং যে আশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট, তাহারা সন্দংশ নরকের যাতনা মধ্যে নিপতিত হয় । যে সকল নর ব্রহ্মচারী হইয়া দিবাভাগে রেতঃস্খলন করে, যাহারা পুত্র কর্তৃক অধ্যাপিত হয়, তাহাদের শ্বভোজন নিরয়ে পতন হয় ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ । এই সকল এবং অন্যান্য শত২ সহস্র নরক আছে, দুষ্কৃত কর্ম্মকারী ব্যক্তিরা যাতনা গ্রস্ত হইয়া সে সকলে পচিয়া মরে । ঐ সকল পাপ যদ্রূপ কথিত হইল তদ্রূপ অন্যান্য সহস্র২ পাপ আছে, পাপিগণ নরকে পতিত হইয়া তত্তাবতের ফল ভোগ করিয়া থাকে ।

হে মুনিবর । যে সকল মানব কায় মনঃ ও বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে তাহারা তত্তৎ নরকে পতিত হয় । স্বর্গে যত প্রাণী আছে, নরকেও তত প্রাণী বাস করিতেছে । ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরাঙ্মুখ হয় তাহারাই নিরয় পায় । যে২ প্রায়শ্চিত্ত যে২ পাপের অনুরূপ, মুনিগণ স্মরণ করিয়া তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত সকল উপদেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ মন্বাদি মহর্ষি গুরুতর পাপে গুরু এবং লঘু পাপে লঘু প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করিয়াছেন । হে মৈত্রেয় ! তপস্যা এবং কর্ম্মাত্মক প্রায়শ্চিত্ত নানা প্রকার, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণানুস্মরণ সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অধিকন্তু পাপ করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ হয় তাহার পক্ষে হরি স্মরণই এক প্রায়শ্চিত্ত, কারণ প্রাতঃকালে, রাত্রিতে, তথা সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি সময়ে, যে ব্যক্তি নারায়ণ স্মরণ করে তাহার সদ্যঃ পাপক্ষয় হয় । আর বিষ্ণু স্মরণে সমস্ত ক্লেশ সমূহ পরিক্ষীণ হইলে পর অবশেষে মুক্তি প্রাপ্তি হইতে পারে, তৎকালে যদি অন্য সুকৃত বশতঃ স্বর্গাপ্তি হয় তাহা বিঘ্ন স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে ।

হে মৈত্রেয় ! যে ব্যক্তির জপ হোম অর্চ্চনাদি সময়ে ভগবান বাসুদেবের প্রতিই মনঃ, তাহার পক্ষে দেবেন্দ্রত্বাদি প্রাপ্তি ও অন্তরায় স্বরূপ । ফলতঃ পুনরাবৃত্তি লক্ষণ স্বর্গ গমন কোথায় আর অনুত্তম মুক্তির বীজ বাসুদেব এই নাম জপ কোথায় ? অর্থাৎ স্বর্গগমন পুনরাবৃত্তিহেতু কলঙ্কিত, বাসুদেব নাম জপে নিত্য পরমানন্দ ফল, এতদুভয় কখন সমান হইতে পারে না । অতএব হে মুনে ! যে পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণু স্মরণ করেন তাঁহার অখিল পাতক পরিক্ষীণ হইয়া যায় সুতরাং তাঁহাকে কখনই নরক দর্শন করিতে হয় না ।

মুনে ! যাহাতে মনের প্রীতি হয় তাহাই স্বর্গ, মনের ক্লেশকর বিষয়ই নরক, অতএব প্রিয় ও অপ্রিয় কর্ম্মই স্বর্গ নরক । হে দ্বিজবর । এক বস্তুই কখন দুঃখার্থ, কখন সুখার্থ, কখন শান্ত্যর্থ, কখন কোপার্থ হইয়া থাকে, ইহাতে বস্তুর বস্তু মাত্র স্বরূপত্ব স্থিরতর নহে । ফলতঃ এক বস্তুই যখন প্রীত্যর্থ হইয়া পুনরায় দুঃখার্থ হয় এবং তাহাই সময়ান্তরে কোপার্থ হইয়া পুনরায় প্রসন্নতার্থ হইয়া থাকে তখন কোন বস্তুই নিয়ত দুঃখাত্মক অথবা নিয়ত সুখাত্মক নয় । সুখ দুঃখাদি মনের পরিণাম মাত্র । হে দ্বিজ ! জ্ঞানাত্মক পর ব্রহ্মই পরমার্থ বস্তু, অবিদ্যা ও অহঙ্কারাদি রূপে প্রতীয়মান জ্ঞানই বদ্ধার্থ হয় এবং অবিদ্যা নিরসন দ্বারা জ্ঞানই মুক্ত্যর্থ হইয়া থাকে । অপর এই বিশ্বও জ্ঞানাত্মক । অতএব জ্ঞান হইতে অন্য কিছুই নাই । হে মৈত্রেয় ! বিদ্যা ও অবিদ্যা জ্ঞান হইতে পৃথক নহে, ঐ উভয়কেও জ্ঞান স্বরূপে অবধারণ করহ ।

হে দ্বিজ । তোমার নিকট ভূমণ্ডল এবং পাতাল তথা নরক সকলের বর্ণন করিয়াছি । তদনন্তর সমুদ্র নদী পর্ব্বত দ্বীপ বর্ষ ইত্যাদিও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, অন্য কি শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর ।

ইতি বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় ।

অলর্ক জিজ্ঞাসা করিলেন মা ! গার্হস্থ্যাশ্রমের অনুবর্ত্তি পুরুষদিগের যাহা২ কর্ত্তব্য এবং যে২ ক্রিয়ার অকরণে বন্ধ ও যে২ কর্ম্ম করিলে উন্নতি হয়, অপর যে২ কার্য্য মানবদিগের উপকারার্থ এবং গৃহে স্থিত ব্যক্তিদিগের যাহা২ বর্জ্জনীয়, আর যে২ প্রকারে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, এ সকল যথাবৎ বলুন, সবিশেষ অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে ।

মদালসা কহিলেন বৎস ! গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়াই মানবেরা এই সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং তদ্দ্বারাই তাঁহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত লোক জয় করা হয় । অপর পিতৃগণ, মুনিগণ, দেবগণ, ভূত সকল, মানববর্গ, কৃমি-কীট-পতঙ্গ, তথা পশু-পক্ষী-অসুর, সকলেই গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে ও পরা তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় এবং 'বোধ হয় আমাদিগকে কিছু দিবেন' ইহা মনে করিয়া তাহার

মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। বৎস! বেদময়ী ধেনু সকলের আধার ভূতা, তাহাতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই ধেনু বিশ্বের হেতু ভূতা, ঋগ্বেদ তাহার পৃষ্ঠ, যজুঃ তাহার মধ্য, সামবেদ মুখ ও মস্তক, ইষ্টা পূর্ত্ত কর্ম্ম তাহার বিষাণ, সাধু ও সদুক্তি তাহার রোম, শান্তি ও পুষ্টি তাহার বিষ্ঠা মূত্র। হে দ্বিজ! ঐ ধেনু বর্ণপাদে প্রতিষ্ঠিতা, তিনিই জগতের আজীবা, তাঁহার ক্ষয় অথবা অপচয় নাই। সেই ত্রয়ীময়ী ধেনুর চারিটী স্তন—স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্কার তথা হন্তকার। তন্মধ্যে স্বাহাকার স্তন দেবতারা পান করেন, স্বধাকার স্তনে পিতৃলোক আসক্ত, বষট্কার স্তন মুনিদিগের প্রিয়, এবং হন্তকার স্তন মনুষ্যগণ নিরন্তর পান করিয়া থাকেন। হে পুত্রক! ত্রয়ীময়ী ধেনু এই প্রকারে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সকল স্তনের উচ্ছেদকারী, তাহার তুল্য পাপাত্মা আর নাই, সে তজ্জন্য পাপে তমস অন্ধতামিস্র এবং তামিস্র নরকে নিমগ্ন হয়; পরন্তু যিনি যথাযোগ্য সময়ে অমরাদি পূজার দ্বারা ঐ ধেনুর পৃথক্ পৃথক্ স্তন পান করান তিনি স্বর্গবাসী হয়েন। অতএব হে পুত্র! গৃহস্থ মনুষ্যের কর্ত্তব্য দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব তথা সমুদায় প্রাণিকে প্রতি দিন স্বদেহবৎ পোষণ করেন। এই কারণে স্নানানন্তর শুচি হইয়া সমাহিত চিত্তে জল দান পূর্ব্বক দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তথা প্রজাপতিদের তর্পণ করা আবশ্যক। হে দ্বিজ! গৃহী পুরুষেরা গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেব পূজা করিয়া, তদনন্তর অগ্নি তর্পণ এবং যথাবিধি বলি বৈশ্বদেব করিবেন। বলি দানে গৃহমধ্যে আদৌ ব্রহ্মা, বিশ্বদেব এবং ধন্বন্তরির উদ্দেশে বলি দিয়া উত্তর পূর্ব্ব দিকে তাহা ক্ষেপণ করিতে হয়, তদনন্তর পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্রার্থ, দক্ষিণে যমার্থ, পশ্চিমে বরুণার্থ, উত্তরে সোমার্থ, বলি অর্পণ করিয়া থাকে। তৎপরে গৃহদ্বারে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে এবং গৃহের বহির্ভাগে চারি দিকে সূর্য্য দেবের উদ্দেশে বলি প্রদান করে। তদনন্তর রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে আকাশের প্রতি উৎক্ষেপণ করিয়া থাকে।

হে বৎস! গৃহস্থ পুরুষ সুন্দর রূপে সমাহিত চিত্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে পিতৃ লোকের উদ্দেশেও ঐ রূপ অন্নাদি দান করিবেন। তদনন্তর জল লইয়া আচমনার্থ পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে তত্তদ্ দেবতার উদ্দেশে ক্ষেপণ করিবেন।

এই প্রকারে গৃহপতি শুচি হইয়া গৃহ মধ্যে বলি অনুষ্ঠানানন্তর ভূত সকলের প্রীত্যর্থ আদর পূর্ব্বক অন্ন উৎসর্গ করিবেন অর্থাৎ কুক্কুর ও পক্ষী এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির নিমিত্ত ভূমির উপরে কতক অন্ন রক্ষা করিয়া আসিবেন। হে বৎস! এই কার্য্যের নাম বৈশ্বদেব, ইহা সায়ং ও প্রাতঃ দুই সময়ে করিতে হয়

তদনন্তর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া দ্বারের দিকে অবলোকন করিয়া থাকিবেন, অষ্টম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতিথি অভ্যাগতের আগমন কাল, তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিবে, তন্মধ্যে যে কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইবে যথাশক্তি গন্ধ পুষ্পাদি তথা অন্নাদি দিয়া তাহার পূজা করিবেন। বৎস! মিত্র জনকে অথবা এক গ্রাম নিবাসি ব্যক্তিকে অতিথি জ্ঞান কর্ত্তব্য নহে। যাহার কুল ও নাম জ্ঞাত নাই, মধ্যাহ্ন সময়ে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তি অতিথি। অপর অকিঞ্চন ভিক্ষু শ্রান্ত বুভুক্ষু ব্রাহ্মণকেও অতিথি জ্ঞান কর্ত্তব্য। ঐ রূপ অতিথি আগত হইলে যথাশক্তি পূজা করিবে। কিন্তু গৃহী ঐ প্রকার অতিথির গোত্র অথবা কুল কিম্বা অধ্যয়ন জিজ্ঞাসা করিবেন না, তাহার আকার শোভনই হউক অথবা অশোভনই হউক তাহাকে প্রজাপতি জ্ঞানে মান্য করিবেন। বৎস! যেহেতু অভ্যাগত ব্যক্তির অবস্থান নিত্য নহে এই কারণে তাহাকে অতিথি বলা গিয়া থাকে। সেই অতিথির পরিতোষ হইলে গৃহী পুরুষ নৃযজ্ঞার্থ ঋণ হইতে মুক্ত হন। যে ব্যক্তি সেই অতিথিকে না দিয়া স্বয়ং ভোজন করে সে কেবল কিল্বিষ ভোজী, সে নিরন্তর পাপই ভোজন করে এবং অন্য জন্মে বিষ্ঠা ভোজী হইয়া জন্মে। হে বৎস! অতিথি ভগ্নাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় সেই সেই গৃহস্থকে স্বীয় দুষ্কৃত দিয়া তাহাদের পুণ্য লইয়া গমন করে। অতএব অতিথি উপস্থিত হইলে জল মাত্র দান অথবা আপনি যাহা ভোজন করে তাবন্মাত্র অর্পণ করিয়া তদ্দ্বারাই আদর পূর্ব্বক সেবা করা কর্ত্তব্য।

হে বৎস! গৃহস্থ ব্যক্তি অহরহ অন্নাদি অথবা উদক মাত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে অশক্ত হইলে একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন। যে অন্ন দিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন তাহার অগ্রভাগ উদ্ধার পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবেন। অপর পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ইত্যাদি যে কোন ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইয়া যাচ্ঞা করে তাহাদিগকেও ভিক্ষা দান করা আবশ্যক। ভিক্ষু

প্রমাণ এক গ্রাস মাত্র। চারি গ্রাস পরিমাণে যে ভিক্ষা দেয় তাহার নাম অগ্র ভিক্ষা, ঐ অগ্র ভিক্ষা চতুর্গুণ হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে হন্তকার বলেন। বৎস! গৃহী পুরুষ কদাপি হন্তকার ভোজন অথবা ভিক্ষা না দিয়া ভক্ষণ করিবেন না। অভ্যাগত, অতিথি তথা জ্ঞাতি, বন্ধু, যাচক বিকল, আতুর তথা বাল, বৃদ্ধ প্রভৃতিকেও ভোজ-দেওয়া উচিত। আর অন্য আকিঞ্চন যে কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন বাঞ্ছা করে যদি বিভব থাকে ও সমর্থ হয় তাহাকে ভোজন করান গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

বৎস! সায়ংকালে যদি কোন অতিথি আগমন করে তাহারও প্রতি পূর্ব্ববৎ আতিথ্য করিবে অর্থাৎ শয়ন আসন ভোজন দিয়া যথোচিত পূজা করিবে। হে তাত! এই প্রকারে যে পুরুষ গার্হস্থ্য ভার গ্রহণ করিয়া যথাবিধি বহন করেন দেবতা, পিতৃলোক, এবং ঋষিগণ, সকলেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা কল্যাণবর্ষী হন। বৎস! গৃহস্থের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা পশু পক্ষিগণ তথা অতি ক্ষুদ্র কীট সকলও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে অতএব মহর্ষি অত্রি গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত এক গাথা গান করিয়াছেন, তাহা বলি শ্রবণ করহ। "গৃহস্থ পুরুষ যথাশক্তি দেব পিতৃ অতিথি তথা বন্ধু বান্ধব এবং কন্যা স্নুষা প্রভৃতি তথা গুরুদিগের পূজা করিয়া অনায়াসে স্বর্গবাসী হন"। অপর বিভব থাকিলে অহরহ কুক্কুর চাণ্ডাল এবং পক্ষ্যাদির নিমিত্তও ভূমিতে অন্ন নির্ব্বপণ করিবে। এই কার্য্যের নাম বৈশ্বদেব। ইহা দিবা রাত্রি উভয় সময়েই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অপর গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহে মাংস অন্ন অথবা শাক ইত্যাদি কোন প্রকার সামগ্রী উপস্থিত হইলে যাবৎ যথাবিধি পিতৃলোকদের ও অতিথির উদ্দেশে প্রদত্ত না হইবেক তাবৎ ঐ সকল স্বয়ং ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ মদালসোপদেশ ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

কূর্ম্মপুরাণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন অন্ধকাসুর নিগৃহীত হইলে পর মহাত্মা প্রহ্লাদের পুত্র মহাবল বিরোচন অসুরপতি হইল। সেই অসুর দেবেন্দ্র সহিত দেবগণকে জয় করিয়া ন্যায়ানুসারে চর অচর সহিত ত্রিভুবন পালন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মুনিগণ! বিরোচন ঐ প্রকারে রাজ্য পালনে প্রবর্ত্তমান হইলে কোন সময় ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহামুনি সনৎকুমার তাহার পুরে উপনীত হইলেন। অসুরাধিপতি সিংহাসনে বসিয়াছিল, ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে অবলোকন করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করপুটে কহিতে লাগিল অহো! আমি অতিশয় ধন্য, আমার প্রতি মহাজনদিগের সুমহৎ অনুগ্রহ, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ যোগীশ্বর মহর্ষি স্বয়ং আমার পুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরে মুনিকে সম্বোধিয়া বলিল ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ং পিতামহ, আপনকার এখানে আগমনের কারণ কি? আমাকে কি করিতে হইবেক, আজ্ঞা করুন।

ঐ অসুরকে ধর্ম্মনিষ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়া সনৎকুমার সুমধুর বচনে বলিলেন রাজন্! শুনিলাম তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্, অতএব তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। হে দৈত্যসত্তম! তুমি যে নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ ইহা দৈত্যদিগের দুর্লভ। ত্রিলোকী মধ্যে তোমার সদৃশ ধার্ম্মিক কোন ব্যক্তি কখন দৃষ্ট হয় নাই।

হে মুনিগণ! অসুররাজ বিরোচন এই প্রকার উক্ত হইয়া পুনরায় মহামুনি সনৎকুমারকে কহিল আপনি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ, সকল ধর্ম্মের মধ্যে পরম ধর্ম্ম কি, কৃপা করিয়া যদি বলেন, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

অসুর রাজের এতৎ প্রার্থনায় যোগিবর ভগবান্ সনৎকুমার সর্ব্ব গুহ্যতম আত্মজ্ঞান নামে অনুত্তম ধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন। হে দ্বিজগণ! পরম জ্ঞান লাভে বিরোচন মহা সন্তুষ্ট হইল এবং গুরু দক্ষিণা দিয়া মুনিবরকে বিদায় করণানন্তর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক আপনি যোগাভ্যাস আরম্ভ করিল।

বিরোচনের তনয় বলিও অতিশয় বলশালী, ধার্ম্মিক এবং ব্রহ্মণ্য ছিল। সেও ভুজবলে দেবরাজকে জয় করিল। তাহার সহিত ঘোরতর সমর করিয়া অমরনাথ যখন পরাভব হইলেন তখন দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক শরণ প্রার্থনা করিলেন।

হে মুনিগণ! স্বীয় তনয়দিগের পরাজয়ে দেবমাতা অদিতিরও সাতিশয় মনস্তাপ হইল। তিনিও দৈত্যদলনে সক্ষম পুত্র প্রসব কামনায়

সুমহৎ তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং শরণাগত পালক মঙ্গলময় করুণাকর ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া তদীয় পাদপদ্ম হৃৎপদ্মে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনাদি অনন্ত আনন্দময় ভগবান্ বাসুদেবেই তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি প্রবর্ত্তমান হইল। দেবমাতার এই প্রকার নিষ্ঠা নিরীক্ষণে শঙ্খ চক্র গদাধারী ভগবান্ হরির আশু সন্তোষ জন্মিল, প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।

হে মুনিগণ! চতুর্বাহু বিষ্ণুকে সমক্ষে সমাগত অবলোকন করিবামাত্র ভক্তিসংযুতা অদিতি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন পরে প্রণতি পূর্ব্বক স্তব করিয়া তাঁহার সন্তোষ জন্মাইলেন।

প্রণামানন্তর অদিতি কহিলেন হে ভগবন্! আপনি অশেষ ক্লেশ রাশি বিনাশের এক হেতু, আপনি জয় যুক্ত হউন। হে দেব! আপনকার মাহাত্ম্য অনন্ত, আপনি সদা যোগেতেই যুক্ত আছেন, আপনি জয় যুক্ত হউন। ভগবন! আপনি আদি মধ্য অন্ত বিহীন, বিজ্ঞানই আপনকার মূর্ত্তি, আপনি জয় যুক্ত হউন। প্রভো! আপনি আকাশ তুল্য নির্লেপ, অমল আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বদা জয়ান্বিত হউন।

ভগবন! আপনি কালরূপী বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি নরসিংহ এবং শেষ মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি সংহার কর্ত্তা কাল রুদ্র, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনি বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। প্রভো। আপনা হইতে বিশ্বমায়ার বিধান হয়, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি যোগমায়া গম্য এবং যোগমায়া স্বরূপ, আপন কে নমস্কার। ভগবন্। আপনি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান নিষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি বরাহ রূপী, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

প্রভো। সহস্র অর্ক এবং সহস্র চন্দ্রের তুল্য আপনকার জ্যোতিঃ, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি বেদ বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মাভিজ্ঞ, আপনাকে নমস্কার। প্রভো। আপনি অপ্রমেয় ভূধর, আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বের উদ্ভবস্থান, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে দেব! আপনি সত্য নিষ্ঠ শম্ভু, আপনাকে নমস্কার করি। ভগবন্! আপনি বিশ্বের কারণ এবং বিশ্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। অহো। আপনি যোগপীঠের অন্তরস্থ, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনি একরূপ শিব, আপনাকে পুনঃ২ নমস্কার করি।

হে মুনিগণ। দেবমাতা অদিতি এই প্রকারে স্তব করিলে সেই জগন্ময় ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্য মুখে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। অতএব অদিতি ভূমি পতিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক এই অনুত্তম বর প্রার্থনা করিলেন ভগবন, দেবতাদিগের হিতার্থ তোমাকেই পুত্র স্বীকার করিতে বরণ করি। ভগবান্ বিষ্ণু শরণাগত জনের শরণ্য, প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। পরে সেই স্থানেই তাঁহার অন্তর্ধান হইল।

তদনন্তর বহুতর কাল গত হইলে দেবমাতা দিতির গর্ভ হইল। তিনি স্বয়ং নারায়ণ ভগবান জনার্দ্দনকেই উদর মধ্যে ধারণ করিলেন। হে মুনিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু দেবজননীর জঠরে সমাবিষ্ট হইলে বিরোচন পুত্র বলির আলয়ে নানা প্রকার উৎপাত হইতে আরম্ভ হইল! অভূত পূর্ব্ব বিবিধ উৎপাত অহর্নিশ নিরীক্ষণ করাতে দৈত্যেন্দ্রের মহা ভয় জন্মিল। সে ভয়-বিহ্বল হইয়া আপনার পিতামহ বৃদ্ধ অসুর প্রহ্লাদ সমীপে গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক ঐ বিষয় নিবেদন করিল। বলি কহিল হে পিতামহ! কিয়দ্দিনাবধি আমার পুর মধ্যে কি কারণে নিরন্তর ভূরিং উৎপাত দৃষ্ট হয়?

বলির এই বচন শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদ একচিত্তে অনেক ক্ষণ ধ্যান করিলেন পরে ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া বলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন বৎস! যে বিষ্ণু সকল যজ্ঞে পূজনীয়, যাঁহার এই সমস্ত জগৎ, দেবমাতা দিতি সেই বিষ্ণুকে গর্ভ মধ্যে ধারণ করিয়াছেন। বৎস! অখিল জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, এবং যিনি তত্তাবৎ হইতে ভিন্ন হয়েন, সেই ভগবান বাসুদেব দেবমাতার জঠরে অবিষ্ট হইয়াছেন। দেবগণ যাঁহার স্বরূপ অবগত নহেন সেই বিষ্ণু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অদিতির গর্ব্ভে প্রাবিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাতে পুনরায় লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই মহা যোগী পুরাণ পুরুষ হরি অচিরে অবতীর্ণ হইবেন। যাঁহাতে নাম জাত্যাদি কল্পনা নাই, যিঁনি সত্তামাত্র রূপা, সেই বিষ্ণু অদিতির গর্ব্ভে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহার প্রসিদ্ধা শক্তি ভগবতী লক্ষ্মী, সেই জনার্দ্দন অদিতির উদরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহার তামসী মূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্কর,

রাজসী মূর্ত্তি ব্রহ্মা, স্বত্ব মূর্ত্তি সেই বিষ্ণু নিজাংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি ভক্তি নম্র চিত্ত হইয়া ভগবান গোবিন্দের চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই নির্বৃতি প্রাপ্ত হইবে।

হে মুনিগণ! প্রহ্লাদের এই সকল কথা শুনিয়া বলি তৎক্ষণাৎ হরির শরণাপন্ন হইল এবং ন্যায়ানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিল।

এদিকে অদিতি দেবগণের হর্ষবর্দ্ধন ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসব করিলেন। তাঁহার চতুর্ভুজ, বিশাল লোচন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের লক্ষণ, নীল নীরদের তুল্য দ্যুতি। তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকারে দীপ্তিশালি অবলোকন করিয়া ইন্দ্রাদি যাবতীয় সুর ও সিদ্ধ চারণগণ বিবিধ স্তব করিলেন এবং ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মাও আসিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অদিতিনন্দন ভগবান্ হরির ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলে উপনয়ন হইল। তিনি উপনীত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং ত্রিলোকীস্থ ব্যক্তিদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত ভরদ্বাজ মুনির সদাচার শিক্ষা করিলেন। অপর সেই প্রভু অন্যান্য লোকাচারও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন কারণ মহাজনে যাহা আচরণ করেন অন্যান্য লোকে তাহারই অনুগামী হয়।

সে যাহা হউক। তদনন্তর অনেক কাল গত হইলে একদা অসুররাজ বলি যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা আরম্ভ করিল। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ধন প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিত। বলির যজ্ঞ সমারোহ দর্শনার্থ প্রধান২ ঋষিগণ যজ্ঞস্থানে আসিতে আরম্ভ করিলেন।

হে দ্বিজগণ! এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে ভরদ্বাজ মুনির মন্ত্রণায় ভগবান বিষ্ণু বামন রূপ অবলম্বন পূর্ব্বক বলির যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণাজিন পরিধান, স্কন্ধে যজ্ঞ সূত্র, হস্তে পলাশ দণ্ড। তিনি জটিল ব্রাহ্মণ হইয়া বেদ উচ্চারণ করিতে২ অসুররাজ সমীপে উপনীত হইয়া আপনাকে ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং আপন চরণ পরিমাণে তিন পদ ভূমি ভিক্ষা করিলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই বলি ভক্তি যুক্ত হইয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত ভৃঙ্গার দ্বারা স্বয়ং চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিল, তদনন্তর নিবেদন করিল আপনি পদত্রয় পরিমিত ভূমি ভিক্ষা করিতেছেন তাহাই প্রদান করিব, প্রীত হউন। তৎপরে বলি প্রতিশ্রুত প্রদানার্থ মন্ত্র পূর্ব্বক সুশীতল জল লইয়া ভগবান বামনের করপল্লবে অর্পণ করিল। হে মুনিগণ! সম্প্রদান বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র ভগবান এক পদে পৃথিবী এবং অন্য পদে অন্তরীক্ষ আক্রমণ করিলেন, তৃতীয় পদের নিমিত্ত স্থান রহিল না। বলিকে শরণাপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ভগবানের চরণ ঐ রূপে বিস্তীর্ণ হইল। যাহা হউক। ঐ ব্যাপার দেখিয়া আদিত্যাদি দেবগণ এবং ত্রিলোকীস্থ সমস্ত সিদ্ধ বিস্ময়াকুল হইয়া প্রণাম করিলেন।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া বামনরূপি ভগবান্ হরির স্তব করিলেন অতএব ভগবান্ হরি ব্রহ্মার হস্তে যে একটী অণ্ড ছিল তাহা ভিন্ন করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিগণ! সেই অণ্ড ভিন্ন হওয়াতে তাহা হইতে সুশীতল জল নিষ্পতিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা একটী সরিৎ প্রবর্ত্তিত হইল, ব্রহ্মা তাহার নাম গঙ্গা রাখিলেন। সে সময় ঐ নদী অবকাশেই অবস্থিত হইয়া ছিল।

হে মুনিগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত পদ বিশ্বযোনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া অবস্থিত হইয়াছিল অতএব দেবগণও তাহার স্তব করেন।

সে যাহা হউক। বলি বামনমূর্ত্তি ভগবান্‌কে বিশ্বমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া পরম ভক্তি যুক্ত হইল এবং একচিত্ত হইয়া পুনঃ২ প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিল। সে বিনয় পূর্ব্বক কহিল অহো! বেদ সকল স্ব২ চিত্ত দ্বারা যাঁহাকে প্রণাম করেন সেই অব্যয় ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করি।

বলির স্তুতি নতি দর্শনে ভগবান্ আদিদেব পুনরায় বামন শরীর হইয়া বলিলেন অহে দৈত্যাধিপ! আমারই ত্রৈলোক্য, তুমি এক্ষণে ইহার পালন ভার প্রাপ্ত হইয়াছ।

প্রতিশ্রুত দান সম্পন্ন না হওয়াতে বলির চিত্ত অপ্রসন্ন ছিল, অতএব পুনরায় প্রণাম করিয়া ভগবানের করাগ্রে জলার্পণ করিল এবং বলিতে লাগিল আপনাকে আমার আত্মাই দান করিলাম। এতৎ শ্রবণে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন তুমি পাতালে গমন কর তাহা হইলেই তোমার প্রতিশ্রুত দান সম্পন্ন হইবেক। তথায় গমন করিয়াও দেবতাদের অলভ্য ভোগ তোমার লভ্য হইবেক। সর্ব্বদা ভক্তি যুক্ত হইয়া আমার ধ্যান করিও, পুনরায় আমাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে।

হে মুনিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু বলিকে এই প্রকার কহিয়া দেবরাজকে ত্রৈলোক্য প্রদান

করিলেন। অতএব দেব ঋষি সিদ্ধ কিন্নর সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভগবানের স্তব করিলেন। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ বিষ্ণু এই প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া দর্শন কারি দেবগণের সমক্ষেই অন্তর্ধান হইলেন। তাহার পর দৈত্যবর বলিও প্রহ্লাদ সহ পাতালে প্রস্থান করিল।

হে মুনিগণ! বলি পাতাল বাসী হইয়া ভক্তি যুক্ত চিত্তে সর্ব্বদা প্রহ্লাদ সমীপে বিষ্ণু ভক্তি এবং বিষ্ণু পূজা বিধান জিজ্ঞাসা করিত তাহাতে প্রহ্লাদ যথাবিধি উপদেশ দিতেন। তদবধি মহাত্মা বলি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, কমললোচন, অপ্রমেয়, ঈশ্বর, ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

হে বিপ্রগণ! ভগবান্ বামনের পরাক্রমের বিবরণ এই, তোমাদের নিকট কথিত হইল। ভগবান্ পুরুষোত্তম সদাই ঐ প্রকারে দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

ইতি কূর্ম্ম পুরাণ সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্ট দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন বলির মহাবল পরাক্রম শত পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে বাণ সর্ব্ব প্রধান। সে ভগবন্ শঙ্করের প্রতি জন্মাবধি অতিশয় ভক্তিমান ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া যথাবৎ রাজ্য শাসন করে।

হে মুনিগণ! বাণ স্বীয় বাহু বলে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া ইন্দ্রকে পীড়া দিতে প্রবৃত্ত হইলে দেববৃন্দ সহিত দেবরাজ ইন্দ্র দেবদেব ত্রিলোচন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করেন ভগবন্! আপনকার ভক্ত বাণনামা অসুরবর বলদর্পিত হইয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছে, আমরা আপনকার শরণাপন্ন হইলাম।

দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদেব মহেশ্বর একটী আগ্নেয় বাণ মোচন পুরঃসর তদ্দ্বারা বাণাসুরের পুরী দগ্ধ করিলেন। হে মুনিবৃন্দ! যখন পুর দগ্ধ হইতেছিল তখন বাণপুর হইতে নির্গত হইয়া নীললোহিত দেবের শরণাপন্ন হয়। আর তাহার নিকট মহাদেবের যে একটী লিঙ্গ ছিল পুর হইতে নির্গত হইবার কালে সেই লিঙ্গটী মস্তকে করিয়া লইয়া যায়। সে যাহা হউক। পুর হইতে নির্গমনানন্তর বাণ বিবিধ প্রকারে পরমেশ্বরের স্তব করিয়াছিল, তাহার স্তোত্রে ভগবান্ শঙ্করের সন্তোষ জন্মে অতএব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে গাণপত্যে নিযুক্ত করেন।

হে দ্বিজগণ! তদনন্তর দনুর তনয় তারক প্রভৃতি অতিশয় ভীষণ হয়। তাহাদের মধ্যে তারক, শম্বর, কপিল, শঙ্কর, স্বর্ভানু এবং বৃষপর্ব্বা, ইহারাই প্রধান বলিয়া কথিত আছে।

হে মুনিবৃন্দ! সুরসা হইতে সহস্র২ সর্প উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে বহু মস্তকবিশিষ্ট ভূরি ভূরি খেচরও জন্মিয়াছে আর অরিষ্টা সহস্র২ গন্ধর্ব্ব প্রসব করেন। এই রূপ কদ্রু হইতে অনন্ত প্রভৃতি অনেকসংখ্য নাগ উৎপন্ন হয়। অতএব নাগ জাতিদিগকে কাদ্রবেয় বলা যায়। হে দ্বিজবর্গ! তাম্রা ছয়টী কন্যা প্রসব করেন, তাহারদের নাম শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবা, গৃধ্রিকা, শুচি। অপর সুরভি ভূরি২ গাভী ও মহিষী উৎপন্ন করে। আর ইরা হইতে বৃক্ষ লতা তথা সর্ব্ব প্রকার তৃণ জাতির উৎপত্তি হয়। তদনন্তর মুনির গর্ব্ভে যক্ষ রাক্ষস তথা অপ্সরাগণ জন্ম গ্রহণ করে।

হে মুনিগণ! বিনতার দুই পুত্র হয়, গরুড় ও অরুণ। তন্মধ্যে গরুড় অতিশয় বুদ্ধিমান, দুশ্চর তপস্যা করিয়া মহাদেবের প্রসাদে ভগবান্ হরির বাহনত্ব প্রাপ্ত হয়। অরুণও তপস্যা দ্বারা ত্রিলোচনের আরাধনা করিয়াছিল তাহাতে ভগবান শম্ভু প্রীত হইয়া সূর্য্যের সারথ্য কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করেন।

হে বিপ্রগণ! যে সকল স্থাবর জঙ্গম কীর্ত্তিত হইল, ইহারা বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপের বংশ। ইহাদের বিবরণ শ্রবণ করিলে পাপ নাশ হয়।

হে সুব্রতগণ! সোমের সপ্তবিংশতি পত্নী, তাহাদের সন্তান বিবরণ কহিয়াছি। অপর অরিষ্টনেমির পত্নীদিগেরও অনেক প্রকার সন্তান। আর কৃশাশ্বের তনয় প্রহরণ দেব। ইহারা প্রত্যেক মন্বন্তরে অনুরূপ কার্য্যও অনুরূপ নাম সহ পুনঃ২ জন্মিয়া থাকে।

ইতি কূর্ম্ম পুরাণ অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্ম পুরাণ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়*।

লোমহর্ষণ কহিলেন হে সুব্রত মুনিগণ! ব্রহ্মাণ্ড সংস্থান তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে সূর্য্যাদি গ্রহের প্রমাণ ও সংস্থান বলি, শ্রবণ করুন। দিবাকরের রথ নব সহস্র যোজন পরিমিত। তাহার দুই ভাগের অক্ষ ঐ পরিমাণের দ্বি-

* ২৬ সংখ্যায় ব্রহ্মপুরাণের অধ্যায়াঙ্ক ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধ হইয়াছে এক বিংশ স্থলে দ্বাবিংশ হইবেক।

গুণ। প্রথম ভাগের অক্ষ সার্দ্ধকোটি যোজন, দ্বিতীয় ভাগের অক্ষ চল্লিশ সহস্র যোজন। ঐ দুই অক্ষে ঐ রথের চক্র ব্যবস্থিত আছে। দিবাকরের রথে সাতটী অশ্ব, সেই সাতটীই ছন্দ, তাহাদের নাম-গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ এবং পংক্তি।

হে দ্বিজগণ! মানসোত্তর পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণে যমপুরী, পশ্চিমে বরুণ পুরী, উত্তরে সোমপুরী। ঐ সকলের নাম ক্রমশঃ বলি। ইন্দ্রপুরীর নাম বস্বোকসারা, যমপুরী সংযমনী, বরুণপুরী সুখা, সোমপুরী বিভাবরী। হে বিপ্র বর্গ! ভগবান্ ভাস্কর জ্যোতিশ্চক্র সহিত দক্ষিণ দিগ্ গত হইয়া ক্ষিপ্ত বাণবৎ বেগে সদা ভ্রমণ করিতেছেন। অতএব তাঁহা হইতেই অহোরাত্রের ব্যবস্থা হইতেছে। যদিও দিবারাত্রি উভয় কালেই দিবাকর নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন, তথাচ যে দিকে প্রথমে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে নয়ন গোচর করে সেই দিকে তদ্ব্যক্তির পক্ষে তাঁহাকে উদিত, এবং যে দিকে যাহারা আদৌ তিরোভাব দেখিতে পায় সেই দিকে তাহাদের পক্ষে তাঁহাকে অস্তগত বলা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ দিবাকর সদাই আকাশ মণ্ডলোপরি বর্ত্তমান। তাঁহার উদয় বা অস্ত নাই, দর্শন ও অদর্শন উপলক্ষ করিয়া লোকে উদয়াস্ত কল্পনা করিয়া থাকে। পরন্তু যাহাদের পক্ষে উদিতবৎ প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ গমন করেন মধ্যাহ্ন সময়ে তাহাদের-প্রতি উষ্ণ রশ্মি বিকরণ করিয়া থাকেন, তদনন্তর ক্রমে অপ্রখর হইয়া অস্ত প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজগণ! যদিও ভাস্কর নভোমণ্ডলচারী তথাচ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকেই যথাক্রমে উদয় ও অস্ত প্রাপ্ত হন কারণ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়াই সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছেন।

সে যাহা হউক। ভাস্কর সম্মুখে যত দূর পর্য্যন্ত উত্তাপ দেন পশ্চাতে ও পার্শ্বদ্বয়েও তাবৎ পর্য্যন্ত উত্তাপ দিয়া থাকেন। কেবল অমরগিরি সুমেরুর উপরি যে ব্রহ্ম সভা আছে তথায় উত্তাপ দিতে পারেন না। সূর্য্যের যে২ রশ্মি ব্রহ্ম সভায় গমন করে সে সকল ঐ সভার জ্যোতিতে নিরস্ত হইয়া আইসে। অপর পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে কখন২ সদাই দিবা, কখন২ সর্ব্বদাই রাত্রি, হইয়া থাকে।

হে দ্বিজগণ! রজনী যোগে প্রভাকর অস্তগত হইলে তদীয় প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় এই নিমিত্ত নিশাভাগে অনল অত্যর্থ দীপ্তি যুক্ত হইয়া থাকে। আর দিবা ভাগে বহ্নির তেজঃ কিয়দংশ দিবাকর কিরণে প্রবিষ্ট হয় অতএব দিনে দিনমণির কিরণ অতিশয় প্রখর হয়।

সে যাহা হউক। দিবাকর কুলাচক্র বৎ অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া দিবা রাত্রি করিতেছেন। এক২ মাসে এক২ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার গমনের দুই পথ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। কর্কট রাশিস্থ হইয়া ক্রমে ছয় মাস দক্ষিণায়নে পরিভ্রমণ করেন এবং মকরস্থ হইয়া ক্রমে ছয় মাস উত্তরায়ণে থাকেন। দক্ষিণায়নে ক্রমে দিবা পরিমাণ হ্রস্ব হইয়া রাত্রিমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, উত্তরায়ণে ক্রমে দিবামান বৃদ্ধিশীল ও রাত্রি মান হ্রস্ব হইয়া থাকে। হে মুনিগণ! উত্তরায়ণে দিবাকরের মন্দ গতি হয়, দক্ষিণ অয়নে তদ্বিপরীত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক। যে উষা রাত্রি বলিয়া আখ্যাত এবং যে ব্যুষ্টি দিন বলিয়া পরিগণিত সেই উষা ও ব্যুষ্টির মধ্যে যে সময় তাহার নাম সন্ধ্যা, ঐ সন্ধ্যাকাল অতিশয় ভয়ানক, সেই সময় ঘোর নিশাচর সকল সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে যত্ন করে। হে বিপ্রগণ! প্রজাপতি ঐ সকল রাক্ষসের বিনাশ নিমিত্ত দিবসের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব সূর্য্যোদয় হইলে দিবা হইল বলিয়া তাহার উদয় কালে নিশাচরগণ দারুণ সমরে প্রবর্ত্তমান হয়। দিবাকর ঐ সকল রাক্ষস হস্তে নিহত না হন এই কারণে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার তৃপ্তি ও পুষ্টি নিমিত্ত ঐ সময়ে তর্পণচ্ছলে জল দান করিয়া থাকেন, ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা ঐ সময়ে সন্ধ্যাবন্দন ক্রিয়ায় গায়ত্রী জপ করিয়া যে জল প্রক্ষেপ করেন সেই জল বজ্র স্বরূপ হইয়া ঐ সকল রাক্ষসকে নির্দ্দগ্ধ করে। আর ঐ কালে ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্র করেন তাহাতে সমন্ত্রক আহুতি দ্বারা ভাস্করের দীপ্তি প্রখর হয়। অধিকন্তু ভগবান্ বিষ্ণু প্রণব স্বরূপ, সেই প্রণবের উচ্চারণেও রাক্ষসদিগের বিনাশ হয়। অতএব সন্ধ্যাকালে কদাপি সন্ধ্যাবন্দন গায়ত্রী জপ ও তর্পণাদি কর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা কালে উপাসনা না করে সে সূর্য্যের শত্রু, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক দিবাকরাভিভবে সহকারিতা করে।

হে দ্বিজগণ! দিবাকরের উদয় অস্ত উপলক্ষে যে অহোরাত্র হয় তাহার বিভাগ বলি শ্রবণ করুন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা। ত্রিশ কলাতে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। পরন্তু দিবা ও রাত্রির পরিমাণ যদিও পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত, তথাচ

ঐ মুহূর্ত্তের পরিমাণ সর্ব্বদা সমান থাকে না, ঋতুভেদে অবশ্যই ন্যূনাধিক হইয়া থাকে।

হে দ্বিজগণ! সূর্য্যোদয়াবধি তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তাহা দিবসের আদ্য পঞ্চম ভাগ। তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গব। তদনন্তর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন। তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন। তৎপরে তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন।

হে বিপ্রবর্গ! দিবাকরের গতিক্রমে ছয় ঋতু ক্রমশ প্রবর্ত্তমান ও পর্য্যবসিত হয়। সকল ঋতুতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ ভিন্ন২। কেবল শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে এক২ দিন রাত্রি ও দিবা মান সমান হয়। হে মুনিগণ! ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয়, সেই পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ জানিবেন। দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু। তিন ঋতুতে এক অয়ন। দুই অয়নে এক বৎসর। সম্বৎসর পঞ্চ বিধ। বিশেষ সংখ্যক বৎসরে এক২ যুগ হয়।

হে দ্বিজগণ! সুমেরু পর্ব্বতের উত্তরে শৃঙ্গবান নামে বিখ্যাত যে পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটী শৃঙ্গ অত্যুচ্চ, সেই শৃঙ্গের কারণ ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গবান বলিয়া কথিত হয়। ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণে উত্তরে ও মধ্যে দিবাকরের পথ, তজ্জন্য দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ ও বিষুব কালে দিবামান ক্রমশ ন্যূন, অধিক এবং একদা সমান হইয়া থাকে।

হে মুনিগণ! বিষুব কাল অতিশয় পুণ্যাবহ, ঐ কালে যত্নবান্ হইয়া দেবোদ্দেশে দান করা আবশ্যক। অপর পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলেও মহা২ ফল হয়। এই নিমিত্ত মুনিরা বলিয়া থাকেন বিষুব সময়ে দানকারী পুরুষ কৃতকৃত্য হন। হে দ্বিজবৃন্দ! পৌর্ণমাসী অমাবস্যা সংক্রান্তি ইত্যাদিও দানের প্রশস্ততর সময়। সে যাহা হউক: মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন। এই দুই অয়নের মধ্যেই বিষুবকাল।

হে দ্বিজবর্গ! পূর্ব্বে যে লোকালোক পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছি, তথায় চারি জন সুব্রত লোকপাল বাস করেন। তাঁহাদের নাম সুধামা, শঙ্খপাদ, হিরণ্যরোমা এবং কেতুমান। তাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, নিরভিমান, নির্ভয় তথা নিষ্পরিগ্রহ হইয়া লোকালোক পর্ব্বতের চারি দিকে আছেন। অগস্ত্যের উত্তরে এবং অজবীথির দক্ষিণে যে বর্ত্ম, তাহার নাম পিতৃযান। তাহাতে অগ্নিহোত্রী ঋষিগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া স্বর্গ ভোগের পর পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। সকাম হইয়া কর্ম্ম করাতে প্রলয় পর্য্যন্ত ঐ রূপ অবস্থায় থাকিবেন।

হে ঋষি বৃন্দ! দিবাকরের উত্তরে যে পথ, তাহার নাম দেবযান, সেই পথে ব্রতাচারী ব্রহ্মচারিগণ বাস করেন। তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁহাদের লোভ মোহাদি পরিত্যাগ হওয়াতে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইবেক।

হে দ্বিজবর্য্য শৌনক! যেখানে ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত আছে তাহার অদূরেই বিষ্ণুপদ, তথায় গমন করিলে কোন প্রাণির শোক বা মোহ হয় না। সেই পদেই ভাস্কর প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব ঐ স্থান অতিশয় পবিত্র ও নির্ম্মল। তথা হইতেই সর্ব্ব পাপবিনাশিনী মহা প্রভাবা গঙ্গা সরিৎ উৎপন্না হন, অতএব সপ্তর্ষিরা সদা সেই স্থানকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ঐ গঙ্গা পবিত্র করণেচ্ছায় চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছেন। তথায় গঙ্গার চারিটী নাম, সীতা, অলকনন্দা, বঙ্ক্ষু এবং ভদ্রা। ভগবান শম্ভু একদা ঐ গঙ্গাকে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ সরিৎ স্বর্গলোক আপ্লাবিত করেন। অতএব গঙ্গার সলিলে অবগাহন করিলে সদ্যঃ পাপক্ষয় ও অপূর্ব্ব পুণ্য প্রাপ্তি হয়। আর ঐ গঙ্গার জল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া পিতৃলোকদিগকে দান করিলে তাঁহাদের সুদুর্লভা তৃপ্তি হয়। যাঁহারা ভগবানে চিত্ত নিবেশ পূর্ব্বক গঙ্গায় স্নান করেন তাঁহাদের মুক্তি করস্থ। হে মুনিগণ! গঙ্গার মাহাত্ম্য কত কহিব, নাম শ্রবণ বা উচ্চারণ দ্বারাও নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্তি হয়। অতএব মুনিরা বলেন শত যোজন দূরে অবস্থিত হইয়াও যে জন গঙ্গা এই নাম উচ্চারণ করে সে মহাপাপ গ্রস্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়।

ইতি ব্রহ্ম পুরাণ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মৎস্য পুরাণ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন সূত! পৌরব বংশ পৃথিবী মধ্যে কি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়? আর যদু যযাতিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তথাচ তাহার বংশ কি নিমিত্ত হীন হইয়াছিল? হে ইতিহাস বিশারদ! এই দুই বিষয় এবং যযাতির অন্যান্য চরিত বিস্তার করিয়া বর্ণন কর, যেহেতু এ সকল অতিশয় পুণ্য জনক এবং

আয়ুর্বর্দ্ধক অতএব দেবতারদিগেরও সদা অভি-নন্দনীয়।

সূত কহিলেন হে ঋষিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন পূর্ব্বে শতানীক রাজা মহর্ষি শৌনকের প্রতি ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা যযাতির চরিত্র অতিশয় পবিত্র ও আয়ুষ্য।

শতানীক কহিয়াছিলেন হে কুলপতে! যযাতি কে? যিনি আমাদের দশম প্রজাপতি, তিনিই কি? তিনি পরম দুর্লভা শুক্রকন্যাকে কি প্রকারে লাভ করেন? হে তপোধন! এতদ্বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অপর তদ্বংশীয় রাজাদিগের পৃথক্ পৃথক্ বংশও আনুপূর্ব্বিক বলিতে আজ্ঞা হউক।

এতৎ প্রশ্নে শৌনক বলিয়াছিলেন যযাতি রাজা দেবরাজ সদৃশ দ্যুতিশালী ছিলেন। শুক্রাচার্য্য এবং বৃষপর্ব্বা রাজা তাঁহাকে পূর্ব্বে যে প্রকারে বরণ করেন, হে রাজসত্তম, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমার নিকট তদ্বিষয় যথা-বৎ বলি, তৎপ্রসঙ্গ দেবযানীর সহিত নহুষ পুত্র যযাতির প্রথম সংযোগ যে রূপে হয় তাহাও বর্ণন করিব।

একদা ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য অধিকার করিবার অভিলাষে দেব ও দানব গণ মধ্যে ঘোরতর সমর হইয়াছিল। সেই সময় সুরগণ জয় কামনায় বৃহস্পতিকে এবং অসুর নিকর শুক্রাচার্য্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন।

হে রাজন্! ঐ দুই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাবধি পরস্পর বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের নিমিত্ত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিতেন অতএব দেবতারা যুদ্ধে যে সকল দানব সংহার করিতেছিলেন দৈত্যগুরু মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জপ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে লাগিলেন সুতরাং নিহত অসুর সকল পুনরায় উত্থিত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। কিন্তু অসুরগণ সমর মস্তকে যে সকল দেবসেনা বিনষ্ট করিয়াছিল বৃহস্পতি যদিও উদারমতি তথাচ তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিলেন না কারণ শুক্র যে বিদ্যা জানিতেন দেবগুরুর তাহা বিজ্ঞাত ছিল না। অতএব দেবতাদিগের যৎপরোনাস্তি বিষাদ জন্মিল।

সমর ক্ষেত্রে পাতিত হইয়াও অসুর সেনা পুনর্জ্জীবিত হইতেছে দেখিয়া ভয়ে দেবগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর সকলে পরামর্শ করিয়া শুক্র সকাশাৎ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। কিন্তু আপনারা কেহ তদর্থ শুক্র সন্নিধানে গমন করিলে বিপক্ষ পক্ষ জানিয়া শিখাইবেন না, বিবেচনা করিয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক আপনাদের গুরুপুত্র কচ সমীপে গিয়া কহিলেন আমরা শরণাপন্ন হইতেছি এ সময় আমাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করহ। বিপ্রবর শুক্রাচার্য্যে যে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা নিত্য বাস করিতেছে তুমি তাহা শিখিয়া আইস, পরে উপদেশ করিয়া আমাদের গুরু হইবে। হে দ্বিজ! শুক্রাচার্য্য সর্ব্বদা বৃষপর্ব্ব সমীপে থাকেন সেখানে গমন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। শুক্র দানব দিগেরই রক্ষক, দানব ভিন্ন অন্যকে রক্ষা করেন না, এখন তাঁহাকে আরাধনা করিতে অন্য কাহারো শক্তি নাই; অপর ঐ মহাত্মা আপনার কন্যা দেবযানীকে বড় ভাল বাসেন, তাঁহারও আরাধনা করিতে তুমিই শক্ত, তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও ঐ বিষয়ে পারক দেখি না, তুমি শীল মাধুর্য্য ঔদার্য্য ইত্যাদি গুণ দ্বারা অনায়াসেই তাঁহার সন্তোষ জন্মাইতে পারিবা। হে দ্বিজ! দেবযানী তুষ্ট হইলেই অসংশয় শুক্র সকাশাৎ বিদ্যা লাভ হইবে, অতএব আমাদের কার্য্যার্থ আশু যাত্রা করহ।

হে রাজন্! বৃহস্পতিপুত্র কচ এই প্রকার উক্ত হইয়া "ভাল তাহাই করিতেছি" কহিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর দেবতারা তুষ্ট হইয়া পূজা করিলে তখনি বৃষপর্ব্বার সদনে গমন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অসুরেন্দ্র পুরে উপনীত হইয়া কচ শুক্র সহ সাক্ষাৎ করত সবিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! আমি আঙ্গিরস ঋষির পৌত্র, বৃহস্পতির তনয়, আমার নাম কচ, আপনকার নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করি, আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক। হে ব্রহ্মন্! আপনি গুরু হইলে আমি সমীপে থাকিয়া সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিব, আমাকে গ্রহণ করিতে অনুমতি হউক।

শুক্র কহিলেন বৎস! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে তো? ভাল, যাহা কহিতেছ, তোমার বচন গ্রহণ করিলাম, তুমি বৃহস্পতির পুত্র, আইস তোমার অর্চ্চনা করি, তাহাতেই তোমার পিতা অর্চ্চিত হইবেন।

শৌনক কহিলেন তদনন্তর কচ শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হইলেন এবং শুক্র যে ব্রত উপদেশ করিলেন তাহা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পালনার্থ তৎপর হইলেন। হে রাজন্! ব্রতানুষ্ঠানার্থ কচ যাবৎ কাল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাবৎ কাল উপাধ্যায় ও তৎপুত্রী দেবযানীর আরাধনা

করিতে লাগিলেন। তিনি নৃত্যগীত বাদ্যে নিপুণ ছিলেন অতএব তদ্দ্বারা দেবযানীর আশু সন্তোষ জন্মাইলেন। হে ভারত! দেবযানীও প্রাপ্তযৌবনা হইয়াছিলেন, স্রক চন্দনাদি ভাল বাসিতেন, কচ তাহা আহরণ করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। অতএব দেবযানীরও তাঁহার প্রতি প্রণয় জন্মিয়াছিল। কচ যখন গান করিতেন দেবযানীও সঙ্গে২ সঙ্গীত করিয়া তাঁহার সন্তোষ জন্মাইতেন।

সে যাহা হউক! কচ ব্রতস্থ হইয়া ঐ প্রকারে শুক্র ভবনে শত বৎসর যাপন করিলেন। তদনন্তর তাঁহার তীব্র ব্রত দেখিয়া এক দিন দানবেরা মনে করিল এ ব্যক্তি কপট ব্রতী, এ আমাদের শত্রু পক্ষের লোক হইবেক। পরে তাহাই নিশ্চয় করিয়া অন্য দিন যখন কচ আচার্য্যের গাভী লইয়া অরণ্যে চরাইতেছিলেন সেই সময় সহসা তাঁহার উপর আক্রমণ করিল এবং প্রাণ বধ করিয়া তদীয় গাত্র মাংস খণ্ড২ করত বৃকদিগকে খাইতে দিল। তদনন্তর সন্ধ্যা হইলে গাভী সকল শুক্র ভবনে প্রত্যাগমন করিল। দেবযানী গাভীর সমভিব্যাহারে কচকে না দেখিয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ! গাভী সকল অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইল, কচকে আসিতে দেখিতেছি না, স্পষ্ট বোধ হইতেছে তিনি হত অথবা মৃত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু হে তাত! যদি কচ হত অথবা মৃত হইয়া থাকেন, আপনাকে সত্য বলিতেছি, তদ্ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

শুক্র কহিলেন বৎসে! যদিস্যাৎ কচের মৃত্যু হইয়া থাকে, শঙ্কা কি, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া এখনি পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। এই কথা বলিয়া সেই বিদ্যা উচ্চারণ করত কচকে সম্বোধিয়া আহ্বান করিলেন। আহূত হইবা মাত্র কচ বিদ্যার সহিত আসিয়া শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং "হে তাত! এই আমি আসিলাম" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

হে রাজন্! তাহার পরে আর এক দিন দেবযানী কচকে পুষ্পাহরণার্থ আদেশ করিলেন অতএব কচ একাকী বনে গমন করিলে দানবগণ দেখিতে পাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বধ করিল এবং চূর্ণ করিয়া সুরা সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক আপনাদের পুরোহিত শুক্রকেই খাওয়াইল। হে ভারত! সন্ধ্যা অতীত হইল, তথাচ কচ প্রত্যাগমন করিলেন না, দেখিয়া দেবযানী তাঁহার অনিষ্ট আশঙ্কা করত পিতাকে কহিলেন পিতঃ! কচকে অদ্য পুষ্পাহরণার্থ অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এখনও তাঁহার প্রত্যাগমন হইল না, বোধ হয় নিহত হইয়া থাকিবেন। শুক্র কহিলেন পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র কচ প্রেতগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিদ্যা দ্বারা একবার তাঁহাকে জীবিত করিয়াছি, আবার কি বল, তোমার নিমিত্ত পুনশ্চ কি করিব? হে দেবযানি! এ প্রকারে শোক করা উচিত হয় না, তোমার সদৃশী কন্যার মর্ত্ত্যার্থ শোক করা অকর্ত্তব্য। বৎসে! ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, ইন্দ্র সহ দেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং অসুর নিকর, সমুদায় জগৎ তোমার উপাসনা করে, তোমার কি একটা মানুষের নিমিত্ত ব্যাকুল হওয়া উচিত?

দেবযানী কহিলেন পিতঃ! কি কহিলেন? বৃদ্ধতন আঙ্গিরস ঋষি যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, এই রূপে যিনি ঋষির পুত্র ও ঋষির পৌত্র এবং স্বয়ং অনবদ্য মুনি, তাঁহার নিমিত্ত শোক করিব না? বিশেষতঃ যত ব্রহ্মচারী ও তপোনিষ্ঠ হইয়া আমাদের কার্য্যে সদা উদ্যুক্ত থাকেন, তাঁহার আমি নিমিত্ত শোক করিব না? পিতঃ! কচ যে পথে গিয়াছেন আমিও সেই পথে যাইব, তিনি আমার প্রিয় ও অভিমত, যাবৎ তাঁহাকে দেখিতে না পাইব তাবৎ জল গ্রহণ করিব না।

শৌনক, কহিলেন দেবযানী এই প্রকার কহিলে শুক্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কচকে আহ্বান করিলেন। কচ তাঁহারই জঠর মধ্যে ছিলেন, তথায় থাকিয়া প্রতিবচন দিলেন কি প্রকারে যাইব। শুক্র সাশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন এ কি বৎস! কি প্রকারে আমার উদর মধ্যগত হইয়াছ? কচ কহিলেন গুরো! যদিও আমি উদরসাৎ হইয়াছি তথাচ আপনকার প্রসাদে আমার স্মৃতি বিনষ্ট হয় নাই, বৃত্তান্ত বলি শ্রবণ করুন। অসুরগণ আমার প্রাণ বধ করিয়া মৃত দেহ নিষ্পেষণ পূর্ব্বক সুরার সহিত মিশাইয়া আপনাকে পান করিতে দিয়াছিল তাহাতেই আমি উদরগত হইয়া রহিয়াছি। গুরো! আসুরী মায়া কি প্রকারে অতিক্রমণ করিব? এতৎ শ্রবণে শুক্র দেবযানীকে সম্বোধিয়া বলিলেন বৎসে! তুমি কি চাহ, যদি কচের জীবন প্রার্থনা কর আমার বধ ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারিবেক না।

দেবযানী কহিলেন তাত! দুইটী শোকই অগ্নিবৎ আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, কচের

নাশ ও তোমার বিনাশ উভয়ই আমার অসহ্য। কচ বিনষ্ট হওয়াতে আমার সুখ নাই, তোমার বিনাশ হইলে জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

পরে শুক্র কচকে কহিলেন বৎস! তুমি কৃতার্থ হইয়াছ যেহেতু দেবযানী তোমার প্রতি অতিশয় অনুকূলা। এক্ষণে যদ্যপি তুমি কচরূপী ইন্দ্র না হও, মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা গ্রহণ করহ। হে বৃহস্পতিনন্দন! ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি আমার উদরস্থ হইয়া কখন প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না, তুমি বিপ্রতনয়, আমার কুক্ষি নির্ভেদ করিয়া পুত্র স্বরূপে নির্গত হইয়া আইস এবং আপনার অভীষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সবিদ্য হও। শুক্রের এই কথায়, রজনী সমাগমে পৌর্ণমাসীতে যদ্রূপ নিশাকর উদয় গিরির শৃঙ্গ উচ্ছেদ করিয়া উদিত হয় তদ্রূপ কচ শুক্রকুক্ষি নির্ভেদ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন। তদনন্তর সিদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়াতে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন অনুত্তম ব্রতের উপদেশক, বিধি সকলের বিধি, এবং শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ, এবম্বিধ গুরু, অতএব গুরু সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনীয়, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা না করে তাহাদের কস্মিন্ কালেও প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না।

শৌনক কহিলেন রাজন্! কচের ব্রাহ্মণ্য এবং রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া শুক্র অতিশয় দুঃখিত হইলেন হায়! আমি সুরা সহ এতদ্রূপ বিপ্রতনয়কে পান করিয়া ছিলাম, পরে সুরা পানের প্রতি আশঙ্কান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির হিত চিকীর্ষায় আপনাআপনি কহিলেন অদ্য প্রভৃতি যে কোন ব্রাহ্মণ মোহ বশতঃ মদ্য পান করিবেন তিনি ইহলোকে গর্হিত এবং পরলোকে ঘোর নরক ভাগী হইবেন। আমি অদ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাতির এই ধর্ম্ম মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম মদ্য অদেয়, অপেয়, অস্বীকার্য্য। অনন্তর কচকে সম্বোধিয়া বলিলেন এখন তুমি প্রতিশ্রুত ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করহ। রাজন্! তাহার পরে কচ গুরুগৃহে অবশিষ্ট কাল বাস করিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক দেবালয়ে দেবগণ সন্নিধানে গমনের অভিলাষ করিলেন।

ইতি মৎস্য পুরাণ সোম বংশ যযাতি চরিত পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পদ্মপুরাণ।

সৃষ্টি খণ্ড।

একবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, এই সপ্ত দেবলোক শাস্ত্রে শুনিতে পাই, মুনে! পর্য্যায়ক্রমে এই সকল লোকের আধিপত্য কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর হে ব্রহ্মন্! ইহ লোকে শুভ আয়ু এবং আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীবন্ত কি রূপে হওয় যায়, কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন পূর্ব্ব কালে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদিগের বিনাশ নিমিত্ত বায়ু সহ অনলকে আপন কার্য্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে সহস্র২ দানব দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হয়, কেবল তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র, পরাবসু, বিরোচন, সংহ্লাদ, এই কতিপয় দানব সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া জীবন রক্ষা করে। অগ্নি ও মারুত ঐ সকল দানব বিনাশ অশক্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু ঐ অসুরেরা সমুদ্রে বাস করিয়াও উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা তদবধি অবকাশ ক্রমে এক২ বার জনস্থানে আসিয়া স্থাবর জঙ্গম এবং সুর নর মুনি ঋষিদিগকে পীড়া দিয়া পুনরায় সাগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। হে কৌরব বর! এই প্রকারে ঐ সকল দানব জল দুর্গ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা ত্রিজগতের পীড়া প্রদানে রত হইয়াছিল।

তদবলোকনে দেবরাজ পুনর্ব্বার বহ্নিকে আহ্বান করিয়া আদেশ করেন তারকাদি কতকগুলা অসুর সাগর দুর্গ করিয়া অবাধে অহরহ দেবতাগণের অনিষ্ট করিতেছে, তথায় যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করা অতিশয় কঠিন, অতএব একটী কর্ম্ম কর, অদ্যই জলনিধির সমুদায় জল শোষণ করিয়া ফেল। ইন্দ্রের এই কথায় অনল বিনয় প্রকাশ পুরঃসর নিবেদন করিলেন দেবরাজ! সাগর বিনাশ করিলে সুমহৎ অধর্ম্ম হইবেক। ফলতঃ যাহার জীবন অবলম্বন করিয়া কোটি কোটি জীব জীবন ধারণ করিতেছে তাহার বিনাশ কোন প্রকারেই উচিত হয় না। হে ভারত! অগ্নির এই উত্তরে দেবরাজের সন্তোষ হইল না, বরং ক্রোধ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর কোপাগ্নি করণক দাহ করিতে প্রবৃত্তের ন্যায় হইয়া দহনকে বলিলেন দেবতাদের কদাপি ধর্ম্ম অধর্ম্ম সহ সংযোগ বা বিয়োগ সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু আমি তোমাকে ঐ কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেছিলাম, যাহা হউক, তুমি আমার আজ্ঞা পালনে বিমুখ হইলে এই কারণে বায়ুর সহিত তোমার মনুষ্য লোকে জন্ম হইবেক। কিন্তু তুমি মনুষ্য লোকে মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াও সমুদ্র শোষণ কার্য্য হইতে নিস্তার পাইবা না, তোমার গণ্ডূষ পানে জলনিধি শুষ্ক হইবে।

হে ভীষ্ম! অগ্নি মারুত এই প্রকারে ইন্দ্র শাপে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কুম্ভজন্মা দুই তপস্বী হয়েন, মিত্রাবরুণ হইতে তাঁহাদের জন্ম হয়। পরে তাঁহাদের নাম বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য হইয়াছিল। কুম্ভ হইতে কি প্রকারে অগস্ত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার অন্য বিবরণও বলিতেছি অবধান করহ।

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে পুরাণ পুরুষ ভগবান বিষ্ণু ধর্ম্ম পুত্র হইয়া গন্ধ মাদন পর্ব্বতে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া দেবেন্দ্র তপোবিঘ্নার্থ কতিপয় অপ্সরা সঙ্গে বসন্ত এবং কামদেবকে পাঠাইয়া দেন। সেই সকল অপ্সরা বিবিধ নৃত্য গীত দ্বারা যখন ধর্ম্মপুত্রের মনঃ হরণ পূর্ব্বক তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাইতে অশক্ত হইল তখন কামদেব ধর্ম্মপুত্রের ক্ষোভ নিমিত্ত সেই সকল অপসরাদের উরু দেশ হইতে ত্রিলোক মোহিনী একটী নারী সৃষ্টি করিলেন। সেই রমণীর অনুপম রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রত্যাশা হইল। তাঁহারা সহর্ষ বচনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন এই সুন্দরী উরুদেশ হইতে উৎপন্না হইলেন অতএব ইনি উর্ব্বশী বলিয়া বিখ্যাত হউন। সে যাহা হউক। তদনন্তর ঐ উর্ব্বশী হইতে ধর্ম্ম পুত্রের তপস্যা ভঙ্গ হইল। তাহার পর ইন্দ্র ঐ অপ্সরার রূপ লাবণ্যে স্বয়ং মুগ্ধ হইলেন। পরে তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন তুমি আমাকে আত্ম সম্প্রদান করহ, ইহাতে ঐ ললনা সম্মতা হইল। তৎপরে সেই সুন্দরী একদা মিত্রের নয়নপথ বর্ত্তিনী হইলে মিত্র তাঁহাকে বরণ করিলেন, পশ্চাৎ বরুণও মোহিত হইয়া বরণ করিলেন। উর্ব্বশী তাঁহাদিগকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন দেবরাজ অগ্রে বরণ করিয়াছেন আমিও তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি, এক্ষনে অন্যকে বরমাল্য দিতে পারি না। উর্ব্বশীর এই বাক্যে মিত্র ও বরুণ বিরক্ত হইয়া এই অভিশাপ দিলেন তুমি অদ্যই মনুষ্য লোকে গমন করিয়া সোমবংশীয় নরপতির ভোগ্যা হও। হে ভীষ্ম! মিত্রাবরুণ এই কথা বলিয়া উর্ব্বশী দর্শনে প্রস্কন্দিত শুক্র জল কুম্ভে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতেই অগস্ত্য মুনির উৎপত্তি হয়।

হে ভীষ্ম! এতৎ প্রসঙ্গে অপর এক বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ব কালে কোন সময়ে নিমি রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে যাবতীয় মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগের সমাগমন হয়। ব্রহ্মতনয় মহর্ষি বশিষ্ঠও সেই যজ্ঞসভায় আসিয়াছিলেন। নিমি নৃপতি সমাগত সকল মুনিরই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, ভ্রম বশতঃ বশিষ্ঠের পূজা করেন নাই। অতএব বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই অভিশাপ দেন তোমার বিদেহত্ব হউক। নিমিও তাঁহার প্রতি মনুষ্যলোকে জন্ম হইবার প্রতিশাপ দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক। তাঁহারা দুই জনে পরস্পরের শাপ মোচন নিমিত্ত পরে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তদনন্তর ব্রহ্মার আদেশে নিমি লোক সকলের নিমেষে বাস করেন এবং বশিষ্ঠ জল কুম্ভে জন্ম লয়েন। কিন্তু অবিলম্বেই জলকুম্ভ হইতে নির্গত হইয়া অক্ষ সূত্র ও কমণ্ডলু ধারী ব্রহ্মচারী হওত অগস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

ঐ অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বতের এক পার্শ্বে ভার্য্যার সহিত বাস করত দৃঢ় তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর অনেক কাল গত হইলে তারকাদি অসুর পুনরায় জগৎ পীড়ন আরম্ভ করে। অতএব সমুদায় দেবগণ ঐ অগস্ত্য সন্নিধানে গমন করিয়া সমুদ্র শোষণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেব বৃন্দের অনুরোধে অগস্ত্য তৎক্ষণাৎ গণ্ডূষ মাত্রে সাগর শোষণ করেন। হে বীর! এই ব্যাপার অবলোকনে শঙ্করাদি দেবতাদিগের পরম পরিতোষ জন্মিয়াছিল। তাঁহারা বরদ হইয়া তৎক্ষণাৎ তৎসমীপে আবির্ভূত হইয়া কহেন কি বর চাহ, প্রার্থনা করহ।

অগস্ত্য এতৎ শ্রবণে কহিয়াছিলেন সহস্র যুগ কাল পর্য্যন্ত আমি বিমানচারী হইয়া থাকি। আর আমার বিমানের উদয়ে যে সকল ব্যক্তি অর্ঘ্য দান করে তাহারা ক্রমে সপ্ত লোকের অধিপতি হয়। যে ব্যক্তি আমার নাম কীর্ত্তন ও আমার নামে পুষ্কর তীর্থ আশ্রয় করে তাহার পুণ্য অক্ষয় হয়। অপর যাহারা পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দান করে তাহাদের পিতৃগণ আমার সহিত স্বর্গে বাস করিতে পায়। এই সকল বর আমাকে প্রদান করুন। শঙ্করাদি দেবগণ এই প্রকার উক্ত হইয়া তথাস্তু বলিয়া অন্তর্ধান হয়েন। অতএব হে ভীষ্ম! অগস্ত্যোদয়ে অর্ঘ প্রদান করা অত্যাবশ্যক, তাহাতেই ভূলোকাদির আধিপত্য হইতে পারে।

ভীষ্ম কহিলেন ব্রহ্মন্! অগস্ত্যকে কি প্রকারে অর্ঘদান করিতে হয় এবং তাঁহার পূজা বিধান কি রূপ? বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন। রাত্রিতে অগস্ত্যোদয় হইলে প্রত্যুষ সময়ে শুক্ল পুষ্পাদি দ্বারা অর্ঘ প্রদান করিবেক। প্রথমতঃ বস্ত্র মাল্যালঙ্কৃত কুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহাতে পঞ্চরত্ন অর্পণ করিতে হইবেক তদনন্তর সুবর্ণ নির্ম্মিত চতুর্মুখ ব্রহ্মপ্রতিমা করিয়া ঐ কুম্ভমুখে স্থাপন করিবেক। পরে সেই ব্রহ্মপ্রতিমা পুষ্প অক্ষত ও হিরণ্য যুক্ত করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পশ্চাৎ শ্বেতবর্ণ গাভী অলঙ্কৃত করিয়া তাহার রৌপ্য খুর ও স্বর্ণ শৃঙ্গ এবং তাম্র পৃষ্ঠ করিয়া দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবেক। অবশেষে অর্ঘ্যপাত্র

গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পূর্ব্বক অগস্ত্যোদ্দেশে অর্ঘ্যদান করিবেক। হে বীর! এই প্রকার বিধান অনুসারে যে পুরুষ অগস্ত্যোদ্দেশে অর্ঘ্য দান করেন তিনি আরোগ্য সমন্বিত হইয়া ইহলোক জয় করেন পরে ক্রমশঃ ভুবর্লোকাদি লোকের অধিপতি হন। হে ভীষ্ম! অগস্ত্য জন্ম ও অর্ঘদান বিবরণ যে ব্যক্তি পাঠ ও শ্রবণ করেন তিনিও ইহ লোকে বিশিষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া পরলোকে বৈকুণ্ঠ ভবনে পূজ্য হয়েন।

ভীষ্ম কহিলেন মুনে! যে কর্ম্মে সৌভাগ্য ও আরোগ্য হয় এবং যাহা অমিত্রক্ষয় কারক ও ভোগ মোক্ষ প্রদ, কৃপা করিয়া সেই সকল কর্ম্ম বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন পূর্ব্বে অন্ধকরিপু দেবদেব ধর্ম্ম কথা প্রবৃত্ত হইলে পার্ব্বতীর প্রতি যাহা২ বলিয়াছিলেন সে সকল ভুক্তি মুক্তি প্রদ ও সৌভাগ্য আরোগ্য বর্দ্ধক, অতএব তৎসমুদায়ই তোমার নিকট বলি, শ্রবণ কর।

গৌরী কহিয়াছিলেন হে দেব। সাবিত্রী আমাকে শাপ দিয়াছেন আমার লক্ষ্মী সম্পদ হইবেক না. কি রূপে তাঁহার সেই শাপ অন্যথা হয় এবং আমি লক্ষ্মী প্রাপ্ত হই, বলিতে আজ্ঞা হউক।

পার্ব্বতীর এই প্রার্থনায় শঙ্কর কহেন হে দেবি! একটী ব্রত বলি অবহিত হইয়া শ্রবণ করহ, ঐ ব্রত অতিশয় পুণ্যাবহ, নর নারী উভয়েরই সৌভাগ্য বর্দ্ধক। বৈশাখ অথবা শ্রাবণ কিম্বা মার্গশীর্ষ মাসের শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয়ায় গৌর সর্ষপ দ্বারা স্নান করিয়া গোরোচনা ঘৃত দধি চন্দন দিয়া ললাটে তিলক করিবেক। পরে সৌভাগ্য ও আরোগ্যকামনায় তদবধি প্রতি শুক্ল তৃতীয়ায় ঐ রূপ শুচি ও সজ্জিত হইয়া রক্ত বসন দ্বারা কুমারী অর্চ্চনা করিবে এবং পঞ্চগব্য তথা ক্ষীর দিয়া স্নপন পূর্ব্বক বিবিধ উপচারে দেবীর পূজা করিবেক। তৎপরে বরদা, শ্রী, অশোকা, পার্ব্বতী, মঙ্গলদায়িনী, বামদেবী, পদ্মোদরা, উমা, সৌভাগ্য দায়িনী, সুমঙ্গলা, বরদা, গৌরী, উৎপলা, কাত্যায়নী, সৃষ্টি, কান্তি, শ্রী, রম্ভা, ললিতা, বাসুদেবী, এই সকল দেবীর যথা ক্রমে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া অগ্রভাগে দ্বাদশদল একটী পদ্ম রচনা করিবেক। হে দেবি! পদ্মের পূর্ব্ব দিকে গৌরীপ্রতিমা বিন্যাস করিয়া তদনন্তর অনন্ত দেবের স্থাপন করিবেক। পরে দক্ষিণে রুদ্রাণী, পশ্চিমে সদনবাসিনী, বায়ু কোণে পাটলা, উত্তরে উমা এবং মধ্যে রাধা, পদ্মা, সৌম্যা, মঙ্গলা, কুমুদা, সতী, তথা ভদ্রা দেবীর স্থাপনাবাহন করিবেক। পশ্চাৎ পদ্মের কর্ণিকার উপর ললিতা দেবীর ঐ রূপ আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্প দূর্ব্বা অক্ষত ইত্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে গীত ও মঙ্গল ধ্বনি করিয়া রক্ত বসন ও রক্ত মাল্য দ্বারা কুমারীর অর্চ্চনা করিবে। হে ভীষ্ম! যিনি এই সকল পূজাদি উপদেশ করিবেন, তাঁহারও পূজা করা কর্ত্তব্য, কারণ যে স্থলে গুরুর পূজা না হয় তথায় সকল ক্রিয়াই বিফল হয়। তদনন্তর বিবিধ পুষ্প এবং নৈবেদ্যাদি দিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা করিতে হইবেক। হে দেবি। কার্ত্তিক মাসে বন্ধুক পুষ্প, মার্গশীর্ষে জাতি পুষ্প, পৌষ মাসে পীত বর্ণ কুরুণ্ট কুসুম, মাঘ মাসে প্রফুল্ল কুসুম্ভ পুষ্প, ফাল্গুনে সিন্ধুবার ও জাতি পুষ্প, চৈত্রে মাল্লিকা তথা অশোক পুষ্প, বৈশাখে গন্ধ পাটল, জ্যৈষ্ঠে কমল ও মন্দার, আষাঢ়ে জবা ও পদ্ম এবং শ্রাবণে কমল ও মালতী পুষ্প দিয়া পূজা করিবে আর ভাদ্রমাসে গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত কুশোদক, বিল্ব পত্র, গন্ধোদক এই সমস্ত উপহার দ্বারা যথা যোগ্য স্নপন ও অভিষেক করিয়া নানা পুষ্পে অর্চ্চন করিতে হইবেক। তদনন্তর আশ্বিন মাসে ঐ প্রকার পূজা করিয়া যথাবিধি হোম কর্ত্তব্য। হে দেবি। এই রূপ অর্চ্চনাদির পর ব্রাহ্মণ ভোজন ও বস্ত্র দানে মহা ফল হয়। পুরুষ পট্টাম্বর আর স্ত্রীলোকের কৌষেয় বসন ধারণ করা আবশ্যক হে পার্ব্বতি! প্রত্যেক মাসে পূজার পর যথা ক্রমে কুমুদা, বিমলা, নন্দা, ভবানী, বসুধা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সতী তথা পার্ব্বতীর প্রীতি প্রার্থনা করিতে হইবে. তাহাতে অবশ্যই ভগবতীর প্রীতি জন্মিবেক।

উল্লিখিত আনন্দ তৃতীয়া ব্রত সম্পূর্ণ হইলে তৎপ্রভাবে সর্ব্ব পাপ নিবারণ ও সৌভাগ্য আয়ুঃ আরোগ্য বৃদ্ধি হয়। পরন্তু শঠতা অথবা বিত্ত শাঠ্য পূর্ব্বক ঐ ব্রত করিলে তদ্রূপ ফল কদাপি লভ্য হয় না। ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি রজস্বলা, কিম্বা গর্ব্ভিণী অথবা সূতিকা হয় তবে অন্য দ্বারা ব্রত করাইবে অথবা আপনি যখন শুদ্ধা হইবে তখন করিবে।

হে দেবি। পাপ নাশিনী অন্য এক তৃতীয়ারও ঐ মহাত্ম্য বলি, তাহা মাঘ শুক্লা তৃতীয়ায় তিল স্নান করিয়া মধু ইক্ষুরস তথা গন্ধোদকে ললিতা দেবীর স্নান করাইবেক পরে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া তাঁহার দক্ষিণে দেবার্চ্চনানন্তর রোম সকলের পূজা করিবেক। তদনন্তর যথাসাধ্য উপচার দিয়া তদীয় পদদ্বয়ের পূজা করিয়া জানু ও জঙ্ঘায় শান্তি ও শ্রীর পূজা করিবেক। পশ্চাৎ কটিদেশে মদালসা, উদরে অমলা, স্তনদ্বয়ে মদনবাসিনী, কন্ধরে কুমুদা, ভুজাগ্রে শ্যামলা, মুখে কমলা, ভ্রূ ও ললাটে চন্দ্রা, অলকায় শঙ্করী, ললাটে মদনা, ভ্রূদ্বয়ে মহেশ্বরীর পূজা কর্ত্তব্য। এই প্রকার অর্চ্চনার পরে ব্রাহ্মণ দম্পতী আনাইয়া পূজা করিবেক পরে ভোজ-

ন করাইয়া [illegible] করিবেক। এই প্রকারে মাসে২ পূজা করিলে অনন্ত ফল হয়। এই ব্রত করিয়া মাঘ মাসে লবণ, ফাল্গুনে গুড়, চৈত্রে ইক্ষু, বৈশাখে মধু, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাম্বূল, আষাঢ়ে জীরক, শ্রাবণে ক্ষীর, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে ঘৃত, কার্ত্তিকে দুগ্ধ, মার্গশীর্ষে ধান্য, পৌষে শর্করা বর্জ্জন করিবে। ব্রত পূর্ণ হইলে ভোজন পাত্রে তত্তৎ দ্রব্য পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ দিগকে দান করিবেক। মাঘাদি মাসে ব্রতানুষ্ঠানের পর যথা ক্রমে কুমুদা, মালতী, রম্ভা, রাধা, ভদ্রা, জয়া, শিবা উমা, গৌরী, জীবন্তী ও মঙ্গলার প্রার্থনা করিবেক। এই ব্রতে উপবাস করাই বিধি, অশক্ত হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে।

এই প্রকার বিধান ক্রমে কল্যাণ তৃতীয়া ব্রত করিলে সদ্যঃ সর্ব্ব পাপ মোচন হয়, সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় না, এবং সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বিধবা, বন্ধ্যা অথবা কুমারী যে কোন নারী এই ব্রত করে সকলেই উল্লিখিত ফল ভাগী হয়।

এতদ্ব্যতীত আর একটী পাপনাশিনী তৃতীয়ার বিবরণ বলি। তাহার নাম আত্মা নন্দকরী ঐ ব্রত অতিশয় বিখ্যাত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় স্নান করিয়া শুক্ল মাল্য ধারণ পূর্ব্বক যথাশক্তি উপচার দিয়া ভবানীর অর্চ্চনা এবং মহাদেবের উদ্দেশে জল দান করিবেক। পদ দ্বয়ে বাসুদেবী, জঙ্ঘাদ্বয় শোক বিনাশিনী, কটি দেশে আনন্দিনী, নাভি স্থলে শাম্ভবী, বাহুদ্বয়ে হরপ্রিয়ার ধ্যান করিয়া পূজা করিবেক। তদনন্তর চারিটী স্বর্ণ পাত্র ও বারি পূর্ণ ঘট উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। দানকালে গৌরীর প্রীতি প্রার্থনা করিতে হইবে। তদনন্তর সস্ত্রীক ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণা দিবে। এই প্রকারে ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রত করিলে পরম পদ প্রাপ্তি হয়, আয়ু, আরোগ্য, ধন, সম্পত্তি বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে, কদাপি দুঃখ দর্শন করিতে হয় না। এই ব্রতের বিবরণ শ্রবণ করিলেও ইন্দ্র লোক প্রাপ্তি এবং দেবগণ সন্নিধানে অর্চ্চনা লাভ হয়।

এই প্রকার কহিয়া শঙ্করীর প্রতি সম্বোধন পূর্ব্বক শঙ্কর পুনশ্চ কহিলেন হে দেবি। যেং ব্রত করিলে নারী জনের সুখ সৌভাগ্য হয় তাহা বলিলাম, তুমি ঐ২ ব্রত করিয়াছ, ইহাতে তোমার অকুশল কখনই হইবেক না। আমি পূর্ব্বে তোমার নিমিত্ত দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করি, বিষ্ণুও তোমার নিমিত্ত ক্ষীর সাগর মন্থন করেন। সংপ্রতি আমি এবং বিষ্ণু ব্রহ্মার কোন অভীপ্সিত কর্ম্ম করণার্থ ব্রহ্ম সদন গমন করি, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর এই কথা বলিয়া শঙ্করীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন।

[illegible] একাকিনী [illegible] শঙ্করীর অতিশয় [illegible] জন্মিল। অন্তঃসন্তপ্তা হইয়া শঙ্করের প্রতি অভিশাপ দিলেন। শঙ্কর ব্রহ্ম কার্য্য অনুষ্ঠানে নিবৃত্ত প্রায় হওয়াতে ধ্যান যোগে জানিতে পারিলেন দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া শাপ দিয়াছেন অতএব বিষ্ণুকে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসিলেন গৌরী শাপের শান্তি নিমিত্ত কোন ব্রত করা আবশ্যক, কি উপায়ে অবিলম্বে তাহা সাঙ্গ হয়, বলুন। বিষ্ণু বলিলেন আপনি দেবদেব, আপনকার প্রতি অভিশাপ কি, যাহা হউক, যদিও দেবী রোষ বশতঃ শাপ দিয়া থাকেন, তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই সেই শাপ ক্ষয় ও আপনকার পবিত্রতা হইবেক।

পুলস্ত্য এতাবৎ কহিয়া ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে বীর। গৌরীমাহাত্ম্য কীর্ত্তনও একটী মহাব্রত, তাহার প্রভাবে যখন শঙ্কর নিষ্কলুষ হইয়াছিলেন তখন অন্যে ভক্তি পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকল কামনা সিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইবে সন্দেহ কি?

ভীষ্ম কহিলেন ব্রহ্মন্! কোন্ ব্রত দ্বারা মধুর বাক্য, সুখ, সৌভাগ্য, বিদ্যা, তথা বিপুল পরমায়ু, এবং বন্ধুজন সহ অবিচ্ছেদ হয় বলিতে আজ্ঞা হউক।

পুলস্ত্য কহিলেন হে ভারত! সারস্বত ব্রত নামে একটী মহা ফল দায়ক ব্রত আছে তাহার বিবরণ শ্রবণ করহ, সেই ব্রতের কীর্ত্তনমাত্রে বাণী পরিতুষ্টা হন। প্রত্যূষ সময়ে কৃতস্নান হইয়া পূজা পূর্ব্বক সরস্বতীর স্তব পাঠ করিবেক পরে তদুদ্দেশে পায়স প্রস্তুত করণানন্তর তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে শক্ত্যনুসারে শুক্ল বস্ত্র ও হিরণ্য দিয়া বিদায় করিবেক। পশ্চাৎ সরস্বতীর বন্দন ও স্তব করিয়া স্বয়ং মৌনী হইয়া ভোজন করিবেক। হে বীর, প্রতিমাসীয় শুক্ল পঞ্চমীতে এই প্রকারে ব্রহ্মবাদিনীর পূজা করিয়া ব্রতাচরণ করিবে পরে ব্রতসমাপ্ত হইলে শুক্ল তণ্ডুলের ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া বস্ত্র সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে ভারত! এই ব্রতের উপদেশক আচার্য্যকেও যথাশক্তি পূজা করিবেক এই প্রকার বিধি পূর্ব্বক সারস্বত ব্রত করিলে সর্ব্ব বিদ্যাযুক্ত এবং সৌভাগ্যান্বিত হয়। যদি কোন নারী এই ব্রত করে তাহারও ঐ ফল লাভ হয়, অধিকন্তু ব্রহ্মলোকে তিন কল্প কাল যাবৎ বাস হইয়া থাকে। হে কৌরব! এই ব্রতের এমত মাহাত্ম্য, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করে তাহারও বিদ্যাধর পুরে বসতি লাভ হয়।

ইতি পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বরাহপুরাণ।

পঞ্চদশ অধ্যায় *।

ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন দুর্ব্বাসা মুনি ইন্দ্রের প্রতি স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে বাস করিবার অভিশাপ দিলে দেবরাজ সর্ব্ব দেব সহিত মর্ত্ত্যলোকে গিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন? অপর ভগবান্ পরমেষ্ঠী কর্ত্তৃক সেই দুর্জ্জয় নিপাতিত হইলে যোগজ্ঞশ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ ইহারা দুই জনেই বা কি করিয়াছিল? হে ভগবন্ প্রসন্ন হইয়া এই দুইটী বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক।

বরাহ কহিলেন হে ধাত্রি! দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষ মধ্যে বারাণসীক্ষেত্রে দেবগণ এবং যক্ষ বিদ্যাধর উরগ সহ বাস করিতেছিলেন। সেই সময় বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ দুই জনে অনুত্তম যোগ অবলম্বন করিয়া লোকপালার্থ সমস্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। তদনন্তর দুর্জ্জয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলে সমুদ্রান্তে স্থিত চতুরঙ্গিণী সেনা আনয়ন পূর্ব্বক দেবতাদের প্রতি যাত্রা করিল। ঐ দুই দৈত্য (বিদ্যুৎ সুবিদ্যুৎ) সুমহৎ সৈন্যসহ আগমন করিয়া হিমালয় পর্ব্বত আশ্রয় পূর্ব্বক সেই স্থানে শিবির করিয়াছিল। দেবতারাও সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া আসিলেন এবং বদ্ধ বর্ম্মা হইয়া ইন্দ্রত্ব পদ পুনরুদ্ধার বাসনায় মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রণা সময়ে দেবতাদিগের গুরু মহামুনি বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে বলিলেন তোমরা প্রথমতঃ গোমেধ যজ্ঞ করহ, তদনন্তর সকলে মিলিয়া অন্যান্য যাগ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও। এই রূপ করিলেই পুনরায় আপনাদের পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আমি এই যে উপদেশ দিলাম অবলম্বে এ প্রকার আচরণ করহ।

হে পৃথ্বি! দেবগুরু এই প্রকার কহিলে দেবতারা চারণার্থ গাভী ও অন্যান্য পশু সকল ছাড়িয়া দিলেন এবং তাহাদের রক্ষার্থ দেবশুনী সরমাকে নিযুক্ত করিলেন। সেই সকল গাভী চরিতে চরিতে দেবশুনী ছাড়া হইয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল যেখানে অসুরেরা অবস্থিতি করিতেছিল। অসুরগণ ঐ সকল গাভী অবলোকন মাত্রে আপনাদের পুরোহিত শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিল ব্রাহ্মন্! দেবতাদের এই সকল গাভী এখানে বেড়াইতেছে, সরমা ইহাদের রক্ষক, এখন সে সঙ্গে নাই বলুন আমাদের কি কর্ত্তব্য। শুক্রাচার্য্য অসুরদিগকে প্রতিবচন দিলেন তোমরা শীঘ্র এই সকল গাভী হরণ করহ, কাল বিলম্ব করিও না। গুরুর এই উক্তি শ্রবণ মাত্রে অসুরগণ তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত গাভী হরণ করিল। হে ধরণি! পশু সকল হৃত হইলে সরমা তাহাদের অন্বেষণ করত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল, অনেক ক্ষণ পরে কিয়দ্দূরে নয়ন গোচর হইল দিতিতনয় গণ ঐ সকল গাভী হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে পৃথ্বি! অসুরেরাও দেবশুনীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহারা ঐ শুনীকে শান্ত্বনা করিয়া এই বাক্য কহিল তুমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছ, এ সকল গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধ পান কর। এই কথা বলিয়া অসুরেরা বস্তুতঃ তাহাকে দুগ্ধ পান করাইল এবং এই কথা কহিয়া বিদায় করিয়া দিল তুমি দেবরাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া এ সকল গাভীর কথা কহিও না। অসুরেরা এই রূপ বলিয়া সেই অরণ্য মধ্যে ঐ শুনীকে মুক্ত করিয়া দিল।

হে পৃথ্বি! অসুরেরা বিদায় দিবামাত্র দেব শুনী সরমা সকম্প শরীরে দেবরাজ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অতএব দেবরাজ মারুতগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন তোমরা মহাবল, দেবশুনীর সহিত পশু রক্ষার্থ গমন কর। হে ধরণি! মরুদ্গণ এই প্রকার উক্ত হইয়া অস্পষ্ট শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক দেবশুনীর সহিত প্রস্থান করিলেন কিন্তু অনতিবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আদিষ্ট বিষয়ে আপনাদের অক্ষমতা নিবেদন করিলেন।

তদনন্তর দেবরাজ সরমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখন সে সকল গাভী কোথায় আছে? ইহাতে সে উত্তর করিল আমি কিছুই জানি না, অতএব দেবরাজ রোষ পরবশ হইয়া মরুদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যথার্থ বল সেই সকল গাভী কোথায় রক্ষিত হইয়াছিল? তাহারা কোথায় গিয়াছে? দেবেন্দ্রের এই কথায় মরুদ্গণ অব্যগ্র হইয়া শুনী কৃত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎ শ্রবণে দেবরাজ ক্রোধ পূর্ব্বক সেই শুনীর উপরে পদাঘাত করিলেন এবং কহিলেন অরে পাপীয়সি! তুই ক্ষীরপান করিয়াছিস্? ইহা বলিয়া পুনরায় তাহার উপরি পদাঘাত করিলেন। হে পৃথ্বি! ইন্দ্রের পদাঘাতে

* ২৩ সংখ্যায় বরাহ পুরাণের অধ্যায়াঙ্ক ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধ হইয়াছে, ত্রয়োদশ না হইয়া চতুর্দ্দশ হইবেক।

সরমার মুখ হইতে ক্ষীর নির্গত হইতে লাগিল। পরে দুগ্ধ বমন করিতে করিতে যেখানে গাভী সকল ছিল তথায় গমন করিল। দেবরাজ সসৈন্য হইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। সেই স্থানে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গাভী সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

হে ধরণি! যে সকল দৈত্য সেই সমস্ত গাভী পালন করিয়াছিল তাহারা যদিও বলশালী তথাচ দেবরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক সদ্যঃ নিহত হইল সুতরাং গাভী সকল স্বাধীনতা পাইল। তদনন্তর দেবেন্দ্র গাভীলাভে আহ্লাদিত হইয়া সেনাগণে পরিবৃত হওত দৈত্যদিগের বিনাশার্থ অন্যান্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার পর আসুরী সেনা জয় করিয়া বিজয়ী হইলেন। অসুরগণ পরাজিত হইয়া অনেকেই নিহত হইল, যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা ভয়ত্রস্ত হইয়া প্রাণ রক্ষণাশায় সমুদ্র জলে নিমগ্ন হইল। হে বসুন্ধরে! তৎপরে দেবরাজ লোকপালগণের সহিত স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে পৃথ্বি! এই সরমোপাখ্যান নিত্য শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট, তিনি যদিস্যাৎ নিত্য এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন দেবেন্দ্রের স্বর্গরাজ্য লাভ ন্যায় তাঁহার আপনার স্বীয় রাজ্য পুনরায় লাভ হয়।

ইতি বরাহপুরাণে সরমোপাখ্যান চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কল্কি পুরাণ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন নৃপবর শশিধ্বজ মায়ার স্তব করিয়া কোথায় গমন করেন? আর তৎকৃত মায়াস্তুতিই কিপ্রকার? হে তত্ত্বজ্ঞবর! যথাবৎ বর্ণন করহ। সূত! তুমি পরম বৈষ্ণব, এবং মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য, সেই রাজা হরিসেবক ছিলেন, অতএব তাঁহার যে কাহিনী, তাহা বিষ্ণু কথাই, আত্ম শোধন নিমিত্তও বর্ণন করা উচিত হয়।

সূত কহিলেন হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় মুনির জিজ্ঞাসায় ভগবান্ শুক প্রসন্ন হইয়া যে উৎকৃষ্ট মায়াস্তব বলিয়াছিলেন আমি আপনাদের নিকট তাহাই বলিতেছি। সেই স্তবে সমুদায় কামনা সিদ্ধ ও পাপ তাপ বিনাশ হয়।

শুক কহিয়াছিলেন বিষ্ণু ভক্ত শশিধ্বজ রাজা ভল্লাট নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনার সংসার মোচন নিমিত্ত মায়ার স্তব পাঠ করেন।

শশিধ্বজ কহিয়াছিলেন যিনি ওঙ্কার স্বরূপা, বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা, ব্রহ্মাদি দেবগণের জননী, বৈদিকগম্যা, অতিশয় কৃশাঙ্গী, পঞ্চভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র যাঁহার বক্ষঃস্থল, সেই আদ্যা মায়া দেবীর বন্দনা করি। দেব সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ সদা তাঁহার বন্দনা করেন। সেই মায়া লোকাতীতা, দ্বৈতাতীতা, এবং ব্যস্ত সমস্ত ভূত সমূহে ব্যাপ্তা, আমি তাঁহার স্তব করি। বিদ্বজ্জন সদাই তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিজ অপাঙ্গ নিক্ষেপে সংসার দুর্গ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণা, শরণার্থি জনের শরণদাত্রী, এই বিশ্বের আদ্য মধ্য ও অবসানে দেব তির্য্যক মনুষ্য সদা দেদীপ্যমানা। সেই ব্রহ্ম রূপা মায়াকে নমস্কার করি। যাঁহার দীপ্তিতে বিবিধ ভূতের সহিত ত্রিজগৎ প্রকাশ পায়, যাঁহার অভাবে বিধাতার কোন সৃষ্টিই প্রকাশমান হয় না, ফলেও দৃশ্য পদার্থ সকল যাঁহার দীপ্তি স্বরূপ, সেই বিশিষ্টা মায়া দেবীকে প্রণাম করি। তাঁহার প্রভাব বশতঃ ভূমিতে গন্ধ, জলে রস, তেজে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ ও আকাশে শব্দ প্রকাশ পায়, সেই আদ্যা বিশ্বরূপা মায়াকে নমস্কার করি।

হে মায়ে! তুমি সাবিত্রী, তুমি ব্রহ্মস্বরূপা, তুমিই ভূতনাথের ভবানী, শ্রীপতির শ্রী এবং কেশবের প্রেয়সী লক্ষ্মী স্বরূপে জগতে প্রকাশ পাইয়া থাক। হে দেবি! তুমি বাল্যকালে বালা, যৌবনে যুবতী এবং বার্দ্ধক্য সময়ে স্থবিররূপে দৃষ্ট হও। তুমিই বরেণ্যা, তুমিই বরদা, লোক মধ্যে তুমিই প্রসিদ্ধা, সকল লোকে তোমারই সম্মান করে। চণ্ডী, দুর্গা, রোহিণী ও কালিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া তুমিই নানা দেশে নানা রূপে দীপ্তি পাইতেছ।

হে দেবি! তোমার চরণ কমল দেবাদির বন্দনীয়, যে সকল ব্যক্তি আপনার হৃদয় পদ্মে অহরহ তোমার চরণ কমল চিন্তা করেন অথবা যে সকল পুণ্যাত্মা হৃদয় সরোজে তাহা স্মরণ করেন তাঁহাদিগের সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়।

হে মুনিগণ! শুকদেবের ভাষিত এই মায়াস্তব মার্কণ্ডেয় মুনি সকাশাৎ প্রাপ্ত হইয়া শশিধ্বজ রাজা তদ্যোগে মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনি কোকামুখ পর্ব্বতে তপস্যা এবং হৃদয় মধ্যে ভগবান হরির ধ্যান করিয়া পরে সুদর্শন

চক্রে নিহত হইয়া ভগবান্ বৈকুণ্ঠের শরণাপন্ন হয়েন।

ইতি কল্কি পুরাণ অনুভাগবত মায়াস্তব ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন হে বিপ্রগণ! শশিধ্বজ রাজার শেষ বৃত্তান্ত আপনাদের নিকট কথিত হইল, অধুনা কল্কির অনুপম কথা কহি, শ্রবণে অবধান হউক। ভগবান্ কল্কি রাজা হইলে পর বেদ, ধর্ম্ম, সত্য, দেবতা এবং চরাচর সকল লোক হৃষ্ট পুষ্ট ও যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইল। নানা দেব দেবীর লিঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হওয়াতে পূজক জনেরা ইন্দ্র জালিকবৎ ধূর্ত্তকল্পক হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। অপর কোন স্থানে পাষণ্ডগণ তিলকাচিত সর্ব্বাঙ্গ হইয়া সাধু জনের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। সে যাহা হউক। কল্কি পদ্মার সহিত শম্ভল দেশে বাস করিতেছেন এই সময়ে নৃপবর বিষ্ণুযশা তাঁহাকে কহিলেন বৎস! দেবতাদিগের যজ্ঞ করহ। কল্কি ঐ কথা শুনিয়া পরম হর্ষিত হইলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া পিতাকে বলিলেন তাহাই করিতেছি। পরে ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ সিদ্ধি কামনা করিয়া রাজসূয়, বাজপেয় তথা অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞপতি ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঐ সকল যজ্ঞে কৃপ, বশিষ্ঠ, ব্যাস, ধৌম্য, অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দ, এবং মন্দপাল প্রভৃতি মহাত্মারা বৃত হইলেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে যজ্ঞস্থান হইল। যথাবিধি অনুষ্ঠানের পর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে আদর পূর্ব্বক অবভৃথ স্নান করিয়া কল্কি প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা বেদ পারগ ভূরিং ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিলেন, পরে চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ সুমিষ্ট সুস্বাদ ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন।

হে বিপ্রবৃন্দ! ব্রাহ্মণ ভোজনের সামগ্রী সমাধানের কথা কি বলিব, পাকার্থ বহ্নি বৃত হইয়া বসিয়াছিলেন, বরুণ স্বয়ং জল দাতা হন, মরুৎ পরিবেষ্টা হইয়া যাহার যেমন ইচ্ছা, সদন্ন প্রদান দ্বারা সকলের সন্তোষ জন্মান্।

কল্কির যজ্ঞোপলক্ষে অতিশয় উৎসব হয় তাহাতে নৃত্য গীত বাদ্যেরও মহাং সমারোহ হইয়াছিল। কল্কি হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সমস্ত ব্যক্তিকে যথোচিত ধন দান করেন। ঐ উৎসবে রম্ভা অপ্সরা তালধারিণী হন, এবং হূহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য গীত করেন।

সে যাহা হউক। কল্কি যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দানাদি করিয়া পিতৃ বাক্য অনুমোদন করত গঙ্গাতীরে বাস করিলেন। সেই স্থানে বিষ্ণু যশার সভায় বেদজ্ঞ বিপ্রগণ পূর্ব্বতন রাজাদিগের প্রসঙ্গ করিয়া বিবিধ প্রকারে আমোদ আহ্লাদ ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তুম্বুরু সহিত নারদ তথায় আগমন করাতে কল্কি পিতার সহিত ঐ দুই ঋষির যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। পরে বিষ্ণুযশা তাঁহাদের পূজা করিয়া বিনয় প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন অহো! আমার আশ্চর্য্য ভাগ্য, কত শত জন্মে এই ভাগ্য অর্জ্জিত হইয়াছিল বলিতে পারি না, যেহেতু আপনাদিগের সদৃশ মহাত্মার দর্শন লাভ হইল, অহো অদ্য আমার গার্হপত্যাদি অগ্নি সকল সুন্দর রূপে হুত এবং পিতৃগণ পরম তর্পিত আর দেবগণ পরিতোষিত হইলেন। সাধু সঙ্গের আশ্চর্য্য মহিমা, সাধুদের পূজা করিলে স্বয়ং পূজ্য হওয়া যায়, দর্শনে শুভাদৃষ্ট বর্দ্ধিত হয়, অশেষ পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ সাধুদিগের হৃদয় ধর্ম্ম, বাক্য সনাতন বেদ, কর্ম্ম কর্ম্মক্ষয় কর, ইহার কারণ সাধুজন সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ। অতএব আমার মত এই যে বৈষ্ণব দেহ ভৌতিক নহে, যেমন দুষ্ট নিগ্রহার্থ শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণ, তেমনি লোকহিতার্থ সাধুজনের শরীর ধারণ।

অনন্তর নারদকে সম্বোধিয়া বলিলেন ব্রহ্মন্! মায়া সংসার বারিধিতে বিষ্ণু ভক্তি তরণী রূপা, আপনি তাহাতে পারকারী কর্ণধার, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি কি কর্ম্ম দ্বারা ঘোর যাতনাগার এই সংসার হইতে নিস্তার পাইয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতে পারি বলিতে আজ্ঞা হয়।

নারদ কহিলেন আহা ভগবান্! বিষ্ণুর সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মায়া অতিশয় বলবতী। ঐ মায়া পিতা মাতা, কাহাকেও ত্যাগ করেন না, কি আশ্চর্য্য! পূর্ণাত্মা নারায়ণ জগৎপতি কল্কি যাঁহার তনয়, বিষ্ণুযশা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট মুক্তি অভিলাষ করিতেছেন। ব্রহ্মাত্মজ নারদ আপনাআপনি এই প্রকার কহিয়া নির্জ্জনে কল্কিকে প্রণাম করিলেন পরে বিষ্ণুযশাকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিলেন রাজন্! দেহাবসানে পুনরায় দেহাবলম্বন করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া মায়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে রমণী রূপ ধারণ

পূর্ব্বক জীবকে যাহাং বলিয়াছিলেন সেই সকল কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মায়া কহিয়াছিলেন অহে জীব! আমি মায়া, আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তুমি কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ?

জীব উত্তর করিলেন আমি জীবিত হইতে বাঞ্ছা করি না কিন্তু জীবনের আশ্রয় এই দেহ আমি এই জ্ঞান দেহ ব্যতিরেকে কি প্রকারে হইতে পারে।

মায়া কহিলেন দেহে আত্মবুদ্ধিও মায়ার বিলাস ব্যতিরেকে হইতে পারে না এবং মায়া বিরহে বিশিষ্টা চেষ্টাও দুর্ঘট।

জীব কহিলেন আমা ব্যতিরেকেও প্রজ্ঞতা এবং প্রকাশ সহসা হয় না।

মায়া বলিলেন মায়া যোগেই লোক জীবিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারাই সচেতন হইয়া চেষ্টা করিতেছে। তুমি দেহ মধ্যে গজভুক্ত কপিত্থবৎ নিঃসার মাত্র, মায়া বশেই সারবৎ প্রকাশ পাও।

জীব কহিলেন তুমি আমার সম্বন্ধেই প্রকাশমানা হইয়া নাম ও রূপ ধারিণী হইয়া থাক, অতএব স্বৈরিণী যোষা যেমন পতি নিন্দা করে তাহার ন্যায় তুমি আবার আমাকে নিন্দা করিতেছ। এই প্রকার কহিয়া জীব সেই মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন তবে তোমার কুত্রাপি নিত্য স্থিতি হইবেক না।

নারদ এই সকল কথা বলিয়া বিষ্ণুযশাকে বলিলেন রাজন্! সেই মায়া তোমার পুত্রের অধীনা তুমি সেই মায়াকে বিশেষ রূপে অবগত হইয়া ভগবানে চিত্ত নিবেশ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করহ। নিরাশা, নির্ম্মম, এবং সর্ব্বভোগে নিস্পৃহ হইয়া বিষ্ণুরই এই সকল জগৎ এই জ্ঞান স্থির রাখিয়া সর্ব্বত্র বিরত হও।

হে মুনিগণ! দেবর্ষি নারদ এই প্রকারে বিষ্ণুযশার সহিত সম্ভাষণ করিয়া কল্কিকে প্রদক্ষিণ করিলেন পরে সমভিব্যাহারি তুম্বুরু সহিত কপিলাশ্রমে গমন করিলেন। তদনন্তর নারদ প্রমুখাৎ কল্কিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া তচ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং প্রসিদ্ধ বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক দারুণ যোগ দ্বারা জীবকে পরব্রহ্মে যোগ করত ভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। বিষ্ণুযশার পত্নী সুমতি, তাঁহার সহিত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, তিনি স্বামির জীব ত্যাগ অবলোকনে স্নেহ বিহ্বলা হইয়া তদীয় দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে ভগবান্ কল্কি মুনিমুখে পিতামাতার নিধন শ্রবণ করিয়া শম্ভল নগরে পদ্মার সহিত শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন পরে প্রজা প্রভৃতি কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর পরশুরাম তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে নির্গত হইয়া কল্কি দর্শনার্থ শম্ভল নগরে আগমন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কল্কি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন। পরে বিবিধ ভূষণ পরাইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া পাদ সম্বাহন করিতেং বলিলেন গুরো! আপনকার প্রসাদে আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়াছে। আমার কিছু বক্তব্য নাই, পরন্তু শশিধ্বজ সুতা পদ্মা কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাহেন ইঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। কল্কি এই প্রকার কহিলে পদ্মা পতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া জামদগ্ন্যকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন! আমার একটী তনয় হয় ইহা নিতান্ত অভিলাষ, কি ব্রত, কি জপ অথবা নিয়ম দ্বারা পুত্র লাভ হইতে পারে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

ইতি কল্কিপুরাণ অনুভাগবত বিষ্ণুযশার মোচন তথা রাম দর্শন, ত্রিংশ অধ্যায়।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

চত্বারিংশ সর্গ।

তদনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত উত্তর পূর্ব্ব দিকে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞস্থল সমীপে উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞসম্ভার নিরীক্ষণ করিয়া মুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! মহাত্মা জনকের এতাদৃশী যজ্ঞসমৃদ্ধি! এখানে যে নানাদেশীয় বহু বহু বিপ্রের সমাগম দেখিতেছি! আহা, এ দেশটী অতিশয় সুখজনক, হে মুনিবর! আমাদের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্থান সন্ধান করুন, তথায় আবাস করিব।

রামচন্দ্রের এই বচন শ্রবণ করিয়া মহামতি বিশ্বামিত্র সলিলাপ্লুত একটী প্রদেশ নির্ব্বাচন করিয়া রামলক্ষ্মণ সহ সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। এ দিকে জনক রাজার সুগোচর হইল মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজধানীমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আপনার পুরোহিত

শতানন্দ ঋষিকে অগ্রে করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পুরঃসর অন্যান্য ঋত্বিক্ সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন এবং অর্ঘ্য দিয়া বিশ্বামিত্রের সৎকার করিলেন। সৎকার স্বীকার করিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র জনকের অনাময় ও যজ্ঞসমৃদ্ধি জিজ্ঞাসা করিলেন পরে তাঁহার সমভিব্যাহারি পুরোহিত প্রভৃতির যথাযোগ্য কুশল জিজ্ঞাসিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

পরস্পর অনাময় প্রশ্ন ও সম্বর্দ্ধনাদি হইলে পর রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশ্বামিত্রকে নিবেদন করিলেন ব্রহ্মন্! আসন গ্রহণ হউক, ইহার উপরে উপবেশন করিতে যোগ্য হয়েন। জনক এই প্রকার কহিলে বিশ্বামিত্র উত্তম আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ সহিত জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্, আমি অতিশয় ধন্য, যেহেতু অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম, যেহেতু আপনি আমার যজ্ঞসভা দর্শন করিতে অনুচর সহ আগমন করিয়াছেন, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন এই যজ্ঞ দ্বাদশাহে শেষ হইবেক তাহার পরে যজ্ঞভাগার্থী দেবগণ এখানে আসিবেন, অতএব আপনি এখানেই দেবতাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এই কয় দিন ঋষ্যাদি ব্রাহ্মণদিগের সহিত এই স্থানেই বাস করুন তৎপরে সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিবেন। হে মুনিবর! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি এই দুইটী কুমার কাকপক্ষধারী, কিন্তু মহাবলশালী, বৃষস্কন্ধ, দুই জনেই খড়্গ ধনুর্দ্ধর, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ রূপবান্ ও প্রিয়দর্শন, ইঁহারা কি নিমিত্ত আসিতেছেন? এই দুইটী বালক অতি কিশোর, ইঁহাদের অঙ্গ কোমল, দেবতুল্য অসহ্য রূপবান, ইঁহারা কি কারণে পথশ্রম স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা শুনিতে মহা কৌতুহল হইতেছে।

মহাত্মা জনকের এই বচন শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র কহিলেন এ দুইটী বালক দশরথ রাজার তনয়। পরে যজ্ঞ আগমন হয় এবং যে প্রকারে রাক্ষসদিগের বিনাশ হয়, যদ্রূপে সিদ্ধাশ্রমে বাস করেন, যে প্রকারে বিশালা নগর দর্শন হয়, সেই সকল বিবরণ বলিলেন তদনন্তর অহল্যার প্রতি গৌতমের শাপান্ত এবং অহল্যা দর্শন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন এই রামচন্দ্র তোমার ভাণ্ডস্থ ধনুর বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র এই সকল বিষয় মহাত্মা জনকের নিকট নিবেদনানন্তর বাক্য কথনে বিরত হইলেন।

ইতি আদিকাণ্ড জনকদর্শন চত্বারিংশ সর্গ।

একচত্বারিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্রের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া জনকপুরোহিত শতানন্দ পুলকিত হইলেন। তিনি গৌতমের জ্যেষ্ঠতনয়, তপস্যাদ্বারা তাঁহার তেজঃ উদ্দীপিত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের সন্দর্শন মাত্রে তাঁহার পরম বিস্ময় জন্মিল। শতানন্দ মুনি রাম লক্ষ্মণ উভয়কে অধ্যাসীন দেখিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি আমার মাতা অহল্যাকে রাম দর্শন করাইয়াছেন? মহাত্মা রামচন্দ্র পূজার্হ, ইঁহাকে কি আমার সেই চিরদুঃখিনী জননী সম্যক্‌প্রকারে অর্চ্চনা করিয়াছেন? হে মহাভাগ, দৈবকর্ত্তৃক আমার মাতার যে বিপদ আপতিত হইয়াছিল তাহা কি মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট নিবেদিত হইয়াছে? হে কৌশিকোত্তম! আমার জননী শাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন, রামদর্শনে শাপ ও নিষ্কলা হইলে আমার পিতৃ মহর্ষি গৌতম সহ পুনর্ব্বার কি সঙ্গতা হইয়াছেন? আর আমার পিতা প্রীতচিত্ত হইয়া তদনন্তর কি আমার জননীর সহিত আনন্দ করিয়াছেন? ব্রহ্মন্, আমার পিতা যথাবিধানে আপনকার কি পূজা করিয়াছেন? আপনি সেই মহাত্মার পূজা গ্রহণানন্তর কি এখানে আসিয়াছেন?

শতানন্দের ঐ সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ মহাযশা বিশ্বামিত্র প্রতিবচন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্! আপনকার যাহা করণীয় এবং যাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে তৎসমুদায়ই আমি সম্পন্ন করিয়াছি। যদ্রূপ রেণুকা যমদগ্নি সহ সঙ্গতা আছেন তাঁহার ন্যায় আপনকার জননী আপনার পিতা সহ মিলিত হইয়াছেন।

বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া শতানন্দের চিত্ত সুস্থির হইল অতএব পরে শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন হে রঘুবর! তোমার তো সুখে আগমন হইয়াছে? প্রভো! ভাগ্য প্রভাবে বিশ্বামিত্র সহ তোমাকে এই যজ্ঞ স্থলে প্রাপ্ত হইলাম। আমাদের এখন বোধ হইতেছে ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি জনকের অচিন্ত্য প্রভাব আর ইঁহার তেজঃ অপরিমিত, যেহেতু যজ্ঞ স্থলে তোমার সহিত বিশ্বামিত্রের দর্শন পাইলেন। পরন্তু হে রামচন্দ্র! তুমিও মহা-

ভাগ্যবান, যেহেতু মহাতেজা বিশ্বামিত্র তোমার গুরু, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তোমা অপেক্ষা ভূতলে অন্য কোন ব্যক্তি ধন্যতর নাই, কারণ তপোনিধি বিশ্বামিত্র তোমার হিত কামনা করেন। হে রামচন্দ্র! মহাত্মা বিশ্বামিত্রের যাহাঃ হইয়া গিয়াছে বলি শুন। অপর ইহাঁর যদ্রূপ কার্য্য, যাদৃশ প্রভাব, যদ্রূপ যোগ, তাহাও সংক্ষেপে বলি শ্রবণ করহ। এই ধর্ম্মাত্মা সুদীর্ঘ কাল শত্রু দমনকারী নরপতি হইয়াছিলেন, ইনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ, অতএব রাজনীতির অনুসরণ পুরঃসর প্রজা পালনে রত থাকিতেন। হে রাম, পিতামহপুত্র কুশ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয় মহাবল কুশনাভ। কুশনাভের নন্দন যে গাধি মহীপতি ছিলেন তাঁহার পুত্র মহাতেজা বিশ্বামিত্র। এই ধর্ম্মাত্মা পিতৃনিধনানন্তর রাজ্যাধিকারী হইয়া পৃথিবী পালন এবং অনেক বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। কোন সময় এই মহাত্মা চতুরঙ্গিণী সেনা যোজন করিয়া অক্ষৌহিণী পরিবৃত হওত পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। নদী পর্ব্বত বন নগর ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া পরে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম পদে গিয়া উপনীত হন। ঐ আশ্রম অনুত্তম ব্রহ্মস্থান, নানা মুনিগণে আকীর্ণ এবং সিদ্ধ চারণে সেবিত ছিল। যে সকল মহর্ষি তপস্যাচরণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেন তাঁহারা ঐ আশ্রমে গিয়া সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। অপর তথায় ব্রহ্মকল্প মহাব্রতধারী অর্থাৎ যাঁহাদের জলমাত্র অথবা বায়ুমাত্র, কিম্বা শীর্ণ পর্ণ মাত্র অথবা ফল মূলমাত্র ভোজন, আর যাঁহারা দান্ত জিতক্রোধ এবং প্রক্ষালন অপ্রাপ্ত ও দন্তোলূখলিক হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন সেই সকল মুনি এবং জপ হোম পরায়ণ বালিখিল্য ঋষিগণ চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিলেন। অতএব অনুত্তম ব্রহ্মস্থান সদৃশ ঐ বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনে মহামুনি বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইলেন।

ইতি আদিকাণ্ড বালচরিত শতানন্দ বাক্য এক চত্বারিংশ সর্গ

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন যযাতি রাজা মহেন্দ্র পুরী সদৃশ নিজপুরী প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় শুক্র কন্যা দেবযানীকে স্থাপন করিলেন। তৎপরে তাঁহার মতে শর্ম্মিষ্ঠার নিমিত্ত অশোক বন সন্নিধানে একটী সদন নির্ম্মাণ করিলেন এবং বসন ও অশন পান দ্বারা দাসী সহস্রবৃতা সেই সুন্দরীকে সৎকার পূর্ব্বক অভিনব নির্ম্মিত সেই ভবনে বাস করাইলেন, দেবযানী পরিগ্রহে যযাতির অন্তঃকরণ অতিশয় হর্ষিত এবং মহাসুখী হইয়াছিল, অতএব তাঁহারি সহিত বহুং দেশ বিহার করিতেন; ঋতুকাল উপস্থিত হইলে বরাঙ্গনা দেবযানীর গর্ভ হইল তাহাতে প্রথমতঃ একটী কুমার জন্মিল।

তদনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে শর্ম্মিষ্ঠা যৌবন প্রাপ্তা হইয়া ঋতু দর্শনানন্তর চিন্তা করিলেন আমার ঋতুকাল উপস্থিত, কিন্তু আমার বরণ করা পতি নাই; আমি এখন কি প্রাপ্ত হই, কি করি, কি করিলেই বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইবে, আমি যেমন প্রাপ্তযৌবনা হইয়াছি দেবযানীও তদ্রূপ হইয়াছেন, তিনি যদ্রূপ যযাতি রাজাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন আমিও তেমনি তাঁহাকে বরণ করি না। আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে রাজা আমাকে পুত্র ফল দিতে পারেন। সেই ধর্ম্মাত্মা কি এখন আমাকে নির্জ্জনে দর্শন দিবেন?

হে জনমেজয়, শর্ম্মিষ্ঠা আপনাআপনি এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এই সময়ে যযাতি রাজা রাজ সদন হইতে নির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছা ক্রমে ঐ দিকে আগমন করিলেন এবং অশোক বনের অনতিদূরে শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিতে পাইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা রাজাকে একাকী অবলোকন করিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বচন কহিতে লাগিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন হে নহুষাত্মজ, হে মহারাজ! সোমের অথবা ইন্দ্রের কিম্বা বিষ্ণুর অথবা যমের কিম্বা বরুণের অথবা তোমার গৃহে কোন রমণী থাকিলে কোন্ ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে যোগ্য হয়? রাজন্, আপনি অতি পূজ্য, আভিজাত্য এবং সুশীলতার সহিত আমাকে সর্ব্বপ্রকারে জানেন, অতএব আমি আপনাকে প্রসন্ন করাইয়া এই যাচ্ঞা করি, আপনি আমার ঋতু সফল করুন

যযাতি কহিলেন আমি জানি তুমি অনিন্দিতা দৈত্যকন্যা এবং সুশীলা আর তোমার সূচাগ্র পরিমাণে কখনও দোষ দেখিতে পাই

নাই, কিন্তু যখন আমি দেবযানীকে বিবাহ করি সে সময় শুক্রাচার্য্য তোমাকে সঙ্গে দিয়া আমাকে বলিয়া ছিলেন ইহাকে কদাপি শয্যায় আহ্বান করিও না।

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন রাজন্, ক্রীড়াকালে, স্ত্রীগণ সন্নিধানে, বিবাহ সময়ে, প্রাণাত্যয় কালে ও সর্ব্বস্বাপহার সময়ে অনৃত বলিলে তজ্জন্য অনিষ্ট হয় না, মুনিগণ এই পঞ্চ বিধ অনৃতকে অপাতক বলিয়াছে। সাক্ষ্য দানার্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহাকেই মুনিগণ পতিত বলিয়া থাকেন। অপর কোন বিষয় একের কথায় নির্ভর হইলে তাহাতে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহাকেই সেই মিথ্যা হিংসা করে।

যযাতি কহিলেন রাজা সকল প্রাণির প্রমাণ স্থান, মিথ্যা বলিলে অসংশয় রাজার বিনাশ হয়, এই কারণে আমি অর্থ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও মিথ্যা বলিতে কখন উৎসাহী হই না।

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন রাজন্, আপনার পতি এবং সখীর পতি দুই সমান, বিজ্ঞদিগের এই মত। অপর মহাজনেরা বলিয়া থাকেন সখীর সঙ্গে সখীর এককালেই বিবাহ হয়, অতএব আপনিও আমার বৃত পতি।

যযাতি কহিলেন সে যাহা হউক। আমার এক ব্রত আছে যাচক জনে যাহা চাহিবে তাহাই প্রদান করিব, তুমি আমার নিকট কাম যাজ্ঞা করিতেছ, বল, তোমার কি করিব।

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন রাজন্, আমাকে অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করুন এবং আপনিও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হউন। আপনা হইতে অপত্যবতী হইয়া আমি লোকমধ্যে সঞ্চারিণী হই। রাজন্, ভার্য্যা, পুত্র এবং দাস এই তিন ব্যক্তি অধন, ইহাদের ধন সম্বন্ধ নাই, ইহারা যাহা প্রাপ্ত হয় যাহার অধীনে থাকে তাহারই সেই ধনে স্বত্ব জন্মে। দেবযানীর সহিত আমি আপনকার ভুজিষ্যা ও বশ্যা হইয়াছি, হে রাজন্, সেই অবলা এবং আমি, আমরা দুই জনেই আপনকার ভোগ্যা, অতএব আমাকে উপভোগ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া যযাতির বোধ হইল এ যথার্থ বলিতেছে অতএব শর্ম্মিষ্ঠার সমাদর করিয়া তাহার প্রস্তাবিত ধর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তদনন্তর শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সঙ্গত হইয়া অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তাহার পর পরস্পর পূজা করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন। হে জনমেজয়, সেই সঙ্গমেই চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠার সেই নরপতি হইতে প্রথম গর্ভ হইল এবং ঐ সুন্দরী যথাযোগ্য কালে দেবগর্ভসদৃশ কমললোচন একটী কুমার প্রসব করিলেন।

ইতি আদিপর্ব্ব সম্ভব পর্ব্ব যযাতির উপাখ্যান দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন শর্ম্মিষ্ঠার কুমার জন্মিয়াছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র দেবযানী অতিশয় দুঃখার্ত্তা হইলেন এবং অনেক ক্ষণ একাগ্র মনে শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিলেন পরে তাহার নিকট গমনানন্তর এই বাক্য বলিলেন হে সুভ্রু, তুমি কামবশা হইয়া এ কি পাপ করিয়াছ?

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন বেদপারগ ধর্ম্মাত্মা কোন ঋষি আমার গৃহে অভ্যাগত হইয়াছিলেন, আমি সেই ঋষির নিকট কাম ভিক্ষা করিয়াছিলাম, অন্যায়ে কোন আচরণ করি নাই, সেই ঋষি হইতে আমার এই অপত্য জন্মিয়াছে, তোমার নিকট সত্য বলিতেছি।

দেবযানী কহিলেন যদি এ প্রকার হইয়া থাকে, ভালই হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি তুমি সেই ব্রাহ্মণকে জান, আমি গোত্র ও নাম সহিত সেই ব্রাহ্মণকে জানিতে ইচ্ছা করি।

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন তিনি দিবাকরের তুল্য তপস্যা ও তেজে দীপ্তিমান, তাঁহাকে দেখিয়া আমার জিজ্ঞাসা করিতে শক্তি হয় নাই।

দেবযানী কহিলেন শর্ম্মিষ্ঠে, যদি এ প্রকার হয় এবং তুমি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ দ্বিজ হইতে অপত্য লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার উপর আমার মন্যু নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা দুই জনে পরস্পর এই প্রকার বলিয়া হাস্য করিলেন পরে শুক্রকন্যা ঐ কথাই সত্য বোধ করিয়া সে স্থান হইতে নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্ জনমেজয়! তাহার পর যযাতিরাজা দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করিলেন। সেই দুই তনয় দ্বিতীয় শুক্র ও বিষ্ণুর তুল্য তেজস্বী হইল। আর ঐ রাজর্ষি হইতে বৃষপর্ব্বনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু এই তিন সন্তান প্রসব করিলেন। তদনন্তর কিয়ৎ কাল গত হইলে দেবযানী যযাতি সহিত সেই বনে গমন করিলেন যথায় দেবরূপী তিনটী কুমার বিশ্রব্ধচিত্তে ক্রীড়া করি-

তেছিল তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র দেবযানীর সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল, তিনি ব্যগ্র হইয়া এই রূপ বলিলেন।

রাজাকে সম্বোধিয়া দেবযানী জিজ্ঞাসিলেন রাজন্! এই তিনটী কুমার তেজে ও রূপে দেবকুমার সদৃশ, ইহারা কাহার্ সন্তান?

বৈশম্পায়ন কহিলেন দেবযানী রাজাকে এই প্রকার জিজ্ঞাসিয়া পরে সেই কুমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন অহে বাপুসকল! তোমাদের নাম কি? কোন বংশে জন্মিয়াছ? তোমাদের পিতা কে? যথার্থ বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। দেবযানীর এই জিজ্ঞাসায় সেই তিনটী কুমার অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা সেই রাজাকে দেখাইয়া দিল এবং কহিল শর্ম্মিষ্ঠা আমাদের মাতা। এই কথা বলিয়াই তিন জনে মিলিয়া রাজার নিকট আগমন করিল, কিন্তু দেবযানী নিকটে ছিলেন একারণ রাজা তাহাদিগের প্রতি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না। অতএব তাহারা রোদন করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গমন করিল। সেই বালকত্রয়ের কথা শুনিয়া রাজা সলজ্জ প্রায় হইলেন। দেবযানী ঐ সকল বালকের রাজার প্রতি প্রীতি দেখিয়া তথ্য বুঝিতে পারিলেন অতএব শর্ম্মিষ্ঠাকে আহ্বান করিয়া বচনারম্ভ করিলেন

দেবযানী কহিলেন তুই আমার অধীনা হইয়া কি রূপে আমার অপ্রিয় করিলি, সেই আসুর ধর্ম্মই বুঝি আশ্রয় করিয়াছিস্, আমাকে কি ভয় করিস্ না?

দেবযনী কহিলেন আমার অধীনা হইয়া কি প্রকারে আমার বিপ্রিয় করিলি, তুই বুঝি সেই আসুরিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিস্? তাহাতেই আমাকে ভয় করিতেছিস্ না।

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন হে চারুহাসিনি! ঋষি হইতে আমার গর্ভ্ভ হইয়াছিল এই কথা যাহা বলিয়াছি তাহাই সত্য নিশ্চয় জানিবেন। আমি ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে, আচরণ করিয়া থাকি, অতএব তোমাকে ভয় করি না। তুমি যে সময় পতিকে বরণ করিয়াছিলে আমিও সেই সময় বরণ করিয়াছি, হে শোভনে সখীর ভর্ত্তা ধর্ম্মতঃ ভর্ত্তা হয়েন। ভদ্রে! তুমি ব্রাহ্মণী এবং আমার জ্যেষ্ঠা, অতএব সর্ব্বতোভাবে পূজ্যা ও মান্যা সত্য কিন্তু তোমা অপেক্ষাও রাজর্ষি আমার পূজ্যতম, ইহা তুমি জান না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন শর্ম্মিষ্ঠার এই সকল কথা শুনিয়া দেবযানী রাজাকে সম্বোধিয়া বলিলেন রাজন্! তুমি আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ আর আমি এখানে বাস করিব না। এই বলিয়াই সে স্থান হইতে সহসা উৎপতিত হইলেন এবং বিবর্ণ হইয়া সাশ্রুলোচনে রোদন করিতে করিতে সত্বর শুক্রাচার্য্য সন্নিধানে গমন করিলেন। যযাতি এতদবলোকনে অত্যর্থ ব্যথিত ও সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং শান্ত্বনা করত পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিলেন। দেবযানী কোন প্রকারে নিবৃত্ত হইলেন না, ক্রোধারক্তলোচন হইয়া রাজাকে কোন কথা না বলিয়া রোদন করিতে করিতে অবিলম্বেই শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে দর্শন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তদনন্তর যযাতিও আসিয়া শুক্রকে প্রণাম করিলেন।

দেবযানী কহিলেন পিতঃ! অধর্ম্ম ধর্ম্মকে জয় করিল, অধম উত্তম হইল। বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রমণ করিয়াছে। যযাতি রাজা তাহার গর্ভ্ভে তিন পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, আমি দুর্ভাগা, আমার দুইটী মাত্র সন্তান হইয়াছে. আপনাকে নিবেদন করিলাম। পিতঃ! সেই রাজা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু আপনি মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছেন, আমি আর কাহাকে বলিব, আপনাকেই বলি।

এতৎ শ্রবণে শুক্র যযাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মহারাজ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও যেহেতু অধর্ম্মকে প্রিয় করিয়াছ, অতএব দুর্জ্জয়া জরা অচিরে তোমাকে আক্রমণ করিবে।

যযাতি কহিলেন ভগবন্! দানবেন্দ্রের দুহিতা অনন্যমনে আমার নিকট ঋতু সফল্য ভিক্ষা করিয়াছিল তাহাতেই ধর্ম্ম বোধে আমি ঐ কর্ম্ম করিয়াছিলাম কারণ যাচঞা করিলে যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ঋতু রক্ষা না করে তাহাকে ব্রহ্মবাদি পণ্ডিতগণ ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন। অপর যে পুরুষ নির্জ্জনে কাম প্রার্থিনী স্ত্রী কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া তাহার নিকট গমন না করে ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহাকে ভ্রূণহা বলিয়াছেন। হে বিপ্রবর! আমি এই সকল কারণ পর্য্যালোচন করিয়া অধর্ম্ম ভয়ে উদ্বিগ্ন হওত শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গমন করিয়াছিলাম।

শুক্র কহিলেন রাজন্! তুমি আমার অধীন, আমাকে জিজ্ঞাসা করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল। তোমার কি জ্ঞাত নাই যে ব্যক্তি মিথ্যাচারী হয় তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রে চোর বলে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন পরে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন তাহাতে যযাতি রাজা-

র সদ্যঃ পূর্ব্ব বয়স্ পরিহার এবং জরা প্রাপ্তি হইল।

যযাতি কহিলেন দেবযানীতে আমি এখনও পরিতৃপ্ত হই নাই, ব্রহ্মন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই জরা আমাতে প্রবিষ্ট না হউক।

শুক্র কহিলেন রাজন্! আমি মিথ্যা বলি না, তুমি জরা প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি যৌবনে বাসনা হয় অন্য কোন ব্যক্তিতে এই জরা সংক্রমণ করাও।

যযাতি কহিলেন আপনি অনুমতি করুন আমার পুত্রদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আমাকে আত্ম বয়স প্রদান করিবে সে রাজ্যভাগী, পুণ্যভাগী এবং কীর্ত্তি ভাগী হইতে পারে।

শুক্র কহিলেন রাজন্! তুমি ভক্তি পূর্ব্বক আমার অনুধ্যান করিয়া যথেচ্ছাক্রমে জরা সংক্রমণ করিতে পারিবে তাহাতে তোমার পাপ হইবেক না। তোমার যে পুত্র বয়স্ প্রদান করিবে সে রাজ্যভাগী, দীর্ঘজীবী, কীর্ত্তিমান্ এবং লোক পূজ্য হইবেক।

ইতি মহাভারত আদিপর্ব্ব সম্ভবপর্ব্ব যযাতি উপাখ্যান ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে রাজন্ জনমেজয়! যযাতি জরা প্রাপ্তানন্তর স্বীয় পুরে উপস্থিত হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠ তনয় যদুকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন হে তাত! শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা, বলী এবং পলিত আমাকে পরাভব করিল কিন্তু আমি এখনও যৌবনে পরিতৃপ্ত হই নাই অতএব হে পুত্র! তুমি পাপ সহ আমার জরা গ্রহণ কর, তোমার যৌবন দ্বারা আমি বিষয় ভোগ করি। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া জরা সহিত স্বীয় পাপ গ্রহণ করিব।

যদু কহিলেন পিতঃ! জরাতে পান ভোজন বিষয়ক বহুতর দোষ, অতএব আপনকার জরা আমি গ্রহণ করিব না, আমার এই মতি স্থির জানিবেন। ফলতঃ জরা হইলে কেশ শুভ্রবর্ণ হয়, আহ্লাদ আমোদ অপগত হইয়া যায়, গাত্রে বলী দর্শন হয়, এবং অনুদিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতে হয়। আর কার্য্য করিবার কোন শক্তি থাকে না, অপর উপজীবি জনগণ সহিত যৌবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইতে হয়। অতএব আমি জরা কামনা করি না। আপনকার অনেক পুত্র আছে, আপনি আমাপেক্ষাও তাহাদিগকে ভাল বাসেন হে ধর্ম্মজ্ঞ অন্য তনয়কে আপনার জরা গ্রহণার্থ আজ্ঞা করুন।

এতৎ শ্রবণে যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যেহেতু তুমি আমার ঔরসে উৎপন্ন হইয়া আপনার বয়স্ আমাকে দিলে না, এই দোষে তোমার প্রজা কদাপি রাজ্যভাগী হইবেক না। তদনন্তর তুর্ব্বসুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন বৎস! তুমি জরা সহ আমার পাপ গ্রহণ কর তোমার যৌবন লইয়া আমি বিষয় সেবা করি। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে পুনরায় তোমার যৌবন প্রত্যর্পণ করিব এবং জরা সহিত স্বীয় পাপ পুনঃ প্রাপ্ত হইব।

তুর্ব্বসু কহিলেন তাত! জরাতে কামভোগ বিনাশ এবং বল ও রূপের অন্তকারী হয় আর তাহা বুদ্ধি ও প্রাণের বিনাশকারিণী অতএব জরা গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।

যযাতি কহিলেন যেহেতু তুমি আমার ঔরসে উৎপন্ন হইয়া আপনার বয়স্ প্রদান করিলে না এই অপরাধে অরে তুর্ব্বসু! তোর প্রজা উচ্ছিন্ন হইবেক। আর যে সকল ব্যক্তির আচার ও ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ যাহারা প্রতি লোমচারী, সেই সকল ব্যক্তি মধ্যে এবং রাক্ষস ও অন্ত্যজগণ মধ্যে তুই রাজা হইবি। অপর যাহারা পরদার প্রসক্ত, যাহারা তির্য্যগ্ যোনিগত, যাহারা ধর্ম্ম নষ্ট, পাপী ম্লেচ্ছ, সেই সকল ব্যক্তি মধ্যে তোর বাস হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন রাজন্! যযাতি এই প্রকারে আপনার তনয় তুর্ব্বসুকে অভিশাপ দিয়া পরে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যুকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন বৎস, তুমি সহস্র বৎসরের নিমিত্ত বর্ণ বিনাশিনী আমার জরা মাত্র গ্রহণ কর এবং তোমার যৌবন আমাকে দাও। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া স্বীয় জরা সহিত আমার পাপ পুনর্গ্রহণ করিব।

দ্রুহ্যু কহিলেন পিতঃ জীর্ণ ব্যক্তি গজ অথবা রথ কিম্বা অশ্ব অথবা স্ত্রী কিছুই ভোগ করিতে পায় না, জরাগ্রস্ত হইলে বাগ্ভঙ্গও উপস্থিত হয়। এই কারণে আমি জরা কামনা করি না।

যযাতি কহিলেন যে হেতু তুমি আমার ঔরস হইতে উৎপন্ন হইয়া আমাকে স্বীয় বয়স্ প্রদান করিলা না, এই পাপে তোমার কদাপি প্রিয় কাম সম্পন্ন হইবেক না। আর যে খানে

অশ্ব রথ হস্তী ইত্যাদির গমন না হয়, কেবল গর্দ্দভ ছাগ মেষ ইত্যাদির গমন হয় অপর যথায় ভেলাই সন্তরণোপায়, তুমি সবংশে তাদৃশ স্থলে থাকিবা, রাজ শব্দ তোমাকে কখন ভজনা করিবে না।

তদনন্তর যযাতি অন্য পুত্র অনুকে সন্নিধানে আহ্বান করিয়া বলিলেন অনো! তুমি আমার জরা সহিত পাপ গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করি।

অনু এতৎ শ্রবণে কহিলেন পিতঃ জীর্ণ পুরুষ অশুচির ন্যায় কালে শিশুবৎ অন্নগ্রহণ করে,আর জীর্ণ নর যথা কালে অগ্নিতে হোম করিতেও সমর্থ হয় না, এইরূপে জরায় অনেক দোষ, অতএব আমি জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।

যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যেহেতু তুমি আমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বীয় বয়স আমাকে দিলেনা, অতএব তুমি যে জরাদোষ কহিলা স্বয়ং তাহা প্রাপ্ত হইবা আর তোমার সন্তানগণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং তুমিও অগ্নি প্রস্কন্দনপর হইয়া ঐ রূপ হইবা।

অবশেষে যযাতি পুরুকে ডাকিয়া বলিলেন বৎস! তুমি আমার প্রিয় তনয়, আমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইবে। বৎস! শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা ও বলী এবং পলিতাদি আমাকে পরাভব করিয়াছে, অথচ আমি এখনও যৌবনে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি জরা সহিত আমার পাপ গ্রহণ কর, আমি তোমার বয়সে কিছু কাল বিষয় ভোগ করিয়া বেড়াই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন এই প্রকার উক্ত হইয়া পুরু পিতাকে নিবেদন করিলেন মহারাজ! আমাকে যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই করিব। রাজন্, আপনকার জরা সহ পাপ এখনি গ্রহণ করিতেছি, আপনি আমা হইতে যৌবন গ্রহণ করিয়া যথাভিলষিত বিষয় ভোগ করুন। আমি জরাচ্ছন্ন ও তোমার বয়স এবং রূপধারী হই এবং যেমন কহিতেছেন আমার যৌবন আপনাকে দিয়া ভ্রমণ করি।

যযাতি এতৎ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন বৎস, তোমার প্রতি আমি সাতিশয় প্রীত হইলাম এবং সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলাম তোমার সন্তান সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ হইয়া রাজ্য ভোগ করিবে।

হে রাজন্ জনমেজয় যযাতি এই প্রকার কহিয়া পুত্রকে স্মরণ করত আপনার জরা মহাত্মা পুরুবরার প্রতি সংক্রমণ করাইলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন তদনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি প্রীতিযুক্ত হইয়া পুরুর বয়স দ্বারা প্রিয় বিষয় ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে রূপ অভিলাষ ও যে রূপ উৎসাহ হইল যথা কালে যথাসুখে ধর্ম্মের অবিরোধি কাম ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ দান দ্বারা পিতৃলোকের প্রীতি আর অনুগ্রহ দ্বারা দীনজনের সন্তোষ ও অভীষ্ট কাম বিতরণ দ্বারা বিপ্রবর্গের পরিতোষ উৎপন্ন করিলেন; অপিচ অন্ন ও পান দ্বারা অতিথিদিগকে এবং পরিপালন দ্বারা বৈশ্যজাতিকে আর অনুকম্পা দ্বারা শূদ্রজনকে এবং নিগ্রহ দ্বারা দস্যুদিগকে আয়ত্ত করিলেন। অপর ধর্ম্ম পালন করিয়া সকল প্রজার মনোরঞ্জন করিলেন। হে জনমেজয় এই প্রকারে যযাতি রাজা সাক্ষাৎ দেবরাজের ন্যায় রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিক্রম সিংহ তুল্য, তিনি যৌবনযুক্ত হইয়া বিষয় ভোগ এবং ধর্ম্মের অবিরোধে অনুত্তম সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন সত্য কিন্তু শুভ কাম প্রাপ্ত হইয়া কখনং তৃপ্ত ও কখনং খিন্ন হইলেন, অতএব কামজ্ঞ ঐ নরপতি কলা কাষ্ঠা ইত্যাদি সংখ্যা করিয়া সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অবধি সহস্র বৎসর যাবৎ বিশ্বাচীর সহিত নন্দন বনে বিহার করেন। তাহার পর কিয়ৎ কাল অলকায় তদনন্তর কতক বৎসর উত্তর মেরুশৃঙ্গে বিহার হয়। পরে যখন প্রতিশ্রুত কাল পরিপূর্ণ দেখিলেন তখন পুরুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন বৎস! আমি যেমত বলিয়াছিলাম, অভিলাষ অনুসারে তোমার যৌবন দ্বারা তেমন বিষয় ভোগ করিলাম কিন্তু বিষয় ভোগ কদাপি কাম দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয় না বরং ঘৃতযোগে বহ্নি যেমন উদ্দীপ্ত হয় তাহার ন্যায় বিষয় ভোগে পুনঃ২ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়, পৃথিবী মধ্যে ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু, স্ত্রী যে কিছু আছে, একের ভোগেও তৃপ্তি পর্য্যাপ্ত হয় না, অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। বৎস! যাহা দুর্ম্মতি জনের দুস্ত্যজ্য, যাহা জীর্ণ পুরুষের নিকটেও জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তিক রোগ স্বরূপ, যে ব্যক্তি সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করেন তাঁহারই সুখ। বৎস! আমি পূর্ণ সহস্র বৎসর

কাল বিষয়াসক্ত চিত্ত হইয়া আছি তথাপি অনুদিন ঐ সকল বিষয়েতেই আমার তৃষ্ণা জন্মিতেছে। অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে পর ব্রহ্মে মনঃ সমাহিত করিব এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নির্ম্মম হইয়া মৃগগণ সহ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। আপনার যৌবন এবং আমার এই রাজ্য গ্রহণ কর, কারণ তুমি আমার প্রিয়কারী তনয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন এই কথা বলিয়া যযাতি রাজা, আপনার জরা গ্রহণ করিলেন এবং পুরু স্বীয় যৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর যযাতি নিজ প্রিয় পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার বাসনা ব্যক্ত করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল নিবেদন করিল প্রভো! দেবযানীর পুত্র, শুক্রের দৌহিত্র, জ্যেষ্ঠ যদুকে অতিক্রমণ করিয়া কি প্রকারে পুরুকে রাজ্য প্রদান করিবেন। যদু আপনকার জ্যেষ্ঠ তনয়, তাহার পর তুর্ব্বসু জন্মিয়াছেন। তদনন্তর শর্ম্মিষ্ঠার সন্তান দ্রুহ্যু, তৎপশ্চাৎ অনু, সর্ব্বশেষে পুরু হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কনিষ্ঠ কি প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবে? আমরা আপনাকে এ বিষয় জানাইতেছি, আপনি ধর্ম্ম পালন করুন।

যযাতি কহিলেন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণ আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি জ্যেষ্ঠকে কোন প্রকারে রাজ্য দান করিব না, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নিয়োগ পালন করে নাই, যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে পুত্র সৎপুত্র নহে। যে পুত্র মাতা পিতার বাক্য ও হিতকারী সেই পুত্র, আর যে পুত্র পিতা মাতার নিকট পুত্রবৎ বর্ত্তমান হয় সেই পুত্র। যদু আমার অপমান করিয়াছে, তথা তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু, এবং অনু কর্ত্তৃকও আমি অবজ্ঞাত হইয়াছি, কিন্তু পুরু আমার বাক্য পালন এবং বিশেষ রূপে আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছে, অতএব পুরু যদিও কনিষ্ঠ পুত্র তথাচ সে আমার জরা ধারণ করিয়াছিল, সেই পুত্র আমার প্রিয়তম এবং আমার মিত্র রূপী তনয়, তিনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন তিনিই রাজ্যভাগী হইবেন আর শুক্রও স্বয়ং বর দিয়াছেন যে পুত্র অনুগত হইবে সেই পৃথিবীপতি হইবেক। অতএব হে প্রজাগণ! আমি তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি আমার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করহ।

অমাত্যাদি রাজ্যাঙ্গগণ কহিলেন যে পুত্র গুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বদা মাতাপিতার হিতকারী তিনি যদিও কনিষ্ঠ হন তথাচ সকল কল্যাণ প্রাপ্ত হইতে যোগ্য বটেন অতএব পুরু এই রাজ্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, আর সেই পুত্র আপনকার প্রিয়কারী, শুক্রাচার্য্যের বর দান হেতু আপনি তাঁহাকে রাজ্য দিতে পারেন, এবিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন পুরবাসী ও জনপদনিবাসী জনগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া যযাতি রাজা তদনন্তর পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্য দিয়া আপনি বনবাসার্থ দীক্ষিত হওত ব্রাহ্মণ তাপসগণ সহ পুর হইতে নির্গত হইলেন।

হে রাজন্! যযাতিপুত্র যদু হইতে যাদবগণ উৎপন্ন হয়, তুর্ব্বসুর পুত্র যবন, দ্রুহ্যুর সন্তান ভোজ এবং অনুর সন্তান ম্লেচ্ছগণ। আর পুরুর বংশ পৌরব, তুমি সহস্র বৎসর রাজ্য করিবার নিমিত্ত সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।

ইতি আদি পর্ব্ব সম্ভব পর্ব্ব যযাতি উপাখ্যান সমাপ্ত পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

গরুড় পুরাণ।

বিংশ অধ্যায় *।

সূত কহিলেন সর্ব্বদা সুখদা গণাদি পূজা বলি। গণাদিদেবের মূর্ত্তি মন্ত্ররূপ, বীজ উচ্চারণ করিয়া গণাধিপের অর্চ্চন করিবে। অনন্তর পূর্ব্বাদি দিকে হৃদয়াদি অঙ্গ পূজা কর্ত্তব্য। পরে নবশক্তি তথা রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকার পূজা করিয়া বজ্র খড়্গাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রেতাসনে অথবা পদ্মাসনে পূজা করিবে। তৎপশ্চাৎ ত্রিপুরার পূজা করিয়া ব্রহ্মাদির পূজা করিবে। তদনন্তর ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, চন্দ্র দেবতা, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকার পূজা করিবেক। তদনন্তর ভৈরব, অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ এবং সংহারী এই সকল ভৈরবের অর্চ্চনা করিবেক, পশ্চাৎ বটুক পূজা করিয়া লক্ষ জপ অথবা হোম করিবেক।

ইতি গরুড় পুরাণ ত্রিপুরাদি পূজা বিংশ অধ্যায়।

---

* ২৬ সংখ্যায় ভ্রমবশতঃ অধ্যায়াঙ্ক অশুদ্ধ হইয়াছে অষ্টাদশ না হইয়া ঊনবিংশ হইবেক।

হরিবংশ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন পুরূরবার সেই পুত্রগণ স্বর্গে জন্মিয়াছিল ইহাতে তাঁহারা দেবসুত সদৃশ মহাত্মা হইল। তাঁহাদের নাম আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, শতায়ু। তাঁহারা সাত জনেই উর্ব্বশী তনয়। তাঁহাদের মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম এবং নগ্নজিৎ। তন্মধ্যে ভীমের তনয় কাঞ্চন রাজা। কাঞ্চনের পুত্র মহাবল সুহোত্র। সুহোত্রের বনিতা কেশিনী, তাঁহার গর্ভে ঐ রাজার জহ্নু নামে এক পুত্র হয়। ঐ জহ্নু সর্ব্বমেধ নামে মহাযজ্ঞ আহরণ করেন এবং গঙ্গা দেবী পতি লোভে তাঁহার নিকট অভিসারিকা হন। হে রাজন্। গঙ্গা অভিলাষিণী হইয়া নিকটে গমন করিলে জহ্নু তাঁহার প্রতি আপনার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়া দেন। তদ্দর্শনে জহ্নু ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে এই বাক্য বলেন গঙ্গে, ষজ্ঞ মধ্যে তোমার জল পান করিয়া এখনি তোমার দম্ভ বিফল করিতেছি। তুমি যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলে, সদ্যই ইহার ফল প্রাপ্ত হইবা। ইহা বলিয়া কোপে পান করিয়া ফেলেন। মহর্ষিগণ ঐ ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াকুল হইয়াছিলেন পরে জহ্নু দুহিতৃ রূপে গঙ্গাকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন। হে জনমেজয়! যুবনাশ্ব নরপতির পুত্রী কাবেরীকে ঐ জহ্নু বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা জহ্নুর ঐ ভার্য্যাকে সরিৎ শ্রেষ্ঠা কাবেরী নদী করিয়া দেন।

সে যাহা হউক। ঐ জহ্নু আপনার ভার্য্যা কাবেরীর গর্ভে সুনহ নামে একটী ধার্ম্মিক ও প্রিয় তনয় উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সেই সুনহের আত্মজ অজক। অজকের তনয় বলাকাশ্ব। ঐ মহীপতি অতিশয় ব্যবনী ও মৃগয়াশীল ছিলেন। তাঁহার আত্মজ কুশ। হে রাজন্, ঐ কুশের চারি পুত্র হয়, চারি জনেই দেব তুল্য তেজস্বী ছিলেন। তাঁহাদের নাম কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব এবং মূর্ত্তিমান। তন্মধ্যে কুশিক বনচর পহ্লব জাতির সহিত বর্দ্ধিত হয়েন কিন্তু তিনি রাজা হইয়া পরে ইন্দ্র তুল্য তনয় লাভ কামনা করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠিন তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে তাঁহার পত্নীতে স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ইন্দ্র দেখিলেন তখনও কুশিক অত্যুগ্র তপস্যা করিতেছেন অতএব তাঁহাকে পুত্র জননে সমর্থ দেখিয়া আপনার অংশই তদীয় বনিতার গর্ভে স্থাপন করিলেন অতএব ইন্দ্র তাঁহার বনিতায় তৎপুত্র হইয়া গাধি রাজা হইয়াছিলেন।

গাধির ভার্য্যা পৌরকুৎসী তাঁহার গর্ভে গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল।

গাধি সেই কন্যাটী ভৃগু পুত্র ঋচীক হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সেই ভার্য্যার প্রতি ভৃগুনন্দনের অতিশয় প্রীতি জন্মিল।

ঋচীক একদা স্বীয় ভার্য্যার এবং গাধির সন্তান নিমিত্ত চিন্তা করিলেন পরে বনিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আমি দ্বিবিধ চরু কল্পনা করিয়াছি, এই চরু তুমি ভোজন করিবা এবং ইহা তোমার মাতা অভ্যবহার করিবেন। তোমার মাতা এই চরু উপযোগ করিলে তাঁহার গর্ভে দীপ্ত তেজস্বি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, যাহাকে কোন ক্ষত্রিয়ে পরাভব করিতে পারিবেক না এবং যিনি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠদিগের নিসূদন করিবেন, তাদৃশ সন্তান উৎপন্ন হইবেক। আর তোমার চরু প্রভাবে ধৈর্য্যশালী তপোনিষ্ঠ শমাত্মক দ্বিজশ্রেষ্ঠ তনয় উৎপন্ন হইবেক। ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যাকে এই প্রকার কহিয়া নিত্য তপস্যায় রত এপ্রযুক্ত তপস্যার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। হে নরেশ্বর, সেই সময়ে গাধি রাজা তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে তনয়াকে দেখিবার নিমিত্ত আপনার মহিষী সহিত ঋচীকাশ্রমে আগমন করিলেন। অতএব সত্যবতী দুই প্রস্থ চরু, যাহা আপনার স্বামী ঋচীক ঋষি রাখিয়া গিয়াছিলেন, যত্ন পূর্ব্বক লইয়া জননীকে নিবেদন করিলেন। দৈববশতঃ সত্যবতীর মাতা ব্যত্যাস করিয়া আপনার চরু দুহিতাকে দিয়া তাঁহার চরু আত্মসাৎ করিলেন। অতএব চরু প্রভাবে সত্যবতী ক্ষত্রিয়ান্তকর দীপ্ত শরীর ঘোর দর্শন গর্ভ ধারণ করিলেন। তদনন্তর তিনি ঋচীক ঋষির নয়নপথ বর্ত্তিনী হইলে ঐ ঋষি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং যোগ দ্বারা চরু ব্যত্যাস জানিতে পারিয়া বলিলেন ভদ্রে। চরুব্যত্যাস করিয়া তোমার মাতা তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তোমার গর্ভে ক্রূরকর্ম্মা দারুণ পুত্র উৎপন্ন হইবেক আর তোমার মাতার গর্ভে ব্রহ্মভূত তপস্বী শান্ত তনয় জন্মিবেক, আমি তপস্যা দ্বারা তাঁহাতেই ব্রহ্ম তেজঃ সমর্পণ করিয়াছি।

হে রাজন্। এই প্রকার উক্ত হইয়া সত্যবতী অতিশয় ভীতা হইলেন এবং বিবিধ বিনয় করিয়া পতিকে প্রসন্ন করত বলিলেন ব্রহ্মন্! আপনা হইতে এরূপ ব্রাহ্মণাপসদ পুত্র আমার না হউক। ইহাতে ঋচীক কহিলেন তোমার তনয় এপ্রকার হয় আমি এমত সঙ্কল্প করি নাই, কিন্তু চরুর কারণে তোমার পুত্র উগ্র কর্ম্মা হইবে। এ কথায় সত্যবতী পুনরায় বিনয় করিয়া বলিলেন মুনে, ইচ্ছা করিলে আপনি লোক সকল সৃজন করিতে পারেন, পুত্র সৃজন করা আপনকার কোন্ বিচিত্র কর্ম্ম? আমাকে

একটী শান্ত দান্ত সরল ও সৎ পুত্র প্রদান করুন। হে দ্বিজবর, চরু অন্য যাহা হইয়াছে যদি তাহার অন্যথা না হয় তবে অন্ততঃ ইহা বলুন আপনকার এই সঙ্কল্পানুসারে আমার শান্ত দান্ত একটী পৌত্র হইবে।

তদনন্তর ঋচীক তপোবলে বনিতার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন ভদ্রে! পুত্র পৌত্রে আমার কোন বিশেষ নাই, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হইবেক। তাহার পরে সত্যবতী তপোনিষ্ঠ শান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। হে রাজন্। পূর্ব্বে রৌদ্র ও বৈষ্ণব চরুর বিপর্য্যাস হইয়াছিল তৎপরে পুনরায় যজ্ঞ করাতে বৈষ্ণব অংশে জমদগ্নির জন্ম হইল; সে যাহাহউক। সত্যবতী অতিশয় সত্যধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, এ কারণ লোকে কৌশিকী নামে বিখ্যাতা হইয়া নদী রূপে প্রবৃত্তা হইয়াছেন।

হে রাজন্। ইক্ষ্বাকু বংশে রেণু নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার কন্যা রেণুকা, কামলী নামে প্রসিদ্ধা। সেই কামলী রেণুকার গর্ভে তপোবিদ্যা যুক্ত এক পুত্র হয় অর্থাৎ জমদগ্নি মুনি হইতে সুদারুণ জামদগ্ন্য রাম উৎপন্ন হয়েন, যিনি সর্ব্ব বিদ্যার অন্তগামী, ধনুর্ব্বেদে পারগ, ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী এবং প্রদীপ্ত পাবক তুল্য ছিলেন।

হে জনমেজয় ঋচীক মুনির ভার্য্যা সত্যবতীর গর্ভে তপোবলে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ জমদগ্নি মুনি উৎপন্ন হন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ, কনিষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ। অপর গাধিরাজার সেই চরু প্রভাবে তপঃ, বিদ্যা, শম, দমাদি সমন্বিত সেই বিশ্বামিত্র তনয় হয়েন, যিনি ব্রহ্মর্ষি সমতা পাইয়া সপ্তর্ষি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ফলতঃ ভৃগু প্রসাদেং কুশিক বংশীয় গাধি হইতে ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রের উদ্ভব হয়; তাঁহার নাম আদৌ বিশ্বরথ ছিল। রাজন্, ঐ বিশ্বামিত্রের সন্তান দেবরাতাদি, তাঁহারা ত্রিভুবনে বিখ্যাত। অন্যান্য পুত্রের নাম শুন, দেবশ্রবা, কাতি, (যাহা হইতে কাত্যায়ন হন) হিরণ্যাক্ষ (শালাবতী গর্ভজ) রেণুমান (রেণুগর্ভজাত), সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দ, জয়, দেবল, কচ্ছপ, হারীত। এই সকল মহাত্মার গোত্র সকল বিখ্যাত আছে অর্থাৎ পাণী, বক্র, ধ্যান জপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্ক, বাস্কল, লোহিত, যমদূত, কারীষি, সৌশ্রুত, কৌশিক, সৈন্ধবায়ন, দেবল, রেণু, যাজ্ঞবল্ক্য, আঘমর্ষণ, ঔদুম্বর, অভিষ্ণাত, তারকায়ণ, চুঞ্চুল, শালবত্য, হিরণ্যাক্ষ, সাঙ্কৃত্য, গালব, এবং নারায়ণি তথা নর এই সকল বিশ্বামিত্র বংশ। এতদ্ভিন্ন ঋষ্যন্তর বিবাহার বহুৎ কৌশিক গোত্রজ আছেন। এই বংশে ব্রহ্ম ক্ষত্রের প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ হয়। সে যাহাহউক। বিশ্বামিত্রের আত্মজ মধ্যে শুনঃশেফ অগ্রজ। ভৃগু বংশীয় ঐ মুনিবর কৌশিক বংশত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের পুত্র হন। ঐ শুনঃশেফ হরিদশ্ব রাজার যজ্ঞে পশুত্বে কল্পিত হইয়াছিলেন। দেবতারা তাঁহাকে বিশ্বামিত্র হস্তে প্রদান করেন। দেবগণ কর্ত্তৃক দত্ত হওয়াতে তাঁহার নাম দেবরাত হয়। অতএব দেবরাত প্রভৃতি সাত জন বিশ্বামিত্র তনয়। বিশ্বামিত্র হইতে দৃষদ্বতী তনয় অষ্টকনামা অষ্টম পুত্র হয়। সেই অষ্টকের পুত্র লৌহ। হে রাজন্, জহ্নু গণ এই কথিত হইল, অতঃপর আয়ুর বংশ বর্ণন করিব।

ইতি হরিবংশ অমর কীর্ত্তন পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

যোগবাশিষ্ঠ।

ষোড়শ অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন হে রামচন্দ্র! এক শত বর্ষ অনন্ত কালের অত্যল্প ও অতিতুচ্ছ অংশ, সেই এক শত বৎসর মাত্র যাহার পরমায়ু হইল সে মানুষ আবার তাহাতে কি আস্থা করিবেক। অতএব অন্তঃকরণ মধ্যে চিন্তামর্য্যী আস্থা পরিত্যাগ করিলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ হইয়া জগতী তলে বিহার করহ। বৎস, যেমন অগ্নি দীপ্তি প্রকাশ করি এতাদৃশী বাসনা না থাকিলেও রত্ন হইতে জ্যোতির প্রকাশ হয় সেইরূপ ইচ্ছা না থাকিলেও পরব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশ পায়, অতএব ইচ্ছার অভাব হেতু আত্মা কর্ত্তা নহেন তাঁহার সন্নিধান মাত্রে জগতের স্থিতি হয় এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া থাকি। এই প্রকারে আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব দুই বর্ত্তমান, তন্মধ্যে যাহাতে তোমার ইচ্ছা হয় তন্মাত্র আশ্রয় করিয়া সুস্থির হও।

পরন্তু হে বৎস! সকল কর্ম্মে আমি অকর্ত্তা এইরূপ দৃঢ় ভাবনা করিও, তাহা হইলে প্রবাহ বৎ আগত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও লিপ্ত হইবা না। হে রাম! চিত্ত শূন্য ও প্রকৃতি হীন জীব বিষয় রস বিহীন হয় অতএব অকর্ত্তা এইরূপ দৃঢ় ভাবনা দ্বারা পরম অমৃত নামে যে সৎ, তাহা গ্রহণ করহ। হে রাম! ব্রহ্মাদি দেবগণ যেখানে যে কর্ম্ম করেন আমি সে সকল কর্ম্মই করি এইরূপ দৃঢ় জ্ঞানে যদি কর্ত্তৃত্ব রূপে স্থিতি ইচ্ছা কর তাহাও উত্তম, তাহাতেও মুক্তি হইতে পারিবে। যদি এতাদৃক্ নিশ্চয় হয় তাহা হইলে রাগ দ্বেষাদির সম্ভাবনা কি?

হে রামচন্দ্র! এই শরীর এক ব্যক্তি লালন করিয়াছে, অন্য ব্যক্তি ইহা দগ্ধ করিবে, স্বাভাবিক পদার্থের গতিই এই, ইহাতে খেদ বা হর্ষ হয় কেন? আত্মাকে কর্ত্তা বোধ করিয়া খেদ হর্ষ ইত্যাদিতে যে সঙ্কল্প, তাহার ক্ষয় করা কর্ত্তব্য, ঐ রূপ সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে সমতাই অবশিষ্ট থাকে। সকল পদার্থে যে

সমতা রূপে স্থিতি, তাহাই সত্য ব্রহ্মপরা স্থিতি, সেই সমতায় যাহার চিত্ত স্থিত হয় সে ব্যক্তির পুনরায় জন্ম হয় না।

হে বৎস। সেই আমি এই, এই আমি নহি, এবং আমি এই কর্ম্ম করি ও আমি ইহা করি না, এই প্রকার কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্বাদি ভাবানুসন্ধান রূপ যে দৃষ্টি, তাহা কদাপি পরিতুষ্টির নিমিত্ত হয় না, আমি দেহরূপী এই প্রকারে যে স্থিতি, তাহাই কাল সূত্র মারীচ তথা অসিপত্রবন ইত্যাদি ঘোর নরকের কারণ হয় অতএব সর্ব্বস্ব নাশ উপস্থিত হইলেও দেহে আত্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিও, অপর যে পুরুষ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তিনি লোকে যেমন কুক্কুর-মাংস যুক্তা চণ্ডালী স্পর্শ করে না, তদ্বৎ দেহে আত্ম বুদ্ধি রূপ স্থিতিকে স্পর্শ করিবেন না। ঐ স্থিতি শুভ নাশিনী, উহাকে দৃষ্টির দূরে নিক্ষেপ করিলে পরম দৃষ্টি উদিত হয়। হে রামচন্দ্র, সেই দৃষ্টি তোমার যখন উদিত হইবে তখনই তুমি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আমি কর্ত্তা নহি, এবং এই দেহও আমি নহি, এইরূপ জানিয়া সর্ব্বোত্তম পদে স্থিতি কর। অথবা সকল কর্ত্তা আমি, সকল জগৎ আমি, এই রূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বোত্তম পদে স্থিতি কর তাহাতেই ব্রহ্মবেত্তা সাধুগণ ও শিবাদি দেব পূর্ব্বে স্থিত হইয়াছেন।

এই প্রকার কহিয়া বশিষ্ঠ পুনরায় বলিলেন বৎস। বাসনা দ্বারা যে বন্ধন সেই বন্ধন, বাসনা ক্ষয়ই মোক্ষ, অতএব বাসনা ত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থী হও। প্রথমতঃ বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া মৈত্র দয়াদি ভাবনা রূপ অমল বাসনা গ্রহন করহ। পরে সেই অমল বাসনা দ্বারা ব্যবহার কর্ম্ম করিয়াও অন্তরে সেই অমল বাসনা ত্যাগ করিবে, পশ্চাৎ শান্ত ও স্নেহ হইয়া কেবল চিন্মাত্র বাসনা যুক্ত হইও। তাহার পর মনঃ ও বুদ্ধির সহিত চিৎ বাসনাও ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে পদার্থ, তাহাতে অবস্থিত হও এবং যে মনের দ্বারা সকল ত্যাগ করিলে পরে সেই মনকে পরিত্যাগ করিও।

বৎস। চিৎ, মনঃ, সঙ্কল্প ইত্যাদির বাসনা ও প্রাণাদির স্পন্দন পরিত্যাগ করিয়া আকাশবৎ নির্ম্মল ও শান্ত বুদ্ধি হইয়া যে রূপ হও সকলের সংকত হইয়া সেই রূপেই স্থিত হইও। যে মহা বুদ্ধি ব্যক্তি মনের দ্বারা সকল পরিত্যাগ করিয়া মনের চাঞ্চল্য বিহীন হওত স্থিত হন তিনিই মুক্ত পুরুষ। যাঁহার হৃদয়ে কোন বাসনা নাই সেই সচিত্ত ব্যক্তিকে মুক্ত পুরুষ জানিবা, সে ব্যক্তির সমাধি করা বা না করা উভয়ই সমান। তাঁহার কোন কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। প্রাচীন ঋষিগণ চিরকাল অত্যর্থ শাস্ত্র বিচার করিয়া এক বাক্য হওত ইহাই স্থির করিয়াছেন যে বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মৌন অবলম্বন না করিলে কদাপি উত্তম পদ প্রাপ্তি হয় না। অপর প্রাচীন বহুদর্শী পণ্ডিত গণ অখিল দ্রষ্টব্য দর্শন করিয়া সকল দিকে ভ্রমণানন্তর এই স্থির করিয়াছেন যে শেষে যথার্থ বস্তুমাত্র দর্শন করেন এমত পুরুষ অধিক নাই। অপর যে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করা যায় তাহা কেবল দেহ ভরণার্থ, তাহাতে পরমার্থ কিছুই নাই, হে রামচন্দ্র। ভূতলে পাতালে ও স্বর্গে সর্ব্বত্রই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত আছে, কুত্রাপি ষষ্ঠ বস্তু নাই, ইহাতে যে ব্যক্তি উত্তম বস্তু কল্পনা করিয়া রতি করে সে নিতান্ত কুবুদ্ধি। অতএব জ্ঞানী পুরুষ বৃত্ত্যনুসারে এই সংসারে আচরণ করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার নিকট এ সংসার গোষ্পদবৎ অতি ক্ষুদ্র ও অনায়াসে লঙ্ঘনীয় হয়। পরন্তু তাহাই করিয়া সংসার আচরণ করিতে গেলে এই সংসার মহাআবর্ত্ত যুক্ত ভীষণ সমুদ্রবৎ হয়। বৎস ; এই জগতের কোন বস্তুই তত্ত্বজ্ঞ জনের মনো রঞ্জন করিতে পারে না।

হে রামচন্দ্র, ব্রহ্ম বিষয়ে বৃহস্পতি তনয় কচ যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা বলি শ্রবণ কর ; কোন সময় কচ নির্জ্জনে বসিয়া সমাধি করণানন্তর গাত্রোত্থান করিলেন আমি কি কর্ম্ম করিব, কোথায় যাইব, কিই বা গ্রহণ করিব, কিই বা ত্যাগ করিব, মহাপ্রলয় কালীন জলধির ন্যায় পরমাত্মাই সর্ব্বত্র বিশ্বমধ্যে ব্যাপ্ত আছেন, বাহ্যে ও অভ্যন্তরে ও এদিকে এবং ও দিকে সর্ব্বত্র আত্মাকেই দেখিতে পাইতেছি। আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই তো দৃষ্ট হয় না, আর আমিও সর্ব্বত্র স্থিত আছি, যে স্থানে আমি নাই এমত স্থান দেখিতেছি না, আর আমাতে যাহা নাই এমত বস্তুই বা কই, অতএব আমি অন্য কি বস্তুই বা বাঞ্ছা করিব, সকল বস্তুই আত্মস্বরূপ।

ইতি যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি প্রকরণ ষোড়শ সর্গ।

লক্ষ্মী স্তোত্র।

ত্বংশ্রী রূপেন্দ্র সদনে মদনৈক মাতঃ,
জ্যোৎস্নাসি চন্দ্রমসি চন্দ্রমনোহরাস্যে।
সূর্য্যে প্রভা সিতজগত্রিতয়ে প্রভাসি, লক্ষ্মি
প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে।

হে লক্ষ্মি, আপনি উপেন্দ্র সদনে শ্রীস্বরূপা, হে মদনজননি, আপনি চন্দ্রমধ্যে জ্যোৎস্না স্বরূপা, হে চন্দ্রমনোহরবদনে। আপনি সূর্য্যে প্রভা স্বরূপা, অপর সুশ্রীভূত জগত্রয় মধ্যে আপনিই প্রভা স্বরূপা, আপনি প্রসন্ন হউন। হে দেবি। যে সকল ব্যক্তি আপনাকে নমস্কার করে আপনি তাহাদিগের শরণ্যা হন।

ত্বং জাতবেদাস সদা দহনাত্মশক্তি বেধা

ত্বয়া জগদিদং বিবিধং বিদধ্যাৎ। বিশ্বস্তরোপি বিভৃয়াদখিলং ভবত্যা লক্ষ্মি প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥

হে দেবি। আপনি অগ্নিতে দহনাত্মিকা শক্তি, আপনার দ্বারাই বিধাতা এই অখিল জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন। বিশ্বম্ভরও আপনার দ্বারা অখিল জগৎ পালন করেন। হে লক্ষ্মি! আপনি প্রসন্ন হউন, যে সকল ব্যক্তি আপনাকে প্রণাম করে আপনি তাহাদিগের শরণ্যা।

শ্রীসূক্ত।

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণ রজতস্রজাং। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ম আবহ। ১

হে জাতবেদঃ হে অনল! যাঁহার বর্ণ সুবর্ণ বর্ণ সদৃশ, যিনি হরিণী রূপ ধারিণী, যাহার গল দেশে সুবর্ণ ও রজতের পুষ্পের মালা বিরাজমানা, যিনি চন্দ্রবৎ প্রকাশমানা, যাঁহার শরীর হিরণ্ময়, সেই শ্রীকে আমার নিমিত্ত আহ্বান করহ। হে অগ্নে, তুমি সকল দেবতার হোতা, এ কারণ শ্রীর আহ্বান তোমার অধীন। ১।

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী মনপগামিনীং। যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গা মশ্বং পুরুষানহং ॥ ২ ॥

হে অনল, তুমি অপগমন রহিতা সেই লক্ষ্মীকে আমার নিমিত্ত আহ্বান কর।

সুবর্ণ, ধেনু, অশ্ব, এবং পুত্র পৌত্র দাস দাসী প্রাপ্ত হইতে পারিব। ২

অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদ প্রবোধিনীং। শ্রিয়ং দেবী মুপহ্বয়ে শ্রী র্মা দেবী জুষতাং। ৩

যাঁহার অগ্রভাগে অশ্বগণ, যাঁহার মধ্যে রথ সকল, যিনি হস্তি নিঘোষ বৃংহিত ধ্বনি দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে প্রবোধ করান, যিনি দেবনশীলা, ও আশ্রয়ণীয়া, সেই শ্রীকে সমীপে আহ্বান করি, সেই শ্রী দেবী আসিয়া আমাকে সেবা করুন। ৩

কাং সস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারা মার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং। পদ্মে স্থিতাং পদ্ম বর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং। ৪

যিনি ব্রহ্মস্বরূপা, যাঁহার বদনে ঈষৎ হাস্য, যাঁহার আকার সুবর্ণ সদৃশ, যিনি ক্ষীরোদ সাগরে উৎপন্না হওয়াতে স্বভাবতঃ আর্দ্র, যিনি সদা প্রকাশমান, এবং প্রীতা হইয়া মনোরথ দ্বারা ভক্ত জন দিগকে প্রীত করেন, যিনি পদ্মোপরি আসীনা, এবং পদ্মবর্ণা সেই প্রসিদ্ধা শ্রী দেবীকে সমীপে আহ্বান করি ॥ ৪

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাং। তাং পদ্মিনী মীং শরণং প্রপদ্যে হ লক্ষ্মী র্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণোমি ॥ ৫

যিনি চন্দ্রবৎ প্রকাশমানা, যাঁহার প্রভা প্রকৃষ্টা, যিনি কীর্ত্তি করণক সদা প্রকাশমানা, স্বর্গ লোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার সেবা করেন, যিনি বদান্যা, যিনি পদ্মলতা রূপা, যিনি ঈকার বাচ্যা, সেই শ্রীর নিকট আমি ইহ লোকে রক্ষিত্রী বলিয়া শরণাগত হই অতএব হে লক্ষ্মি, যাহা হইতে আমার অলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাদৃশী তোমাকে শরণার্থ বরণ করি। ৫

আদিত্য বর্ণে তপসোঽভিজাতো বনস্পতি স্তব বৃক্ষো হথ বিল্বঃ। তস্য ফলানি তপসা নুদন্ত মা যা অন্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ ৬।

হে লক্ষ্মি! তোমার বর্ণ আদিত্যবৎ, তোমার নিয়ম হেতু পুষ্প বিনা ফলবান বৃক্ষ জাতি উৎপন্ন হয়, তদনন্তর বিল্ববৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই বিল্বের পক্বফল সকল তোমার অনুগ্রহে অন্তরিন্দ্রিয় বাহিরিন্দ্রিয় সম্বন্ধিনী অলক্ষ্মী নিবারণ করুন। ৬

উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ। প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে। ৭

হে লক্ষ্মি! মহাদেবের সখা কুবের এবং কীর্ত্ত্যভিমানিনী দেবতা কোষাধ্যক্ষ সহ সমীপে আগমন করুন, আমি এই জনপদে উৎপন্ন হইয়াছি। তাঁহারা আমার সহিত সঙ্গত হইয়া আমার কীর্ত্তি এবং নরবস্তু সমৃদ্ধি প্রদান করুন। ৭

ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহং। অভূতি মসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাং নির্ণুদ মে গৃহাৎ ॥ ৮

ক্ষুধা ও পিপাসায় মলিনা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে আমি বিনাশ করি। হে লক্ষ্মি, তুমি আমার গৃহ হইতে যাবস্তু অসমৃদ্ধি নিবারণ কর। ৮

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্ব ভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং। ৯

গন্ধ যাঁহার লক্ষণ, যাহাকে কেহই ধর্ষণ করিতে পারে না, যিনি নিত্য গবাশ্বাদি বহু পশু সমৃদ্ধ, যিনি সকল প্রাণির অধিষ্ঠাত্রী, সেই ভূমিরূপা শ্রীকে ইহলোকে সমীপে আহ্বান করি। ৯

মনসঃ কাম মাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি। পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ। ১০

হে শ্রি, আশীর্ব্বাদ কর আমি মনের অভিলাষ, সঙ্কল্প, বাগিন্দ্রিয়ের যাথার্থ্য, গো মহিষ্যাদি পশুদের

ক্ষীরাদি, এবং ভক্ষ্যাদি চতুর্ব্বিধ লাভ করি, আর আমাকে সম্পত্তি ও কীর্ত্তি আশ্রয় করুক। ১০

কর্দ্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভব কর্দ্দম। শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীং॥ ১১

শ্রীদেবী কর্দ্দম নামক পুত্র দ্বারা প্রকৃষ্টপ্রজাবতী হইয়াছেন অতএব হে কর্দ্দম, তুমি শ্রীর পুত্র তুমি আমার গৃহে বাস কর, আর পদ্মমালাবৃতা তোমার জননীকে আমার বংশে বাস করাও। ১১

আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে। নিত্যং দেবী মাতরংতে শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে॥ ১২

জলাভিমানিনী দেবতারা স্নেহ যুক্ত কার্য্য সকল উৎপাদন করুন, হে চিক্লীত নামক শ্রী পুত্র, তুমি আমার গৃহে বাস কর। আর তোমার জননী শ্রীদেবীকে নিত্য আমার বংশে বাস করাও। ১২

আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীং। হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ম আবহ॥ ১৩

আর্দ্রাঙ্গী, অভিষেকার্থ উদযুক্তা, পদ্মমালিনী, পুষ্করিণীরূপা, পুষ্টাভিমানিনী পিঙ্গল বর্ণা, হিরণ্ময়ী শ্রীদেবীকে হে জাতবেদঃ তুমি আমার নিমিত্ত আহ্বান করহ ১৩

আর্দ্রাং যঃ করিণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীং। সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ম আবহ॥ ১৪

যিনি আর্দ্রাঙ্গী, যষ্টি কর, দণ্ডরূপা, শোভন বর্ণা, হেমমালিনী, সূর্য্যবৎ প্রকাশমানা, সেই হিরণ্ময়ী শ্রীকে, হে জাতবেদঃ। তুমি আমার নিমিত্ত আহ্বান করহ। ১৪

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীং। যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহং॥ ১৫

হে জাতবেদঃ, আমার নিমিত্ত সেই প্রসিদ্ধা অনপগামিনী শ্রীকে আহ্বান করহ, যাঁহা হইতে আমি প্রভূত হিরণ্য, গো, অশ্ব, দাস, দাসী প্রাপ্ত হই।

ইতি শ্রীসূক্ত সমাপ্ত।

আত্মবোধ।

যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিভুঃ। তদ্ভেদাদ্ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ ভবেৎ॥ ৯॥

আকাশের ন্যায় হৃষীকেশ জীব বস্তুতঃ বিভু হইয়াও বিবিধ উপাধিগত হওয়াতে উপাধি সকলের ভিন্নতা হেতু ভিন্নবৎ প্রকাশ পান কিন্তু উপাধি বিনষ্ট হইলেই একবৎ হয়েন। ৯

নানোপাধি বশাদেবং জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ। আত্মন্যারোপিতা স্তোয়ে রস বর্ণাদি ভেদবৎ॥ ১০॥

বিবিধ উপাধির কারণেই, জলে রস রূপাদি প্রভেদবৎ, আত্মাতে জাতি নাম আশ্রয়াদি আরোপিত হইয়া থাকে। ১০

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং। শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তন মুচ্যতে॥ ১১

পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে অর্থাৎ বিশেষ পরিমাণে পরস্পর মিশ্রিত ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ হইতে, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কর্ম্মই যাহার উৎপত্তির কারণ, সেই শরীরই সুখ দুঃখের ভোগ স্থান।

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ। শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা॥ ১২

আত্মা বিশুদ্ধ, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়, এবং আনন্দময়, এই পঞ্চ কোষ রূপ উপাধি হেতু তত্তন্ময় হইয়া প্রকাশ পান যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক নীল বসনাদি যোগে তন্ময় বৎ প্রকাশ পায় তদ্বৎ। ১২

বপুস্তুষাদিভিঃ কোশৈ যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ। আত্মানমান্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাৎ তণ্ডুলং যথা। ১৩

শুদ্ধ অন্তরাত্মা স্থূল শরীর রূপ তুষাদি কোশে আচ্ছাদিত রহিয়া আছেন যুক্তি রূপ অবঘাত দ্বারা তণ্ডুলবৎ তাহাকে সেই কোশ হইতে বাহির করিয়া লইবেক। ১৩

সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাব ভাসতে। বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতি বিম্ববৎ॥ ১৪

আত্মা যদিও সর্ব্বদা সর্ব্ব গত তথাচ সর্ব্বত্র প্রকাশ পান না। যেমন প্রতি বিম্ব স্বচ্ছ পদার্থেতে প্রকাশ পায় তেমনি বুদ্ধিতেই আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। ১৪

দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণং। তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা॥ ১৫

আত্মাকে রাজ বৎ দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি রূপ প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ এবং সদা তত্তাবতের বৃত্তির সাক্ষী জানিবে। ১৫

ব্যাবৃতেষ্বিন্দ্রিয়ে ষ্বাত্মা ব্যাপারী বা বিবেকিনাং। দৃশ্যতেঽভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী॥ ১৬

যেমন মেঘ ধাবমান হইলে অবিবেকী পুরুষ

চন্দ্রকে ধাবমান বোধ করে তদ্বৎ ইন্দ্রিয় গণ ব্যাপার বিশিষ্ট হওয়াতে অবিবেচক লোকদের পক্ষে আত্মাই ব্যাপারবান বোধ হইয়া থাকেন। ১৬

আত্মচৈতন্য মাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয় মনোধিয়ঃ স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকে যথা জনাঃ ॥ ১৭

দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ইহারা আত্ম চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া স্ব২ অর্থে বর্ত্তমান হয় যেমন লোকে সূর্য্যের আলো অবলম্বন করিয়া স্ব২ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ১৭

দেহেন্দ্রিয় গুণান কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি। অধ্যস্যন্তেহবিবেকেন গগণে নীলতাদিবৎ ॥ ১৮

অবিবেক হেতু গগণে নীলতাদি অধ্যাসের ন্যায় অমল সচ্চিদানন্দে দেহেন্দ্রিয়ের গুণ ও কর্ম্ম অধ্যাসিত হইয়া থাকে। ১৮

অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি। কল্প্যন্তে হম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদে র্যথাম্ভসঃ ॥ ১৯

অজ্ঞান হেতু মনের উপাধি বশতঃ আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাদি কল্পিত হয় যেমন জলের চলনাদি হেতু প্রতি বিম্বিত চন্দ্রে চলনাদি কল্পনা করা গিয়া থাকে। ১৯

রাগেচ্ছা সুখ দুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে। সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ

বুদ্ধি থাকাতেই রাগ ইচ্ছা সুখ দুঃখ ইত্যাদি প্রবর্ত্তমান থাকে। সুষুপ্ত কালীন বুদ্ধি বিলীনা হওয়াতে ঐ সকল সুতরাং কিছুই থাকে না। অতএব বুদ্ধিরই রাগ ইচ্ছা ইত্যাদি, আত্মার নহে ২০

প্রকাশোহর্কস্য তোযস্য শৈত্যমগ্নে র্যথোষ্ণতা। স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্ম্মলতাত্মনঃ ২১

যেমন সূর্য্যের প্রকাশ স্বভাব, জলের শৈত্য স্বভাব, অগ্নির উষ্ণতা স্বভাব তেমনি আত্মার নিত্য জ্ঞান নিত্য আনন্দ ও নির্ম্মলতা স্বভাব। ২১

আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন চাত্মনি। জীবঃ সর্ব্বমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥ ২২

আত্মার কদাপি বিকার নাই এবং বুদ্ধিরও কখন বোধ সম্ভবে না, জীব ইহা জানিয়া ও দেখিয়া জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা বলিয়া মুগ্ধ হন। ২২

আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণিহি। দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ॥ ২৩

এক আত্মাই বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করেন যেমন দীপ ঘটাদি প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু সেই সকল জড় পদার্থ দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হন না। ২৩

ব্রজ বিহার।

কস্ত্বং বাল বলানুজ স্ত্বমিহ কিং মন্মন্দিরাশঙ্কয়া, বুদ্ধং তন্নবনীত কুম্ভবিবরে হস্তং কথং ন্যস্যসি। কর্ত্তুং তত্র পিপীলিকাপনয়নং সুপ্তাঃ কিমুদ্বোধিতা বালা বৎস গতিং বিবেক্তুমিতি সংজল্পন্ হরিঃ পাতু বঃ।

ব্রজবিহার সময়ে একদা শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপী গৃহে চৌর্য্যার্থ প্রবিষ্ট হইলে সে জানিতে পারিয়া কহিল তুই কে রে? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন আমি বলদেবের অনুজ। গোপী কহিল এখানে কেন? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন আমাদের বাটী বোধ করিয়া আসিয়াছি। গোপী কহিল হাঁ তাহা বুঝা গেল, নবনীত কুম্ভে হাত দিতেছ কেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন পিপীলিকা অপনয়ন করিবার নিমিত্ত। গোপী কহিল ভাল ও কথা যাউক, বালকেরা নিদ্রিত ছিল, ইহাদিগকে জাগরিত করিলে কেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন বৎস সকল কোথায় গেল বিবেচনা করিবার নিমিত্ত। এই প্রকারে জল্পনাকারী হরি রক্ষা করুন। ১

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র।

৪ সংখ্যা।

অগ্নি পুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, গৌরী, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, শিব, চতুর্মুখ অগ্নি, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও নারায়ণকে নমস্কার করি। নৈমিষারণ্যে যজ্ঞকারি শৌনকাদি ঋষিগণের আশ্রমে পুরাণ বক্তা সূত তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে সমাগত হইলে মুনিরা তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক পূজা করিয়া কহিলেন, হে সূত, যাঁহার সম্যক্ জ্ঞান হইলে সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে এমত পরম পদার্থ কি, আপনি সানুগ্রহ হইয়া তাহা সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমাদিগের শ্রোত্র বৃত্তি চরিতার্থ করুন। সূত কহিলেন এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারী ভগবান্ ভূত ভাবন বিষ্ণু ও ব্রহ্মাক্ষর স্বরূপ অগ্নি পুরাণ এই দুই পদার্থ সারাৎসার, এই উভয়ের জ্ঞান দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি এবং শুকাদি অন্যান্য ঋষিগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া ভগবান মহামুনি ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কহেন হে ঋষিগণ তোমরা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর, একদা আমি অন্যান্য তপোধন সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠাশ্রমে গমন পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি। আমার অণ্বেষণায় ভগবান্ বশিষ্ঠ কহেন হে তপোনিধে ব্যাস! শ্রবণ কর, অখিলার্থ জ্ঞান সাধন অগ্নি বিরচিত পুরাণ ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপ এক পরম পদার্থ ইহা বেদার্থানুগত, ইহার পাঠ বা শ্রবণে স্বর্গাপবর্গ লাভ হয়। অপর কালাগ্নি রূপী পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেব সারাৎসার পদার্থ, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি ভগবান্ কৃশানু সন্নিধানে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, পরম পদার্থ দুই প্রকার নিখিলার্থ জ্ঞান সাধন ব্রহ্মতত্ত্ব ও অগ্নি পুরাণ, ইহাতে মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপ ধারণের হেতু শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিঃ ছন্দঃ অভিধান ধর্ম্মশাস্ত্র মীমাংসাদি শাস্ত্র ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক অন্যান্য শাস্ত্র সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিব, ইহা পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ আমাকে ও ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে কহিয়াছিলেন। ইতি অগ্নি পুরাণে প্রশ্নাধ্যায় নাম প্রথম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন এই রূপে সেই দ্রোণপুত্র পক্ষিগণ জ্ঞান সম্পন্ন হয়, তাহারা এক্ষণেও বিন্ধ্য পর্ব্বতে বাস করিতেছে। হে জৈমিনে, তুমি তথায় গমন করিয়া তাহাদের উপাসনা কর এবং তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জৈমিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিন্ধ্য পর্ব্বতের যে স্থানে সেই ধর্ম্ম পক্ষিরা বাস করিতেছিল তথায় গমন করিলেন। বিন্ধ্যগিরির নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পঠন শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল, পক্ষিদিগের পাঠধ্বনি শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন এ কি? পক্ষিরা এরূপ স্থান সৌষ্ঠব রাখিয়া নিশ্বাস জয় পূর্ব্বক পড়িতেছে, এমত স্পষ্ট ও এতাদৃশ নির্দ্দোষ! কি আশ্চর্য্য, এ সকল মুনিকুমার এক্ষণে পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে এতদবস্থাতেও সরস্বতী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই? অথবা এই নিয়ম স্থির আছে, বন্ধুবর্গ, মিত্র এবং গৃহের অন্যান্য প্রিয় বস্তু, সকলই লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়, কিন্তু সরস্বতী কখন ত্যাগ করেন না।

জৈমিনি এই প্রকার চিন্তা করিতে২ সেই গিরি কন্দরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্রেই দৃষ্ট হইল পক্ষিগুলি শিলাপট্টের উপরি উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করিতেছে। তাহাদিগকে অবলোকন এবং তাহাদের নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি শোক ও হর্ষে আচ্ছন্ন হইলেন এবং সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজবর সকল, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি, তোমাদিগকে দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া আসিয়াছি। হে বৎস গণ, তোমাদের পিতা রোষ পরবশ হইয়া তোমাদিগকে অভিশাপ প্রদান

পূর্ব্বক যে এই প্রকার পক্ষি যোনি প্রাপ্ত করাইয়া-ছেন, এ বিষয়ের জন্য শোক করিও না, অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হয়, কপালের লিপি খণ্ডনীয় নয়। হে শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণ, প্রশস্তমনাঃ ব্যক্তি ধন ধান্যাদিসম্পন্ন মহাকুলে জন্মিয়াও পরে দ্রব্য বিনাশ হইলে শবরের নিকট প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, কত পুরুষ ধন সম্পত্তি সত্ত্বে আদৌ দান করিয়া পরে আবার যাচঞা করিতে বাধ্য হয়, কত লোক অন্যকে বধ করিয়া পরে আপনারা হত হয়, কত ব্যক্তি তপস্যার প্রভাবে অন্যকে পতিত করিয়া পরে আপনারা তপঃক্ষয়ে পতিত হয়, এবম্বিধ বহুবিধ বিপরীত ঘটনার দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই জগৎ ভাব অভাবের উচ্ছেদে অজস্র ব্যাকুল আছে, এ সকল বিষয় মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া তোমাদের শোক করা উচিত হয় না, হে বৎসগণ, তোমরা জ্ঞানী, শোক হর্ষে অধৃষ্য হওয়াই জ্ঞানের ফল।

পক্ষিগণ এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক জৈমিনির পূজা করিল এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসিল। অনন্তর তাহাদের পক্ষ পবনে শ্রান্তি শান্তি করত সেই মুনি সুখোপবিষ্ট হইলে তাহারা সকলে এক বাক্য হইয়া কহিতে আরম্ভ করিল।

পক্ষিরা কহিল অদ্য আমাদের জন্ম সফল এবং জীবন সার্থক হইল যেহেতু আপনকার যে পাদপদ্ম চিরকাল দেবগণের বন্দনীয়, তাহা দর্শন করিলাম। হে বিপ্র, আমাদিগের দেহে যে উদ্দীপ্ত পিতৃকোপাগ্নি জ্বলিতেছিল আপনকার দর্শনরূপ বারি দ্বারা অদ্য তাহাও শান্তি প্রাপ্ত হইল। হে ব্রহ্মন্, আপনকার আশ্রমে মৃগ পক্ষিদের তথা বৃক্ষ লতা গুল্ম বক্‌সার তৃণ ইত্যাদির তো কুশল? অথবা আমাদিগের এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা বাহুল্যমাত্র, আপনকার সহিত যাহারা একত্র বাস করে তাহাদের অকুশল কোথায়? হে ব্রহ্মন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, কি উদ্দেশে আগমন হইল বলিতে আজ্ঞা হউক, দেবতাদের সংসর্গে যেমন মহা অভ্যুদয় হয় তদ্রূপ আপনকার এই মিলনে আমাদের মহৎ অভ্যুদয় হইবে এমত বোধ হইতেছে। আমাদের গুরুতর শুভাদৃষ্ট ছিল তাহাতেই আপনাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পাইলাম।

জৈমিনি পক্ষিদিগের এই সমস্ত বিনয় বচন শ্রবণ করিয়া প্রতিবচন প্রদান করত কহিলেন হে পক্ষিগণ, আমি যে কারণে বিন্ধ্য পর্ব্বতের এই রম্য গহ্বরে আসিতে বাধিত হইয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ভারত শাস্ত্রে আমার কতকগুলি সন্দেহ হইয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ভৃগু কুলোদ্ভব মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের নিকট গমন করি। তাঁহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন বিন্ধ্যপর্ব্বতে মহাত্মা দ্রোণপুত্রেরা বাস করিতেছেন তাঁহাদের নিকট গিয়া এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা তোমাকে বিস্তার পূর্ব্বক সমুদায় বলিবেন। তাঁহার ঐ বাক্যে এক্ষণে আমি এই মহা গিরিতে তোমাদের নিকট আসিতেছি তোমরা আমার বাক্য অশেষরূপে শ্রবণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে যোগ্য হও।

পক্ষিরা কহিল হে ব্রহ্মন্, যদিস্যাৎ আপনকার পৃষ্ট বিষয় আমাদের বুদ্ধির বিষয় হয় অবশ্যই বলিব, আপনিও শঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন। হে মহাশয়, এ কি কথা? আমাদের বুদ্ধিতে যাহা উদিত হইবেক তাহা না বলিব কেন? কিন্তু হে দ্বিজবর, চতুর্ব্বেদ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, তথা বেদাঙ্গ, এবং অন্যান্য বেদতুল্য যাহা আছে, এ সকল আমাদের বুদ্ধির বিষয় বটে তথাচ আমরা এমত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না যে আপনি যাহা জিজ্ঞাসিবেন তাহারই মীমাংসা করিয়া দিব। আপনকার ভারত শাস্ত্রে কিং সন্দেহ আছে, বলুন যদিস্যাৎ মোহ উপস্থিত না হয় খণ্ডন করিয়া দিব।

জৈমিনি কহিলেন ভারতে যেং বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর এবং তাহা ব্যাখ্যা করিতে যোগ্য হও। হে পক্ষিগণ ভগবান্ বাসুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং সকলের কারণের কারণ, তিনি নির্গুণ হইয়াও কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অপর একা দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবদিগের মহিষী কেন হইয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমার সুমহৎ সংশয় আছে। আর মহাবল বলদেব কেন তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে ব্রহ্মহত্যার প্রতিক্রিয়া করেন? অপিচ পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর পুত্র দিগের নাথ ছিল তথাচ ঐ বালক গুলি অকৃতদারাবস্থায় অনাথের ন্যায় কেন নিহত হয়। হে দ্রোণনন্দন গণ, ভারত শাস্ত্রে আমার এই সকল বিষয়ে সন্দেহ আছে, তোমরা বর্ণন করিয়া ভঞ্জন কর, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইয়া আপনার আশ্রমে গমন করিব।

পক্ষিরা কহিল। সুরেশ বিষ্ণু সকলের প্রভবিষ্ণু, অপ্রমেয়, নিত্য এবং অনশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি ত্রিগুণ স্বরূপ, অথচ তাঁহাতে কোন প্রকার গুণের সম্বন্ধ নাই। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ আর বরেণ্য এবং ইয়ত্তাদি পরিচ্ছেদ শূন্য। অপর তিনি সকল হইতে সূক্ষ্ম, তাঁহা হইতে সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই, এবং তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কোন পদার্থই নাই। তিনি অজ, এবং এই জগতের আদি, ও এই সমস্ত

জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্বকে পণ্ডিতেরা আবির্ভাব তিরোভাব এবং দৃষ্ট অদৃষ্ট হইতে বিলক্ষণ করিয়া কহিয়া থাকেন। তিনিই অন্তে এই বিশ্বের সংহার করেন। অপর যে ব্রহ্মা চতুর্মুখে ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ উচ্চারণ করত ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছেন, সেই আদি দেব ব্রহ্মাকে প্রণাম করি। আর যাঁহার এক বাণে অসুরকুল বিনির্জ্জিত হইয়া যজ্ঞকারিদিগের যজ্ঞ ব্যাঘাত করণে ক্ষান্ত হইয়াছে, সেই মহাদেবকেও নমস্কার করি। তদনন্তর অদ্ভুত কর্ম্মা বেদব্যাসের সমুদায় পবিত্র মত বলিতেছি, মহর্ষি বেদব্যাস ভারতশাস্ত্র উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্মাদি সকল পদার্থেরই বিস্তার করিয়াছেন।

হে ব্রহ্মন! তত্ত্বদর্শি মুনিরা জল সকলকে "নার" এই শব্দে কহিয়া থাকেন, প্রথমে ঐ নার (জল) ভগবানের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল, এই কারণে ভগবান্ নারায়ণ নামে কথিত হইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! সেই ভগবান্ নারায়ণ দেব এই সমস্ত চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চতুরাকারে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি নির্গুণ এবং সগুণ দ্বিবিধ হইতে পারেন। তাঁহার প্রথমা মূর্ত্তি কি প্রকার, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারা যায় না, যোগিগণ সেই মূর্ত্তিই সতত দর্শন করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাহা অগ্নিশিখা সমূহ স্বরূপ হইবে, যাহাহউক, তাহাই যোগি দিগের পরম নিষ্ঠা স্থান। সেই মূর্ত্তিকে দূরস্থিতা ও নিকটস্থিতা দুই প্রকারই বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে গুণাতীত জানিও, তাহার নাম বাসুদেব, তাহা কেবল মমতা পরিত্যাগ দ্বারাই দৃশ্য হইতে পারে। তাহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ পদার্থ নহে, ঐ সকল কল্পিতমাত্র, সেই মূর্ত্তি অতি শুদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠাস্বরূপা হইয়া বর্ত্তমানা আছে কেবল ইহাও মান্য করিও।

ভগবানের দ্বিতীয়া মূর্ত্তির নাম শেষ নাগ, যিনি নীচে থাকিয়া মস্তকের দ্বারা এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, কিন্তু ঐ মূর্ত্তি তামসী, এই নিমিত্ত অশুভ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাঁহার তৃতীয়া মূর্ত্তি কর্ম্মকারিণী, ঐ মূর্ত্তি হইতে প্রজা পালন হয়, কিন্তু ঐ মূর্ত্তিকে সত্ত্বগুণে উদ্রিক্তা জানিও, তাহা হইতেই ধর্ম্ম সংস্থাপন হইয়া থাকে।

তাঁহার চতুর্থ মূর্ত্তি জলমধ্যে সর্প শয্যায় শয়ান আছে, তাহার রজোগুণ, সেই মূর্ত্তি সর্ব্বদাই সৃষ্টি করিতেছে।

হে ব্রহ্মন্! ভগবানের যে তৃতীয়া মূর্ত্তি, যাহা প্রজা পালনে তৎপরা, তাহাই এই পৃথিবীতে নিয়ত ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিতেছে। ঐ মূর্ত্তিই ধর্ম্ম বিনাশক উদ্ধত অসুর নিকরকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, এবং তাহা হইতেই দেবগণের তথা ধর্ম্মপরায়ণ অন্যান্য সাধু সংঘের রক্ষা হয়।

হে জৈমিনে! যখনং ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় তখনই সেই ভগবান্ আপনার একং মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বে তিনি বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুখদ্বারা জল নিরসন পুরঃসর আপনার একটী রদন করণক পদ্মিনীর ন্যায় এই বসুন্ধরাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অপর তিনি নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে এবং বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি অন্যান্য দানব দিগকে বধ করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন, ঐ ভগবান বামনাদি আরো অনেক অবতার গ্রহণ করেন, সে সকল সংখ্যা করিতে পারি না, এই মাত্র বলিতে পারি এক্ষণে তিনি মাথুর রূপী হইয়াছেন। হে বিপ্র, সেই সত্ত্ব মূর্ত্তি ভগবান্ ঐ প্রকারে ভূরিং অবতার গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সত্ত্ব মূর্ত্তির নাম প্রদ্যুম্ন, ঐ মূর্ত্তি কেবল রক্ষা কর্ম্মেতেই অবস্থিত আছে। তিনি যখন যে মূর্ত্তি হইয়া দেবত্ব অথবা মনুষ্যত্ব কিম্বা তির্য্যগ্যোনিত্ব যাহা অবলম্বন করেন তাহাতে সেই যোনির স্বভাব ধারণ করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ বিষ্ণু কৃতকৃত্য হইয়াও যে কারণে মানুষত্ব প্রাপ্ত হন্ তৎ সমুদায় তোমাকে বলিলাম, অতঃপর ইহার উত্তর বাক্য শ্রবণ কর।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে চতুর্ব্যূহাবতার নামে চতুর্থ অধ্যায়।

কল্কি পুরাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিতেছেন। রবি তুল্য তেজস্বী কলকি সভামধ্যে রাজাকে স্বপ্রিয় সনাতন ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন, শুন মহারাজ কালক্রমে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবতারা আমাতেই লীন হইয়া রহিলেন। তখন আর আমার অন্য কোন কর্ম্ম ছিল না, আমি একামাত্র পরমাত্মা প্রসুপ্ত হইয়া ছিলাম। পরে ক্রমশঃ মহানিশার শেষ হইলে আমি জাগিয়া ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলে বিরাট্ নামে এক পুরুষ জন্মিলেন সে পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। সেই বিরাট্ শরীর হইতে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মা

করিলেন, ফলতঃ সে সকল আমার অংশ, আমার মায়া সকল কার্য্যেরই কারণ, এই হেতু পরিণামে সকলি আমাতে লয় পায়, ব্রাহ্মণেরা আমাকে জানিয়া আমার উদ্দেশেই যজ্ঞ বেদ মন্ত্রোচ্চারণ তপস্যা দানাদি সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাকেই স্তব করেন, মনে২ আমারই স্মরণ করেন। ব্রাহ্মণেরা বেদ বক্তা, বেদ আমার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, আমার শরীর জগৎ, আমাকে লোকে জগন্ময় কহিয়া থাকে, ব্রাহ্মণেরা সৎকর্ম্ম যজ্ঞ হোমাদি দ্বারা আমার সেই জগৎ স্বরূপ শরীরকে পুষ্ট করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে আমিও প্রণাম করি।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন। বিপ্রের লক্ষণ কি? আর বিপ্রেরা যে বিষ্ণু ভক্তি বলে বাকবান হইয়াছেন সে ভক্তি কাহাকে বলে। কল্কি কহিলেন শুন মহারাজ অপৌরুষেয় ধর্ম্মমূল বেদ যাঁহার মুখে বিদ্যমান, তাঁহাকেই বিপ্র কহা যায় সেই বিপ্রের যে ধর্ম্ম সেই আমার ভক্তি, আমি তাহাতেই প্রীত হইয়া স্বমায়া সহ যুগে২ অবতীর্ণ হই। সধবারা যে সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে সেই সূত্র ঊর্দ্ধে ত্রিবৃত ও তাহাই আবার অধস্ত্রিবৃত করিলে তাহাকে যজ্ঞ সূত্র কহা যায়, সেই যজ্ঞসূত্র ত্রিগুণ করিয়া বেদমন্ত্র ও প্রবর উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাতে গ্রন্থি দিতে হয়. সামবেদি মতে স্কন্ধ অবধি নাভি মধ্য পর্য্যন্ত, যজুর্বেদি মতে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অল্প যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ। সেই যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণেরা বাম স্কন্ধে ধারণ করিয়া মৃত্তিকা বা ভস্ম অথবা চন্দনে তিলক করেন এবং ভাল দেশ কেশ পর্য্যন্ত ত্রিপুণ্ড্রকে বিভূষিত রাখেন। ইহাঁরা বিধি বিষ্ণু মহেশ্বরের অধিষ্ঠান স্থান ঐ দেবত্রয় সর্ব্বদা ইহাঁদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণের করে স্বর্গ, বাক্যে বেদ, পদে হরি, গাত্রে সকল তীর্থ ও যাগ যজ্ঞ, নাসিকে মূলপ্রবৃত্তি, কণ্ঠদেশে সাবিত্রী, হৃদয় ব্রহ্মময়, স্তনমধ্যে ধর্ম্ম, ও পৃষ্ঠদেশে অধর্ম্ম। হে মহারাজ, ব্রাহ্মণেরাই পৃথিবীর দেবতা, ইহাঁরা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ে কুশল, ইহাঁরাই আমার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ইহাঁরা বালক হইয়াও জ্ঞান বৃদ্ধ তপো বৃদ্ধ এবং আমার প্রিয়। আমি ইহাঁদিগের বচন প্রতিপালন নিমিত্ত নানা অবতার হইয়া থাকি, সামান্য সুকৃতে ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায় না, ইহাঁদিগের সুকৃতের শেষ নাই, ইহাঁরা দর্শন মাত্রে অন্যের পাপ রাশি বিনাশ করেন। ইহাঁদিগের সম্পর্কে কলি দোষ দূরীভূত হওয়াতে সকল ভয় নিবৃত্ত হয়।

সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ রাজা, কল্কির এই কলি দোষ হর বচন শ্রবণ করিয়া পরম পবিত্র মনে তচ্চরণে প্রণতি পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ক্রমশঃ সন্ধ্যা সময় সমুপাগত শিবদত্ত সর্ব্বজ্ঞ শুক দূর হইতে পর্য্যটন করিয়া কল্কি নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও স্তবে পরিতুষ্ট করিল। কল্কি সস্মিত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন কহ শুক কোন্ দেশ হইতে কি দ্রব্য সামগ্রী আহার করিয়া আসিলে। শুক কহিলেন নাথ, শ্রবণ করুন, আমি ভোজনার্থ নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে২ সমুদ্র মধ্যে সিংহল দ্বীপে গিয়াছিলাম, তথাকার বৃহদ্রথ নামক রাজার কন্যাকে দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহার পরম পবিত্র চরিত্র কথা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

হে ভগবন্ সিংহল দ্বীপের কি অপূর্ব্ব শোভা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণে পরিপূর্ণ, স্থানে২ মনোরম্য হর্ম্ম্য প্রাসাদ ও অট্টালিকাদি সুপরিষ্কৃত রাজপথ সকল, কোন২ স্থানে রত্ন কুট্টিম, কোথায় বা স্ফটিক বেদিকা, উত্তমাঙ্গনারা নানাবিধ বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে, মনোহর সরোবর সকলের জলে জলপুষ্প রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া দিক্ মণ্ডল প্রকাশিতেছে মধুপাবলী মধুলোভে ইতস্ততঃ ভ্রমিতেছে, কূলে সারস কল হংস বক চক্রবাক প্রভৃতি বিবিধ বিহঙ্গম কুল সুস্বরে কলরব করিতেছে। স্থানে২ বৃক্ষ বাটিকা রহিয়াছে, ফল পুষ্পে সুশোভিত উপবন সকল শোভিতেছে।

প্রভো, এমন দেশ দেখি নাই, সে দেশের রাজা বৃহদ্রথ, তিনি মহাবল পরাক্রান্ত, তাঁহার পদ্মাবতী নামে এক কন্যা অসামান্য রূপ গুণশালিনী, কন্যার অনুরূপ রূপ জগতীতলে দুর্লভ, তাঁহাকে দেখিলে কন্দর্পেরও মোহ জন্মে, বোধ হয় বিধাতা সেই সচ্চরিত্রা কন্যাকে তূলিকা দ্বারাই চিত্রিত করিয়া থাকিবেন, কন্যা পার্ব্বতীর ন্যায় সদাই শিব সেবা করেন, সখীগণে পরিবৃতা থাকিয়া জপ ধ্যানাদি কার্য্যেই কালযাপন করেন। মহাদেব তাঁহাকে লক্ষ্মী স্বরূপা জানিয়া একদা পার্ব্বতী সহ সমীপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং মনোনীত বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন তাহাতে কন্যা লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে নিরুত্তরে রহিলে কহেন নারায়ণই তোমার পতি হইবেন, তিনিই তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন অন্যে করিবে না, যদি কেহ কামভাবে তোমার প্রতি কখন কটাক্ষপাত করে অমনি নারী হইবে, দেবতাই হউক, নাগই হউক, গন্ধর্ব্বই হউক, নারায়ণ ব্যতীত যে তোমার রতি প্রার্থনা করিবে সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী দেহ পাইবে, এখন গৃহে যাও, তপস্যায় প্রয়োজন নাই, আর ক্লেশ পাইতে হইবে না, সুখে কালযাপন কর। শিব তাঁহাকে ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কন্যা হর নিকটে আপন অভীষ্ট বরপ্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণিপাত পুরঃসর রাজ-

পুরী প্রবেশিলেন। এই কল্কি পুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যত বিবরণ হর বরপ্রদান নামক চতুর্থ অধ্যায়।

রামায়ণ।

আদি কাণ্ড।

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি মুনি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের প্রমুখাৎ রামায়ণ কাব্যের বীজ শ্রবণ করিয়াছিলেন এক্ষণে লোক মধ্যে অন্বেষণ করিয়া শ্রীরাম চরিত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর জলোপস্পর্শ পূর্ব্বক প্রাগগ্র-দর্ভে উপবেশন করিয়া এই চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন কি রূপে ঐকাব্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন। তাহাতে তাঁহার তপঃ প্রভাবে মনোমধ্যে সকলই উদিত হইল অর্থাৎ মহাপ্রতাপি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র, জন্ম, বীর্য্য, লোকানুকূলতা, লোকপ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, সৌম্যতা, সত্যশীলতা, বিশ্বামিত্রের চরিত্র, ঐসকাশাৎ রামচন্দ্রের মন্ত্রলাভ, তাড়কা বধ, যজ্ঞকার্য্য সাধন, বিশ্বামিত্র মুনির অন্যান্য নানা বিচিত্র কথা, রামচন্দ্রের মিথিলা গমন, ধনুর্ভঙ্গ, পরশুরাম সহ বিবাদ, দশরথের ভয়, রামের অভিষেক, কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণা, অভিষেকে ব্যাঘাত, রামচন্দ্রের বনবাস, রাজা দশরথের শোক বিলাপ মোহ ও মরণ, রাজ্যাঙ্গ সকলের বিবাদ, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তাহাদের বিদায় দান, চণ্ডালাধিপতি সহ সংবাদ, সূতের প্রত্যাগমন, গঙ্গা সন্তরণ, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দর্শন, ভরদ্বাজ ঋষির আদেশক্রমে চিত্রকূটে গমন, তথায় বসতি করণ, ভরতের আগমন, ভরত কর্ত্তৃক রামের প্রসাদন, পিতার উদকক্রিয়া, পাদুকাদির অভিষেক, নন্দিগ্রামে অবস্থান, দণ্ডকারণ্য গমন, বিরাধ বধ, শরভঙ্গাশ্রম দর্শন, সুতীক্ষ্ণ মুনি সহ সাক্ষাৎ, অনুসূয়ার সমস্যা, তৎকর্ত্তৃক অঙ্গ রাগার্পণ, অগস্ত্য দর্শন, ধনুগ্রহণ, অগস্ত্য সমীপে বিদায় গ্রহণ, পঞ্চবটীবাস, শূর্পণখার হাস্য, তাহার বিরূপতা করণ, খর ত্রিশিরার বধ, রাবণকে তৎসংবাদ দান, মারীচের বিনাশ, সীতার হরণ, জটায়ুর নিধন, রামচন্দ্রের বিলাপ, কবন্ধ গ্রহণ, কবন্ধ বধ, শবরী দর্শন, পম্পা দর্শন, পম্পার বিলাপ, হনূমানের দর্শন, ঋষ্যমূক পর্ব্বতাভিমুখে গমন, সুগ্রীব সহ সম্মিলন, তাহার প্রত্যয়োৎপাদন, তাহার সহিত সখ্য, বালি সুগ্রীবে সংগ্রাম, বালি বিনাশ, সুগ্রীবকে রাজ্য দান, তারার বিলাপ, তারার নিকট রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, বর্ষাকালে সুগ্রীবের রাজ্যে রামের বাস, রামচন্দ্রের কোপ, সৈন্য সংগ্রহ, দিগ্‌দিগন্তরে সেনা প্রস্থাপন, পৃথিবী বর্ণন, অঙ্গুরীয়ক দান, ভল্লুক বিল দর্শন, বানরদের প্রায়োপবেশন, সম্পাতির দর্শন, পর্ব্বতারোহণ, সাগর উল্লঙ্ঘন, সমুদ্রের বচনে মৈনাক পর্ব্বত দর্শন, রাক্ষসীর তর্জ্জন, ছায়াগ্রাহিণীর সহিত সাক্ষাৎ, সিংহিকার নিধন, লঙ্কা দর্শন রজনীযোগে লঙ্কা প্রবেশ, হনূমানের চিন্তা, রাজসদনে গমন, রাবণান্তঃপুর দর্শন, অশোক বনপ্রবেশ, সীতা দর্শন, রাক্ষসীদের সীতা প্রতি তর্জ্জন, রাবণ দর্শন, সীতার সহিত হনূমানের সম্ভাষণ, অভিজ্ঞান অঙ্গুরী অর্পণ, সীতা কর্ত্তৃক মণি প্রদান, বন ভঙ্গ, রাক্ষসীদের দূরীকরণ, কিঙ্কর দিগকে তাড়ন, রাবণের অমাত্য পুত্রের মরণ, সেনাপতির বধ, অক্ষকুমারের নিধন, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধার্থ নির্গমন, হনূমানকে ধৃত করণ, হনূমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কা দাহ ও বন্ধচ্ছেদ, হনূমানের প্রত্যাগমন, মধু ভোজন, রাম সন্নিধানে আগমনানন্তর তাঁহাকে আশ্বাস দান, মণি প্রদর্শন, সমুদ্র তীরে গমন নল কর্ত্তৃক সেতু বন্ধন, সমুদ্র উত্তীর্ণ হওন, লঙ্কা আক্রমণ, বিভীষণ সহ মিলন, বিভীষণ কর্ত্তৃক রাবণের বধোপায় কথন, কুম্ভকর্ণ বধ, মেঘনাদ বধ, রাবণ বধ, রাক্ষসাঙ্গনাদের শোক, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা ত্যাগ, তৎকালে

ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন, তাঁহাদের বাক্য, সীতার সতীত্বে প্রত্যয়োৎপাদন, অরিপুরে সীতা প্রাপ্তি, মৃত বানর গণের জীবন, রামচন্দ্রের পুষ্পকারোহণ, অযোধ্যা গমন, ভরদ্বাজ মুনি সহ সাক্ষাৎ, ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনূমানকে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকাভ্যুদয়, বানর ও রাক্ষস গণকে বিদায় দান, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদের সমাগম, রাক্ষসদের উৎপাত কথন, রাবণের জয়, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা পরিত্যাগ, প্রকৃতি রঞ্জন, রামচন্দ্রের ভাবি যৎকিঞ্চিৎ চরিত্র, রাজ্য প্রাপ্ত্যনন্তর তাঁহার আচরণ, ঋষিদের অভ্যাগমন, শত্রুঘ্নকে বিদায় করণ, বনমধ্যে সীতার পুত্র প্রসব, যুদ্ধে লবণের বধ, মথুরাতে নিবাস, সীতার পুনরাগমন, যজ্ঞান্তে তাঁহার প্রত্যয় উৎপাদন, তাঁহার ভূমধ্যে প্রবেশ, রামচন্দ্রের সন্তাপ, কাল এবং দুর্ব্বাসা মুনির আগমন, লক্ষ্মণের বিসর্জ্জন, পুত্রদিগকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ, পুরবাসি ও জনপদ বাসিদের স্বর্গ গমন, এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ মহর্ষি সত্যসন্ধ রামচন্দ্রের সমস্ত চরিত্র যথাক্রমে স্বীয় কাব্যে নিবদ্ধ করিলেন।

তদনন্তর কিয়দ্দিন গত হইলে মুনি পুনর্ব্বার শ্লোকবৎ শোক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আগমন পুরঃসর ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন মুনে, তোমার এই বাক্য শ্লোকই বটে। পরে বাল্মীকির শিষ্যগণ এবং প্রাচীন২ ঋষি বর্গ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন পাদবদ্ধ, চতুশ্চরণ বিশিষ্ট তোমার বাক্য শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব মহামুনি বাল্মীকির এই বুদ্ধি হইল সমুদয় রামায়ণ এইরূপে রচনা করি, কেননা ব্রহ্মা আমাকে এ বিষয় কহিয়াছিলেন পরে নারদের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকটেও বিশেষ অবগত হইয়াছি।

ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি মুনি প্রথমতঃ ঐ বিষয়ের বস্তু মাত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন পরে অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতে লাগিলেন, গুণাকর রামচন্দ্রের এবং সস্ত্রীক রাজা দশরথের তথা তদীয় অন্তঃপুরজনের কথোপকথন, গমন, কর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত সকল বিষয় যোগবলে জ্ঞানগোচর হইল। অপর ভরত ও শত্রুঘ্নের ব্যবহার, বশিষ্ঠ সুমন্ত্র, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জনকরাজা ইহঁদের চেষ্টা ও রাক্ষস এবং বানরগণের বীর্য্য, অপর সীতা সহায় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বনে লক্ষ্মণ সহিত বাস করিতে২ যাহা২ কথিত হইয়াছিল তৎ সমুদয় ও তপস্যা ও যোগ বলে দেখিতে লাগিলেন। অখিল বৃত্তান্ত অনুসন্ধান হইলে করামলকবৎ সমুদয়ই তাঁহার সুগোচর হইল।

মহামুনি বাল্মীকি যোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া পরে রামচন্দ্রের মহা চরিত্র রচনা করিলেন তাহাতে ধর্ম্ম কাম অর্থ সকলই আছে, তাহা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিলে পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু তিনি বেদ রূপ রত্ন সমূহে আকীর্ণ অদ্ভুত কাব্য সাগর স্বরূপ ঐ রামায়ণ নামক মহাকাব্য অশেষ রূপে রচনা করিয়া পরে এই চিন্তায় পতিত হইলেন ইহা লোকে কোন্ ব্যক্তি প্রচারিত করিবেন।

মহর্ষি বাল্মীকি ভাবিতাত্মা হইয়া এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন ইত্যবসরে মুনি বেশধারী তদীয় শিষ্য রূপৌদার্য্য গুণান্বিত সীতারামাঙ্গ সম্ভূত কুশ লব নামে বিখ্যাত দুই যুবা আগত হইয়া তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। বাল্মীকি ধর্ম্মজ্ঞ যশস্বি সেই রাজপুত্রদ্বয়কে স্বরবান্ অবলোকন করিয়া সুবুদ্ধি এবং বেদে পরিনিষ্ঠিত জানিয়া শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক এই বাক্য কহিলেন আমি এই রামায়ণ নামক কাব্য রচনা করিয়াছি ইহার শ্রবণ

ও কীর্ত্তনে পুণ্য জন্মে অতএব তোমরা দুইজনে এই কাব্য গ্রহণ কর। এই কাব্যে পৌলস্ত্যের বধ এবং ধর্ম্ম কাম অর্থ সকলই আছে অপর ইহা পঠনে ও গান করণে অতি মধুর এবং প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এতৎ প্রমাণত্রয় সংযুক্ত, অপর মধুর গীতান্বিত, ও সপ্তস্বর সম্বলিত, আর সপ্ত প্রকার জাতি সংযুক্ত, এবং শ্রোতৃদের শ্রুতি রঞ্জন, আর শৃঙ্গার বীর বীভৎস রৌদ্র ভয়ানক করুণ অদ্ভুত হাস্য এই সমস্ত রসে পরিপূর্ণ। ঋষি শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বাল্মীকি তাঁহাদিগকে এই প্রকার কহিয়া রাম কথাশ্রয় স্বকৃত কাব্য অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা দুই জনে সেই কাব্য অধ্যয়ন করত যখন সমুদায় কণ্ঠস্থ করিলেন তখন ঋষি তাঁহাদিগকে কহিলেন ঋষি দিগের সভায় যখন ভূরি২ পুণ্যবান্ রাজর্ষির সমাগম হইবেক তখন তোমরা সেই স্থানে এই কাব্য গান করিও। দেবরূপি কুশ লব গুরুর অনুমতিক্রমে ঋষি সভায় অতি মধুর স্বরে সেই কাব্য গান করিলেন। তাঁহারা দুইজনে জন্মাবধি মধুর স্বরবান এবং রূপে শ্রীরামচন্দ্রের এমত অনুরূপ ছিলেন যেন তদীয় প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হইত। অপর বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং গন্ধর্ব্বের ন্যায় সুশ্রী ছিলেন। আপনাদের গুরুর উপদেশক্রমে ঋষি সভায় রামায়ণ কাব্য গানকরিলে তাঁহাদের প্রতি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতা এবং গন্ধর্ব্ব, পতগ, পন্নগ, মহর্ষিগণ সকলেই মহা২ সন্তুষ্ট হইলেন। অপর এক সময়ে দেবরূপি সেই দুই বালক ঋষি দিগের সমাগম স্থলে সেই কাব্য অতি কলস্বরে গান করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মুনিগণের পরম বিস্ময় জন্মিল। পরে অপর২ সহস্র২ মুনি হর্ষ বিস্ময় সম্পন্ন হইয়া সেই কাব্য শ্রবণ অভিলাষে আগমন করিতে লাগিলেন তাঁহাদের সমক্ষেও দুই সহোদরে মিলিত হইয়া উত্তম রূপে গান করিলেন। ঋষিগণ শ্রবণ করিতে২ হর্ষে সাধুবাদ করিতেন, তাহাতে মহা২ কলরব হইত। মুনিগণ কাব্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া সংগীতকারি সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে কুশীলব বলিয়া প্রশংসা করিতে২ কহিলেন, আহা তোমরা যে কাব্য গান করিলে ইহা কি চমৎকার ভাব শুদ্ধ। কি সুস্বরে গান করিলে, ভগবান্ রামচন্দ্রের কি মহৎ চরিত্র, তাহা অধিক কাল হইয়া গেলেও যেন প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইতেছে। এই কাব্য অতি সরল এবং অতি উত্তম কোমল ললিত সমাক্ষরপদে বিরচিত হইয়াছে, তোমরা ভাল রূপে ইহার প্রয়োগ করিলে। আহা! এ কাব্য কি সুশ্রাব্য, ইহার আস্বাদ কি চমৎকার, কি চমৎকার স্বরে কেমন ব্যক্ত রূপে গীত হইল। পদ সন্ধি তাল মান পৃথক্২ প্রদর্শন পূর্ব্বক এবং পরম স্বাদ সম্পত্তিতে ভূষিত হইয়া কি উত্তমরূপে গান করিলে।

কুশ লব এই প্রকারে মহর্ষি গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হওয়াতে আরো মধুর স্বরে পুনর্ব্বার তাহা গান করিলেন ইহাতে কোন মুনি তাঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়া পানীয় কলস প্রদান করিলেন, কোন মুনি সুস্বাদু বন্য ফল, কেহ ঈপ্সিত বল্কল, কেহ কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মৌঞ্জী, কেহ আসন, কেহ কৌপীন প্রদান করিলেন। অপর২ মুনিরা তুষ্ট হইয়া কুঠার, অন্যে রক্ত বসন, আর২ ব্যক্তিরা জটাবন্ধন, যজ্ঞভাণ্ড, কাষ্ঠভার, এবং উডুম্বর কাষ্ঠের আসন পুরস্কার দিতে লাগিলেন। কতিপয় মুনি মঙ্গল বচনে পরিতোষ প্রকাশ করিলেন। আর কতকগুলি ঋষি দীর্ঘ জীবনাশীর্ব্বাদ ও বর দান করিতে লাগিলেন।

অন্যে কহিলেন মিহর্ষি বাল্মীকি এই আশ্চর্য্য কাব্য যথাক্রমে রচনা করিয়াছেন, ইহা কবিগণের পরম আধার, পূর্ব্ব২ মুনিরা ইহার ভূরি২ প্রশংসা করিবেন। অপিচ এই কাব্য মনুষ্য লোকীয় কবিত্বের মূলী-

ভূক্ত। দেবৰূপি কুশ লব ঐ ৰূপে সেই কাব্যের এবং আপনাদের প্রশংসা শুনিতেং নানা স্থানে বিশেষতঃ রাজধানীতে ও রাজাদের সমীপে গান করিলেন।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে আপ্ত পুরুষ দ্বারা সেই দুই গায়ককে সৎকার পুরঃসর আপন সভায় আনীত করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞান্তে রামচন্দ্রাদেশে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য মহীপতি এবং বশিষ্ঠ অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মবাদি মহর্ষিগণের সন্নিধানে সেই কাব্য গান করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মহা মূল্য আসনে উপবেশন পুরঃসর ভরতাদি ভ্রাতৃগণ এবং পুরস্থ শত সহস্র জন পরিবৃত হইয়া সেই আত্ম চরিত্র শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং সুমধুর গানকারি দেবৰূপি সেই দুই বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্মণ ও অন্যান্য পারিষদ গণকে কহিতে লাগিলেন এই দুটী বালক কেমন মধুর স্বরে বিচিত্রার্থ পদ গান করিতেছে, শ্রবণ কর, ইহাদের গীতে আমার সর্ব্ব শরীর ও মনঃ পুলকিত হইতেছে, এই দুই বালক রাজ লক্ষণান্বিত, ইহাদের নাম কুশ ও লব, ইহারা মহা তপস্বী, মহর্ষি বাল্মীকি কৃত কাব্য অদ্ভুত ৰূপে গান করিতেছে। তদনন্তর তাঁহারা রামচন্দ্রের আদেশে যথাক্রমে সেই কাব্য সমস্ত গান করিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ও তদ্গতচিত্ত হইয়া সমস্ত সভা সহ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণে ৪ সর্গ।

মহাভারত।

পৌলোম পর্ব্ব।

চতুর্থ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবাঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করাতে পৌরাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক মুনির দ্বাদশ বার্ষিক সত্র কর্ম্মের উপলক্ষে তথায় যে সকল ঋষি অভ্যাগত হয়েন তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া তিনি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মুনিগণকে নিবেদন করিলেন কি শ্রবণ করিতে আপনাদের বাসনা হয়, আমি আপনাদিগের নিকট কি কহিব।

ঋষিগণ তাঁহার ঐ কথায় এই প্রতিবচন প্রদান করেন হে লোমহর্ষণে! আমাদিগের যে বিষয় শুনিতে ইচ্ছা আছে বলিব, তোমাকে তাহা কহিতে হইবে, এক্ষণে পূজ্য ভগবান্ কুলপতি শৌনক অগ্নি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, এখন নহে, তিনি আসুন। কুলপতি শৌনক দেবাসুর সংক্রান্ত সকল কথাই জানেন এবং মনুষ্য নাগ গন্ধর্ব্বদিগের বাক্যেতেও সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার পরিচয় আছে। হে সৌতে তিনি এই যজ্ঞে বর্ত্তমান আছেন। তিনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ দক্ষ ব্রতনিষ্ঠ এবং আরণ্য শাস্ত্রে পরম গুরু। অপর সত্যবাদী, শান্ত, দান্ত, এবং আমাদের সকলেরই মান্য, ইহাতে তাঁহার অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি অগ্নি গৃহ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক অর্চ্চিত আসনে অধ্যাসীন হইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তুমি সমুদায় কহিও।

সৌতি কহিলেন, তাহাই ভাল, মহাত্মা কুলপতি শৌনক বহির্গত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়াই নানা বিষয়ক পুণ্য কথা কহিব।

অনন্তর সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনক যথা বিধি সমুদায় কার্য্য সমাধা এবং দেবগণকে বাক্য দ্বারা ও পিতৃগণকে উদক দ্বারা তৃপ্ত করিয়া আগমন করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তত্রাগত সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সেই যজ্ঞায়তনের চতুর্দ্দিগ বেষ্টন পূর্ব্বক সুত পুত্র উগ্রশ্রবাকে অগ্রে করিয়া উপবেশন করিলে এবং ঋত্বিক ও সদস্য সকলও গৃহীতাসন হইলে কুলপতি শৌনক আপনি আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং উগ্রশ্রবাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ইতি আদি পর্ব্বণি কথা প্রবেশ নামে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন হে তাত! তোমার পিতা অখিল পুরাণ অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, বোধ করি তুমিও ঐ সকল অধ্যয়ন করিয়া থাকিবে। পুরাণেতে ধীমান্ মহাত্মাদিগের যে সকল আদিবংশ কথিত আছে আমরা পূর্ব্বে তোমার পিতার নিকট সে সকল শ্রবণ করিয়াছি, পুনর্ব্বার শুশ্রূষা হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথমে

ভার্গব বংশ শুনিতে ইচ্ছা করি, তদ্বিষয়ক কথা বল দেখি শুনি। এক্ষণে আমাদের কোন কর্ম্ম নাই, স্বচ্ছন্দে তোমার কথা শুনিতে পারিব।

সুত কহিলেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা বৈশম্পায়নাদি প্রধান২ দ্বিজগণ যাহা২ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সে সকল যে প্রকারে কহিয়াছিলেন, অপর আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আমি সম্যক্ প্রকারে তৎসমুদায় অবগত আছি অতএব আপনাদিগের নিকট বলিতে পারিব, আপনারা শ্রবণ করুন। হে ভৃগুনন্দন! ঋষিগণ ও মরুদ্গণ সহ ইন্দ্রাদি দেব বৃন্দ আপনাদের প্রবর ভার্গব বংশের পূজা করিয়া থাকেন। হে মুনে, এই ভার্গব বংশের পুরাণ সংক্রান্ত কথাই প্রথমে যথাযুক্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

হে মুনে! পাবক প্রমুখাৎ আমাদের শ্রুত আছে ভগবান্ মহর্ষি ভৃগু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দ্বারা বরুণ ভার্য্যা ক্রতুর গর্ব্ভে উৎপন্ন হয়েন। ঐ ভৃগুর প্রিয় পুত্রের নাম চ্যবন। চ্যবনের তনয় প্রমিতি, তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। প্রমিতির স্ত্রী ঘৃতাচী, তাহাতে তাঁহার এক সন্তান হয়, তাঁহার নাম রুরু। ঐ মহাত্মা রুরুর প্রমদ্বরা নামী এক ভার্য্যা ছিল, তাহার গর্ব্ভে শুনক মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি আপনকার পূর্ব্ব পিতামহ এবং অতিশয় তপস্বী যশস্বী বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ ধার্ম্মিক সত্যবাদী শমদমাদিসম্পন্ন তথা আহারাদির নিয়মবান্ ছিলেন।

শৌনক কহিলেন হে সূতপুত্র, ভৃগুর পুত্র কি নিমিত্তে চ্যবন নামা হইলেন ইহার বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, বিশেষ করিয়া বল

সৌতি কহিলেন হে দ্বিজবর, মহর্ষি ভৃগুর পুলোমা নামে প্রেয়সী ভার্য্যা ছিলেন, ভৃগুর শুক্রে তাঁহার গর্ব্ভ সঞ্চার হয়। সুশীলা ধর্ম্মপত্নী পুলোমা গর্ব্ভ গ্রহণ করিলে ধার্ম্মিকবর ভৃগু তীর্থাভিষেকার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সেই সময় পুলোম নামে একটা রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে আগমন করিল এবং তাঁহার পরমাসুন্দরী ভার্য্যাকে দেখিয়া একেবারে কাম মোহিত হইল। ভৃগুপত্নী অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন, রাক্ষসকে আশ্রমে অভ্যাগত দেখিয়া বন্য ফল মূল উপহার দিয়া আতিথ্য করিলেন। হে ব্রহ্মন্, দুরাত্মা রাক্ষস সে সময় তাঁহার রূপ লাবণ্য সুন্দর রূপে দেখিতে পাইল এবং কন্দর্পবাণে আরো জর্জ্জরিত হইতে লাগিল ইহাতে তাঁহাকে হরণ করিতে তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইল। সে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিল তোমার সকল কার্য্যই হইয়াছে। এ কথার তাৎপর্য্য এই শীঘ্র হরণ করিবে।

হে মহাশয়, ঐ পুলোম রাক্ষস পূর্ব্বে ঐ রমণীকে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ সুন্দরীর পিতা রাক্ষসকে কন্যা দান না করিয়া ভৃগুকে যথাশাস্ত্র সম্প্রদান করেন তজ্জন্য তাহার মনে চিরকালাবধি ক্ষোভ ছিল ঐ সময় সুযোগ পাইয়া হরণ করিতে মনস্থ করিল, সে হরণ করিতে যায় ইতিমধ্যে আশ্রম মধ্যে অগ্নি গৃহে জ্বলন্ত অনল দেখিতে পাইল তাহাতে সেই পাবককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নে, তুমি দেবগণের মুখ এবং সত্যবাদী, আমি তোমাকে ধর্ম্মতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি সত্য করিয়া বল দেখি এই সুন্দরী কাহার ভার্য্যা হইতে পারেন? আমি ইহাকে প্রথমে বরণ করি পশ্চাৎ ইহার পিতা অনৃতকারি ভৃগুকে সম্প্রদান করে, ইহাতে কি ইনি ন্যায়তঃ ভৃগুর ভার্য্যা হইতে পারেন? সত্য করিয়া বল, আমি এই আশ্রম হইতে ইহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। ইহার পিতা আমাকে সম্প্রদান না করাতে আমার হৃদয়ে যে মন্যু হয় তাহা এখনও প্রদীপ্ত থাকিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে, ইনি আমার পূর্ব্ব পত্নী, ভৃগু ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, এ কি আমার সামান্য পরিতাপের বিষয়!

সৌতি কহিলেন। রাক্ষস সেই জ্বলন্ত পাবককে এইরূপে পুনঃ২ প্রশ্ন করিতে লাগিল, ইনি ভৃগুর ভার্য্যা কি না বল? আর কহিল অহে অগ্নি, তুমি সকল প্রাণির অন্তরে সদা বর্ত্তমান আছ এবং সাক্ষির ন্যায় সকলের পুণ্য পাপ দেখিয়া থাক, সত্য বাক্য বল। ইনি আমার পূর্ব্ববৃতা ভার্য্যা, ভৃগু অন্যায় করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইনি আমার পত্নী কি না? আমি তোমার কথা শুনিয়াই তোমার সাক্ষাতে ইহাকে এই আশ্রম হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাইব, সত্য কথা কহিও।

সুত কহিলেন। অগ্নি সেই রাক্ষসের ঐ সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন অনৃত ও অভিশাপ দুই দিকে দুই বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহার মহাভয় জন্মিল। মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন এই যশস্বিনী পুলোমাকে ইহার পিতা ভৃগুকে সম্প্রদান করিয়াছেন তোমাকে প্রদান করেন নাই, অপর সেই ঋষি বিধি দৃষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ পূর্ব্বক আমার অগ্রে ইহার পাণি গ্রহণ করিয়া ইহাকে ভার্য্যা করিয়াছেন,

ইহাতে ইনি সেই ঋষির ভার্য্যা হইতে পারেন, আমি মিথ্যা বলিতে পারি না, লোকেতে মিথ্যা কখন পূজ্য হয় না। ইতি আদি পর্ব্বণি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অগ্নির ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস বরাহরূপ ধারণ করিয়া ভৃগুপত্নীকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার কুক্ষিতে যে গর্ভ ছিল তাহা রোষ পরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মাতৃ কুক্ষি হইতে চ্যুত হইল এই কারণেই ঐ গর্ভোৎপন্ন সন্তান চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন। রাক্ষস মাতৃগর্ভ কুক্ষি হইতে আদিত্য তুল্য তেজস্বী সন্তানকে নিঃসৃত হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতাপে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল এবং মুনিপত্নীকে ত্যাগ করিয়া পড়িয়া গেল।

হে ভৃগুনন্দন শৌনক, ভৃগুপত্নী পুলোমা আপনার গর্ভ নিঃসৃত সন্তানটী গ্রহণ করিয়া দুঃখে মূর্চ্ছিতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মা আপনার বধূকে রোরুদ্যমানা এবং বাষ্পাকুলনেত্রা দেখিয়া সান্ত্বনা করিলেন। পুলোমার নেত্র জল এত নিঃসৃত হইয়াছিল যে তাহাতে মহানদী উৎপন্না হইয়া তাঁহার সর্ব্ব পার্শ্বে বহমানা হইল। ব্রহ্মা তাঁহার নেত্র জল নির্গতা নদীকে তদীয় পথগামিনী অবলোকন করিয়া সেই নদীর নাম বধূসরা রাখিয়াছিলেন।

হে মহাশয়, মহর্ষি ভৃগুর পুত্র মহাপ্রতাপী চ্যবন এই প্রকারে উৎপন্ন হয়েন। তদনন্তর ভৃগু আশ্রমে আগমন করিয়া আপনার সেই পুত্র চ্যবন এবং সেই পত্নী পুলোমাকে দেখিতে পাইলেন এবং কুপিত হইয়া ধর্ম্ম পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ রাক্ষস তোমাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? তুমি যে আমার ভার্য্যা সে রাক্ষস কি ইহা জানিত না? আমাকে যথার্থ বল, আমি সেই পাপাত্মাকে অভিশাপ দি। আমার শাপে ভীত না হয় এ সংসারে এমত কোন্ ব্যক্তি আছে? কাহার এই রূপ দুঃসাহস হইয়াছিল?

পুলোমা কহিলেন। হে ভগবন্, আপনকার গৃহস্থাপিত ঐ অগ্নি সেই রাক্ষসের নিকট আমার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি চীৎকার করিয়া রোদন করিলেও সেই রাক্ষস আক্রোশকারিণী মৃগীর ন্যায় আমাকে ধরিয়া আনে, কেবল তোমার এই পুত্রের প্রভাবে আমি তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, সে তোমার এই সন্তানের তেজে ভস্মীভূত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পতিত হয়।

সূত কহিলেন। পুলোমার প্রমুখাৎ এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর মন্যু বৃদ্ধিশীল হইল, কোপে প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নিকেই এই অভিসম্পাত দিলেন তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে। ইতি আদি পর্ব্বণি অগ্নি শাপ ষষ্ঠ অধ্যায়।

গরুড় পুরাণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন। এই পুরাণ ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে ব্রহ্মা এবং রুদ্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার নিকট বেদব্যাস শুনেন, আমি বেদব্যাস সকাশাৎ শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে এই নৈমিষারণ্যে আপনারা এবং এই সমস্ত ঋষি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনাদিগের নিকট তাহা বর্ণন করিব। এই পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, দেবপূজা, তীর্থ, ভুবনকোষ, মন্বন্তর, আশ্রমধর্ম্ম, রাজাদিধর্ম্ম, ব্যবহার, ব্রত, বংশানুচরিত, বৈদ্যক, এবং বেদাঙ্গ তথা ধর্ম্ম অর্থ কাম সমুদায় বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। পক্ষিরাজ গরুড় ভগবান্ বাসুদেবের প্রসাদে অতিশয় সামর্থ্য সম্পন্ন হইয়াছিলেন। ঐ পক্ষীই হরির বাহন এবং সৃষ্ট্যাদির কারণ, তিনি ভগবানের প্রসাদে দেবগণকে জয় করিয়া অমৃত আহরণ করেন। তাঁহার দর্শন অথবা স্মরণে নাগাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মহামুনি কাশ্যপ তাঁহারই প্রভাবে দগ্ধ তরুকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ঐ পক্ষিরাজ গরুড় কাশ্যপকে এই পুরাণ কহেন পরে ভগবান্ হরি রুদ্রকে কহিয়াছিলেন, হে মহর্ষে শৌনক, সেই পুরাণ আমি আপনাদিগের নিকট কহিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

রুদ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে কহিয়াছিলেন, হে জনার্দ্দন, সর্গ প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, এই সকল বর্ণন কর, তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু কহেন রুদ্র শ্রবণ কর, সৃষ্টি ইত্যাদি কহিতেছি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই তিন বিষ্ণুর ক্রীড়ামাত্র, এবং এক নারায়ণ বাসুদেবই দেব, তিনিই নিরঞ্জন পরমাত্মা এবং পরব্রহ্ম ও জগতের উৎপত্তি লয়াদির কারণ। এই যে সমস্ত ব্যক্ত অব্যক্ত দেখিতেছ তিনিই এই সকলের মূল, তিনি কালরূপে এবং পুরুষ রূপে অবস্থিত আছেন। অপর তিনি ব্যক্ত স্বরূপ এবং অব্যক্ত স্বরূপ, আর তিনিই পুরুষ ও তিনিই কাল, কিন্তু তিনি বালকের তুল্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাঁহার চেষ্টা সকল কহিতেছি শ্রবণ করুণ

অনন্ত পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু, আদি অন্ত রহিত, এবং এই জগতের বিধাতা, তাঁহা হইতে অব্যক্ত ভূতাদি হয় এবং তাঁহা হইতেই আত্মা উৎপন্ন হয়েন। অপর তাঁহা হইতেই অগ্রে বুদ্ধি ও মনঃ জন্মে, পরে আকাশ বায়ু তেজঃ জল এবং ভূমি উৎপন্ন হয়। হে রুদ্র, তাঁহা হইতে যে হিরণ্ময় অণ্ড জন্মে সেই প্রভু সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত অগ্রে আপনি সেই অণ্ডের মধ্যে শরীর গ্রহণ করেন। পরে চতুর্মুখ দেব ব্রহ্মা রজোগুণাধিক্যে শরীর গ্রহণ করিয়া এই চরাচর জগৎ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়েন।

এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং স্রষ্টা হইয়া সৃষ্টি এবং নিজরূপে পালন ও সংহারক রূপে অন্তে সংহার করেন। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পৃথ্বী জলমধ্যগতা ছিল, ভগবান্ বরাহ রূপ ধারণ করিয়া দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করেন।

হে শঙ্কর, আমি দেবাদি সৃষ্টি অবধি সমুদায় সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, তাহার পর পঞ্চ তন্মাত্র সৃষ্ট হয়, তাহাই ভূত সর্গ। তাহার পর বৈকারিক সৃষ্টি হয় তাহাকে ঐন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়া কহে। এই রূপে বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রাকৃত সৃষ্টি সম্ভূত হয়। পরে চতুর্থ স্থাবরাদি মুখ্য সৃষ্টি, তদনন্তর তির্য্যক্ স্রোত নামে সৃষ্টি হয়, তাহা তির্য্যগ্‌যোন্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহার পর অর্বাক্‌স্রোতঃ সর্গ তাহা সপ্তম। তদনন্তর অনুগ্রহ সর্গ, তাহা সাত্ত্বিক এবং তামস দুই প্রকার হয়।

উক্ত অষ্ট প্রকার সৃষ্টির মধ্যে পঞ্চ প্রকার সৃষ্টি বৈকৃত অর্থাৎ বিকারজ, তিনটী প্রাকৃত। তদ্ভিন্ন নবম যে সর্গ আছে, তাহা প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয়াত্মক হয়।

ব্রহ্মা ঐ সকল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার মানস পুত্র গণ উৎপন্ন হইলেন। তাহার পর দেব অসুর পিতৃ এবং মনুষ্য সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ তাঁহার সিসৃক্ষা হইলে পর তাঁহার জঘন হইতে অসুর জন্মিল এবং তিনি অন্য দেহস্থ হইয়া সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে দেবগণ উৎপন্ন হইলেন। তদনন্তর তাঁহার সত্ত্ব মাত্র তনু হইতে পিতৃলোক এবং রজোমাত্র শরীর হইতে মনুষ্যদের উৎপত্তি হইল। তাহার পর দিবা রাত্রি সন্ধ্যা ইত্যাদি কাল ভেদ তথা যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব নাগ ইত্যাদি সৃষ্টি হইল।

অপর তাঁহার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে ঋগ্‌বেদাদি প্রকাশ পাইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ মুখ বাহু উরু ও পদ এই সকল স্থান হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল। অপিচ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মলোক, ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রলোক, বৈশ্য দিগের বায়ু লোক, এবং শূদ্রদিগের গন্ধর্ব্ব লোক, এই সকলেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। আর ব্রহ্মচারি দিগের স্থান যে ব্রহ্মলোক, বিহিত কর্ম্মাচারি গৃহস্থদিগের স্থান যে প্রাজাপত্য লোক, সপ্তর্ষিদিগের এবং যথেচ্ছাগামি যতি দিগের যে স্থান, তৎ সমুদায়ও সৃষ্ট হইয়াছিল। ইতি গরুড় পুরাণে তৃতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণু পুরাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন। নারায়ণ সংজ্ঞক ভগবান্ ব্রহ্মা কল্পের প্রথমে যে প্রকারে ভূত সকল সৃষ্টি করেন তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

ভগবান্ পরাশর মৈত্রেয়ের অধ্যেষণায় কহিতে লাগিলেন হে মৈত্রেয়, নারায়ণাত্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতীত কল্পের অবসান হইলে ব্রহ্মা নিদ্রা হইতে উত্থান করিয়া লোক সকল শূন্য অবলোকন করিলেন। তৎকালে তাঁহাতে সত্ত্ব গুণ উদ্রিক্ত ছিল। নিদ্রাবসানে সকলেরই ইন্দ্রিয় প্রসন্নতা রূপ সত্ত্বাধিক্য দৃশ্য হইয়া থাকে, ব্রহ্মার হইবে বিচিত্র কি?

সেই প্রভু পরাৎপর এবং সকলেরই চিন্তনীয়, তাঁহার আদি নাই, তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাই যে নারায়ণ, ইহা ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত এ বিষয়ে এই গাথা প্রসিদ্ধ আছে, যথা—জল শব্দের নাম "নার" কেননা তাহা নরাখ্য পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই নার অর্থ জল ব্রহ্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হইয়াছিল এই হেতুই তাঁহাকে নারায়ণ বলা যায়।

সে যাহা হউক, সেই ভগবান্ নিদ্রোত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ জলময় দেখিয়া অনুমান করিলেন অবশ্য এই জলের মধ্যে পৃথিবী আছে অতএব তাহাকে উদ্ধার করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি যেমন কল্পের প্রথমে যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি শরীর অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার ন্যায় পৃথিবীর উদ্ধরণ যোগ্য অন্য দেহ ধারণ করিলেন, অর্থাৎ বরাহ মূর্ত্তি হইয়া ঐ জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার ঐ মূর্ত্তি বেদ ও যজ্ঞময়ী, যেহেতু তাহাই অশেষ জগতের স্থিতির নিমিত্ত অবস্থিত হয়।

সে যাহাহউক, ভগবান্ বরাহ মূর্ত্তি অবলম্বন করিলে সনকাদি সিদ্ধ ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও তাঁহাকে পাতালতলে উপস্থিত দেখিয়া ভক্তি নম্র হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন হে ভগবন্, আমাকে এই জলরাশি হইতে উদ্ধার কর, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অগ্রেই আত্ম প্রকাশ করিলাম। হে জনার্দ্দন, তুমি আমাকে পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছিলে, তুমি আমার এবং আকাশাদি

অন্যান্য ভূত সকলের উপাদান কারণ, অতএব আমরা সকলে তোমারই স্বরূপ। হে আত্মন্, তোমাকে নমস্কার করি, তুমিই পরমাত্মা, তুমিই প্রধান, তুমিই কাল স্বরূপ। হে বিভো, তুমিই ব্রহ্মাদি রূপে সৃষ্টি করিয়া থাক, তোমা হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, তোমা হইতেই তাহাদের স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, অতএব হে প্রভো, সৃষ্টি ইত্যাদি সময়ে তুমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রূপ ধারণ কর। হে গোবিন্দ, তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি করিয়া সংহার সময়ে আপনিই এই সমস্ত ভক্ষণ পূর্ব্বক একার্ণব করিয়া তদুপরি শয়ন কর। প্রভো, তোমার পরম তত্ত্ব কি, কেহই জানে না, তুমি অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যেং রূপ ধারণ কর স্বর্গবাসি দেবগণও সে সকলের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

হে ভগবন্, তুমিই পরম ব্রহ্ম, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তোমারই আরাধনা করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, ফলতঃ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলে বাসুদেবারাধন বিনা কে কোথায় তাহা লাভ করিতে পায়? প্রভো, মনোদ্বারা যাহা গ্রহণ করাযায় এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা গ্রাহ্য হয় আর বুদ্ধিদ্বারা যাহা পরিচ্ছেদ্য হয় সে সমস্তই তোমার স্বরূপ। প্রভো, আমি তোমারই অধীন হইয়া আছি কেননা তুমিই আমার আধার, তোমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছি, এইজন্য লোকেও আমাকে মাধবী বলিয়া থাকে। হে ভগবন্, তুমি অখিল জ্ঞানময়, তুমি জয়যুক্ত হও। হে অব্যয়, এই স্থূল ভূত সকল তোমার স্বরূপ, তুমি জয়যুক্ত হও। হে অনন্ত, তোমার জয় হউক, হে অব্যক্ত, তুমি জয়ী হও, হে প্রভো, এই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ, তুমি জয়যুক্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষরূপে বিরাজমান হও। হে পরাত্মন্, হে বিশ্বাত্মন্, হে অনঘ, হে যজ্ঞপতে, তুমি জয়যুক্ত হও। হে প্রভো, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই বষট্কার, তুমিই ওঙ্কার, তুমিই গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়। অপিচ তুমিই বেদ, তুমিই বেদাঙ্গ, তুমিই যজ্ঞ পুরুষ, অপর হে পুরুষোত্তম, তুমিই মূর্ত্ত, তুমিই অমূর্ত্ত তুমিই দৃশ্য, তুমিই অদৃশ্য। হে পরমেশ্বর, আমি এখানে তোমাকে যাহাং বলিলাম এবং যাহাং বলিতে অবশিষ্ট রহিল সকলি তুমি, তোমাকে কেবল ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি।

পরাশর কহিলেন বরাহরূপী ভগবান্ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে স্তুত হইয়া যদিও আপনার সাম বেদের স্বরের তুল্য ধ্বনি ছিল তথাচ যে রূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন তজ্জাতীয় স্বরে গর্জ্জন করিলেন। তাহার পরে দন্তদ্বারা ধরণীকে ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড নীলাচল তুল্য রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। যদিও তাঁহার বরাহ মূর্ত্তি হইয়াছিল তথাচ তাঁহার বর্ণ উৎপল পত্র তুল্য অতি স্নিগ্ধও শ্যামল এবং নেত্রদ্বয় পদ্ম তুল্য ছিল। যে যাহাহউক, তাঁহার গাত্রোত্থান সময়ে যে জল সঞ্চালন হইল তাহাতে জন লোকাশ্রিত সনন্দাদি মুনিগণ প্রক্ষালিত হইয়া অতিশয় নির্ম্মল হইলেন। অপর তাঁহার বরাহ মূর্ত্তির খুরাগ্র দ্বারা রসাতল বিদীর্ণ হইল তাহাতে সেই দ্বার দিয়া জল সকল বেগে শব্দ করত অধোগমন করিতে লাগিল, অপর জন লোকে যে সকল সিদ্ধ জন বাস করিতেছিলেন তাঁহারা তদীয় নিশ্বাস পবনে যেন উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। সেই ভগবান্ ঐ রূপ মহা বরাহ মূর্ত্তি হইয়া পৃথিবীকে ধারণ পূর্ব্বক জল হইতে যখন উত্থান করিয়া আপনার বেদময় শরীর কম্পন করিতেছিলেন তখন তাঁহার রোমান্তরস্থিত মুনিগণ তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

জনলোকে সনক সনন্দাদি যে সকল যোগী অবস্থিতি করিতেছিলেন তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া ধরাধারি সেই ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। হে কেশব, হে প্রভো, তুমি ঈশ্বরদিগের অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর। হে শঙ্খ চক্র গদাধর, তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু, অতএব তুমিই পরম পদ, তোমা অপেক্ষা পরম আর কিছুই নাই। হে ভগবন্, তোমার ঐ বরাহ মূর্ত্তির যে চারি চরণ, ইহাই চারি বেদ, তোমার এই যে দন্ত পংক্তি, ইহাই যূপ অর্থাৎ যজ্ঞ স্তম্ভ, তোমার এই যে দন্ত সকল, ইহারাই যজ্ঞ, তোমার এই যে বদন ইহাই অগ্নিস্থল, তোমার এই যে জিহ্বা ইহাই বহ্নি, তোমার শরীরের লোম সকলই দর্ভ, এবং তুমি আপনিই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরুষ। অপিচ হে মহাত্মন্, তোমার এই লোচনদ্বয় দিবারাত্রি স্বরূপ, এবং তোমার এই মস্তক সকলের আস্পদ ব্রহ্মপদ। আর তোমার এই যে জটা সমূহ ইহা অশেষ সূক্ত স্বরূপ, এবং তোমার ঘ্রাণই সমস্ত হবিঃ। হে ব্রহ্মন্, তোমার এই মুখই জুহূ নামক যজ্ঞ পাত্র, তোমার গভীর ধ্বনিই সাম বেদের স্বর, তোমার কায়ই অগ্নিশালার পূর্ব্বভাগ, তোমার অবয়ব সন্ধি সকলই অখিল সত্র, আর তোমার শ্রবণই শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ধর্ম্ম। হে সনাতন, হে দেব, প্রসন্ন হও। হে বিশ্বমূর্ত্তে, তুমি পদ বিক্ষেপ দ্বারা এই পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়াছিলে এবং তুমি এই বিশ্বের স্রষ্টা পাতা এবং সংহর্ত্তা, ইহা আমরা জানি। অপর তুমি পরমেশ্বর এবং এই চরাচর জগতের নাথ, ইহাও আমার জ্ঞাত আছে, অতএব হে ভগবন্ প্রসন্ন হও। হে নাথ, এই অশেষ ভূমণ্ডল তোমার দন্তাগ্রে স্থিত হইয়া পদ্মবনে অবগাহনকারি গজেন্দ্রের দন্ত সংলগ্ন সপঙ্ক পঙ্কেরুহ সম্বলিত পঙ্কজিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অপর হে বিশ্বমূর্ত্তে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তি যে শূন্য ভাগ আকাশ ছিল,

ইহা তোমারই শরীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। হে বিভো, তোমার প্রভাব ঐ রূপ বটে তাহা সমুদায় জগত্‌কেই ব্যাপিতে পারে। যাহাহউক, তুমি এই বিশ্বের মঙ্গলার্থ প্রসন্ন হও।

হে জগৎপতে, বস্তুতঃ তুমি একমাত্র আছ, তোমা হইতে অন্য আর কিছুই নাই। হে প্রভো, তোমার মায়া প্রভাব অনির্ব্বচনীয় তাহাতে তুমিই এই চরাচর ব্যাপিয়া আছ। হে ভগবন্‌, তুমি বস্তুতঃ জ্ঞানমূর্ত্তি, তোমার এই যে জগৎ স্বরূপ ভূতময় রূপ ইহা কেবল অযোগি ব্যক্তিরা ভ্রান্তি বশতঃ দেখিয়া থাকে। হে বিভো, এই সমস্ত জগৎও জ্ঞান স্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানরূপি তোমাতে কল্পিতমাত্র, কিন্তু অবুদ্ধি ব্যক্তিরা মোহ সাগরে মগ্ন হইয়া ইহাকে পৃথক্‌ করিয়া বলে। পরন্তু যাহাদের জ্ঞান-যোগ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহারা এই সমস্ত জগত্‌কে জ্ঞান স্বরূপেই অবলোকন করেন, এবং এ সকল তোমার রূপ, ইহা কহিয়া থাকেন। হে সর্ব্ব, হে সর্ব্বাত্মন্‌, এই জগতের মঙ্গলার্থ তুমি প্রসন্ন হও। হে মায়াত্মন্‌, এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর, হে পদ্মলোচন, আমাদের কি রূপে মঙ্গল হইবে, আদেশ কর।

হে ভগবন্‌, তোমাতে সত্ত্বগুণ অতিরিক্ত আছে। হে গোবিন্দ এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া আমাদের সুখ বিস্তার কর, হে ঈশ্বর, সর্ব্ব প্রকারে আমাদিগকে মঙ্গল উপদেশ কর। হে ভগবন্‌, তোমার যে সৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্তি, ইহা এই জগতের উপকারকারিণী হউক, তোমাকে নমস্কার করি, হে পদ্মলোচন আমাদিগকে মঙ্গল উপদেশ কর।

পরাশর কহিলেন। পরমাত্মা বরাহ রূপী ভগবান ধরণী ধারণ করিয়া এই প্রকারে স্তুত হওত রসাতল হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক মহাসাগরোপরি স্থাপন করিলেন তাহাতে ঐ অবনী অতিশয় বিস্তৃত প্রযুক্ত সমুদ্রের উপর নৌকার তুল্য ভাসিতে লাগিল, মগ্ন হইল না।

তদনন্তর সেই অনাদি পরমেশ্বর ভগবান্‌ এই পৃথিবীকে সমান করিয়া যথাস্থানে পর্ব্বতাদি স্থাপন পূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। অপর পূর্ব্ব সৃষ্টিতে পৃথিবীতলে যে সকল পর্ব্বত দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল আপনার অমোঘ প্রভাবে সে সকলের পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর ভূমির বিভাগ করিয়া যথাস্থানে সপ্ত দ্বীপ সংনিবেশিত করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ ভূরাদি লোক চতুষ্টয় কল্পনা করিলেন।

তৎপশ্চাৎ সেই ভগবান্‌ ব্রহ্মরূপধারী হইয়া রজোগুণে পরিবৃত হওত প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়াছিলেন, যেহেতু সৃজ্য পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতিই কারণ স্বরূপ, তজ্জন্যই সৃজ্য পদার্থের শক্তি হয়, অতএব সেই ভগবান্‌ ব্রহ্ম স্বরূপে কেবল নিমিত্ত হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহাই অপেক্ষিত হয় কেননা পদার্থ সকল আপন শক্তিতেই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ইতি বিষ্ণু পুরাণে প্রথমাংশে চতুর্থ অধ্যায়।

মৎস্য পুরাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মনু এই প্রকার উক্ত হইয়া সেই ভগবদবতার মৎস্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্‌, কত বৎসরে এই জগতের অন্তর ক্ষয় হইবে? হে নাথ, তৎকালে আমি সকল পদার্থের বীজ কি প্রকারে রক্ষা করিব, আর তোমার সহিত আমার পুনর্ব্বার সংযোগই বা কিরূপে হইবে?

মৎস্য কহিলেন, অদ্য অবধি শত বৎসর পর্য্যন্ত অবনীতলে বারি বর্ষণ হইবেক না, তাহাতে অতিশয় অশুভাবহ দুর্ভিক্ষ হইবেক। তাহার পর সূর্য্যের কিরণ দারুণ উষ্ণ হইয়া যেন জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষণ করিতে থাকিবে, আর বাড়বানলও সেই যুগ ক্ষয় সময়ে বিকার প্রাপ্ত হইবে অপর পাতাল হইতে সঙ্কর্ষণের মুখোত্থিত বিষাগ্নি তথা মহাদেবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়নানল প্রজ্বলিত হইয়া এই জগত্‌কে দগ্ধ করত বৃদ্ধিশীল হইবে

হে শত্রুতাপন, এইরূপে যখন পৃথিবী দগ্ধ, এবং আকাশ মণ্ডল তদীয় ভস্মে আচ্ছন্ন হইবেক, তাহার পরেই দেব নক্ষত্র সহিত সমস্ত জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে মনো, প্রলয় কালে সম্বর্ত্ত, ভীম, দ্রোণ, চণ্ড, বলাহক, বিদ্যুৎপতাক, এবং শোণ এই সপ্ত প্রকার মেঘ হইবে। তাহারা অগ্নির প্রস্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া মেদিনীকে জলপ্লাবিত করিবে। অপিচ প্রলয় কালে সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইয়া একাকার হইবে তাহাতে এই জগত্ত্রয় একার্ণব হইয়া যাইবে। হে সুব্রত, সেই সময় তুমি আমার বেদ রূপা নৌকায় আরোহণ করিয়া তাহাতে সকল পদার্থের বীজ সংক্রমন করিবে, এবং আমা কর্তৃক প্রদত্ত রজ্জু যোগবলে লাভ করিয়া তাহা দিয়া ঐ নৌকাকে আমার শৃঙ্গে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, আমার প্রভাবে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, তুমি সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে। অহে মনো, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মা, পুণ্যা নর্ম্মদা নদী, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, মহাদেব, বেদ, এবং সকল বিদ্যার সহিত সমুদায় পুরাণ এই সকল তোমার সঙ্গে অন্তর ক্ষয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি

করিবে। এইরূপে সকল একার্ণব হইয়া বিনষ্ট হইলে চাক্ষুষ মন্বন্তরের সংক্ষয় কালে তোমার সৃষ্টির প্রথমে আমি বেদ সকল প্রকাশিত করিব।

মৎস্যরূপী সেই ভগবান এই প্রকার কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, মনুও তাঁহার প্রসাদে যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত তাহা অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর ভগবান্ বাসুদেব যে কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া রহেন তাহা আসিয়া উপস্থিত হইলে মৎস্যরূপী জনার্দ্দন শৃঙ্গধারী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং মহাসর্প স্বয়ং রজ্জু স্বরূপ হইয়া মনুর নিকট আসিল। তাহাতে মনু ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া যোগদ্বারা পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ আকর্ষণ পূর্ব্বক নৌকায় আরোপণ করিলেন পরে ঐ সর্প রজ্জু দ্বারা মৎস্যের শৃঙ্গদেশে সেই নৌকাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর মনু সেই তরণীর উপরি আরোহণ করিয়া মৎস্য মূর্ত্তি জনার্দ্দনকে প্রণাম করত যোগে নিরত হইলেন। পরে তিনি মৎস্যরূপি ভগবানকে পুরাণ জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে মৎস্যরূপী ভগবান তাঁহাকে যে পুরাণ কহিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে তোমাদের নিকট কহিব, হে ঋষিবর সকল, আপনারা শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ, তোমরা পূর্ব্বে সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ সেই একার্ণব সময়ে ঐ সকলই মহাভাগ্যবান মনু ভগবান্ বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

মনু কহিয়াছিলেন হে ভগবন্ সৃষ্টি, প্রলয় বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভুবন মণ্ডলের বিবরণ, দান ধর্ম্মের বিধি, তথা নিত্য শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম, দেবতা প্রতিষ্ঠাদি এবং অন্য এই সকল ব্যাখ্যা করিতে যোগ্য হয়েন।

মনুর ঐ অন্বেষণায় মৎস্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন হে মনো, মহাপ্রলয় কালের অন্তে এই বিশ্ব কেবল তমোময় ছিল, সকল যেন প্রসুপ্ত, অতএব তর্কের অগোচর এবং জ্ঞানের অবিষয় ছিল, ফলতঃ সে সময় বিশ্বের কোন চিহ্নই ছিল না। তদনন্তর স্বয়ম্ভু ভগবান এই সমস্ত বিশ্ব প্রকাশ করত প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই ভগবান ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন না, অব্যক্ত এবং নারায়ণ নামে বিখ্যাত, তিনি একাকী আপনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন।

অনন্তর তিনি আপন শরীর হইতে অভিধ্যান পূর্ব্বক এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া আদৌ জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন।

সেই বীজ স্বর্ণ রূপময় মহৎ অণ্ড স্বরূপ হইল। তদনন্তর সহস্র বৎসর পরে ঐ অণ্ড অযুত সূর্য্য তুল্য প্রভাশালী হইল। সেই মহাতেজাঃ স্বয়ম্ভু ঐ অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার প্রভাবে তাহাকে ব্যাপিয়া রহিলেন তাহাতেই ভগবানের "বিষ্ণু" এই নাম হয়।

তাহার পরে সেই অণ্ডের মধ্যে সূর্য্য হইলেন তিনি ভূতের মধ্যে আদ্য এপ্রযুক্ত আদিত্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, সে যাহাহউক, কিয়ৎ দিনানন্তর ব্রহ্মা বেদপাঠ করিতে২ সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিয়া একখণ্ডদ্বারা স্বর্গ এবং অন্য খণ্ডে ভূমি নির্ম্মাণ করিলেন, আর তাহার চারি দিকে দিক্ সকল এবং মধ্যভাগে আকাশ সৃষ্টি হইল। পরে সেই ভূমি মধ্যে সুমেরু প্রভৃতি ভূরি২ শৈল এবং চতুর্দ্দিকে লবণ, ইক্ষু, সুরা ইত্যাদি সপ্ত সমুদ্র হইল।

অনন্তর তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে ভূমিতলে তাহার তেজঃ পতিত হইল, তাহা হইতে মার্ত্তণ্ড মুনি জন্মিলেন। সেই মহাত্মার রূপ রজোগুণময়। ঐ রজোগুণ হইতে দেবতা অসুর মানুষ সহিত এই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয় তাহাতে পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে মহৎ সত্ত্ব কহিয়া বলিয়া থাকেন। ইতি মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড বর্ণন নামে দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন এই জগৎ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার হেতু কে, কি আশ্রয় করিয়া থাকে, অবসান কালে কাহাতে লীন হয়, কাহা হইতেই বা উৎপন্ন হইয়া থাকে? অপর এই জগতে কত দ্বীপ, কত সমুদ্র, কত কুলাচল বা আছে? আর এই পৃথিবীর পরিমাণ কত এবং ভুবনই বা কিয়ৎ সংখ্যক? হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ, এই সমস্ত কহিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে উত্তর প্রদান করত কহিলেন, হে অনঘ, তুমি এই সকল যে পুরাণের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা২ আমিও সংসারে অনেক কাল ভ্রমণ করিয়াছি, ঐ সকল বিষয় আমার অনুভূত আছে, বিপ্ররূপী আত্ম নির্গুণ ব্রহ্মকে নমস্কার করিয়া ঐ সকল কহিতেছি, শ্রবণ কর।

হে রাজন্, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার প্রশ্ন পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে উত্তর দেন তাহা আমার জ্ঞাত আছে।

হে যুধিষ্ঠির, আমি তোমার নিকট ভবিষ্যোত্তর পুরাণ ব্যাখ্যা করি, ঐ পুরাণ ধন্য যশস্য, আয়ুষ্য, এবং সর্ব্ব অশুভ বিনাশন, উহা শ্রবণ করিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর হইবে।

হে রাজন্, পরব্রহ্ম এক, কিন্তু তিনি গুণযোগে দেবতাত্রয় স্বরূপ হয়েন। তিনিই এই জগতের উৎপত্তির কারণ, এবং একাকী হইলেও প্রত্যেক প্রাণিতে অবস্থিত আছেন, অতএব জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় এক, এবং অনেক রূপে দৃশ্য হইয়া থাকেন। মহারাজ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতার নাম শুনিতে পাও, পরম ব্রহ্মই গুণযোগে ঐ রূপ নাম ও ক্রিয়া ভেদে ভিন্ন হয়েন, বস্তুতঃ তিনি একমাত্রই আছেন। হে রাজন্, তোমার নিকট পুরাণ কহিব প্রতিজ্ঞা করিলাম তাহাতে যদিও প্রকরণ, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত, উপসংহার এই প্রণালীক্রমে বক্তব্য বিষয় প্রতিপাদ্য হয় তথাচ তোমার উদ্দেশ ক্রমেই আদৌ সৃষ্টির বিবরণ বলি।

মহদাদি ক্রমে সৃষ্টির পর এই জগৎ উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে পরম পুরুষ ভগবান্ অধিষ্ঠান করেন। সেই মহদাদি সৃষ্টির ক্রম এই, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ঐ বুদ্ধির নামই মহত্তত্ত্ব। অনন্তর মহৎ হইতে অহঙ্কার হয়, তাহা গুণত্রয় ভেদে ত্রিবিধ হইয়াছিল। অতএব এক প্রকার যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হয় তাহা হইতেই পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পঞ্চ তন্মাত্র হইতেই ভূত সৃষ্টি এবং সেই ভূত দ্বারা চরাচর জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

হে রাজন্, বিষ্ণু জলমূর্ত্তি হইলে এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে তিনি ভূত স্বরূপ একটা অণ্ড হইয়া জলোপরি ভাসমান হয়েন। সেই অণ্ডে সৃষ্টি শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা সেই মহা বিষ্ণুর ইচ্ছাতেই দুই খণ্ড হইয়া গেল তাহাতে সেই বিষ্ণু তাহার একখণ্ড দ্বারা ভূমি, অপর খণ্ড দ্বারা নভোমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন। সুমেরু পর্ব্বত ঐ ভূমির আধার স্বরূপ হইয়াছিল এবং পর্ব্বত সকল তাহার গর্ত্ত বিবর্ণ চর্ম্ম, তথা নদী সকল নাড়ী এবং সর্ব্বত্রগামি জল তাহার স্বেদ স্বরূপ হয়। ঐ ভূমি ষোড়শ সহস্র যোজন ব্যাপিয়া থাকে তাহার উচ্চতা চতুরশীতি যোজন এবং মুখের বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন।

ঐ রূপে ভূমণ্ডল নির্ম্মিত হইলে ত্রিগুণাত্মক আদি দেব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। তিনি আদি দেব এই প্রযুক্ত তাঁহাকে আদিত্য বলা গিয়া থাকে। সেই আদি দেব প্রাতঃকালে অর্থাৎ সৃষ্টি সময়ে প্রজাপতি হয়েন, মধ্যাহ্ন সময়ে অর্থাৎ স্থিতিকালে তাঁহাকেই বিষ্ণু বলা যায় এবং পরাহ্ণ সময়ে অর্থাৎ প্রলয় কালে তিনিই রুদ্ররূপী হয়েন।

সৃষ্টি সময়ে প্রজাপতি রূপ সেই আদি দেবের মানস হইতে আদৌ এই নয় জন ঋষি উৎপন্ন হয়েন, যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, এবং নারদ। পুরাণে এই নয় ঋষি ঐ কারণে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মার অপত্য বলিয়া কথিত হয়েন।

তৎপরে পদ্মযোনি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রসূতি উৎপন্ন হইলেন তাঁহারা দুই জনে পরস্পর পতি পত্নী স্বরূপ হইয়া অন্যান্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। দক্ষ প্রথমতঃ অনেক সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু সুতগণ ক্ষীণ হওয়াতে তিনি তৎপরে পুনিঃ কন্যা উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

দক্ষ সেই সকল কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সাতাইশটী চন্দ্রকে, দশটী রুদ্রপুত্রকে, এবং আর দুইটী কৃশাশ্বকে দান করিলেন, আর রূপ যৌবন সম্পন্ন অন্য চারিটী কন্যা অরিষ্টনেমিকে দিয়াছিলেন।

হে রাজন্, তাহার পরেই ক্রমে চতুর্বিধ প্রাণি সমূহ হইল, অপর সুমেরু পর্ব্বতের তিন শৃঙ্গে ব্রহ্ম বিষ্ণু এবং শিব ইহাঁদের আলয় হইল, ঐ সকল আলয়ের পার্শ্বে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের স্থান হইয়াছে।

হে রাজন্, জম্বুদ্বীপে হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত, তথা শৃঙ্গী এই সপ্ত কুলাচল।

অপর পৃথ্বী মণ্ডলে নববর্ষ এবং সপ্তদ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপ সকলের নাম এই যথা—জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, গোমেদ এবং পুষ্কর, ঐ সপ্তদ্বীপ সপ্ত সাগরে বেষ্টিত আছে। সেই সাত সমুদ্রের নাম এই যথা—লবণ ইক্ষু দধি দুগ্ধ ঘৃত সুরা এবং জল সাগর। হে যুধিষ্ঠির, এই জগতের উপরি ভাগে সপ্ত লোক আছে তাহাদের নাম এই, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, এবং সত্যলোক। আর সপ্ত পাতালও যথাক্রমে নীচে অবস্থিত আছে, সে সকলের নাম এই—মহীতল, ভূমিতল, সুতল, নিতল, রসাতল, অতল, এবং তলাতল। পূর্ব্বোক্ত উর্দ্ধতন লোক সকলে হিরণ্যাক্ষাদি বাস করেন এবং মহীতলাদি উরগাদির অবস্থান স্থান হয়।

এইরূপে সমস্ত জগৎ রচিত হইলে স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ তাহার পালনে নিযুক্ত হন। ছয় মনুর অধিকার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে, ঐ মনুর পুত্র এবং পৌত্রগণ এই পৃথিবীকে নানা অংশে বিভক্ত করেন।

বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী কুমার দ্বয় এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা হয়েন। অপর বিপ্রচিত্তি এবং হিরণ্যাক্ষ নামে দুই জন প্রধান দৈত্যেশ্বর। তাহাদের বংশে ভূরিং দৈত্য দানব উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই প্রকারে উৎপন্ন ঐ অবনীর ত্রিবিধ লয়ের ব্যবস্থা হয়, যথা নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক এবং আত্যন্তিক. এতদ্ভিন্ন নিত্য প্রলয় এক আছে, তাহাতে যথাযোগ্য সময়ে প্রাণিদের প্রাণ সংহার হয়।

হে রাজন্, জগতীস্থ পদার্থ সকল যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, প্রলয় সময়ে তাহাতেই লীন হয়। তাহার পর প্রকৃতি গিয়া পরম পুরুষ ব্রহ্মে বিলীন হয়েন।

তদনন্তর যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয় তখন যেমন ঋতু প্রবেশ হইলে ঋতু চিহ্ন সকল আপনি প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় যুগাদিতে ভূতাদি পদার্থ সকল স্বয়ং প্রকাশমান হয়। হে রাজন. প্রলয় সময়ে ভূত সকল প্রলীন হইলে এই সমস্ত জগৎও লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর সৃষ্টির সময় ব্রহ্মা বেদশব্দ হইতে সে সকলের সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যেমন হিংস্র অহিংস্র, ক্রূর অক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ঋত অনৃত ছিল, সেই রূপ পুনর্ব্বার সকলই হইল।

হে রাজন্, এই ভূমি জল দ্বারা পরিবৃত, জল তেজে বেষ্টিত, তেজঃ বায়ুতে আবৃত, বায়ু আকাশে বেষ্টিত, আকাশ মহত্তে পরিবৃত এবং মহত্তত্ত্ব অবিনাশি প্রকৃতি পরিবৃত আছে।

মহারাজ, এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড শতং সহস্রং উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিনষ্টও হইয়া গিয়াছে।

হে রাজন্, এই জগৎ সুর নর উরগ সিদ্ধগণ যুক্ত হইয়া যে প্রকারে আছে ইহার যাথার্থ্য বৈকুণ্ঠগত কোন পুণ্যশীল মহাত্মারাই দেখিতে পাইতেছেন।

ইতি ভবিষ্যোত্তর পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি নামে দ্বিতীয় অধ্যায়।

উত্তর রামচরিত।

তৃতীয় অঙ্ক।

৩ সংখ্যা হইতে ক্রমাগত।

[বাসন্তীর প্রবেশ।]

বাস। এ কে দেব রঘুনন্দন।

সীতা। এই যে আমার প্রিয় সখী বাসন্তী।

বাস। মহারাজ জয়যুক্ত হউন।

রাম। এ কে প্রিয়ার সখী বাসন্তী।

বাস। মহারাজ দেবীপুত্রের রক্ষার্থে ত্বরান্বিত হউন। এই জটায়ু গিরির দক্ষিণ দিগে সীতাতীর্থ হইয়া গোদাবরীতে আসুন।

সীতা। হা পিতঃ জটায়ো, তোমা বিনা জনস্থান এক্ষণে শূন্য রহিয়াছে।

রাম। জটায়ুর কথা স্মৃত হইয়া মর্ম্ম বেদনা দিতেছে।

সীতা। ভগবতি তমসে এ কি, সত্য সত্যই বন দেবতা বাসন্তী আমাকে দেখিতে পাইলেন না।

তম। বৎসে জানকি তুমি কি জাননা, সকল দেবতা অপেক্ষা গঙ্গার অধিক ক্ষমতা।

সীতা। তবে চল সঙ্গে২ যাইয়া দেখি।

রাম। ভগবতি গোদাবরি প্রণাম করি।

বাস। এই যে সেই সীতাপুত্র হস্তী প্রতিপক্ষ জয় করিয়া বধূসহ আসিতেছে।

রাম। বৎস দীর্ঘায়ু হউক। হে দেবি সীতে যে হস্তী মৃণাল তুল্য অভিনব দন্তাঙ্কুর দ্বারা তোমার কর্ণমূল হইতে নবর্ণাপল্লব আকর্ষণ করিত সে এক্ষণে মদমত্ত মাতঙ্গ গণকে পরাজিত করিতেছে, সুতরাং তারুণ্যাবস্থাতে যাহা হইতে হয় তাহা সকলি হইল।

সীতা। এই দীর্ঘায়ু বধূসহ সর্ব্বদা অবিয়োগে থাকুক।

রাম। বৎস করী নিজ কামিনীর অনুগামী হইয়া এই যে চলিল।

সীতা। তমসে সেই হস্তী এত বড় হইয়াছে তবে আমার কুশ লব এত দিন কত বড় হইয়াছে বলিতে পারি না।

তম। হা তাহারাও বড় হইয়া থাকিবে।

সীতা। হায় আমি এমন হতভাগিনী, আমার কেবল পতি বিচ্ছেদ যাতনা মাত্র নয়, পুত্র দিগের মুখচন্দ্র দর্শনেও অনধিকারিণী হইয়াছি।

তম। ভবিতব্যতাই বলবতী।

সীতা। প্রসব করিয়া আমার কি ফল হইল আমার পুত্র দিগের মুখপদ্ম আমার এই আর্য্যপুত্রেরও কখন চুম্বন করিতে পাইলেন না।

তম। দেবতার কৃপা থাকে হবে।

সীতা। তমসে এই দেখ কুশ লবের স্মরণে আমার স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ ধারা ক্ষরিতেছে। হায় এই সন্তানদ্বয় লইয়া স্বামিসহ ক্ষণ মাত্রও সংসারিণী হইলাম না?

তম। হাঁ বটে পুত্র সহজেই স্নেহপাত্র বটে বিশেষতঃ পিতা মাতা উভয়ে একত্র হইয়া লালন পালন করিতে পাইলে তৎপ্রতি অত্যন্তই স্নেহ বৃদ্ধি হয়, সন্তান স্বরূপ আনন্দ গ্রন্থিই দম্পতির অন্তঃকরণ বন্ধন কারণ।

তম। বৎসে মূর্চ্ছা ত্যাগ কর, তোমার পাণিতলই রামচন্দ্রের জীবনোপায় অতএব পুনর্ব্বার পাণিতলে স্পর্শ কর।

বাস। এ কি রামচন্দ্র এখনও নিশ্বাস ফেলিতেছেন না, হা প্রিয় সখি সীতে কোথা গেলে, নিজ প্রাণপতিকে রক্ষাকর।

(সীতা সসম্ভ্রমে গিয়া রামের হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করিলেন)

বাস। এই যে শুভাদৃষ্টে রামচন্দ্র চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন।

রাম। আহা অমৃতময় প্রলেপ প্রায় এই সুখস্পর্শ আমার সর্ব্বাবয়ব স্নিগ্ধ করিতেছে, এবং আনন্দ সম্মোহ বিস্তার দ্বারা চৈতন্য প্রদান করিয়া নূতন এক মনোহর মোহে অন্তরাত্মাকে নিক্ষেপ করিতেছে। (আনন্দে চক্ষু নিমীলন করিয়া) সখি বাসন্তি দেখ আমাদিগের কি শুভাদৃষ্ট।

বাস। দেব, সে কি।

রাম। আর কি, পুনর্ব্বার জানকীকে পাইলাম।

বাস। কৈ সীতা কৈ?

রাম। (স্পর্শ সুখ পাইয়া) এই যে দেখনা আছে।

বাস। আঃ [illegible] একে আমি দুঃখিনী আবার [illegible] দ্বারা কেন দগ্ধ করিতেছেন।

সীতা। [illegible] সময়ে পলায়ন করি আমার [illegible] আর্য্যপুত্রের স্পর্শে অবসন্ন হইতেছে।

রাম। সখি প্রলাপ কেন? বিবাহ সময়ে যে সুখস্পর্শ কর গ্রহণ করিয়াছি এবং পরে বহুকাল যাহা পরিচিত ছিল।

সীতা। আর্য্যপুত্র সেই তুমি।

রাম। সেই মনোহর নবনীসম তুষার শীতল পাণিপল্লব এক্ষণে আবার পাইলাম। (পাণি ধারণ)

সীতা। হায়২ আর্য্যপুত্রের শরীর স্পর্শে কি এমন উন্মাদিত হইল।

রাম। বাসন্তি, আহ্লাদে আমার ইন্দ্রিয় গণ মুগ্ধ হইয়াছে, তুমি বিশেষ করিয়া দেখ দেখি।

বাস। হায় এ যে উন্মাদ।

(সসম্ভ্রমে হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক সীতার পলায়ন)

রাম। হায়২ কি হলো২। আমার অবসাদ কম্পিত ও স্বেদ শিথিলিত কর হইতে সেই জানকীর অবসন্ন কম্পিত ও স্বেদযুক্ত কর অপসৃত হইল।

সীতা। হায় কি হলো২, এখন আর্য্যপুত্র ধৈর্য্য ধারণ করিতেছেন না।

তম। (সস্নেহে দর্শন করিয়া) যেমন কদম্বরাজী নূতন বৃষ্টি জলে মুকুল ব্যাপ্ত ও বায়ু বশে কম্পিতা হয় তদ্রূপ বৎসা জানকী প্রিয়তম স্পর্শে স্বেদযুক্তা রোমাঞ্চিতা ও প্রকম্পিতা হইয়াছেন।

সীতা। (মনেং) আর্য্যপুত্রের সহিত এই সকল ব্যাপারে আমি ভগবতী তমসার নিকটে লজ্জিতা হইতেছি, ইনি কি মনে করিবেন এই পরিত্যাগ এই সমাগম।

রাম। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) কৈ কোথায় নাই [illegible] নিদয়ে সীতে।

সীতা। সত্য আমি নিদয়া বটে, এতাদৃশাবস্থ আর্য্যপুত্রকে দেখিয়াও জীবন ধারণ করিতেছি।

রাম। কোথায় প্রিয়ে কোথায় আছ, আমাকে ত্যাগ করা উচিত নয়।

সীতা। আর্য্যপুত্র এ যে তোমার বিপরীত কথা।

বাস। দেব ক্ষমা কর নিজ লোকোত্তর ধৈর্য্য দ্বারা অন্তঃকরণকে বশীভূত কর, প্রিয়সখী এ স্থানে কৈ।

রাম। নাই যথার্থ বটে নতুবা বাসন্তীও দেখিতেন না, এ কি আমার স্বপ্ন, না আমি তো নিদ্রা যাই নাই, রামেরই বা নিদ্রা কোথায়, এই অনেক বার পরিচিত মোহই হইয়া থাকিবে।

সীতা। আমি কি কঠিনা আর্য্যপুত্রকে বিচ্ছেদ যাতনায় রাখিয়াছি।

বাস। দেব দেখ২ এই রাবণরথ জটায়ু পক্ষ কর্ত্তৃক চূর্ণ হইয়া অদ্যাপি রহিয়াছে। এই বিনষ্ট ও অস্থিমাত্রে শিষ্ট খর প্রভৃতি রাক্ষস গণের শরীর সকল, এই স্থান হইতে রাবণ জটায়ুর পক্ষচ্ছেদন করিয়া চপলা বিশিষ্ট মেঘের ন্যায় [illegible] প্রিয়সখী সীতাকে হরণ করত আকাশ পথে গমন করিয়াছিল।

সীতা। (সভয়ে) পিতা জটায়ু বিনষ্ট হইয়াছেন আমিও রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃতা হইলাম আর্য্যপুত্র রক্ষাকর২।

রাম। (সসম্ভ্রমে) ওরে পাপ, জটায়ুকে বিনাশ ও প্রিয়াকে হরণ করিয়া কোথা পলাবি।

বাস। অয়ি দেব রাক্ষস কুল ধ্বংসকেতু এক্ষণে তোমার ক্রোধ!

রাম। অথবা এখন আমি উন্মাদ হইয়াছি আর সে রাবণ কৈ। পূর্ব্বে আমি বীর ক্রোধে উত্তপ্ত ছিলাম বিশেষতঃ রিপু বধ করিয়া প্রিয়াকে পুনঃ প্রাপ্ত হইব এই আশাও ছিল, সুতরাং সে বিচ্ছেদ নিতান্ত অসহ্য হয় নাই, এক্ষণে আর সে আশা নাই নিরবধি প্রিয়তমার বিচ্ছেদ কি রূপে সহ্য করি।

সীতা। কি [illegible] আমি মন্দ ভাগিনী। (রোদন)

রাম। কি কষ্ট, যে স্থানে সুগ্রীবের বন্ধুতা নিরর্থক, বানর গণের বীর্য্য বৃথা, জাম্বুবানের বুদ্ধি অকিঞ্চিৎকর, হনূমান্ গমন করিতে অসমর্থ, নল যোজনা করিতে অক্ষম, এবং লক্ষ্মণের বাণের গতি নাই, প্রিয়ে এখন এমত স্থানে রহিয়াছ?

সীতা। পূর্ব্ব বিরহ তো ভাল ছিল, এ কি?

রাম। সখি বাসন্তি, বন্ধু লোক দিগের এক্ষণে রাম দর্শন কেবল দুঃখজনক, আমি আর কতক্ষণ তোমাকে রোদন করাব, আমার গমনে অনুমতি দেও।

সীতা। (উদ্বেগসহকারে) তমসে আর্য্যপুত্র চলিলেন যে।

তম। চল, আমরাও কুশ লবের বর্ষ বৃদ্ধি ভাগীরথীর নিকটে আমরাও যাই।

সীতা। ভগবতি ক্ষণকাল ক্ষমা কর, আমি একবার আর আর্য্যপুত্রের মুখপদ্ম দেখি।

রাম। যাই, অশ্বমেধ যজ্ঞ নিমিত্ত সহধর্ম্মচারিণী আছে।

সীতা। (স্বগত) আর্য্যপুত্র কে সে।

রাম। সুবর্ণময়ী সীতা।

সীতা। (সাহলাদে) আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ জনিত লজ্জা শল্য আমার এক্ষণে তুমি উদ্ধোলন করিলে।

রাম। তদ্দর্শনেই তৃপ্ত হই গে।

সীতা। ধন্যা সে, যে আর্য্যপুত্রের অভিমতা, যে ব্যক্তি রুকে আহ্লাদ প্রদান করিয়া জীব লোক রক্ষা করিতেছে।

তম। (সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) বৎসে আপনি আপনাকেই স্তব করিতেছ।

বাস। আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরের কি ক্লেশ উপস্থিত হইল, গমন বিষয়ে আমি কি বলিব যাহাতে কার্য্য হানি না হয়, তাই করুন।

সীতা। বাসন্তী এখন আমার প্রতি প্রতিকূলা হয়েছেন আর ক্ষণকাল আর্য্যপুত্রকে রাখিলেন না।

তম। চল বাছা আমরা যাই।

সীতা। (সখেদে) ভাল চল যাই।

তম। কেমন করেই বা যাইবে তোমার সতৃষ্ণ দৃষ্টি প্রিয়ের শরীরে বিদ্ধ রহিয়াছে, বহুতর যত্ন করিয়াও তাহা আকর্ষণ করিতে পারিতেছ না।

সীতা। আর্য্যপুত্রের চরণ কমলে প্রণাম করি, পাপীয়সী আমি যাহা আর দেখিতে পাইলাম না (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

তম। (সম্ভ্রমে) বৎসে জানকি এ কির উঠ।

সীতা। (উঠিয়া) কতক্ষণ মেঘমধ্য স্থিত চন্দ্র মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়।

তম। কি আশ্চর্য্য? করুণ রস একই কিন্তু নিমিত্তাধীন নানা প্রকার দেখা যায়, অথবা ইহা আশ্চর্য্য নহে, জল এক পদার্থ স্থান ভেদে কোথা তরঙ্গ কোথাও আবর্ত্ত কোথাও বা বুদ্বুদাকার ইত্যাদি বিবিধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাম। ওহে বিমানরাজ এই দিগ্ দিয়া চল।

(তমসা সীতার প্রতি ও বাসন্তী রামের প্রতি)

পৃথিবী ও গঙ্গা আমাদিগের সহিত এবং আদি কবি বাল্মীকি ও অরুন্ধতী সহ বশিষ্ঠদেব তোমার মঙ্গল করুন।

[সকলের প্রস্থান]

[তৃতীয় অঙ্ক]

হরি বংশ।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ নর নরোত্তম দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তদনন্তর জয়াখ্য গ্রন্থ উচ্চারণ কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ওষ্ঠ পুট হইতে বিনির্গত পুণ্য পবিত্র পাপহর মঙ্গল্য ভারত কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন তাঁহার পুষ্কর তীর্থের জলাভিষেকে কি প্রয়োজন? পরাশর সুত এবং সত্যবতীর হৃদয় নন্দন বেদব্যাস সর্ব্বোৎকর্ষ রূপে জয়যুক্ত হউন, এই জগৎ তাঁহার বদনারবিন্দ হইতে গলিত বাক্যময় অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ বহুশ্রুত বিপ্রকে কনক বিষাণময় গোশত দান করেন আর যিনি পবিত্র ভারত কথা শ্রবণ করেন তাঁহাদের দুই জনের সমান ফল হয়।

অপর শত অশ্বমেধ যজ্ঞে যে পুণ্য হয় এবং চতুর্লক্ষ ক্রতুতে যে ফল হয় সেই অশেষ ফল হরিবংশ দানে হয় ইহা মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন। আর বাজপেয় যজ্ঞ এবং রাজসূয় যজ্ঞ তথা হস্তিরথ যাগ, এ সকলে যে ফল হয় হরিবংশ দানে তাহা লভ্য হয় এ বিষয়ে মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্যই প্রমাণ এবং মহর্ষি বাল্মীকিও এইরূপ কহিয়াছেন। যে ব্যক্তি হরিবংশ পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় সদনে স্থাপন করেন ভ্রমর যদ্রূপ লুব্ধ হইয়া কমলে যায় তাহার ন্যায় তিনি অচিরে হরির চরণ কমল প্রাপ্ত হয়েন।

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভগবান্ নারায়ণের অংশে উৎপন্ন, তিনি বেদরূপ মহানিধির নিধান, তাঁহার বিভূতি অকর্ষ্য, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পিতামহের আদি এবং ষষ্ঠ মহর্ষি করিয়া বলেন।

নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক মহামুনি মঙ্গল্য এবং মঙ্গল স্বরূপ চরাচর গুরু বরেণ্য

বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন অহে সৌতি! ভরত বংশীয় দিগের এবং পার্থিব গণের সুমহৎ আখ্যান তথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব উরগ রাক্ষস দৈত্য সিদ্ধ এবং গুহ্যক দিগের অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম, বিচিত্র বিক্রম, এবং অন্যুত্তম ও অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত কথা কহিয়াছ, অপর সুললিত বচনদ্বারা মনঃ এবং কর্ণের সুখাবহ ভূরি২ পুরাণও বলিয়াছ, তৎশ্রবণে আমাদের অমৃত তুল্য প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু তুমি তন্মধ্যে কুরুদিগের জন্ম বৃত্তান্তই বলিয়াছ, বৃষ্ণি ও অন্ধক দিগের বংশাবলী বর্ণন কর নাই, তাহাও বলিতে যোগ্য হও।

কুলপতি শৌনকের এই বচন শ্রবণ করিয়া সৌতি কহিলেন, হে বিপ্রবর্য্য! রাজা জনমেজয় মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্যকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি আপনাদের নিকট আদৌ সেই বৃষ্ণি বংশই বলি। ওগো মহাশয়! মহাপ্রাজ্ঞ রাজা জনমেজয় ভারত দিগের ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করিয়া দ্বিজবর বৈশম্পায়নকে কহিয়াছিলেন আপনি মহাভারত আখ্যান বিস্তারিত করিয়া যাহা কহিলেন সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আপনি ঐ আখ্যানে বৃষ্ণি এবং অন্ধকদিগের ভূরি২ শূর বীরের বর্ণনা করিলেন। হে দ্বিজবর! সেই সকল ব্যক্তির শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশক আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকলের বৃত্তান্তও তত্তৎ প্রসঙ্গে কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বা বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলেন। হে মহাশয়! আপনি যত বলিলেন তাহাতে আমার তৃপ্তির শেষ হইল না, আরো শুনি, নিয়তই এমত আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। সে যাহা হউক, বৃষ্ণি ও পাণ্ডব ইহারা যেন এক বংশ আমার এইরূপ বোধ হইতেছে, আপনি তাঁহাদের বংশাদির বিবরণ অবগত আছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শনও করিয়াছেন অতএব তাঁহাদিগের বংশ বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক। আমার বাসনা এই যাঁহার২ বংশে যিনি২ জন্ম গ্রহণ করেন সকলকে জানিতে পারি। অতএব হে মুনিবর! আপনি ঐ সকল ব্যক্তির পূর্ব্ব সৃষ্টি তথা পাণ্ডব প্রজাপতির সৃষ্টি চিন্তা করিয়া বিস্তার পূর্ব্বক সকল বলুন।

সৌতি কহিলেন হে মহাশয় শৌনক! রাজা জনমেজয় মহাতপাঃ বৈশম্পায়নকে এই প্রকারে সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যথাক্রমে সমুদায় বিস্তার করিয়া বলিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলেন রাজন্! দিব্যা কথা বলি শ্রবণ কর। ইহা অতিশয় পবিত্র এবং ইহাতে সকল পাপের মোচন হয়। হে তাত! এই কথা যে ব্যক্তি ধারণ করেন কিম্বা নিরন্তর শ্রবণ করেন তিনি আপনার বংশ রক্ষা করিয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়েন।

হে রাজন্! যে অব্যক্ত কারণ সৎ অসৎ রূপ প্রধান ও পুরুষ, তাঁহাদের হইতে এই বিশ্ব নির্ম্মিত হয়, হে মহারাজ! যিনি এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন, তিনিই ব্রহ্মা, তাঁহার তেজঃ ও প্রভাব অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহা হইতে সকল ভূতের সৃষ্টি হয়।

প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হয়, তাহার পর অহঙ্কার হইতে সকল ভূত সৃষ্টি হয়, তদনন্তর সেই ভূত হইতে ভূতবিশেষ জন্মে। হে রাজন্! এই প্রকার সৃষ্টিই সনাতন। মহারাজ! এতদ্ভিন্ন বিস্তাররূপ সৃষ্টিও আছে তাহাও যেমন শুনা আছে যথামতি বলি শ্রবণ কর তাহাতে তোমার পূর্ব্ব পুরুষদিগেরই কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে। হে রাজন্! স্থির কীর্ত্তি মহাত্মা দিগের যে কীর্ত্তন, তাহা ধন্য যশস্য শত্রুনাশন এবং আয়ুঃপ্রবর্দ্ধন অতএব তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত বৃষ্ণি বংশ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূত সৃষ্টির বৃত্তান্ত বলিতেছি।

ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন। ঐ জলের যৌগিক নাম "নার" কেনন৷ তাহা নরাখ্য ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই নার অর্থাৎ জলই ভগবানের পূর্ব্বে অয়ন অর্থাৎ স্থান হইয়াছিল এই কারণে তাঁহাকে নারায়ণ বলা গিয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঐ বীজ হিরণ্য বর্ণ অণ্ড হইয়া সেই জলোপরি ভাসমান হইলে ব্রহ্মা তাহাকে দুই খণ্ড করিলেন তাহাতে এক খণ্ডে স্বর্গ এবং অপর খণ্ডে পৃথিবী হইল আর ঐ দুই খণ্ডের মধ্যস্থলে আকাশ সৃষ্ট হইল। তদনন্তর ব্রহ্মা প্রজাপতি দিগকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কাল মনঃ বাক্য কাম ক্রোধ রতি এবং তদ্রূপ অন্য সৃষ্টি সৃজন করিলেন। অনন্তর তাঁহার মানস হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ, এই সপ্ত ঋষি উৎপন্ন হইলেন। এই সপ্ত ঋষি পুরাণে ব্রহ্ম পুত্র বলিয়া বিখ্যাত আছেন। তাহার

পরে ব্রহ্মা রোষপ্রভব রুদ্র এবং সনৎকুমারকে সৃষ্টি করিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ঋষি হইতে প্রজা সৃষ্টি হয় এবং সনন্দ ও সনৎকুমার ইহাঁরা দুই জনে তেজঃ সংহার করিয়া থাকেন। সেই সপ্ত ঋষির সপ্ত মহাবংশ দেবগণযুক্ত ক্রিয়াবন্ত এবং প্রজাবন্ত হয়।

তদনন্তর ব্রহ্মা বিদ্যুৎ বজ্র মেঘ ইন্দ্রধনুঃ ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন এবং যজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত ঋক যজুঃ সাম এই বেদত্রয় প্রকাশ করিলেন। সাধ্যগণ ঐ সকল বেদদ্বারা দেবতাদিগের যজ্ঞ করেন

তৎপরে ব্রহ্মার গাত্র হইতে অন্যান্য বিবিধ ভূত উৎপন্ন হইল।

কিন্তু তিনি ঐ রূপে ভূরিং সৃষ্টি করিলেও যখন দেখিলেন কিছুতেই প্রজা বৃদ্ধি হয় না তখন আপনার অর্দ্ধ শরীর দ্বারা নারী এবং অর্দ্ধেকে পুরুষ হইলেন। তাহাতে সেই পুরুষ হইতে সেই নারীতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ হইল তাঁহারা স্বীয় মহিমাদ্বারা স্বর্গ এবং পৃথিবী ব্যাপিয়া ছিলেন

হে রাজন্! ভগবান বিষ্ণু প্রথমে বিরাজের সৃষ্টি করেন, সেই বিরাজ হইতে পুরুষ সৃষ্টি হয়। সেই পুরুষই মনু. তাঁহাকে মন্বন্তরও বলে। সেই পুরুষ এই সকল প্রজা সৃষ্টি করেন। মহারাজ! এই প্রকারে নারায়ণ সৃষ্টি হয় এবং তাঁহার প্রজা সকল অযোনিজ হয়েন। এই বিবরণ শ্রবণ করিলে মনুষ্য আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ এবং প্রজাবান হয়

ইতি হরিবংশে আদি সর্গ কথনে প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব চাতকাষ্টকম্।

বাতৈর্বিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ। ত্বদ্বারিবিন্দুপরিপালিতজীবিতস্য, নান্যা গতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য ॥ ১।

হে বারিদ! তুমি প্রবল বায়ুদ্বারা কম্পিতই কর, আর ভয়ানক গর্জ্জন দ্বারা ভয়ই দেখাও, অথবা শিলা বর্ষণ দ্বারা চূর্ণ করিয়াই ফেল, এই চাতক তোমার বারি বিন্দুতেই প্রতিপালিত হয়, তুমি ভিন্ন ইহার অন্য গতি নাই। ১।

চাতকস্ত্রিচতুরান্ পয়ঃকণান্, যাচতে জলধরং পিপাসিতঃ। সোঽপি পূরয়তি ভূয়সাম্ভসা. চিত্রমত্র মহতা মুদারতা॥২।

চাতক পক্ষী পিপাসিত হইয়া বারিদের নিকট পিপাসা শান্তির উপযুক্ত তিন বা চারিটী মাত্র জলবিন্দু যাচ্ঞা করে, কিন্তু জলদ সমধিক জল দান করিয়া তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন। মহৎ ব্যক্তিদিগের ঔদার্য্য কি আশ্চর্য্য। ২।

শক্যতে যেন কেনাপি জীবনেনৈব জীবিতুম্। কিন্তু কৌলব্রতোদ্ভঙ্গপ্রসঙ্গঃ পরদুঃসহঃ ॥ ৩।

হে বারিদ! আমরা অন্য কোন উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারি সত্য কিন্তু কুলাচার সিদ্ধ ব্রত ভঙ্গ অত্যন্ত অসহ্য। ৩।

গর্জ্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোঽহম্। দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ ক ত্বং কাহং ক চ জলপাতঃ ॥ ৪।

হে জলধর! তুমি কেবল গর্জ্জনই করিতেছ, জলদান করিতেছ না কেন? আমি চাতক পক্ষী অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি! অহে জলদ, যদিস্যাৎ দৈবাৎ একবার দক্ষিণীয় বায়ু বহমান হয় তাহা হইলে তুমিই বা কোথা থাকিবে আমিই বা কোথায় থাকিব এবং তোমার জল পাতই বা কোথায় থাকিবে?। ৪।

বাপী স্বল্পজলাশয়া বিষময়ো নীচাবগাহো হ্রদঃ, ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরো মহাজলনিধি র্গণ্ডূষমেকং মুনেঃ। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ পয়োনিধিগতাঃ সন্ত্যজ্য তস্মাদিমান্ সম্মানী খলু চাতকো জলমুচা মুচ্চৈঃ পয়ো বাঞ্ছতি ॥ ৫।

হে জলধর! অবনীতলে ভূরিং বাপী আছে বটে, কিন্তু তাহা অল্প জলের স্থান, আর হ্রদ সকল বিষম ও তাহাতে নীচে অবগাহন করিতে হয়, অপর যে মহাসাগর আছে তাহা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র যেহেতু অগস্ত্য মুনি গণ্ডূষ মাত্রে তাহাকে পান করিয়াছিলেন, গঙ্গা ইত্যাদি নদী সকলের জলও পেয় নহে কারণ সে সকল সমুদ্রগামী। অতএব সম্মানী চাতক ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া মেঘের জলই বাঞ্ছা করে। ৫।

বীজৈরঙ্কুরিতং নদীভিরুদিতং বল্মীভিরুজ্জৃম্ভিতং বৃক্ষৈঃ পল্লবিতং জনৈশ্চ মুদিতং ধারাধরে বর্ষতি। ভ্রাতশ্চাতক পাতকং কিমপি তে সম্যঙ্ন জানীমহে, যত্তেঽস্মিন্ন পতন্তি চঞ্চুপুটকে দ্বিত্রাঃ পয়ো বিন্দবঃ ॥ ৬।

অহে ভাই চাতক! বারিধরের বর্ষণে বীজ সকল অঙ্কুরিত, নদী সকল বর্দ্ধিত, বল্মীক গণ উন্নত, বৃক্ষেরা পল্লবিত এবং লোক সকল আনন্দিত হইল, কিন্তু তোমার কি পাপ আছে বলিতে পারি

না, তোমার চঞ্চুপুটে দুই তিনটী জলবিন্দুও পতিত হইল না। ৬।

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে বয়ঃ পয়ঃ। চাতকস্য তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনম্॥ ৭।

অন্যান্য পক্ষিরা নদ হইতে এবং হ্রদ হইতে জল পান করিয়া থাকে কিন্তু হে জীমূত, চাতকের কেবল তুমিই অবলম্ব। ৭।

নভসি নিরালম্বে সীদতা দীর্ঘকালং ত্বদভিমুখনিবিষ্টোত্তানচঞ্চুপুটেন। জলধর জলধারা দূরতস্তাবদাস্তাং ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতশ্চাতকেন॥ ৮।

হে জলধর। এই চাতক তোমার দিকে মুখ করিয়া চঞ্চুপুট বিস্তার পূর্ব্বক নিরালম্ব নভোমণ্ডলে চিরকাল অবসন্ন হইতেছে, তোমার জলধারা পাত দূরে থাকুক, তোমার মধুর ধ্বনিও ইহার শ্রবণ গোচর হইল না। ৮।

ইতি পূর্ব্ব চাতকাষ্টকম্।

উত্তর চাতকাষ্টকম্।

স্বচ্ছাঃ সৌম্য জলাশয়াঃ প্রতিদিনং তে সন্তু মা সন্তু বা, স্বল্পং বা বহু বা জলং জলধর ত্বং দেহি মা দেহি বা। কাসারেষু সরিৎসু সিন্ধুষু তথা নীচেষু নীরগ্রহং, ধিক্ তত্রাপি শিরোনতিঃ কিমপরং হেয়ং ভবেন্মানিনাম্। ১।

জলাশয় সকল অহরহ নির্ম্মল হইয়া থাকুক আর নাই থাকুক, অপর হে জলধর, তুমি অল্পই হউক আর অধিক হউক জল দাও আর নাই বা দাও, দীর্ঘী পুষ্করিণী নদী সমুদ্র এ সকল নীচ (নিম্ন স্থান) এ সকল স্থানে জলগ্রহণকে ধিক্, কেননা ঐ সকলে আবার মস্তক অবনত করিতে হয়, মানি জনের এতদপেক্ষা অপমান আর কি আছে? ১।

ইত্যালোচ্য বিমুচ্য চাতক যুবা তেষু স্পৃহামাদরাদ্ উদ্গ্রীবস্তব বারিবাহ কুরুতে ধারাজলালোকনম্। ২।

হে বারিবাহ, চাতক এই প্রকার আলোচনা করিয়াই ঐ সকলের জলপানে স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গলদেশ ঊর্দ্ধ করিয়া তোমার বারিধারা কখন্ পতিত হইবে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে দেখিতেছে। ২।

কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা হংসাবলীবলয়িনো জল সন্নিবেশাঃ। কিং চাতকঃ ফল মবেক্ষ্য সবজ্রপাতাং পৌরন্দরী মুপগতো নব বারিধারাম্। ৩।

হে জলধর, এই পৃথিবীতে পদ্ম ভূষিত এবং হংস শ্রেণি শোভিত জলাশয় কত না আছে? ঐ সকলে ফল সম্ভাবনা দেখিয়াও চাতক কেন বজ্রপাত সহ বর্ত্তমানা তদীয় বারিধারা নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকে? ৩।

রে ধারাধর ধীরনীরনিকরৈরেষা রসা নীরসা শেষা প্রষকরোৎকরৈরতিখরৈরাপূরি ভূরি ত্বয়া। একান্তেন ভবন্ত মন্তবগতং স্বান্তেন সঞ্চিন্তয়ন্ আশ্চর্য্যং পরিপীড়িতোভিরমতে যচ্চাতকস্তৃষ্ণয়া। ৪।

হে বারিধর, এই পৃথিবী দিবাকরের খরতর কিরণে নীরসা হইয়া ছিল তোমার গম্ভীর বারি বর্ষণ দ্বারা পুনর্ব্বার জলে প্লাবিতা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ জলে চাতকের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় নাই সে পিপাসায় পীড়িতই আছে তথাপি একান্ত মনে তোমাকে অন্তঃকরণ মধ্যে চিন্তা করিয়া মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। ৪।

আম্লান মম্ভোনিধিরেতু শোষং ব্রহ্মাণ্ড মাসিঞ্চতু বা তরঙ্গৈঃ। নাস্তি ক্ষতি র্নোপচিতিঃ কদাপি পয়োদবৃত্তেঃ খলু চাতকস্য। ৫।

সমুদ্র আপনাকে শুষ্কতাই প্রাপ্ত করুন অথবা প্রবল তরঙ্গ হইয়া জলদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে অভিষিক্তই করুন তাহাতে চাতকের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই, কারণ কখন তথায় যায় না, জলদ হইতেই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ৫।

পয়োদ হে বারি দদাসি বা নবা ত্বদেক চিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ। বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনম্। ৬।

হে পয়োদ, তুমি জল দাও, আর না দাও, চাতক কেবল ত্বদেকচিত্ত হইয়াই থাকিবে। চাতক মহতী পিপাসা হইলেও বরং শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে স্বীকার করে তথাপি কখন অন্যের উপাসনা করে না। ৬।

যদ্যপি চাতকপক্ষী ক্ষপয়তি জলধর মকাল বেলায়াং। তদপি ন কুপ্যতি জলদো গতিরিহ নান্যা যতস্তস্য। ৭।

যদিও চাতক পক্ষী অসময়ে জলদকে জল চাহিয়া বিরক্ত করে তথাপি জলধর তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন না, কেননা তিনি ব্যতীত চাতকের অন্য গতি নাই। ৭।

একএব খগমানি শ্চিরং জীবতু চাতকঃ। পিপাসয়া বা ম্রিয়তে যাচতে বা পুরন্দরাৎ। ৮।

এক চাতকই পক্ষিরত্ন, সে চিরকাল জীবিত থাকুক, তাহার এমত আশ্চর্য্য নিয়ম যে হয় পিপাসায় প্রাণত্যাগ করে কিম্বা ইন্দ্র সন্নিধানে যাচ্ঞা করে

ইতি উত্তর চাতকাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

ভ্রমরাষ্টকম্।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন বিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিত মধুপঃ পুষ্প মধ্যে পপাত। অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকাচ্ছিন্নপক্ষঃ স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ॥ ১।

কেতকীর গন্ধ অতিশয় মনোহর এবং বর্ণ সুবর্ণবৎ অতিশয় রমণীয় দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর পদ্মভ্রমে তাহার পুষ্প মধ্যে গিয়া পতিত হইল। কিন্তু ভ্রমরের মধুপানে অপনায়া নিবারণ দূরে থাকুক তদীয় পুষ্প ধূলিতে দুইটী চক্ষু অন্ধ এবং কণ্টকে পক্ষদ্বয় ছিন্ন হইয়া গেল। অতএব তথায় অবস্থিতি অথবা সেখান হইতে বহির্গমন তাহার পক্ষে দুই বিষয়ই ক্লেশকর হইল। ১।

গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকাং মধুকরস্ত্যক্ত্বা গতো যূথিকাং দৈবাত্তাঞ্চ বিহায় চম্পকবনং পশ্চাৎ সরোজং গতঃ। বদ্ধস্তত্র নিশাকরেণ বিধিনা ক্রন্দত্যসৌ মূঢ়ধীঃ সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং প্রাপ্নোতি মূঢ়ো জনঃ। ২।

মধুকর আদৌ সুগন্ধশালি নব মল্লিকা পুষ্পে বসিয়াছিল তাহা ত্যাগ করিয়া অধিক মধু লোভে যূথী কুসুমে গিয়া বসিল। অনন্তর তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া চম্পক বনে গেল, তাহার পরে পদ্মের উপর গিয়া উপবেশন করিল। কিন্তু দৈবাৎ তথায় দিনাবসান হওয়াতে চন্দ্র উদিত হইয়া পদ্মকে মুদ্রিত করিল তাহাতে সে পদ্মমধ্যে বদ্ধ হইয়া পলাইতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। মূঢ় জনেরা সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারে না তাহাতেই পরাভব প্রাপ্ত হয়। ২।

যেহমী তে মুকুলোদ্গমা দনুদিনং ত্বামাশ্রিতাঃ ষট্পদাস্তে ভ্রাম্যন্তি ফলাদ্বহি র্বহিরহো দৃষ্ট্বা ন সম্ভাষসে। যে কীটাস্তব দৃক্পথঞ্চ ন গতাস্তে ত্বৎফলাভ্যন্তরে ধিক্ ত্বাং চূতবরো পরাপরপরিজ্ঞানানভিজ্ঞো ভবান্॥ ৩।

অহে আম্রতরু এই যে সকল ভ্রমর তোমার মুকুলোদ্গম অবধি তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল এক্ষণে ইহারা তোমার ফলের বহির্ভাগে পরিভ্রমণ করিয়া খিন্ন হইতেছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া সম্ভাষাও করিতেছ না। কিন্তু যে সকল কীট কস্মিন্ কালেও তোমার দর্শন পথে আইসে নাই, তাহারা তোমার ফলের অভ্যন্তরে রহিয়াছে, তোমাকে ধিক্, তোমার কি আত্মীয় পর জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। ৩।

নীতং জন্ম নবীন নীরজবনে পীতং মধু স্বেচ্ছয়া মালত্যাঃ কুসুমেষু যেন সততং কেলী কৃতা হেলয়া। তেনেয়ং মধুগন্ধলুব্ধমনসা গুঞ্জা লতা সেব্যতে হা ধিক্ দৈবকৃতং স এব মধুপঃ কাং কাং দশাং নো গতঃ॥৪।

যে ভ্রমর নবীন পদ্মবনে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মধুপান করিয়াছিল এবং মালতী পুষ্পে নিরন্তর অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিয়াছে, এখন সে মধুগন্ধে লুব্ধমনাঃ হইয়া গুঞ্জালতার সেবা করিতেছে। আঃ দৈবের কর্ম্মকে ধিক্, সেই ভ্রমর কিং অবস্থা না প্রাপ্ত হইল। ৪।

পলাশকুসুমভ্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে মধুব্রতঃ। পতত্যেষ শুকোপ্যেনং জম্বূভ্রান্ত্যা জিঘাংসতি। ৫।

ভ্রমর পলাশপুষ্প ভ্রমে শুকপক্ষির মুখে গিয়া পতিত হয় শুকও তাহাকে জাম বোধ করিয়া ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ৫।

দৃষ্ট্বা স্ফীতোহভবদলিরসৌ লেখ্যপদ্মং বিশালং চিত্রং চিত্রং কিমিতি কিমিতি ব্যাহরন্ নিষ্পপাত। নাস্মিন্ গন্ধো নচ মধুকণা নাস্তি তৎ সৌকুমার্য্যং ঘূর্ণন্ মূর্দ্ধা বত নতশিরা ব্রীড়য়া নির্জগাম॥ ৬।

ভিত্তির উপরে চিত্রিত বিশাল কমল অবলোকন করিয়া ভ্রমর আহ্লাদে অতিশয় স্ফীত হইল এবং হর্ষগদ্গদ স্বরে "আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য, এ কিং," এইরূপ উক্তি করিতেং তদুপরি গিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতে গন্ধ নাই, মধুকণাও নাই, কোমলতাও নাই, অতএব লজ্জায় নতশিরা হইয়া মস্তকদ্বারা ঘূরিতেং বাহিরে আসিল। ৬।

অলিরসৌ নলিনীবনবল্লভঃ কুমুদিনী কুল কেলিকলারসঃ। বিধিবশেন বিদেশ মুপাগতঃ কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে॥ ৭।

যে অলি কমলিনী বন বল্লভ এবং কুমুদিনী কুলের কেলি কলারসজ্ঞ ছিল সে এক্ষণে বিধিবশে বিদেশে আসিয়া কুটজ পুষ্প রসকেই যথেষ্টবোধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ৭।

রাত্রি র্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং,
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং।
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে হা
হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার ॥ ৮।

রাত্রিও গত হইবে, প্রভাতও হইবে, সূর্য্যও উঠিবেন, পদ্ম সকলও বিকসিত হইবে। ভ্রমর পদ্ম কোষ বদ্ধ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিল. ইতি-মধ্যে কি খেদের বিষয় একটা হস্তী আসিয়া ঐ পদ্ম-লতা উন্মূলিতা করিল। ৮।

বানরাষ্টকম্।

ঈর্ষী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগি-
নঃ ॥ ১।

ঈর্ষাযুক্ত, ঘৃণাযুক্ত, সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, সতত ক্র নিত্য ভীত, এবং পরভাগ্যোপজীবী, এই ছয় ব্যক্তি দুঃখ ভাগী হয়। ১।

দক্ষঃ শ্রিয় মধিগচ্ছতি পথ্যাশী কলাতাং
সুখমরোগী। উদ্যুক্তো বিদ্যাং তথা ধর্ম্মার্থ
যশাংসি বিনীতঃ ॥ ২।

দক্ষ ব্যক্তি শ্রীপ্রাপ্ত হয়, পথ্যাশী লোক আ-রোগ্য ভোগ করে, অরোগী পুরুষ সুখী হয়, উ-দ্যোগী জন বিদ্যালাভ করে, কিন্তু এক বিনীত ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম যশঃ এই চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইতে পারে। ২।

ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে যশস্করে
কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে। প্রিয়াসু নারীষু তথৈব
বান্ধবেহপ্যতিব্যয়ো নাস্তি নরাধিপাষ্টসু ॥ ৩।

হে রাজন্, যজ্ঞে, বিবাহে, বিপৎকালে. শত্রু দমন সময়ে, যশস্কর কার্য্যে, মিত্র সংগ্রহে, প্রিয়া প্রীতে এবং বান্ধবে, এই অষ্ট বিষয়ে অধিক ব্যয় করিলেও তাহাকে অতি ব্যয় বলা যায় না। ৩।

রূপং জরা সর্ব্বসুখানি তৃষ্ণা খলেষু সেবা
পুরুষাভিমানং। যাচ্ঞা গুরুত্বং গুণ মাত্ম
পূজা চিন্তা বলং হন্ত্যদয়া চ লক্ষ্মীম্ ॥ ৪

বৃদ্ধাবস্থা রূপকে নষ্ট করে. তৃষ্ণা সকল সুখকে দূরীভূত করিয়া দেয়, খলসেবা পৌরুষাভিমান বিনষ্ট করিয়া দেয়, যাচ্ঞায় গৌরব পলায়ন করে, আত্ম শ্লাঘায় গুণ জলাঞ্জলি প্রাপ্ত হয়, চিন্তায় বল ক্ষয় হইয়া যায় আর অদয়া লক্ষ্মীকে দূর করিয়া দেয়। ৪।

স্তব্ধস্য নশ্যতি যশো বিষমস্য মৈত্রী নষ্ট
ক্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্ম্মঃ। বিদ্যাফলং
ব্যসনিনঃ কৃপণস্য সুখং রাজ্যং প্রমত্ত সচি-
বস্য নরাধিপস্য ॥ ৫।

শুদ্ধ ব্যক্তির যশঃ, অস্থির চিত্তের মিত্রতা, নষ্টক্রিয়ের কুল, অর্থ পরায়ণের ধর্ম্ম, ব্যসনির বিদ্যাফল, কৃপণের সদ্ব্যবহার, এবং প্রমত্ত মন্ত্রি-যুক্ত রাজার রাজ্য বিনষ্ট হয়। ৫।

শুষ্কেন্ধনে বহ্নি রুপৈতি বৃদ্ধিং বালেষু
শোক শ্চপলেষু কোপঃ। কান্তাসু কামো
নিপুণেষু বিত্তং ধর্ম্মো দয়াবৎসু মহৎসু
ধৈর্য্যম্ ॥ ৬।

শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি, অজ্ঞ জনে শোক, চপলে ক্রোধ, কান্তাতে কাম, নিপুণে বিত্ত, দয়াবানে ধর্ম্ম, এবং মহৎ জনে ধৈর্য্য, বৃদ্ধিশীল হয়। ৬।

জবোহি সপ্তেঃ পরমং বিভূষণং ত্রপাঙ্গ-
নায়াঃ কৃশতা তপস্বিনঃ। দ্বিজস্য বিদ্যৈব
মুনেরপি ক্ষমা পরাক্রমঃ শস্ত্রবলোপজীবি-
নাম্ ॥ ৭।

ঘোটকের শীঘ্রগামিতা, কুলাঙ্গনাদের লজ্জা, তপস্বির কৃশতা, ব্রাহ্মণের বিদ্যা, মুনির ক্ষমা, এবং শস্ত্রবলোপজীবি দিগের পরাক্রম ভূষণ স্বরূপ হয়। ৭।

দুর্মন্ত্রিণং কমুপযাতি ন নীতি দোষঃ সন্তা-
পয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ। কং স্ত্রী
ন মোহয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ কং স্ত্রী-
কৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি ॥ ৮।

নীতি দোষ কোন্ কুমন্ত্রিকে না পায়? কোন অপথ্য ভোজি ব্যক্তিকে রোগে পীড়া না দেয়? কোন্ পুরুষকে যুবতী জনে মোহিত না করে? কে, ন সজীব ব্যক্তিকে মৃত্যু বিনষ্ট না করে এবং কোন ব্যক্তি স্ত্রী কৃত বিষয়ে পরিতাপিত না হয়েন। ৮।

ইতি বানরাষ্টক সমাপ্ত।

বানর্যষ্টকম্।

মাধুর্য্যং প্রমদা জনেষু ললিতং দাক্ষিণ্য
মার্য্যে জনে, শৌর্য্যং শত্রুষু নম্রতা গুরুজনে
ধর্ম্মিষ্ঠতা সাধুষু। মর্ম্মজ্ঞেষ্বনুবর্ত্তনং বহুবিধং
মানং জনে পণ্ডিতে শাঠ্যং পাপিজনে নরস্য
কথিতা গণ্যা ইমেঽষ্টৌ গুণাঃ ॥ ১।

প্রমদা জনে লালিত্য, মান্যজনে সারল্য, শত্রুর প্রতি শৌর্য্য, গুরুজনে নম্রতা, সাধুর সহিত ধর্ম্মিষ্ঠতা, মর্ম্মজ্ঞ জনে অনুবৃত্তি, পণ্ডিত জনে বহুবিধ মান, পাপি জনে শাঠ্য, মনুষ্যের এই অষ্ট গুণ অতিশয় গভীর

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং স্বারা-
ধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ। অঙ্কে
স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া শাস্ত্রে নৃপে
চ যুবতৌচ কুতো বশিত্বম্ ॥ ২।

শাস্ত্র উত্তমরূপে অনুশীলিত হইলেও পুনঃ২ অনুশীলন করিবে, রাজা সম্যক্‌রূপে আরাধিত হইলেও তাঁহার প্রতি ভয় রাখিবে, আর যুবতী যদিও ক্রোড়েও থাকে তথাপি তাহাকে রক্ষা করিবে, যেহেতু শাস্ত্র রাজা এবং যুবতী সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত কোথায় কাহার হইয়া থাকে ? ২।

আরোগ্যমানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ সম্প্রত্যয়া বৃত্তিরভীতিবাসঃ। সদ্ভির্মনুষ্যৈঃ সহ সংপ্রয়োগঃ ষড়্‌জীবলোকেষু সুখানি রাজন্‌॥ ৩।

রোগাভাব, ঋণাভাব, প্রবাসের অভাব স্থির বৃত্তি, নির্ভয়ে বাস এবং সৎলোকের সহিত সহবাস, এই ছয় জীবলোকে সুখ। ৩।

দানং দরিদ্রে বিভবেপি শান্তির্যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্‌। ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখোচিতানাং দয়া চ ভূতে ত্রিদিবং নয়ন্তি॥ ৪।

দরিদ্রের প্রতি দান, বিভব সত্ত্বেও শান্তি, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌন, সুখোচিত ব্যক্তিদের সুখভোগে অযত্ন, এবং সর্ব্ব ভূতে দয়া, এই সকল গুণ স্বর্গসাধক হয়। ৪।

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থো গৃহী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী। বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কুধর্ম্মো লোকে ষড়েতানি বিডম্বিতানি॥ ৫।

মূর্খ ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ প্রাচীন, তপস্বী ধনবান্‌, কুশ্রী বেশ্যা, অধর্ম্মী রাজা এই ছয় লোকে বিড়ম্বনা মাত্র। ৫।

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকং। রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ৬।

মদ্যপানাসক্ত বৈদ্য, কুপঠিত নট, বেদহীন ব্রাহ্মণ, যুদ্ধে কাপুরুষত্ব প্রকাশকারী পুরুষ, গতবেগ ঘোটক, মূর্খ পরিব্রাজক, কুমন্ত্রি বেষ্টিত রাজা, সর্ব্বদা উপদ্রবযুক্ত দেশ, গর্ব্ব যৌবনা অথচ পরাসক্তা ভার্য্যা, এই সকলকে পণ্ডিতেরা শীঘ্র পরিত্যাগ করেন। ৬।

সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ। সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎকৃতং সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্‌॥ ৭।

উত্তম জীর্ণ অন্ন, ভাল পণ্ডিত সন্তান, সুশাসিতা স্ত্রী, সুসেবিত রাজা, এবং উত্তম বিবেচনা করিয়া যাহা করা যায়, এ সকল অতি দীর্ঘকালেও বিকৃতি পায় না। ৭।

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ। নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥ ৮।

সকল লোকেই স্বকার্য্য বশতঃ অনুরাগ প্রকাশ করে নচেৎ কেহ কাহার প্রিয় নহে, দেখ, বৃক্ষ ক্ষীণফল হইলেই পক্ষিগণ তাহা পরিত্যাগ করে, সরোবর শুষ্ক হইলে সারস আর সেখানে থাকে না, পুষ্প পর্য্যুষিত হইলে তাহার নিকটে আর ভ্রমর দৃষ্ট হয় না। বন দগ্ধ হইলে মৃগগণ তাহা পরিহার পূর্ব্বক অন্য স্থানে যায়, পুরুষ নির্ধন হইলে বেশ্যেরা তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ত্যাগ করে, রাজা শ্রীভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রিরা ছাড়িয়া যায়, অতএব স্বার্থোদ্দেশেই সকলে সকলকে ভাল বাসে নচেৎ কেহ কাহারো বল্লভ নয়। ৮।

ইতি বানরাষ্টক সমাপ্ত।

সাধন পঞ্চকম্‌।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্‌। পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তামাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্‌॥ ১

নিত্য বেদ অধ্যয়ন কর, বেদোচিত কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠান কর, তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা কর, কাম্যে মতি পরিত্যাগ কর, পাপরাশি দূর করিয়া দাও, সাংসারিক সুখে দোষ অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানে ইচ্ছুক হও, এবং আপনার গৃহ হইতে শীঘ্র বহির্গত হইয়া যাও। ১।

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্‌। সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্‌। ২।

সাধুলোকের সহিত সহবাস কর, ভগবানে দৃঢ়া ভক্তি সংযোগ কর, শান্তি তিতিক্ষাদির বৃদ্ধি নিমিত্ত যত্ন পাও, বন্ধক কর্ম্ম সকলকে আশু বিসর্জ্জন দাও, সদ্বিদ্বান্‌ ব্যক্তির উপাসনা কর, প্রতিদিন তাঁহার পাদুকা সেবা কর, একাক্ষর পরম ব্রহ্ম চিন্তা কর এবং বেদান্ত বাক্য শ্রবণ কর। ২।

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্‌। ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতা-

মন্তুরয়ু গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং দেহেহহমতি রুজ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্॥ ৩।

মহাবাক্যের অর্থ স্থির কর, বেদান্ত পক্ষ অবলম্বন কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, বেদানুযায়ি তর্ক অনুসন্ধান কর, আমিই ব্রহ্ম এই রূপ ভাবনা কর, গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্ম বুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পণ্ডিত জনের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ কর। ৩।

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্। শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং নতু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতা মৌদাসীন্য মভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্য মুৎসৃজ্যতাম্॥ ৪।

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, স্বাদু অন্নের নিমিত্ত যত্ন করিও না দৈবাৎ যদি প্রাপ্ত হও সন্তোষ প্রকাশ কর, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা কর, বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিও না, ঔদাসীন্য বাঞ্ছা কর, লোকের প্রতি করুণা বিতরণে কার্পণ্য পরিত্যাগ কর। ৪।

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্ কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাং প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্॥ ৫।

নির্জ্জনে সুখে অবস্থিতি কর, পর ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া রাখ, পূর্ণাত্মার আলোচনা কর, এই জগৎ ইহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বিলুপ্ত কর, বুদ্ধিবলে উত্তর প্রাক্তনে আসক্ত হইও না, আপনার প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ কর এবং পরব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিতি কর। ৫।

যঃ শ্লোক পঞ্চক মিদং পঠতে মনুষ্যঃ সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য। তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ প্রশান্তি মুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ॥ ৬।

যে মনুষ্য অনুদিন এই শ্লোক পঞ্চক পাঠ করিবেন এবং সর্ব্বদা স্থির চিত্ত হইয়া ইহার অর্থ চিন্তা করিবেন আত্ম প্রসাদে তাঁহার সংসার রূপ দাবানলের তীব্র তাপ আশু শান্তি প্রাপ্ত হইবে। ৬।

ইতি সাধনপঞ্চক সমাপ্ত।

যতি পঞ্চকম্।

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ। বিশোক মন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১।

যাঁহারা বেদান্ত বাক্য লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন এবং ভিক্ষান্নমাত্রে সন্তুষ্ট হয়েন, আর শোক রহিত অন্তঃকরণ হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা কৌপীন ধারী হইয়াও মহা ভাগ্যবান্। ১।

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ। কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। ২।

যাঁহারা তরুমূল আশ্রয় করিয়া থাকেন, আপনাদের করদ্বয়কে ভোজনার্থ আমন্ত্রণ করেন না, এবং কন্থার ন্যায় লক্ষ্মীকে কুৎসিত বোধ করেন, তাঁহারা কৌপীনধারী হইয়াও পরম ভাগ্যবান্। ২

দেহাদি ভাবং পরিবর্ত্তয়ন্ত আত্মান মাত্মনাব লোকয়ন্তঃ। নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩।

যাঁহারা দেহাদির ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন এবং আত্মাতে আপনাকে অবলোকন করেন আর অন্তরের অথবা বহির্ভাগের কোন বিষয় স্মরণ করেন না, তাঁহারা কৌপীনধারী হইয়াও মহা ভাগ্যবান্। ৩।

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টিমন্তঃ। অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪।

যাঁহারা আত্মানন্দ ভাবে পরিতোষ প্রাপ্ত এবং সকল ইন্দ্রিয় দমন করিয়া তজ্জন্য সন্তোষে অনুভবে পরিতৃপ্ত, আর দিবারাত্র ব্রহ্মসুখে রত হয়েন, তাঁহারা কৌপীনধারী হইলেও মহা ভাগ্যবান। ৪।

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ। ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৫।

যাঁহারা পরম পবিত্র পঞ্চ অক্ষর সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, এবং পশুপতি মহাদেবকে স্ব স্ব হৃদয় মধ্যে ধ্যান করেন, তথা ভিক্ষাশী হইয়া সকল দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা কৌপীনধারী হইয়াও মহা ভাগ্যবান্। ৫।

ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্কর ভগবৎ পূজ্যপাদ কৃত যতিপঞ্চক সমাপ্ত।

যোগবাশিষ্ঠ।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন মহামুনি বিশ্বামিত্র এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে রামচন্দ্র বিনয় প্রকাশ পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, মুনে, যদিও আমার সকল বিষয় বলিবার ক্ষমতা নাই তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথামতি প্রতিবচন প্রদান করি, আপনকার বাক্য লঙ্ঘন করা হয় না।

হে মুনে, আমি শৈশবকালে জনক জননীর দ্বারা পরম স্নেহে প্রতিপালিত হই, তদনন্তর গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা উপার্জ্জন করি-

কিয়দ্দিন গত হইল তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম, নানা স্থানে নানা তীর্থ পর্য্যটনানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি আমার সংসারের প্রতি আর আস্থা নাই, মনোমধ্যে সর্ব্বদা এই প্রকার বিচার উদিত হয়, স্রক্ চন্দন বনিতা ইত্যাদি বিষয় সকল কি? ইহাতে কি ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে? দেখিতে পাওয়া যায় জন্মগ্রহণ করিলে পরে এক দিন না এক দিন অবশ্যই মরিতে হয় এবং যাহারা মরিতেছে তাহারাই পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। অপর এই চরাচর সমস্ত পদার্থ এবং তাহাদের কর্ম্ম সকল অনিত্য, দারাপুত্রাদি যে সকল পরিজনকে স্নেহ ভাজন জ্ঞান হয় তাহারা সঙ্গের সঙ্গী নহে, কেবল মায়া দ্বারা তাহাদের প্রতি স্নেহ করিয়া বদ্ধ হওয়া যায়। হে মুনে, এই প্রকার বিচার উদিত হওয়াতে আমি সমস্ত বিষয় হইতে উপরত প্রায় হইয়াছি, কিন্তু তথাপি এই সংসারের ক্লেশ হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইব এতচ্চিন্তায় আমার অন্তর নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে।

হে মুনে, এই সংসারে সকলে ধনকে সুখ সাধন করিয়া কহে কিন্তু আমি দেখিতেছি ধন তো চিন্তার চক্র স্বরূপ, তাহাতে কেবল বিবিধ আপদ সম্ভাবনা, অতএব ধনে আমার আনন্দ হয় না। অপর ঐশ্বর্য্য কেবল মোহের কারণ, প্রথমতঃ তাহা উপার্জ্জন করিতে মহা কষ্ট, যদি উপার্জ্জিত হইল তবে কেবল বিবিধ দোষাবহ প্রবৃত্তিই উৎপাদন করিতে থাকে। মুনে, সম্পত্তির মোহকতার কথা কি কহিব? ইহা আত্মীয স্বজনের উপরেও নিষ্ঠুরতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্য যদিস্যাৎ অতিশয় প্রাজ্ঞ অতি শূর এবং কৃতজ্ঞ থাকে তথাপি ধূলা যেমন মণিকে মলিন করে তাহার ন্যায় ঐশ্বর্য্য সেই মনুষ্যকেও মলিনাস্তঃকরণ করে।

হে মুনে, ঐশ্বর্য্যবান হইয়া লোক নিন্দা রহিত হয় এবং বলবান হইয়া নিষ্ঠুরতা না করে ও প্রভু হইয়া সর্ব্বত্র সমান দর্শী হয় এতাদৃশ পুরুষ প্রায় দেখিতে পাই না, ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল সম্পদ্ প্রায় দৃশ্যমান না, ঐ সম্পদ যদিস্যাৎ অক্ষয় ও অনশ্বর হইত, তাহা হইলেও বা তাহাতে আস্থা করিতে পারিতাম, দেখিতে পাই তাহা ক্ষণেক ক্ষীণ হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্পত্তিতে আমার শ্রেয়ঃ বোধ হয় না। আর পরমায়ুকেও অতিশয় প্রিয় বলিতে পারি না, তাহা অতিশয় চঞ্চল, কখন লয় হইয়া যাইবে কিছু মাত্র নিশ্চয় নাই। ফলতঃ হে মুনে বরং বায়ুর বেষ্টন ও আকাশের খণ্ডন এবং তরঙ্গমালার গ্রন্থন বিশ্বাস্য হইতে পারে তথাচ পরমায়ুতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এই পরমায়ুকে যদিস্যাৎ শোক নাশক ও পরম নিবৃত্তি সাধক বস্তুর সাধনে নিযুক্ত রাখিতে পারা যায় তবেই তাহা সার্থক হইল, [illegible] সংসার চেষ্টায় ব্যাপৃত রাখিলে তাহা নিতান্তই বৃথা যায়। অপর হে মুনে, মানব জাতির অথবা জীব মাত্রের জীবন নলিনীদল গত জলবিন্দুর অতিশয় চপল, প্রাণ বায়ু-মাত্র নবচ্ছিদ্র শরীর মধ্যে তাহার অবস্থানই আশ্চর্য্য এই জীবন অবলম্বন করিয়া যদিস্যাৎ পরব্রহ্মের চিন্তা পূর্ব্বক মুক্তির পথ করিতে পারা যায় তাহা হইলেই পরম লাভ হয়। পরাৎপর পরব্রহ্মের অনুধ্যান বিনা মুক্তি হয় না, এই সংসারে জন্মিয়া যে ব্যক্তি মুক্তির পথ দর্শন করিতে সমর্থ হন তাঁহারই জীবন সার্থক, তদিতর জনের জন্ম খরোষ্ট্রাদির জন্ম তুল্য বিফল।

হে মুনে, আমরা মিথ্যাময় দুষ্ট অহঙ্কার দ্বারা সতত ক্লেশ পাইতেছি আমাদের শরীরে অহংবুদ্ধি রূপ শত্রু কত শত২ আপদ ও উৎপাত উপস্থিত করে তাহা সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহা কিছুই জানিতে পারি না। কি আশ্চর্য্য, ঐ অহঙ্কার আমাদের চির বৈরী, অথচ আমরা তাহাকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারি না, তাহাকে অবলম্বন না করিলে আমাদের অশন পান পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হয় না, পরন্তু তাহাকে ত্যাগ করা উচিত, আমি তাহাকে অবলম্বন করিয়া অনেক কর্ম্ম করিয়াছি সত্য কিন্তু তৎসমুদায়ই বিফল হইয়াছে, অহঙ্কার শূন্য হইয়া যাহা করা যায় তাহাই কার্য্য। হে ব্রহ্মন, অহঙ্কার রূপ মেঘ যাবৎ প্রকাশমান থাকে তাবৎ পর্য্যন্তই তৃষ্ণারূপা কুটজমঞ্জরী প্রকাশ পায়, এই বিবেচনায় আমি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে এইরূপে অবসন্ন হইতেছি, এখন আমার হিতকর ও কর্ত্তব্য বিষয় কি, উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক। হে মহাশয়, আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অহঙ্কারকে আর আপনার অন্তঃকরণে স্থান দিব না, তাহা ইহকালে ও পরকালে দুঃখ দায়ক, এবং সকল আপদের গৃহ, অতএব যাহাতে সেই অহঙ্কার সম্বন্ধ না হয় আপনি এমত প্রকার উপদেশ করুন।

আর হে মুনিবর, আমি তৃষ্ণাকেও অতিশয় জঘন্য বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহা এমত নীচ যে অন্তঃকরণকে ব্যাকুল করিয়া কুক্কুর তুল্য অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র বিষয় লাভের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান করায়। ফলতঃ ধন তৃষ্ণাতে পুরুষ যত্র তত্র সঞ্চারণ করিয়া বেড়ায়, কোথাও অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় কোথাও বা নিরাশ হইয়া আইসে, কিন্তু ঐ তৃষ্ণা এমত দুষ্পূর যদি কদাচিৎ প্রচুর লাভও হয় তথাচ সচ্ছিদ্র কলসের ন্যায় অপূর্ণই থাকে। হে ব্রহ্মন, আমার চিত্ত ঐ তৃষ্ণা পিশাচীর অনুবৃত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সুখি হয় নাই বরং জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মুনে, ঐ পাপীয়সী তৃষ্ণার কথা কি কহিব? আমার অন্তঃক-

রণ তাহা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবা মাত্র দুষ্ট হইয়াছিল, সেই দুষ্ট চিত্ত এখনও সংশোধিত হয় নাই। মুনে, দুষ্ট চিত্ত রূপ গ্রাণ অতিশয় দুর্দান্ত অগ্নি অপেক্ষাও মহা সন্তাপ জনক হয়, অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন সমুদ্র পান, সুমেরু উৎপাটন এবং অগ্নি ভোজন এ সকল অপেক্ষাও দুষ্ট অন্তঃকরণ নিগ্রহ করা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

হে মুনিবর, যে পদার্থে ত্রিজগতের স্থিতি হয় তাহার কারণ মনঃ, ইহাতে মনঃ ক্ষীণ হইলে ত্রিজগৎ ক্ষীণ হইতে পারে। অতএব যাহাতে মনোরূপা ব্যাধির চিকিৎসা হয় তাহা করা অত্যন্ত আবশ্যক। পর্ব্বতে যদ্রূপ বন জঙ্গল উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায় মনেতে সুখ দুঃখের নানা ভাব প্রকাশ পায়, যদিস্যাৎ বিবেক দ্বারা সেই মনের ক্ষয় সাধন করিতে পারা যায় তাহা হইলে আর সুখ দুঃখাদি থাকিবার সম্ভাবনা কি?

অপর হে মুনে, এই যে শরীরকে অতিশয় প্রিয় বোধ করিয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত সতত যত্ন করা যায় ইহার স্বরূপ কি? ইহা শোণিত ক্লেদাদিতে আর্দ্রীকৃত অন্ত্র তন্ত্রাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদ্দ্বারা সুখ হইবে সকলে মনে করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলে শরীর হইতে সুখ না হইয়া বরং ভূরিং দুঃখ হয় এমত স্পষ্ট বোধ হয়। ইহাতে কোন গুণ নাই, অত্যল্পে খিন্ন ও অত্যল্পে হৃষ্ট হয়। হে মুনে, এই শরীর অহঙ্কার রূপ মহাগৃহস্থের গৃহ, ইহা মৃত্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হউক বা স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হউক কিছুতেই আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই দেহরূপ গেহে তৃষ্ণারূপা গৃহিণী বিরাজমানা এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ পশুশ্রেণীর তুল্য বদ্ধ আছে, আর ইহা চিদ্রূপ ভৃত্যদ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হয় ইহাতে এরূপ গেহ কদাপি আমার প্রিয় নহে। অপর এই দেহরূপ গেহ জিহ্বারূপ বানরীতে আক্রান্ত, এবং বদন রূপ দ্বারে ভয়ঙ্কর ও দন্তরূপ অস্থি খণ্ড ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, এ দেহরূপ গেহ আমার ইষ্ট বোধ হয় না।

অপর হে মুনে, ঐশ্বর্য্য রাজ্য ইত্যাদি বিভবও আমার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বোধ হয় না, ঐ সকলে আমার কি কার্য্য দর্শিবে ভাবিয়া কিছুই দেখিতে পাই না, কালে সকলই তো বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদিস্যাৎ ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি আমার জীবন পর্য্যন্ত স্থায়িও হয় তথাচ তাহাতে উপকার কি? বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইয়া যখন আমার শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয় জীর্ণ, লোচন গলিত, কেশ পলিত, দন্ত চলিত করিবে তখন কি ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ঐ সকল আকৃতি বিকৃতি নিবারণ করিতে পারিবে? আমার মৃত্যু উপস্থিত হইলে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি কি আমাকে এক দিনের জন্য কাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে?

হে মুনিবর, এই সংসারের যাথার্থ্য কি? ইহা অবহিত হইয়া বিবেচনা করিলে সার কিছুই পাওয়া যাইবে না, কোন অবস্থাতেই ইহাতে সুখের সম্পর্ক নাই! অনেকে কহিয়া থাকে বাল্যকাল অতি সুখের সময়, কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি ঐ অবস্থাতেও মহাং কষ্ট হইয়া থাকে। ঐ কালে জীবের অসামর্থ্য হেতু বাক্য পর্য্যন্ত পরিষ্কার রূপে স্ফুটিত হয় না তাহাতে পিপাসা বা আপদ আপতিত হইলে স্বয়ং তন্নিবারণ চেষ্টা করা দূরে থাকুক প্রকাশ করিয়া বলিতেও পারে না সুতরাং রোদন মাত্র করে, ইহা কি সামান্য দুঃখ? তদনন্তর কিঞ্চিদ্বয়ঃক্রম হইলেও বুদ্ধির মান্দ্য, বাল্য চাপল্য, দৈন্য, আলস্য ইত্যাদি জন্য ভূরিং ক্লেশ ঘটিয়া থাকে। তাহার পর যৌবন প্রাপ্ত হইলে বিষয় রসের আমোদ নিমিত্ত মত্ত হয় তাহাতেও বিবিধ দুঃখ হইয়া থাকে। হে ঋষিবর, যৌবন কালে কাম মনুষ্যকে এরূপ মুগ্ধ করে যে চর্ম্ম মাংস রক্তময়ী যুবতীকেও পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া তদর্থে উন্মত্ত প্রায় হয়। কি আশ্চর্য্য, যাহাতে বস্তু বিচার করিলে কেবল ঘৃণা রসের আবির্ভাব সম্ভাবনা যৌবন কালে তাহাই পরমাস্বাদ্য বস্তু বোধ হয়। হে ব্রহ্মন্, ঐ অবস্থার পরে যখন বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যে বিষয় সকল অগ্রে পরম সুখকর বোধ হইয়াছিল উপভোগে সামর্থ্য রহিত হওয়াতে তাহাই আবার পরম সন্তাপ জনক হয়, যে স্ত্রীপুত্রাদি পূর্ব্বে পরম প্রীতি প্রকাশ করে জরায় জীর্ণ হইতে দেখিলে তাহারা আর তাদৃক্ সম্ভাষ করে না, ইহাও কি সামান্য ক্লেশের বিষয়? অপিচ মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে সন্ধ্যাকালে গৃধ্র পক্ষী যদ্রূপ বৃক্ষ আশ্রয় করে তাহার ন্যায় স্পৃহা আসিয়া তাহাকে অবলম্বন করে, দৈন্য স্বভাবা দোষময়ী হৃদয়দাহকারিণী এবং সর্ব্বাপদের সখী স্বরূপা সেই স্পৃহা ক্রমে বর্দ্ধিতা হইতে থাকে, সে সময় তাহাকে চরিতার্থ করিবার সামর্থ্য থাকে না সুতরাং সেও পুরুষকে মহাং কষ্ট দেয়। আর বার্দ্ধক্য দশায় এই এক হৃদয় বিদারণকারি মহা ভয় উপস্থিত হয় যে যৌবনে ইন্দ্রিয় প্রীত্যর্থ অনেকং অকার্য্য করিয়াছি তাহাতে পাপ হইয়াছে তাহার ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, এখন এমত শক্তি নাই যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া খণ্ডন করি, না জানি তজ্জন্য কতই নরক যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ব্রহ্মন্ ইহাও সামান্য ক্লেশ নয়।

হে ব্রহ্মন্, এই জগতে কোন বস্তু চিরকাল থাকে না, কাল সকলকেই গ্রাস করে, যে কাল ব্রহ্মাদিকে সংহার করিতে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করে না তাহার হাত হইতে এই পাঞ্চ ভৌতিক দেহ যাহা বাল্যাবধি বর্দ্ধিত হইয়া বার্দ্ধক্যে ক্রমেং শীর্ণ হইতে থাকে তাহা ধারণ করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইব

সম্ভাবনা কি? কাল অতিশয় আত্মম্ভরি, স্বীয় তুষ্ট্রের উদর পূর্ত্তি নিমিত্ত কি তৃণ কি ইন্দ্র কি ধূলি কি সুমেরু সকলকেই কবলিত করিয়া থাকে।

হে মুনে, এই জগৎ মহা অরণ্য স্বরূপ, ইহাতে প্রাণী সকল মৃগ কুল তুল্য বিহার করিয়া বেড়াইতেছে সত্য, কিন্তু কাল বশতঃ এই জগদরণ্যও জীর্ণ হইয়া যাইবে এবং ক্রমে ইহা আপনিই কালের মুখে প্রবিষ্ট হইবে। মৃগয়াকারী ব্যক্তি যদ্রূপ আপনার মৃগয়াসহায় কুক্কুরকে অগ্রে বনে প্রেরণ করে তাহার ন্যায় কাল নিজ শক্তিরূপা চতুরা ব্যাঘ্রীকে এই সংসার রূপ বনে ভূত সকলের বধার্থ প্রেরণ করিয়াছে, ঐ ব্যাঘ্রী সময়ে সকলকেই সংহার করিবে।

হে মুনে, এই সংসারে আপনার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণই আপনার শত্রু, কেননা তাহাদের অনিত্য বস্তুতে আসক্তি বশতঃ সত্য পদার্থ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকেও অসত্যবৎ বোধ করাইয়া দেয় এবং মনো রূপ রিপু বিরুদ্ধ পথবর্ত্তী হইয়া আত্মাকে শরীরী মানিয়া অধঃপাতিত করে। ফলতঃ মনঃ সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় ভয়ঙ্কর রিপু, বস্তুতে অবস্তু বোধ জন্মায় এবং শরীরে অহম্বুদ্ধি উৎপাদন ও ভাবকে অভাব বোধ করিয়া দেয় অতএব হে মুনিবর, আমি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি ইন্দ্রিয় মনঃ এ সকলই আমার শত্রু। উহারা যে সকল পদার্থে প্রিয়তা জন্মাইয়া দেয় তত্তাবতের তত্ত্ব বিচার করিলে স্পষ্টই বোধ হয় সে সকলে সারমাত্র নাই।

হে মুনিবর এ জগতে কোন বস্তু চিরকাল থাকিবেক না; ইহাতে কিছুই প্রিয়তার ভাজন হইতে পারে না, আমি দেখিতেছি সকলই নশ্বর। এই যে দিক দেশ ইত্যাদি দেখা যাইতেছে এ সমস্তও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, অতএব যখন দিক দেশ ইত্যাদি পদার্থ নশ্বর হইল তখন আমার তুল্য শরীরী জীব যে ভঙ্গুর হইবে তাহার কথা আর কি জিজ্ঞাসিতে হয়। কাল বশতঃ পর্ব্বতাদিও নষ্ট হইয়া যাইবে এবং এই ভুবন সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যে সকল সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, এ সমস্ত কি কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এই রূপ ভাবে চিরকাল থাকিবে? কখনই নহে, সকলকে সংকলন অর্থাৎ গ্রাহ করে এই নিমিত্ত যে কালের কাল নাম হইয়াছে সেই কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে তবে আমার তুল্য ব্যক্তির দেহে আস্থা কি।

হে ঋষে, আমার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে কোন দুষ্ট দর্শি কুহককার এই জগৎ রূপ কুহক বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে ইহাতে পতিত জীব নিকর নানা প্রকারে ক্লেশ পায়, ঐ কুহকী তদ্দর্শনে কৌতুক দেখিতে থাকে। কিন্তু চঞ্চলমতি লোকেরাই ঐ কুহকে পড়ে যে ব্যক্তি প্রগাঢ় বুদ্ধি শক্তি ধারণ করেন এবং ইতস্ততঃ জ্ঞানিগণের নিকট গিয়া উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তিনি কদাপি তাহাতে পতিত হইয়া নষ্ট হয়েন না, তিনি এই প্রকার বিবেচনা করেন এই সংসারে স্ত্রী পুত্র ধন ইত্যাদি সুখ সামগ্রী যে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় তত্তাবৎ বস্তুতঃ সুখদায়ক নহে পরিণামে ঐ সমুদায় হইতে বরং অতিশয় অসুখ ও অনিষ্ট হইয়া থাকে, আর এ সংসারে কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে, ইন্দ্রত্বাদি পদও কালবশতঃ বিনষ্ট হয়, এইরূপ বিচার করাতে তাঁহারা আর বদ্ধ হয়েন না।

হে মুনে, সাধু সমাগমে ঐ রূপ সদুপদেশ দ্বারা জগদ্ যন্ত্রণা পরিহার সম্ভাবনা আছে সত্য, কিন্তু সাধু সঙ্গ সুলভ কই হয়। অতএব এই সংসারে মানবগণ কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে ভাবিয়া কিছুই দেখিতে পাই না, অন্যের ভাবনা অপেক্ষা আমার নিজের ভাবনা অতিশয় গুরুতর হইয়াছে, তাহাতেই আমার অন্তঃকরণ ঔদাস্যে খিন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে আমা অপেক্ষা ভূরিং মহৎ ব্যক্তি এ সংসারে জন্মিয়াছিলেন তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম ও কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন এখন স্মরণ আছে কিন্তু তাঁহারা কি হইয়াছেন বলিতে পারিনা, অতঃপর আমরাও গত হইব, আমরাও কি হইব নিশ্চয় নাই। আমরা চিরকাল এই অবনীতলে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ করিব এমত আশা কদাচ করা যাইতে পারে না, যেখানে কাল ব্রহ্মাদিকে গ্রাস করিয়াছে তথায় আমরা তাহার মুখে পতিত হইব না এমত কদাপি বুঝিতে লয় না। যেমন সময়েং আপদ্ ও সম্পদ উপস্থিত হইতেছে তদ্রূপ এক দিন মৃত্যুও আসিয়া উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই।

হে মুনে, এই রূপ বিবেচনা করাতে আমার অন্তঃকরণের যাবতীয় বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই আমি সর্ব্ব বিষয়ে ভোগ পরিত্যাগ করিয়া এই রূপ ক্ষীণ হইতেছি। আমি তৃষ্ণা পিশাচীকে দূর করিয়া দিয়াছি বটে কিন্তু মৃত্যুর নিন্দা অথবা জীবন প্রশংসা করি না, যে ভাবে আছি এই ভাবেই থাকিব এই নিশ্চয় করিয়া রহিয়াছি, পর আমার বাসনা আছে যে চিত্ত ব্যাধির চিকিৎসা করি। এই সংসার রূপ বিষ যেন আর ভোগ করিতে না হয় এতদর্থ সদাই যত্ন করিয়া থাকি। হে মুনিবর, আমি চিত্ত ব্যাধির শান্তি নিমিত্ত মৌন রূপ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু কেবল মৌনে কিছু হইল না, সাধু সঙ্গ ও সদুপদেশ আবশ্যক হইতেছে অতএব আপনি আমাকে উপদেশ করুন।

হে মুনিবর, যেমন রসযুক্ত পারদ অগ্নিতে পতিত হইলেও দগ্ধ হয় না তদ্রূপে এই সংসারে পড়িয়া যে প্রকারে দগ্ধ হইতে না হয় আপনি আমাকে তদ্রূপ উপদেশ করুন। হে ভগবন্, সাধু পুরুষেরা

যে বস্তু দ্বারা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পান তাহা আপনকার বিদিত আছে কহিতে আজ্ঞা হউক। হে মহাশয়, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদিস্যাৎ কোন সাধু পুরুষ আমাকে ঐ বিষয়ে উপদেশ না করেন তাহা হইলে ভোজন পানাদি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ করিব।

বাল্মীকি কহিলেন বিশ্বামিত্র মুনিকে সম্বোধন করিয়া রামচন্দ্র ঐ সমস্ত বচন কহিলেন পরে ময়ূর যেমন মেঘ সমীপে শব্দ করিয়া শ্রান্ততা প্রযুক্ত মৌনাবলম্বন করে তাহার ন্যায় আপনিই তুষ্ণী-ভূত হইলেন।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

কুমার সম্ভব।

তৃতীয় সর্গ।

[তৃতীয় সংখ্যা হইতে ক্রমাগত।]

মহাদেবকে ঐ রূপে সমাধিস্থ দেখিয়া ভয়ে কামদেবের হস্ত অবসন্ন হইল এবং তাহা হইতে শরবাণ পতিত হইয়া গেল। তিনি মহেশ্বরের যোগ নিরীক্ষণ করিয়া এবম্প্রকার বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন যে আপনার হস্ত হইতে যে বাণ পড়িয়া গেল তাহাও দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে পর্ব্বত রাজকন্যা আপনার দুই সখী দুই বন দেবতার সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে মদনের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহার শরীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া কন্দর্পের নির্ব্বাণ বীর্য্য যেন পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মদন তদীয় রূপ লাবণ্য দেখিয়া বিবেচনা করিলেন ইহার প্রতি মহা২ যোগিরও অন্তঃকরণ পতিত হইতে পারে অতএব এ বিষয়ে আমি অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিব। ফলতঃ পার্ব্বতীর রূপ ভুবন মোহন, তিনি বসন্তকালীন কুসুমাভরণ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাতেও চমৎকার শোভা হইয়াছিল, অশোক পুষ্পের দ্বারা পদ্মরাগ মণির শোভাও নির্ভর্ৎসিত হইয়াছিল এবং কর্ণিকার কুসুম সুবর্ণদ্যুতি আকর্ষণ করিতেছিল আর সিন্দুবার পুষ্পই তাঁহার মুক্তাকলাপ স্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার স্তনদ্বয় পীন হওয়াতে তদ্ভারে যেন কিঞ্চিৎ বিনম্রা হইয়াছিলেন, অপর তরুণ অরুণবৎ রক্তবর্ণ বসন ধারণ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহাকে দেখিয়া এইরূপ বোধ হইতেছিল যেন পুষ্পস্তবকাবনম্রা পল্লবিনী লতা সঞ্চরণ শীলা হইয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার নিতম্ব হইতে কেশরদামকাঞ্চী পুনঃ২ স্রস্ত হইয়া পড়িতে ছিল তিনি তাহা স্বস্থানে স্থাপন করিতেছিলেন, সেই কাঞ্চী কামদেবের দ্বিতীয় মৌর্ব্বী স্বরূপ, কন্দর্প যেন স্থান বুঝিয়া ঐ স্থানে তাহা বিন্যাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সুগন্ধি নিশ্বাসে যে সকল ভ্রমর বিবৃদ্ধ তৃষ্ণ হইয়া তদীয় বিম্বাধরে পড়িবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী হইতেছিল তিনি ক্ষণে২ দৃষ্টি স্তম্ভন পূর্ব্বক লীলা কমল দ্বারা সে সকলকে নিবারণ করিতেছিলেন তাহাতেও চমৎকার ভাব ভঙ্গি প্রকাশিত হইতেছিল।

মদন এইরূপে শৈলসুতার সকল অবয়ব অনবদ্য দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার মনে করিলেন শূলী মহাদেব কতই জিতেন্দ্রিয় হউন না কেন, আমি আপনার কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে পারিব।

অনন্তর উমাও ভাবি স্বামির আশ্রমদ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় মহাদেব পরমাত্ম নামক স্থির জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত যোগ হইতে উপরত হইতেছিলেন। মহাযোগী মহাদেব যোগ হইতে বিরামোন্মুখ হইলে অনন্তদেবকে আপনার ফণাগ্র দ্বারা অতি কষ্টে তদীয় ভারে অবসন্না বসুন্ধরা ধারণ করিতে হইল তথাচ মহাদেব ধীরে২ প্রাণ বায়ুর মোচন করত ক্রমে২ পর্য্যঙ্ক বন্ধ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। সে যাহা-হউক, মহাদেব সমাধি হইতে উত্থিত হইলে নন্দী তাঁহার সম্মুখে গিয়া নিবেদন করিল শৈলসুতা শুশ্রূষা নিমিত্ত দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন কি আজ্ঞা হয়। তাহাতে শূলপাণি একবার ভ্রূ নিক্ষেপ করিবামাত্র করিলেন, নন্দী তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া পার্ব্বতীকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইল।

পার্ব্বতীর দুই সখী স্বহস্ত দ্বারা যে বসন্ত পুষ্প সমূহ চয়ন করিয়া আনিয়াছিল ত্র্যম্বকের পাদমূলে প্রণাম পূর্ব্বক তাহা বিকীর্ণ করিল। পার্ব্বতীও মস্তক দ্বারা মহাদেবকে প্রণাম করিলেন তিনি অবনত হওয়াতে তাঁহার নীলালক মধ্যে যে কর্ণিকার পুষ্প ছিল তাহা বিস্রস্ত হইল এবং কর্ণস্থ পল্লব চ্যুত হইয়া পড়িল।

মহাদেব তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন তুমি অনন্যভাক্ পতি প্রাপ্ত হও, এ কথা যথার্থই হইয়াছিল কেননা মহাদেবই পরে তাঁহার পতি হইয়াছিলেন, ঈশ্বরেরা যে উক্তি করেন তাহাতে প্রায় কখন বিপরীত অর্থ প্রকাশ পায় না।

সে যাহাহউক, এই সময়ে কামদেব দেখিলেন আমার বাণাবসর এই, অতএব পতঙ্গ তুল্য স্বয়ং অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতে ইচ্ছু হইয়া মহাদেবের প্রতি লক্ষ্য করত উমার মুখে মুহুর্ম্মুহুঃ ধনুর্জ্যা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে গিরিসুতাও আপনার করদ্বারা মন্দাকিনীর পদ্ম মালা লইয়া গিরিশ হস্তে দিতে যাইতে ছিলেন এবং মহাদেবও ভক্তবৎসলতা প্রযুক্ত তাহা গ্রহণোন্মুখ হইতেছিলেন

অতএব মদন অবকাশ পাইয়া সম্মোহন নামে অমোঘ বাণ আপনার ধনুকে যোজন করিলেন।

কামদেবের সম্মোহন বাণে ক্ষণকালের নিমিত্ত মহাদেবের ধৈর্য্য ভঙ্গ হইল, চন্দ্রোদয়ারম্ভে জলরাশি যেমন অধৈর্য্য হয় তাহার ন্যায় তিনি অধৈর্য্য হইয়া উমার বিম্বফল তুল্য ওষ্ঠাধরে বারম্বার নয়নপাত করিতে লাগিলেন। শৈলসুতাও নবীন কদম্ব তুল্য অঙ্গ দ্বারা ভাব প্রকাশ করত তাঁহার সম্মুখে আপনার বদন ঈষন্নত করিয়া থাকিলেন।

অনন্তর মহাদেব আপনার ইন্দ্রিয় ক্ষোভ নিবারণ করিয়া মনে করিলেন অকস্মাৎ আমার চিত্ত এরূপ বিকৃত কেন হয়, কারণ দেখিতে হইল, অতএব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতে দৃষ্ট হইল একপার্শ্বে আত্মযোনি কাম ধনুকে বাণযোজন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন, এরূপ প্রহার করিতে উদ্যত যে ধনুরাকর্ষণ করিতেছে তাহার মুষ্টি দক্ষিণাপাঙ্গে নিবদ্ধ এবং স্কন্ধদেশ নত আর বামপদ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

কামদেবকে এবম্বিধ অবলোকন করিবামাত্র মহাদেবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কি আমার তপস্যা ভ্রংশার্থ উদ্যত? রোষ বশতঃ তাঁহার বদন অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইল এবং তৎক্ষণাৎ কপালস্থ তৃতীয় নেত্র হইতে মহাশিখাযুক্ত অনল পতিত হইল।

আকাশস্থ দেবগণ তাঁহার কোপানল অবলোকন করিয়া মহাভয়ে ভীত হওত উচ্চস্বরে উপর হইতে এই কথা বলিতে লাগিলেন বিভো, ক্রোধ সংহার কর। কিন্তু তাঁহারদের কথা মহাদেবের শ্রুতি পথে না আসিতে২ সেই অনল মদনকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল।

মদনের বনিতা সঙ্গে ছিলেন স্বামী ঐ রূপে বিপন্ন হইলে মোহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল তাহাতে তাহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি ক্ষণ কাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল সুতরাং ভর্তৃব্যসন জানিতে পারিলেন না অতএব মোহ হইতে ক্ষণকালের জন্য যেন তাঁহার মহোপকার হইল।

তপস্বী পশুপতি তপস্যার বিঘ্ন স্বরূপ সেই মদনকে ঐ রূপে দগ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকের সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ বাসনায় আপনার ভূত গণ সহিত সে স্থান হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

পার্ব্বতী দেখিলেন পিতার অভিলাষ এবং আপনার ললিত শরীর ব্যর্থ হইল। মহাদেব পতি হইবেন বলিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া ছিলেন তিনি সখীদের সমক্ষেই উপেক্ষা করিয়া গেলেন। অতএব তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান ও লজ্জা বোধ হওয়াতে তিনিও শূন্য হৃদয়া হইয়া অতিকষ্টে ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হিমালয় সংবাদ পাইয়াছিলেন মহাদেবের সংরম্ভে মদন ভস্মাবশেষ হইয়াছে অতএব কন্যার নিমিত্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে লইতে আসিতেছিলেন পথিমধ্যে সাক্ষাৎ পাইয়া বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করত সুরগজ যদ্রূপ দন্তলগ্না পদ্মিনীকে লইয়া গমন করে তাহার ন্যায় ভয়াবেগ বশতঃ প্রতিপথে গমন করিতে লাগিলেন তাঁহার বেগে উপরিস্থ অঙ্গ সকল দীর্ঘীকৃত হইল।

ইতি তৃতীয় সর্গ।

মণ্ডরের নীতিসার।

---

৭৩ চন্দ্রকনের মিষ্ট বাক্যে মোহিত হওয়া ভাল নয়।

৭৪ অনশনাপেক্ষা স্বল্পাহার ভাল।

৭৫ শৈথিল্যে কার্য্য ভংশ হয়।

৭৬ আলস্যে বুদ্ধি হ্রাস করে।

৭৭ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলেই কুকর্ম্ম করা হয়।

৭৮ বাক্য টলা অপেক্ষা পা টলা ভাল।

৭৯ সতর্ক হইও, কিন্তু সন্দিগ্ধ হইও না।

৮০ সৎ কর্ম্ম একেবারে অকরণাপেক্ষা বিলম্বে করা ভাল।

৮১ এক জাতীয় পক্ষী একত্রই থাকে।

৮২ মদ্যপের নিকট বরুণ দেবতাপেক্ষা শৌণ্ডিক অধিক মান্য।

৮৩ যাচকের ইচ্ছুক হওয়া উচিত নহে।

৮৪ সহিষ্ণুতা সাধুর ধর্ম্ম।

৮৫ অসৎ সঙ্গাপেক্ষা অসঙ্গ ভাল।

৮৬ কুশিক্ষাপেক্ষা অশিক্ষা ভাল।

৮৭ মন্দ পুস্তক অসৎ জ্ঞানের আকর।

৮৮ কেবল পুস্তকে পুস্তকের কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

৮৯ অপরিহার্য্য বিষয়ের দোষোদ্ঘাটন অকর্ত্তব্য।

৯০ দুর্নামে ভয়হীন জনের প্রতি সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

৯১ পরীক্ষার পর বিশ্বাস ও বিবেচনার পরে বন্ধুতা করিতে হয়।

৯২ সাধুতায় তৎপর না হইলে পশ্চাত্তাপ হয়।

৯৩ অহঙ্কারের পর লজ্জা ভাল, লজ্জার পর অহঙ্কার ভাল নহে।

৯৪ অঙ্গীকার বিলম্বে করিবে, কিন্তু অঙ্গীকৃত বিষয় শীঘ্র সম্পন্ন করিবে।

৯৫ কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের পরীক্ষা হয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৪ সংখ্যা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন মহাত্মা উরগাধিপতি ভোজন করিয়া সুখাসীন হইলে তাঁহার দুই তনয় এবং রাজকুমার কুবলয়াশ্ব নিকটে বসিয়া শিষ্টালাপ আরম্ভ করিলেন। ভুজঙ্গমাধিপ অনুরূপ কথা দ্বারা পুত্রমিত্র কুবলয়াশ্বের প্রীতি উৎপাদন করত কহিলেন বৎস! তুমি আমার ভবনে অভ্যাগত হইয়াছ, এখানে তোমার কেমন সুখ বোধ হইতেছে? আপনকার কি দ্রব্য অভিলাষ কর, বল, পুত্র যেমন পিতার নিকট নিঃশঙ্ক হয় তেমনি তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর। রজত বা সুবর্ণ, বস্ত্র অথবা বাহন কিম্বা যে কোন দুর্লভ বস্তু তোমার অভিমত হয় অসঙ্কোচে আমার নিকট প্রার্থনা কর।

কুবলয়াশ্ব বিনয় প্রদর্শন পুরঃসর বলিলেন ভগবন্! আপনকার প্রসাদে ভবনে যে সকল বস্তু আমার পিতৃভবনে বিদ্যমান আছে, উক্ত প্রকার দ্রব্যে আমার কার্য্য নাই। আমার পিতা সসাগরা ধরার শাসন কর্ত্তা, আপনিও পাতালপুরীর রাজা হইয়া ইহা পালন করিতেছেন, আমি আপনকার নিকট কি যাচ্ঞা করিব। হে মহাশয়, যাহাদিগের পিতা বর্ত্তমান, তাহাদিগের বিত্তে তৃণ জ্ঞান হয়, আমার কি পিতা নাই, আমি কেন আপনকার নিকট যাচ্ঞা করিব। যে সকল পুরুষ পিতৃমান্, তাহাদিগকে গৃহে কিছু আছে কি না, চিন্তা করিতে হয় না, তাহারা পিতার বাহুলতাচ্ছায়ায় পরম সুখে আছে। যাহারা বাল্যাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া পরিবারে ব্যাপৃত হয় তাহাদের সুখাস্বাদমাত্র হয় না, আমার বোধ হয়, বিধাতা তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন। অতএব আমাকে আপনকার নিকট কিছু চাহিতে হইবেক না, আমি আপনকার প্রসাদে পিতৃভুক্ত ভূরিং ধন রত্নাদি যথেচ্ছাক্রমে ভোগ করি এবং প্রতিদিন অর্থিদিগকে দান করিয়া থাকি। আমি এখানে আসিয়া আপনকার চরণযুগল স্বীয় চূড়ামণি দ্বারা যে স্পর্শ করিলাম ইহাই আমার পরম লাভ হইল।

জড় কহিলেন ঐ সকল কোমল মধুর বচন শ্রবণ করিয়া উরগাধিপতির পরম সন্তোষ জন্মিল। পুত্রদ্বয়ের মহৎ উপকারি মিত্র সেই কুবলয়াশ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি রাজপুত্র, আমার নিকট ধন রত্নাদি লইতে যদি তোমার বাসনা না হয়, অন্য কোন বস্তু যাহাতে তোমার প্রীতি জন্মিতে পারে, প্রার্থনা কর, প্রদান করি.

কুবলয়াশ্ব কহিলেন ভগবন্! আপনকার প্রসাদে আমাদের গৃহে সকল বস্তুই আছে, যে কিছু না ছিল, এক্ষণে আপনকার দর্শনে তাহাও পরিপূর্ণ হইবেক। আপনকার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ হইল ইহাতেই আমি অত্যর্থ কৃতার্থ হইলাম, আমি মনুষ্য, আপনকার অঙ্গ-স্পর্শলাভ আমার পক্ষে পরম লাভ। আপনি আমার মস্তকে চরণ রেণু প্রদান করুন তাহাতেই আমি মহৎ লাভ জ্ঞান করিব। আর যদি আপনি অভিলষিত গ্রহণার্থ আমাকে পুনঃ২ অনুরোধ করেন তবে এই বর দেউন আমার হৃদয় হইতে পুণ্য কর্ম্মের সংস্কার যেন কদাপি অপগত না হয়। হে নাগরাজ! সুবর্ণ, মণি, রত্ন, গৃহ, যান, আসন, স্ত্রী, পুত্র, মাল্য, গন্ধ, অনুলেপন, অন্ন, পান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি সমুদায়ই পুণ্যরূপ বৃক্ষের ফল, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়াছি, অতএব যাহাতে পুণ্য হয় তদ্রূপ যত্ন করাই কর্ত্তব্য, যে সকল মানব পুণ্যফলাসক্ত, তাঁহাদের ভূতলে কিছুই দুর্লভ থাকে না।

নাগরাজ অশ্বতর কহিলেন বৎস! তুমি

অতিশয় প্রাজ্ঞ, তোমার মতি ধর্ম্মাশ্রিত, যে রূপ মানস [illegible] তাহাই হইবেক। তুমি ধর্ম্ম ফলের যে কথা বলিলে তাহা সত্য, ধর্ম্ম হইতে ধন রত্নাদি সকলই হয়, তথাপি তুমি আমার গৃহে আসিয়াছ, আমার নিকট কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে হইবে, মনুষ্যলোকে দুর্লভ কি বস্তু বল, তোমাকে প্রদান করি।

জড় কহিলেন নাগরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার আপনার মিত্রদ্বয়ের বদন প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তাহারা পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া রাজকুমারের যাহা২ অভিপ্রেত, সমুদায় স্পষ্ট করিয়া নিবেদন করিল।

নাগপুত্রেরা কহিল পিতঃ! ইহাঁর প্রিয়া দয়িতা ইহার মৃত্যু বার্ত্তা শুনিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কোন দুরাত্মা দানব বৈরি [illegible] করিয়া মিথ্যা করিয়া ঐ সংবাদ দিয়া আসিয়াছিল। ইহার বনিতা গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা তাহার নাম মদালসা। হে তাত! এই [illegible] কৃতজ্ঞ আপনার [illegible] মীর প্রাণত্যাগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যদি এখন সেই মদালসাকে পুনরায় প্রাপ্ত হন তবেই দারপরিগ্রহ করিবেন নচেৎ অন্য রমণী স্বীকার করিবেন না। [illegible] শয় বাসনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সেই মদালসাকে নয়ন গোচর করেন। হে তাত, যদি ইহার এই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে ইনি কৃতার্থ হন।

এতৎ শ্রবণে নাগরাজ কহিলেন বৎস, বিয়োগি [illegible] বিয়োগি [illegible] সংযোগ স্বপ্ন অথবা [illegible] মায়া ব্যতীত কিরূপে সম্ভাব্য?

জড় কহিল [illegible]

রাজার তনয় প্রণাম ও [illegible] হইয়া ঐ মহাত্মাকে [illegible] যদি মায়াময়ী মদালসাকেও দেখাইতে পারেন তাহাতেও আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ হইবেক।

অশ্বতর কহিলেন যদি দেখিতে ইচ্ছা হয় দেখ! যদিও তুমি বালক তথাচ আমার গৃহে অভ্যাগত হইয়াছ, তোমার বাসনা পূর্ণ করা আমার কর্ত্তব্য, কারণ অভ্যাগত জন সর্ব্বত্র গুরু তুল্য পূজ্য হয়।

জড় কহিলেন এই বলিয়া নাগরাজ তৎক্ষণাৎ আপনার গৃহে গোপনস্থিতা মদালসাকে আনাইলেন। আদৌ রাজপুত্রের সম্মোহনার্থ স্পষ্ট রূপে কিঞ্চিৎ জপ করিলেন পরে সেই চারু-দর্শনাকে দর্শন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস, ইনিই তো তোমার সেই ভার্য্যা মদালসা।

জড় কহিলেন রাজকুমার সেই প্রেয়সীকে নয়নগোচর করিবামাত্র ত্রপা পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ে, প্রিয়ে, এই বাক্য বারম্বার উচ্চারণ করত তাহার নিকট গেলেন। তদ্দর্শনে নাগরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং কহিলেন বৎস, এ মায়া, পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, ইহাকে স্পর্শ করিও না, সংস্পর্শনাদি দ্বারা মায়া শীঘ্র অন্তর্দ্ধান হয়।

এতৎ শ্রবণে রাজকুমার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইলে হা প্রিয়ে! এই বাক্য উচ্চারণ করত সেই ভামিনীর ভাবনায় মগ্ন হইলেন।

এতদ্দর্শনে মদালসা আপনা আপনি কহিতে লাগিল অহো, আমার প্রতি এই রাজকুমারের আশ্চর্য্য স্নেহ। এখনও আমাতে ইহাঁর মনঃ অচল হইয়া রহিয়াছে। ইনি শত্রুদিগের পতনকারী হইয়াও স্নেহ বশতঃ আমার নিমিত্ত স্বয়ং পতিত হইলেন।

জড় কহিলেন তদনন্তর নাগরাজ নানাপ্রকারে ঐ রাজকুমারকে আশ্বাস দিলেন এবং মৃতসঞ্জীবনাদি বৃত্তান্ত কহিয়া শুনাইলেন। কান্তা লাভে রাজকুমারের কুবলয়াশ্বের যৎপরোনাস্তি হর্ষ জন্মিল, সানন্দমনে বনিতা সহ নাগরাজ সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সেই অশ্ববরে আরোহণ করিয়া আপনার পুরে প্রত্যাগত হইলেন।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ মদালসা প্রাপ্তি চতুর্বিংশ অধ্যায়।

কূর্ম্মপুরাণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন ভৃগুর পত্নী খ্যাতি। তাহার গর্ভে নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী উৎপন্না হয়েন। ধাতা ও বিধাতা এই দুই দেব মেরুর জামাতা। মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও নিয়তি। তাঁহাদের গর্ভে ঐ ধাতা ও বিধাতা হইতে প্রাণ ও মৃকণ্ডু নামে দুই ঋষির উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের মধ্যে মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের তনয় মহাদ্যুতি বেদশিরাঃ।

মরীচির বনিতা সম্ভূতি পূর্ণমাস নামে এক পুত্র এবং সমস্ত সুলক্ষণসম্পন্না চারি কন্যা প্রসব করেন। তাহাদের নাম তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি এবং অপচিতি। পূর্ণমাসের পুত্র বিরজ ও পর্ব্বত।

পুলহ প্রজাপতির পত্নী ক্ষমা তিন পুত্র প্রসব করেন যথা-কর্দ্দম, বরীয়ান এবং সহিষ্ণু। অত্রির বনিতা অনসূয়া সোম, দুর্ব্বাসা এবং দত্তাত্রেয় এই তিন পুত্র উৎপন্ন করেন। অঙ্গিরা প্রজাপতির পত্নী স্মৃতি, তাহাতে সিনীবালী ও কুহূ এই দুই কন্যা উৎপন্ন হয়। পুলস্ত্য প্রজাপতি প্রীতি নাম্নী বনিতায় দম্ভোলি নামে সেই পুত্র উৎপন্ন করেন, যিনি পূর্ব্ব জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য হইয়াছিলেন। পুলস্ত্যের ঐ পুত্র ভিন্ন দ্বিতীয়া এক কন্যা হয়, তাহার নাম দেববাহু ক্রতুপ্রজাপতির পত্নী সন্নতি ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতাঃ হয়েন। তাঁহাদিগকে বালিখিল্য বলা যাইত। বশিষ্ঠ প্রজাপতি ঊর্জ্জা নাম্নী ভার্য্যার সাত পুত্র এবং পুণ্ডরীকাক্ষা নামে এক কন্যা উৎপন্ন করেন। সেই সপ্ত পুত্রের নাম রজঃ, মাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপাঃ এবং শুক্র।

হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার তনয় রুদ্রাত্মক যে বহ্নি, তাঁহার পত্নী স্বাহা, বহ্নি হইতে তিনটী মহৌজস উদার সন্তান উৎপন্ন করেন, যথা-পাবক পবমান এবং শুচি। ইহারা তিন জনেই বহ্নির রূপ। ইহাদের সন্ততি অন্য পঁয়তাল্লিশটী বহ্নি হয় অতএব ঐ পঁয়তাল্লিশ এবং পাবক পবমান শুচি এই তিন আর তাহাদের পিতা এই সমুদায়ে একোনপঞ্চাশৎ বহ্নি। এই সমস্ত বহ্নিই তপস্বী, সকলেই যজ্ঞে ভাগভাগী, সকলেই রুদ্রাত্মক, সকলেরই মস্তক ত্রিপুণ্ড্রে অঙ্কিত।

হে দ্বিজবৃন্দ! ব্রহ্মার পুত্র পিতৃগণ দুই প্রকার, অযজ্বা ও যজ্বা। তাঁহাদের আবার দুই প্রকার ব্যবস্থা, অগ্নিষ্বাত্তা তথা বর্হিষদ। ঐ পিতৃগণ হইতে স্বধায় দুই কন্যা অর্থাৎ মেনা ও বৈতারিণী হয়। যদিও ঐ দুই কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী ছিলেন তথাচ তাঁহাদের মধ্যে মেনা মৈনাক ও তাহার অনুজ ক্রৌঞ্চ এই দুই পুত্র প্রসব করেন। অপর ঐ মেনকায় হিমবান্ পর্ব্বত হইতে পার্ব্বতীর জন্ম হয়। যিনি নিজ যোগবলে ভগবান্ মহেশ্বরকে পতি লাভ করিয়াছিলেন। হে বিপ্রবর্গ! ঐ ভগবতীর মাহাত্ম্য পূর্ব্বাধ্যায়ে তোমাদের নিকট যথাবৎ বর্ণন করিয়াছি।

হে দ্বিজগণ! দক্ষকন্যাদিগের সন্ততি বিবরণ এই তোমাদের নিকট কথিত হইল। অতঃপর মনুর সৃষ্টি বলিব, অবধান করহ।

ইতি কূর্ম্মপুরাণ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। তাঁহারা দুই জনেই ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। শতরূপা তাঁহাদিগকে প্রসব করেন। তাঁহাদের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। যিনি ভগবদ্ভক্তিযোগে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ধ্রুব হইতে তদীয় ভার্য্যা সৃষ্টি ও ধান্য নামে দুই সন্তান প্রসব করেন। তন্মধ্যে সৃষ্টির বনিতা মূর্চ্ছা, তাহাতে পাঁচটী নিষ্পাপ পুত্র হয়। ঐ মূর্চ্ছা মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে দুশ্চর তপস্যা করিয়া শালগ্রামে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই পঞ্চ নিষ্পাপ পুত্র প্রসব করেন। ঐ পঞ্চ পুত্রের নাম রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, কপিল এবং বৃষতেজাঃ। তাঁহারা নারায়ণ পরায়ণ, শুদ্ধ এবং স্বধর্ম্মপালক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রিপুর মহিষী চাক্ষুষ নামক এক তনয় প্রসব করেন। তাহার পত্নী পুষ্করিণী। তাঁহাতে স্বরূপ চাক্ষুষ মনুর উদ্ভব হয়।

হে বিপ্রবর্গ! মহাত্মা বীরণ প্রজাপতির কন্যায় ঐ মনুর দশটী মহাতেজস্বী সন্তান উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম যথা—ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, শুচি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এবং অভিমন্যু। তন্মধ্যে ঊরুর ভার্য্যা আগ্নেয়ী ছয়টী মহাবল পুত্র উৎপন্ন করেন যথা-অঙ্গ, সুমনস, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং শিব। ইহাদের মধ্যে অঙ্গ হইতে বেণ উৎপন্ন হয়। বেণের পুত্র বৈণ্য। তিনিই পৃথু নামে মহাবল প্রজাপালক হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগে প্রজাজনের হিত কামনায় দেবেন্দ্র সহিত মিলিত হওত পৃথিবী দোহন করেন। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে ঐ পৃথুরই বিতত যজ্ঞে স্বয়ং ভগবান্ মায়ারূপী হওত পুরাণবক্তা সূত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ এবং অতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ ও গুরুবৎসল ছিলেন। হে মুনিগণ! সেই সূত আমি, পূর্ব্বে ঐ রূপে উদ্ভূত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান মন্বন্তরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়াছি। পুরাণপুরুষ ভগবান্ হরি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সমুদায় পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমার বংশে যে২ সূত বেদবর্জ্জিত হইয়া জন্মিয়াছিল তাহাদের ব্রহ্মাজ্ঞায় পুরাণব্যবসাই বৃত্তি হইয়াছে।

সে যাহা হউক। উল্লিখিত পৃথু অতিশয় বুদ্ধিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূমির ঈশ্বর, মহাতেজস্বী এবং স্বধর্ম্মপালক ছিলেন। বাল্যাবস্থা অবধি তাঁহার ভগবান্ নারায়ণে ভক্তি হয়। তিনি ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন

পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় অচিরেই শঙ্খচক্রগদাধারি ভগবান্ হরির সন্তোষ হয়। ভগবান্ স্বয়ং তন্নিকটে আসিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন রাজন্! আমার প্রসাদে তোমার অসংশয় ধার্ম্মিক, রূপবান্, সর্ব্বশস্ত্রধারির শ্রেষ্ঠ দুই তনয় হইবেক। ইহা কহিয়াই অন্তর্দ্ধান হন। তদবধি পৃথু রাজা ভগবানে অচলা ভক্তি ধারণ করত রাজ্য পালন করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে অচিরেই তদীয় শুচিস্মিতা বনিতা দুই সন্তান জন্মান্। তাহাদের নাম শিখণ্ডী এবং হবির্দ্ধান। তন্মধ্যে শিখণ্ডির পুত্র সুশীল। তিনি অতি ধার্ম্মিক, রূপবান্ এবং বেদ বেদাঙ্গপারগ ছিলেন। যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মতঃ তপস্যাস্থ হয়েন। তাহার পর শুভাদৃষ্ট যোগে সন্ন্যাসার্থ মনঃ স্থির করেন। তিনি তীর্থ সেবার উদ্দেশে কদাচিৎ সিদ্ধসেবিত হিমালয় পৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ধর্ম্মসিদ্ধিপ্রদ ধর্ম্মবন নামে এক বন আছে, তাহা যোগিদেরই গম্য,ব্রহ্মদ্বেষ্টালোকে তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। সেই বনে মন্দাকিনী নামে পবিত্র অথচ বিমল এক নদী আছে, তাহাতে উপল কহ্লারাদি বিবিধ পুষ্প সতত শোভমান। সেই নদীর দক্ষিণ তীরে ঐ সুশীল যোগিযুক্ত একটী পুণ্যাশ্রম দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেইনদীরনীরে স্নান করিয়াপিতৃলোকের তর্পণ এবং পদ্মোৎপলাদির দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চন করিলেন পরে মস্তকোপরি অঞ্জলি বন্ধন করিয়া ভগবান্ ভাস্করের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক রুদ্রাধ্যায় তথা রুদ্রচরিত্র পাঠ এবং অন্যান্য বেদসস্তব বিবিধ স্তোত্র অধ্যয়ন দ্বারা পরমেশ্বরের স্তব করিলেন।

এই সময়ে মহা পাশুপতোত্তম শ্বেতাশ্বতর নামা মহামুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মবিভূষিত, পরিধান কৌপীন। তপস্যা দ্বারা আত্মা প্রকৃষ্ট হইয়াছিল এবং গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহাদেবের স্তব সমাপন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন পুরঃসর মস্তক দ্বারা চরণ বন্দন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন আমি ধন্য ও পবিত্র, যেহেতু ভগবান্ যোগীশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলাম। আহা! আমার ভাগ্য অতি মহৎ, আমার সমুদায় তপস্যা সফল হইল। মহেশকে প্রণাম করিতে পাইলাম। প্রভো! আমি আপনকার শিষ্য, কি করিব, আজ্ঞা করুন।

এতৎ শ্রবণে সেই যোগী অনুকম্পান্বিত হইয়া শীলসংযুত সেই সুশীল রাজাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সন্ন্যাসবিহিত সমুদায় বিধান করিয়া স্বশাখা বিহিত ব্রত এবং ঐশ্বর জ্ঞান প্রদান করিলেন। সেই জ্ঞান সমস্ত বেদের সার, তাহা হইতে পশুপাশ মোচন হয় অতএব ব্রহ্মবাদী মহাত্মগণ তাহাতে রত থাকেন। সে যাহা হউক, সেই যোগী ঐ প্রকারে জ্ঞান দান করিয়া পরে শিষ্যকে কহিলেন আমি যে শাখা প্রবর্ত্ত করিয়াছি, তাহা অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া মহাদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই স্থানে দেবদেব মহাদেব ভগবতী উমার সহিত অবস্থিতি করেন। এই স্থানেই অশেষ জগতের বিধাতা ভগবান্ নারায়ণ লোকসকলের হিতকামনায় মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। অপর এই স্থানে এই দেবের আরাধনা করিয়া দেবদানবগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। এই স্থানেই মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ ভগবান্ মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া সর্ব্বকালিক আনন্দ লাভ করেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও এখানে যোগ অবলম্বন করিয়া নিত্য অবস্থিতি করহ, অবশ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

সেই যোগী এই প্রকার সম্ভাষণ করিয়া মহাদেবের ধ্যান পূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থ যথাবৎ মন্ত্র দান করিলেন। সেই মন্ত্র হইতে সকল কল্মষের উপশম হয়। তাহা সর্ব্ব বেদের সার এবং মুক্তিপ্রদ। তদনন্তর সুশীল রাজাও তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা সহকারে পাশুপত হইয়া সদা বেদাভ্যাসপর হইলেন। সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিতে আরম্ভ করিলেন, ফল মূলমাত্র আহার হইল। শান্ত দান্ত ও জিতক্রোধ হইয়া সন্ন্যাসবিধি আশ্রয় করিয়াথাকিলেন।

সে যাহা হউক। হে দ্বিজগণ! হবির্দ্ধানের বনিতা আগ্নেয়ী, তাহাতে প্রাচীনবর্হি নামে এক পুত্র হয়। তিনি সর্ব্ববেদের পারগ, সর্ব্বশস্ত্রধারির শ্রেষ্ঠ। তাঁহার বনিতা সমুদ্রতনয়া। তাহাতে দশটী পুত্র হয়। তাঁহারা সকলে প্রচেতা এই নামে বিখ্যাত ও মহাতেজস্বী, নারায়ণপরায়ণ হইয়া স্ব২ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ দশ প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, রুদ্রের সহিত বিবাদ করিয়া অভিশপ্ত হওয়াতে প্রচেতাদের পুত্র হইলেন। সেই দক্ষ যখন দেবীর গৃহে আগমন করেন তখন ভগ-

ধান্ হর তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিয়াছিলেন, তাহাতেই দক্ষের তমঃ বৃদ্ধি পায়। অতএব কোন সময়ে আপনার কন্যা সতী আপনার আলয়ে আগমন করিলে তাঁহার সমক্ষে মহাদেবের নিন্দা করিয়া কহেন আমার অন্য সকল জামাতা ভাল, তুমিই দুর্ভগা, তাহাতে তোমার পতি পিনাকী হইয়াছেন। পিতার এই বাক্যে সতী তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। পরে আপন পতি পশুপতিকে প্রণাম করিয়া দক্ষোৎপন্ন নিজ দেহ পরিত্যাগ পুরঃসর হিমালয়ের দুহিতা হইলেন। তদনন্তর দক্ষের আচরণ শ্রবণে মহাদেবের অতিশয় কোপ হইল, তৎক্ষণাৎ দক্ষ গৃহে গমন করিয়া তাহাকে শাপ দিলেন এবং কহিলেন তুমি এই ব্রাহ্মণদেহ ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইবে, আর নিজ কন্যায় পুত্র জন্মাইবে। মহাদেব এই প্রকার কহিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। তৎপরে ব্রহ্মপুত্র দক্ষ প্রচেতাদের পুত্র হইলেন।

হে দ্বিজগণ! স্বায়ম্ভুব মনুর এই বিবরণ আপনাদের নিকট কথিত হইল। অতঃপর দক্ষ পর্য্যন্ত সৃষ্টির বৃত্তান্ত শ্রবণ করহ।

ইতি কূর্ম্ম পুরাণে রাজবংশানুকীর্ত্তন চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিষ্ণু পুরাণ।

দ্বিতীয় অংশ।
তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে বর্ষ, তাহার নাম ভারত বর্ষ, তথায় ভরতবংশীয় জনগণ বসতি করে, তাহার বিস্তার নবসহস্র যোজন। ঐ বর্ষ স্বর্গ ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষিদিগের কর্ম্মভূমি। তথায় মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র, এই সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। ঐ বর্ষ হইতেই স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর তথা কার মহাত্মা মনুষ্যেরাই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং ঐ স্থানেই পুরুষদিগের তির্য্যক্ত্ব অথবা নরত্ব হইয়া থাকে। ফলতঃ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মানব বর্গের স্বর্গ মোক্ষাদি গতির সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত ঐ বর্ষ কর্ম্ম ভূমি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

হে মুনিবর! এই ভারতবর্ষের নয় প্রকার ভেদ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কেশরবান্, তাম্রবান্, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ, এবং নবম এই দ্বীপ ইহা সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। এই দ্বীপ দক্ষিণ উত্তরে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বভাগে কিরাত দেশ, পশ্চিমে যবন জনপদ। এই দ্বীপের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র চতুর্ব্বর্ণ বাস করে। তাহাদের যথা ক্রমে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য এবং দাস্য দ্বারা জীবিকা হয়। হে মুনিবর, পারিপাত্র বর্ষে বেদ ও স্মৃতি দর্ম্মাবলম্বী অন্যবিধ মনুষ্য আছে।

ভারত বর্ষে যে সকল কুল পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে বিন্ধ্য গিরি হইতে নর্ম্মদা, সুরসা, প্রভৃতি নদী নির্গত হইয়াছে। এইরূপ ঋক্ষপর্ব্বত হইতে তাপী পয়স্বতী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি, সহ্য পর্ব্বত হইতে গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা বেণু প্রভৃতি, মলয় পর্ব্বত হইতে কৃতমালা তাম্রপর্ণী প্রভৃতি, মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে ত্রিষামাঋষিকুল্যা প্রভৃতি, শুক্তিমান পর্ব্বত হইতে ঋষিকুল্যা কুমারী প্রভৃতি, এবং হিমালয় হইতে শতদ্রু চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী বহির্গত হইয়াছে। এই সকল নদীর সহস্র২ শাখা প্রশাখা নানা স্থানে গিয়াছে। কুরু, পঞ্চাল, মধ্যদেশ, পূর্ব্বাদি দেশ তথা কামরূপ দেশের সকল লোকে তথা উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, মগধ, দাক্ষিণাত্য, সৌবীর, সৈন্ধব, হুণ, শাল্ব, শাকল দেশস্থিত ও মদ্রবাসী পারসী প্রভৃতি লোকে ঐ সকল নদনদী প্রভৃতির জল পান করিয়াথাকে। অতএব ঐ সমস্ত নদীর নিকট বর্ত্তি স্থান সকল হৃষ্ট পুষ্ট মানব মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ।

সে যাহা হউক। হে মুনিবর। ভারতবর্ষেই সত্য--ত্রেতা--দ্বাপর--কলি এই চারিযুগ, অন্য কোন বর্ষে যুগ ভেদ নাই। ভারতবর্ষে যতি গণ সর্ব্বদা তপস্যা করিতেছেন, আর কর্ম্মাসঙ্গী লোকে কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হইতেছেন। এই বর্ষে বদান্য পুরুষেরা আদর পূর্ব্বক দান পরিগ্রহ করেন। জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র সকলেই বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। যদিও জম্বুদ্বীপের সকল অংশই পুণ্যভূমি, তথাপি তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অতিশয় পবিত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্ম্ম ভূমি, অন্য বর্ষ সকল ভোগ ভূমিমাত্র, অতএব প্রাণিগণ সহস্র২ বার জন্ম গ্রহণ করিয়া সঞ্চিত পুণ্যবশতঃ কদাচিৎ ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভকরিতে সমর্থ হয়। এই নিমি-

স্তুই দেবতারা সর্ব্বদা এই গীত গান করিয়া থাকেন ভারত ভূমি ভাগে যে সকল মানব জন্মিয়াছে তাহারা ধন্য, কারণ ঐ ভূমি স্বর্গ ও অপবর্গের আস্পদ। তত্রস্থ লোকেরা কর্ম্ম করিয়া বিবিধ ফল এবং শেষে শুদ্ধচিত্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগে ভগবানে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর দেবতাদের এই ইচ্ছা হয় আমাদের স্বর্গ কবে ক্ষীণ হইবেক এবং কবে আমরা ঐ বর্ষে দেহ বন্ধ প্রাপ্ত হইব।

হে মৈত্রেয়! নববর্ষ সমন্বিত জম্বূদ্বীপের সংক্ষেপ বিবরণ এই কথিত হইল, ঐ দ্বীপ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ। লবণ সাগর ঐ দ্বীপের বহির্ভাগে চারি দিক বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার বিস্তার নয় লক্ষ যোজন।

ইতি বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ তৃতীয় অধ্যায়।

বরাহ পুরাণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধরণী জিজ্ঞাসিলেন গৌরমুখ মুনি এবং সেই সকল মনিস্ত মানব ঐ রূপ সুমহৎ আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়া কি ফল অথবা কি বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অপর পরম ধার্ম্মিক শ্রীমান্ গৌরমুখ মুনি কে? সেই শ্রেষ্ঠ ঋষি ভগবান হরিকে দর্শন করিয়া তাঁহার কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বরাহ কহিলেন গৌরমুখ মুনি দেখিলেন নিমেষ মাত্রে ভগবান্ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন অতএব বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই দেবেরই আরাধনা করিতে বাসনা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান সোমের প্রভাস নামে যে তীর্থ আছে যাহা অতিশয় দুর্লভ, তীর্থজ্ঞ বিজ্ঞ জনে বলেন তথায় দৈত্যান্তকারী ভগবান্ হরি অবস্থিতি করিতেন। মুনিবর গৌরমুখ সেই তীর্থে গমন করিলেন এবং দৈত্য সূদন সংজ্ঞক ভগবান্ হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

হে পৃথ্বি! গৌরমুখ মুনি প্রভাস তীর্থে ভগবান হরির আরাধনা করিতেছেন সেই সময় মহাযোগী মার্কণ্ডেয় মুনি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। মার্কণ্ডেয়কে অভ্যাগত দেখিয়া গৌরমুখ মুনি তৎক্ষণাৎ অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিলেন তদনন্তর উপবেশনার্থ কুশাসন প্রদান করিয়া সবিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন কি নিমিত্ত আগমন হইল, বলিতে আজ্ঞা হউক। হে মুনিপুঙ্গব; আমি আপনকার কি করিব, আদেশ করুন।

এই সকল বচন শ্রবণে মার্কণ্ডেয়ের মহা সন্তোষ জন্মিল। আহ্লাদিত হইয়া শ্লক্ষ্ণবাক্যে কহিতে লাগিলেন মুনে; ভগবান নারায়ণ সকল দেবতার আদ্য এবং সকলের গুরু, সেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। সেই ব্রহ্মা সপ্ত মুনি সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন তোমরা আমার নিকট বরগ্রহণ করহ। তাহাতে সেই সপ্ত ঋষি আত্মার দ্বারা আত্মারই যজ্ঞ করেন এরূপ শ্রুত আছে। ঐ সমস্ত ঋষি ঐ প্রকারে অন্যথা করাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই অভিশাপ দেন তোমরা সকলে জ্ঞানবর্ত্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে। এই প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া সেই সপ্ত ব্রহ্মাত্মজ তদনন্তর বংশকর সন্তান উৎপাদন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

হে ধরণি, ব্রহ্মবাদী সেই সপ্ত ঋষি জ্ঞানমার্গ ভ্রষ্ট হইয়া স্বর্গগত হইলে তাঁহাদের বংশজ পুত্রগণ শ্রাদ্ধ দান দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তি জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সপ্ত ঋষি বিমানস্থ হইয়া স্ব স্ব বংশীয় সন্তান দিগের প্রদত্ত পিণ্ডাদি অদ্যাপি দর্শন করিয়া থাকেন।

গৌরমুখ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্। সেই পিতৃগণ কে, ও কত কাল আছেন? তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত?

মার্কণ্ডেয় বলিলেন মরীচিপ্রভৃতি যে সপ্ত ঋষি, তাঁহারাই স্বর্গে পিতৃগণ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চারি জন মূর্ত্তিমান, তিন জন অমূর্ত্ত। সেই পিতৃগণের লোক ও সৃষ্টির বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করহ, আমি তাঁহাদের প্রভাব ও মাহাত্ম্য বিস্তার পূর্ব্বক বলিব। তাহাদের মধ্যে চারিজন ধর্ম্ম মূর্ত্তিধারী, অন্য তিন জন পরমাণু রূপ, সন্তানক নামে যে সকল লোক, যেখানে ভূরি ভাস্বর পদার্থ আছে সেই সকল লোক দেবতাদের পিতৃ স্থান। দেবতারা সেই সমস্ত পিতৃলোকের যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ লোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সনাতন লোক প্রাপ্ত্যনন্তর যুগশতান্তে পুনরায় ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্মিবেন এবং পূর্ব্বতন স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় যোগ প্রাপ্ত হইবেন ও পুনরাবৃত্তি দুর্লভা যোগ গতি লাভ করিবেন। মুনে! ঐ সকল পিতৃগণ শ্রাদ্ধে যোগি দিগের যোগ বর্দ্ধক। তাঁহারা পূর্ব্বে যোগ রত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন অতএব যোগি গণের যোগ সত্তম সেই সকল পিতৃগণকে শ্রাদ্ধ দান কর্ত্তব্য। অপর সোমপ নামে যে সকল পিতৃগণ, তাঁহারা ভূলোক বাসিদিগের অর্চ্চনীয়, আর সনকাদি যে পিতৃগণ, তাঁহারা অধিরাজ সংজ্ঞক, সর্ব্বদা তপস্যায় অবস্থিত আছেন। পরন্তু অগ্নিষ্বাত্ত মারীচ, বৈরাজ, বর্হিসদ, সুকালেয়, এই সকল পিতৃগণ বিশেষৎ বর্ণের যজনীয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনুমতি করিলে শূদ্রজাতিরাও ঐ সকল পিতৃগণের

যাগ করিতে পারে। ফলতঃ শূদ্র জাতির পৃথক পিতৃলোক নাই।

হে মুনিবর! ব্রহ্মা আত্ম সম্ভব ঋষিদিগকে ঐ প্রকারে পিতৃলোক হইয়া যজনীয় হইতে দেখাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল পুত্রও পরে জ্ঞানযোগে পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মন্! তোমার নিকট সংক্ষেপে এই পিতৃ সর্গ কথিত হইল, এসর্গ অতি বিস্তীর্ণ, কোটি বর্ষেও ইহার অন্ত করিতে পারা যাইবেক না।

অতঃপর শ্রাদ্ধকাল বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে সময় শ্রাদ্ধার্হ দ্রব্য অথবা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় সেই এক শ্রাদ্ধ কাল। অপর ব্যতীপাত, অয়ন ও বিষুব সংক্রমে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। আর যে সময় নক্ষত্র গ্রহাদির পীড়া ও দুঃস্বপ্ন দর্শন হয় সে সময়ে তথা নব শস্যাগম কালে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। অধিকন্তু যখন অমাবস্যায় আর্দ্রা অথবা বিশাখা কিম্বা স্বাতী নক্ষত্র যোগ হয় তৎকালে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকদের অষ্টবার্ষিকী তৃপ্তি জন্মে। অপিচ পুষ্যা অথবা আর্দ্রা, কিম্বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে যদি অমাবস্যা তিথি হয় তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বার্ষিক তৃপ্তি প্রাপ্ত হন।

হে ব্রহ্মন্! ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ তথা শতভিষা নক্ষত্র যুক্ত অমাবস্যা দেবগণেরও দুর্লভা। তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল হয়।

মুনে! পিতৃগণ স্বয়ং এই সকলকে অতিশয় পবিত্র শ্রাদ্ধ কাল বলিয়াছেন যথা বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় ত্রয়োদশী, মাঘ মাসীয় পূর্ণিমা, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ, চারিটী অষ্টকা, দুই অয়ন। এই সকল কালে যে ব্যক্তি তিল মিশ্রিত জল মাত্রও পিতৃগণকে প্রদান করে তাহার সহস্র সম্বৎসর শ্রাদ্ধ করা হয়। অপর পিতৃগণ বলিয়াথাকেন মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশী তিথিতে যদি কদাচিৎ শতভিষা নক্ষত্র হয় সেই কাল পরম দুর্লভ, অল্প পুণ্যে তাদৃশ কাল লভ্য হয় না। আর সেই সময়ে যদি ধনিষ্ঠা নক্ষত্র যোগ হয় তবে তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরম তৃপ্ত হইয়া সহস্রযুগ সুখে নিদ্রা যান। অপর গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী, অথবা গোমতী নদীতে অবগাহন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে তাঁহাদের পরম তৃপ্ত হয়। অতএব পিতৃগণ সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিয়া থাকেন বর্ষাগতে কবে ত্রয়োদশীযুক্ত মঘা নক্ষত্র হইবে, তাহাতে শুভ তীর্থে গিয়া আমাদের সন্তানগণ আমাদিগকে তর্পণ করিবেক। ব্রহ্মন্! পিতৃলোকদের গীত এক শ্লোক আছে, তদর্থ শ্রবণ কর। পিতৃগণ সদা বলিয়া থাকেন আমাদের কুলে কেহ ধন্য বুদ্ধিমান পুত্র উৎপন্ন হউক যে বিত্তশাঠ্য না করিয়া উপযুক্ত সময়ে আমাদিগকে পিণ্ড দান করিবে এবং বিভব হইলে আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে ধন রত্ন বসনাদি দিবে অপর আমাদের তৃপ্তি কামনা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। সেই পুত্র যদি অন্নাদি দানে অসমর্থ হয় তবে বন্য শাকাদি দিয়াও আমাদের প্রীতি জন্মাইবে। যদি শাকাদি আহরণে অসমর্থ হয় ভক্তি নম্র হইয়া আমাদের উদ্দেশে জলমাত্র প্রদান করিবেক, যদি কোন বস্তুই প্রাপ্ত না হয় বনে গিয়া সূর্য্যাদি লোকপালকে নমস্কার করত এই বচন পাঠ করিবে আমার বিত্ত নাই, ধন নাই, শ্রাদ্ধ যোগ্য অন্য কিছুই নাই, আমি পিতৃগণকে কেবল নমস্কার করি, আমার ভক্তিতেই পিতৃগণ তৃপ্ত হউন। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি পিতৃভক্ত হন, তিনি পিতৃগাথানুসারে ঐ প্রকার ভক্তিনম্র হইয়া ভক্তি প্রকাশ করিলে তাঁহা কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কৃত হয় ও পিতৃগণ তর্পিত হয়েন।

ইতি বরাহ পুরাণে শ্রাদ্ধকল্প দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্ম পুরাণ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন হে দ্বিজগণ! লবণ সমুদ্র যেমন জম্বুদ্বীপ বেষ্টন করিয়া আছে তেমনি প্লক্ষদ্বীপ ক্ষার সাগর বেষ্টন পূর্ব্বক উথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপের বিস্তার শতসহস্র যোজন। প্লক্ষ দ্বীপ তাহার দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ।

হে বিপ্র বর্গ! প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথি, তাঁহার সপ্ত তনয়, তন্মধ্যে শান্তভয় শ্রেষ্ঠ, শিশির মধ্যম, সুখোদয় তৃতীয়, আনন্দ চতুর্থ, শিব, পঞ্চম, ক্ষেমক ষষ্ঠ, এবং ধ্রুব সপ্তম। তাঁহারা সকলেই পিতার পরে প্লক্ষ দ্বীপের ঈশ্বর হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের সাত জনের নামে ঐ দ্বীপের সপ্ত বর্ষ হয়। তন্মধ্যে শান্তভয়বর্ষ প্রথম, শিশির বর্ষ দ্বিতীয় সুখোদয় বর্ষ তৃতীয়, আনন্দ বর্ষ চতুর্থ, শিববর্ষ পঞ্চম, ক্ষেমক বর্ষ ষষ্ঠ, ধ্রুববর্ষ সপ্তম।

হে দ্বিজবর্য্য গণ! ঐ সপ্ত বর্ষের সীমাকারী সপ্ত শৈলের নাম ক্রমশঃ বলি শ্রবণ করুন গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা, এবং সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সপ্ত পর্ব্বত ঐ সপ্ত বর্ষের সীমা। ঐ সপ্ত বর্ষে এবং বর্ষ পর্ব্বতে দেব গন্ধর্ব্ব সহিত প্রজাপুঞ্জ বসতি করিতেছে।

ঐ সকল বর্ষের জনপদ সকল অতি শয় পবিত্র, তত্রস্থ জনগণ সদা সুখী, বহুকাল জীবন ধারণ করে। তাহাদের আধি ব্যাধি নাই, সর্ব্ব কালেই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেদীপ্যমান। উল্লিখিত সপ্ত বর্ষে সাতটী নদী আছে, সে সকল সরিতই সমুদ্র গামিনী, তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন, শুনিলে পাপ নাশ হইবেক। অনুতপ্তা, শিখি, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা, এবং সুকৃতা এই সাত নদী।

হে দ্বিজগণ! প্রধান২ পর্ব্বত ও প্রধান২ নদীর নামই কথিত হইল। উল্লিখিত বর্ষ সকলে তদ্ব্যতীত সহস্র২ ক্ষুদ্রাচল ও ক্ষুদ্র নদী আছে। তত্তদ্বর্ষের জনপদ বাসী জনগণ সদা হৃষ্ট হইয়া সেই সকল নদীর জলপান করে। হে দ্বিজ বৃন্দ! ঐ সকল বর্ষে নির্জ্জলা অথবা যাহার উদক পীড়াপ্রদ, তাদৃশ নদী মাত্র নাই। অপর ঐ সপ্ত বর্ষে যুগভেদ বা তজ্জন্য তত্রস্থ ব্যক্তিদের অবস্থা ভেদও নাই, তত্তদ্বর্ষে সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগের সমান কাল।

হে বিপ্র বৃন্দ! প্লক্ষদ্বীপে তথা শাকদ্বীপান্তরে যে সকল ব্যক্তি বসতি করেন তাঁহারা পঞ্চ সহস্র বৎসর জীবিত থাকেন, কোন কালে তাঁহাদের রোগ হয় না। ঐ সকল দ্বীপে বর্ণাশ্রম বিভাগে চতুর্বিধ ধর্ম্ম, এবং চারি বর্ণ আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি অবধান করুন। আর্য্যক, কুরর, বিবিশ, এবং ভাবী এই চারি বর্ণ। তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

হে দ্বিজগণ! প্লক্ষদ্বীপে জম্বুবৃক্ষ প্রমাণ একটী বিশাল প্লক্ষ বৃক্ষ আছে, তাঁহারই নামে ঐ দ্বীপ প্লক্ষসংজ্ঞক হইয়াছে। ঐ দ্বীপে আর্য্যক প্রভৃতি যে চারি বর্ণ আছে তাহারা সর্ব্বদা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তথায় ভগবান্ জগৎস্রষ্টা সর্ব্বেশ্বর হরি শ্যেনরূপী। হে দ্বিজ বর্য্য বর্গ! প্লক্ষ দ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে এই কথিত হইল। এইক্ষণে শাল্মল দ্বীপের বিবরণ শ্রবণ করুন। শাল্মল দ্বীপ চতুর্দ্দিকে ইক্ষু রসোদ সাগরে বে ষ্টিত ঐ দ্বীপের অধীশ্বর মহাবীর বপুষ্মান্। তাঁহার সপ্ত তনয় দিগের নামে ঐ দ্বীপের বর্ষ বিভাগ হইয়াছে, তাহা বলিতেছি অবধান করুন। শ্বেত, লোহিত, জীমূত, হরিত, বৈদ্যুত, মানস, এবং সুপ্রভ, এই সাত জন শাল্মলদ্বীপাধিপতির সন্তান, অতএব ঐ দ্বীপের সপ্ত বর্ষ ঐ সপ্ত আখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! শাল্মল দ্বীপ অপেক্ষা ইক্ষুরসোদ সাগর দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ অতএব ঐ সমুদ্র দ্বারা ঐ দ্বীপ সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত আছে। হে দ্বিজ বৃন্দ! ঐ দ্বীপেও সপ্ত পর্ব্বত এবং সপ্ত নদী আছে, সেসকল পর্ব্বত ঐ দ্বীপের বর্ষ ব্যঞ্জক। সেই সপ্ত পর্ব্বতের নাম—কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ, কর্ণ, মহিষ, এবং ককুদ্মান। হে বিপ্রবর্গ! ঐ দ্বীপের সরিৎ সকলের নামও বলি শ্রবণ করুন। যোনিতোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনী, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই সপ্ত নদী, ইহাদের স্মরণ করিলে সর্ব্ব পাপ শান্তি হয়।

হে মুনিবর্গ! শাল্মল দ্বীপের শ্বেত, লোহিত, জীমূত, হরিত, বৈদ্যুত, মানস, এবং সুপ্রভ এই সপ্ত বর্ষে চাতুর্বর্ণ্য প্রজা বসতি করিতেছে সেই চতুর্ব্বর্ণের নাম কপিল, অরুণ, শ্বেত এবং কৃষ্ণ। তাহারাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র। ঐ চতুর্ব্বর্ণের প্রজাগণ বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সংজ্ঞক অব্যয় আত্মরূপি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অপর ঐ দ্বীপে সকল দেবতারই আবির্ভাব আছে। শাল্মল নামে একটী বিশাল বৃক্ষ থাকাতে ঐ দ্বীপের নাম শাল্মল হইয়াছে।

হে দ্বিজগণ! অতঃপর কুশদ্বীপের বিবরণ শ্রবণ করুন। ঐ দ্বীপ শাল্মল দ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। তথাকার অধীশ্বর জ্যোতিষ্মন্ত সপ্ত ভ্রাতা। তাঁহাদের নাম উদ্ভিদ, বেণুমান, সুরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর, সর্ব্বকনিষ্ঠ কপিল। এই সপ্ত ভ্রাতার নামে উক্ত দ্বীপে সপ্ত বর্ষ বিভাগ হইয়াছে। সেই সপ্ত বর্ষে দৈত্য দানব সহিত গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নরগণ বসতি করে। ঐ সকল বর্ষেও স্ব২ ধর্ম্ম নিষ্ঠ চারি বর্ণ আছে, তাহাদের নাম দমী, শুষ্মী, স্নেহ, এবং সন্দেহ। তাহারাই যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র। সেই সকল বর্ণ তথায় ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান্ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। হে দ্বিজবৃন্দ! উল্লিখিত সপ্ত বর্ষে বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান, পুষ্টিমান, কুশেশয়, হরি, এবং মন্দর, এই সপ্ত পর্ব্বত আছে। সেই সপ্তাচল তত্তদ্বর্ষের সীমা। অপর ঐ সপ্ত বর্ষে সপ্ত প্রধান নদী আছে, সে সকলের নাম ধুতপাপা, সিতা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, অম্ভা, এবং মহী। ঐ সকল নদী সর্ব্ব পাপ হারিণী। ঐ সপ্ত ব্যতীত অন্যান্য সহস্র২ ক্ষুদ্র২ নদ নদী ও ক্ষুদ্র২ পর্ব্বত আছে।

হে দ্বিজগণ! কুশদ্বীপে বিশাল একটী কুশস্তম্ব আছে, তাহা হইতে ঐ দ্বীপের নাম কুশ দ্বীপ হইয়াছে।

অতঃপর ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিবরণ বলি। ঐ দ্বীপ কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। ঐ দ্বীপের অধীশ্বর দ্যুতিমান। তিনি স্বীয় তনয়দিগের সংখ্যা ও নাম অনুসারে ঐ দ্বীপের বর্ষ বিভাগ ও সে সকলের নামকরণ করিয়াছিলেন। সেই সপ্ত বর্ষের নাম কুশল, মন্দর, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি, এবং দুন্দুভি। ঐ সকল বর্ষেও দেব গন্ধর্ব্ব এবং নদ নদী তথা সপ্ত বর্ষাচল আছে। হে দ্বিজগণ! সেই বর্ষাচল সকলের নাম বলি শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃত, পুণ্ডরীকবান, দুন্দুভি এবং মহাশৈল। এই সকল পর্ব্বত ঐ সপ্ত বর্ষের সীমা স্বরূপ। ঐ সকল বর্ষে দেবগণ সহ প্রজাজন সতত নিরাতঙ্কে বাস করেন। তথায় চারি বর্ণ আছে, যথা—পুষ্কর, পুষ্ট, ধন্য এবং চাল। তাহারাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র।

হে মুনিবরগণ! ক্রৌঞ্চ দ্বীপে বহুতর নদ নদী আছে, তন্মধ্যে সাতটী শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন অন্য সকল ক্ষুদ্র। সপ্ত প্রধান নদীর নাম গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি এবং পুণ্ডরীকা। ঐ দ্বীপে পুষ্কর প্রভৃতি যে চতুর্ব্বর্ণ বসতি করে তাহারা বিবিধ যাগ যজ্ঞ দ্বারা রুদ্রমূর্ত্তি ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

অতঃপর শাক দ্বীপের বিবরণ বলি। ঐ দ্বীপ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। তথাকার অধিপতি মহাত্মা ভব। তাঁহার সপ্ত তনয়। ঐ রাজা সেই সপ্ত সন্তানের মধ্যে ঐ দ্বীপ বিভাগ করিয়া দেন, তাহাতে তথায় সপ্ত বর্ষ হইয়াছে। সেখানেও সাতটী পর্ব্বত আছে, সে সকল পর্ব্বতই সেই সপ্ত বর্ষের বিভাজক। সেই সপ্ত পর্ব্বতের নাম উদয়াচল, জলধর, রৈবতক, শ্যাম, অস্তগিরি, আম্বিকেয় এবং কেশরী পর্ব্বত।

হে দ্বিজগণ! শাকদ্বীপে মহাশাক আছে, তাহাতে ঐ দ্বীপ শাকদ্বীপ আখ্যায় আখ্যাত হয়। সেই বিশাল শাকের পত্রপবনস্পর্শে সকলের আহ্লাদ জন্মিয়া থাকে। সে যাহা হউক। ঐ দ্বীপে বহুং জনাকীর্ণ জনপদ আছে, সে সকলে চতুর্ব্বর্ণের মানব বসতি করে। তথায় সাতটী নদী আছে, সে সকলের জল অতিশয় পবিত্র, তাহা পান করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপভয় দূরীভূত হয়। সেই সপ্ত নদীর নাম যথা—সুকুমারী, নলিনী, বিপাকা, ইক্ষু, ধেনুকা এবং সপ্তমী গভস্তি। হে মুনিবৃন্দ, এতদ্ভিন্ন সহস্রং নদী এবং বহুং ক্ষুদ্রং পর্ব্বত আছে।

শাকদ্বীপের সপ্ত বর্ষে যে সকল জনপদ, তৎসমুদায় স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, সে সকলে কোন ব্যক্তির স্বধর্ম্ম হানি অথবা মর্য্যাদা ব্যতিক্রম নাই। ঐ দ্বীপে যে চারি বর্ণ বাস করে তাহারা মগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ। তাহারাই যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। ঐ চারি বর্ণ সেই স্থানে সূর্য্যরূপি ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করে এবং যে বর্ণের যেং যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম বিহিত, যথাবিধি তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

হে বিপ্রগণ, শাকদ্বীপের চারি দিক বলয়াকৃতি ক্ষীরোদ সাগরে বেষ্টিত আছে। ঐ সমুদ্রের পরিমাণ শাক দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ।

অতঃপর পুষ্কর দ্বীপের বিবরণ শ্রবণ কর, ঐ দ্বীপ পরিমাণে শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। তথাকার অধিপতি সবন রাজা। তাঁহার দুই পুত্র মহাবীত ও ধাতকী। তাহাদের নামে ঐ দ্বীপে দুই বর্ষ হইয়াছে। তথায় একটী বিখ্যাত বর্ষ পর্ব্বত আছে, তাহার নাম মানসোত্তর। তাহা পঞ্চাশ সহস্র যোজন উচ্চ, তাহার বিস্তার সহস্র যোজন। ঐ পর্ব্বত মধ্যস্থলে থাকাতে উক্ত দ্বীপের দুইটী বর্ষ বিভাগ হইয়াছে।

হে দ্বিজগণ, পুষ্কর দ্বীপে মানবগণ দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে, তাহাদের কদাপি রোগ শোক হয় না। তাহারা রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত। ঈর্ষা, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ বিহীন। হে মুনিবৃন্দ, এই নিমিত্ত ইতিহাস বেত্তারা বলিয়া থাকেন মহাবীত ও ধাতকী বর্ষ তথা মানসোত্তর শৈল দেব গন্ধর্ব্বাদির স্থান।

হে দ্বিজবর্গ, পুষ্কর দ্বীপের দুইটী বর্ষে বর্ণাশ্রমাচার নাই, ধর্ম্মাহরণ করিতে হয় না, এবং দণ্ডনীত্যাদির প্রয়োজন নাই, এই কারণ ঐ দুই বর্ষ ভৌম স্বর্গ বলিয়া উক্ত হয়। পুষ্কর দ্বীপে একটী প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে তাহা ব্রহ্মার উত্তম স্থান, তাহাতে দেব দানব কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া ব্রহ্মা বসতি করেন। ঐ দ্বীপ স্বাদূদক উদধি দ্বারা চারি দিকে বেষ্টিত।

হে বিপ্রবর্গ! এই প্রকার ভূমণ্ডলের সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সাগরে সর্ব্বতোভাবে আবৃত। সেই সকল সমুদ্রে সর্ব্বদা এক প্রকার জল আছে। নদ নদী প্রভৃতির প্রপাতে অথবা রবিকরের আকর্ষণে ঐ সকল সমুদ্রের জল কদাপি অতিরিক্ত অথবা ন্যূন হয় না। পরন্তু স্থালীস্থ জল যদ্রূপ অগ্নি সহযোগে উদ্রিক্ত হয় তাহার ন্যায় চন্দ্রের বৃদ্ধিতে সমুদ্রস্থ সলিল স্ফীত হইয়া থাকে। হে মুনিগণ! শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষে চন্দ্রের উদয় ও অস্ত

অনুসারে পঞ্চদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত জল বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছে।

হে বিপ্রবর্গ! ঐ দ্বীপে ষড়্ রসান্বিত ভোজন স্বয়ং উপস্থিত হয়। তত্রস্থ জনগণ পরম সুখে আহার করিয়া থাকে।

পৃথিবীর সপ্ত সাগর মধ্যে স্বাদূদক যে সাগর, তাহার সম্মুখবর্ত্তি দ্বীপে লোকদের বসতি দৃষ্ট হয়। ভূমণ্ডল অপেক্ষা কাঞ্চনময়ী ভূমি দ্বিগুণ, তথায় লোকালোক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বত অযুত যোজন বিস্তীর্ণ। তাহার উচ্চতাও তাবৎ পরিমাণ। তাহার এক পার্শ্ব দিয়া দিবাকর গমনাগমন করেন অতএব এক পার্শ্ব সর্ব্বদাই অন্ধকারাবৃত। সে যাহাহউক। এই পৃথিবীই সকল চরাচরের আধার হইয়া আছেন।

ইতি ব্রহ্মপুরাণ সমুদ্র দ্বীপ বর্ণন ঊনবিংশ অধ্যায়

পদ্ম পুরাণ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন ব্রহ্মন্! পুষ্কর তীর্থ ও নন্দা-মহাত্ম্য শ্রুত হইয়াছে। অপর পুষ্করতীর্থে মুখ দর্শন মাত্রে সুরূপতা প্রাপ্ত হইয়া যদ্রূপে ষষ্টি ঋষি জন্মিয়াছিলেন তাহার বিবরণও শুনিয়াছি। ঐ তীর্থপ্রসঙ্গে আরঃ যাহা কথিত আছে এক্ষণে সে সকল বলুন। আর মহাত্মা পুরাতন ঋষিরা ঐ তীর্থের যদ্রূপ বিভাগ করেন তাহাও বলিতে আজ্ঞা হউক। ব্রহ্মন! গঙ্গা ও সরস্বতী কি নিমিত্ত উদঙ্মুখী হইয়া ভূমিগতা হইয়াছেন। অপর বেদ বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে পুষ্করে যাত্রা করেন? আর পুষ্করে যাত্রা কৃতা হইলে কি ফল হয়? অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন হে বীর! তুমি অনেক প্রশ্ন করিলে সকল বলা কঠিন হইবেক। একাগ্রমনা হইয়া তীর্থ ফল শ্রবণ কর। যে ব্যক্তির হস্ত পাদ ও মনঃ সুন্দররূপে সংযত, বিদ্যা তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সেই ব্যক্তি তীর্থ ফল ভোগ করিতে পান।

হে ভারতসত্তম! পূর্ব্বে উগ্র তপস্বী যে ঋষি-কোটি হইয়াছিলেন তাঁহারা মুখ দর্শনমাত্র অবলম্ব করিয়া ব্রহ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষায় পুষ্কর তীর্থে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে সকলে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন অদ্যাবধি তোমাদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবেক। অপর এই স্থানে যে সকল মানব আগমন করিয়া সলিলে সর্ব্বাঙ্গ মজ্জন করিবেক তাহারা রূপবন্ত হইবেক। এই তীর্থ লোকদিগকে রূপ প্রদান করিবেন ইহাতেই ইহা রূপতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। এই তীর্থ দশ যোজন দীর্ঘ, সার্দ্ধ যোজন বিস্তীর্ণ। এই তীর্থার্থ যাত্রা মাত্র করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল লভ্য হইবেক। হে ভীষ্ম! পুষ্কর তীর্থের যে স্থানে মহাপুণ্যা সরস্বতী সরিৎ প্রবিষ্টা হইয়াছে সেই স্থলে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ঋষি চারণ ও সিদ্ধ সমূহ সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকেন। হে বীর! চৈত্র মাসের শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে সংযত ও দেবার্চ্চনরত হইয়া ঐ নদীতে অবগাহন করিলে অক্ষয় পুণ্য এবং ত্রিকুল উদ্ধার হয়।

ত্রিলোকী মধ্যে বিখ্যাত পুণ্য পুষ্কর তীর্থ মহাপাতক নাশক। তথায় দশ কোটি সহস্র পুণ্য তীর্থ নিত্য সন্নিহিত। অপর সেখানে আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরা সকল নিত্য সন্নিহিত আছেন। সেই তীর্থে স্নান করিয়া যেসকল ব্যক্তি দেব ও পিতৃলোকের তর্পণ করেন তাঁহাদের ইহ জন্মে পরম ভোগ ও পরে স্বর্গলাভ হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তথা ব্রহ্মর্ষিগণ ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মনোভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন। হে বীর! যে ব্যক্তি মানস দ্বারা উক্ত তীর্থে স্নান কামনা করে তাহারও সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয় এবং সে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ঐ তীর্থে পিতামহ ব্রহ্মা বহুকাল বসতি করিয়াছিলেন। অপর দেব ও ঋষিগণ ঐ স্থানে বাস করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। অতএব ঐ তীর্থ অতিশয় পুণ্য জনক। তথায় যে ব্যক্তি একটী ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান তজ্জন্য পুণ্য-প্রভাবে তাঁহার কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন জন্য ফল হয়। অতএব ঐ তীর্থে শাক ও ফলমূল দ্বারাও ব্রাহ্মণ সেবন ও পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ করিবেক তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইবে সন্দেহ নাই।

হে বীর! পুষ্কর তীর্থ স্থিত পুণ্যতমা সরস্বতী নদী মহা সাগরে পতিতা হইয়াছে, সেই তরঙ্গিণীতে হীনবর্ণ মানবগণও স্নান করিলে মহৎ ফল প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে পুষ্করে গিয়া ঐ নদীতে স্নান করিলে অক্ষয় ফল হয়। নরই হউক অথবা নারীই হউক জন্ম প্রভৃতি

যত পাপ করে, পুষ্করে গিয়া সরস্বতী তোয়ে একবার মাত্র অবগাহন করিলে তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মা যেমন সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তেমনি পুষ্কর তীর্থ সমুদায় তীর্থের শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থে নিয়ত ব্রতপর হইয়া দশ বৎসর বাস করিলে সমস্ত মনস্কাম পাইয়া অন্তে ব্রহ্মলোকে গমন করে। হে বীর! পুষ্করে স্নান দুর্লভ, তপস্যা দুর্লভ, ধ্যানও দুর্লভ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঐ তীর্থে গমন করিয়া স্নান মাত্রে পিতৃলোকদিগকে পরিত্রাণ করেন এবং আপনিও মোক্ষ প্রাপ্ত হন। বিপ্র এই নামমাত্র ধারী যে ব্যক্তি পুষ্করে গিয়া একবার সন্ধ্যা উপাসনা করে তাহার দ্বাদশ বৎসরীয় সন্ধ্যা বন্দন ফল হয়। সেই ব্যক্তির কুলে সাবিত্রী কদাচিৎ পতিত হইলেও তজ্জন্য দোষ হয় না। যাহার স্ত্রী স্বামির সন্ধ্যা বন্দনার্থ পুষ্কর তীর্থের তোয় আনিয়া দেন তিনি সদ্যঃ স্বর্গগামী হয়েন পরে ব্রহ্মবাদিদিগের লোকে প্রাপ্ত হইয়া তথায় বিরাজ করেন। হে ভীষ্ম! যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পুষ্কর তীর্থে পিতৃ তর্পণ করেন তাঁহার পিতৃগণের দ্বাদশ বার্ষিকী তৃপ্তি হয়। যাহারা ঐ স্থানে গিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে তাহাদিগের সন্তান সন্ততি ও ধন ধান্য বৃদ্ধিশীল হয়।

হে ভারত! উল্লিখিত পুষ্কর তীর্থে যে সকল আশ্রম আছে অতঃপর তাদ্বিবরণ বলি, অবধান কর। অগস্ত্য মুনি ঐ তীর্থে একটী আশ্রম করেন, তদ্ভিন্ন সপ্তর্ষিদিগের ও মহর্ষিদিগের বহুং পবিত্র আশ্রম আছে অপর তত্রস্থ পর্ব্বত সমীপে নাগদিগের রমণীয়া পুরী সদা শোভা পাইতেছে

হে বীর! মহামুনি অগস্ত্যের প্রভাব যৎকিঞ্চিৎ বলি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে কালেয় নামে বিখ্যাত কতক গুলা দারুণ দানব হইয়াছিল। তাহারা বৃত্রাসুরকে দলপতি করিয়া দেবহিংসার্থ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদির প্রতি ধাবমান হয়। বৃত্রাসুর সেই সমস্ত দুর্ম্মদ দানবের নায়ক হওয়াতে দেবগণ তাহার বধার্থ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। আপনারা ভাবিয়া কোন উপায় না দেখাতে ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া সকলে ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক স্তব আরম্ভ করিলেন।

দেবতাদের স্তব শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেন হে দেবগণ! তোমরা যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ আমি জানিতে পারিয়াছি। বৃত্রাসুরের বধ যে প্রকারে হইবে উপায় বলি। দধীচি নামে উদারমতি যে মহর্ষি আছেন, তোমরা সকলে তাঁহার নিকট গিয়া বর প্রার্থনা কর। তিনি অতিশয় ধর্ম্মাত্মা, প্রার্থনা মাত্রে প্রীতচিত্ত হইয়া আপনার অস্থি তোমাদিগকে দান করিবেন সন্দেহ নাই। সেই অস্থির দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বধ করিও।

এতৎ শ্রবণে দেবতারা তৎক্ষণাৎ দধীচি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং জয়াকাঙ্ক্ষায় বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন মুনে! আমরা বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক নিরন্তর নিপীড়িত হইতেছি, যদি দয়া করিয়া তোমার শরীরাস্থি দান কর তবেই তাহার নিধন হয় এবং আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি।

দধীচি কহিলেন আপনারা নিরাকুল হউন। আমি প্রাণ পরিত্যাগ স্বীকার করিয়াও আপনাদের হিত সাধন করিব। ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর দেবতারা তদীয় অস্থি লইয়া আদৌ যজ্ঞ করিলেন পরে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রহস্তে দিলেন। দেবরাজ বজ্রী হইয়া দেববৃন্দ সমভিব্যাহারে যাত্রা করত দানবদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সুর ও অসুরদিগের পরস্পর অস্ত্রশস্ত্র প্রহারে তুমুল সংগ্রাম হইল। ভয়ঙ্কর ধনুষ্টঙ্কারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল। দানব দিগের পতিত মুণ্ডে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মস্তক পতিত হইলেও দগ্ধ দ্রুম তুল্য দৈত্যগণ বিবিধ আয়ুধ ধরিয়া দেবতাদের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদিগের বেগ সংবরণ করণে অক্ষম হইয়া দেবগণ ভয়ে পলায়ন পর হইলেন।

দেবরাজের হস্তে বজ্র ছিল, তিনিও বৃত্রাসুরকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশালি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যাহা হউক, দেবতারা পলাইয়া পরে পুনরায় এক [illegible] পরামর্শ পূর্ব্বক ইন্দ্রকে স্ব২ তেজ প্রদ[illegible]। যাবতীয় দেবতার তেজে বর্দ্ধিত [illegible] বৃত্রবধে দেবরাজের পুনরায় উৎসাহ জ[illegible] আপনার পক্ষস্থ সমস্ত যোদ্ধাকে সাহস দিয়া [illegible] আরম্ভ করিলেন। বৃত্রাসুরও সিংহনাদ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। বৃত্রের ঘোর গর্জ্জনে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কম্পিত হইয়া উঠিল। তদবলোকনে দেবরাজের মহা ভয় জন্মিল। প্রাণ সংহার নিমিত্ত ঐ অসুরের মস্তকে ঘোর বজ্র নিপাত করিলেন। অশনি দ্বারা

আহত হইবা মাত্র বৃত্রাসুরে ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইল। সেনাপতির নিধন দর্শন করিবা মাত্র দানবগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, পরে ভয়ে কান্দিশীক হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। দেবতাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সকলে আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক ইন্দ্রের উপর পুষ্প বর্ষণ এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণ, দেবরাজ বজ্র নিক্ষেপ দ্বারা তাহার প্রাণ বধ করাতে অবিলম্বে ব্রহ্মহত্যায় আভিভূত হইলেন। তদবলোকনে দেবতাদের বিষাদ জন্মিল। হে বীর! দেবরাজ তদনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ঐ পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন।

সে যাহা হউক। বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে দেবগণ নিরুপদ্রব হইলেন বটে কিন্তু যে সকল দানব পলাইয়া সমুদ্রমধ্যে ও পাতালে প্রবিষ্ট হইয়াছিল কিয়ৎ কাল পরে তাহারা পুনরায় উৎপাত করণার্থ মন্ত্রণা করিল। কি উপায়ে দেব ও ঋষি দিগের বিনাশ হয় সকলে তদর্থ চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক চিন্তা করিয়া এই স্থির করিল যে সকলে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যা সম্পন্ন, প্রথমে তাহাদিগকে বধ করা যাউক, কারণ তপস্যা দ্বারাই সকল লোক ধৃত হয়, তপস্বিদিগের বিনাশ দ্বারা তপস্যা নষ্ট করিলে লোক ধারণ হইবেক না। অপিচ ধরাতলে যতি প্রভৃতি যত আছে তাহাদিগেরও বধ করা যাউক, তাহারা নষ্ট হইলেই জগৎ নষ্ট হইবেক। এই প্রকার পরামর্শ করিয়া দানবগণ রজনীযোগে দলবদ্ধ হওতঃ নিভৃত স্থানহইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল এবং পুণ্যাশ্রম প্রভৃতি স্থানে যে সকল তপস্বি দেখিতে পাইল তাঁহাদিগকে ভক্ষণ ও সংহার করিতে লাগিল। এক দিন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া একেবারে এক শত অষ্টাশীতি তপস্বিকে বিনষ্ট করিয়া আইসে, অন্য দিন চ্যবন মুনির আশ্রম পদে গমন করিয়া ফল মূল ভোজি শতং মুনির শোণিত পান করে। এইরূপে প্রত্যেক রাত্রিতে ভিন্নং পুণ্যাশ্রমে গিয়া তপস্বি ও যতিদিগের বিনাশ করণানন্তর সাগরে প্রবেশ করে। অতএব অত্যল্প কাল মধ্যেই পৃথিবীতলে তপস্বিপ্রভৃতি পুণ্যাত্মা মানব দিগের সংখ্যা অল্প হইবার উপক্রম হইল, যে সকল মুনি ঋষি অবশিষ্ট রহিলেন তাঁহারা স্বং আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহা প্রভৃতি নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিলেন। এতদবলোকনে স্বর্গবাসী দেব ও ঋষিগণ একত্র হইয়া জগতের উৎপাত শান্তি নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ নানা প্রকার কাতরোক্তি করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন ভগবন্! আপনি অবনীস্থ মানব ও মুনি প্রভৃতির পরিত্রাণ নিমিত্ত সময়ে সময়ে অসংখ্য দৈত্য বিনাশ করিয়াছেন। মহাবল হিরণ্যকশিপু দৈত্যই আপনা হইতে নিহত হইয়াছে। মহাধনুর্দ্ধর বিখ্যাত ঐ দানব ত্রিজগতের অতিশয় অহিতকারী ও পীড়াদায়ক হইয়াছিল, আপনি নরসিংহ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেন। অপর হে ভগবন্! মহাঅসুর বলি তপোবলে সর্ব্ব ভূতের অবধ্য ও ত্রৈলোক্যাধিপতি হইয়াছিল, আপনি বামন শরীর অবলম্বন করিয়া তাহাকে ত্রৈলোক্য রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করেন। প্রভো! এই প্রকারে অসম্ভব কর্ম্ম করিয়া আপনি সময়েং ত্রিভুবনের স্বাস্থ্য স্থাপন করিয়াছেন, আমরা ভয়ে ভীত হইয়া শরণাপন্ন হইতেছি, আমাদিগের ভয় হরণ করুন। হে দেব! উপস্থিত উৎপাতে সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হইয়াছে ইহা নিবারণ করিয়া সকলের রক্ষা করুন। হে দৈত্যসূদন! দানব দল নিত্য নিশীথ সময়ে মুনিদিগের আশ্রমে গমন করিয়া তপোনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিদিগের প্রাণ সংহার করিতেছে। প্রভো! এই প্রকারে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষয় হইতে থাকিলে অচিরেই পুণ্য বিরহে ত্রিভুবন ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেক। অতএব হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রকার করুন যাহাতে জগৎ উচ্ছিন্ন না হয়।

ভগবান্ কহিলেন হে বিপ্রবর্গ! তোমাদিগের যে উৎপাত উপস্থিত, তাহা ত্রৈলোক্য ক্ষয়কারক সত্য, কালেয় নামে দারুণ দানবগণ স্বং জীবন রক্ষার্থ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সবল হইয়া পুনরায় লোক সকলের উৎসাদন নিমিত্ত নিশাযোগে জন স্থানে আগমন করিয়া মুনিদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্য এই, অবনী মধ্যে তপোনিষ্ঠ মানব বিনষ্ট করিলেই অধর্ম্মে সকল লোক ক্ষয় পাইবেক। যাহা হউক। ঐ সকল দানব ভয়ঙ্কর নক্র চক্রাকুল সমুদ্রের অভ্যন্তরে বাস করে তাহাদিগকে বিনষ্ট করা সহজ কর্ম্ম নহে। তোমরা সংপ্রতি এক কর্ম্ম কর, সমুদ্রের শোষণার্থ আদৌ যত্ন পাও।

বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দেব ও ঋষিগণ সেই স্থান হইতেই অগস্ত্য মুনির

আশ্রমে গমন করিলেন। অগস্ত্য মুনি তপোনিষ্ঠ হইয়া তদনুকূল কর্ম্ম করিতেছিলেন। দেব ও ঋষিগণ প্রণামানন্তর স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন মুনে! নহুষ রাজা যৎকালে সকল লোকের সন্তাপদায়ক হইয়াছিল তখন আপনি সেই ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়া লোকদের রক্ষা করেন। অপর বিন্ধ্য পর্ব্বত সহসা বৃদ্ধিশীল হইয়া সূর্য্যের গতি রোধ করিতে উদ্যত হইলে আপনি কৌশল করিয়া তাহাকে নত করিয়া আইসেন, তদবধি ঐ গিরি আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সংপ্রতি আমাদিগের উৎপাত নিবারণ করিয়া লোকদিগকে রক্ষা করুন। দানবগণ সাগরকে আশ্রয় করিয়া নিত্য২ তপস্বি প্রভৃতির বিনাশ করিতেছে, আপনি সাগর জল শোষণ করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয়ভ্রষ্ট করুন।

ভীষ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনে! বিন্ধ্য পর্ব্বত কি কারণে সহসা বৃদ্ধিশীল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শুনিতে বাসনা করি।

পুলস্ত্য কহিলেন দিবাকর উদয় ও অস্ত সময়ে অহরহ মহাশৈল সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করেন। তদবলোকনে বিন্ধ্য পর্ব্বত একদা দিনকরকে কহিল তুমি প্রত্যহ যেমন সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাও আমাকে তদ্রূপ কর না কেন? সূর্য্য কহিলেন আমি আপনার ইচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না, ঐ পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, তাহার মধ্যস্থলে আমার বর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং বেষ্টন করিয়া যাইতে হয়। এতৎ শ্রবণে বিন্ধ্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি রোধ করিতে বাঞ্ছা করিয়া দিন২ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদবলোকনে দেবগণ ভীত হইয়া তাহার নিকট গমন করিলেন এবং বিবিধ বিনয় করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ মোচনার্থ অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে তাঁহাদের বাক্য শুনিল না। অতএব দেবতারা পরামর্শ করিয়া ঐ গিরির গুরু মহর্ষি অগস্ত্য সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন বিন্ধ্য ক্রোধান্ধ হইয়া বৃদ্ধিশীল হওয়াতে চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হইয়াছে, আপনি গিয়া তাহাকে নিবারণ করুন। দেবগণের ঐ বাক্যে অগস্ত্য তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্য সন্নিধানে গমন করিলেন, তাহাতে সেই পর্ব্বত প্রণাম করিলে ঋষি কহিলেন কোন কার্য্য নিমিত্ত আমি একবার আকাশ পথ দিয়া গমন করিব, তুমি অত্যুচ্চ হওয়াতে ঐ দিগের পথ রুদ্ধ দেখিতেছি, আমাকে দেখিয়া প্রণত হইলে তাহাতেই একণে পথ হইল, আমি যাবৎ প্রত্যাগমন না করি তাবৎ এই প্রকারে থাক পরে পূর্ব্ববৎ বর্দ্ধিত হইও। এইরূপ কহিয়া অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন অদ্যাবধি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং বিন্ধ্যগিরি অবনত অবস্থায় রহিয়াছে, অতএব চন্দ্র সূর্য্যের গতি রুদ্ধ নাই। হে ভারত! বিন্ধ্যগিরির বৃদ্ধি যে রূপে নিবারিত হয় তাহার বৃত্তান্ত এই কথিত হইল। হে বীর! দেবতাদিগের সমুদ্র শোষণ প্রস্তাবে মহাপ্রভাব অগস্ত্য যাহ২ করেন, বলিতেছি শ্রবণ করহ।

দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য কহিলেন সমুদ্র শোষণ করিলে কি প্রকারে দুর্দান্ত দানবদিগের ক্ষয় হইবেক? দেবতারা কহিলেন সমুদ্র শুষ্ক হইলেই দানবদিগকে দেখিতে পাইব। পরে যুদ্ধাদি দ্বারা তাহাদের বিনাশ হইতে পারিবেক। অগস্ত্য কহিলেন ভাল, আমি সমুদ্র শোষণ করিয়া দিতেছি। তদনন্তর সিদ্ধ মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে সাগর তীরে গমন করিয়া দেখিলেন সাগর জল রাশিতে পরিপূর্ণ, উৎফুল্ল ফেণায় চুম্বিত হইয়া তরঙ্গ সঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে। অভ্যন্তরে বিবিধ গ্রাহ খেলায়মান। যাহাকে শোষণ করিবেন তাহার এবম্বিধ ভীষণ আকৃতি দেখিয়াও অগস্ত্যের ভয় হইল না। সমভিব্যাহারি দেবতাদিগকে কহিলেন আমি এখনি এই পয়োধি পান করিয়া শুষ্ক করি, তাহার পরে তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য, শীঘ্র তাহার আয়োজন করহ। এই কথা বলিয়াই গণ্ডূষ মধ্যে সমুদায় সলিল লইয়া পান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাগর পান নিরীক্ষণ করিয়া দেব ঋষি ও সিদ্ধ সকলের পরম বিস্ময় জন্মিল। স্বর্গ হইতে সুরাঙ্গনাগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবতারা উদধিকে নিরুদক দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বিবিধ আয়ুধ উদ্যত করিয়া সেই সকল দানবের প্রতি ধাবন পূর্ব্বক প্রহার আরম্ভ করিলেন। তাহারাও সাহসে নির্ভর করিয়া ঘোর সমর করিল পরন্তু পূর্ব্বে মুনি ঋষিদিগের হিংসা করিয়া পাপানলে এক প্রকার দগ্ধ হইয়াছিল তদুপরি দেবতাদের প্রতি আয়ুধ প্রহার করাতে অবিলম্বেই সমরশায়ী হইতে লাগিল। অধিকাংশ দানব নিহত হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা বসুধা বিদীর্ণ করত পাতালে প্রবিষ্ট হইল।

দানব গণ নিহত হইলে দেব ও ঋষিরা অগস্ত্যকে বিস্তর স্তব করিয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! আপনকার প্রভাবেই সমুদ্র শুষ্ক এবং দুর্দান্ত দৈত্য নিকর নিহত হইল। পরন্তু সাগর এইরূপ নিঃসলিল ও মরুভূমি প্রায় হইয়া থাকিলে প্রজাদের যথেষ্ট অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনি ইহাকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ জলে পরিপূর্ণ করুন।

অগস্ত্য কহিলেন সমুদ্রের জল কালবশতঃ পুরাতন হইয়াছিল, আমি যাহা পান করিয়াছি, সমুদায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমা হইতে আর উহা সজল হইবার সম্ভাবনা নাই, তোমরা অন্য উপায় দেখহ।

এই কথায় দেব ও ঋষিগণ দুঃখিত ও বিষাদ যুক্ত হইলেন পরে পরামর্শ করিয়া সকলে একত্র হওত ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। বিষ্ণুও সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন এবং সাগর পূরণার্থ বিনয় ও স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন তোমরা এক্ষণে গমন কর, কালবশতঃ জলনিধি পূর্ব্ববৎ জলে পরিপূর্ণ হইবেক। পুণ্যাত্মা মহারাজ ভগীরথ আত্মপিতৃ লোক দিগের ব্রহ্মশাপে নিধন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হিমালয় হইতে গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করিবেন। সেই সরিৎ সহ সঙ্গত হইলেই সাগর বারিপূর্ণ হইবেক। এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পরে অগস্ত্যের তপো বল বিবরণ শ্রবণে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন মুনে! তোমা হইতে দেবতাদের মহৎকার্য্য ও দানব বিনাশ হইয়াছে ইহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, কি বর অভিলাষ কর, বল।

ব্রহ্মার এই কথায় অগস্ত্য প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিলেন ব্রহ্মন্! আমার এই আশ্রম যাবতীয় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ হয়, এই বর দেউন।

ব্রহ্মা কহিলেন তোমার যাহা অভিলষিত তাহাই হইবেক। অধিকন্তু এই স্থান পুষ্কর তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবেক। এখানে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি দেবতা অথবা পিতৃগণের তর্পণ করিবেক তাহার অশ্বমেধ ফল লাভ ও আমার ভুবনে বাস হইবেক। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের অনন্ত কালের নিমিত্ত তৃপ্তি হইবেক। স্ত্রী অথবা পুরুষ জন্মিয়া অবধি যত পাপ করিবে এই তীর্থে আসিয়া স্নান মাত্রে সকল প্রক্ষালন করিতে পারিবেক।

এই প্রকার কহিয়া অগস্ত্যের সম্ভাষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর অগস্ত্য নিজ আশ্রমে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! এই প্রকারে অগস্ত্যাশ্রম পুণ্য পুষ্কর তীর্থ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।

হে মানদ! অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গোতম, সুমতি, সুমুখ, বিশ্বামিত্র, সম্বর্ত্ত, বৃহস্পতি, ধৌম্য, চ্যবন কাশ্যপ, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, শুক্রাচার্য্য, ভরদ্বাজ, নারদ, পর্ব্বত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ শিষ্য প্রশিষ্য সহ ঐ তীর্থে গমন করিয়া সেই স্থানকে অধিক পূজ্য ও পবিত্র করেন। ঐ স্থানে লোকে যে কোন কর্ম্ম করে পরকালে তাহার শত গুণ ফল হয়। ঐ তীর্থে নাস্তিক অথবা অধার্ম্মিক লোকে যাইতে পারে না, যাজ্ঞিক জনগণই তথায় গমন করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থে রোগ শোক জরা অথবা ক্ষুধা পিপাসা নাই। তথায় গমন মাত্রে ধ্যান নিষ্ঠা ও যোগে চিত্ত নিবেশ হয়।

হে ভারত! অতঃপর অন্য একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণন করি শ্রবণ কর। একদা পুষ্পবাহন রাজার রাজ্যে অকস্মাৎ অনাবৃষ্টি হওয়াতে প্রজাগণের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল। রাজ্য মধ্যে শস্যাদি কিছুই হয় নাই, অন্নাভাবে সকলেই খিন্ন হইতে লাগিল। তদবলোকনে ঐ রাজা ঋষিদিগের সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইতেই রাজ্যের ক্লেশ নিবারণ হইয়া থাকে, আমি স্বর্ণ রজতাদি প্রতিগ্রহ দিতেছি, আপনারা গ্রহণ করুন।

ঋষিগণ প্রতিবচন প্রদান করিলেন মহারাজ! রাজ প্রতিগ্রহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, আদৌ মধ্বাস্বাদ তুল্য বোধ হয় কিন্তু পরে বিষবৎ পীড়া দিয়া থাকে, তাহার প্রতি আমাদিগকে লোভ দেখান্ কেন? তৈলিক জাতি দশটা কুক্কুর তুল্য, রজক দশ জন তৈলিক সদৃশ, বেশ্যা দশ রজক সমানা, রাজা দশ বেশ্যা সম। অপর যে কুক্কুরজীবী দশ সহস্র কুক্কুর দ্বারা বহন করায় রাজা তাহার তুল্য জঘন্য, অতএব রাজ প্রতিগ্রহ ভয়ানক। যে ব্রাহ্মণ লোভ মোহিত হইয়া রাজপ্রতিগ্রহ গ্রহণ করেন তিনি অসংখ্য তমিস্রাদি নরকে পচিয়া মরেন। অতএব হে রাজন্! অন্যকে দান করিতে যত্ন করহ।

অনন্তর রাজার নিদেশে মন্ত্রিগণ অন্য বিপ্রের অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। অত্রি মুনির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহাকে রাজ প্রতিগ্রহ গ্রহণ করাইবার চেষ্টা পাইলে, অত্রি কহিলেন মন্ত্রিন্! একে রাজ প্রতিগ্রহ ভয়ঙ্কর, তাহাতে আবার তুমি এই সকল স্বর্ণময় ভূষণাদি আনিয়াছ, আমি এপ্রতিগ্রহ গ্রহণ করিতে পারিব না, সুবর্ণ অথবা সুবর্ণাভরণাদি প্রতিগ্রহে পাপিষ্ঠা গতি হয়। পৃথিবীমধ্যে ধান্য যব ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তু আছে তাহা প্রাণিদিগের প্রাণ ধারণোপায়, ইহাতে বরং সে সকল প্রতিগ্রহ করিতে পারি।

অনন্তর রাজমন্ত্রী বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে রাজ প্রতিগ্রহ গ্রহণার্থ বিনয় করিলে বশিষ্ঠ কহিলেন রাজাদিগের দান ধর্ম্মে রত হওয়া উচিত বটে, কেবল অর্থ সঞ্চয়ে তৎপর হইলে নিন্দা হয়। তোমার রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণাদি দান করিতে যে যত্নবান্ হইয়াছেন ইহাতে আমি তাঁহার প্রশংসা করি। পরন্তু যে ব্রাহ্মণ সৎপ্রতিগ্রহ উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণ না করিয়া সন্তোষ বোধ করেন তাঁহার ব্রহ্মতেজঃ বৃদ্ধিশীল হয়। হে মন্ত্রিন্! অকিঞ্চনত্ব ও রাজত্ব এই দুই বস্তু তুলাতে ধৃত হইয়াছিল তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অকিঞ্চনত্ব অধিক হইয়াছে। এই কারণে এ প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।

তাহার পর রাজমন্ত্রী কশ্যপ সমীপে গমন করিয়া রাজ প্রতিগ্রহ লওয়াইবার যত্ন করিলেন তাহাতে ঐ মুনি কহিলেন অর্থই পুরুষের মোহ ও নরকের কারণ, এই কারণ কল্যাণার্থী পুরুষ দূর হইতে অর্থ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন যদিও অর্থ হইতে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা আছে তথাচ ধর্ম্মার্থ অর্থ চেষ্টা কর্দ্দমাক্ত [illegible] লেপন করিয়া প্রক্ষালন অপেক্ষা দূরে থাকিয়া পঙ্কস্পর্শ না করাই ভাল।

তাহার পর ভরদ্বাজ মুনি সন্নিধানে গিয়া মন্ত্রী রাজপ্রতিগ্রহ গ্রহণার্থ নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন বৎস! জরাতুর হইলে কেশ জীর্ণ ও দন্ত সকল বিশীর্ণ হয় কিন্তু ধনাশা ও জীবিতাশা জীর্ণ ব্যক্তিরও জীর্ণ হয় না। এই সংসারে তৃষ্ণা দুরত্যয়া ইহা বিবেচনা করিয়া আমি সর্ব্ব প্রকার তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়াছি, আমাকে প্রতিগ্রহ গ্রহণার্থ অনুরোধ করিয়া পুনরায় তৃষ্ণার বশবর্ত্তী করিও না।

অনন্তর রাজমন্ত্রী গৌতম মুনির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সমীপে রাজদত্ত দ্রব্যাদি উপস্থিত করিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। গৌতম মুনি বলিলেন যাহার মানস সন্তুষ্ট তাহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ হয়। সন্তোষ রূপ অমৃতে পরিতৃপ্ত চিত্ত ব্যক্তিদের যে সুখ অনুভূত হয় ধনলোভিদের তাহা হইবার সম্ভাবনা কি, আমি এই বিবেচনা করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করিয়াছি, আমার প্রতিগ্রহ গ্রহণে প্রয়োজন নাই।

পরন্তু পরিশেষে রাজমন্ত্রী জমদগ্নি সন্নিধানে গমন করিয়া অন্ন বিষয়ক নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন যদিও আমার অর্থে প্রয়োজন নাই, তথাচ প্রতিগ্রহ গ্রহণে সামর্থ্য সত্ত্বে যে ব্রাহ্মণ গ্রহণ না করেন প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ হেতু তাঁহার শাশ্বত লোক হয় না, অতএব আমি গ্রহণ করিতেছি।

হে ভারত! রাজমন্ত্রী যে সকল ঋষিদিগের নিকট গিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া আসিলেন সেই সকল মুনি একত্র হইয়া এক সময় ভ্রমণ করিতে গেলেন। পথিমধ্যে কিয়দ্দিন ফল মূলাদি ভক্ষ্য সামগ্রী না পাওয়াতে তাঁহাদের ক্ষুধায় অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। পরস্পর কহিলেন সমুদায় জগৎ অন্নমূল, অন্নেতেই সকল প্রতিষ্ঠিত হয়, দেব পিতৃ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর সকলেই অন্নময়, অতএব সর্ব্ব প্রকারে যত্ন করিয়া ধার্ম্মিক লোকেরা অন্ন দান করিয়া থাকেন। অন্নদ পুরুষ শাশ্বতী তৃপ্তি পান, অলঙ্কৃতা কন্যা দান, প্রপা দান ইত্যাদি যত দান আছে সকল অপেক্ষা অন্নদান শ্রেষ্ঠ, অন্য কোন দানই অন্ন দানের ষোড়শ কলার যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি ক্ষুধিত জনে শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া অন্ন দান করেন তিনি ব্রহ্ম লোকে ব্রহ্মসহ বাস করিয়া চিরকাল সুখ ভোগ করেন।

হে ভারত! এই সময় দৈবাৎ ঐ সকল মুনির সহিত ঐ রাজমন্ত্রির সাক্ষাৎ হইল। তখন মন্ত্রী অন্নাদি বিবিধ রাজপ্রতিগ্রহ সম্মুখে উপস্থিত করিলে মুনিরা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অন্নাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে মন্ত্রী কহিলেন আপনারা পূর্ব্বে রাজপ্রতিগ্রহ অস্বীকার করিয়াছিলেন এক্ষণে গ্রহণ করিলেন কারণ কি? ঋষিগণ কহিলেন প্রাণাত্যয়ে সর্ব্ব জন হইতে প্রতিগ্রহ লইতে পারা যায়। অপর আমরা তপস্বী, তপো বলে এই প্রতিগ্রহ জন্য দোষ ক্ষালন করিতে পারিব, অধিকন্তু সৎপ্রতি

আমরা পুষ্কর যাত্রা করিতেছি তথায় গুরুতর পাপও ক্ষয় পায়, এ সামান্য পাতক, অবশ্য ক্ষয় হইবেক।

হে ভারত! পুষ্কর তীর্থের এইরূপ মাহাত্ম্য, ঐ তীর্থে গিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে অনন্ত ফল লভ্য হয়। ঋষিগণ তপোবনে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হন পুষ্কর তীর্থে একবার স্নানে সেই ফল হয়! পুষ্কর তীর্থযাত্রী নর কদাপি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

হে ভারত! ঋষিদিগের উল্লিখিত চরিত্র এবং এই পুষ্কর মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ করেন তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গ লোকে পূজিত হন।

ইতি আদি মহাপুরাণ পাদ্মে সৃষ্টি খণ্ডে একোনবিংশ অধ্যায়।

অগ্নি পুরাণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার সামান্য পূজা এবং মন্ত্র বলিতেছি। সমস্ত পরিবার সমন্বিত অচ্যুতকে নমস্কার এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিয়া পরে ধাতা, বিধাতা, গঙ্গা, যমুনার পূজা করিবেক। তদনন্তর পদ্মকেশরে নিধি, দ্বার, শ্রী, বাস্তুপুরুষ, শক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, এবং অধর্ম্মাদির যথা বিধি অর্চ্চনা করিয়া জপ করিবেক। তাহার পর নবগ্রহ, ঈশান, দুর্গা, শিবা, এবং বাসুদেবাদির যজ্ঞ করিবেক।

পশ্চাৎ ভগবান বিষ্ণুর যথাসাধ্য উপচার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভের পূজা করিবেক। তাহার পর বনমালা, শ্রী, পুষ্টি, গরুড় এবং গুরু পূজা করিয়া ইন্দ্র, অগ্নি, যম জল বায়ু কুবের ঈশান অনন্ত ব্রহ্ম ইত্যাদির অর্চ্চনা করিতে হইবেক।

এই প্রকারে শ্রী, গিরি, বাস্তু, শক্তি, ধর্ম্মাদি, তথা গৌরী, কালী, বলবিকারিণী, বলপ্রমথনী, সর্ব্ব ভূতার্থদলনী এবং মনোন্মাদিনীর পূজা করিয়া পরিশেষে "হাঁ হুঁ হুঁ শিবমূর্ত্তয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে শিবপূজা করিবেক। তদনন্তর হাঁ শিবায় নমঃ হ্রীং গৌর্য্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যথা ক্রমে পূজা করিয়া সমাপন করিবেক।

ইতি অগ্নিপুরাণ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঐ সকল বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র অনুজের সহিত সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনেক ক্ষণ আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া পরে মুনিকে সম্বোধিয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! গঙ্গাবতরণ ও সমুদ্র সকলের পূরণ বিবরণ যাহা যাহা বর্ণন করিলেন অতিশয় অদ্ভুত। আপনকার এই সকল বচন লক্ষ্মণের সহিত আমি পুনরায় চিন্তা করিব, ইহাতে অনুমান করি অল্পক্ষণেই নিশা যাপন হইবেক।

অনন্তর ভ্রাতৃসহ শয়ান হইয়া মুনির কথিত বিষয়ই দুইজনে পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন অতএব অনেক রজনী কথোপকথনে যাপিত হওয়াতে অবশিষ্ট বিভাবরী কিয়ৎ ক্ষণ নিদ্রার পরেই প্রভাতা হইল।

প্রাতঃকাল হইবামাত্র দুই ভ্রাতায় গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর কৃতাহ্নিক হইয়া বিশ্বামিত্র সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন আপনকার অনুগ্রহে কল্য আমাদের পরম সুখে নিশা যাপন হইয়াছে। আমরা গমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, চলুন, সরিৎ শ্রেষ্ঠা জাহ্নবী পার হওয়া যাউক। সুরধুনীকূলে একখান তরণী নিরীক্ষিত হইতেছে, অনুমান করি ঋষিগণ এই তরী প্রেরণ করিয়া থাকিবেন।

এতৎ শ্রবণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবিলম্বেই সমভিব্যাহারি মুনিগণ সহিত রাম লক্ষ্মণকে লইয়া সেই তরণীযোগে ভাগীরথী পার হইলেন। অনন্তর উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইলে তথায় বহুতর ব্রতনিষ্ঠ তাপসে তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সহিত তাহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তথা হইতে দ্বিতীয় স্বর্গ তুল্য মনোহারিণী বিশাল রাজ নগরী যাত্রা করিলেন।

বিশাল রাজার নগরে উপনীত হইলে পর রামচন্দ্র তথাকার শোভা দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! এই নগরীতে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইতে আমার কৌতুহল হইতেছে।

রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বিশাল রাজনগরীর প্রাচীন ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন হে রামচন্দ্র! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রমুখাৎ এই নগরীর পুরাবৃত্ত যদ্রূপ শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল বর্ণন করিতেছি অবধান কর।

পূর্ব্বকালে দিতি ও অদিতির তনয়গণ পরস্পর মদোন্মত্ত হইয়া জয়াকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। দৈত্য ও আদিতেয় উভয় দলই মহর্ষি কশ্যপের সন্তান এবং দিতি ও অদিতি ইহারা দুইজন পরস্পর ভগিনী ও সপত্নী থাকাতে দৈতেয় ও আদিতেয়গণ পরস্পর মাতৃস্বস্রীয় ও বৈমাত্রেয় ছিল। সে যাহা হউক। দেব ও দানব উভয় পক্ষেরই বাসনা হইল কিরূপে অজর, অমর ও নিরাময় হইতে পারি।

উভয় পক্ষেই ঐ বিষয়ের নিমিত্ত নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। দেবতাদের হঠাৎ মনে উদয় হইল সকলে একত্র হইয়া বিবিধ ওষধি আহরণ পূর্ব্বক সাগর মধ্যে ক্ষেপণ করিয়া তাহা মন্থন করি, তদ্দ্বারা রত্নাকর হইতে অবশ্য কোন সার পদার্থ উত্থিত হইবে, বিপক্ষ পক্ষকে প্রতারণা করিয়া পরে আপনারা তাহা পান করিয়া অমর ও অজর হইব।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেবগণ মন্দরাচলকে মন্থান দণ্ড এবং বাসুকিকে বন্ধন রজ্জু করিয়া সাগর মন্থন আরম্ভ করিলেন। সহস্র বৎসর মন্থনের পর জলধি হইতে ভয়ানক কালকূট উত্থিত হইল। সেই হলাহল উৎপাতানল সদৃশ ঘোরতর ভয়ঙ্কর, তদ্দ্বারা দেব দানব সহিত সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম হইল, অতএব অমরগণ শরণ প্রার্থনায় ভগবান শঙ্কর সন্নিধানে গমন করিলেন এবং কাতরতা প্রকাশ করত নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী ভগবান্ হরি সেই স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন এবং ঈষদ্ধাস্য করিয়া ত্রিলোচনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে দেব! আপনি সমস্ত দেবতার অগ্রজ, দেবতাদের মন্থনে অম্ভোধি হইতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইল তাহা আপনকার অংশ, অতএব আপনি অগ্র পূজা স্বরূপে ঐ হলাহল গ্রহণ করিতে যোগ্য হয়েন। এই কএকটী কথা বলিয়া তখনি ভগবান অন্তর্ধান হইলেন।

দেবতাদিগের ভয় ও ব্যাকুলতা দর্শন এবং বিষ্ণুর ঐ সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া মহেশ অবিলম্বেই সমুদ্রতটে গমন করিলেন এবং যে ভয়ানক কালকূটের তেজে ত্রিজগৎ সন্তপ্ত হইতেছিল তাহা অমৃতবৎ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। সেই বিষ তাঁহার উদরে জীর্ণ হইল, কোন প্রকার বিকার করিতে পারিল না, কেবল যৎকালে গলাধঃকরণ হয় তখন তদীয় তেজে কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ মাত্র হইল।

সে যাহা হউক। তদনন্তর দেব ও দানবগণ পুনরায় ক্ষীরোদ মন্থন আরম্ভ করিলেন। মন্দরাদ্রি তাঁহাদিগের মন্থান দণ্ড হইয়াছিল। ঐ পর্ব্বত প্রকাণ্ড, সুতরাং সাগরাভ্যন্তরে নিষ্কম্প হওয়াতে তাহার অগ্রভাগ পাতালে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া গন্ধর্ব্ব বর্গ সহিত ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন ভগবন্! এই মন্থান দণ্ড পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় বিনষ্ট করে, আমরাও ইহার সঙ্গে বিনষ্ট হই, কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।

দেবতাদিগকে ভীত দেখিয়া ভগবান্ তৎক্ষণাৎ কূর্ম্মরূপ ধারণ করিলেন এবং সাগর তলে অবস্থিতি পূর্ব্বক স্বীয় প্রকাণ্ড পৃষ্ঠে মন্থান দণ্ড ধারণ করিয়া রহিলেন অতএব মন্দরাদ্রির গুরুতা হইতে দেবতাদের আর কোন উৎপাত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। তাঁহারা সভয়ে মন্থন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত আরো সহস্র বৎসর মন্থন হইলে সাগর হইতে দণ্ড কমণ্ডলু ধারী আয়ুর্ব্বেদময় একটী অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হইলেন। তাহার পর পুনরায় মন্থন আরম্ভ করিলে ধন্বন্তরি ও স্বর্বেশ্যাগণ উত্থিত হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ! পয়োনিধির জলমধ্য হইতে উত্থিত হওয়াতেই স্বর্গণিকাদের নাম অপ্সরা হইয়াছে। ঐসকল অপ্সরা দিব্য রূপ ও দিব্য বসন ভূষণ ধারিণী, তাহাদের যৌবন ও মাধুর্য্য সদা সুস্থির, কিন্তু তাহাদিগকে ঐ রূপ রূপ লাবণ্য সম্পন্ন অবলোকন করিয়াও দেব দানব মধ্যে কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইলেন না। সুতরাং কাহারও পরিগৃহীতা না হওয়াতে সাধারণাঙ্গনা হইল।

সে যাহা হউক। তদনন্তর পুনর্ব্বার সাগর মথিত হইলে তাহা হইতে বরুণ তনয়া বারুণীর উদ্ভব হইল। বারুণী উত্থিত হইয়াই কে আপনাকে পরিগ্রহ করিবে অন্বেষণার্থ ব্যগ্র হইলেন। দেবগণ তাঁহার হাব ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন অতএব সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিলেন, দানবেরা স্বীকার করিল না। হে নরবর! এই

কারণে দানবগণ অসুর ও দেবতারা সুর বলিয়া বিখ্যাত হন।

সে যাহা হউক। তদনন্তর পুনরায় সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইল, তাহাতে কিয়ৎ বৎসর পরে জলধি মধ্য হইতে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, কৌস্তুভ মণি তথা চন্দ্র, এই তিনটী ক্রমশঃ উত্থিত হইল। দেবতারা ঐ তিনই গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকে ঘোটক, বিষ্ণুকে কৌস্তুভ, এবং মহাদেবকে চন্দ্র প্রদান করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আয়ুর্বেদময় ধন্বন্তরি সাগর হইতে উত্থিত হইলে পর দেব দানব উভয় পক্ষই বিবেচনা করিয়াছিল ইহা হইতে সকল লোকের রক্ষা হইবার সম্ভাবনা, ইহাকে কোন পক্ষে অসাধারণ করা উচিত হয় না, অতএব তিনি উভয় পক্ষেরই সাধারণ হয়েন।

সে যাহা হউক। তাহার পর দেব ও দানবগণ পুনরায় মন্থন করত সমুদ্রকে সাতিশয় ক্ষুভিত করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে জলধি হইতে কমলা উৎপন্না হইলেন। তিনি রূপ যৌবন সম্পন্না, সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা, তাঁহার মস্তকে মণিময় মনোহর মুকুট, কেশ কলাপ উজ্জ্বল নীলবর্ণ, বর্ণ তপ্তকাঞ্চন তুল্য, গলদেশে মুক্তার মালা দোদুল্যমান, চারি হস্তে চারিটী পদ্ম শোভিত। সেই দেবী সাগরোদর হইতে নির্গতা হইয়া দেব দানব কাহারো প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন না, একেবারে গমন করিয়া পদ্মনাভ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে সঙ্গতা হইলেন। তদনন্তর পুনরায় সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইলে কিয়ৎকাল পরে অমৃত উঠিল। দেব ও দানবগণ তদর্থই অবিশ্রান্ত যত্ন করিয়া ঐ রূপে সাগরমন্থন করিতেছিলেন। পরন্তু অমৃত উত্থিত হইবামাত্র উভয় পক্ষেরই এই ইচ্ছা হইল আপনারা সমস্তই গ্রহণ করেন সুতরাং অবিলম্বেই তদর্থ ঘোরতর সমর উপস্থিত হইল। পরন্তু যুদ্ধ আরব্ধ হইয়া যৎকালে অসুর পক্ষের ভূরি২ শূর ক্ষয় পাইতেছিল সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঐ অমৃত হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, তদ্দর্শনে দানবদিগের আরো ক্রোধ হইল, প্রাণ পণে রণ করত অমরদিগকে সমরশায়ী করিতে লাগিল। পরন্তু দেবরাজ অচিরেই দিতিতনয়দিগকে পরাস্ত করিলেন। অতএব তদবধি সুরপুরে দেবরাজের নিঃসপত্ন রাজ্য হইল এবং অমৃত লাভে দেবগণ অমর হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন।

ইতি ঋষি প্রণীত রামায়ণ আদিকাণ্ড অমৃতোৎপত্তি ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন রাজা দুষ্মন্ত তদনন্তর সৈন্য বাহন সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়া সহস্র২ মৃগ বধ করিলেন। পরন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পরেই একটা হরিণের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাহার সঙ্গে২ অন্য অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যদিও তিনি অনুপম ও উত্তম পরাক্রমী, তথাচ ক্ষুধা পিপাসা ও পরিশ্রমে অবসন্ন হইলেন। অতএব মৃগানুসরণ পরিত্যাগ করিয়া সেনাসহ বন হইতে বহির্গমনার্থ চলিতে লাগিলেন। বনান্তে উপনীত হইলে সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ একটী শূন্যভূমি নয়নগোচর হইল। ক্রমে২ গমন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হইলে মনোহর আশ্রম যুক্ত অন্য একটী বিপিন দেখিয়া তন্মধ্যে গমন করিলেন।

হে রাজন্! সেই বনের সমুদায় বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াছিল। তত্রস্থ তৃণময় ভূমিসকল অতিশয় সুখস্পর্শ। সেখানে নানা বৃক্ষে নানা জাতি বিহগ বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছিল। তাহাদিগের কলরবে সেই অরণ্য যেন শব্দায়মান হইয়া রহিয়াছিল। হে রাজন্! ঐ বনের সকল বৃক্ষই প্রবৃদ্ধ বিপটান্বিত, তাহাতে সর্ব্বত্র সুখাবহ ছায়া বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছিল। সেই সকল তরুর তলায় বসিলে ভ্রমর নিকরের গুঞ্জিত শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইত। ফলতঃ সেই কানন মধ্যে একটী পাদপও পুষ্প অথবা ফলে বিহীন ছিল না, আর কোন গাছে একটী কাঁটাও কেহ কখন দেখিতে পায় নাই, অপর তত্রস্থ কোন তরু ভ্রমরে বিরহিত থাকিত না। সমুদায় অরণ্য বিহগ সঙ্ঘে নিনাদিত, বিবিধ পুষ্পে অলঙ্কৃত, এবং সকল ঋতুর কুসুম প্রসবশালি সুখচ্ছায়ান্বিত মহীরুহ সমূহে আবৃত ছিল। অতএব সর্ব্বতোভাবেই মনোরম হইয়া রহিয়াছিল। মহাধনুর্দ্ধর দুষ্মন্ত ক্রমে২ সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে রাজন্! পরম ধার্ম্মিক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতিকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিবামাত্র কুসুমশালী তরু সকল পবনাকুলিত হইয়া তদুপরি পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি পরিত্যাগ করিল। তত্রস্থ সমস্ত তরু অত্যুচ্চ হওয়াতে যেন আকাশ স্পর্শ করিতেছিল, সে সকলের উপরে মধুরস্বরে ভ্রমরগণ বসিয়া গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছিল

অতএব সকলেই অতিশয় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছিল।

হে মহারাজ! তদনন্তর রাজা দুষ্মন্ত ঐ অরণ্যে কুসুমোৎকরমণ্ডিত বহু২ প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। সে সকল এমত চমৎকার, যে দর্শন মাত্রে মনের প্রীতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রাজারও দেখিয়া পরম হর্ষ জন্মিল। সেই বনে বৃক্ষ সকলের শাখা সকল কুসুমশোভিত এবং পরস্পর আশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছিল অতএব মহেন্দ্রধ্বজ তুল্য সেই সকল পাদপে ঐ বনের মহতী শোভা হইয়াছিল। তথায় সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণ নিরন্তর বাস করিতেছিল আর মদমত্ত গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরনিকর ইতস্ততঃ বিহার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হে মহারাজ! দুষ্মন্ত রাজা যে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন তত্রস্থ পবনের গুণ কি বর্ণন করিব? সুখাবহ সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ পুষ্পরেণু বহন পূর্ব্বক চারি দিক্ পরিক্রমণ করিয়া যেন রমণেচ্ছায় তরুসকলের সমীপে গমন করিতেছিল। যাহা হউক। নদীকচ্ছ সন্নিহিত ঐরূপ সর্ব্ব গুণসম্পন্ন শোভাশালি অরণ্য নয়নগোচর হওয়াতে রাজা দুষ্মন্ত অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে চলিতে আরম্ভ করিলে কিয়দ্দূরে একটী মনোহর শ্রেষ্ঠ আশ্রম দৃষ্ট হইল।

সেই আশ্রম বিবিধ বৃক্ষে আকীর্ণ, তন্মধ্যে ঋষিদিগের সায়ং প্রাতঃ হোমার্থ পাবক প্রজ্বলিত রহিয়াছিল। ঐ আশ্রম নিরীক্ষণ করিয়া রাজার পরম প্রীতি জন্মিল, সবিশেষ দর্শন কামনায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই আশ্রম দেবলোক সদৃশ, সর্ব্ব প্রকারেই মনোহর ছিল। একটী নদী তাহার নিকট সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছিল, তাহার জল অতিশয় পবিত্র, সেই নদী তথায় সর্ব্ব প্রাণির জননীর ন্যায় যেন অধিষ্ঠিতা হইয়া ছিল। তাহার পুলিনে চক্রবাক সকল ক্রীড়া করিতেছিল ও জল হইতে পুষ্পবৎ ফেণনিচয় উত্থিত হইতেছিল। কিন্নর, বানর এবং ঋক্ষ সকল তট সন্নিকটে বসিয়া কেলি করিতেছিল। কোন স্থানে পুলিনোপরি ঋষিকুমারেরা বসিয়া বেদপাঠ করিতেছিলেন, প্রতীরে কোন কোন প্রদেশে মত্ত হস্তী, শার্দ্দূল এবং সর্পগণ জল পানার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। সেই নদীর তীরেই মহাত্মা ভগবান্ কাশ্যপের আশ্রম ছিল, তথায় ভূরি২ মহর্ষি তপস্যা করিতেছিলেন। সে যাহাহউক। আশ্রম সংলগ্না ঐ নদী এবং আশ্রম পদ নিরীক্ষিত হইবামাত্র রাজা সেই আশ্রম পদে প্রবেশের মানস করিলেন। মালিনী নদীতে অনেক দ্বীপ এবং তাহার উভয় তীর অতিশয় রমণীয় ছিল, আর সেই নদীর দ্বারা ঐ আশ্রমপদ অলঙ্কৃত হওয়াতে গঙ্গায় শোভিত নরনারায়ণ ক্ষেত্রের ন্যায় আশ্রম শোভা হইয়াছিল। হে রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত চৈত্ররথ সদৃশ সেই আশ্রম পদ প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই আশ্রম সর্ব্ববিধ অনির্ব্বচনীয় গুণে ভূষিত, তাহার সমস্ত প্রভাব বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে। সে যাহাহউক। আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর রাজার ইচ্ছা হইল মহর্ষি কাশ্যপ তথা কণ্ব তপোধন সহ সাক্ষাৎ করেন। অতএব সমভিব্যাহারে অশ্ব গজ পদাতি সম্বলিত যে সেনাদল ছিল তাহাদিগকে বন দ্বারে স্থাপন করিয়া সেনানীকে কহিলেন আমি মহর্ষি কাশ্যপকে দর্শন করিতে যাইব, যাবৎ আগমন না করি তোমরা এই স্থানে অবস্থান করহ।

হে রাজন্! মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রম বন নন্দন বন সদৃশ, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাজার ক্ষুধা পিপাসা পরিত্যাগ হইল, পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর আপনার অঙ্গে যে সমস্ত রাজচিহ্ন বহু মূল্য বসন ভূষণাদি ছিল সে সকল পরিত্যাগ করিয়া বিনীত বেশে অমাত্য ও পুরোহিত সহিত অব্যয় তপোরাশির সদৃশ ঐ ঋষির দর্শন মানসে গমন করিলেন। সেই আশ্রম ব্রহ্মলোকের সমান, বহুতর ভ্রমর তথায় গুণগুণ ধ্বনি করিতেছিল, বহুতর মুনিগণ যথাক্রমে পদক্রম দ্বারা ঋক্ সকল অধ্যয়ন করিতেছিলেন। যজ্ঞ বিস্তৃত হইলে যদ্রূপ বেদ ধ্বনি শ্রবণ গোচর হয় তাহার ন্যায় রাজা দুষ্মন্ত সেই সকল বেদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঐ আশ্রমে কেবল ঋক্ সকল পাঠ হইতেছিল এমত নহে, অথর্ব্ব এবং সাম বেদ সকলও যথানিয়মে অধীত হইতেছিল। অপর যজ্ঞ সংস্তর বেত্তা, ক্রমশিক্ষাবিশারদ, ন্যায়তত্ত্ব ও আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন, বেদ পারগ, বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্ম পরায়ণ, দ্রব্যকর্ম্ম গুণজ্ঞ, কার্য্য কারণ জ্ঞাতা, পক্ষি বানরাদির ধ্বনিজ্ঞ, ব্যাস গ্রন্থ বিশারদ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে প্রবীণ অসংখ্য মুনির উচ্চারিত তত্তৎ শব্দও শ্রুতি গোচর হইল। আর তথায় ও সেই স্থানের চারি দিকে যে২ লোকায়তিক শাস্ত্র সকলের প্রলাপ বাক্য হইতেছিল রাজা তাহাও স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। হে রাজন্! ঐ আশ্রমের নানা স্থানে ব্রত নিয়ম-

সম্পন্ন বিপ্রগণ জপ হোম পরায়ণ হইয়াছিলেন, রাজা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন করাতে তাঁহাদিগকেও দেখিতে পাইলেন। অধিকন্তু বিচিত্র মহার্হ ভূরি২ আসন অবলোকনে রাজার বিস্ময় হইল। অনন্তর যখন বিপ্রবর্গ কর্ত্তৃক কৃত দেবতায়তন সকলের পূজা তাঁহার নয়ন গোচর হইল তখন নিশ্চয় বোধ করিলেন আমি ব্রহ্মলোকস্থ হইয়াছি। অতএব মহর্ষি কাশ্যপের পরিরক্ষিত ঐ শুভ আশ্রম পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়াও তাঁহার চক্ষুঃ পরিতৃপ্ত হইল না। সে যাহা হউক। পরিশেষে রাজা অমাত্য পুরোহিত সহ মহাব্রত ভূরি ভূরি মহর্ষিতে পরিবৃত সেই আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি আদিপর্ব্ব সম্ভবপর্ব্ব শকুন্তলোপাখ্যান সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

—◆—

এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে রাজন্! তদনন্তর মহাবাহু দুষ্মন্ত অমাত্য পুরোহিতকে বিদায় দিয়া একাকী গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্নিধানে উপনীত হইলেও আশ্রম মধ্যে সংশিতব্রত সেই ঋষিকে দেখিতে পাইলেন না। মহর্ষি দৃষ্ট হন না, আশ্রম পদ শূন্য রহিয়াছে, অভ্যন্তরে বুঝি কেহ আছেন, ইহা মনে করিয়া রাজা উচ্চস্বরে বলিলেন এখানে কে আছেন? ঐ শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র মূর্ত্তিমতী শ্রীর ন্যায় তপস্বী বেশধারিণী একটী কন্যা আশ্রমস্থ কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং রাজাকে দেখিয়াই সত্বর সপর্য্যা করিয়া বিনয়ে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর পাদ্য অর্ঘ্য আসন দ্বারা পূজা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। যথোচিত পূজা ও অনাময় জিজ্ঞাসা হইলে পর সেই কন্যা বিস্ময়ান্বিতের ন্যায় হইয়া ঐ নরপতিকে সম্বোধিয়া বলিলেন মহারাজ! কি কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

রাজা দুষ্মন্ত সেই অনবদ্যাঙ্গীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহা কর্ত্তৃক যথাবৎ পূজিত হইয়া কহিলেন মহর্ষি ভগবান কণ্বের উপাসনার্থ আগমন করিয়াছি, ভদ্রে, তিনি কোথায় গিয়াছেন, বল। শকুন্তলা কহিলেন পিতা ফল আহরণ করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন, আপনি যদি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করেন তাঁহাকে আগত দেখিতে পাইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে রাজন্! দুষ্মন্ত রাজা মহর্ষি কণ্বকে দেখিতে পাইলেন না, শকুন্তলারও ঐ রূপ মনোহর বচন শুনিলেন, অতএব শ্রীমতী চারুহাসিনী এবং রূপলাবণ্যশালিনী ঐ কন্যাকে দেখিয়া বিলম্ব করণ মানসে কহিতে লাগিলেন হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছ? হে শোভনে! তোমার এরূপ রূপ গুণ কি প্রকারে হইয়াছে? হে শুভে! দর্শন মাত্রে তোমা কর্ত্তৃক আমার মনঃ অপহৃত হইল, আমি তোমার সাবশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করি, সমুদয় বল।

হে রাজন্! সেই কন্যা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক ঐ রূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! আমি ভগবান্ কণ্বের দুহিতা, যিনি মহাপ্রভাব তপস্বী এবং পরম ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি।

এতৎশ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া রাজা কহিতে লাগিলেন ভগবান্ লোক পূজিত কণ্ব ঊর্দ্ধরেতা তপস্বী, তুমি তাঁহার কন্যা একি কথা হইল, ধর্ম্মও কদাচিৎ বৃত্ত হইতে বিচলিত হইতে পারে কিন্তু সংশিত ব্রত মুনি কদাপি ব্রত হইতে চলিত হন না। তুমি তাঁহার দুহিতা, একথায় আমার সুমহৎ সংশয় হইল, যথাবৎ কহিয়া এই সংশয় ছেদন করিতে যোগ্য হও।

শকুন্তলা কহিলেন রাজন্! আমার বিষয়ে যে রূপ কথিত আছে এবং পূর্ব্বে যদ্রূপ হইয়া গিয়াছে যথাতত্ত্ব শ্রবণ করুন। আমি যে প্রকারে মহর্ষি কণ্বের দুহিতা হইয়াছি তাহাও বলিতেছি। হে মহারাজ! আপনি যেমন জিজ্ঞাসা করিতেছেন এইরূপ এক সময় কোন ঋষি এখানে আগমন করিয়া পিতাকে আমার জন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট পিতা এ বিষয় এই প্রকারে বলেন। কণ্ব কহেন পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র ঋষি অতিশয় তীব্র তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা দর্শন করিয়া দেবগণ সহ দেবরাজের যৎপরোনাস্তি ভয় হয়। ইন্দ্র অত্যর্থভীত হইয়া স্পষ্টই কহিয়াছিলেন এ ব্যক্তিকে তপস্যা দ্বারা যে রূপ দীপ্ত বীর্য্য দেখিতেছি আমাকে ইন্দ্রাসন হইতে ভ্রষ্ট করিবেক সন্দেহ নাই। দেবরাজ ঐ রূপ ভীত হইয়া ঐ মুনিকে তপস্যা হইতেভ্রংশিত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উপায় স্থির করিয়া মেনকা নাম্নী অপ্স-

রাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন মেনকে! তুমি নিজ গুণে সমস্ত স্বর্বেশ্যা অপেক্ষা বিশিষ্ট, আমার একটী কর্ম্ম কর, দেখি। হে কল্যাণি! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর। বোধ করি তোমার বিদিত থাকিবে আদিত্য তুল্য তেজস্বী মহাতপা বিশ্বামিত্র ঋষি ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। হে কল্যাণি, তাঁহার তপস্যা দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, অতএব তোমাকে এই ভার প্রদান করিতেছি সংশিত ব্রত মহামুনি বিশ্বামিত্র, যিনি উগ্র তপস্যায় বর্ত্তমান, যে রূপে আমাকে স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে না পারেন, শীঘ্র তদ্রূপ কর। হে সুমধ্যমে! ঐ মুনির তপোবিঘ্ন করিলেই আমার ইন্দ্রাসন নিরাপদ হইবে। তুমি স্বীয় রূপ যৌবন মাধুর্য্য হাব ভাব কটাক্ষপাতাদি তথা হাস্য দ্বারা তাঁহাকে লোভ দেখাও এবং তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর।

মেনকা কহিল হে দেবেন্দ্র! ভগবান্ বিশ্বামিত্র মহাতেজস্বী ও মহা তপস্বী এবং অতিশয় কোপন, অনুমান করি আপনকারও ইহা অবিদিত নাই, তাঁহার প্রতাপের কথা কি বলিব মহাভাগ বশিষ্ঠ মুনিকে ইষ্ট পুত্রে বিয়োজিত করিয়াছিলেন, অপর তিনি ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াও উগ্রতর তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ঐ ঋষি আপনার শৌচার্থ ভূরি জলে দুর্গমা একটী নদীর সৃষ্টি করেন যাহাকে ইহ লোকে নরগণ পুণ্যতমা কৌশিকী বলিয়া থাকে, পূর্ব্বকালে যেখানে ঐ মহাত্মার দারাদিগকে ধর্ম্মাত্মা মতঙ্গ রাজর্ষি ভরণ পোষণ করিয়াছিলেন। অপর অতীত কালে দুর্ভিক্ষ সময়ে ঐ মুনি পুনরায় নিজাশ্রমে আসিয়া ঐ নদীর পার এই নাম রাখেন এবং তাহার তটে মতঙ্গ রাজর্ষিকে প্রীতমনে যজ্ঞ করান। হে সুরেশ্বর! আপনিও যাঁহার ভয়ে সেই যজ্ঞে সোম পান করিতে গিয়াছিলেন। অপর যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক নক্ষত্র লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন আর প্রতি শ্রবণ প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্র স্বয়ং সৃজন করেন। অপিচ ত্রিশঙ্কু রাজা গুরু শাপে হত হইলে যিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, হে দেবেন্দ্র! এই প্রকারে সুমহৎ কার্য্য সকল যাঁহার দেদীপ্যমান দেখিতেছি তাঁহা হইতে আমার অত্যর্থ উদ্বেগ জন্মিতেছে, আমি তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন করিতে গেলে কোপানলে ভস্মসাৎ হইব, হে ত্রিদশনাথ, ঐ মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে যে প্রকারে দগ্ধ না করেন সেই প্রকার আজ্ঞা করুন, তিনি স্বীয় তেজে সকল লোক দগ্ধ করেন, তাঁহার পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিতা হয়, তিনি একাকী মহামেরুকে ফেলিয়া দিতে পারেন, দিক সকল আবর্ত্তিত করিতে সক্ষম। প্রভো! তপস্যাযুক্ত প্রদীপ্ত পাবক তুল্য তাদৃশ জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে আমার সদৃশী রমণী কি প্রকারে স্পর্শ করিবেক! তাঁহার মুখ দীপ্ত অগ্নি, চক্ষুর তারা চন্দ্র সূর্য্য, জিহ্বা সাক্ষাৎ কাল। হে সুরবর, আমার তুল্য অবলা তাঁহাকে কি প্রকারে স্পর্শ করিতে পারিবে? প্রভো! যম সোম, মহর্ষিগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেব সকল এবং সমুদায় বালিখিল্য ঋষি ইহারা যাঁহার প্রভাব হইতে উদ্বিগ্ন হয়েন আমার সদৃশ জন তাঁহা হইতে কেন না ভীত হইবেক? পরন্তু আপনি আমার প্রতি আজ্ঞা করিতেছেন আপনা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া আমি সেই ঋষির সমীপে না গিয়া থাকিতে পারি না। অতএব হে দেবরাজ, আপনি আমার রক্ষার্থ উপায় চিন্তা করুন, যেন সুরক্ষিতা হইয়া আপনকার কার্য্য করিতে পারি। হে দেব, আপনি প্রসন্ন হইয়া পবনকে বলিয়া দেউন আমি যখন সেই ঋষির সমীপে গিয়া ক্রীড়া করিব তখন পবন যেন বারম্বার আমার বসন বিবৃত করিয়া দেন, আর কন্দর্প যেন ঐ কার্য্যে সহায়তা করেন। অপর আমি যখন সেই মহর্ষিকে প্রলোভিত করিব তৎকালে যেন বন হইতে সুরভি সমীরণ বহিতে আরম্ভ হয়

হে রাজন্ জনমেজয় মেনকা যাহা বলিল দেবরাজ তথাস্তু বলিয়া সমুদায় স্বীকার করিলেন। অনন্তর মেনকা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রস্থান করিল।

ইতি আদি পর্ব্ব সম্ভবপর্ব্ব শকুন্তলা উপাখ্যানে একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

কণ্ব কহিলেন মেনকা ঐ প্রকার কহিলে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ পবনের প্রতি আদেশ করিলেন। অতএব মেনকা বায়ুর সঙ্গেই যাত্রা করিল। আশ্রমে উপনীতা হইলে মেনকার নয়ন গোচর হইল বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যায় বর্ত্তমান আছেন, তপঃ প্রভাবে তদীয় সমস্ত কলুষ দগ্ধ হইয়াছে। দেখিয়াই মেনকার মনোমধ্যে ভয় জন্মিল, পরন্তু দেবরাজের আদেশ সম্পাদন আবশ্যক, এ কারণ পরে ঐ মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্নিধানে আপন ইচ্ছায় ক্রীড়া আরম্ভ করিল। এই সময়ে পবন এক এক বার তাহার চন্দ্রকিরণ

সদৃশ শোভন বসন যথাস্থান হইতে অপনীত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মেনকা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই বসন যথাস্থানে স্থাপন মানসে শীঘ্র ভূমিতে বসিয়া পড়েন এবং লজ্জায় বায়ুর প্রতি যেন ক্রোধ প্রকাশিতে থাকেন। বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতে করিতে ঐ সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনিন্দিতা অনির্ব্বচনীয় রূপবতী ঐ যুবতীকে দেখিয়া তাঁহার কামোদয় হইল। হঠাৎ কামভাবের এতাদৃশ বশতাপন্ন হইলেন যে তখনি মেনকার সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হইল। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনার সহিত রমণার্থ ঐ অপ্সরাকে আহ্বান করিলেন, সেই অনিন্দিতা অপ্সরা সহজেই সম্মতা হইল। অতএব ইন্দ্র অনেক কাল তাহার সহিত যথাভিলাষ রমণ করিতে লাগিলেন। বিহারে বহু কাল ব্যতীত হইলেও মুনি এমত মত্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার বোধ হইল এক দিনমাত্র ক্রীড়া করিতেছি। সে যাহা হউক। বিশ্বামিত্র ক্রীড়া করিতে২ অচিরেই মেনকার গর্ব্ভে শকুন্তলাকে উৎপন্ন করিলেন। পরন্তু প্রসব হইবামাত্র ঐ অপ্সরা হিমালয় পর্ব্বতের প্রস্থে মালিনী নদীর নিকট সেই কন্যাটী পরিত্যাগ করিয়া গেল। সে যদর্থে আসিয়াছিল তাহা সম্পন্ন হইল আর মর্ত্তলোকে কেন থাকিবে, কন্যা ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই সুরপুর দেবরাজ ভবনে গমন করিল।

হে ঋষিবর! সিংহ ব্যাঘ্র সমাকীর্ণ বিজন বনে সদ্যোজাতা কন্যাটী পড়িয়া থাকিল শকুনেরা তাঁহাকে দেখিয়া সদয় হইয়া চারি দিকে বসিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর কহিয়াছিল অহো মাংসলোভী হিংস্র জন্তুগণ যাহাতে এই কন্যাটীকে হিংসা না করে তাহা করিব। হে মুনে! আমি ঐ সময় স্নান করিতে গিয়াছিলাম, নিকট দিয়া যাইতে২ দেখিতে পাইলাম বিজন বনে একটী সদ্যোজাতা কন্যা শয়িতা রহিয়াছে, শকুন্তগণ তাহাকে রক্ষা করিতেছে। নিকটে গিয়া ক্রোড়ে করিয়া তুলিয়া লইলাম এবং আশ্রমে আনিয়া দুহিতৃত্বে স্থাপন করিলাম। হে মুনিবর! পিতা এক প্রকার নহে, যিনি শরীরকারী তিনি এক পিতা, যিনি প্রাণ দান করেন তিনি এক পিতা, যাঁহার অন্ন ভোজন করা যায় তিনি এক পিতা, ক্রমে এই তিন ব্যক্তিকে ধর্ম্ম শাস্ত্রে পিতা বলিয়া গণনা করিয়াছেন। যেহেতু এই কন্যা নির্জ্জনে শকুন্তগণ কর্ত্তৃক পালিতা হইয়াছিল এই কারণে আমি ইহার নাম শকুন্তলা রাখিয়াছি।

হে বিপ্র! শকুন্তলাকে এইরূপে আমার দুহিতা জানিবেন। এই অনিন্দিতা কন্যাটীও আমাকে পিতা বলিয়া মান্য করিয়া থাকে।

শকুন্তলা এতাবৎ বৃত্তান্ত কহিয়া রাজা দুষ্মন্তকে সম্বোধন করত কহিলেন মহারাজ! আমার পিতা মহর্ষি কণ্ব মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ রূপে আমার জন্ম বিবরণ বর্ণন করিয়াছিলেন। অতএব হে মনুজাধিপ! আপনি আমাকে কণ্ব সুতাই জানিবেন, আমি আপনার পিতাকে জানি না, ঐ মহর্ষিকেই পিতা বলিয়া জানি। হে রাজন্! যে রূপ ইতিহাস শুনিয়াছিলাম আপনকার নিকট সমুদয় এই বর্ণন করিলাম।

ইতি আদিপর্ব্ব শকুন্তলোপাখ্যান দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া দুষ্মন্ত কহিলেন হে কল্যাণি! তুমি যে প্রকার কহিলে ইহাতে আমার সুস্পষ্টই বোধ হইল তুমি রাজকন্যা। হে সুশ্রোণি! তোমার রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ আসক্ত হইল, তুমি আমার ভার্য্যা হও, বল, তদর্থ তোমার কি করিব। হে সুন্দরি! আমি এখনি তোমার নিমিত্ত স্বর্ণহার, কনককুণ্ডল, শোভন বসন, নানাদেশোৎপন্ন শোভন মণিরত্ন তথা নিষ্কাদি ও অজিনাদি আহরণ করিয়া আনিতেছি, আর আমার সমস্ত রাজ্য তোমাকে দান করিতেছি, তুমি আমার ভার্য্যা হও। হে ভীরু! গান্ধর্ব্ব বিধানক্রমে আমাতে উপগতা হও, অয়ি! রম্ভোরু সর্ব্ব প্রকার বিবাহ মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত

শকুন্তলা কহিলেন রাজন্! আমার পিতা ফলাহরণ নিমিত্ত আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, তিনিই আসিয়া আপনকার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবেন।

দুষ্মন্ত কহিলেন হে বরারোহে! আমার বাসনা এই যে তুমি এখনি আমাকে ভজনা কর। তোমার নিমিত্তই আমি এই স্থানে রহিয়াছি; কারণ আমার অন্তঃকরণ তোমাতে আসক্ত হইয়াছে। হে সুভ্রু, আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার গতি, অতএব তুমি আপনা দ্বারাই আপনাকে দান করিতে যোগ্য হও। সুন্দরি! সংক্ষেপে অষ্ট প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে

নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। কিন্তু শেষোক্ত বিবাহ অধর্ম্ম জনক এই হেতু অধর্ম্ম রূপেই স্মৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক। ঐ অষ্ট প্রকার বিবাহ মধ্যে যেং বিবাহ ধর্ম্ম্য, তাহা স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-জাতির পক্ষে প্রথম চারি প্রকার বিবাহ প্রশস্ত, ক্ষত্রিয় জাতির যথাক্রমে ছয়টী বিবাহ ধর্ম্ম্য, রাজাদিগের পক্ষে রাক্ষস বিবাহও বিহিত, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির কেবল আসুর বিবাহই প্রশস্ত। অধিকন্তু প্রথম পরিগণিত পঞ্চবিধ বিবাহ মধ্যে সামান্যতঃ তিন প্রকার বিবাহ ধর্ম্ম্য, দুইটী অধর্ম্ম্য, অতএব পৈশাচ ও রাক্ষস কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে সুভ্রু! এইরূপ বিধান-ক্রমে বিবাহ করিতে হয়, ধর্ম্মের এইরূপ গতি মুনিগণ স্মরণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ ধর্ম্ম্য, এবিষয় নিশ্চয় জানিও। ঐ দ্বিবিধ বিবাহ পৃথক্ই হউক, অথবা মিলিতই হউক, সদাই কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। অতএব হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার প্রতি সকাম হইয়াছি, তুমি গান্ধর্ব বিধানক্রমে আমার ভার্য্যা হইতে যোগ্যা হও।

শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন যদিও ইহা ধর্ম্মপথ হয় এবং যদিও আত্ম সম্প্রদানে আমার আত্মাই প্রভু হইতে পারে তথাচ এবিষয়ে আমার যে একটী পণ আছে বলি শ্রবণ করুন। আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া প্রতিশ্রুত হউন, আমি এই নির্জ্জন অরণ্যে আপনাকে যাহা বলিতেছি, করিবেন: আমার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মিবেক সে আপনকার পর যুবরাজ হইবেক। হে মহা-রাজ! আপনি যদি এ বিষয়ে সম্মত হয়েন এখনি আপনকার সহিত সহবাস স্বীকার করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে জনমেজয়! দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলার কথায় সদসৎ বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন তাহাই হইবেক, অধিকন্তু হে শুচিস্মিতে, আমি তোমাকে আপনার রাজ-ধানী লইয়া যাইব, তুমি যে প্রকার দ্রব্যাদির যোগ্যা, তাহাও প্রদান করিব। হে সুশ্রোণি, এই সকল কথার মিথ্যার সম্পর্ক মাত্র নাই, সত্য করিয়া বলিতেছি। রাজন, রাজর্ষি দুষ্মন্ত অনিন্দিত গামিনী সেই শকুন্তলাকে এই প্রকার কহিয়া যথাবিধি পাণিগ্রহণ এবং তাহার সহিত সহবাস করিলেন। অনন্তর শকুন্তলাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আপনি রাজধানী প্রস্থান করি-লেন, গমন সময়ে পুনঃ২ কহিয়া গেলেন সুন্দরি! আমি রাজধানী মধ্যে উপনীত হই-য়াই তোমার নিমিত্ত চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিব, তাহারা তোম কে আমার আলয়ে লইয়া যাইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে জনমেজয়, সেই নরপতি শকুন্তলার নিকট ঐ প্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া মনোমধ্যে এই চিন্তা করিতে করিতে নিজপুরে গমন করিলেন মহাতপস্বী ভগবান কণ্ব আশ্রমে আসিয়া এই ঘটনার বিবরণ শ্রব-ণে কি করিবেন বলিতে পারি না।

সে যাহাহউক। রাজা দুষ্মন্ত বহির্গত হইবার মুহূর্ত্তকাল পরেই মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিলেন। শকুন্তলা লজ্জান্বিত হইয়া বসিয়া ছিলেন, লজ্জা-বশতঃ পিতার নিকট গেলেন না। মহাতপস্বী কণ্ব দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন, পরোক্ষ জ্ঞানযোগে সমু-দায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং প্রীত হইয়া দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত দর্শন করত শকুন্তলাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ভদ্রে! তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া অদ্য নির্জ্জনে যে পুরুষ সহ সংযোগ করিয়াছ তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হইতেছ কেন? তাহাতে ধর্ম্মোপঘাত হয় নাই, ক্ষত্রিয়জাতির পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহই শ্রেয়ঃ, সকমা কন্যা সকাম বর সহিত নির্জ্জনে সঙ্গতা হইতে পারে। ঐ বিবাহ অমন্ত্রক হইলেও দূষণাবহ হয় না। বৎসে! দুষ্মন্ত রাজা অতি ধর্ম্মাত্মা ও মহাত্মা অধিকন্তু তিনি পুরুষমধ্যে প্রধান, তুমি তাঁহাকে পতি প্রাপ্তা হইয়াছ পরম ভাগ্য। তাঁহার ঔরসে তোমার গর্ব্ভে একটী মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবেক, সেই পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া সসাগরা সমুদায় পৃথিবী ভোগ করিবে। বৎসে! তোমার সেই তনয় শত্রুর প্রতি যাত্রা করিবে আর তদীয় সৈন্য ব্যূহ কোথাও প্রতিহত হই-বেক না।

হে রাজন্! এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা পিতার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিলেন, তাহার পরে তাঁহার স্কন্ধ হইতে ফলভার নামা-ইয়া সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন।

শকুন্তলা কহিলেন পিতঃ! আমি দুষ্মন্ত রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, যদি ইহা আপনকার সম্মত হয় সামাত্য সেই রাজর্ষির প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতে যোগ্য হয়েন।

কণ্ব কহিলেন বৎসে! তোমার কারণ আমি সেই রাজর্ষির প্রতি সদাই প্রসন্ন আছি, এক্ষ-

এ তোমার যে বর অভিলষিত, তাহাই গ্রহণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন তদনন্তর শকুন্তলা রাজর্ষি দুষ্মন্তের কামনায় ধর্ম্মিষ্ঠতা এবং পৌরবদিগের অস্খলিত রাজ্য হইতে এই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন।

ইতি আদিপর্ব্ব সম্ভব পর্ব্ব শকুন্তলোপাখ্যান ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন রাজা দুষ্মন্ত প্রতিশ্রুত হইয়া রাজধানী প্রস্থান করিলে পর শকুন্তলা অমিত তেজস্বী একটী কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের বয়ঃক্রম যখন তিন বৎসর পূর্ণ হইল তখনই প্রদীপ্ত অনল প্রভা দুষ্প্রধর্ষ হইয়া উঠিল। মহামুনি কণ্ব রূপ ঔদার্য্যাদি গুণ সম্পন্ন ঐ তনয়ের যথাবিধি জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিলেন তাহাতে সেই বালক দিনং বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল। তাহার হস্তে শঙ্খ চক্রাদির চিহ্ন বিরাজমান, মস্তক সুবিশাল হওয়াতে দেবগর্ভ সদৃশ হইয়া অচিরে বর্দ্ধিত হইল। ষড়বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম সময়ে ঐ বালক মহামুনি কণ্বের আশ্রমে থাকিয়া বৃহৎ২ সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ হস্তী প্রভৃতি পশু ধরিয়া বৃক্ষ সঙ্গে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। কখন ঐ সকল পশুর উপরে আরোহণ করিত কখন বা তাহাদিগকে লইয়া খেলাইত, কখন বা কোন পশুর দমন করিত। ঐ বালকের এই রূপ সাহসিকাচরণ দর্শন করিয়া কণ্বাশ্রমবাসী মুনিগণ তাহার "সর্ব্বদমন" নাম রাখিলেন কারণ সর্ব্ব প্রকার প্রাণির দমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং পরে ঐ কুমার সর্ব্বদমন বলিয়া বিখ্যাত হইল তাহার বল বিক্রম এবং প্রতাপের ইয়ত্তা ছিল না।

সে যাহাহউক। মহর্ষি কণ্ব ঐ বালককে ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া এবং তাহার অলৌকিক কার্য্য সকল বিবেচনা করিয়া একদিন শকুন্তলাকে বলিলেন বৎসে! এই বালকের যৌবরাজ্যের সময় উপস্থিত। অনন্তর আপনার শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন তোমরা পুত্রসহ শকুন্তলাকে আমার আশ্রম হইতে লইয়া গিয়া ভর্ত্তৃ গৃহে রাখিয়া আইস. নারীদের পিতৃ গৃহে চিরকাল বাস ভাল নহে তাহাতে কীর্ত্তি চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতএব আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে. তোমরা শকুন্তলাকে পতিগৃহে লইয়া যাও।

শিষ্যরা গুরুর এই আদেশ শ্রবণে আজ্ঞাই করিতেছি বলিয়া পুত্র সহিত শকুন্তলাকে অগ্রে করিয়া দুষ্মন্ত রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন শকুন্তলা পিতৃ শিষ্য সহ কমললোচন পুত্র লইয়া বিখ্যাত আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া স্বীয় পতির রাজধানী মধ্যে উপনীত হইলেন। কণ্বশিষ্যগণ তাঁহাকে নৃপ সমীপে উপনীত করিলেন এবং সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর শকুন্তলা রাজাকে যথাবিধ পূজা করিয়া নিবেদন করিলেন রাজন! আপনকার এই তনয়, ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনি এই তনয়টী আমার গর্ব্ভে উৎপন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার সহিত যদ্রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য করিতে আজ্ঞা হউক। আপনি কণ্বাশ্রমে আমার সহিত সঙ্গম সময়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন স্মরণ করুন।

হে জনমেজয় রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া যদিও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইল তথাচ যেন স্মরণ হইল না, এই রূপ ভাব প্রকাশ করত কহিলেন আমার তো কিছুই স্মরণ হয় না. তুমি দুষ্টতাপসী না কি? তুমি কাহার বনিতা, তোমার সহিত ধর্ম্ম অথবা কাম অথবা অর্থ সম্বন্ধ কিছুই তো আমার স্মরণ হইতেছে না। তুমি আমার কেহই নও? যাইতে হয় যাও থাকিতে হয় থাক, যাহা ইচ্ছা কর।

রাজার এই রূপ বাক্য শ্রবণে শকুন্তলার অতিশয় লজ্জা হইল। দুঃখবশতঃ অচেতন হইয়া স্তম্ভবৎ নিশ্চলা হইয়া রহিলেন। পরন্তু অনতিবিলম্বেই ক্রোধে তাঁহার নয়নদ্বয় তাম্র বর্ণ হইল। ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। কটাক্ষ দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে২ দৃষ্টি করিয়া রাজাকে দেখিতে লাগিলেন। আর আপনার আকৃতি গোপন করত মন্যু কর্ত্তৃক যেন প্রেরিতা হইলেন। তপস্যার দ্বারা যে তেজঃ সঞ্চিত ছিল সমুদায় যেন সেই সময় ধারণ করিলেন। যাহাহউক। তিনি দুঃখ ও ক্রোধ সমন্বিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া স্বামির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধে কহিলেন রাজন, জানিয়াও কি কারণে অন্য প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় নিঃশঙ্ক হইয়া জানি না বলিতেছ? এ বিষয়ে তোমার হৃদয় অবশ্যই সত্য বা মিথ্যা জানে, আমি সাক্ষী মানিতেছি তোমার হৃদয় যথার্থ বলুক, আত্মাকে আপনি অপরাধি না করুক। রাজন্, যে ব্যক্তি অন্য প্রকার স্থিত হৃদয় অন্য প্রকার

অনুমান করে সেই পাপী তস্কর আত্মাপহারী, কি পাতক না করিল? তুমি মনে করিতেছ আমি একাকী, কিন্তু তোমার হৃদয় মধ্যে পুরাণ মুনি শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে জানিতেছ না। সেই পুরাণ মুনি তোমার কর্ম্ম সকল দেখিতেছেন, তাঁহার সমীপে তোমার পাপ অপ্রকাশ থাকিবেক না। কোন২ ব্যক্তি গোপনে পাপ করিয়া মনে করে কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু দেবগণ এবং অন্তর্যামী পুরুষ সন্নিধানে তাহা গোপন থাকে না, তাঁহারা জানিতে পারেন। রাজন্! চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম, ইহাঁরা মনুষ্য যেং আচরণ করে সকলই জানেন। হে মহারাজ! হৃদয়স্থিত কর্ম্মসাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা যাহার প্রতি তুষ্ট হন বৈবস্বত যম তাঁহার দুষ্কৃত নিমিত্ত যন্ত্রণা দিতে পারেন না। কিন্তু যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট না হয় সেই পাপকর্ম্মা দুরাত্মা যম সন্নিধানে বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণা পায়। যে ব্যক্তি আপনিই আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্য প্রকারে প্রবর্ত্তমান থাকে দেবতারা তাহার কল্যাণপ্রদ হন না। অতএব আমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমার অপমান করিও না, আমি পতিব্রতা নারী, অর্চ্চনার্হা, আমার অর্চ্চনা করিতেছ না কেন? ইতরের ন্যায় সভা মধ্যে আমাকে উপেক্ষা করা উচিত হয় না। হায়! এই আত্ম শূন্য স্থানে একাকিনী রোদন করিতেছি, আমার ক্রন্দন কেহই শুনিতে পায় না। মহারাজ! আমি এত বিনয় করিলাম যদি আমার বাক্য শ্রবণ না কর আমি এখনি অভিশাপ দিব তোমার মস্তক শত খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যাইবেক। হে রাজন্! ভার্য্যার গর্ভে পতি পুত্র রূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন এই কারণে পৌরাণিকেরা ভার্য্যাকে জায়া বলিয়া থাকেন। পত্নীতে নিজৌরস হইতে যে অপত্য জন্মে সেই সন্তান পূর্ব্ব মৃত পিতৃলোকদিগকে নিস্তার করিয়া থাকে। অপর পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে এই কারণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সন্তানকে পুত্র এই শব্দে উক্ত করিয়াছেন। অপিচ ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধ শরীর, ভার্য্যা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, ভার্য্যা মনুষ্যের ত্রিবর্গের মূল, ভার্য্যা নিস্তারার্থি পুরুষের নিস্তারের নিদান, ভার্য্যাবন্ত ব্যক্তিরাই ক্রিয়াবন্ত হয়, সভার্য্য পুরুষদিগকেই গৃহস্থ বলে, ভার্য্যা বিশিষ্ট পুরুষই আমোদ করিতে পায়, ভার্য্যান্বিত পুরুষেরাই শ্রীযুক্ত হয়। অধিকন্তু নির্জ্জন স্থানে প্রিয়ম্বদ ভার্য্যারাই পুরুষের সহায়, ধর্ম্ম কার্য্যে ভার্য্যারা পিতৃলোকদের তুল্য, আর্ত্তব্যক্তির পক্ষে ভার্য্যারা মাতৃ সমান। রাজন্, যে পুরুষ সস্ত্রীক, তাহার গহন কাননেও বিশ্রাম লাভ হয়। অপর যে ব্যক্তি সস্ত্রীক তিনি বিশ্বাস্য, যিনি সস্ত্রীক, তাঁহারই শ্রেষ্ঠা গতি। মৃত্যুর পর মনুষ্যকে একাকী গমন করিতে হয়, তাহার সঙ্গে অন্য কেহই যায় না, কিন্তু যদি পতিব্রতা ভার্য্যা থাকে তবে সে সহগামিনী হয়। পতিব্রতা নারী যদি অগ্রে মৃতা হয় পরলোকে পতির নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। আর যদি অগ্রে স্বামির মৃত্যু হয় আপনি সহমৃতা হইয়া তাহার সঙ্গিনী হইয়া যায়।

হে মহারাজ! পুরুষ পতি হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই কারণে পাণিগ্রহণ করিতে যত্ন করিয়া থাকে। ভার্য্যাতে আপনার দ্বারা আত্মাই উৎপাদিত হয় তাহাতেই পণ্ডিতেরা পুত্রের প্রশংসা করেন অতএব পুত্রজননী ভার্য্যাকে মাতৃবৎ দর্শন করা উচিত। ভার্য্যাতে যে তনয় উৎপন্ন হয় তাহা আদর্শস্থ বদনের ন্যায়, উৎপাদক তাহাকে দর্শন করিয়া স্বর্গ লাভে পুণ্যকারির ন্যায় আনন্দিত হয়। যদ্রূপ ঘর্ম্মার্ত্ত জন শীতল জল লাভে আনন্দিত হয় তেমনি সংসারী পুরুষেরা মনোদুঃখে খিদ্যমান এবং নানা ব্যাধিতে পীড়িত হইয়াও পুত্র কলত্রযোগে আনন্দিত হইয়া থাকে। অতএব যদিও মনুষ্যের অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হয় তথাচ কদাপি ভার্য্যার অপ্রিয় করে না। রতি প্রীতি এবং ধর্ম্ম এ সকল ভার্য্যারই আয়ত্ত, ইহা সর্ব্বদাই বিবেচনা করা উচিত। রামাগণ আত্ম জন্মের ক্ষেত্র, ঋষিদিগেরও এমত শক্তি নাই যে রামা ব্যতিরেকে প্রজা সৃজন করেন। রাজন্! ধরণীর রেণু লুণ্ঠিত শিশু সন্তান চরণ সন্নিধানে আসিয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করিলে যে সুখ হয় তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ আর কি আছে?

হে মহারাজ! আপনকার এই পুত্র স্বয়ং আসিয়া আশ্লেষার্থ সাভিলাষ হইতেছে, ঐ দেখুন আপনকার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দর্শন করিতেছে, কি নিমিত্ত ইহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন? মহারাজ! পিপীলিকা সকল অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, তাহারাও আপনাদের অণ্ড পালন করিয়া থাকে, স্বয়ং সে সকলকে ভগ্ন করে না। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া আপনার আত্মজ শিশু সন্তানকে কেমন করিয়া পোষণ করিবেন না?

শিশু সন্তান আলিঙ্গন করিতে আসিলে তাহার স্পর্শ যদ্রূপ সুখাবহ, উৎকৃষ্ট বসন অথবা সুরূপা অঙ্গনা কিম্বা সুশীতল জলের স্পর্শও তদ্রূপ সুখজনক নহে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ যদ্রূপ দ্বিপদ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গাভী যদ্রূপ চতুষ্পদ মধ্যে শ্রেষ্ঠা, গুরু যেমন গরীয়ান জনগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি স্পর্শবৎ সমুদায় পদার্থ মধ্যে পুত্র শ্রেষ্ঠ। অনুমতি করুন, প্রিয় দর্শন এই পুত্র আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া স্পর্শ করুক। মহারাজ! পুত্রস্পর্শ অপেক্ষা প্রিয়তর স্পর্শ লোকে অন্য কিছুই নাই। হে অরিন্দম! তিন বৎসর পূর্ণ হইল আমি এই কুমার প্রসব করিয়াছি, ইহাকে গ্রহণ কর, তোমার শোক নিবারণ হইবেক। হে পৌরব! আমি যৎকালে সূতিকাগৃহে ছিলাম তখন এই আকাশবাণী হইয়াছিল এই সন্তান শতসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করিবেক।

হে মহারাজ! মনুষ্যেরা গ্রামান্তরে গমনের পর প্রত্যাগত হইয়া স্নেহভরে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকআঘ্রাণ পূর্ব্বক আনন্দ করিয়া থাকে, অপর ব্রাহ্মণেরা বেদেতেও এই মন্ত্র বলিয়াথাকেন “বৎস! অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ, তুমি পুত্রনামা আত্মা, শত বৎসর বাঁচিয়া থাক। অপিচ আমার জীবন তোমার অধীন এবং অক্ষয় সন্তানও তোমার আয়ত্ত, এই কারণে, হে পুত্র! তুমি সুস্থ ও সুখী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকহ”। হে মহারাজ! তোমার অঙ্গ হইতে এই তনয় উৎপন্ন হইয়াছে, নির্ম্মল সরোবরে যেরূপে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে দর্শন করে তেমনি আপনার আত্মার প্রতিবিম্বিত এই পুত্রকে দর্শন করহ। হে রাজন্! যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয় তেমনি তোমা হইতে এই তনয় উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে একাকী ছিলে, এক্ষণে দ্বিধাকৃত হইয়াছ। রাজন্, তুমি মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়া ছিলে একটা হরিণ লক্ষ্য করিয়া আমাদের আশ্রমে প্রবেশ কর, আমি কুমারী, পিতার আশ্রমে ছিলাম, তথায় আমাকে প্রাপ্ত হও।

হে রাজন্! উর্ব্বশী, বিপ্রচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী এবং ঘৃতাচী, এই ছয়টী অপ্সরা শ্রেষ্ঠা। তাহাদের মধ্যে মেনকা নাম্নী অপ্সরা ব্রহ্মযোনি। তিনি স্বর্গ হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বামিত্রের ঔরসে আমাকে উৎপন্ন করেন। হিমালয়ের প্রস্থে আমাকে প্রসব করিয়া ছিলেন। পরে অসতী স্ত্রী যদ্রূপ অন্যোৎপন্ন সন্তান পরিত্যাগ করে তাহার ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া যান্। হে মহারাজ! বোধ হয় আমি পূর্ব্ব জন্মে অতিশয় অশুভ কর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহাতেই বাল্যাবস্থায় বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হই এবং সংপ্রতি আপনা কর্ত্তৃক ত্যক্তা হইতেছি। আমাকে ত্যাগ করিতে হয় করুন, আমি আশ্রমে গমন করিব, কিন্তু বালকটী পরিত্যাগ করিতে যোগ্য হয়েন না, এ আপনার আত্মজ।

রাজা কহিলেন তোমার গর্ব্ভে আমি যে পুত্র উৎপন্ন করিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না, নারী জাতিরা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদিনী হয়, তোমার এ সকল কথায় কে বিশ্বাস করিবেক? তোমার জননী মেনকা, বোধ হয় অতিশয় নির্দ্দয়, সে নির্ম্মাল্য ন্যায় তোমাকে হিমালয় পৃষ্ঠে পরিত্যাগ করিয়াছিল। অপর তোমার জন্মদ সেই ক্ষত্রযোনি বিশ্বামিত্রও অতিশয় নির্দ্দয়, অনুমান করি সেই মুনি আপনার ব্রাহ্মণত্ব নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া কামবশতাপন্ন হইয়াছিল। যদি মেনকা অপ্সরা শ্রেষ্ঠা এবং বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ, তুমি তাঁহাদের অপত্য হইয়া পুংশ্চলীর ন্যায় কিরূপে এরূপ কথা কহিতেছ? তোমার এই বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, তোমার কি বলিতে লজ্জা হইতেছে না? বিশেষে আমার নিকটে, তুমি দুষ্ট তাপসী, এখান হইতে গমন কর।

আঃ! সেই শ্রেষ্ঠ মহর্ষি কোথায়? মেনকা অপ্সরাই বা কোথায়? আর তাপসী রূপধারিণী কৃপণা তুমিই বা কোথায়? অধিকন্তু তোমার এই পুত্র বালক, এত অল্পকাল মধ্যে শালস্তম্ভের ন্যায় ইহার শরীর এরূপ বিশাল এবং এমত বলবান কি প্রকারে হইল? অপিচ তোমার জন্ম অতিশয় নিকৃষ্ট, আর তুমি পুংশ্চলীর তুল্য কথা কহিতেছ? অধিকন্তু তুমি যদৃচ্ছা ক্রমে কামচার হেতু নির্জ্জনে মেনকার গর্ব্ভে জন্মিয়াছ, অতএব, হে তাপসি, তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, এ সমুদায়ই আমার অপ্রত্যক্ষ, আমি তোমাকে চিনি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় সেই স্থানে গমন করহ।

শকুন্তলা কহিলেন রাজন্, তুমি সর্ষপমাত্র পরচ্ছিদ্র দেখিতে পাও, আপনার ছিদ্র বিল্বের পরিমাণ বৃহৎ, তাহা দেখিয়াও দেখ না, আমার জননী মেনকা দেবতাদিগকে জানেন, দেবতারাও তাঁহাকে জানেন, আমি সামান্য অঙ্গনার কন্যা নহি, তোমার জন্ম অপেক্ষা আমার জন্ম ভাল। হে রাজেন্দ্র, তুমি পৃথিবীতলে পরিক্রমণ কর আমি অন্তরীক্ষে পর্য্যটন করিয়া থাকি, অতএব আমাদের উভয়ের ভিন্নতা সুমেরু ও সর্ষপের

সদৃশ। আমি মহেন্দ্র, কুবের, যম এবং বরুণের ভবনে গমন করিয়াথাকি, আমার প্রভাব দেখ, আমি দ্বেষ করিতেছি না, তোমাকে একটী প্রবাদের কথা বলি তাহা শুনিয়া আমাকে ক্ষমা করিতে যোগ্য হও। হে মহারাজ! বিরূপ ব্যক্তি যতক্ষণ আদর্শে আপনার মুখ দর্শন করে তত ক্ষণ অন্য অপেক্ষা আপনাকে রূপবান জ্ঞান করে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আদর্শে আপনার রূপ বিকৃত অবলোকন করে তাহা হইলে আপনার ও অন্য জনের প্রভেদ জানিতে পারে। পরন্তু যে ব্যক্তি অতিশয় রূপবান্, তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। এই রূপ যে ব্যক্তি সমধিক কথা কহে সে প্রায় দুর্ব্বাক্ হইয়া পড়ে। মূর্খ ব্যক্তি জল্পনকারি পুরুষের শুভ ও অশুভ বাক্য শুনে কিন্তু শূকর যেমন কেবল বিষ্ঠামাত্র দেখে তাহার ন্যায় সে অশুভই গ্রহণ করে, পরন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জল্পনকারি পুরুষের শুভাশুভ বাক্য শুনিয়া, যেমন হংস জল হইতে ক্ষীরমাত্র গ্রহণ করে তাহার ন্যায়, গুণবৎ বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধুজনে অন্যের গুণানুবাদে যেমন পরিতৃপ্ত হন তেমনি দুষ্ট জনে অন্যের পরিবাদে পরিতুষ্ট হয়। অপর সাধুগণ যদ্রূপ বৃদ্ধদিগকে অভিবাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন সেই রূপ মূর্খ জনে সজ্জনের নিন্দা করিয়া নির্বৃত হয়। অতএব যে সকল ব্যক্তি কাহারো দোষ না জানে তাহারা সুখে জীবন ধারণ করে, মূর্খ লোক কেবল অন্যের দোষ দেখে। যেখানে সাধু লোকে অসাধু কর্ত্তৃক নিন্দিত হয় সেখানে তদপেক্ষা অধিক হাস্যকর বিষয় আর কি আছে? অপর যেখানে স্বয়ং দুর্জ্জন ব্যক্তি সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে সেখানেই বা তদপেক্ষা হাস্যকর বিষয় আর কি আছে? যে পুরুষ সত্য ধর্ম্মচ্যুত, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় তাহা হইতে অনাস্তিক জনেও উদ্বিগ্ন হয়, আস্তিক জনে যে ভীত হইবেক তাহার কথা কি? যে ব্যক্তি স্বয়ং সদৃশ পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাহাকে পালন না করে দেবতারা তাহার শ্রী বিনষ্ট করেন সে ব্যক্তি কোন লোক ভোগ করিতে পায় না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের উত্তম স্থান বলিয়া থাকেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ মনু বলেন পুত্র একাদশ প্রকার, স্বপত্নীপ্রভব পঞ্চবিধ, তথা লব্ধ, ক্রীত, পালিত, কৃত, অন্য পত্নীতে উৎপাদিত। ইহারা সকলেই পুণ্য ও কীর্ত্তিজনক এবং অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধক। ইহারা উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মপ্লব রূপে নরক হইতে পিতৃগণকে পরিত্রাণ করে অতএব পুত্র ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত হয় না। হে রাজন্! তুমি সত্য ও ধর্ম্ম পালন করহ। কপটতা করা তোমার উচিত হয় না।

হে রাজন্! শত কূপ দান অপেক্ষা এক পুষ্করিণী দান শ্রেষ্ঠ, শত পুষ্করিণী দান অপেক্ষা যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞ অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ, শত পুত্র হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! সত্যের মাহাত্ম্য কি বলিব সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য এই দুই বস্তু একত্র তুলাধৃত হইয়াছিল তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই অতিরিক্ত হয়। সর্ব্ববেদলাভ, সর্ব্ব তীর্থে অবগাহন এবং সত্য বচন পরস্পর সমান হয় কি না বলিতে পারি না। ফলতঃ সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই, আর অনৃত অপেক্ষা তীব্রতর পাপও এ সংসারে কিছু নাই। সত্যই পরমব্রহ্ম, অঙ্গীকার পরম সত্য, অতএব অঙ্গীকার পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। রাজন্! সত্য আপনকার সঙ্গত হউক। যদি অনৃতে তোমার প্রসক্তি হয়, যদি স্বয়ং আমার প্রতি শ্রদ্ধা না কর, আমি আপনি গমন করিতেছি, তোমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত আর সমাগমে কার্য্য নাই, পরন্তু তুমি অবর্ত্তমান হইলে আমার এই পুত্রই চতুঃসমুদ্রান্তা পৃথিবীর পালন করিবেক তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন রাজাকে এতাবৎ কহিয়া শকুন্তলা প্রস্থান করিলেন। তাহার পরে নৃপতি ঋত্বিক পুরোহিত আচার্য্য এবং মন্ত্রিগণে পরিবৃত আছেন এই সময় আকাশ হইতে অশরীরিণী বাণী তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন রাজন্! মাতা ভস্ত্রামাত্র, পিতারই পুত্র, কারণ সে তাহা হইতে উৎপন্ন হওয়াতে তাহারই স্বরূপ। অতএব তুমি আপনার পুত্রকে লইয়া পালন করহ, শকুন্তলার অপমান করিও না। হে নরদেব! পুত্র যদিও শুক্র হইতে উৎপন্ন, তথাচ পিতাকে যমদ্বার হইতে উদ্ধার করে, তুমি এই পুত্রের জন্মদাতা, শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছে। জায়া যে পুত্র প্রসব করে তাহা আপনারই দ্বিধাকৃত অঙ্গ। অতএব হে রাজন্! শকুন্তলার পুত্রকে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করহ। মহারাজ! জীবন্ত তনয় পরিত্যাগ করিয়া যে জীবন ধারণ তাহা ভদ্র নহে, অতএব হে পৌরব দুষ্মন্ত! শকুন্তলার পুত্রকে প্রতিপালন করহ। হে রাজন্! যেহেতু তুমি আমাদের বাক্যে এই শিশুটীর ভরণপোষণ করিবে সেই

কারণে তোমার এই বালক পশ্চাৎ "ভরত" নামে বিখ্যাত হইবেক।

হে জনমেজয় রাজা দুষ্মন্ত দেবতাদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন, পরে পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে কহিলেন তোমরা দেবদূতের বচন শ্রবণ করিলে, আমি শুনিয়াছি এবং এই শিশুটীকে আত্মজ বলিয়া জানিতেছি। যদ্যপি বাক্য মাত্রে ইহাকে আপনার পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে লোকে আশঙ্কা করিতে পারিত এ বুঝি শুদ্ধ নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে ভারত! এইরূপে দুষ্মন্ত দেবদূতের দ্বারা সেই পুত্রটী শোধন করাইয়া হৃষ্ট ও প্রমুদিত চিত্তে গ্রহণ করিলেন, তদনন্তর পিতার যাহা২ কর্ত্তব্য সমুদায় সম্পন্ন করিলেন এবং তাহার প্রতি প্রীতিমান হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এই সময়ে বিপ্রগণ রাজার পূজা ও বন্দিগণ স্তব করিতে লাগিল। রাজা পুত্র সংস্পর্শ জন্য পরম হর্ষ লাভ করিলেন অতএব সেই ভার্য্যার যথোচিত পূজা করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন লোকের পরোক্ষে তোমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলাম এই কারণে তোমার শুদ্ধ্যর্থ এই রূপ বিচার করিলাম, এক্ষণে সকল লোকে জানিতে পারিল তোমার সহিত আমার সমাগম হইয়াছিল। অতএব আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার প্রতি যে২ অপ্রিয় কহিয়াছি তাহা ক্ষমা করহ।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে এই প্রকার কহিয়া অশন বসনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তাহার পরে সেই পুত্রের ভরত নাম রাখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ভরতের সৈন্যচক্র প্রবর্ত্তিত হইল। তিনি সকল রাজাকে জয় করিয়া বশীভূত করিলেন এবং সাধুজনের আচরিত ধর্ম্ম আচরণ পূর্ব্বক অনুত্তম যশঃ প্রাপ্ত হইলেন।

হে জনমেজয়! মহাত্মা ভরত চক্রবর্ত্তী এবং মহা প্রতাপী হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহামুনি কণ্ব তাঁহাকে সেই সকল যজ্ঞ করান্! হে মহারাজ! ঐ ভরত হইতে ভারতী কীর্ত্তি এবং ভারত কুল উজ্জ্বল হয়। পূর্ব্বে অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ভারত বলিয়া বিখ্যাত হন তাঁহারা সকলেই দেব কল্প ও মহাতেজস্বী, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা হয় না তথাচ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান২ রাজাদিগের নাম কীর্ত্তন করিব।

ইতি আদিপর্ব্ব সম্ভবপর্ব্ব চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। শকুন্তলা বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

মৎস্য পুরাণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন বাসরের কোন্ ভাগে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবেক? কোন্ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গফল লাভ হয়।

সূত কহিলেন অপরাহ্ণ সময়ে অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত শ্রাদ্ধের মুখ্য কাল। ঐ কালে পিতৃদ্দেশে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। হে মুনিগণ! যে সকল তীর্থ পিতৃ লোকদের শ্রাদ্ধ দানে প্রশস্ত, তত্তাবতের নাম বলি, শ্রবণ করুন। গয়া পিতৃতীর্থ, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শুভ। ঐ তীর্থে দেবেশ স্বয়ং অবস্থিতি করেন, পিতৃগণ স্ব২ ভাগ অভিলাষ করিয়া এই গাথা গান করিয়া থাকেন অনেক পুত্র বাঞ্ছা করিবে কারণ তন্মধ্যে যদি এক জনও গয়াধামে গমন করে, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে। হে মুনিগণ! গয়াধামের ন্যায় পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রও পিতৃ লোকদিগের প্রিয়, কারণ ঐ তীর্থে ভুক্তি ও মুক্তি ফল হয়। এইরূপ বিমলেশ্বর তীর্থ, তথায় যোগ নিদ্রাশায়ী বটেশ্বর নামক ভগবান সদা বাস করেন। অপর গঙ্গাদ্বার তীর্থ শত অশ্বমেধীয় পুণ্য ফলপ্রদ। এইরূপ নন্দা, ললিতা, মায়াপুরী, কেদার, গঙ্গাসাগর, এই সকল তীর্থ অতিশয় প্রশস্ত। অপর ব্রহ্মসর তীর্থ তথা নৈমিষ তীর্থ সর্ব্ব তীর্থ ফলপ্রদ। হে মুনিগণ। পূর্ব্বকালে যেখানে হরিচক্রের নেমি শীর্ণ হইয়াছিল তাহার নাম নৈমিষারণ্য, তাহা সর্ব্বতীর্থ প্রধান। তথায় দেব দেব বরাহ বিরাজমান। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে গমন করেন তিনি পূতাত্মা হইয়া নারায়ণ পুর প্রাপ্ত হন।

অপর কুরুক্ষেত্র তীর্থ অতিশয় পবিত্র, তাহা সর্ব্ব তীর্থের নমস্কৃত। এই রূপ সরযূ তীর্থ অতিশয় পুণ্য ও সর্ব্ব দেব নমস্কৃত। আর ঐরাবতী নদী, পিতৃতীর্থাধিবাসিনী, যমুনা, দেবিকা, কালী, চন্দ্রভাগা, দৃষদ্বতী, রেণুমতী, বেত্রবতী, এই সকল তীর্থ পিতৃলোকদের অতিশয় বল্লভ, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে কোটিগুণ ফল হয়।

হে বিপ্রবর্য্যবর্গ! জম্বুমার্গ নামক তীর্থ অতিশয় পুণ্য জনক, নীলকুণ্ড প্রধান পিতৃতীর্থ, অপর মানস সরোবর পরম পবিত্র। আর মন্দাকিনী, অচ্ছোদা, বিপাশা, সরস্বতী, ইন্দ্রপদ, বৈদ্যনাথ, সিপ্রানদী, মহাকাল, কালঞ্জর, বংশোদ্ভেদ, হরোদ্ভেদ, গঙ্গোদ্ভেদ, রুদ্রেশ্বর, বিষ্ণুপদ, নর্ম্মদাদ্বার, এই সকল তীর্থে পিণ্ড প্রদান করিলে গয়া পিণ্ড দান সমান ফল হয়। অতএব এই সকল পিতৃ

তীর্থ। এই সকল পবিত্র তীর্থের স্মরণ মাত্রে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়।

অপর ওঙ্কার তীর্থ, কাবেরী, কপিলাক্ষ, অমর কণ্টক, এই সকল তীর্থে স্নানাদি করিলে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা শত গুণ পুণ্য হয়। হে মুনিগণ! শুক্র তীর্থ তথা সোমেশ্বর তীর্থ অতিশয় বিখ্যাত, তথায় গমন করিলে সর্ব্বব্যাধি বিনাশ ও কোটিশতাধিক পুণ্য হয়। শ্রাদ্ধ, দান, হোম ও জপাদি নিমিত্ত কায়াবরোধিনী তীর্থ তথা চর্ম্মণ্বতী নদী অতিশয় প্রধান। হে মুনিবৃন্দ! ভৈরব, ভৃগুতুঙ্গ, গৌরী তীর্থ, বৈনায়ক, এবং বক্রেশ্বর, এই সকল তীর্থ সর্ব্বপাপ হর। অপর পুণ্যা তাপনী নদী, শূলতাপী, পয়োষ্ণী, মহাবোধি, পাটলা, নাগতীর্থ, রেবানদী, মহাশাল, মহা রুদ্র, মহালিঙ্গ, কুশাস্তক, শতরুদ্রা, শতাঙ্গা, অঙ্গারবাহিকা, শোণ, ঘর্ঘর, পুণ্যা কালিকা নদী এবং শুভা পিতরা নদী, এই সকল পিতৃ তীর্থ, এই সকল তীর্থে স্নান দান ও শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল হয়।

আর দ্রোণী, বাহু নদী, ক্ষীর নদী, দ্বারকা তীর্থ, অর্ব্বুদ, সরস্বতী, মন্দোদর তীর্থ, শাশ্বত তীর্থ, এই সকল অতিশয় পুণ্যজনক। অপিচ চক্রকোটি, মাকোট, জল্পেশ্বর, অর্জ্জুন, ত্রিপুরেশ, সিদ্ধেশ্বর, শ্রীশৈল, শৃঙ্গবের, নরসিংহ, মহেন্দ্র, শ্রীরঙ্গ, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। এই সকল তীর্থের দর্শনমাত্রে সদ্যঃ সকল পাপ ক্ষয়পায়।

হে মুনিগণ! তুঙ্গা, ভদ্রা, তথা ভীমরথা নদী, ভীমেশ্বর তীর্থ, অপর বীরগঙ্গা ও গোদাবরী নদী অতিশয় পবিত্র, আর ত্রৈয়ম্বক তীর্থ সর্ব্ব তীর্থ নমস্কৃত, তথায় ভগবান ঈশ সদা বিরাজমান। এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে কোটিগুণ ফল হয়। এই সকল তীর্থের স্মরণ মাত্রে পাপ সকল শতধা হইয়া বিনষ্ট হয়। অপর শ্রীপর্ণী নদী, অনুত্তম ব্যাসতীর্থ, বিখ্যাত মৎস তীর্থ, অপাপ তীর্থ, বালেশ্বর তীর্থ, দ্বাপর তীর্থ, অঙ্গ তীর্থ, মামদ্দ, অলম্বুষ, আম্রাতকপুর, একাম্র, গোবর্দ্ধন, হরিশ্চন্দ্র, পুরশ্চন্দ্র, সহস্রাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, রামাধিবাস, সৌমিত্রি সঙ্গম, ইন্দ্রকীর্ণ, জল, প্রিয়মালক, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ দান অতিশয় প্রশস্ত, এই সকল তীর্থে সর্ব্ব দেবতার সদা সান্নিধ্য আছে। এই সমস্ত তীর্থে স্নান দান করিলে কোটি গুণাধিক ফল হয়।

হে মুনিগণ! পুণ্যা বাহুদা নদী তথা শুভ সিদ্ধ বন এবং পাশুপত তীর্থ, পর্ব্বতিকা নদী, এই সকল তীর্থ হব্য কব্যের পরম স্থান। এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে কোটিগুণ ফল হয়। অপর সহস্র লিঙ্গ এবং পুণ্য রামেশ্বর তীর্থ, আর সেন্দ্রা নদী, যেখানে পূর্ব্বে চন্দ্রপতন হইয়াছিল, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিলে অনন্ত ফল হয়। হে ঋষিবৃন্দ! পুষ্কর তীর্থ, শালগ্রাম তীর্থ, বিখ্যাত শোণপাত তীর্থ, সারস্বত তীর্থ এবং স্বামি তীর্থ, অপর মন্দরা, কৌশিকী, চণ্ডিকা পয়োষ্ণী, কাবেরী নদী তথা জালন্ধর পর্ব্বত এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল হয়। অপিচ লৌহদণ্ড, চিত্রকূট, বদরী তীর্থ, রাম তীর্থ, এই সকল তীর্থ সংসার মোচক, এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে অনন্ত ফল হয়। হে মুনিগণ! অট্টহাস তীর্থ, গৌতমেশ্বর তীর্থ, তথা বশিষ্ঠ তীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্ত, হংসতীর্থ, পিণ্ডারক তীর্থ, শঙ্খোদ্ধার তীর্থ, ঘণ্টেশ্বর তীর্থ, বিল্বপঞ্চক, নীল পর্ব্বত, বদরী তীর্থ, কাম তীর্থ, জয়ন্ত, বিজয়, শুক্র, শ্রীপর্ব্বতেশ্বর, রৈবতক, শারদা তীর্থ, ভদ্র কালেশ্বর, বৈকুণ্ঠ, ভীমেশ্বর, এবং অশ্ব তীর্থ, এই সকলে শ্রাদ্ধ দান করিলে অনন্ত ফল হয়। হে মুনিগণ, বেদশির নামে তীর্থ, ওঘবতী নদী, অশ্বপদ তীর্থ এবং স্কন্দ গণ্ড তীর্থ, এই সকলে যাঁহারা শ্রাদ্ধ দান করেন তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন।

হে মুনিগণ! মাতৃগৃহ তীর্থ, করবীরপুর, কুশেশ্বর, গৌরীশিখর, নকুলী, পম্পা তীর্থ, কুন্দমাল, সপ্ত গোদাবরী তীর্থ, এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ দান করা আবশ্যক। হে ঋষিগণ, সংক্ষেপে এই তীর্থ সংগ্রহ কথিত হইল, বিস্তার পূর্ব্বক যাবতীয় তীর্থ বলিতে বাগীশও সমর্থ হইবেন না। পরন্তু সত্য পরম তীর্থ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তীর্থ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

অতঃপর শ্রাদ্ধকাল বলিতেছি অবধান করুন। প্রথম তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তদনন্তর তাবৎ মুহূর্ত্ত সঙ্গব, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, তৎপরে তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ণ, তদনন্তর তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন। ঐ সায়াহ্নকালে শ্রাদ্ধ করিবেক না, কারণ ঐ বেলা রাক্ষসী নামে প্রসিদ্ধা, অতএব সকল কর্ম্মে গর্হিতা। দিবসের মধ্যে পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত, তন্মধ্যে অষ্টম মুহূর্ত্তের নাম কুতপ। হে মুনিগণ মধ্যাহ্ন কালে সর্ব্বদা ভাস্কর মন্দতেজা হন এই কারণে ঐ মুহূর্ত্ত অনন্ত ফলদায়ক, ঐ মুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধারম্ভ অতিশয় প্রশস্ত। অপর শ্রাদ্ধে রৌপ্য, দর্ভ, তিল, গাভী, দৌহিত্র এবং অষ্টম মুহূর্ত্ত এই সকল আরো প্রশস্ত।

হে মুনিগণ! পূর্ব্বে মৎস্য এই সকল তীর্থ ও শ্রাদ্ধকালের অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই সকল পাঠ অথবা শ্রবণ করেন তিনি শ্রীমান হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হে মুনিগণ, এই আখ্যান পরম পবিত্র, যশস্কর, মহাপাতক নাশন, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ইহার পূজা করিয়া থাকেন

ইতি মৎস্যপুরাণ শ্রাদ্ধ কল্প দ্বাবিংশ অধ্যায়।

হরিবংশ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন। স্বতন্ত্র নামা চক্রবাক ঐ রূপে রাজ্য স্পৃহা করিলে তাহার সহচর দুইটী

চক্রবাক তাহাকে সম্বোধিয়া কহিল ভ্রাতঃ, আমরা তোমার প্রিয় ও হিতৈষী, যদি তুমি রাজা হও আমরা তোমার সচিব হইব। তাহাই হইবেক এই কথা বলিলে সেই সময় তাহার পুনরায় যোগা-ত্মিকা বুদ্ধি হইল। তদনন্তর তাহারা তিন জনে পরস্পর সময় করিল।

অনন্তর শুচিবাক নামা অন্য চক্রবাক ঐ স্বতন্ত্র চক্রবাককে সম্বোধিয়া বলিল তুমি যোগ ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া কাম পরায়ণ হইতেছ, এবং এই রূপ বর প্রার্থনা করিতেছ, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর যখন রাজত্ব প্রার্থনা করিতেছ তখন অবশ্যই কাম্পিল্য দেশে রাজা হইবে এবং এই দুইটী চক্র-বাকও তোমার সহায় ও সচিব হইবেক সন্দেহ নাই, তবে আর আমরা তোমাদের সহিত থাকিয়া কি করিব। কিন্তু তোমরা যেহেতু রাজ্য লোভে আকৃষ্ট হইলে সেই হেতু আমরা তোমাদিগকে অভিশাপ দিয়া অন্যত্র গমন করি। এই বলিয়া শাপ দিল।

সেই তিনটী চক্রবাক ঐ রূপে অভিশপ্ত ও যোগ-ভ্রষ্ট এবং ভগ্নচিত্ত হইয়া সেই সকল চক্রবাককে নানা প্রকারে বিনয় করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর তাহারা পুনরায় প্রসন্ন হইল। তাহাদের মধ্যে সুমনা চক্রবাক কহিল আমাদের সকলের বচনে ও প্রসাদে তোমাদের এই শাপ অন্তর্বান হইবে এতদ্বি-ষয়ে সংশয় নাই, তোমরা এস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য দেহ প্রাপ্তানন্তর যোগ প্রাপ্ত হইবে এবং তোমাদের মধ্যে এই স্বতন্ত্র নামা চক্রবাক সর্ব্ব প্রাণির গ্লানি বুঝিতে পারিবেক কারণ এ ব্যক্তি হইতেই আমরা সকলে পিতৃলোকের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ইনিই গো প্রোক্ষণ করিয়া পিত্রুদ্দেশে দান করেন, ইহা হইতেই আমাদের জ্ঞান সংযোগ হয়। তোমরা এই বাক্য সন্দর্ভের একটী শ্লোক শ্রবণ করিলে অবশ্যই পুনরায় যোগ গতি প্রাপ্ত হইবে।

ইতি হরিবংশ পিতৃকল্প দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন সাতটী চক্রবাক যোগ ধর্ম্ম নিরত হইয়া মানস সরোবরে চরিত। তাহাদের নাম পদ্মগর্ভ, অরবিন্দাক্ষ, ক্ষীরগর্ভ, সুলোচন, উরুবিন্দু, সুবিন্দু, এবং হেমগর্ভ। কেবল অনিল ও সলিল মাত্র আহার করাতে তাহাদের শরীর শুষ্ক হইয়াছিল। এদিকে রাজা স্বীয় শরীরের দ্বারা বিরাজ করিতেং, দেবরাজ যেমন নন্দনে ভ্রমণ করেন তাহার ন্যায়, কলত্র পরিবৃত হইয়া সেই বনে ভ্রমণ করিতে গেলেন। দৈবাৎ সেই সকল যোগ-ধর্ম্ম রত বিহঙ্গমের প্রতি তাঁহার নেত্র পাত হইল, এক দৃষ্টে অনেক ক্ষণ দর্শন করিলেন, পরে ঐ বিষ-য়ই চিন্তা করিতে করিতে নিজপুরে প্রত্যাগত হই-লেন।

ঐ রাজার অণুহ নামে একটী ধার্ম্মিক তনয় ছিল, সেই কুমার নিত্য ধর্ম্মরত হওয়াতে পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। অতএব শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে অর্চনা করিয়া কৃত্বী নাম্নী তনয়া দান করেন। সেই কৃত্বী পিতৃলোকদের কন্যা। পূর্ব্বে ভীষ্মের নিকট সনৎ-কুমার তাহার উল্লেখ করেন। তিনি সত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠ, যোগি জনেরও দুর্বিজ্ঞয়া, তাঁহাকে যোগা ও যোগ-পত্নী এবং যোগমাতা বলিয়া থাকেন। তাঁহার বিষয় পিতৃকল্পে সমুদায় কহিয়াছি।

সে যাহা হউক। বিভ্রাজ রাজা আপনার ঐ পুত্র অণুহকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া পুরবাসি জনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন পরে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া তপস্যাচরণার্থ সেই সরো-বরে গমন করিলেন যেখানে আপনার সহচরগণ ছিল। রাজা সেই স্থানে গিয়া নিরাহার ও বায়ু মাত্র আহার করত সমুদায় কামনা পরিত্যাগ পুর্ব্বক সরোবরের পার্শ্বে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগি-লেন। হে ভারত! তাঁহার এই সঙ্কল্প ছিল যোগ দ্বারা সেই সকল চক্রবাকের মধ্যে একটীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হই। এই মানস করিয়া মহাতপা বিভ্রাজ সুমহৎ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তাঁহার প্রতাপে সেই বন বিভ্রাজিত হইয়া বৈভ্রাজ নামে প্রসিদ্ধ হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ। সেই সরোবরও তাঁহার আখ্যায় বৈভ্রাজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। সেই সরোবরের তীরেই যোগ ধর্ম্মরত সেই চারিটী চক্রবাক্ ছিল। অন্য তিনটী যোগ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া দেহন্যাস করিয়াছিল, পূর্ব্বে তাহারা সাত জনেই কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্ম-দত্ত প্রভৃতি নাম গ্রহণ পুর্ব্বক জন্মিয়াছিল। তাহা-দের মধ্যেই চারিজন সেই সময় ঐ সরিত্তীরে জ্ঞান, ও তপস্যায় পূত এবং পূর্ব্বস্মৃতিবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছিল আর তিনটী মোহ বশতঃ যোগ ভ্রষ্ট হইয়াছিল।

সে যাহা হউক! হে ভারত! অণুহ নামে যে পুত্র বিভ্রাজের পর রাজ্যাধিকারী হইলেন স্বতন্ত্র নামা চক্রবাক্ যখন তাহার পুত্র হইয়া জন্মিলেন তখন ব্রহ্মদত্ত জ্ঞান প্রভাবে ঐ রূপ সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন তাহাতেই রাজা তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। অপর দুইটী চক্রবাক্, যাহারা তাঁহার সচিব হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বাভ্রব্য ও বৎসের পুত্র হইয়া জন্মিল, তাহাদের নাম ছিদ্র-দর্শী ও সুনেত্র। তাহারা পূর্ব্ব জন্মের সহচর দুই জনে ব্রহ্মদত্ত রাজার সখা হইল।

সে যাহা হউক। কিয়ৎকালানন্তর অণুহ রাজা ব্রহ্মদত্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম

গতি প্রাপ্ত হইলেন। দেবল তনয়া সন্নতি ঐ ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা। হে রাজন্! অবশিষ্ট যে সকল চক্রবাক্ ছিল তাহারা কাম্পিল্য নগরে দরিদ্র শ্রোত্রিয় কুলে উৎপন্ন হইল। তাহারা যোগ ধর্ম্ম রত হইয়া পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহাদের পিতা এক সময় কহিয়াছিলেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের যাওয়া উচিত হয় না। পিতার ঐ বাক্যে তাহারা কহে যাহাতে আপনকার জীবিকার ক্লেশ না হয়, আমরা তদ্রূপ করিয়া যাইব, আপনি ব্রহ্মদত্ত রাজার নিকট একটী শ্লোক শ্রবণ করাইবেন তাহা হইলে তিনি প্রীত হইয়া আপনাকে অভীপ্সিত বস্তু ও বিবিধ সাহায্য প্রদান করিবেন।

ঐ সকল তনয় পিতাকে ঐ রূপ বলিয়া এবং তাঁহার পূজা করিয়া যোগ ধর্ম্ম অবলম্বন পুরঃসর পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হন।

ইতি হরিবংশ পিতৃকাল ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যোগবাশিষ্ঠ।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন হে রামচন্দ্র! এই সংসার দুঃখ নাশের একমাত্র উপায় আপন মনের নিগ্রহ। জ্ঞানসাধনের সর্ব্বস্ব পরম বস্তু শ্রবণ করিয়া অবধারণ করহ। বৎস! ভোগেচ্ছার নাম বন্ধ, এবং ভোগ ত্যাগের নাম মোক্ষ। অন্য শাস্ত্রের অভ্যাসে প্রয়োজন নাই, এই কর্ম্ম কর যেং বস্তু স্বাদু অর্থাৎ যাহাতে কাম ভোক্ত হয় সেই সকলকে বিষাগ্নির ন্যায় দর্শন কর। বিষয় সকলের ভোগ অতিশয় বিষম, পরিণামে দুঃখ প্রদ, ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া মনোমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি সে সকলের সেবা কর, পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে।

ভোগার্থ মনের ঔৎসুক্য হইলে তাহা নিবারণ করিয়া যে ঔদাসীন্য করা তাহাই মনোনাশ, তত্ত্বজ্ঞানিরা তৃষ্ণা শূন্য, এপ্রযুক্ত তাহাদের মনোলয় হয়, অজ্ঞানির মনঃ তৃষ্ণাযুক্ত একারণ তাহা বন্ধন রজ্জু স্বরূপ। অপর জ্ঞানির মন সানন্দ অথবা নিরানন্দ নহে, চঞ্চল বা অচঞ্চল নয়, সদা সুস্থির, অধিকন্তু তাহা সৎ নহে অসৎও নহে, চিদ্রূপ এপ্রযুক্ত সকল বস্তুর মধ্যেই অবস্থিত জানিবে।

রামচন্দ্র কহিলেন চিদাত্মাতে যে প্রকারে এই বিশ্ব অবস্থিত, বুদ্ধি পরিপাকার্থ পুনরায় কহিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন যেমন সর্ব্বগত আকাশ সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না তেমনি যদিও চিদ্রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থিত তথাচ তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না কারণ তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রহণীয়, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অপর সেই চিৎ সঙ্কল্প শূন্য অবিনাশি, সর্ব্ব সংজ্ঞা বিবর্জিত, জ্ঞানিরা তাহার নাম তত্ত্ব ও ব্রহ্ম ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই চিৎ আকাশের শতাংশের একাংশ বৎ সূক্ষ্ম, কলাদিবিহীন।

হে রামচন্দ্র,যেমন সমুদ্রের জল তরঙ্গ বুদ্বুদাদি নানারূপ হইয়া প্রকাশ পায় কিন্তু সেই জল তরঙ্গাদি পরস্পর ভিন্ন নহে, তেমনি সর্ব্ব ব্যাপি চিৎ বিবিধ জগৎ স্বরূপ হন, যদ্রূপ জলসমুদ্রে তরঙ্গাদি ভিন্নং পদার্থ তদ্রূপ চিৎ সমুদ্রে তুমি আমি স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি নানা পদার্থ প্রকাশ হয়। পরন্তু ঐসকল পদার্থ চিৎ হইতে ভিন্ন নহে। ঐ চিৎ এক মাত্র হইলেও অজ্ঞানির নিকট অখিল জগৎ রূপে প্রকাশ পায়, জ্ঞানির নিকট এক ব্রহ্ম মাত্র। সেই চিৎ অনুভব স্বরূপ, তাহা দ্রব্য কর্ম্মাদি প্রকাশ করে অপর তাহাই সমস্ত পদার্থের বিনাশক তাহাই সংসার ভোগিদের ভোগ ভাবনা করাইয়া দেয়। সেই চিদ্ব্রহ্মের অন্ত নাই, উদয়ও নাই, তাহা ক্রিয়া শূন্য এ প্রযুক্ত গমনাগমন বিবর্জ্জিত, উত্থান ও স্থিতি হীন, কোন স্থানে নাই এমত বলাযায় না, কোন স্থানে আছেন ইহাও বলাযায় না, অজ্ঞানির নিকট নাস্তিত্ব রূপে এবং জ্ঞানির নিকট অস্তিত্ব স্বরূপে প্রতীত হন। হে রামচন্দ্র, চিৎ বস্তু আকারবিহীন, আপনাতে আপনি স্থিত, তাহা মায়াযোগে এই প্রকার জগৎ নাম ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশ পায়।

হে রামচন্দ্র! স্বীয় স্বভাবে সতত উদয়শালি সর্ব্বদা নিরাকার চিদ্রূপ ব্রহ্ম "আমি বহু হই" এই সংকল্প দ্বারা যখন মায়া অবলম্বন করেন তখন অবয়ব শূন্য প্রযুক্ত প্রকাশরূপ হইয়া উপাধি যোগে অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া অপ্রকাশ বস্তু স্বরূপ হন। তদবস্থায় অনিত্য বস্তুর স্মরণ করিয়া নানারূপে প্রবর্ত্তমান ও ভাব অভাব গ্রহণ করেন এবং সামান্য বিষয়ে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর স্থূল শরীরের ক্রিয়াশক্ত দ্বারা উপরিস্থ জীবগণ সৃষ্টি করেন পরন্তু ব্রহ্ম রূপে কিছুই করেন না। হে রামচন্দ্র। এই রূপে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সংসার শ্রেণী স্বভাবতঃ ব্রহ্ম হইতে আগত এবং পুনশ্চ ব্রহ্মেতে লীন হয় যেমন মত্ত জীব এক হইয়াও মদ বিহ্বলতা প্রযুক্ত অন্য ন্যায় প্রকাশ পায় তেমনি সদানন্দ রূপ ব্রহ্ম মায়া বশতঃ জীববৎ অবস্থিত হন, বস্তুতঃ তাঁহার ভেদ মাত্র নাই, কেবল উপাধিকৃত ভেদ মাত্র। হে রাঘব! যে বিজ্ঞান দ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছ সেই বিজ্ঞানই আত্মা ও পরব্রহ্ম, তিনিই সকল জগৎ পূর্ণ করিয়া আছেন।

হে রামচন্দ্র, প্রত্যক্ষে যে সকল পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছ সকলই ব্রহ্মমাত্র নিশ্চয় জানিবে, যেমন

ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্প কল্পিত হয় তেমনি অজ্ঞানবশতঃ পরব্রহ্মে এই সকল কল্পিত হইয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গ নানা প্রকারে প্রকাশ পাইলেও যদ্রূপ তাহা স্বরূপতঃ জল ব্যতীত অন্য পদার্থ নহে সেই রূপ এই জগৎ নানা রূপে প্রকাশমান হইলেও ইহাকে এক ব্রহ্মই জানিবে। ফলতঃ ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় বস্তু নাই।

বৎস। উল্লিখিত ব্রহ্ম এই রূপে উপদেশ করিতে হয়। গুরু প্রথমতঃ শম দমাদি শিক্ষা দিয়া শিষ্যকে শান্ত দান্ত করিবেন পরে আকাশ বৎ একমাত্র ব্রহ্ম ইহা উপদেশ দিবেন। যাহার অর্দ্ধেক জ্ঞান হইয়াছে তাদৃশ অজ্ঞানি ব্যক্তিকে ব্রহ্ম উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে তাহাতে তাহাকে নরকে পতিত করা হয়। যে ব্যক্তি ভোগেচ্ছাহীন, নিষ্কাম ও জ্ঞানযুক্ত, তাহাকেই এই সকল ব্রহ্ম এই রূপ উপদেশ দিলে অবিদ্যা নাশ হয়। যেমন যাবৎ দীপ থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত আলোক, যাবৎ সূর্য্য থাকেন তাবৎ পর্য্যন্তই দিবা, যাবৎ পুষ্প তাবৎ পর্য্যন্ত গন্ধ, তদ্রূপ যাবৎ ব্রহ্ম তাবৎ পর্য্যন্ত এই জগৎ অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তাতেই জগৎ সত্য বলিয়া প্রকাশ পায়: কিন্তু ইহা কেবল প্রতিবিম্ব রূপেই সত্য বলিয়া প্রতিভাসমান হয় পরমার্থতঃ সত্য নহে।

রামচন্দ্র কহিলেন ব্রহ্মন্, আপনকার বিচিত্র বচনদ্বারা যদিও আমার প্রবোধ জন্মিল তথাচ ক্ষণে ক্ষণে মন্দ বোধ ও ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইতেছে অতএব অস্তে সর্ব্বস্বরূপ চিদ্ব্রহ্মে এই জগৎ কিরূপে কল্পিত হয় এমত সংশয় জন্মিতেছে তাহা নিরাস করিতে আজ্ঞা হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন বৎস, আমি যাহা কহিলাম সমুদায় যথার্থ ও অর্থযুক্ত জানিও, উল্লিখিত বাক্য সকল অসঙ্গতার্থ অথবা পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। যখন তোমার জ্ঞান দৃষ্টি প্রকাশ ও তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইবেক তখন স্বভাবস্থ হইয়া আমার বাক্যের বলাবল বুঝিতে পারিবে। এ সংসারে অবিদ্যাই আত্মবুদ্ধি নাশের কারণীভূত, এবং অবিদ্যা হইতেই দোষধ্বংসিনী বিদ্যা প্রাপ্তি হয় যেমন এক অস্ত্র দ্বারা অন্য অস্ত্রের ছেদন হয়, এক মল দ্বারা অন্য মল নষ্ট হয়, এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের শান্তি হয় এক রিপুর দ্বারা অন্য রিপুর দমন হয় সেই রূপ এক অবিদ্যা দ্বারা অন্য অবিদ্যার নাশ হইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! মায়ার কথা কি বলিব যে সময় আপনার শরীর নাশ উপস্থিত হয় সে সময়েও হর্ষ প্রদান করে, অতএব মায়ার প্রভাব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু যে জ্ঞানী বিবেক দ্বারা ঐ মায়া দর্শন করেন তাঁহার নিকট মায়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় বৎস, যাবৎ তুমি জ্ঞানী না হও তাবৎ পর্য্যন্ত আমার বাক্য দ্বারা অবিদ্যা মিথ্যা এই রূপ নিশ্চয় করহ। "সকলই ব্রহ্ম" এই ভাবনা যাহার অন্তরে বিরাজমান, সেই ব্যক্তি ঐ ভাবনা দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হন। "আমি তুমি জগৎ" এতদ্রূপ যে ভেদ জ্ঞান, তাহারই নাম অবিদ্যা, তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যা নদীর পার প্রাপ্তি হয় না, অবিদ্যা উত্তীর্ণ হইলেই অক্ষয় ব্রহ্ম লাভ হয়, বৎস! কোন্ বস্তু হইতে মায়া জন্মিয়াছে এরূপ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই কিপ্রকারে নাশ করিব ইহার বিচার করহ। অবিদ্যা ক্ষীণা হইলেই জানিতে পারিবে অবিদ্যা যে প্রকারে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যে প্রকারে বিনাশ পায় পরন্তু যাবৎ অবিদ্যার নাশ না হইবেক তাবৎ উহা জানিতে পারিবা না। অতএব রোগের গৃহ রূপ অবিদ্যা প্রতীকারার্থ যত্ন করহ। এই অবিদ্যা যে রূপে জন্ম ও দুঃখে তোমাকে পুনঃ নিয়োগ না করে তাহার নিমিত্ত সচেষ্ট হও। বৎস! যেমন বায়ু আপনিই আকাশে গমন করে তেমনি আত্মা স্বীয় শক্তি দ্বারা আপনিই আত্মাতে চঞ্চলতা পায়। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম নির্ম্মল, চিৎশক্তি স্ফুরিত হইলে "তদ্বস্তু আমার" এই রূপ প্রকাশ পায়। সর্ব্বশক্তি যুক্ত চিৎ স্বৈক মধ্যে ব্রহ্ম সহ প্রকাশ রূপি হইয়া দেশ কাল ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

[ইহার পরিশেষ আগামি সংখ্যায় প্রকাশ হইবেক]

নীতিশতক।

সত্যা নৃতা চ পরুষা প্রিয়বাদিনী চ, হিংস্রা দয়ালুরপি চার্থপরা বদান্যা। নিত্যব্যয়া প্রচুর নিত্যধনাগমা চ, বারাঙ্গনেব নৃপনীতিরনেকরূপা॥ ৭৩॥

রাজনীতি বারাঙ্গনার তুল্য অনেক রূপা। কখন সত্যভাষিণী, কখন অনৃত ভাষিণী, কখন পুরুষ বাদিনী, কখন প্রিয়বাদিনী, কদাচিৎ হিংস্রা, কদাচিৎ দয়ালু, কদাচিৎ অর্থপরা, কদাচিৎ বদান্যা, কখন নিত্য ব্যয়কারিণী, কখনবা প্রচুর ধনাগম শালিনী হইয়াথাকে॥ ৭৩॥

ন কশ্চিচ্চণ্ডকোপানা মাত্মীয়ো নাম ভূভুজাং। হোতারমপি জুহ্বন্তং স্পৃষ্টো দহতি পাবকঃ॥ ৭৪॥

নরপতিদিগের কোপ প্রচণ্ড, আত্মীয় বলিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকট পরিত্রাণ পায় না। তাহার সাক্ষী দেখ, যে হোতা হবিঃ প্রক্ষেপ করেন স্পর্শ করিলে প্রচণ্ড কোপ অনল তাহাকেও দগ্ধ করিয়া থাকে॥ ৭৪॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।